কবিকঙ্কণ চণ্ডী

৺ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা,

৩৮।২ ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, 'বঙ্গবাসী-ইলেক্‌ট্রো-মেসিন-প্রেসে'

শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩১৩

মূল্য ২৲ দুই টাকা।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী সুসিদ্ধ শ্রোত্রিয় কোয়ারি গাঞী রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। কবিকঙ্কণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম কবিচন্দ্র, (১) পিতার নাম হৃদয়, পিতামহের নাম জগন্নাথ, মাতার নাম দৈবকী, পুত্রের নাম শিবরাম, পুত্রবধূর নাম চিত্রলেখা, কন্যার নাম যশোদা, জামাতার নাম মহীশ ছিল। ইহাঁর একটী কনিষ্ঠ ভ্রাতাও ছিলেন, তাঁহার নাম রমানাথ বা রামানন্দ। ইহাঁদিগের বাসস্থান সলিমাবাদ পরগণার অন্তর্গত দামিন্যা গ্রাম।

এই চণ্ডীকাব্যের এক স্থানে লিখিত আছে—"কুয়ারি কুলেতে জাত, মহামিশ্র জগন্নাথ" এই কুয়ারি পরিচয় তাঁহার গাঞী বুঝিতে হইবে। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস পাঠে জ. .র, সলিমাবাদের সাড়ে চারি ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে কোয়ড়া বা কয়ড়া গ্রাম অবস্থিত, এই গ্রামের নাম হইতেই কোয়ারি গাঞীর উৎপত্তি। কবিবরও লিখিয়াছেন "নিবাস পুরুষ ছয় সাত" ইহাতেও যায়, গাঞী বিভাগের সময় হইতেই ইহাঁরা এই দেশে বাস করিতেছেন।

কিন্তু মাহাম্মদ সরিপ নামক কোন ডিহিদারের উৎপীড়নে তাঁহাকে এই সাত পুরুষের ভূমি পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। এই জন্যই কবি একস্থানে আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন—

"ধন্য রাজা মানসিংহ, বিষ্ণুপদাম্বুজভৃঙ্গ,
গৌড়বঙ্গ-উৎকল-অধিপ।
সে মানসিংহের কালে, প্রজার পাপের ফলে,
ডিহীদার মামুদ সরিপ॥"

যাহা হউক তিনি সরিপের ভয়ে পুত্রকলত্রাদিসহ দেশত্যাগ করিয়া এক দিন কুচট্যা নামক গ্রামে উপস্থিত হইয়া স্নান পূজা সমাপন করিলেন। এই সময়ে তিনি কপর্দ্দক শূন্য পথের ভিখারি, অথচ একটি বৃহৎ পরিবার তাঁহার তত্ত্বাবধানে সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে। তাঁহার তখন কিরূপ অবস্থা তাহা তিনি নিজেই পরিচয় দিয়াছেন—

"উপনীত কুচট্যা নগরে।
তৈল বিনা কৈলু স্নান, করিলু উদক পান,
শিশু কান্দে ওদনের তরে॥
আশ্রম পুখরি আড়া, নৈবেদ্য শালুকপোড়া,
পূজা কৈলুঁ কুমুদ প্রসুনে।"

এই দুরবস্থার সময়েই তিনি চণ্ডীর কৃপা লাভ করিলেন, "চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে" ই তাঁহার কবিত্ব শক্তি লাভের শুভ দিন, এই দিনটীও তিনি নিজ কাব্যে প্রকাশ করিতে লেন নাই।

'শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা।
কত দিনে দিলা গীত হরের বনিতা॥

(১) কবিচন্দ্র কাহারও নাম হইতে পারে না, উহা উপাধি। কেহ বলেন তাঁহার প্রকৃত ম নিধিরাম ছিল।

এই কবিতার অর্থ—রস (৯) রস (৯) বেদ (৪) শশাঙ্ক (১) অঙ্কের বামা গতি হেতু শকাব্দা ১৪৯৯ হইল। কেহ কেহ রস শব্দে ৬ ধরিয়া থাকেন, কিন্তু অলঙ্কার শাস্ত্রানুসারে শৃঙ্গার, বীর, করুণ, হাস্য, অদ্ভুত, ভয়ানক, বীভৎস রৌদ্র এবং শান্ত ভেদে রস নয়টী, সে হিসাবে ১৪৯১ শকাব্দা। রস শব্দে ছয় ধরিলে মানসিংহ রাজার রাজত্বকালে কবিকঙ্কণের অবস্থিতি দুর্ঘট হইয়া উঠে।

মুকুন্দরাম এই সকল বাধাবিপত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রাহ্মণভূমির রাজধানী আড়রায় উপস্থিত হইলেন। তত্রস্থ রাজা বাঁকুড়ায় বহুলসম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক পাঁচ আড়া অর্থাৎ ২০ মোন ধান্য প্রদান করিয়া "শিশুপাঠে কৈল নিয়োজিত।" বাঁকুড়ারায়ের পুত্র রঘুনাথরায়ও পিতৃ-আজ্ঞায় কবিকঙ্কণকে গুরুত্বে বরণ করিলেন; কবিরও দুঃখের অবসান হইল। কবিকঙ্কণের সঙ্গী দামোদর নন্দী স্বপ্নের কথা জানিতেন; তিনি রঘুনাথের কাছে তাহা প্রকাশ করিলেন, রঘুনাথও কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া সেই কাব্য প্রচার করণার্থ যত্ন করিতে লাগিলেন। মুকুন্দরাম রঘুনাথের সন্তোষসাধনার্থ কাব্য লিখিয়া প্রকাশ করিলেন; এই জন্যই কাব্যের কোন কোন ভণিতা স্থানে কবি—"চণ্ডীপদ ভাবি চিতে, রচিল মুকুন্দ গীতে, রাজা রঘুনাথের কৌতুক।" এইরূপ লিখিয়াছেন। কবিকঙ্কণ, কাব্যের নাম নির্দ্দেশ করেন নাই, তবে ভণিতার অনেক স্থলেই "অভয়া-মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ" এইরূপ থাকায় এই গ্রন্থের নাম 'অভয়ামঙ্গল' বলিতে পারা যায়, এবং 'অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত। শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত।" এই ভণিতাও পূর্ব্ব বাক্যের পরিপোষক বলা যাইতে পারে।

মুকুন্দরাম কোন প্রাচীন কাব্য বা কিংবদন্তী অবলম্বন করিয়া যে এই কাব্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন তাহা তিনি নিজে স্বীকার করেন না, তিনি বলেন—"হাতে লৈয়া পত্রমসী, আপনি কলমে বসি, যে গোলাম যেই না লেখান। না জানি কি কৌতুকে অম্বিকা মুকুন্দমুখে, নিজ-সঙ্কীর্ত্তন-রস পান।" কিন্তু মুকুন্দরামের পূর্ব্বে রচিত মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথা ছিল, ইহার প্রণেতা দ্বিজ জনার্দ্দন; শ্রীচৈতন্যভাগবতেও "মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণ" এরূপ দেখা যায়। তাহাতে বুঝিতে পারা যায়—শ্রীচৈতন্য দেবের পূর্ব্বেও মঙ্গলচণ্ডীর কথা বাঙ্গালায় প্রচারিত হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত দ্বিজ জনার্দ্দনকৃত গ্রন্থেও কালকেতুর কথা, খুল্লনার কথা এবং ধনপতি শ্রীপতির কথা প্রায় এইরূপই আছে। কবিকঙ্কণ যে সেই ব্রতকথা পড়িয়া দেখেন নাই তাহাই বা কে বলিতে পারে? মাধবাচার্য্য নামক একজন কবি চণ্ডীকাব্য রচনা করেন, তাহা ১৫০১ শকাব্দায় লিখিত; সুতরাং সে পুথি কবিকঙ্কণের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল কি না বলিতে পারি না। যাহা হউক এইরূপ বিদ্যাসুন্দর, চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি বাঙ্গালা কাব্য গুলি একাধিক ব্যক্তির হাতে পড়িয়া রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। যেরূপ কবিরঞ্জন অপেক্ষা ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর আদরণীয়, জয়ানন্দ অপেক্ষা লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গল বৈষ্ণব-সমাজে আদর প্রাপ্ত হইয়াছে, সেইরূপ মাধব আচার্য্যের চণ্ডী হইতে কবিকঙ্কণের চণ্ডী লোকসমাজে আদর প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে আমরা সহসা মনে করিতে পারি, মাধবের চণ্ডী হইতে মুকুন্দের চণ্ডী শ্রেষ্ঠ কাব্য।

মুকুন্দের কাব্য সেকালের লোকের চলিত ভাষা লইয়া গ্রথিত হইলেও স্থানে স্থানে অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দের অভাব নাই। ইহাতে যেমন "গৌরীর কপালে ছিল বাদিয়ার পো। ললাটে চন্দন দিতে সাপে মারে ছো।" "পাকা চুলে চুন পেকেছে বয়স কোথা গাছে।" "পোএর হয়াছে পো নাতির হয়াছে ঝী।" ইত্যাদি দেশীয় শব্দ আছে, আবার

তেমনি "তৈল তুলা তনূনপাৎ তাম্বূল তপন," "ভানু ভাবু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ" ইত্যাদি সংস্কৃত শব্দেরও যথেষ্ট প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। তবে সংস্কৃত অপেক্ষা প্রাকৃত শব্দেরই বাহুল্য পরিলক্ষিত হয়। কবিকঙ্কণ সাধারণ লোকের বুঝিবার জন্যই চণ্ডীকাব্য রচনা করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার কাব্যে সাধারণ লোকের কথিত ভাষা অধিক পরিমাণে থকিবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

কবিকঙ্কণের অনেক শব্দের অর্থ বুঝা যায় না। সেগুলি তৎকালে প্রচলিত গ্রাম্য ভাষা বলিয়াই বোধ হয়। সেই প্রাচীন শব্দ ঠিক আছে কি লিপিকর-করস্পর্শে রূপান্তরিত হইয়াছে তাহাও বুঝিয়া উঠা কঠিন। ধনপতি যখন সিংহল যাইতেছেন তখন কবি বলিতেছেন—"ফিরাঙ্গির দেশ খান বাহে কর্ণধারে। রাত্রিতে বাহিয়া যায় হারামদের ডরে॥" এই হারামদ বা হারামদা পোর্ত্তুগীজ শাসনকর্ত্তা "আলমীড" বলিয়া বোধ হয়। ইহা লিপিকরপ্রমাদ বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। পাটনেত, সাজাকুরা, তোক, বরাটিয়া, চ্যাঙ্গা, ব্যাঙ্গা প্রভৃতি শব্দের ঠিক অর্থ কি? হয়ত কেহ বলিবেন পাটনেত—পট্টবস্ত্র, তাহাই কি ঠিক? মহাদেব কাঠপিপিড়ার দংশনে আকুল হইয়া ইন্দ্রকে বলিতেছেন—"শুন ইন্দ্র তুমি ত্রিদশের অধিকারী। কিসের কারণ পুজ জনম ভিখারী॥ করহ আমারে ইন্দ্র কপট অর্চ্চনা। কপট ভকতি করি কর বিড়ম্বনা॥ 'পাটনেত বাস' পর গলে রত্নমালা। হাড়মালা মোর গলে পরি বাঘছালা॥" এখানে 'পাটনেত বাস' শব্দ আছে, সুতরাং নেত শব্দে বাস হইলে আবার বাস শব্দ থাকিবে কেন? যাহা হউক যতদিন পর্য্যন্ত প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার অভিধান সংগৃহীত না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত "আঁধার ঘরে সাপ ধরার" মত প্রাচীন শব্দের অর্থ-জ্ঞান সন্দেহ-বিজড়িত থাকিবে।

প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষা প্রাকৃত ভাষার নিকটবর্ত্তিনী ছিল, আজ কালিকার বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃতের নিকটবর্ত্তিনী হইতেছে, সুতরাং পুরাণ ভাষাগুলিকে আমরা গ্রাম্যদোষ-দূষিত বলিয়া উপেক্ষা করিতে প্রস্তুত হইয়াছি, কিন্তু তাহা হইলেও আমরা প্রাকৃত ভাষার হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে কখনই পারিব না। এখানে তাহার দুই চারিটা দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া বোধ করি না।

আমি, তুমি, তোমার, আমার প্রভৃতি কথাগুলি ব্যবহার না করিলে তাহাকে বাঙ্গালা ভাষা বলা যাইবে না; সেই কথাগুলি কোথা হইতে আসিয়াছে তাহাই দেখা কর্ত্তব্য। প্রাকৃত অম্মি বাঙ্গালা আমি, প্রাং তুম্মি বাং তুমি, প্রাং তুম্হাণং বাং তোমার, প্রাং অম্হাণং বাং আমার হইয়াছে। এইরূপ ক্রিয়াপদগুলিও প্রাকৃত ভাষা হইতে আসিয়া বাঙ্গালা ভাষার অঙ্গপুষ্টি করিয়াছে। প্রাকৃত ব্যাকরণে একটী সূত্র আছে—"মত্বর্থে আলইল্লো" অর্থাৎ সংস্কৃত মতু প্রত্যয়স্থানে 'আল' 'ইল্ল' প্রত্যয় হয়। যথা—কৃ ধাতুর উত্তর ইল্ল প্রত্যয় করিয়া করিল, ভূ ধাতু হইল, চল ধাতু চলিল, পত ধাতু পড়িল, খা ধাতু খাইল দৃশ ধাতু দেখিল—শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। এইরূপ রসাল, ষোরাল, গোলাল প্রভৃতি শব্দগুলি আল প্রত্যয়ান্ত। অতএব আমরা প্রাকৃত ভাষার আশ্রয়গ্রহণ না করিলে বাঙ্গালা ভাষা বজায় রাখিতে পারি না, সুতরাং আমরা আধুনিক প্রচলিত 'হাত' স্থানে হাথ, 'মাতা' স্থানে মাথা, 'পাতর' স্থানে পাথর করিতে বাধ্য হইয়াছি। কেন না সংস্কৃত 'হস্ত' প্রাকৃত হত্থ, সং 'মস্তক' প্রাং মত্থঅ, সং 'প্রস্তর' প্রাং পত্থর, এই প্রাকৃত হত্থ, মত্থঅ, ও পত্থর শব্দই বাঙ্গালার হাথ, মাথা, পাথর হইয়াছে। এইরূপ খাটী বাঙ্গালার অনেক শব্দই প্রাকৃত হইতে আসিয়াছে। উদাহরণ—

সংস্কৃত,	প্রাকৃত	বাঙ্গালা
সর্প	সপ্প	সাপ
দর্প	দপ্প	দাপ
গর্ভ	গব্ভ	গাভ
পত্র	পত্ত	পাত
ভক্ত	ভত্ত	ভাত
চন্দ্র	চন্দ	চাঁদ
বজ্র	বজ্জ	বাজ
উষ্ট্র	উট্ট	উট
আম্র	অম্ব	আঁব
অগ্র	অগ্গ	আগ
ছত্রক	ছত্তঅ	ছাতা
ব্যাঘ্র	বগ্ঘ	বাঘ
অদ্য	অজ্জ	আজ
কল্য	কল্লি	কালি
বর্ত্ম	বট্ট	বাট
কার্য্য	কজ্জ	কাজ

সংস্কৃত	প্রাকৃত	বাঙ্গালা
মধ্য	মজ্ঝ	মাঝ
নৃত্য	নচ্চ	নাচ
সত্য	সচ্চ	সাচ
ব্রাহ্মণ	বম্ভণ	বামণ
বল্কল	বক্কল	বাকল
ভর্ত্তা	ভত্তার	ভাতার
ঘর্ম্ম	ঘম্ম	ঘাম
কর্ম্ম	কম্ম	কাম
অর্দ্ধ	অদ্ধ	আধ
পক্ষ	পক্খ	পাখ
অগ্নি	অগ্গি	আগ
কর্ণ	কণ্ণ	কাণ
বর্ণ	বণ্ণ	বাণ
মৎস্য	মচ্ছ	মাছ
বৈদ্য	বেজ্জ	বেজ

আমরা উপরে যে শব্দাবলী সংগ্রহ করিয়া দিলাম, এই সকল শব্দগুলিই কবিকঙ্কণের কাব্যে দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা এই কাব্যে গৌড় স্থানে "গউড়" শ্রীপতি স্থানে 'ছিরিপতি' লিখিয়াছি, তাহা অন্যের চক্ষে ভ্রম বলিয়া প্রতীত হইতে পারে; কিন্তু আমরা উহা ভুল করি নাই। প্রাকৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে 'ঔ' ও বা অউ হয় হয়, সুতরাং গৌড় শব্দটী গউড় করিয়া ভুল করি নাই। এইরূপ গৌরী—গোরী, চৌর—চোর, তৈল—তেল প্রভৃতি স্থানেও বুঝিতে হইবে। সংস্কৃত 'শ্রী' প্রাকৃতে 'সিরি' হয়, সুতরাং শ্রীপতি স্থানে 'ছিরিপতি' লেখা অন্যায় হয় নাই। যিনি বাঙ্গালা হাতের লেখা পুথি পড়িয়াছেন, তিনিই স্বীকার করিবেন যদি, যাহা, যত, যৌবন, যাদব প্রভৃতি স্থানে সর্ব্বত্রই অন্তঃস্থ য-কারের স্থানে বর্গীয় জ-কারের প্রয়োগ আছে, হয় ত তাহা দেখিয়া অনেকেই মনে করিয়া থাকেন লিপিকরগণ মূর্খ ছিল, তাই তাহারা অন্তঃস্থ যকারের স্থানে বর্গীয় জ-কারের ব্যবহার করিয়াছে; কিন্তু তাহা নহে। প্রাকৃত ব্যাকরণের "যস্য জঃ" সূত্র অনুসারেই ঐরূপ ঘটিয়াছে। এই চণ্ডীকাব্য হইতেও তাহার একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

১৩৮ পৃষ্ঠা, লহনার আক্ষেপ।
"জীবন জৌবন বড়ই পিরিত।
আদ্যের অক্ষরে দুইজনে মিত॥
এই বড় দুখ রহিল মনে।
না গেল জীবন জৌবন সনে॥"

সংস্কৃত ভাষার নিয়মে জীবন শব্দের আদ্যক্ষর বর্গীয় 'জ' যৌবন শব্দের আদ্যক্ষর অন্তঃস্থ 'য' হইলেও লহনা দুইটী অক্ষরই বর্গীয় 'জ' ধরিয়া লইয়াছেন।

আরও দেখা যায় কালের কুটিলগতিতে শব্দার্থেরও যথেষ্ট দুর্গতি হইয়াছে। অতি প্রাচীন-

কালে ক্ষৌমবস্ত্র রমণীগণের শোভা পরিবর্দ্ধিত করিত, কিন্তু কবিকঙ্কণের কালে সেই ক্ষৌমবস্ত্র খুল্লনার বসন হইয়া ছাগচারিণী খুল্লনার রূপলাবণ্যের হানিজনক হইয়া উঠিল। আবার কবিকঙ্কণের সময়ে নেত বস্ত্র ইন্দ্রের অঙ্গশোভা করিত, আজকালি সেই নেতবস্ত্র গৃহ-মার্জ্জনের ন্যাতায় পরিণত হইয়াছে

ভাষা সম্বন্ধে বলিবার অনেক কথা আছে, তাহা এই ক্ষুদ্র ভূমিকার মধ্যে প্রকাশ করা অসম্ভব; সুতরাং এই স্থানেই নিরস্ত হইতে হইল।

এই কাব্য সম্বন্ধে আর গুটিকএক কথা বলিয়া ভূমিকার উপসংহার করিব। কাব্য-খানির বয়ঃক্রম ৩২৫ বৎসর; ইহা গায়কগণ চামর মন্দিরা লইয়া গান করিয়া থাকেন; সুতরাং সাধারণের মনোরঞ্জনার্থ ইহাতে যে নানাবিধ নূতন রচনা প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

কাব্যখানি দুইভাগে বিভক্ত, প্রথম ভাগে কালকেতুর উপাখ্যান; দ্বিতীয় ভাগে ধনপতি সদাগরের আখ্যান। গায়কগণ দ্বিতীয় ভাগেরই অধিক আলোচনা করেন। শ্রীমন্তের মশান বড়ই মনোহর; ইহা শ্রবণ করিলে অতি কঠোর চিত্তও দ্রবীভূত হয়, এই জন্য মশান শুনিতে শ্রোতৃবর্গের আগ্রহ অধিক; সুতরাং এই শেষ খণ্ডেই নকল কবিকঙ্কণের প্রাদুর্ভাবও অধিক।

আমরা ইহার দুই একটী দেখাইয়া দিতেও পারি। যথা উজ্জয়িনী রাজসভায় শারীশুকের বক্তৃতা পাঠ করিলে উহাতে শ্রীবৎস রাজার উপাখ্যান পাওয়া যায়। ঐ উপাখ্যানের উপসংহারে বলা হইয়াছে—"বুদ্ধিনাশ দৈব দোষে, শ্রীকবিকঙ্কণ ভাষে, বনপর্ব্বে এই কথা শুনি॥" এই শ্রীবৎস উপাখ্যান মহাভারতের বনপর্ব্বে আছে, একথা কেবল কাশীরামদাসের কাছেই শুনিতে পাই, মূল মহাভারত ইহা বলেন না। তাহা হইলে কাশীরামের পরে যে ঐ অংশ টুকু কোন জাল কবিকঙ্কণ এই বৃহৎ কাব্য মধ্যে সন্নিবেশ করিয়াছেন, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। আরও দিগ্‌বন্দনার কোন কোন অংশের প্রতি সন্দেহ হওয়া অন্যায় মনে করি না। তাহার এক-স্থানে আছে "বন্দিলুঁ গীতের গুরু শ্রীকবিকঙ্কণ।" এ কবিকঙ্কণ যদি অন্য কেহ হন, তবে আর আমাদের কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। কোন সমালোচক বলেন, বলরাম কবিকঙ্কণ মুকুন্দ রামের গুরু ছিলেন, তাহা কতদূর সত্য বলিতে পারি না।

শ্রীমন্তকৃত চৌত্রিশ অক্ষরে স্তুতি একই স্থানে দুইটী দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার প্রথম-টীর বর্গীয় 'ব' স্থানে "বুদ্ধি প্রদায়িনী, বন্ধন নাশিনী, বাধা দূর কর মাতা' এইরূপ আছে। ইহার মধ্যে যে তিনটী 'ব' আছে তাহা বর্গীয়, অবশ্যই ইহা পণ্ডিত কবির লেখা বলিতে পারা যায়; কিন্তু ইহার পরে যে আর একটী চৌত্রিশ অক্ষরে দেবীর স্তব আছে তাহাতে ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। যথা—বুদ্ধিহরা বুদ্ধিরূপা সংসারতারিণী। বন্ধন স্থানেতে হও বন্ধনহারিণী॥ বিপাকেতে বপু যেন লোপে জলবিন্দু। বারেক করহ রক্ষা জগতের বন্ধু॥'এই পদ্যের প্রথম চারিটী 'ব' আছে, তাহা বর্গীয়; কিন্তু পরের চারিটীর মধ্যে তিনটী অন্ত্যস্থ,একটী বর্গীয়। প্রথম স্তবটীতে অন্তস্থ ব কারের স্থানে—'বিধিবিষ্ণুপ্রিয়া, বর্ণময়ী মায়া, বিশ্বমাতা শৈলসুতা" এই স্তোত্রাংশের বিধি, বিষ্ণু, বর্ণ এবং বিশ্ব এই চারিটী শব্দের বকারই অন্ত্যস্থ, কিন্তু শেষের স্তবটীর অন্ত্যস্থ বকারের স্থানে "বুদ্ধিরূপা বুদ্ধিহরা সংসারতারিণী। বলাই পূজিতা বলদেবের ভগিনী॥ বিষম সঙ্কটে বসুদেবের শরণ। বিষাদ-বাদিনী বাধ আমার জীবন॥" এইরূপ বর্ণবিন্যাস আছে। ইহার প্রথম চারিটী 'ব' বর্গীয় এবং শেষের তিনটী অন্তস্থ। অতএব ইহা যে কোন অসংস্কৃতজ্ঞ

গায়কের কীর্ত্তি তাহা বলিতে পারা যায়। এইরূপ অনেক স্থলে একই বিষয় দুই প্রকার ছন্দে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা আসল কবি কর্ত্তৃক লিখিত হয় নাই, অবশ্যই কোন নকল কবি গানের সুবিধার জন্য স্বয়ং রচনা করিয়া করিয়া পুঁথিগই করিয়া লইয়াছেন। এইরূপে যে চণ্ডী-কাব্যের কলেবর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

এই গ্রন্থে অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত স্থান যথেষ্ট আছে। কাব্যনির্ণয় নামক বাঙ্গালা অলঙ্কার গ্রন্থকর্ত্তা ইহা হইতে অনেক উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি মনে করিলে আরও অনেক দৃষ্টান্ত এই গ্রন্থ হইতেই সংগ্রহ করিতে পারিতেন।

মহাকবি ভারতচন্দ্র যে অন্নদামঙ্গল রচনা করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থেরই অনুকরণ বলা যাইতে পারে। ভারতচন্দ্রের দেবদেবী বন্দনা, সৃষ্টিপ্রক্রিয়া, দক্ষযজ্ঞ, শিবের বিবাহ, হরপার্ব্বতীর কন্দল প্রভৃতি একই প্রকার। দুর্ব্বলার সেবাতি এবং হীরামালিনীর বেসাতির সাদৃশ্য আছে। এই গ্রন্থের অষ্টমঙ্গলা ও হরপার্ব্বতীর কথোপকথন এবং অন্নদামঙ্গলের অষ্টমঙ্গলা একজাতীয়। স্বর্গ হইতে শাপভ্রষ্ট হইয়া নায়ক নায়িকার নরলোকে জন্মগ্রহণ দুই কবিরই সমান কল্পনা। ভারতচন্দ্রের ভাষা মার্জ্জিত হইলেও কবিকঙ্কণের ভাষার মত প্রাঞ্জল নহে। কবিকঙ্কণ পাঠে সে কালের লোকের আচার ব্যবহার, জাতিপ্রণালী, দ্রব্যাদির ব্যবহারপ্রণালী, কোন্ দ্রব্য সুলভ, কোন্ দ্রব্য দুর্লভ ছিল, তাহাও সুন্দররূপে জানিতে পারা যায়। এই সকল কারণেই চণ্ডীর আদর অটুট রহিয়াছে। অন্নদামঙ্গলের গীত শুনিতে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু চণ্ডীর গান অদ্যাপি সাধারণে গীত হইয়া থাকে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, ইহাতে যে শব্দার্থ দেওয়া হইল, তাহাই যে বিশুদ্ধ তাহা আমরা বলিতে পারি না; ভরসা করি ভবিষ্যতে কোন না কোন মহাত্মা ইহার বিশুদ্ধিতা সম্পাদন করিয়া কাব্যামোদী মহোদয়গণের চিত্তে সন্তোষসাধন করিবেন,—অলমতি বিস্তরেণ।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

শ্রীকবিকঙ্কণ চণ্ডী গ্রন্থ 'বঙ্গবাসী' কার্য্যালয় হইতে পূর্ব্বে যে সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহারই অনুকরণে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ভরসা করি, এ সংস্করণও পূর্ব্ববৎ সমাদৃত হইবে।

অপ্রচলিত ও প্রাচীন শব্দের অর্থ।

শব্দ	অর্থ
অ	
অইল	হইল
অঙ্ক	ক্রোড়
অঙ্গজনু	অঙ্গজাত
অঙ্গরাখি	আঙরাখা
অজ	ব্রহ্মা
অজিন	চর্ম্ম
অজিতবল্লভা	লক্ষ্মী
অথল	স্থলরহিত
অনন্ত	শেষনাগ
অন্তরায়	বিঘ্ন
অন্তরীক্ষবাণী	আকাশ-বাণী
অন্তেবাসী	ছাত্র
অনীত	নীতিহীন
অনুপদী	পশ্চাদ্গামী
অনুবন্ধ	আরম্ভ
অপেক্ষণ	রক্ষণ
অভিরাম	রমণীয়
অমলিন কুল	নির্ম্মল বংশ
অম্বুপতি	বরুণ
অরবিন্দ-বন্ধু	সূর্য্য
অরুণবন্ধু	বান্ধুলীফুল, সূর্য্য
অল্লাই	অল্প-আয়ু
অবজ্ঞান	অবজ্ঞা
অবতংস	শিরোভূষণ
অবদাত	নির্ম্মল
অসম্বরে	অসাবধানে
অসিত	কৃষ্ণবর্ণ
অহি	সর্প, অনন্তদেব
আ	
আইহ (আয়ু)	সধবা স্ত্রী

শব্দ	অর্থ
আউটে	গলায়, গলিত করে
আউলী	আকুলী, ব্যাকুলতা
আওয়াস	আবাস
আওয়াড়ি আওয়াড়ি (?)	দলে দলে ২৬ পৃ, ২য়
আখেটী	ব্যাধ
আগম	বেদ
আগল	অগ্রবর্ত্তী
আগু	অগ্র
আঙলা	আমলা
আড়া	ধান্যের মাপ। এক আড়া চারি মণ
আঁতড়ি	অন্ত্র, নাড়ী
আতপত্র	ছত্র
আদাস	আবেদন
আদিনাগ	অনন্তদেব
আধন(?) অধ্যায়ী	আধুনিক, ১৩৫পৃ, ২স্ত
আধান	গর্ভাধান
আনহি, আনে,	অন্যে
আনন্দ-কন্দ	আনন্দের মূল
আচ্ছাছি	ঢাকিয়াছি
আপায়	যায়
আম্বুয়া	বর্ত্তমান অম্বিকা-কালনা
আলবাটী	পিকদানী
আল্যকরি	এলো করিয়া শিথিল করিয়া
আল্যাল	উন্মুক্ত করিল
আলান	বন্ধন-স্তম্ভ, খুটি
আসর	আখড়া
আসোবার	অশ্বারোহী
আহড়ে বিহড়ে (?)	আড়ালে ও সম্মুখে ৫৩ পৃ, ২ স্ত,
আহরিয়া	আহরণ করিয়া

শব্দ	অর্থ
	ই
ইচলামাছ	চিঙ্গড়ী মৎস্য
ইনামভূমি	নিষ্কর ভূমি
ইষু	বাণ
ইশদস্ত (?)	২৪৯ পৃ, ২ স্ত,
	ঈ
ঈষার মুল	সর্পনিবারক ঔষধবিশেষ
	উ
উইচারা	বল্মীক
উজবক (?)	ম্লেচ্ছ জাতিবিশেষ ২৬৫ পৃ, ১ স্ত,
উজাগর	জাগরণ
উডুম্বর	ডুমুর
উদাম	অনাচ্ছাদিত
উধার	কর্জ্জ
উপানদ	উপানৎ, জুতা
উপমারহ্ক	উপমা রহিত
উপহত	বিঘ্ন
উভ	উচ্চ
উভরে	নামায়
উর	আবির্ভূত হও
উরথিবার তরে	বরণ করিবার জন্য
উরুমাল (?)	১৮ পৃ, ১ স্ত,
উসাস (?)	৫০ পৃ, ১ স্ত,
	ঊ
ঊন্	ঊন, কম, হীন
	এ
একদন্ত	গণেশ
	ও
ওড়	জবাফুল
ওদন	অন্ন, ভাত

শব্দ	অর্থ
ওদন-প্রাশন	অন্নপ্রাশন
ওর	সীমা
ওলায়	নামায়
	ক
কই	কোথা
কস্কুরা	কাঁকর
কটু তৈল	সর্ষপতৈল
কড়া	কড়ি, ধন
কথি	কোথা
কঞ্জ	পদ্ম
করি-অরি	সিংহ
করি-কর	হস্তি-শুণ্ড
কর্ণপুর	কর্ণালঙ্কার
করণ্ড	ফুলের সাজি, পেথে
করজ	নখ
করজ	কর্জ্জ, ঋণ
কলধৌত	স্বর্ণ
কলন্তর (?)	৮৭ পৃ, ২স্ত,
কালন্দর	ভ্রমণকারী
কলি	কলহ
কলি	কলিযুগ
কহই	কহে, বলে
কাউ	কাক,
কাঙুরী	কামরূপ
কাঙ্কুরী	কাঁকুর
কাঁচি	কুচ, গুঞ্জা
কাছে	সজ্জা করে যোজনা করে
কাড়ে	প্রকাশ করে, বাহির করে
কাঁড়	কাণ্ড, বাণ
কাণ্ডার	পর্দা
কাণ্ডার	কাণ্ডারী, মাঝী
কাঁতি	কান্তি
কাতি	কাতান, খড়্গ

শব্দ	অর্থ
কাতি	ক্ষুর
কাঁথ	ভিত্তি
কাপড়্যা	কাপালিক, কপটিয়া
কাবারি	সগুজীবী যবন জাতি
কামিনা	কারিগর
কায়বার	স্তুতিবাক্য
কারু	কারিগর
কিরা	দিব্য, শপথ,
কুটা	তৃণ, কর্ত্তন করা
কুড়া	বিঘা,
কুড়ি	খনন করিয়া
কুড়া, কুড়্যা	কুটীর
কুড়ুভা	রাসতা (?)
কুন্ত	বাণ
কুন্তল পেড়ী	চুল বান্ধিবার দ্রব্যাদি রাখিবার বাক্স।
কুম্ভার	কুম্ভকার
কুম্ভকরী	হস্তিকুম্ভ, হস্তীর মস্তকদেশ
কুররী	উৎক্রোশ পক্ষিণী
কুলুপিয়া শঙ্খ	খিলান শাখা
কুলওঝা	কুলপুরোহিত
কুসুমবড়ী	ফুলবড়ী
কৃত্তিবাস	মহাদেব
কৃশানু	অগ্নি
কেনি	কেন
কেরোয়াল	নৌকার দাঁড়
কোঁআজ্বর	বাতশিরা জ্বর
কোটাল	দেশরক্ষক, সৈন্যাধ্যক্ষ
কোঠারে	কোঠে
কোয়ালী	গোহালিয়া গীত গায়ক
ক্রতু	যজ্ঞ

খ

শব্দ	অর্থ
খড়কি	খিড়কি দ্বার, পশ্চাদ্দ্বার
খণ্ডকপালিনী	ভাঙ্গাকপালী
খয়রাত	দান
খরা	রৌদ্র
খসে	শিথিল হয়, খুলিয়া যায়
খন্যে	খনন করিয়া
খাঁখার	কলঙ্ক
খাঁড়ঘোষ	খণ্ডঘোষ নামক গ্রাম
খাদি	ছোটগাড়ী
খালি	খাইলি ভোজন করিলি
খিয়াইব	পার করিব
খিলভূমি	অনুর্ব্বর ভূমি
খুঙ্গী	পুস্তক রাখিবার সম্পুট
খুঞা	(ক্ষৌমশব্দজাত) কেটোধুতি (?)
খুরি	ছোট বাটী
খেজারি	খাবার
খেদা	তাড়া
খো	খোয়া মাছিতা
খোজ	অনুসন্ধান
খোসলা	কম্বলাদি ঊর্ণাবস্ত্র

গ

শব্দ	অর্থ
গউড়	গৌড় দেশ
গঙ্গ	গঙ্গা
গজগামা	গজগামিনী
গড়া	সাদা থানফাড়া ধুতী
গণাই	গণেশ
গণ্যে	গণনা করিয়া
গয়সাল (গরসাল)	মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী হিন্দু
গাইয়ে	গান করি
গাঁইঠের গাবর	নৌকার অগ্রভাগস্থ মাঝী (গলুএর মাঝী)
গাড়	গর্ত্ত
গায়েন	গায়ক
গারি	গালি
গারি (?)	১০৪ পৃ, ২ স্ত,
গাবর	সারিগায়ক মাঝী

শব্দ	অর্থ
গাছা	গুপারির পরিমাণ
গিরিয়াল	পর্ব্বতস্থ
গুণি	ভাবি, চিন্তা করি
গুণে	ভাবে, চিন্তা করে
গুরী	গোরী, গৌরবর্ণা
গোড়ায়	নিকটবর্ত্তী হয়
গোরা গা	গৌরবর্ণ গাত্র
গোঁয়াও	যাপন কর
গোরী	গৌরী
গোহারি	দোহাই, নমস্কার,
গোহাল্যা গীত	গরুর গান

ঘ

শব্দ	অর্থ
ঘেচিকড়ি	গেঁঠে কড়ি
ঘোড়ারু	ক্ষুদ্র মৃগজাতি পশু-বিশেষ

চ

শব্দ	অর্থ
চইত	চৈত্রমাস
চড়া	ধনুকের ছিলা
চত্বর	উঠান, প্রশস্ত স্থান
চঙ্গ (?)	সৈন্য-বিশেষ ২৬৪ পৃ, ২ স্ত,
চন্দ	চন্দ্র
চল	যাও
চষক	পানপাত্র
চাখে (কে)	আস্বাদন করে
চাপগারি (?)	৮৭ পৃ, ২ স্ত,
চাবাড়ি	চাপেটাঘাতে
চারিপুরুষার্থ	ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ
চারিমাস	দেব-পরিমাণে চারিমাসে মনুষ্য পরিমাণে একশত বিশ বৎসর
চারি ভিতা	চারিদিক্
চিয়াইয়া	সচেতন হইয়া
চিয়ার	ছোট ছুরি বিশেষ
চেড়ী	চেটী, দাসী
চ্যাঙ্গা (?)	৫৪ পৃ, ১ স্ত,
ছড়	ছড়ি, ছটী
ছড়া	ছাল, চর্ম্ম
ছত্রধারী	রাজা
ছাওয়াল	বালক
ছাট	ছড়ি
ছামনি	পরস্পর সম্মুখদর্শন
ছিগুিল	ছি ড়িল
ছিরাই	শ্রীপতি
ছিরিপতি	শ্রীপতি
ছেলি	ছাগল
ছৈঘর	নৌকার বৈঠকগৃহ

জ

শব্দ	অর্থ
জঙ্গ	বৃহৎ নৌকা
জগৎপ্রাণ	বায়ু
জনাই	জনার্দ্দন
জনু	জন্ম, যেন
জরতী	জরাযুক্তা, বৃদ্ধা
জাওয়াতি	জন্মপত্রিকা
জাঙ্গাল	সেতু, পথ
জারুয়া	জারজন্মা
জিয়িল	জীবিত হইল
জীয়াবারে	জীবিত করিবার জন্য
জীয়্যা	জীবিত হইয়া
জুতি	জ্যোতি
জুখিয়া	পরিমাণ করিয়া, ওজন করিয়া
জোন্দা	অন্ন
জোর	যুগল

ঝ

শব্দ	অর্থ
ঝষ	মৎস্য
ঝাট	শীঘ্র

শব্দ	অর্থ
ঝাট্যাতি তোলা	ঝাড়ুদারের তোলা
ঝাঁপে	আবৃত্ত করে
ঝারি	জলপাত্র, গাড়ু
ঝী	কন্যা
ঝিয়েন্	হে কন্যা
টঙ্ক	সোহাগা
টঙ্গ	মাচা
টাবাজল	টাবালেবুর রস
টুটান	হ্রাস করেন
টুটেক	একত্রুটি কাল
	ঠ
ঠনঠনি	খর-ভাজা
ঠাট	সৈন্য
	ড
ডঙ্ক	দষ্ট, দংশন
ডিহিদার	পাঁচসাত খানি গ্রামের অধিকারী
ডেড়ি	দেড়গুণ, বিলম্ব
	ঢ
ঢোলকাণ	ক্ষুদ্র মৃগজাতি পশুবিশেষ
	ত
তথি	তাহাতে
তনুরুহাঙ্কুরদাম	লোমাবলী
তনূনপাৎ	অগ্নি
তপাসে	অনুসন্ধান করে
তরাস	ত্রাস
তরে	নিমিত্ত
তবক	বন্দুক
তাকে	তর্ক করে
তাজি	ঘোড়া
তাজে	তর্জ্জন করে
তাড়িপত্র	তালপত্র
তাণ্ডবশালা	নৃত্যশালা
তার	উচ্চস্বর
তারেধিক	তাহা হইতে অধিক
তাসন (?)	তাঁত
তিলকচন্দন	চন্দনের তিলক
তিলকপানী	জলের তিলক
তিয়া	তিন
তুয়া	তোমার
তুলাকোটি	পাদালঙ্কার
তুষারশিখর	হিমালয় পর্ব্বত
তুষার	হিম
তুহুঁ	তুমি
তুলী	তোষক
তেসনী	তিন বাৎসরিক
তেহাই	এক তৃতীয়াংশ
তোক	বালক
ত্রয়ী	সাম, ঋক্ ও যজুর্ব্বেদ
ত্রিবঙ্কমস্করা	তিনটী বাঁকবিশিষ্ট দণ্ড
	দ
দঢ়ান	দৃঢ় করেন
দনাই	জনার্দ্দন
দনায় ছাট	দনা কাষ্ঠের ছড়ী
দন্তাল	দন্তযুৎ, দন্তওয়ালা
দম্বল	ধাউড়িয়া
দম্ভোলি	বজ্র
দরী	পর্ব্বতের গুহা
দর্ভ	কুশ
দাদুর	দর্দ্দুর, বেঙ
দানীশবন্দ (?)	৮৫ পৃষ্ঠ ২ স্ত,
দাপে	দর্পে
দারা	পত্নী
দাবড়, দাপট, (?)	শব্দ
দিগারী	দিক্ রক্ষার কর
দিয়ড়ি	দেউটী, মসাল
দিয়ালা	বালকদিগের স্বপ্নে হাসি-কান্না।

শব্দ	অর্থ
দিলাঙ	দিলাম
দিঠ	দৃষ্টি, চক্ষু
দিশ	দিন, দিক্
দু	দুই
দুআধারী	দুই ধারে
দুর্গামেলা	চণ্ডীমণ্ডপ
দেউল	মন্দির
দেয়সি	দাও
দেশমুখ	গ্রামের প্রধান
দেহরা	মন্দির
দোয়া	আশীর্ব্বাদ
দোয়জ	দ্বিতীয়
দোষাম	দুই প্রহর
দ্বীপিচর্ম্ম	বাঘছাল

ধ

শব্দ	অর্থ
ধনঞ্জয়	অগ্নি
ধনা	ধনপতি
ধরসি	ধর
ধায়ানী	দ্রুতগতিতা
ধুতী	পারিতোষিক বস্ত্রাদি
ধূর্জ্জটী	মহাদেব
ধুস্তূরী	মহাদেব
ধোকড়ি	ছেঁড়া কাপড়

ন

শব্দ	অর্থ
নট	নষ্ট
নন্দীয়ে	নন্দীদ্বারা
নফর	দাস
নমহুঁ	নমস্কার করি
নহলী	নূতন
নাইয়া	মাঝী
নাগা	আটক, আবদ্ধ
নাছ	সদর, সম্মুখ
নাট	নৃত্য
নাটা	বর্ত্তুলাকার ফলবিশেষ
নাটুয়া	নৃত্যকারী
নাথা নোথা	কীল-নাথি
নাবড়	নির্ব্বোধ
নানবেশ	বেশ-বিন্যাস
নিকলে	নির্গত হয়
নিগড়	শৃঙ্খল
নিয়	অনুগত
নিচোলিয়া	নিঙড়াইয়া
নিছনি	ফেলা। "চরণের নিছনি ফুল" পা পুছিয়া ফেলা ফুল
নিতু নিত	নিত্য
নিদ, নিন্দ	নিদ্র
নিয়ড়	নিকট
নিরঞ্জন	নিরাকার
নিরাকুল	আকুলতাশূন্য
নিরাল	নির্জ্জন
নিবড়িল	শেষ করিল
নিশিদিশি	রাত্রিদিবা
নিশীশ্বর	কোটাল
নিহালি	মূল্যবান্ বস্ত্র বিশেষ
নিহালয়ে	নিরীক্ষণ করে
নিহারে	দেখে
নীত	নীতি
নেউটিয়া	ফিরিয়া
নেঙটা	উলঙ্গ
নেজা	বাঁটুল, বাণ,
নেজা, লেজা	পশ্চাদ্ভাগ
নুনী	নবনীত
নেপুর	নূপুর
নেহালি, নেহার	সাদা ফিতা
নৈরাকার	নিরাকার
নৈল	না হইল
নৌতুন	নূতন

প

শব্দ	অর্থ
পথরগাবান	পুষ্করিণীর [illegible]

শব্দ	অর্থ
পঞ্চানন	সিংহ, মহাদেব
পট্টসাজ	পট্টবস্ত্র-নির্ম্মিত সজ্জা
পড়্যান	বাটখরা
'পন্থ	পথ
পত্রমসী	কাগজ কালি
পত্রাবলী	স্ত্রীদিগের বক্ষঃস্থিত চিত্রাবলী
পয়াণ	প্রয়াণ, গমন
পর, পোর,	প্রহর
পরণাম	প্রণাম
পরতেখ	প্রত্যক্ষ
পরশে, পরসে	পরিবেশন করে
পরশন	স্পর্শ
পরশহি	স্পর্শে
পরিষ্ট	পর্য্যবিত, পান্ত-ভাণ্ড
পরোশিল	প্রবেশ করিল
পসার	প্রসার, দোকান
'পসারিল	প্রবেশ করিল
পাইট	গৃহকর্ম্ম, নৌকার নিম্নশ্রেণী মাঝী
পাইল	গালের দোহার
পাকল	রক্তবর্ণ
পাকে	[illegible]তে
পাঁকাল	পান্ত, পর্য্যুষিত
পাকাজ্যা (জ্যা)	বিক্রম
পাখরিয়া	পক্কায় স্তর গাতিশীল
পাখালিয়া	ধুইয়া
পাগ	পাগড়ি
পাচাতি	ধাত্রী, প্রসবকারয়িত্রী
পাঁচপল	চল্লিশতোলা
পাছুড়ি	মোটা কাপড়
পাটন	পত্তন, সহর
পাট পড়সী	পাড়া প্রতিবাসী
পাট	পীঠ, পীড়া
পাটী	পল্লী পাড়া
পাটের জাদ	রেশমের থোপ
পাড়িয়া	ফেলিয়া

শব্দ	অর্থ
পাঁতি	পংক্তি
পাতন কাঁড়	বাণ
পাতি	পত্র
পাত্যায়া	প্রত্যয়
পাণ	আদেশ
পাথি	পেথে, বংশ নির্ম্মিত ভাজন
পানা	সরবৎ
পানই	খরম
পামরী	মূল্যবান্ বস্ত্র-বিশেষ
পাল্য	পাইল
পালান	বলদের পৃষ্ঠের আসন
পাশ	রজ্জু
পাসরোঁ	ভুলিব
পিঙ্গল	ছন্দোগ্রন্থ
পিনাকী	মহাদেব
পীবর	স্থূল, মোটা
পুখরীআড়া	পুষ্করিণীর পাড়
পুঁজী	চারিটায় এক পুঁজি
পুতবতী	পুত্রবতী
পুমান্	পুরুষ
পুরট	স্বর্ণ
পুরমথন	মহাদেব
পুরোধা	পুরোহিত
পুলোমজা	ইন্দ্রপত্নী
পুষ্কর	জল, পদ্ম
পুজ	পূজাকরি
পোঁড়	পেটিকা, পেটরা।
পেলাইয়া	ফেলাইয়া
পো	পুত্র
পোতা	পৌত্র
পোতামাঝী	কারারক্ষক
পোদ্দার	পোতদার, যাহাদের নৌকা আছে।
প্রচরে	প্রচার হয়
প্রজা	পুত্র, বংশ
প্রতিআশে	প্রত্যাশায়

শব্দ	অর্থ
ভাণ্ডনা বোল	ভুলান কথা
ভায়	ভাল লাগে
ভাল	কপাল
ভাবকি	উকি
ভিড়ন	অধীন
ভিড়িয়া	স্থাপন করিয়া
ভিন্নু	ভিন্ন
ভুকিল	ফুটিল
ভুখিল	ক্ষুধাযুক্ত
ভুঞ্জহ	ভোগ কর
ভুনি	সাড়ী
ভেঙেরি	ভ্রমর নামক ছিদ্র করিবার যন্ত্র
ভেজাইয়া	বাধাইয়া
ভোক	ক্ষুধা
ভোজরাজ	কংস
ভোর	মোহিত
ভ্রমসি	ভ্রমণ করিতেছ

ম

শব্দ	অর্থ
মই আই	লক্ষপতির পুত্র
মক্তবখান (?)	৮৬ পৃঃ ১ স্তঃ
মখদম (?)	৮৬ পৃঃ ১ স্তঃ
মখ	যজ্ঞ
মঘ	মঘবা, ইন্দ্র
মঘবান্	ইন্দ্র
মজি	মজ্জিত হই
মঞ্জীর	নূপুর
মড়ায়ের বড়	ধান্যের মড়াইয়ের চারিধারে জড়াইবার খড়দ্বারা প্রস্তুত একপ্রকার মোটা দড়ি
মণিদাম	মণিমালা
মদমত্ত	মদমত্ত
মরতপুরী	মানবলোক
মরালবাহন	ব্রহ্মা
মরিল	মত্ত
মষ্য	মহিষ
মসাতে (?)	হিসাবে ১০৯ পৃঃ ১ স্তঃ
মসী পত্র	কালি ও কাগজ
মসীল	কুসুম, তাগাদা
মস্করা	রজদণ্ড
মাইসর	অগ্রহায়ণ মাস
মাইলে	মারিলে
মাকন্দ	চন্দনবৃক্ষ
মাগি	প্রার্থনা কার
মাগোঁ	প্রার্থনা করি
মাগু	স্ত্রী
মাগের	মাগুএর, পত্নীর
মাঝে	মধ্যে, মধ্যদেশে, কটিদেশে
মাণিক	রক্তবর্ণ মণিবিশেষ
মাতুলুঙ্গ	দাড়িম্ব
মাধব	বৈশাখ মাস
মায়া	দয়া, স্নেহ
মারুতি (?)	গর্ভস্থ ভ্রূণ
মার্গশীর্ষ	অগ্রহায়ণ মাস
মাল	মল্ল
মালুমকাঠ	নৌকার মাস্তুল
মাসরা	মাসহারা, মাসিকবৃত্তি
মাহুর বিষ	সর্পবিষ
মিতা	মিত্র
মিহির-অংশ	সূর্য্য অংশ। ভবিষ্য-পুরাণের মতে সূর্য্য-মণ্ডলস্থ হিরণ্ময় পরম পুরুষ চৈতন্যরূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।
মু	মুখ
মুকতি	মুক্তি
মুকেরী (?)	৮৬ পৃঃ, ১স্তঃ, বলীবর্দ্দ-চালক যবনজাতি

শব্দ	অর্থ
মুএে	মুখে
মুটকি	মুষ্টি, মুষ্ট্যাঘাত।
মুড়ি	মুণ্ডন করিয়া
মুণ্ডাইব	মুড়াইব
মুন্সিব	লেখক
মুরুগা	মগরা, একপ্রকার শণ
মুড়	মুণ্ড, মস্তক
মুতয়ে	প্রস্রাব করে
মেলা	যাত্রা
মৈল	মরিল
মো	মমতা দয়া
মোচ	গোঁপ, গুম্ফ
মোড়	স্ত্রীদিগের মুকুট
মোতি	মৌক্তিক, মুক্তা
মোদক	মোআ
মোহর	মোর, আমার

য

শব্দ	অর্থ
যজ্ঞপাটা	যজ্ঞোপবীত
যাউ	যাউক
যামী	কুলস্ত্রী
যাবক	আলতা
যুঝারিয়া	যুদ্ধক্ষম
যৈছন	যেমন

র

শব্দ	অর্থ
রইঘর	রহিবার ঘর, নৌকার বৈঠক গৃহ
রইলাঙ	রহিলাম
রঙ্ক	দরিদ্র
রঙ্কু	মৃগবিশেষ
রঙ্গবেজ	রঙবৈদ্য, বস্ত্রাদি রঞ্জনকারী
রূড়ে	দৌড়িয়া
রড়ারড়ি	দৌড়াদৌড়ি
রত্নাকর	সমুদ্র
রহনি (?)	৬ পৃঃ, ১স্তঃ,
রহস	রহস্য
রাড়চোয়াড়	ইতর জাতি
রাতা	রাঙা, রক্তবর্ণ
রায়	শব্দে, রাজা,
রায়বার	স্তুতিপাঠক
রেখা	লক্ষিত স্থান

ল

শব্দ	অর্থ
লখিতে	লক্ষ্য করিতে
লড়ে	চলে, যায়,
লম্বোদর	গণেশ
লাজ	খই, লজ্জা
লাদিয়া	বহন করিয়া
লালভূমী	উর্ব্বরক্ষেত্র
লুকিকায়	অদৃশ্যশরীর
লেহারা	তরঙ্গ
লোর	চক্ষুর জল

শ

শব্দ	অর্থ
শগড়	শকট, গাড়ি
শর গাণ্ডী	বাণ ও ধনুক
শরজন্মা	কার্ত্তিকেয়
শাণা (?)	৫৭ পৃঃ, ২স্তঃ, বর্ম্ম
শাতি	শাস্তি
শালভঞ্জী	পুতুল
শালূক	পদ্মের মূল
শিখী	অগ্নি, ময়ূর
শিখিব্যাল	ময়ূর ও সর্প
শিখিতৃণে	অগ্নি ও তৃণে
শিঞ্জিনী	ধনুকের ছিলা,
শিয়ান	শ্যেনপক্ষী

শব্দ	অর্থ
শিরোরুহ	কেশ, চুল
শিব	মঙ্গল, মহাদেব
শীবা	শৃগাল
শুকশিশু	শুকনামক পক্ষিশাবক
শুচিকায়	পবিত্রশরীর
শুতিলে	শয়ন করিলে
শুয়া	শুকপক্ষী
শূল	অস্ত্রবিশেষ, প্রসবার্থ বেগ
শৃঙ্গ	শিঙা, বাদ্যযন্ত্রবিশেষ
শোকাইল	শোকযুক্ত

ষ

ষোলবাণ্‌হেম	ষোড়শগুণ বর্ণবিশিষ্ট স্বর্ণ

স

সঙ্কাশ	সদৃশ
সগল্লাদ (?)	মূল্যবান্ বস্ত্রবিশেষ ৮৭ পৃঃ, ২ স্তঃ,
সংহতি	সঙ্গে
সঙ্কে	সঙ্কিত হয়
সঞ্চ (?)	১৮ পৃ, ২ স্তঃ
সঞ্চান	শ্যেনপক্ষী
সঞ্জীবনীপুর	যমপুর
সতা	সতীন,
সদাগতি	পবন, সূর্য্য
সপত্না	সৎমা, বিমাতা
সফর	সহর, নগর
সব্যহাথ	বাম হস্ত
সম্পুট করিয়া	জোড় করিয়া
সম, সমা	বৎসর
সম্বিত	সম্মান
সয়	সহে, সাহস করে,
সরণি	পথ
সহস্রাক্ষ	কলিঙ্গ দেশের রাজা
সহি	সখী, সই

শব্দ	অর্থ
সাঙ্গ	চারি জনে বহন করিবার উপযুক্ত দ্রব্য
সাজা কুড়া (?)	বর্ম্ম, ৭৫ পৃঃ, ২ স্তঃ,
সাঁঝ	সন্ধ্যা
সাথ	সঙ্গ
সাধুয়াল	সাধুত্ব
সানা	তন্তুযন্ত্রের অঙ্গবিশেষ
সানু	পর্ব্বতের তটদেশ
সাঁপড়ি	সম্পুট, কৌটা
সাঁপুড়া	সম্পুট, কৌটা
সাবাসি	ধন্য
সান্তাহ	মিলিত হও, প্রবেশ কর
সায়	শেষ, সারা
সিজ্জন	সৃজন
সিতাসিত	শুক্ল কৃষ্ণ
সিদ্ধার্থ	শ্বেত সর্ষপ
সিনান	স্নান
সিরজিতে	সৃজন করিতে
সীপ	কোশা
সুজান	সুন্দর জ্ঞান,
সুন্নত	মুসলমানদিগের লিঙ্গচ্ছেদ-সংস্কার
সুয়া	প্রিয়তমা
সৈচান	শ্যেনপক্ষী
সোহাগলী	সোহাগযুক্তা, সোহাগিনী
স্মোঙরিয়া	স্মরণ করিয়া
স্রুব	যজ্ঞাগ্নিতে ঘৃত-প্রক্ষেপণার্থ কাষ্ঠনির্ম্মিত পাত্রবিশেষ

হ

হঙ	হই
হকল	সকল
হরবস	সর্ব্বস্ব
হরিণ-লাঞ্ছন-মৌলি	মহাদেব

শব্দ	অর্থ
হরিদাস	নারদ
হরিহর	ইন্দ্র
হাজাম	নাপিত
হাজিল	পচিয়া গেল
হাড়িয়া চামর (?)	২৬৪ পৃ, ২ স্তঃ,
হাতাারা	হস্তিওয়ালা, মাহুত
হাথসান	হস্তদ্বারা ইঙ্গিত
হাঁদু	হিন্দু
হাপুতি	অপুত্রা, অপুত্রিণী
হামহুঁ	আমিও
হামার	ধান্যাদি স্থাপনার্থ বংশ-নির্ম্মিত বৃহৎ পাত্র
হারাইল	হৃত, হারাণ,

শব্দ	অর্থ
হাল	লাঙ্গল
হাব্যাস	আশ্বাস
হাঁসা	হংসের ন্যায় শ্বেতবর্ণ
হিমাদিগ্ধ	কর্পূর মিশ্রিত
হুকুতার পাত	শুষ্কপত্র
হেকাচ (?)	৫৪ পৃঃ, ২ স্তঃ,
হৈলুঁ	হইলাম
হোতা	যজ্ঞের হবনকর্ত্তা

ক্ষ

শব্দ	অর্থ
ক্ষীরোদকবাস	বিষ্ণু

অশুদ্ধি শোধন।

পৃ, স্ত, পংক্তি			অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	১	৩	খটক	খমক
২	১	৫	গুহগণের সাথ	গুহগণেশের সাথ
২	১	২১	পুজ	পূজ
৭	২	৩০	শ্রবণমূলে	শ্রবণমলে
১১	১	৩২	সবে	সভে
১৩	১	২৭	নন্দীরে	নন্দীর
১৩	২	২১	সবাকে	সভাকে
১৬	১	১৭	মুনিগণ	মণিগণ
১৯	২	৬	লজ্জাভারে	লজ্জাভরে
২৭	১	৮	বুড়ার	বুঢ়ারে
২৭	১	২৩	বাড়য়ে	বাঢ়য়ে
২৭	১	৩৬	শোভা	শোভন
৩৩	২	১০	করিলহু	করিবহু
৩৪	১	৩	ফুকয়ে	ফুকরে
৩৭	২	১৬	করিয়া	করয়ে
৩৫	১	১৭	নন্দগোপসুতদেবি	'নন্দ-গোপসুতংদেবি'
৫৩	২	৩৩	আখোটী	আখেটী
৫৫	১	২৩	সবে	সভে
৫৫	১	৩৪	সবার	সভার
৫৭	২	৬	হাতে	হাথে
৬২	২	১৭	সবার	সভার
৬৬	১	২৯	যোড়	জোড়
৬৭	১	৩৪	পায়ো	পাও
৬৭	২	৩৪	অনুপত্তি	অনুপদি
৬৯	১	৬	সবাকার	সভাকার
৮০	১	২২	প্রচার	প্রকার
৮৪	১	২০	পড়ে	পঢ়ে
৮৫	১	১২	বন্ধন	রন্ধন
৮৬	১	১৮	পড়ায়	পঢ়ায়
৮৬	২	২২	চোটচণ্ডী	চোটখণ্ডী
৮৭	১	৭	পড়ুয়া	পঢ়ুয়া

পৃ, স্ত, পংক্তি			অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮৯	১	১৮	নাড়ু	লাড়ু
৯১	২	৫	দর	দঢ়
৯৩	২	২৬	লোকে	লোফে
৯৭	২	৬	হইনি	হইবি
৯৭	২	১২	সৈতানে সৈভানে	সৈচানে সৈচানে
৯৮	১	১৭	ডাঁড়ু	ভাঁড়ু
১১৫	২	২	আল্যা	আল্য
১২৪	১	৬	পড়ে	পঢ়ে
১২৬	২	৩৩	শুনিমু	শুনিলুঁ
১৪৪	১	৩১	যুড়িয়া	জুড়িয়া
১৪৪	২	২	যুড়ি	জুড়ি
১৪৮	১	২৩	নিয়োজন	নিজজন
১৪৯	১	১	লাস-বেশে	নাস-বেশে
১৬১	২	১১	হস্তে	হস্ত
১৬১	২	১২	মারে	মার
১৬৩	২	২১	পড়ে	পঢ়ে
১৬৬	১	১৮	লোটায়ে	লুঠয়ে
১৬৬	১	৩৫	পড়ি	পঢ়ি
১৭৫	১	৩৫	নামে লক্ষপতি	নিখিলক্ষপতি
১৭৭	১	১৭	আক্ষেপণ	অপেক্ষণ
১৮২	১	১৮	শাম্য	সাম্য
১৮৬	১	২৩	কণিক	বণিক
১৯৩	১	১১	বারি	ঝারি
১৯৪	২	১৮	গোকুল	গোকুলে
১৯৭	২	৪	থানা	খানা
২০৩	২	১	পড়ে	পাড়ে
২০৬	১	৭	উপলম্ব	উপালম্ভ
২০৭	১	২৯	তোমায়	তোমার
২০৮	১	১৮	তারে	মারে
২১০	১	৪	বাড়ি	বারি
২১০	২	১৪	থালি	খালি
২১১	২	৪	যগাতি	জগাতি

পৃ,	স্ত,	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২১২	২	৩৪	কামকন্দ	কামকুন্ত
২৩১	১	৬	বিচরিল	বিরচিল
২৪৩	২	৫	পড়ে	পাড়ে
২৪৪	২	৩১	ঘোড়া	জোড়া
২৫৮	২	২৮	ছাড়	ছার
২৬৩	২	৩০	যুড়ি	জুড়ি
২৬৩	২	৩১	যুড়িল	জুড়িল
২৮০	২	১২	পড়ে	পড়ে।
২৮৬	২	১	পৌষ	পৌষে
২৮৬	২	২৭	রাখিব হামার	রাখিব হামারে
২৯৩	১	১৩	দেহেতে	দহেতে
২৯৪	১	১৭	সাথে	মাথে
২৯৭	২	২২	দোষও	সরস
৩১১	১	৭	বুঝয়্যা	বুঝায়্যা
৩১১	১	৯	বিজয়া সাথে	বিজয়ার সাথে
৩১২	১	১৯	বায়ণে	রাবণে

সূচী পত্র।

আখেটী খণ্ড সম্পূর্ণ।

ধনপতি সদাগরের উপাখ্যান।

সূচী পত্র সম্পূর্ণ।

কবিকঙ্কণ চণ্ডী

গণেশ-বন্দনা ।

জয়, বেদান্ত দরশনে, ব্রহ্ম বলি বাখানে,
আরে বলে পুরুষপ্রধান।
বিশ্বের পরম গতি, হেতু অন্তরায়-পতি,
তাঁরে মোর লক্ষ পরণাম ॥
বন্দোঁ দেব গণপতি দেবের প্রধান।
ব্যাস আদি যত কবি, তোমার চরণ সেবি,
প্রকাশিলা আগম পুরাণ ॥
গিরিসুতা-অঙ্গ-অনু, খর্ব্ব-পীবর-তনু,
একদন্ত কুঞ্জর-বদন।
প্রণত জনের বিঘ্ন, দূর কর মম বিঘ্ন,
তব পদে করিলুঁ বন্দন ॥
অবনী লোটায়্যা কায়, প্রণাম তোমার পায়,
কর মোরে কৃপাবলোকন।
করিয়া তোমার ভক্তি, মুনিগণ পায় মুক্তি,
চারি পুরুষার্থের সাধন ॥
অঙ্গের বন্ধূক-ছটা, আজানু-লম্বিত জটা,
শশিকলা মুকুট-মণ্ডন।
চরণ-পঙ্কজ-রাজে, কনক নূপুর বাজে,
অঙ্গদ-বলয়া বিভূষণ ॥
কুঙ্কুম-চর্চ্চিত অঙ্গ, শুণ্ডে শোভে মাতুলুঙ্গ,
শূলদণ্ড ইক্ষু পাশ করে।
শিব-সুত লম্বোদর, আজানু-লম্বিত-কর,
রণে জয়ী যে তোমারে স্মরে ॥
পরিধান দ্বীপিচর্ম্ম, নিরন্তর জপকর্ম্ম,
দুই করে কুসুম শোভন।
হৃদে যজ্ঞপাটা শোভে, অলিকুল মধু-লোভে,
চৌদিকে বেড়িয়া করে গান ॥
সুমন্তর জপ স্তুতি, বিঘ্নরাজ গণপতি,
হৈমবতী-হৃদয়-নন্দন ।
গাইয়ে তোমার আগে, গোবিন্দ-ভকতি মাগে,
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

(মহাদেব-বন্দনা ।

সম্পুট করিয়া কর, বন্দোঁ প্রভু মহেশ্বর,
বৃষভ-বাহন শূলপাণি ।
দেখি কোটি ইন্দু কিবা, জিনিয়া অঙ্গের আভা,
চরণে মঞ্জীর করে ধ্বনি ॥
অজিন রচিত মাঝে, রতন কিঙ্কিণী সাজে,
ভুজঙ্গ বলিয়া যোগপাটা ।
সুরঙ্গ অরুণ-বন্ধু, অধর আনন ইন্দু,
নীলকণ্ঠ শিরোপরি জটা ॥
জটাতে আছয়ে গঙ্গ, অর্দ্ধ তার সতী-অঙ্গ,
বিভূতি ভূষণ কলেবরে ।
গলে শোভে হাড়মাল, অর্দ্ধচন্দ্র-রেখা-ভাল,
অঙ্গদ বলয়া ভূষা করে ॥
রাগ তান মান ভেদ, সঙ্গে করি চারি বেদ,
বদনে নাচয়ে যার বাণী ।
শৃঙ্গে রাম ধ্বনি করি, ডম্বুর বোলয়ে হরি,
যার গানে হৈলা মন্দাকিনী ॥
বন্দে প্রভু ভূতনাথ, ভবেশ ভবানী সাথ,
ভবভীম ভজে পরায়ণ ।
ভব-ভয়ে করি কৃপা, ভীতি ভঞ্জ মহাতপা,
ভবনাথ ভবানী-ভরণ ॥
নিরঞ্জন নিরাকার, নিগম পুরাণ সার,
নিগূঢ়-বিষয়-নারায়ণ ।

রোগ শোক দুঃখহরা, দৈন্য-দুঃখ-পাপহরা,
মোক্ষদাতা পতিত-পাবন॥
বন্দে দিগম্বরে, খটক ডমরু করে,
বৃষে আরোহণ পঞ্চানন।
প্রমথগণের নাথ, গুহগণের সাথ,
সুরাসুর নরের জীবন॥
তুমি হরি যোগরাজে, এ তিন ভুবন পুজে,
তুমি হরি গুণের আশ্রয়।
করিয়া তোমারে সেবা, মুনিগণ মহাতপা,
সিদ্ধ সাধ্য তোমার আশ্রয়॥
তুমি হরি পুণ্যরাশি, শূল-অগ্রে বারাণসী,
যাহাতে বৈকুণ্ঠ অবতার।
তাতে যেই মরে জীব, সে জন সাক্ষাৎ শিব,
কি কহিব মহিমা তাহার॥
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র-হৃদয়-নন্দন।
তাঁহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

স্বরস্বতী-বন্দনা।

নমহঁ সরস্বতী বাণী, কৃপা কর নারায়ণী,
বিষ্ণু-প্রিয়া পুজ পদ্মাসনে।
পুস্তক লইয়া করে, উর দেবি এ আসরে,
চন্দ্রাননি হাস্যবদনে॥
হিমদিগ্ধ চন্দন, শরদিন্দু গঞ্জন,
তনু-রুচি অকথ্য কথন।
সুগন্ধি চন্দন গায়ে, যোজন সৌরভ ধায়ে,
কণ্ঠে রত্নহার বিভূষণ॥) *
বিধিমুখে বেদধ্বনি, বন্দোঁ দেবি বীণাপাণি,
ইন্দু-কুন্দ-তুষার-সঙ্কাশা।
ত্রৈলোক্য-তারিণী ত্রয়ী, বিষ্ণুমায়া বর্ণময়ী,
কবি-মুখে অষ্টাদশ ভাষা॥
শ্বেতপদ্মে অধিষ্ঠান, শ্বেতবস্ত্র পরিধান,
কণ্ঠে ভূষা মণিময় হার।
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে, কপালে বিজুলী খেলে,
তনু-রুচি খণ্ডে অন্ধকার॥
শিরে শোভে ইন্দু-কলা, করে শোভে জপমালা,
শুক-শিশু শোভে বাম করে।
নিরন্তর আছে সঙ্গী, মসী পাত্র পুথি খুঙ্গি,
স্মরণে জড়িমা যায় দূরে॥
দিবানিশি করি ভাগ, সেবে যারে ছয় রাগ,
অনুক্ষণ ছত্রিশ রাগিণী।
রবাব খমক বেণী, সপ্তস্বরা পিণাকিনী,
বেণু বীণা-মৃদঙ্গ-বাদিনী॥
সঙ্গে বিদ্যা চতুর্দ্দশ, সঙ্গীত কবিত্বরস,
আসরে করহ অধিষ্ঠান।
কহি গো অঞ্জলি-পুটে, উর গো আমার ঘটে,
দূর কর দুর্গতি কুজ্ঞান॥
দেবতা অসুর নর, যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর,
সেবে তুয়া চরণ সরোজে।
তুমি যারে কর দয়া, সেই বুঝে বিষ্ণুমায়া,
বৈসে সেই পণ্ডিত-সমাজে॥
দিবা নিশি তুয়া সেবি, রচিল মুকুন্দ কবি,
নূতনমঙ্গল অভিলাষে।
উরিয়া কবির কামে, কৃপা কর শিব রামে,
চিত্রলেখা যশোদা মহেশে।

শ্রীচৈতন্য-বন্দনা।

অবনীতে অবতরি, চৈতন্যরূপেতে হরি,
বন্দিব সন্ন্যাসি-চূড়ামণি।
সঙ্গে প্রভু নিত্যানন্দ, ভুবনে আনন্দ-কন্দ,
মুকতির দেখাল্য সরণি॥
ভুবনে বিদিত নাম, সুধন্য নদীয়া গ্রাম,
জম্বুদ্বীপ-সার নবদ্বীপ।
ঘোর কলি অন্ধকার, শ্রীচৈতন্য অবতার,
প্রকাশিল হরি নাম গীত॥
নদীয়া নগরে ঘর, ধন্য মিশ্র পুরন্দর,
ধন্য ধন্য শচী ঠাকুরাণী।
ত্রিভুবনে অবতংস, হইয়া মিহির-অংশ,
ত্রাণ কৈলা অখিল পরাণী॥

---

* বন্ধনী-মধ্যস্থিত অংশ আদর্শ হস্তলিখিত পুস্তকে নাই।

সার্ব্বভৌম সন্দীপনি, ভট্টাচার্য্য শিরোমণি,
ষড়ভুজ দেখি কৈলা স্তুতি।
প্রেম-ভরে কল্পতরু, অখিল তন্ত্রের গুরু,
গুরু কৈলা কেশব ভারতি॥
কপটে সন্ন্যাস-বেশ, ভ্রমিলা অনেক দেশ,
সঙ্গে পারিষদ পুণ্যশালী।
রামকৃষ্ণ গদাধর গৌরী বাসু পুরন্দর,
মুকুন্দ মুরারী বনমালী॥
সু-তপ্ত-কাঞ্চন-গৌর, ভুবন লোচন চোর,
করঙ্গ কৌপীন দণ্ডধারী।
নয়নে গলয়ে লোর, গলে দোলে প্রেমডোর
সতত বোলেন হরি হরি॥
কৃপাময় অবতার, কলিযুগে কেবা আর,
পাষণ্ড-দলন বীরবানা।
জগাই মাধাই আদি, অশেষ পাপের নিধি,
হরি-পদে দৃঢ় কৈল মনা॥
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

(শ্রীরাম-বন্দনা।

প্রথমে বন্দিব রাম, মুক্তিপ্রদ যার নাম,
প্রভু রাম কমললোচন।
অযোধ্যার পতি রাম, বন্দে দূর্ব্বা-দল-শ্যাম,
প্রণমহ কৌশল্যা-নন্দন॥
প্রণমহ শ্রীরাম, মন্ত্রী যার জাম্ববান্,
মিত্র যার গুহক চণ্ডাল।
রিপু যার দশানন, সদা সত্য-পরায়ণ,
যার কীর্ত্তি সমুদ্রে জাঙ্গাল॥
ক্ষিতিতলে উপনীতা, শ্রীরামের বনিতা সীতা,
সীতাদেবীর সমীপে লক্ষ্মণ।
আসি দেব পুরন্দরে, দণ্ড ধরেন শিরে,
স্তুতি করেন পবন-নন্দন॥
রামের, চাঁচরচিকুর-কেশ, কামিনী জিনিয়া বেশ,
মধ্যে কত ঝঙ্কারে ভ্রমর।
প্রজার পালনে পিতা, কর্ণের সমান দাতা,
রাম বড় গুণের সাগর॥
ধনুর্ব্বাণ করে করি, ডরেতে পলায় অরি,
অনুগত জনে দয়াবান্।
ধন্য রাজা রঘুনাথ, কুলে শীলে অন্নদাত,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥) *

লক্ষ্মী-বন্দনা।

অজিত-বল্লভা দেবি ব্রহ্মার জননি।
তোমার চরণ বন্দোঁ জোড় করি পাণি॥
যখন প্রলয়ে হরি অনন্ত-শয়নে।
তাঁহার উদরে ছিল এ তিন ভুবনে॥
জন্ম জরা মৃত্যু তোমার নাহি কোন কালে।
সেই কালে ছিলা তুমি হরি-পদ-তলে।
অনল গরল আদি কুম্ভীর মকর।
কত শত আছে রত্ন সমুদ্র ভিতর॥
তুমি গো পরম রত্ন সকল সংসারে।
তুমি লক্ষ্মী হৈতে রত্নাকর বলি তারে॥
ধন কুল যৌবন নগর নিকেতন।
পদাতি বারণ বাজী রথ সিংহাসন॥
তার অহঙ্কার গো তাবত শোভা করে।
কৃপাময়ী লক্ষ্মী গো যাবত থাক ঘরে॥
সে জনার প্রসংসা সে জন অভিরাম।
সেই জন কুলীন সে জন গুণধাম॥
তুমি গো বল্লভা কৃপা নাহি কর যারে।
আছুক অন্যের কাজ দারা নিন্দে তারে॥
তুমি গো চঞ্চলা লক্ষ্মী বলে যেই জনে।
তোমার মহিমা সেই কিছুই না জানে॥
ছাড় সেই পুরুষে মাতা তার দোষ দেখি।
অরোষ পুরুষে কর চিরকাল সুখী॥
লক্ষ্মী থাকিলে, মান সকল ভুবনে।
লক্ষ্মী বাম হইলে বিজয়ী নহি রণে॥
সেই জন পণ্ডিত মাতা সেই মহাবীর।
যাহার মন্দিরে মাতা তুমি হও স্থির॥

* ( ) বন্ধনী মধ্যাস্থিত অংশ অন্য পুস্তকের

লক্ষ্মী ছাড়া পুরুষ কুটুম্ব-বাড়ী যায়।
জল পীড়ির দায় থাকুক সন্তোষ না পায়॥
লক্ষ্মীর মহিমা কবিকঙ্কণে গায়।
ভক্ত নায়কেরে মাতা হবে বরদায়।

চণ্ডী-বন্দনা। ✓

বিন্ধ্য-বিলাসিনী, ভৈরব-ভাবিনী,
নগেন্দ্র-নন্দিনী চণ্ডী।
বীণা সপ্তস্বরা, মুরজ মন্দিরা,
বাজায়্যা দুন্দুভি ডিণ্ডি॥
স্থল-উতপল, চরণ-যুগল,
তথি শোভে নখচন্দ।
চরণে চণ্ডীর কনক মঞ্জীর,
গজগতি জিনি মন্দ॥
করি-অরি জিনি, মাঝা অতি ক্ষীণী,
কটিতে কিঙ্কিণী বাজে।
জিনি করি-কর, জঘন সুন্দর,
নিতম্বে বসন সাজে॥
লোকে অভিরাম, অভিনব কাম,
আননে ঈষত হাস।
চরণ রঞ্জন, নানা আভরণ,
দশদিগ পরকাশ॥
নাভি সরোবর, তথির উপর,
তনুরুহ স্তুর-দাম।
উচ কুচগিরি, জিনি কুম্ভ করী,
করী করে জলপান॥
জিনি শতদল বদন-কমল,
অধরে বন্ধুক ভোর।
পরিহরি ব্রীড়া, কত করে ক্রীড়া,
নয়ন-খঞ্জন জোর॥
নয়নের কোণে আছে কত তূণে,
অসুর-নাশিনী ইষু।
কুণ্ডল কুন্তলে, মালতীর মালে,
ভ্রমরে ভ্রমর-শিশু॥
শিরে শশিকলা, তারকের মালা,
ঈষত চন্দন বিন্দু।
ললাট-ফলকে, অলকা ঝলকে,
হেরি কলঙ্কিত ইন্দু॥ *
তালমান গানে, উর গো গায়েনে,
বলি বেদশ্রুতি মতে।
পূর্ণ কর কাম, আসি এই ধাম,
কৃপা কর গিরিসুতে॥
ভব-পারাবারে, তরি করিবারে,
ইহা বহি নাহি আন।
চণ্ডীর চরিত মধুর সঙ্গীত
শ্রীকবিকঙ্কণ ভাণ॥

শুকদেব-বন্দনা। ✓

বন্দে শুকদেবের চরণ।
যেই মুনি সর্ব্বজন, হৃদয়ে পদ্ম যেন,
প্রবেশ করিল কোপে বন॥
যেই মুনি নিরুপম, জ্ঞান-দীপের সম,
লিখন নিগমের সার।
প্রকাশিল ভাগবত, সংসারের জীব যত,
সভাকার করিল উদ্ধার॥
শিশুকালে বনবাস, তেজি সব অভিলাষ,
উপনয়ন আদি ছাড়িয়া।
পুত্র বলি ব্যাস ডাকে, উত্তর না দিল তাকে,
তপোবনে প্রবেশ করিয়া॥
বিবসন কলেবরে, গুরুদেব কত দূরে,
তারে দেখি বিদ্যাধরীগণে।
অঙ্গে নাহি দেয় বাস, তার পাছে চলে ব্যাস,
অবিলম্বে চীর পরিধানে॥
দেখি এত অদ্ভুত, কহে পরাশর-সুত,
লাজ কেন কর বধূজনে।
মোর পুত্র গুণধাম, নবীন-জলদ-শ্যাম,
দেখি কেন না পর বসনে॥

---

* কপালে সিন্দূর, তমো করে দূর,
যেন প্রভাতের ভানু।
চন্দনের বিন্দু, কিবা তাহে ইন্দু,
হৈয়া অকলঙ্ক তনু॥
পুস্তকান্তরের পাঠ।

তবে বিদ্যাধরী ব্যাসে, হাসিয়া মধুর ভাষে,
ভেদবুদ্ধি না আছে তাহার।
স্ত্রীপুরুষে ভেদবান্, কভু নহে দিব্যজ্ঞান,
বুঝিয়াছি চরিত্র তোমার॥
এমত তাহার গুণ, শুনিয়াত তপোধন,
ত্যজিলেন সুতের বিরহে।
গোবিন্দ-পদারবিন্দ, বিগলিত মকরন্দ,
অলি কবিকঙ্কণে গাহে॥) *

দিগ বন্দনা।

প্রথমে বন্দিব দেব ধর্ম্ম নৈরাকার।
একই মণ্ডপে বন্দোঁ এ চারি দুআর॥
বৃষভবাহনে বন্দোঁ দেব পঞ্চানন।
দেবগণ সঙ্গে বন্দোঁ মরাল-বাহন॥
গরুড়ের পিঠে বন্দোঁ দেব-নারায়ণ।
রাশিচক্র সহিত বন্দিব গ্রহগণ॥
অযোধ্যা নগরে বন্দোঁ শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
সীতা-ঠাকুরাণী আর ভরত শত্রুঘন॥
ওড়িষ্যায় বন্দিব ঠাকুর জগন্নাথ।
সুভদ্রা বলাই বন্দোঁ করি প্রণিপাত॥
(নবদ্বীপে বন্দোঁ গোরা শচীর কুমার।
হরিনাম দিয়া কৈল জীবের উদ্ধার॥
অবনী লোটায়া বন্দোঁ শচী ঠাকুরাণী।
যার গর্ভে গোরাচাঁদ জন্মিলা আপনি॥
কীর্ত্তন সিজন কৈল খোল করতাল।
প্রকাশি জীবের লাগি প্রেমের পসার॥
যেই জন নাম লয় নাম দেন তারে।
প্রভু নামে বান্ধ ভেলা সিন্ধু তরিবারে॥
দশ অবতার বন্দোঁ এক চিত্ত মনে।
বরাহ নৃসিংহ কূর্ম্ম অদিতি-বাঙনে॥)
দামুন্তার ঠাকুর বন্দিব চক্রাদিত্য।
যার পাদপদ্ম সেবি করিলু কবিত্ব॥
বোড় গ্রামের বলরামে নত কৈলুঁ শির।
হনুমান্ বন্দিব গরুড় মহাবীর॥

কামেশ্বর লিঙ্গ বন্দোঁ কোঙাগ্রি নগরে।
চন্দ্রকোণার গড়পতি বন্দোঁ মল্লেশ্বরে॥
ভাটেশ্বর গোটেশ্বর বন্দিলুঁ গোতানে।
অগ্নিমুখ হর বন্দোঁ বাস পলাসনে॥
লাড়িচা নগরে বন্দোঁ সর্ব্বমঙ্গলা।
অসুর বধিয়া মায়ের গলে মুণ্ডমালা॥
মুণ্ডখোপ গ্রামে মাতা বন্দোঁ মন্ত্রেশ্বরী।
জয়চণ্ডী মাতা বন্দোঁ চয়ড়া নগরী॥
কাইতির বাণেশ্বর বন্দি গাব আগে।
মৌলার রঙ্কিণী বন্দো মস্তকের পাগে॥
ক্ষীর গ্রামের যোগাদ্যা বন্দিনু বিধিমতে।
তমলুকের বর্গভীমা বন্দো মুণ্ডি মাথে॥
আমতার মেলায়ের চরণ বন্দিয়া।
খান্দী বিশালাক্ষী বন্দো প্রণাম করিয়া॥
বিক্রমপুরের বাশুলী বন্দিলু গীতনাটে।
বাছ্যাবাড়ি নীল মাতা রাজবোল হাটে॥
চণ্ডীপুরের বারাহী বন্দিলু বিধিমতে।
বড়ই পিরিতি মাতার কুসুম পারিতে॥
শিবাক্ষেত্রে বন্দো মাতা উত্তরবাহিনী।
ইলীপুরের রঙ্কিণীকে জোড় করি পাণি॥
বালিগড়্যার ভগবতীর পদে পরণাম।
বৈদ্যপুরে ভগ্নীরূপে করয়ে বিশ্রাম॥
পাড়াসুয়ার কামার বুড়ীর বন্দিয়ে চরণ।
দশবরার বিশালাক্ষী হও সুপ্রসন্ন॥
তেরবরার বিশালাক্ষীর পদে কৈলুঁ নতি।
রামনগরের ভবানীরে করিয়া ভকতি॥
রাণীহাটের ভগবতীর পদে কৈলুঁ নতি।
মুণ্ডমালা গলে শোভে ভীষণ মুরতি॥
চারি চতুষ্পল ঘর দেখিতে সুন্দর।
ডা'ন বামে দুই পীঁড়া অতি মনোহর॥
রক্তমুখী রঙ্কিণী যে রক্ত পীল বসি।
কেহ নাহি জানে স্থান গুপ্ত বারাণসী॥
হাথে তালে বন্দিলু বড়ার বিষহরি।
চারি দিগে নাগেতে বেষ্টিত যার পুরী॥
দ্রষ্ট কেদারপুর আর হাসন হাটী।
যথা তথা বুলা চলা মণ্ডলগ্রামে বাটী॥
বালীভাঙ্গার বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ীর চরণ।
প্রণাম করিয়ে যত দেবদেবীগণ॥

---

* ( ) বন্ধনীমধ্যস্থিত অংশ আদর্শ পুস্তকে নাই।

জয় দেব বিদ্যাপতি বন্দো কালিদাস।
আদি কবি বাল্মীকি বন্দিলুঁ মুনি ব্যাস ॥
মাণিক দত্তেরে আমি করিয়ে বিনয়।
যাহা হৈতে হৈল গীত-পথ পরিচয় ॥
বন্দিলুঁ গীতের গুরু শ্রীকবিকঙ্কণ।
প্রণাম করিয়া মাতা পিতার চরণ ॥
গায়ন শুনিনু সেই মাটুয়া সেই পো।
কবিত্ব শিখিলুঁ মাতা তব মায়া মো ॥
হাথে তালে ডাকি আমি হইয়া কাতর।
নায়কের আসরে দুর্গা উরহ সত্বর ॥
দুই পাজ্যের কন্ধে দিয়া দুই পাও।
আমার কন্ধেতে বসি রহনি খেলাও ॥
ডাকিনী যোগিনী বন্দো শ্রীধর্ম্মের পা।
লবধ হইয়া যে মোর আসরে করে ঘা ॥
তিনি মোর ভগিনী আমি তার ভাই।
আসরেতে করে ঘা চণ্ডীর দোহাই ॥
অভয়া মঙ্গল কবিকঙ্কণে গায়।
হরি হরি বলহ বন্দনা হৈল সায় ॥

গ্রন্থ উৎপত্তির কারণ। *

শুন ভাই সভাজন, কবিত্বের বিবরণ,
এই গীত হৈল যেন মতে।
উরিয়া মায়ের বেশে, কবির শিয়র দেশে,
চণ্ডিকা বসিলা আচম্বিতে ॥
সহর সিলিমাবাজ, তাহাতে সজ্জন-রাজ,
নিবসে নিয়োগী গোপীনাথ।
তাঁহার তালুকে বসি, দামিন্যায় চাষ চষি,
নিবাস পুরুষ ছয় সাত ॥
ধন্য রাজা মানসিংহ, বিষ্ণুপদাম্বুজ-ভৃঙ্গ,
গৌড়-বঙ্গ-উৎকল-অধিপ।
সে মানসিংহের কালে, প্রজার পাপের ফলে,
ডিহীদার মামুদ সরিপ ॥
উজির হলো রায়জাদা, বেপারিরে দেয় খেদা,
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হল্য অরি।
মাপে কোণে দিয়া দড়া, দড় পনর কাঠায় কুড়া,
নাহি শুনে প্রজার গোহারি ॥
সরকার হইলা কাল, খিলভূমি লেখে লাল,
বিনা উপকারে খায় ধুতি।
পোদ্দার হইল যম, টাকায় আড়াই আনা কম,
পাই লভ্য লয় দিন প্রতি ॥
ডিহিদার অবোধ খোজ, কড়ি দিলে নাহি রোজ,
ধান্য গোরু কেহ নাহি কেনে।
প্রভু গোপীনাথ নন্দী, বিপাকে হইলা বন্দী,
হেতু কিছু নাহি পরিত্রাণে ॥
পেয়াদা সবার কাছে, প্রজারা পালায় পাছে,
দুয়ার চাপিয়া দেয় থানা।
প্রজা হইল ব্যাকুলি, বেচে ঘরের কুড়ালি,
টাকার দ্রব্য বেচে দশ আনা ॥
সহায় শ্রীমন্ত খাঁ, চণ্ডীবাটী যার গাঁ,
যুক্তি কৈলা মুনিব খাঁরা সনে।
দামুন্যা ছাড়িয়া যাই, সঙ্গে রমানাথ * ভাই,
পথে চণ্ডী দিলা দরশনে ॥
ভেঠনায় উপনীত, রূপরায় নিল বিত্ত,
যদুকুণ্ডু তিলি কৈল রক্ষা।
দিয়া আপনার ঘর, নিবারণ কৈল ডর,
দিবস তিনের দিল ভিক্ষা ॥
বাহিয়া গোড়াই নদী, সদাই স্মরিয়ে বিধি,
তেউট্যায় হইলুঁ উপনীত।
দারুকেশ্বর তরি, পাইল বাতন-গিরি,
গঙ্গাদাস বড় কৈলা হিত ॥
নারায়ণ পরাশর, এড়াইল দামোদর,
উপনীত কুচট্যা নগরে।
তৈল বিনা কৈল স্নান, করিলুঁ উদক পান,
শিশু কাঁদে ওদনের তরে ॥
আশ্রয় পুখরি আড়া, নৈবেদ্য শালুক পোড়া,
পূজা কৈনু কুমুদ-প্রসূনে।
ক্ষুধা ভয় পরিশ্রমে, নিদ্রা যাই সেই ধামে,
চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে ॥
হাতে লইয়া পত্র মসী, আপনি কলমে বসি,
নানা ছন্দে লিখেন কবিত্ব।
যেই মন্ত্র দিল দীক্ষা, সেই মন্ত্র করি শিক্ষা,
মহামন্ত্র জপি নিত্য নিত্য ॥

গরিব খাঁ। † রামানন্দ।

দেবী চণ্ডী মহামায়া, দিলেন চরণ-ছায়া,
আজ্ঞা দিলেন রচিতে সঙ্গীত।
চণ্ডীর আদেশ পাই, শিলাই বাহিয়া যাই,
আড়রায় হইলুঁ উপনীত॥
আড়রা ব্রাহ্মণ-ভূমি, ব্রাহ্মণ যাহার স্বামী,
নরপতি ব্যাসের সমান।
পড়িয়া কবিত্ব-বাণী, সম্ভাষিনু নৃপমণি,
পাঁচ আড়া মাপি দিলা ধান॥
সুধন্য বাঁকুড়ারায়, ভাঙ্গিল সকল দায়,
শিশুপাছে কৈল নিযোজিত।
তার সুত রঘুনাথ, রাজগুণে অবদাত,
গুরু করি করিল পূজিত॥
সঙ্গে দামোদর নন্দী, যে জানে স্বরূপ সন্ধি,
অনুদিন করিত যতন।
নিত্য দেন অনুমতি, রঘুনাথ নরপতি,
গায়নেরে দিলেন ভূষণ॥
বীরমাধবের সুত, রূপে গুণে অদভুত,
বীর বাঁকুড়া ভাগ্যবান্।
তার সুত রঘুনাথ, রাজগুণে অবদাত,
শ্রীকবিকঙ্কণে রস গান॥

মঙ্গলবারের পালা আরম্ভ।

আজ্ঞা দিল মহীপাল, শুভ তিথি শুভ কাল,
শুভক্ষণে বারিসংস্থাপন।
নৈবেদ্য বিবিধরূপ, গন্ধ পুষ্প দীপ ধূপ,
পট্টবস্ত্র নানা আয়োজন॥
জ্ঞাতি বন্ধু পুরোহিত, আর যত নিমন্ত্রিত,
আনন্দিত সব এক স্থানে।
ভেরী তুরী বাজে ভাল, কাংস্য বাদ্য করতাল,
পটহ দুন্দুভি বাজে বাঁশে॥
রামা দেয় জয়ধ্বনি, সপ্তস্বরা পিনাকিনী,
বাজে নানা মঙ্গল-বাজন।
হয়ে অতি শুচিকায়, দ্বিজগণে বেদ গায়,
মহামায়া করি আরাধন॥
ঘট-সংস্থাপন করি, মহামায়া মহেশ্বরী,
স্থিতি কর এ অষ্ট বাসর।

লক্ষ্মী বাণী আদি করি, আর যত সহচরী
লয়ে শরজন্মা লম্বোদর॥
তুমি আদ্যা মহামায়া, আর যে তোমার কায়া
আসরে করহ অধিষ্ঠান।
ভক্ত নায়কের প্রতি, কৃপা কর ভগবতি
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

প্রার্থনা।

তেজিয়া কৈলাসগিরি, উর গো মরত-পুরী,
ভৃত্যের করিতে পরিত্রাণ।
বিশ্রাম দিবস আট, শুন গীত দেখ নাট,
আসরে করহ অধিষ্ঠান॥
লিখি পড়ি নানা গ্রন্থ, নাহি সঙ্গীতের পন্থ,
কৃপা করি দিলে গুরুভার।
অনভিজ্ঞ তাল মানে, কেমনে শিখিবে আনে,
দোষ গুণ সকলি তোমার॥
যে বোল বলাও তুমি, সেই বোল বলি আমি,
তুমি কর মোরে উপদেশ।
প্রচরে যে মতে কাব্য, শুনয়ে যেমনে ভব্য,
করি চিন্তা, হর মোর ক্লেশ॥
বলি-হোম-ধূপ-দীপে, পূজে তোমা সপ্তদ্বীপে,
তোমার সেবক জগজ্জন।
নায়কের থাকে দোষ, দূর কর অভিরোষ,
কর মোরে কৃপাবলোকন॥
তুমি রমা তুমি বাণী, যোগনিদ্রা নারায়ণী,
ত্রয়ী-বিদ্যা অনাদি-বাসনা।
মহাযোগ কালরাত্রি, গায়ত্রী ভুবনধাত্রী,
ক্রিয়াশক্তি সংসারবাসনা॥
সলিলে ডুবিল মহী, আশ্রয় করিয়া অহি,
শয়ন করিলা নারায়ণ।
সেই অবসান কালে, প্রভুর শ্রবণমূলে,
জন্মিল দানব দুই জন॥
মধু আর কৈটভ নাম, দুই দৈত্য অনুপাম,
ব্রহ্মারে করিল বিড়ম্বন।
নাভিপদ্মে প্রজাপতি, তোমারে করিল স্তুতি,
তাহে তুমি হইলা শরণ॥

তুমি শ্রদ্ধা তুমি তুষ্টি, তুমি ক্ষমা তুমি পুষ্টি,
গিরিকন্যা ঈশান-গৃহিণী।
আগম নিগম তন্ত্র, বীজরূপা মহামন্ত্র,
বেদমাতা বিশ্বের জননী॥
গোকুলে গোমতী-নামা, তমলুকে বর্গভীমা,
উত্তরে বিদিত বিশ্ব-কায়া।
জয়ন্তী হস্তিনাপুরে, বিজয়া নন্দের ঘরে,
হরিসন্নিধানে মহামায়া॥
অমরকুলের দর্পে, দেবকী অষ্টম-গর্ভে,
হৈলা প্রভু ক্ষিতিভার নাশে।
হরিতে হরির ভীতি, যোগনিদ্রা ভগবতী,
থুইলা যশোদাগর্ভ বাসে॥
ভোজরাজ-মহাতঙ্কে, শ্রীহরি করিয়া অঙ্কে,
বসুদেব গেলা নন্দাগার।
অগাধ যমুনা-জল, মায়া করি কৈলা স্থল,
শিবারূপে নদী হৈলা পার॥
হরিতে অবনী-ভার, কৃপাময় অবতার,
যদুকুলে হৈলা নারায়ণ।
হইলা নন্দের সুতা, কি কব সে সব কথা,
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ॥

আদিদেব।

আদিদেব নিরঞ্জন, যাঁর সৃষ্টি ত্রিভুবন,
পরম পুরুষ পুরাতন।
শূন্যেতে করিয়া স্থিতি, চিন্তিলেন মহামতি,
সৃজনের উপায় কারণ॥
নাহি কেহ সহচর, দেবতা অসুর নর,
সিদ্ধ-নাগ-চারণ কিন্নর।
নাহি তথা দিবা নিশি, না উদয়ে রবিশশী,
অন্ধকার আছে নিরন্তর॥
কোটি ভানু পরকাশ, পরিধান পীতবাস,
অন্ধকারে ভাবে ভগবান্।
কঙ্কণ কিঙ্কিণী হার, দূর করে অন্ধকার,
পুরট-মুকুট মণিদাম॥
কণ্ঠেতে কৌস্তুভ-আভা, কোটি চন্দ্র মুখ-শোভা,
কুণ্ডলে মণ্ডিত দুই গণ্ড।
নবীন জলদ কাঁতি, ইন্দু জিনি নখপাঁতি,
আজানু-লম্বিত ভুজদণ্ড॥
অচিন্ত্য অনন্তশক্তি, হৃদয়ে ভাবেন যুক্তি,
জল স্থল নাহি অধিষ্ঠান।
কথায় সঙ্গতি নাই, চিন্তিলেন গোঁসাই,
আপনারে অশক্ত সমান॥
চিন্তিতে এমন কাজ, এক চিত্তে দেবরাজ,
তনু হইতে হইল প্রকৃতি।
চণ্ডীর চরণ সেবি, রচিল মুকুন্দ কবি,
প্রকাশে ব্রাহ্মণ নরপতি॥

আদি দেবী।

আদি দেবের শক্তি, ভুবন-মোহন মূর্ত্তি,
উরিলেন সৃষ্টির কারিণী।
করিয়া সম্পুট পাণি, মৃদু-মন্দ-সুভাষিণী
সম্মুখে রহিলা নারায়ণী॥
রাজহংস-স্বর জিনি, চরণে নূপুর-ধ্বনি,
দশ নখে দশ চান্দ ভাসে।
কোকনদ-দর্প-হর, বেষ্টিত-যাবক কর,
অঙ্গুলি চম্পক পরকাশে॥
রামরম্ভা জিনি উরু, নিবিড় নিতম্ব গুরু,
কেশরী জিনিয়া মধ্যদেশ।
মধুর কিঙ্কিণী বাজে, পরিধান পট্টসাজে,
বচন-গোচর নহে বেশ॥
রাজহংস মন্দ গতি, হেম জিনি দেহ-জ্যুতি,
গজকুম্ভ চারু পয়োধরে।
তাহে শোভে অনুপাম, মণি মুকুতার দাম,
যেন গঙ্গা সুমেরু শিখরে॥
হেমময়-হার ছলে, কিবা সে তাহার গলে,
স্থির হয়্যা সৌদামিনী বৈসে।
নিরুপম-পরকাশ, সুমন্দ মধুর হাস,
ভঙ্গী নব শিখিবার আশে॥
বন্ধুক-কুসুমচ্ছটা; ললাটে সিন্দুর ফোটা
প্রভাত কালের যেন রবি।
অধর-বিম্বক-জ্যুতি, দশন মাণিকপাঁতি,
হুঁ হেতে বদন করে ছবি॥

কপালে সিন্দুরবিন্দু, নব অরবিন্দ-বন্ধু,
তার কোলে চন্দনের বিন্দু।
করিয়া তিমির-মেলা, ধরিয়া কুন্তলছলা,
বন্দী করিল রবি ইন্দু॥
তিলফুল জিনি নাসা, বনপ্রিয় জিনি ভাষা,
ভুরুযুগ চাপ-সহোদর।
খঞ্জন-গঞ্জন আঁখি, অকলঙ্ক শশিমুখী,
শিরোরুহ অসিত চামর॥
শ্রবণ-উপর দেশে, হেমকলিকা ভাসে,
কুটিল কুঞ্চিত কেশপাশে।
আষাঢ়িয়া মেঘ মাঝে, যেমন বিদ্যুত সাজে,
পরিহরি চাপল্যক দোষে॥
অঙ্গদ বলয়া শঙ্খ, ভুবনমোহন বঙ্ক,
মণিময় মুকুট মণ্ডন।
হাসিতে বিজুলী খেলে, শ্রবণে কুণ্ডল দোলে,
হেম-মুকুলিকা সুশোভন॥
প্রভুর ইঙ্গিত পায়্যা, আদ্যাদেবী মহামায়া,
সৃষ্টি সিরাজিতে কৈলা মন।
উমা-পদে হিত-চিত, রচিল নৌতুন গীত,
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ॥

সৃষ্টি-প্রকরণ।

গৌরী রাগ।

এক দেব নানামূর্ত্তি হৈলা মহাশয়।
হেম হৈতে বস্তুত কুণ্ডল ভিন্ন নয়॥
প্রকৃতিতে তেজ প্রভু করিল আধান।
রূপবান্ হইলা তাতে তনয় 'মহান্'॥
মহত্তের পুত্র হইলা নাম অহঙ্কার।
যাহা হইতে হইল সৃষ্টি সকল সংসার॥
অহঙ্কার হৈতে হৈল এই পঞ্চ জন।
পৃথিবী উদক তেজ আকাশ পবন॥
এই জন্য লোকে বলে আত্মা পঞ্চভূত।
ইহা হৈতে প্রাণী বৃদ্ধি হইল বহুত॥
গুণভেদে এক দেব হৈলা তিন জন।
রজোগুণে হৈলা বিধি মরাল-বাহন॥
সত্ত্বগুণে বিষ্ণুরূপে করেন পালন।
তমোগুণে মহাদেব বিনাশ-কারণ॥
ব্রহ্মার মানস পুত্র হৈলা চারিজন।
সনৎকুমার আর সনক সনাতন॥
সনন্দ হইলা তথা চারির পূরণ।
কৃষ্ণ কথা বিনা তার অন্য নাহি মন॥
প্রপঞ্চ সকল কথা একা হরি সত্য।
চারি জনে কৃষ্ণ গান হয়ে সাবহিত॥
পিতৃবাক্য না শুনিয়া সংসারে বিমুখ।
কৃষ্ণকথা-আনন্দে সদাই বাড়ে সুখ॥
চারি পুত্র ত্যজেন বাপের অনুরোধ।
বিধাতার হৃদয়ে বাড়িল বড় ক্রোধ॥
সেই ক্রোধ হৃদয়ে রহিল বিধাতার।
তথি জন্ম হৈলা নীললোহিত কুমার॥
বাল্যভাবে মহাদেব করেন রোদন।
নাম ধাম জায়া মোর কর নিয়োজন॥
বিচারিয়া রুদ্র নাম থুইল প্রজাপতি।
উন্মত্ত মহেশ আর শিব পশুপতি॥
হৃদয় বায়ু বহ্নি আপ তারে দিল স্থল।
ইন্দ্র চন্দ্র দিবাকর আকাশমণ্ডল॥
ধৃতি বৃদ্ধি ঈশী বশী শিবা আর অণিমা।
একভাবে ছয় নারী ভজিবেক তোমা॥
সৃষ্টি করহ পুত্র বাড়ুক পরমাই।
আজ্ঞা লঙ্ঘিল তোমার জ্যেষ্ঠ চারি ভাই॥
ব্রহ্মার আজ্ঞায় সৃষ্টি করেন শঙ্কর।
সৃজিল প্রথম প্রেত ভূত নিশাচর॥
জটা-ভস্ম-হাড়মালা বিভূতি-ভূষণ।
দেখিয়া বিধাতা তারে কৈলা নিবারণ॥
ভয়ঙ্কর প্রজা পুত্র না কর গঠন।
তপস্যা করিয়া পুত্র ভজ নারায়ণ॥
এত শুনি দিল শিব তপস্যায় মন।
তবে জন্মাইব ব্রহ্মঋষি দশ জন॥
মরীচি অঙ্গিরা অত্রি ভৃগু দক্ষ ক্রতু।
পুলহ পুলস্ত্য হইলা সংসারের হেতু॥
বশিষ্ঠ হইলা তথা মুনি মহাতপা।
নারদ জন্মিয়া কৃষ্ণ ভজে রাত্রিদিবা॥
আপনার তনু ধাতা কৈল দুই খান।
বামভাগে নারী হইল দক্ষিণে পুমান্॥
শতরূপা নারী হইলা রুচি বরতনু।
পুরুষ হইলা স্বায়ম্ভুব নামে মনু॥

মনুকে কহিলা ব্রহ্মা সৃষ্টির বারতা।
প্রজা সৃষ্টি কর পুত্র দূর কর ব্যথা॥
মনুরে কহিল ব্রহ্মা সৃষ্টির কারণে।
প্রণাম করিয়া মনু পাড়লা চরণে॥
সৃষ্টি সৃজিতে ভাল বলিলে গোসাঞি।
কোথা প্রজা বসিবেক এমন স্থল নাই॥
যুগে যুগে প্রজাস্থিতি আছিল অবনী।
অসুরে হরিয়া নৈল পাতাল-সরণি॥
এ বোল শুনিয়া ব্রহ্মা হইলা চিন্তিত।
নাসা-পুটে বরাহ হইলা আচম্বিত॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

ত্রিপদী।

অচিন্ত্য অনন্ত রায়, ধরিয়া বরাহ-কায়,
অঙ্গে শোভে যজ্ঞপত্র জাল।
ধীরে ধীরে মহারম্ভ, প্রলয়জলধি-অন্ত,
প্রবেশিয়া পাইল পাতাল॥
মহাকায় মহাদন্ত, যাঁহার নাহিক অন্ত,
সেবক-বৎসল ভগবান্।
দশনে ধরণী ধরি, হিরণ্যাক্ষ বীরে মারি,
তল হইতে করিল উত্থান॥
দশন কুন্দের আভা, তথি সেবা পান শোভা,
তমাল-শ্যামল বসুমতী।
যেন করি-দন্তমাঝে, সপত্র পদ্মিনী সাজে,
বিধি সিদ্ধ ঋষি করে স্তুতি॥
জলের উপরে ক্ষিতি, আরোপি ভুবনপতি,
শরীর ঝাড়েন ঘনে ঘন।
উঠে বিন্দু ছটা ধোত, ভুবন করয়ে পুত,
শিরোরুহ তপঃসত্য-জন॥
জল ত্যজি দেবরায়, ঝাড়িল সকল কায়,
অঙ্গ হৈতে লোমচয় খসে।
পাইয়া ধরণীগর্ভ, তথি জন্মে ছয় দর্ভ,
মধ্যবিম্ব খসে সেই কুশে॥
অখিল পর্ব্বত গুরু, মধ্যে আরোপিয়া মেরু,
মন্দার-প্রমুখ গিরিচয়।
গন্ধমাদন মাল্যবান্, নীল শ্বেত শৃঙ্গমান্,
হেমকূট গিরি হিমালয়॥

প্রথমে উদয় গিরি, পাছু অস্ত শিখরী,
চৌদিকে বেড়িয়া লোকালোক।
বাহিরে কাঞ্চন ক্ষিতি, তথি যোগেশ্বর পতি,
দেখি বিধাতার ঘুচে শোক॥
সুমেরু-উপরভাগে, রবি-রথচক্র লাগে,
বেড়িয়া ফিরয়ে দিবাকর।
গতাগতি করি লক্ষ্য, দিবা নিশি মাস পক্ষ,
হৈলা ঋতু অয়ন বৎসর॥
কৃপাময় অবতার, হইলা প্রভু শিশুমার,
ঊর্দ্ধ-পুচ্ছ হেট যার মাথা।
তথি রাশিচক্র ভর, ফিরে প্রভু নিরন্তর,
গ্রহ তারাগণ হইল তথা॥
ঊর্দ্ধলোক হইতে গঙ্গা, প্রবল-চপল-তরঙ্গা,
মেরুশৃঙ্গে হৈলা চারিধারা।
সিতা ভদ্রা বংখু নাম, অশেষ গুণের ধাম,
শ্রীঅলকানন্দা তীর্থবরা॥
সেবে শত রাজধানী, তথি মনু নৃপমণি,
শতরূপা সঙ্গে কৈল বাস।
শ্রীকবিকঙ্কণে গায়, শুনিলে কৈবল্য পায়,
পঞ্চালিকা করিল প্রকাশ॥

মনুর প্রজাসৃষ্টি।

পয়ার।

শতরূপা মনু সঙ্গে ক্রীড়া কুতূহলে।
গুণযুত দুই শিশু হইল হেন কালে॥
জ্যেষ্ঠ সুত প্রিয়ব্রত হৈলা নৃপবর।
রথচক্রে হইল যার এ সাত সাগর॥
কনিষ্ঠ উত্তানপাদ বিখ্যাত ভুবনে।
ধ্রুবনামে পুত্র যার বিদিত পুরাণে॥
আকূতি প্রসূতি হৈলা আর দেবহূতি।
তিন কন্যা হৈলা তার রূপ-গুণ-বতী॥
আকূতিরে বিভা দিল রুচি মুনিবরে।
দিলেন যৌতুক রথ তুরঙ্গ কুঞ্জরে॥
কর্দ্দম মুনিকে বিভা দিল দেবহূতি।
নানা ধন যৌতুক দিলেন প্রজাপতি॥
প্রসূতিরে পাণিগ্রহণ কৈল দক্ষমুনি।
জন্মিলা যাহার ঘরে ভবানী আপুনি॥

ষোড়শ কন্যার মধ্যে মুখ্যা কন্যা সতী।
দক্ষ-ক্ষয় হেতু দেবী আপনি প্রকৃতি ॥
নারদের উপদেশে দক্ষ প্রজাপতি।
মহেশের বিবাহ দিলেন কন্যা সতী ॥
নানা ধন যৌতুক পূরিয়া অভিলাষ।
বর-কন্যা দক্ষ-মুনি পাঠাইল কৈলাস ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

ভৃগুমুনির যজ্ঞ।

এমন সময়ে ভৃগু বিরিঞ্চি-নন্দন।
বৃহস্পতি আনি যজ্ঞ কৈল আরম্ভণ ॥
দেবগণে নিমন্ত্রণ দিল ভৃগুমুনি।
ঘরে ঘরে বার্ত্তা দেন নারদ আপুনি ॥
আইল দেব চক্রপাণি চাপিয়া গরুড়।
বৃষভে চাপিয়া আইলা দেব চন্দ্রচূড় ॥
মহিষে চাপিয়া আইলা চতুর্দ্দশ যম
হরিণে চাপিয়া ঊনপঞ্চাশ পবন ॥
রাশিচক্রে চাপিয়া আইলা গ্রহগণ।
রথে দশদিক্‌পাল করিল গমন ॥
চারি বেদের পণ্ডিত অঙ্গিরা যার হোতা।
সভাসদ হৈলা যাতে আপনি বিধাতা ॥
মরীচি কশ্যপ আদি যত দেবঋষি।
যজ্ঞ দরশনে আইলা সভে অভিলাষী ॥
কেহ রথে কেহ গজে কেহ তুরঙ্গমে।
দেবঋষি আদি আইলা ভৃগুমুনি ধামে ॥
লক্ষ্মী সরস্বতী আদি যত দেবগণ।
বিমানে চাপিয়া আইলা ভৃগুর সদন ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিল মুনি বসিতে আসন।
মধুপর্ক আদি দিল নানা আয়োজন ॥
সিদ্ধান্ত করয়ে কেহো করে পূর্ব্বপক্ষ।
এমন সময়ে তথা আইলা মুনি দক্ষ ॥
দক্ষকে দেখিয়া সবে করিল উত্থান।
বিধি বিষ্ণু শিব বিনা করিল প্রণাম ॥
অনীত দেখিয়া শিবে দক্ষ কোপে রোষে।
সভাজনে নিবেদয়ে গদ গদ ভাষে ॥

চণ্ডিকার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

দক্ষের শিবনিন্দা।

দেখহ সভার লোক, এ বড় দারুণ শো
এই শিব আমার জামাতা।
আমি আইনু মখ-স্থান, না করিল মোরে মা
নাঞি নত মোরে কৈল মাথা ॥
নারদে বলিব কি, তার বোলে দিলাঙ ঝি
হেন ভাঙ্গড়মতি পাপে।
ত্রিভুবনে এক ধন্যা, অনলে ফেলিলুঁ কন্যা
তনু শোকাইল পরিতাপে ॥ *
শিবের,—
নাহি জানি আদি মূল, কিবা জাতি কিবা কুল,
না জানি যে কেবা মাতা পিতা।
ভূষণ হাড়ের মালা, শ্মশানে বিনোদ খেলা,
হেন ছার আমার জামাতা ॥
অঙ্গরাগ চিতা-ধূলি, কাঁধেতে ভাঙ্গের ঝুলি,
বিষধর উত্তরী বসন।
শ্মশানে যাহার স্থান, তারে কেবা করে মান,
দেব বুদ্ধি করে কোন্ জন ॥
দক্ষ দানা প্রেত ভূত, বসতি যাহার যূথ,
সহযোগে শয়ন ভোজন।
হেন অমঙ্গল ধাম, শিব থুইল কেবা নাম,
দেব মধ্যে কে করে গণন ॥
চাহিতে চাহিতে ভাল, দুকুল করিলাম কাল,
বাম হৈল আমারে বিধাতা।
আমি ছার মন্দ-ধী, অনলে ফেলিলুঁ ঝি,
সভামাঝে লাজে হেঠ মাথা ॥
সতী কন্যা গুণনিধি, তারে বিড়ম্বিল বিধি,
স্বামী দরিদ্র দিগম্বর।
মনে নাহি পরিতোষ, লোকে গায় ধর্ম্মদোষ,
অপযশ গেল দিগন্তর ॥

(* পরিবর্জ্জিত পাঠ।
হেন ভাঙ্গড় আমার জামতা।
নাঞি লোক অনুরাগ, ঘুচুক যজ্ঞের ভাগ,
নাঞি নম্র করে হেঠ মাথা ॥)

শ্বশুর যেমন তাত, তারে মা জুড়িল হাথ,
সভামাঝে কৈল অপমান।
নহ লোকে অনুরাগ, ঘুচুক যজ্ঞের ভাগ,
বেদপথে নহে অবধান॥
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

দক্ষের প্রতি নন্দীর শাপ।

এমন শুনিয়া নন্দী দক্ষের বচন।
কোপে কম্পমান তনু লোহিত লোচন॥
দক্ষে শাপ দিতে নন্দী জল লৈল হাতে।
না হইবে দক্ষ তোর গতি মুক্তিপথে॥
মহাদেবে দক্ষ যেন বল কুবচন।
অচিরাতে হবে তোর ছাগল-বদন॥
পরস্পরে দুই জনে হৈব প্রতিকূল।
জামাতা শ্বশুরে যেন ভুজঙ্গ নকুল॥
জামাতা শ্বশুরে দ্বন্দ্ব হৈব বহুকাল।
দক্ষের হৃদয়ে তাপ বাড়িল বিশাল॥
শঙ্কর বিমনা হয়্যা চলিলা কৈলাসে।
দক্ষ প্রজাপতি গেলা আপনার বাসে॥
কত কালে কৈল ব্রহ্মা দক্ষের সম্মান।
সকল পুত্রের মধ্যে করিল প্রধান॥
ব্রাহ্মণের রাজা করি ধরাইল ছাতা।
প্রসাদ করিল তারে কনক পইতা॥
ব্রাহ্মণ পালিতে তারে বুদ্ধি দিল বিধি।
এই হেতু কুল-সৃষ্টি হইল পালধি॥
ব্রহ্মার প্রসাদে দক্ষের হৈল বড় দম্ভ।
বৃহস্পতি আনি যজ্ঞ করিল আরম্ভ॥
নিমন্ত্রণ দিল দক্ষ সুর-নাগ-নরে।
কহিল নারদ মুনি প্রতি ঘরে ঘরে॥
বিধি বিষ্ণু শিব বিনা আইলা দেবগণ।
দেব নাগ নর আইলা দক্ষের সদন॥
আকাশে শুনিয়া বিমানের কোলাহল।
দক্ষের দুহিতা চণ্ডী হইলা চঞ্চল॥
লোক মুখে শুনিয়া দক্ষের কতূহল।
নিবেদয়ে শঙ্করে জুড়িয়া দুই কর॥
দক্ষ প্রজাপতি নাথ তোমার শ্বশুর।
তাঁর যজ্ঞে তিন লোকে চলিল প্রচুর॥
তুমি আজ্ঞা দিলে নাথ যাই পিতৃ-বাসে।
বাপের উৎসব দেখি বড় অভিলাষে॥
শুনিয়া ঈষৎ হাসি বলেন শঙ্কর।
হেন বাক্য অনুচিত কি দিব উত্তর॥
বিনা নিমন্ত্রণে গেলে হবে মাথা কাটা।
আমার প্রসঙ্গে সতি পাবে বড় খোঁটা॥
ভবানী বলেন যাব বাপের সদন।
ইথে দোষ কিবা মোর লোকের গঞ্জন॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবি-কঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

শিবের নিকট গৌরীর প্রার্থনা।

গৌরী রাগ।

অনুমতি দেহ হর, যাইতে বাপের ঘর,
যজ্ঞমহোৎসব দেখিবারে।
ত্রিভুবনে যত বৈসে, চলিল বাপের বাসে,
তনয়া কেমনে প্রাণ ধরে॥
চরণে ধরিয়া সাধি, কৃপা কর কৃপানিধি,
যাব পঞ্চ দিবসের তরে।
চিরদিন আছে আশ, যাইতে বাপের বাস,
নিবেদন করি যোড় করে॥
একতিল কোথা যাই, জুড়াইতে নাহি ঠাঁই,
বিধাতা করিল জন্মদুখী।
পর্ব্বত কাননে বসি, নাহি পাশ পড়সী,
সীমন্তে সিন্দূর দিতে সখী॥
সুমঙ্গল সূত্র করে, আইলাম তোমার ঘরে,
পূর্ণ হৈল বৎসর পাঁচ সাত।
দূর কর বিবাদ, পূরহ আমার সাধ,
মায়ের রন্ধনে খাব ভাত॥
পিতা মেরে পুণ্যবান্, করিবেন অনেক দান,
কন্যাগণে দিবে ব্যবহার।
বসন ভূষণ আদি, পাব বস্তু নানাবিধি,*
ভেদ-বুদ্ধি নাহিক বাপার॥

---

* পরিবর্ত্তিত পাঠ —
আমি আগে পাব মান, করিব অনেক দান,

সতীর বচন শুনি, কহিছেন শূলপানি,
শুন প্রিয়ে আমার বচন।
বাপ-ঘরে যদি চল, তবে নাহি হবে ভাল,
অবশ্য হইবে বিড়ম্বন ॥
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয়মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র-হৃদয়নন্দন।
তাঁহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

গৌরীর দক্ষালয়ে গমন।

চলিবারে অনুমতি, নাহি দিল পশুপতি,
দাক্ষায়ণী হৈলা কোপবতী।
সভারে হইয়া বামা, চলিলা ভ্রূকুটী-ভীমা,
একাকিনী বাপের বসতি ॥
হইয়া উন্মত্ত-বেশা, যান চণ্ডী মুক্ত-কেশা,
না শুনিয়া শিবের বচন।
শিবের ইঙ্গিত প্যায়া, পাছে নন্দী যায় ধায়্যা,
বৃষভের করিয়া সাজন ॥
সারিকা কুন্তল পেড়া, পাছে ল'য়ে যায় চেড়ী,
কেহ লয় বিয়নী দর্পণ।
পুরিয়া সুগন্ধি বারি, কেহ লয় জল-ঝারি,
শ্বেতচ্ছত্র লয় কোন জন ॥
ধাইল অনেক সেনা, সঙ্গে প্রেত ভূত দানা,
নেকা জোকা দুই সেনাপতি।
আগে পাছে দানা ধায়, রাঙ্গা ধূলি মাখে গায়,
দেখি হরষিত হৈল সতী ॥
বৃষভ যোগান নন্দী, চাপিয়া চলিলা চণ্ডী,
শিরে ছত্র নন্দীরে ধরান।
না জানি চলেন কত, তিন দিবসের পথ,
প্রহরেকে করিল পয়াণ ॥
পাইল বাপের গ্রাম, শুনিয়া সতীর নাম,
(* প্রসূতি ধাইল বেগবতী।
কোলেতে করিয়া সতী, প্রসূতি পুলকবতী,
কৈল চণ্ডী মায়েরে প্রণতি ॥
আনিয়া আপন ঘরে, প্রসূতি দিলেন তারে,
পাদ্য-অর্ঘ্য-আচমন-জল।
যতেক ভগিনীগণ, সভে আনন্দিত-মন,
ঘরের কুশল জিজ্ঞাসিল ॥)
জননী ভগিনীসঙ্গে, ক্ষণেক থাকিয়া রঙ্গে,
যান দেবী যজ্ঞের সদন।
মজাইয়া নিজ চিত, রচিল নৌতুন গীত,
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

দক্ষের প্রতি গৌরীর নিবেদন।

দক্ষের চরণে চণ্ডী করিলা প্রণতি।
হেটমুণ্ডে আশীষ করিল প্রজাপতি ॥
আয়োতে বাড়ুক কাল ঘুচুক দুর্গতি।
চিরজীবী হউক স্বামী সুস্থির সুমতি ॥
না দেখিয়া যজ্ঞে মাতা শিবের পূজন।
কোপে কম্পমান তনু বাপে জিজ্ঞাসন ॥
শুন বাপা তোমারে করিয়ে অভিমান।
এবে কেন সতী ঝিয়ে টুটিল সম্মান ॥
ধর্ম্ম আদি তোমার হতেক বন্ধু জন।
সবাকে আসিতে যজ্ঞে দিলে নিমন্ত্রণ ॥
শিবে নিমন্ত্রণ নাহি দিলে কি কারণে।
সম্পদে মাতিয়া বাপ না দেখ নয়নে ॥
ব্রহ্মা যাঁর বাঞ্ছিত করেন পদধূলি।
ইন্দ্র আদি দেব যাঁরে করে পুটাঞ্জলি ॥
অন্য জামাতারে দিলে বস্ত্র অলঙ্কার।
শিব-পক্ষে ভাল নহে তব ব্যবহার ॥
দারুণ কর্ম্মের ফলে আমি তোর ঝি।
না করিলে ভাল কর্ম্ম নিবেদিব কি ॥
এমত শুনিয়া দক্ষ সতীর বচন।
নিন্দিয়া বলেন বাণী শুনে সর্ব্বজন ॥

---

* বন্ধনী মধ্যস্থিত অংশের পরিবর্জ্জিত পাঠ—
ভগীগণ হরিষ অন্তরে।
করিয়া আদর সঙ্গে, লইয়া যায়েন তবে,
অনুব্রজি বাপের মন্দিরে ॥
সতী দেবী আইল ঘরে, প্রসূতি দিলেন তারে,
পাদ্য-অর্ঘ্য বসিতে আসন।
যতেক ভগিনীগণ, সভে হরষিত-মন,
ঘরের কুশল জিজ্ঞাসন ॥

অভয়া-চরণে প্রণাম লক্ষ লক্ষ।
অনুক্ষণ রত মন কায়-মনো-বাক্য ॥

দক্ষের শিবনিন্দা।

ঝিয়েন,—
কহিতে উচিত কথা, মনে পাছে পাও ব্যথা,
যেবা ছিল কপালে লিখন।
আমার কর্ম্মের গতি, স্বামী হইল বাম-পথি,
তারে যজ্ঞে আনি কি কারণ॥
আরোহণ বৃষ-বরে, শিঙ্গা ডম্বুর করে,
ভক্ষণ ধুতুরার ফল।
ভাঙ্গে বড় অভিলাষ, ভুজঙ্গ উত্তরী বাস,
ফণী হার ফণীর কুণ্ডল ॥
পরিধান বাঘ-ছাল, গলাতে হাড়ের মাল,
বিভূতি-ভূষণ দেই অঙ্গে।
শ্মশানে যাহার স্থান, তারে কে বা করে মান,
প্রেত ভূত চলে যার সঙ্গে ॥
আরাধিয়া পশুপতি, পাইলে পশুর গতি,
অহি সঙ্গে একত্র শয়ন।
হর-শিরে শশিকলা, অহি সঙ্গে যার মেলা,
বঞ্চিত ভুবনে দুই জন ॥
আমি ত ব্রহ্মার সুত, ত্রিভুবনে সুবিদিত,
মোর প্রতি তার ব্যবহার।
ভৃগুর যজ্ঞের স্থানে, দেবগণ বিদ্যমানে,
আমারে না করে নমস্কার॥
শুন ঝিয়ে সত্যবাণী, ইথে যদি শিবে আনি,
অবশ্য হইবে যজ্ঞনাশ।
দেখিয়া শিবের গুণ, আর যত দেবগণ,
এক স্থানে না করেন বাস ॥
এতেক পিতার কথা, শুনিয়া ভুবনমাতা,
ক্রোধে-মুখে দিলেন উত্তর।
রচিয়া ত্রপদী ছন্দ, পাঁচালী করিল বন্ধ,
গাইল মুকুন্দ কবিবর ॥

শিবনিন্দাশ্রবণে সতীর দেহত্যাগ।

(মল্লার)

শিব-নিন্দা শ্রবণে করিব প্রতিকার।
তোমার অঙ্গজ-তনু না রাখিব আর ॥
সমুদ্র-মথনে ঘোর উঠিল গরল।
তিন লোক দহে যেন প্রলয়-অনল ॥
হেন বিষ খায়া শিব রাখিল জগত।
সম্পদে মাতিয়া মূঢ় না জান মহত্ত্ব ॥
পিনাক ধনুক যার অনন্ত শিঞ্জিনী।
আপনি হইলা শর যাতে চক্রপাণি ॥
লোক-রিপু ত্রিপুর দাহন কৈল হর।
হেন জনে কি কারণে বল কটূস্বর ॥
চরণের নিছনী ফুল চরণের রজ।
দুর্লভ মানিয়া যার আশা করে অজ ॥
সহস্র কমলে হরে পুজা করে হরি।
একটি কমল তার শিব কৈল চুরি ॥
মন্ত্র আছে পুষ্প নাহি ভাবে গদাধর।
ডানি চক্ষু দিল নিয়া শিবের উপর ॥
কপালে ধরিয়া চক্ষু হৈল ত্রিলোচন।
কমল-নয়ন হৈলা দেব নারায়ণ ॥
দেব নাগ নরে শিবে করয়ে পুজন।
তোমা বিনা দ্বেষভাব করে কোন জন ॥
গুরুজন নিন্দা শুনি আচ্ছাদি শ্রবণ।
যে বা নিন্দা করে তার করিব শাসন ॥
সেই স্থান ছাড়ি কিবা যাই অন্য স্থান।
পাপ প্রতিকার হেতু তেজিব পরাণ ॥
হৃদয়-সরোজে বান্ধি শিবের চরণ।
দৃঢ় করি ভগবতী পরিল বসন ॥
যোগেতে ছাড়িলা তনু জগতের মাতা।
মুকুন্দ রচিল গীত গৌরীগুণ-গাথা ॥

দক্ষযজ্ঞ-নাশে শিবদূতের গমন।

সতী দক্ষরোষে যদি ত্যজিল জীবন।
যজ্ঞ নাশ করিতে ধাইল দানাগণ ॥
আগে নন্দী ধাইল দুই দিগে লেকা জোকা।
শত শত দানা ধায় নাহি লেখা জোখা ॥

দেব নাগ নরে সব করে হাহাকার।
সভে বলে দক্ষযজ্ঞে হৈল মহামার॥
যতেক অমরগণ করে কোলাহল।
যোগবলে সতী-অঙ্গে উঠিল অনল॥
বিপক্ষ নাশিতে ভৃগু দিলেন আহুতি।
যজ্ঞ হইতে উঠিল অনেক সেনাপতি॥
রথ তুরঙ্গমপতি উঠিল কুঞ্জর।
খর শরে দানাগণে করিল জর্জ্জর॥
ভঙ্গ দিয়া দানাগণ পলায় সমরে।
বৃষভ লইয়া নন্দী চলিল সত্বরে॥
শিবের কিঙ্করগণ পাইল হতাশ।
ধাওয়াধাই যাইয়া সভে পাইল কৈলাস॥
অশ্রুমুখে বার্ত্তা নন্দী দিল মহেশ্বরে।
কান্দিয়া পড়িলা শিব মহীর উপরে॥
সতি সতি করিয়া আকুল শূলপাণি।
ত্রিজগত-নাথ হৈয়া লোটায় ধরণী॥
ছিণ্ডিয়া ফেলিল কোপে মহীতলে জটা।
বীরভদ্র হৈল তথি সঙ্গে বীরঘটা॥
তিন সূর্য্য সম তার তিনটা লোচন।
মাথায় মুকুট তার ঠেকিছে গগন॥
শূল হাতে রহে বীর শিবের সম্মুখে।
নয়নে নিকলে অগ্নি ঝলকে ঝলকে॥
প্রণাম করিয়া শিবে করে নিবেদন।
কি কাজ করিব নাথ করহ শাসন॥
স্বর্গ উলটিব কিংবা পাতাল ছেদিব।
সমুদ্র শোষিব কিংবা পৃথিবী তুলিব॥
আজ্ঞা দিল শিব তারে যজ্ঞ বিনাশিতে।
বিশেষ কহিল পুন দক্ষকে মারিতে॥
আজ্ঞা পায়্যা বীরভদ্র চলে শীঘ্রগতি।
নন্দী আদি করিয়া যতেক সেনাপতি॥
সঙ্গে যোল কোটি লড়ে প্রেত ভূত দানা।
দামামা দগড় বাজে বিয়াল্লিশ বাজনা॥
(বীরভদ্রের তেজ যেন সূর্য্যের প্রকাশ।
অন্ধকার করি দানা চলিল আকাশ॥
পদভরে টলমল করয়ে ধরণী।
ধূলায়ে আচ্ছাদিত হইলা দিনমণি॥)
দক্ষ-যজ্ঞ-শালে বীর দিল দরশন।
যজ্ঞশালা ভাঙ্গয়ে যতেক দানাগণ॥
প্রাণভয়ে দ্বিজগণ দেখায় পইতা।
পরাণে না মারে দানা মারে নাথা নোথা॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত্ত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

দক্ষযজ্ঞ-ভঙ্গ।

মালঝাঁপ

পসারিল বীরভদ্র যজ্ঞ নাশিবারে।
দক্ষের নিজপুর, ভাঙ্গিয়া করে চুর,
কেহ নাঞি বারি হ'তে পারে॥
ব্রাহ্মণে ধরিয়া, নিল পুথি কাড়িয়া,
ডোর দিয়া দুই ভুজ বান্ধে।
ব্রাহ্মণে না মার, ব্রাহ্মণে না মার,
পইতা দেখায়ে কান্ধে॥
বেগে হোতা ধায়ে, দানা ধরি তায়ে,
পাড়িয়া উপাড়ে দাড়ি।
ভাঙ্গিল দশন, ছিণ্ডিল বসন,
মারিয়া স্রুবের বাড়ি॥
দক্ষের আগুদল, ধাইল গজবল,
লোহার মুদ্গার শুণ্ডে।
বিন্ধিয়া বীরবর, করিল জর্জ্জর,
মুটকি মারিল মুণ্ডে॥
করিবর-শুণ্ডে, ধরিয়া মুণ্ডে,
মুকটী মারি দিল টান।
ছিণ্ডিল শুণ্ড, ভাঙ্গিল মুণ্ড,
কাঁকুড়ি যেন খান খান॥
হইয়া বিচেতা, ধাইল প্রচেতা,
বীরবর ধরিয়া বান্ধে।
ব্রাহ্মণের জীউ রাখ, ব্রাহ্মণের জীউ রাখ,
বলিয়া প্রচেতা কান্দে॥
দক্ষের সেনাবর, ছাড়য়ে খর শর,
যেন মেঘে পানী পনালা।
ঠেকি বীরের গায়, শর পাছু যায়,
যেন হয়ে পুষ্পের মালা॥
ধরিয়া বারণে, তুরঙ্গ চরণে,
মাথা তুলি দিল নাড়া।

অঙ্গ ছিঁড়িল, তুরঙ্গ পাড়িল,
হাথেতে রহিল ফড়া ॥
উভ করি পাণি, নীচে বীরমণি,
করিবর গাঁথিয়া শূলে।
রুধিরের পানা, পান করে দানা,
নাচে কত কুতুহলে ॥
ভৃগুর লোচন, করিল বিলোচন,
প্রহারে ভাঙ্গিল দন্ত।
সূর্য্যের ঘোড়া, ছিড়িলে দড়া,
দিগের না পায় অন্ত ॥
সঙ্গে দানাঘটা, ধাইল নেঙ্গটা,
মুতয়ে যজ্ঞের কুণ্ডে।
কপাট ভাঙ্গিয়া, ভাণ্ডার লুঠিয়া,
ঘৃত মধু ঢালে কুণ্ডে ॥
বীরবর লম্ফে, বসুধা কম্পে,
অষ্টকুলাচল ফিরে।
ফণিগণ ছাড়িল, মুনিগণ পড়িল,
ফণিপতি মাথা ঘুরে ॥
দক্ষের কাটি শির, অনলে মহাবীর,
ফেলিল যজ্ঞের কুণ্ডে।
মুকুন্দ নিবেদন, শুন হে সভাজন,
মহেশ নিন্দার দণ্ডে ॥

দক্ষের ছাগমুণ্ড।

দক্ষযজ্ঞ নাশি বীর মনে অভিলাষ।
দণ্ডমাত্র বীরভদ্র আইলা কৈলাস ॥
সঙ্গে ষোলকোটি লড়ে প্রেত ভূত দানা।
দামামা দগড় কাড়া ব্যাল্লিশ বাজনা ॥
প্রণাম করিয়া শিবে কৈল নিবেদন।
প্রসাদ করিয়া তারে দিলা নানা ধন ॥
এমন দক্ষের মখ শুনি বিনাশন।
তপস্যায় মন দিলা দেব পঞ্চানন ॥
ছাগলের মুণ্ড দক্ষে করিল জোড়ন।
কৃষ্ণের কৃপায় দক্ষ পাইল জীবন ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

সতীস্কন্ধে শিবের ভ্রমণ।

বৈরাগে চলিলা ত্রিলোচন।
ব্রহ্মা আদি পুরন্দরে, রহাবারে যত্ন করে,
নাহি শুনে কাহার বচন ॥
সতীকে লইয়া শূলে, তুলিয়া স্কন্ধের মূলে,
ত্রিভুবন করেন ভ্রমণে।
কাটিতে সতীর শব, জগতের নাথ দেব,
অনুমতি দিল সুদর্শনে ॥
চক্রে কীটরূপ ধরি, শরীরে প্রবেশ করি,
গ্রন্থে গ্রন্থে কাটিতে লাগিল।
বাম চরণ নিলা, পড়িল যে ঘাট শিলা,
তার নাম রুক্মিণী হইল ॥
দক্ষিণ চরণবরে, পড়িল যে যাজপুরে,
তার নাম হইল বিরজা।
দেবতা সকল মেলি, সিদ্ধপীঠ তারে বলি,
সুরপতি তার করে পূজা ॥
চক্রে সব্য হাথ কাটে, পড়ে রাজবোলহাটে,
বিশাল লোচনী মাহেশ্বরী।
সতী দক্ষিণ হাথ, বালিডাঙ্গায় হৈল পাত,
রাজেশ্বরী বলি নাম ধরি ॥
তবে সদাশিব রায়, মহাপরিশ্রম পায়,
ক্ষীরগ্রামে করিলা বিশ্রাম।
তাহে পৃষ্ঠদেশ পড়ে, দেবের আনন্দ বাড়ে,
যোগাদ্যা হইল তার নাম ॥
তবে প্রভু ধূর্জ্জটে, গেলেন নগরকোটে,
দিবসেক রহিলা পিনাকী।
মস্তক কাটে চক্রকীট, সেই মহাসিদ্ধপীঠ,
তার নাম হৈল জ্বালামুখী ॥
তবে ত দেবের রাজ, উত্তরিলা হিংলাজ,
নাভিস্থল পড়িল তথায়।
দেবকরে শুস্তমান, সেই মহাসিদ্ধ স্থান,
জপিলে পাতক নাশ পায় ॥
ঈশানে ঈশান যায়, উত্তরিলা কামিখ্যায়,
তথা হৈল দেবী-প্রিয়স্থান।
মধ্য অঙ্গ কাটে কীট, সেই মহাসিদ্ধপীঠ,
কাণ্ডরূপ-কামাখ্যা তার নাম ॥

তবে ত কৈলাসবাসী, উত্তরিলা বারাণসী,
বক্ষঃস্থল পড়িল তাহাতে।
বিশালাক্ষী রূপ হৈল, সর্ব্বদেবে পূজা কৈল,
উঠে শিব শূল করি হাথে॥
প্রভু শূল শূন্য দেখি, স্নেহেতে সজল-আঁখি,
অস্থিখণ্ড পাইল শূল-আগে।
কারুণ্য-পদান্ত (?) বলি, সেই অস্থি কণ্ঠে ধরি,
ধ্যান করি বসিলেন যোগে॥
সিদ্ধপীঠ যত স্থান, শঙ্কর সাধয়ে জ্ঞান,
কার্য্যসিদ্ধ হয় জপগুণে।
শুন রে সাধক ভায়্যা, এই স্থানে জপ গিয়া,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে॥

বীরভদ্রের কৈলাস গমন।

*(এমতে দক্ষের যজ্ঞ করিয়া বিনাশ।
শিব সোঙরিয়া বীর চলিলা কৈলাস॥
পলায় সকল দেব বীরের তরাসে।
কেশ নাহি বান্ধে কেহ ছাড়য়ে নিশ্বাসে?
পলায় ত্রিদশ-পতি গজেন্দ্র গমনে।
কাতর হইয়া বলে বীরের চরণে॥
নাকে মুখে রক্ত পড়ে সূর্য্য ধায় রথে।
পলাইতে ঠেকি গেল বীরভদ্র-হাথে॥
দন্ত ভাঙ্গি গেল বীর তোমার প্রহারে।
শিবের কিঙ্কর আমি না মারিহ মোরে॥
ধর্ম্মরাজ পলাইতে মহিষ-উপরে।
ঠেকিয়া বীরের হাতে পড়িল ফাঁপরে॥
পরাণে কাতর যম পড়িল ভূমিতে।
শিবের কিঙ্কর বলি কুটা নিল দাঁতে॥
কাতর হইয়া দেব পাইল জীবন।
শিব সোঙরিয়া সবে করিল গমন॥
বীরভদ্র আসি শিবে করিল বন্দন।
প্রসাদ করিল তারে দিয়া নানা ধন॥
বীরভদ্র-মুখে শুনি যজ্ঞ-বিনাশন।
তপস্যাতে মন দিল দেব পঞ্চানন॥

সতীর বিচ্ছেদে হর ছাড়িয়া কৈলাস,
হেমগিরিপর্ব্বতে বৈসে হইয়া উদাস॥
তথা উপস্থিত হৈল কমল-আসন।
করযোড়ে ব্রহ্মা কহে বিনয়-বচন॥

ব্রহ্মা কর্ত্তৃক শিবের স্তব।

তুমি দেব নিরঞ্জন, তুমি অহঙ্কার মন,
তুমি দেব পুরুষ প্রধান।
সব তব অধিকার, পরম কৈবল্যাধার,
তুমি ব্রহ্ম তুমি দিব্যজ্ঞান॥
স্থাবর জঙ্গমময়, তোমা ভিন্ন কিছু নয়,
ভাবিয়া বুঝিলুঁ তুমি এক।
এক বই নহে অন্য ঘটে ঘটে দেখে ভিন্ন,
দুষ্টমতি দেখয়ে অনেক॥
তুমি ধর্ম্ম নিরাকার তুমি সংসারের সার,
শুন গঙ্গাধর শূলপাণে।
ত্যজহ সকল রোষ, আমি কৈলুঁ সব দোষ,
অকালে প্রলয় কর কেনে॥
অনাদি অনন্ত শিব, তুমি বুদ্ধিময় জীব,
আপনারে সৃজিলে আপনি।
গগন পবন জল, তেজ বসুমতী স্থল,
চারি বেদে তোমারে বাখানি॥
সৃজিয়া অমর নর করিলা আপন পর,
মহান্ধকারে দিলা মেলা।
ভাঙ্গিয়া গড়িয়া দেখ, গড়িয়া ভাঙ্গিয়া রাখ,
বালকে যেমন করে খেলা॥
তোমার মহত্ত্ব যত, যদ্যপি বৎসর শত,
তবু কেহ বলিতে না পারে।
অতি মূঢ় হতজ্ঞানে, দক্ষ তোমা কিবা জানে,
না জানিয়া মৈল অহঙ্কারে॥
করপুটে মাগি বর, জীয়াও অমর নর,
বারেক দক্ষেরে কর দয়া।
শঙ্কর, সম্বর রাগ, ভুঞ্জহ যজ্ঞের ভাগ,
উপজিবে দেবী মহামায়া॥
শুনিয়া ব্রহ্মার বাণী বলে দেব শূলপাণি,
তোমার বচনে হৈলুঁ সুখী।

---

* () বন্ধনী মধ্যস্থিত এই অংশটুকু কোন কোন মুদ্রিত পুস্তকে দেখা যায়।

জীবেক অমর নর, সেই দক্ষ প্রজেশ্বর,
উপজীবে দেবী চন্দ্রমুখী ॥
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয়-মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

দক্ষের জীবন-লাভ এবং হেমন্তগৃহে গৌরীর জন্ম।

ব্রহ্মার স্তবনে শিব পেয়ে মহাসুখ।
কহিতে লাগিলা শিব যত মনোদুখ।
তুমি কি না জান ব্রহ্মা দক্ষের চরিত।
যত অহঙ্কার তার তোমাতে বিদিত ॥
বারে বারে সহিলুঁ তোমার মুখ লাজে।
নাহি দেয় যজ্ঞ-ভাগ দেবতার মাঝে ॥
বাপ-ঘর বলিয়া আপনে গেলা সতী।
পাদ্য অর্ঘ্য নাহি দিল পাপিষ্ঠ দুর্ম্মতি ॥
যজ্ঞ-ভাগ নাহি দিল বসিতে আসন।
সেই অভিমানে সতী ছাড়িল জীবন।
বড় মনস্তাপ পাইলুঁ সতীর মরণে।
ক্ষমিব সকল দোষ তোমার কারণে ॥
এতেক বলিল যদি দেব পঞ্চানন।
চলিলা ব্রহ্মার সঙ্গে দক্ষের ভবন ॥
জীয়াবারে দক্ষেরে চলিলা দিগম্বর।
নন্দী আদি যোগায় বাহন বৃষবর ॥
চারি পায়ে বান্ধিল ঘাঘর উরুমাল।
পালান ভিড়িয়া বান্ধে কেঁদো বাঘ-ছাল ॥
বাঘছাল পৃষ্ঠে শিব বৃষবরে সাজে।
মেঘের পশ্চাতে যেন ঐরাবত গজে ॥
বৃষবর চাপিয়া চলিলা ত্রিপুরারি।
হিমালয়-শিখরেতে যেমন কেশরী ॥
বাসুকি সহস্র ফণা শিরে ছত্র ধরে।
অন্তরীক্ষে দেবগণ মঙ্গল উচ্চারে ॥
ডাহিনে চলিল নন্দী বামে মহাকাল।
আগে পাছে দানা ধায় প্রথমে বেতাল ॥
দক্ষের সদনে গিয়া দিল দরশন।
প্রসন্ন-বদন শিব মুক্তির কারণ ॥
পুরীখান দেখিল অঙ্গার-ভস্মময়।
অন্তরে হইলা হর পরম সদয় ॥
হাতে জাপ্যমালা প্রভু বসিলা ধিয়ানে।
জীবসঞ্চারিণী বিদ্যা মনে মনে গুণে ॥
যার যে হস্ত পদ লাগে সঙ্কে সঙ্ক।
গায়ে উপজিল মাংস পড়িল লোমাঙ্ক ॥
দক্ষে জীয়াইতে হর করে অনুবন্ধ।
মুণ্ড বিনা কেবল নড়িয়া ফিরে কন্ধ ॥
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে ক্ষণে ধায় রড়ে।
আশে পাশে ঠেকিয়া সে ঘু'রে ঘু'রে পড়ে ॥
দক্ষের দুর্গতি দেখি সর্ব্ব দেব হাসে।
করপুটে বলে ব্রহ্মা শঙ্করের পাশে ॥
তোমার শ্বশুর দক্ষ হয় গুরুজন।
দোষ ক্ষমা কর কেন কর বিড়ম্বন ॥
নাহিক শ্রবণ প্রভু নাহি হস্ত মুখ।
বিনা মুণ্ডে জীবন শরীরে কিবা সুখ ॥
ব্রহ্মার বচন শুনি বলে চন্দ্রচূড়।
দক্ষের কন্ধেতে জোড়' ছাগলের মুড় ॥
পূর্ব্বে শাপ দিল নন্দী দেবের সভায়।
দক্ষ শম্ভুমুখ হবে খণ্ডনে না যায় ॥
নন্দীর বচন কভু নহিবেক আন।
আর কিছু না বলিহ কর সমাধান ॥
ছাগলের মুণ্ড ছিল যজ্ঞের ঘরে।
লাগিল দক্ষের কন্ধে শঙ্করের বরে ॥
আইলা গর্গ পরাশর যত মুনিগণ।
গন্ধপুষ্প দিয়া কৈল শিবের অর্চ্চন ॥
আকাশে দুন্দুভি বাজে পুষ্প বরিষণ।
রত্নময় পুরী তার হইল তখন।
যতেক অদিতি দিতি আদি দেবীগণ ॥
সভারে দিলেন বর অক্ষয়-যৌবন ॥
বর দিলা দক্ষে শিব পাও যজ্ঞফল।
স্থাপিলা যজ্ঞের ভাগ দক্ষের সকল ॥
রুদ্র-ভাগ না দিয়া যে জন যজ্ঞ করে।
পিশাচ বেতাল আদি তার যজ্ঞ হরে ॥
দেব দৈত্য গন্ধর্ব্ব কিন্নর বিদ্যাধর।
স্তুতি করে শঙ্করে করিয়া জোড়কর ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু দুইজন হয়্যা একচিত।
বলিতে লাগিল সবে সংসারের হিত ॥

এই যজ্ঞে সতী যদি ছাড়িল শরীর।
তাঁহা বিনে সর্ব্বদেব হইল অস্থির॥
শুনিয়া হাসিলা প্রভু দেব-ত্রিলোচন।
আকাশে প্রকাশে যেন চন্দ্রের কিরণ॥
শুভক্ষণে উপজিল অন্তরীক্ষ-বাণী।
হেমন্তের ঘরে জন্ম লভিলা ভবানী॥
এমতে দক্ষের যজ্ঞ বিনাশ করিয়া।
পুণ্যযুত দেখি হিমালয়ে কৈল দয়া॥
হিমালয়ের যশে সভে হইল মলিন।
লোক-সুখহেতু তাঁর হৈল জন্মদিন॥
তুষার-শিখর ভাগ্য নিবেদিব কি।
ভুবনজননী হয়ে হৈলা যার ঝি॥
মৈনাক যাহার ভাই পরম সুন্দর।
কাটিতে নারিল যার পাখা পুরন্দর॥
পর্ব্বতরাজার ছিল যত কুলাচার।
ওদন-প্রাশন আদি করিল তাহার॥
করিল শ্রবণ-বেধ পঞ্চম বরষে।
মনোহর বেশ গৌরীর দিবসে দিবসে॥
নিবিষ্ট করিয়া মন চণ্ডীর চরণে।
অম্বিকা-মঙ্গল কবিকঙ্কণেতে ভণে॥

গৌরীর রূপ।

হিমালয়ে বাড়েন চণ্ডিকা।
আন বেশ দিনে দিনে, শোভা অলঙ্কার বিনে,
দেখি সুখী হইল মেনকা॥
উরুযুগ করিকর, নাভি সুগভীর সর,
দুই ভুজ-মৃণাল-সঙ্কাশ।
বিমল অঙ্গের আভা, নানা অলঙ্কার-শোভা,
অন্ধকার করয়ে বিনাশ॥
অধর বন্ধুক-বন্ধু, বদন শারদ ইন্দু,
কুরঙ্গ গঞ্জন বিলোচন।
প্রভাতে ভানুর ছটা, কপালে সিন্দূর-ফোটা,
তনু-রুচি ভুবনমোহন॥
নাসাতে দোলয়ে মোতি, হীরায় জড়িত তথি,
বদনকমলে ভাল সাজে।
তুলনা যে দিতে নারি, তাহে অতি মনোহারী,
তারা যেন সুধাকর মাঝে॥
গৌরীর বদন-শোভা, লখিতে না পারি কিব
দিনে চন্দ্র নাহি দেয় দেখা।
মলিন চান্দ সেই শোকে, না বিচারি সর্ব্বলোকে
মিথ্যা বলে কলঙ্কের রেখা॥
গৌরীর দশনরুচি, দেখিয়া দাড়িম্ববীচি
মলিন হইল লজ্জাভারে।
অনুমান করি মনে, ওই শোকের কারণে
পক্ককালে দাড়িম্ব বিদরে॥
শ্রবণ-উপর-দেশে, হেম-মুকুলিতা তাসে
কিঞ্চিত কুঞ্চিত কেশ-পাশে।
আবাড়িয়া মেঘ-মাঝে, যেমন বিজুলী সাজে,
পরিহরি চপলতা দোষে॥
স্থূলতা উদরে ছিল, বলে তা লুঠিয়া নিল,
উরঃস্থল প্রধান দুজনে।
চরণ চঞ্চল-ভাব, লোচন করিল লাভ,
নব নৃপ আসিতে যৌবনে॥
দেখিয়া গৌরীর রূপ, চিন্তিত পর্ব্বত-ভূপ,
কারে দিব এই কন্যা দান।
উমা-পদে হিত-চিত, রচিল নৌতুন গীত,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

নারদাগমন।

হিমালয় অনুদিন চিন্তিত-অন্তর।
কুল-শীল-রূপবান্, নিরুপম স্ব-সমান,
কোথা পাব কন্যা-যোগ্য বর॥
অকুলীনে দিলে সুতা, সভা-মাঝে হেট মাথা,
বংশে বংশে থাকিবে গঞ্জন।
মনে নাহি পরিতোষ, লোকে ঘোষে অপযশ
বড় ভাগ্যে পাই কুলজন॥
বিদ্যা-নিবেশিত-মন, যদি পাই কুলজন,
সদাচারী বিনয়-ভূষিত।
সকল জনের মাঝে, সেই অতিশয় সাজে,
করিদন্ত সুবর্ণে জড়িত॥
মিলি যত বন্ধু-জন, দশ দিগে দেহ মন,
কোথা পাব অমলিন কুল।
ত্রিভুবন এক ধন্যা, কারে সমর্পিব কন্যা,
কবে আমি হব নিরাকুল॥

বন্ধুজন মেলি করি, বিচার করেন গিরি,
সভার ভিতরে দিনে দিনে।
ভ্রমেন এমনকালে, শ্রীনারদ কুতূহলে,
তথা আসি দিল দরশনে ॥
পাদ্য-অর্ঘ্য আচমন, দিল হেম-সিংহাসন,
নিবেদয়ে করিয়া অঞ্জলি।
রচিয়া ত্রিপদীছন্দ, পাঁচালী করিল বন্ধ,
ব্রাহ্মণ রাজার কুতূহলী ॥

হিমালয় প্রতি নারদোপদেশ।

কৃতাঞ্জলি দ্বিজবরে জিজ্ঞাসেন গিরি।
কোন বরে বিভা দিব মোর কন্যা গৌরী ॥
হেমন্তের কথা শুনি বলেন নারদ।
গৌরী হৈতে বাড়িবেক অনেক সম্পদ ॥
অচিরাতে হবে গৌরী হরের ঘরণী।
অর্দ্ধ-অঙ্গ দিবে হর গৌরীকে আপনি ॥
এই উপদেশ বলি গেলা হরিদাস।
ত্যজিল হেমন্ত অন্যবর-অভিলাষ ॥
এমন সময়ে হর তপস্যা কারণে।
গঙ্গার নিকটে গেলা হিমালয়-বনে ॥
হর দেখি আনন্দিত হইল হিমালয়।
অঞ্জলি করিয়া নিবেদয়ে সবিনয় ॥
আমার আশ্রম আজি হৈল পুণ্যশালী।
সংযোগ হইল যাহে তব পদধূলি ॥
আমার কামনা নাথ করহ সফল।
মোর কন্যা নিত্য দিব কুশ-পুষ্প-জল ॥
হেমন্তের বচন শুনিয়া পশুপতি।
গৌরীকে করিতে পূজা দিল অনুমতি ॥
নানা উপহারে গৌরী পুজেন শঙ্করে।
হেন কালে দৈত্য-ভয় অমর-নগরে ॥
তারকের রণে ইন্দ্র হৈলা পরাজয়।
দেবগণ মিলি গেলা ব্রহ্মার-নিলয় ॥
তারকের রণ ইন্দ্র করিল গোচর।
ধ্যানেতে জানিয়া ব্রহ্মা দিলেন উত্তর ॥

ইন্দ্র প্রতি ব্রহ্মা-বাক্য।

(শুনিয়া ইন্দ্রের কথা, হৃদয়ে পরম ব্যথা,
বলে ব্রহ্মা ইন্দ্রের সম্মুখে।
আমার যুকতি ধর, উপায় বিশেষ কর,
পরিহরি হৃদয়ের দুঃখে ॥
শুন শুন পুরন্দর আমি তারে দিনু বর,
হৈল সেই ভুবনে দুর্জ্জয়।
গাছ আরোপিয়া মাঠে, সে আপনি নাহি কাটে,
যদি সেই বিষবৃক্ষ হয় ॥
সংগ্রামে তাহাকে জিনে, কেবা আছে ত্রিভুবনে,
সংসারে অধিক বল ধরে।
তার সিদ্ধ কলেবর, সুখ ভুঞ্জে নিরন্তর,
তার বলে ত্রিভুবন হারে ॥
বরুণ পবন যম, কেহ নহে তার সম,
বিষ্ণুচক্রে ক্ষয় নাহি যায়।
মহেশের পুত্র হবে, ষড়ানন নাম থুইবে,
তবে তার মরণ নিশ্চয় ॥
সেই দেব পশুপতি, তপস্বী পরম যতি,
আঁখি মিলি নাহি চাহে নারী।
শঙ্করের তেজ সয়, হেন নারী কে বা হয়,
বিনা দেবী হেমন্ত-কুমারী ॥
চল দেব ইন্দ্ররাজ, সাধহ আমার কাজ,
দেবী আছে শম্ভু সন্নিধানে।
করাইবে ধ্যান ভঙ্গ, হয়ে যেন এক অঙ্গ,
আরতি দেই কাম বাণে ॥
আর যেই কথা কই, তারে তুমি হবে জয়ী,
যুক্তি করি যাহ নিজ বাস।
অভয়া চরণে চিত, রচিয়া নৌতুন গীত,
পঞ্চালিকা করিলা প্রকাশ ॥)*

---

* বন্ধনীমধ্যস্থিত পদ্যগুলি আমাদের আদর্শ পুঁথিতে নাই।

হর কোপানলে মদন ভস্ম।

মহেশের পুত্র হবে নামে ষড়ানন।
পার্ব্বতীর গর্ভে তার হইবে জনন॥
তার রণে তারকের হইবে নিধন।
সভে মিলি শিবের বিবাহে দেহ মন॥
ব্রহ্মার বচনে ইন্দ্র হেট কৈল মাথা।
অভিপ্রায় বুঝি তারে বলেন বিধাতা॥
অযোধ্যা নগরে আছে ভূপতি মান্ধাতা।
সূর্য্যসম তেজ কল্পতরু সম দাতা॥
তাহার তনয় বীর নাম মুচুকুন্দ।
রণ পাইলে হয় যার হৃদয়ে আনন্দ॥
যত কাল না হয় কার্ত্তিক অবতার।
মুচুকুন্দে ডাকি আনি দেহ রাজ্যভার॥
ব্রহ্মার বচনে ইন্দ্র পরম আনন্দে।
আনিল মিনতি করি রাজা মুচুকুন্দে॥
মুচুকুন্দে তারকে রজনি দিবা রণ।
কামদেবে পাণ দিয়া ইন্দ্র আদেশন॥
দেবগণ মিলি যুক্তি কৈল সুরপতি।
কন্দর্পেরে পাণ দিয়া দিলেন আরতি॥
চল চল মদন চলহ হিমগিরি।
তপস্যা করেন যথা দেব ত্রিপুরারি॥
আছেন পার্ব্বতী তাঁর হয়ে অনুচরী।
তোমা হইতে শিব তাঁর হৈব কামচারী॥
ইন্দ্রের বচনে কাম হয়্যা ত্বরাযুত।
সঙ্গে নিল সহচর বসন্ত-মারুত॥
ফুলময় ধনু ফুলময় পঞ্চবাণ।
মধুকর কোকিল করয়ে কল গান॥
প্রণাম করিয়া ইন্দ্রে চলিলা মদন।
দণ্ডমাত্রে গেলা বীর যথা পঞ্চানন॥
যেখানে আছেন হর অজিন-আসনে।
ঝারি হাতে পার্ব্বতী আছেন সন্নিধানে॥
সম্মোহন বাণ বীর পূরিল সত্বরে।
ঈষৎ চঞ্চল হর হইল অন্তরে॥
ধেয়ান ভাঙ্গিয়া হর চারি দিকে চান।
সম্মুখে দেখিল চাপ-ধারী পঞ্চবাণ॥
কোপদৃষ্টে মহেশের বরিষে দহন।
দেখিতে দেখিতে ভস্ম হইলা মদন॥
তপো ভঙ্গ হৈলে শিব গেলা অন্তর্দ্ধান।
পর্ব্বতনন্দিনী গেলা পিতৃসন্নিধান॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

রতির খেদ।

করুণ রাগ।

কোলে ল'য়ে নিজপতি, কামকান্তা কান্দে রতি,
ধূলায়ে ধূসর কলেবর।
লোটায়্যা কুন্তলভার, ত্যজে নানা অলঙ্কার,
সঘনে ডাকয়ে প্রাণেশ্বর॥
পড়িয়া চরণতলে, রতি সকরুণে বোলে,
প্রাণনাথ কর অবধান।
তিলেকে দারুণ হয়্যা, পাশরিলে নিজ জায়া,
দূর কৈলে সোহাগ সম্মান॥
চাহিয়া উত্তর দেহ, রতিরে সংহতি লেহ,
পাসরিলে পূরব পিরিতি।
তুমি ত যাইবে যথা, আগে আমি যাই তথা,
এবে কেনে কৈলে বিপরীতি॥
ভুবনে সুন্দর-তনু, তোমার কুসুমধনু,
সম্মোহন আদি পঞ্চবাণ।
লোটাহ ধরণীতলে, মোর পাপকর্ম্ম-ফলে,
নিদারুণ না যায় পরাণ॥
মোর পরমায়ু লয়্যা, চিরকাল থাক জীয়্যা,
আমি মরি তোমার বদলে।
যে গতি পাইবে তুমি, সে গতি ইচ্ছিলুঁ আমি,
রহিব তোমার পদতলে॥
শঙ্করে মারিতে বাণ, লইলে ইন্দ্রের পাণ,
রতিরে করিলে অনাথিনী।
দিয়া নিদারুণ শোক গেলা প্রভু পরলোক,
মোর তরে পোহাল্য রজনী॥
এই হর কোপানল, তোমারে করিল বল,
নাহি নিল রতির জীবন।
তোমা বিনে প্রাণপতি, তিলেক না জীয়ে রতি,
এই বড় রহিল গঞ্জন॥
দেহ যোগ নহে সত্য, কেবল মরণ নিত্য,
সর্ব্ব লোক এই কথা জানে।

যৌবনে মরণ-কাল, হৃদয়ে রহিল শাল,
নাহিক মাসে প্রবোধ পরাণে॥
কুল শীল রূপ গুণ, জীবন যৌবন ধন,
বিধবার সকলি বিফল।
বসন্ত স্বামীর সখা, মোরে আসি দেহ দেখা
কুণ্ড কুঁড়ি জ্বালহ আনল॥
চিরুণী কুন্তলজালে, সিন্দূর-তিলক ভালে,
সঘনে নাড়য়ে আম্রডাল।
সঘনে হুলুই পড়ে, রতি চতুর্দ্দোলে চড়ে,
ইন্দ্রের হৃদয়ে বাজে শাল॥
অনুমৃতা হয় রতি, হেন কালে সরস্বতী,
আকাশে বলিল হিতবাণী॥
উমাপদে হিত-চিত, রচিল মুকুন্দ গীত,
পরিতুষ্টা যাহারে ভবানী॥

রতির প্রতি দৈববাণী।

হিত উপদেশ বলি শুন দেবী রতি।
আমার বচনে তুমি কর অবগতি॥
আনলে পোড়ায়্যা নষ্ট না করহ তনু।
অবিলম্বে পাবে তুমি স্বামী ফুলধনু॥
কথোদিন থাক গিয়া সম্বরের ঘরে।
তথাই তোমার স্বামী মিলিবে তোমারে॥
আপনার নাম তুমি না বলিহ রতি।
আজি হৈতে নাম তুমি ধরহ মায়াবতী॥
রন্ধনশালের তুমি হবে অধিকারী।
তনয়া বলিব তোরে সম্বরের নারী॥
বল-বৃত্তি তোমারে করিবে যেই জন।
সেইক্ষণে হবে তার অবশ্য মরণ॥
যদুকুলে শ্রীহরি করিব অবতার।
হরিব অসুর বধি অবনীর ভার॥
কংস আদি অসুরের করিব বিনাশ।
অবনীর ভার প্রভু করিবেন হ্রাস॥
রুক্মিণীরে বিভা প্রভু করিবে প্রথম।
তার গর্ভে কামদেব লভিবে জনম।
সম্বর পাইয়া নারদের উপদেশ।
কৃষ্ণের সূতিকা-গৃহে করিবে প্রবেশ॥
চুরি করে লয়্যা যাবে কৃষ্ণের নন্দনে।
সমুদ্রে ফেলিয়া যাবে আপন ভবনে॥
বিশাল বোয়ালি তারে করিবেক গ্রাস।
কৃষ্ণের নন্দন তথি নহিব বিনাশ॥
পড়িবে বোয়ালি বন্দী ধীবরের জালে।
তোমারে মিলিবে ভেট রন্ধনের শালে॥
বোয়ালি কুটিতে তুমি পাবে নিজ স্বামী।
সকল বিশেষ কথা কয়্যা দিলুঁ আমি॥
কোলে কাঁখে করি তার করিহ পালন।
অতি অল্পকালে সেই পাইবে যৌবন॥
যদি মাতা বলি তোরে করে সম্ভাষণ।
সেই কালে আচ্ছাদন করিহ শ্রবণ।
তার বিদ্যমানে তারে দিবে পরিচয়॥
সম্বর মরিয়া যেন যায় নিজালয়॥
সরস্বতীর চরণে করিয়া পরণাম।
সত্বরে চলিলা রতি সম্বরের ধাম॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত্ত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

গৌরীর তপস্যা।

তপস্যা করেন গৌরী হর পদ-আশে।
আহার টুটান মাতা দিবসে দিবসে॥
এক পদে কৃতাঞ্জলি দিবস ক্ষেপণ।
মাঘমাসে নিশাকালে উদকে শয়ন॥
দিন এক উপবাস দিনেক ভোজন।
ত্যজিল তাম্বুল তৈল ভূষণ চন্দন॥
দুই উপবাস করি করিল পারণা।
মহেশ স্বামী হেতু কৈল ধ্যান-ধারণা॥
চিন্তিল শিবের পদ মুদিতলোচন।
বৈশাখ জ্যৈষ্ঠেতে কৈল ব্রতের নিয়ম॥
পঞ্চতপ করেন জ্বালিয়া পঞ্চানলে।
উর্দ্ধে মুখ দিয়া রৈল অরুণমণ্ডলে॥
কৈল ব্রত গিরিসুতা তিন উপবাস।
পারণা করিল শেষে সবে তিন গ্রাস॥
অন্ন ত্যজি খান মাতা কপিত্থ বদর।
কতকাল পান কৈল কেবল পুষ্কর॥

বৃক্ষের গলিত পত্র করিল ভোজন।
শিবপদ ধ্যান গৌরী করে অনুক্ষণ॥
ত্যজিল বৃক্ষের পত্র ত্যজি অন্নপান।
এই হেতু অপর্ণা হইল অভিধান॥
ছলিতে আইলা হর দ্বিজবেশধর।
জিজ্ঞাসিল শিব, গৌরী দিলেন উত্তর॥
তপস্বিনী হয়্যা কর শিবপদে আশ।
মুকুন্দ রচিল গীত অভয়ার দাস॥

শুন গো গুণময়ি, তোমারে হিত কই,
দরিদ্রে কেহ না আদরে॥
ভিক্ষার অনুসারে, ফিরেন ঘরে ঘরে,
করিয়া ডুম্বুর বাজনা।
গৃহিনী হবে সুখে, জনম যাবে দুখে,
তোমারে দৈব বিড়ম্বনা॥
দ্বিজের শুনি কথা, বলেন গিরি-সুতা,
তপস্বী কর অবধান।
যে যারে মনে ভায়, সে জন ভজে তায়,
শ্রীকবিকঙ্কণ গান।

শঙ্করের ছলনা॥

কহ গো নিরুপমা, কাহার বোলে রামা,
ইচ্ছিলে বুড়া জটাধরে।
হইয়া সুনারী, ভজহ ভিখারী,
দরিদ্রবর দিগম্বরে॥
কহ গো রূপবতি, দেহের হেম জুতি,
মাণিক-রুচির-দশনা।
তৈল নাহি ঘরে, ইচ্ছিলে হেন বরে,
হইবে বিভূতি-ভূষণা॥
গলায় হাড়মাল, বসন বাঘ-ছাল,
উত্তরী যার বিষধর।
প্রেত ভূত সঙ্গে, চিতাধূলী অঙ্গে,
ইচ্ছিলে কেনে হেন বর॥
কাহার পুত্র হর, না জানি কোথা ঘর,
না দেখি ভাই বন্ধুজনে।
বরিয়া শূলপাণি হইবে দুঃখিনী,
দারুণ দৈব কারণে॥
শুন গো চন্দ্রমুখি, তোমারে আমি দেখি
রূপেতে ভুবনমোহিনী।
কতেক আছে বর, ভুবনে মনোহর,
ইচ্ছিলে বুড়া বর কেনি॥
দরিদ্র পতি যার, বিফল জন্ম তার,
দারিদ্রে গুণরাশি নাশে।
শুনগো গুণময়ি, তোমারে আমি কই,
দারিদ্রে কেহ না সম্ভাষে॥
থাকিয়া হর-শিরে, ভিক্ষুকের ঘরে,
মিলিলা গঙ্গা রত্নাকরে।

হরগৌরীর কথোপকথন।

অণিমা লঘিমা আদি যার অষ্টসিদ্ধি।
যাহার যোড়শ অংশ না ধরিল বিধি॥
ত্রিভুবনে দেখি যার পরম সম্পদ।
কে বা সেবা নাহি করে মহেশের পদ॥
ত্রিভুবন রাখিল করিয়া বিষপান।
মৃত্যুঞ্জয় বিনে বর কে বা আছে আন॥
এমত গৌরীর কথা শুনি তপোধন।
পুনরপি কিছু কহিবারে কৈল মন॥
তপস্বীর দেখি কিছু চঞ্চল অধর।
সেই স্থান ছাড়ি গৌরী চলে অন্তান্তর॥
এমত সময়ে হর নিজ রূপ ধরি।
পার্ব্বতীর সম্মুখে রহিলা ত্রিপুরারি॥
মদন-মোহন-হর দেখি বিদ্যমান।
সম্ভ্রমে পাসরে গৌরী পূজার বিধান॥
সন্নিধানে দেখে গৌরী ত্রিজগত-নাথ।
অবনী লোটায়্যা গৌরী করে প্রণিপাত॥
অভিপ্রায় জানি হর বলেন তাহারে।
প্রসন্ন হইলাম গৌরী মাল্য দেহ মোরে॥
তপস্যায় বশ আমি হইলাম তোমারে।
অঞ্জলি করিয়া গৌরী বলেন শঙ্করে॥
কৃপা করি যদি মোরে দিবে বর দান।
আমার পিতারে প্রভু করহ প্রণাম॥
এমত শুনিয়া হর গৌরীর বিনয়।
নারদেরে পাঠাইয়া দিল হিমালয়॥

আসিয়া নারদ মুনি কহিল সকল।
শুনি হিমালয় হৈলা আনন্দে তরল॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

হরগৌরীর বিবাহ।

মঙ্গল রাগ।

হেমন্ত হরিষে, কন্যা অধিবাসে,
করিল দুন্দুভি বাজনা।
"অমর নগর, আসিবে মোর ঘর,
যে মোর কাছে বন্ধুজনা॥"
সকল দোষহীন, হইল শুভদিন,
গৌরীর বিবাহ-মঙ্গল।
ধমক বেণু বীণা, মৃদঙ্গ ভেরি নানা,
বাজনে হৈল কোলাহল॥
আনিয়া দ্বিজগণ, করিয়া শুভক্ষণ,
করিল স্বস্তিক বাচন।
আরোপি হেমঘটে, যুগল করপুটে,
গণেশে কৈল আবাহন॥
পার্ব্বতী রূপবতী, হরিদ্রাযুত ধুতি,
পরিয়া বসিলা আসনে।
যতেক দ্বিজ মুনি, করিল বেদ-ধ্বনি,
গৌরীর গন্ধাধিবাসনে॥
মহী গন্ধ শিলা, দুর্ব্বা পুষ্পমালা,
ধান্য ঘৃত ফল দধি।
স্বস্তিক সিন্দূর, কজ্জল কর্পূর,
শঙ্খ দিল যথাবিধি॥
বান্ধিল করে সূত্র, প্রশস্ত দীপ-পাত্র,
মস্তকে করিল বন্দনা।
কনক সঁাথি শিরে, অঙ্গুরী দিয়া করে,
করিল আশীষ যোজনা॥
রজত কাঞ্চন, তাম্র গোরোচন,
সিদ্ধার্থ চামর দর্পণ।
মোদক দিয়া লাজ, পূজিল দেবরাজ,
কন্যার গন্ধাধিবাসন॥
নৈবেদ্য দিয়া ভুরি, মাতৃকা পূজা করি,
দিলেন বসুধারা দান।
বসুরে পূজা করি, বসিলা হিমগিরি,
তবে নান্দীমুখের বিধান॥
হোথা অধিবাস আদি, মহেশ যথাবিধি,
করিলা বেদের বিধান।
কণ্ঠে হাড়মাল, পরিল বাঘছাল,
বৃষভে করি আরোহণ॥
চলিলা দেবরায়, প্রমথ পাছু ধায়,
দিয়ড়ি ধরে দানাগণ।
শিঙ্গার বাজনা, করয়ে ভূত দানা,
চলয়ে ঝড় বরিষণ॥
আইলা ত্রিপুরারি, হেমন্ত হাথে ধরি,
বসাল্য কনক-আসনে।
বসন অঙ্গুরী, মাল্য করে করি,
করিল বরের বরণে॥
কাঁখে হেমঝারি, মেনকা সুন্দরী,
জল সাহে ধরে ধরে।
যতেক আইহ মেলি, করেন হুলাহুলি,
তণ্ডুল মঙ্গল করে॥
বিরল স্থান করি, মেনকা সুন্দরী,
করিল বরের বরণ।
করিয়া নানা ছন্দ, ঔষধ প্রবন্ধ,
করিল লয়্যা সখীগণ॥
শ্রীরঘুনাথ নাম, অশেষ গুণধাম,
ব্রাহ্মণ-ভূমীর পুরন্দর।
তাঁহার সভাসদ, রচিয়া চারুপদ,
গান মুকুন্দ কবিবর॥

নাগরীদিগের বরদর্শনে গমন।

কোন নাগরীর আধ সীমন্তে সিন্দূর।
কারো ভ্রমে পদে হার করেতে নেপুর॥
কারো এক নয়নে ভালে দিয়াছে কজ্জলে।
পত্রাবলী এক কুচে নহিল সকলে॥
আড়ুলা বিমলা চাঁপা কমলা ভারতী।
পদ্মাবতী স্বর্ণরেখা রতি কলাবতী॥
বল্লভা দুর্লভা রম্ভা সুভদ্রা যমুনা।
চরিত্রা তুলসী রাণী শচী সুলোচনা॥

হীরা তারা সরস্বতী মদনমঞ্জরী।
কৌশল্যা বিজয়া গোপী সুমিত্রা সুন্দরী॥
যশোদা রোহিণী রাধা রুক্মিণী শঙ্করী।
চিত্রলেখা সুধামুখী গোপী মন্দোদরী॥
ত্বরা হেতু সভাকার বিপর্য্যয় বেশ।
আল্য করি ধায় কেহ নাহি বান্ধে কেশ॥
এক পদে কোন আইও দিয়াছে নেপুর।
কপালে সিন্দূর নাই সীমন্তে সিন্দূর॥
এক চক্ষে কোন আইও দিয়াছে অঞ্জন।
এক কর্ণে কর্ণপুর ত্বরায় গমন॥
শিশু কান্দে দুগ্ধ দিতে নাহি করে মো।
কোন আইও আইসে তার হাথে কাঁথে পো॥
চড়িয়া আঙ্গালে আইও দিল ঝাঙ্গ নাড়া।
আঁখির কটাক্ষে ভাঙ্গিয়া আইল পাড়া॥
বরণ করিতে আইও করিল পয়াণ।
অভয়া-মঙ্গল কবিকঙ্কণে গান॥

মেনকার খেদ।

মেনকা ঢালিল দধি বরের চরণে।
অঙ্গের ভূষণ দেখি বিস্ময় ভাবে মনে॥
অস্থি-ভস্ম-বিভূষণ দেখি কলেবরে।
দেখিয়া বিরসমনা চিন্তিত অন্তরে॥
"চরণে নূপুর সাপ সাপ কটিবন্ধ।
বাঘছাল পরিধান দেখি লাগে ধন্ধ॥
অঙ্গদ-কঙ্কণ-সাপ সাপের পইতা।
চক্ষু খায়্যা হেন বরে দিলাম দুহিতা॥"
কান্দয়ে মেনকা গৌরীর মায়া-মোহে।
ঝলকে ঝলকে খসে লোচনের লোহে॥
বর দেখি আইয়ো সুয় করে কাণাকাণি।
"চক্ষু খাউক কন্যার পিতা, চক্ষে পড়ুক ছানি॥
হেন বরে বিভা দিল কি দেখি সম্পদ।
বাপ হয়্যা মূঢ়মতি কন্যা কৈল বধ॥"
মেনকার দাসী আনে ঔষধের ডালি।
আছিল ইসর মূল তথি একফালি॥
ইসর মূলের গন্ধে পলায়ে ভুজঙ্গ।
অঙ্গনা সমাজে হর হইলা উলঙ্গ॥
দেখিয়া মেনকা রাণী পলায় দড়বড়ি।
সময় বুঝিয়া নন্দী নিভায় দিয়ড়ি॥
ঔষধ সাধিয়া ঘৃত দিলেন কপালে।
ঘৃত-যোগে ললাট-নয়নে অগ্নি জ্বলে॥
দেখিয়া বরের রূপ লেগে গেল ধান্দা।
কি ভাগ্যে কপালের মাঝে উদয় করে চান্দা॥
অঙ্গুরীবেষ্টিত ছিল গরুড় মহামণি।
তথির কারণে কারে না খাইল ফণী॥
গৌরীর কপালে ছিল বাদিয়ার পো।
ললাটে চন্দন দিতে সাপে মারে ছোঁ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজচিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

শিবের মদনমোহন বেশ ধারণ।

দেখিয়া বিকট মূর্ত্তি যত আইওগণ।
লাজে হেঠ মাথা কৈল না তোলে বদন॥
গৌরীরে করিয়া কোলে কান্দেন মেনকা।
জলেতে ফেলিলাম তোমা আপন চক্ষে দেখ্যা॥
শুনিয়া শিখরি-সুতা পরিহাস বচন।
শ্বেতমাছীরূপে কৈল শিবে নিবেদন॥
তেজহ বিকটমূর্ত্তি মোরে করি দয়া।
মোর মাতা পিতায় প্রভু দেহ পদছায়া॥
এমন শুনিয়া হর গৌরীর বচন।
সেইখানে হৈলা প্রভু মদন-মোহন॥
আছিল বাঘের ছাল হইল বসন।
অঙ্গদ বলয়া হৈল ভুজঙ্গমগণ॥
বাসুকি মাথায় শোভে কিরীট-ভূষণ।
অঙ্গের বিভূতি হৈল ভূষণ চন্দন॥
মুকুট উপরে সাজে সুধাকর-কলা।
ধরিল মদনরিপু মদনের লীলা॥
হাড়মালা হইল কনক-রত্নমাল।
হরিতাল তিলকে শোভিত কৈল ভাল॥
মদনমোহন রূপ হৈলা ত্রিপুরারি।
মনে মনে পতিনিন্দা করে সব নারী॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজচিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

নারীগণের পতিনিন্দা।

সভে বলে গৌরীর বর মিল্যাছে ভাল।
মদনমোহন বরের রূপে ঘর কর্য্যাছে আল॥
এক যুবতী বলে সই মোর করম মন্দ।
অভাগিয়া পতি মোর দুই চক্ষু অন্ধ॥
কোন দেশে নাঞিগো দুঃখিনী মোর পারা।
কোলে কাছে থাকিতে সদাই হই হারা॥
আর যুবতী বলে পতি পীড়ার সদন।
শাক সূপ ঘণ্ট বিনে না করে ভোজন॥
দড় বেঞ্জন আমি যেই দিন রান্ধি।
মারয়ে পীড়ার বাড়ি দ্বারে বসি কান্দি॥
আর যুবতী বলে সই মোর গোদাপতি।
কোঁআ জ্বরের ঔষধ সদাই পায় কতি॥
ভাদ্র মাসের পাঁকুই বড়ই দুরবার।
গোদে তেল দিয়া কত তুলিব স্যাকার॥
আর যুবতী বলে সই মোর স্বামী কালা।
আনের সংসারসুখ আমার বিষম জ্বালা॥
ঠারে ঠোরে কথা কই দিনে পতির সনে।
রাত্রি হৈলে নিদ্রা যাই গরুর শয়নে॥
আইওর মিশালে বুড়ী নানা কাচ কাছে।
পাকা্ডলে চুল পেকেছে বয়স কোথা গ্যাছে॥
পোএর হয়্যাছে পো নাতির হয়্যাছে ঝি।
স্থবির হয়্যাছে তবু বয়েস বটে কি॥
রূপে গুণে সুন্দরী নাতিন ভাল আছে।
এমন বরে বিভা দিয়া রাখি আপন কাছে॥
সতী রমণী বলে খালি আপন জাতিকুল।
আপন স্বামী কনক-চাঁপা পর শিমূলের ফুল॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

মহেশের গলে গৌরীর মাল্যদান।

বৃষভেতে আরোহণ কৈলা ত্রিলোচন।
মধ্যে কাণ্ডার বস্ত্র ধরে কোন জন॥
শিব প্রদক্ষিণ গৌরী কৈল সাত বার।
নিছিয়া ফেলিল পাণ কৈল নমস্কার॥
মহেশের গলে গৌরী দিল রত্নমাল।
দেখি দেবগণে সুখ বাড়িল বিশাল॥
আনন্দে পুলকতনু তুজমে ছামনি।
হুলাহুলি দেই যত পুর-নিতম্বিনী॥
ইন্দ্র আদি দেব কৈল পুষ্প বরিষণ।
মন্দ মন্দ নিনাদ করয়ে মেঘগণ॥
ব্রহ্মা পুরোহিত হৈলা বাক্যের বিধান।
হিমালয় আনন্দে করেন কন্যা দান॥
ধেনুশয্যা থাল ঝারী দিল নানা দান।
উত্তম বসন শিবে দিল হিমবান্॥
জয়া বিজয়া দাসী দিল পদ্মাবতী।
সমর্পিলা গিরিরাজ মহেশে পার্ব্বতী॥
ক্ষীরখণ্ড দুইজনে করিল ভোজন।
কর্পূর তাম্বূলে কৈল মুখের শোধন॥
নিবাসে রহিলা দোঁহে কুসুমশয়নে।
অভয়া-মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণে॥

মহাদেবের ভিক্ষায় গমন।

প্রভাতে উঠিয়া হর, ভিক্ষা মাগে মহেশ্বর,
ত্রিদশভুবন-অধিকারী।
শুনিয়া শিবের শিঙ্গা, ধায় যত ডিঙ্গা চিঙ্গা,
সাথে ফিরে আওয়ারি আওয়ারি॥
দুই হাথে ঝুলি বায়, মধুর সঙ্গীত গায়,
মাগে ভিক্ষা থাকিয়া অঙ্গনে।
পুণ্যবতী যত নারী, চা'ল কড়ি দেই দারী,
শিবথালে দেই ভাগ্যবানে॥
গোপনারী দেয় দধি, সূত্রধর চিড়্যা খদি,
মদক সন্দেশ খণ্ড চিনী।
তিলা সন্দেশ আন, তাম্বূলিনী গুয়া পান,
তৈল দিল কলুর রমণী॥
শিবের হৃদয় জেনে, লোণ আনি দিল বেণে,
কঁচিলা সরস হরীতকী।
যুয়ান জীরা তেজপাত, যোগান সিদ্ধির পাত,
হরষ হইল হর দেখি॥
প্রভুর ত্রিশূল নন্দী, বাদ্য-স্বরে খুয়্যা বন্দী,
কঁচিলা গাঁজাই নিলা ধার।
হৃদি বল-কুতূহলে, ফণিরাজ পাটা গলে,
যান হর কঁচনীর দ্বার॥

একেত কোঁচের মেয়্যা, হরের বারতা পেয়্যা,
ভিক্ষা দিতে আইল তখন।
পুরাতন দেখি হরে, কাঁচনী অসম্বরে,
কুচযুগে না দেই বসন॥
দশ পাঁচ সখী মেলি, শিবের বসন ধরি,
কেহ বা টানয়ে পরিহাসে।
বসি কুচনীর পাশে, শিব নিরানন্দে ভাসে,
যুবতী বুড়ার নাঞি বাসে॥
হাদেলো কুচনী বামা, গৌরী ভাল জানে আমা,
কিবা যুবা নওলী যৌবন।
জানিঞা না জানে যে, কি কাজে না আনে তজে,
জানি যদি দেহ আলিঙ্গন॥
শঙ্করের হাস্য ভাষে, কুঁচনী রমণী হাসে,
বিভা কৈলে যুবতী রমণী।
কালি মোরা যাব তথা, তোমার বিক্রমের কথা,
জ্ঞাত হব তার মুখে শুনি॥
গুণিরাজ-মিশ্রসুত, সঙ্গীতকলায় রত,
বিচারিলা অনেক পুরাণ।
দামুন্যা-নগরবাসী, সঙ্গীত অভিলাষী,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

গণেশের জন্ম।

শুন ভাই গণেশের জনম।
যেই হেতু গজমুখ, শুনিতে বাড়য়ে সুখ,
শুনিলে কলুষ বিনাশন॥
জয়া বিজয়া মিলি, গৌরীর তুলিল মলি,
কুঙ্কুম চন্দন দিয়া অঙ্গে।
একত্র করিয়া মলি, মনোহর পুত্তলি
গৌরী নির্ম্মাইল খেলারঙ্গে॥
অরুণ প্রভাত ভানু, খর্ব্ব পীবর তনু,
চারি ভুজ আজানুলম্বিত।
দশনপাঁতি যেন কুন্দ, জিনিয়া শারদ ইন্দু
যোগপাটা হৃদয়ে ভূষিত॥
পরিধান বাঘছাল, গলায় রত্নের মাল,
চারি ভুজে নানা আভরণ।
বিকশিত কোকনদ, জিনিয়া যাহার পদ,
তাহে রুচি মঞ্জীর শোভা॥
সুবলিত চারি কর, শূল পাশ মনোহর,
নির্ম্মাণ করিয়া দিল হাথে।
যে অঙ্গে যে অলঙ্কার, নির্ম্মাণ করিল তার,
নাহি মাল শির নিরমিতে॥
হেন কালে মহেশ্বর, ভিক্ষা মাগি আইলা ঘর,
লাজে ঘরে প্রবেশে পার্ব্বতী।
জিজ্ঞাসিলা শূলপাণি, কহ জয়া সত্য বাণী,
শালভঞ্জী কাহার নির্ম্মিতি॥
জয়া দিল উত্তর, শুন প্রভু মহেশ্বর,
গৌরী কৈল পুত্তলি নির্ম্মাণ।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্ধ
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

গণেশের দেহে জীবন-সঞ্চার।

জয়ার শুনিয়া কথা বলেন শঙ্কর।
অভিপ্রায় করি তারে দিলেন উত্তর।
পুত্র-আশা বুঝিলেন পুত্তলি-খেলনে।
খেলাবার তরে শিশু নাহিক ভবনে॥
মনেতে ভাবিয়া হর দিল আঁখি ঠার।
নন্দী বুঝ্যা নিল সে কাটারী ক্ষুরধার॥
কত দূর গিয়া নন্দী দেখিলা কুঞ্জরে।
হেলে নিদ্রা যায় গজ উত্তর-শিয়রে॥
এক চোটে গজস্কন্ধ করিল ছেদন।
মাথা লয়্যা যায় নন্দী যথা পঞ্চানন॥
পুত্তলির স্কন্ধে মথা জড়াইল শির।
শিবের পরশে তার সঞ্চারিল জীব॥
অঙ্গমোড়া দিয়া উঠি বসিল পুত্তলি।
দেখিয়া মদন-রিপু হৈল কুতুহলী॥
শিবের বচনে জয়া পুত্র লয়ে কোলে।
পার্ব্বতীকে গজানন দিল কুতূহলে॥
দেখিয়া বিবর্ণ শিশু কুঞ্জরবদন।
কপালে আঘাত হানি জুড়িল ক্রন্দন॥
এইত বিবর্ণ পুত্রে নাহি মোর কাজ।
কেমতে বসিবে শিশু দেবের সমাজ॥
সুরূপ সুন্দর যত দেবের নন্দন।
তার মাঝে কেমতে বসিবে গজানন॥

গৌরীর বচনে জয়া পুত্র লয়ে কোলে।
পুনর্ব্বার গেল যথা মহেশের স্থলে॥
গৌরীর বচন শিবে কৈল নিবেদন।
হাসিয়া জয়াকে শিব কহিল বচন॥
সকল দেবের মাঝে হবেক প্রধান।
এই হেতু গণেশ ইহার অভিধান॥
নাহি হবে যথা আগে গণেশের মান।
সকল বিফল তথা পূজার বিধান॥
এই পুত্র হবে তবে দেবতার রাজ।
ইহারে পূজিবে সব দেবের সমাজ॥
সকল দেবের আগে গণেশের পূজা॥
ইহারে পূজিবে আগে ইন্দ্র-আদি রাজা।
শিবের বচনে জয়া পুত্র লয়্যা কোলে॥
পুনরপি গেল জয়া ভবানীর স্থলে॥
গৌরীকে বলিল জয়া না ভাবিহ দুখ।
বড় পুণ্যে পাল্যা গৌরী পুত্র গজমুখ॥
শিবের বচন জয়া কৈল নিবেদন।
তবে কোলে কৈল গৌরী পুত্র গজানন॥
এতেক শিবের কথা শুনি ভগবতী।
সুতবুদ্ধি গণাধিপে করিল পার্ব্বতী॥
চণ্ডিকার চরণে মজুক নিজ চিত্ত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥
ইতি মঙ্গল বারের স্থাপনা পালা সমাপ্ত।

কার্ত্তিকেয়ের জন্ম।

কুসুম রচিত ঘরে, পার্ব্বতী শঙ্করে,
কুসুম-শয়নে নিযোজিত।
দুঃসহ মদন-শর, দোঁহ-অঙ্গ জর-জর,
দুহুঁ তনু পুলকে পূরিত॥
কার্ত্তিকের শুনহ জনম।
শুনে সভে সেই কথা, যেই হেতু ছয় মাথা,
শুনিলে কলুষ বিনাশন॥
রতি রঙ্গ কুতূহলে, মহেশের বিন্দু টলে,
গৌরী নারিল ধরিবারে।
অনলে ফেলিল গৌরী, অনল সহিতে নারি,
ফেলাইল জাহ্নবীর নীরে॥
প্রবল চপলতরঙ্গা, সহিতে নারিল গঙ্গা,
শরমূলে কৈল নিয়োজিত।
অমোঘ শিবের বিন্দু, তথি হৈল গুণসিন্ধু,
ছয়মুখ কুমার কার্ত্তিক॥
কাঞ্চন-বরণ তনু, অভিনব চন্দ্র জনু,
শরমূল কৈল বিভাসিত।
কৃত্তিকা-আদি করি, চন্দ্রের ছয় নারী,
কুমারে দেখিল আচম্বিত॥
কৃত্তিকা ধরিয়া তোলে, রোহিণী করিল কোলে,
মৃগশিরা করিল চুম্বন।
আর্দ্রা পুনর্ব্বসু, মানিল পরম শিশু,
পুষ্যা কৈল অনেক পালন॥
স্মঙরিয়া পূর্ব্ব কথা, হৈল ছয় উপমাতা,
ছয় মুখে দিল স্তনপান।
পুষিয়া পালিয়া সুত, সকল লক্ষণযুত,
গৌরী কোলে করিল আধান॥
দুই পুত্র তিন দাসী, দেখি হর অভিলাষী,
গৌরী সঙ্গে আছেন নিবাসে।
গৌরী দৈবনিয়োজনে, কলি কৈল যার সনে,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভাষে॥

হরগৌরীর পাশক্রীড়া।

ত্রিপুরা রঙ্গে, হরের সনে,
দুহে বসি কুতূহলে।
এমন সময়, জয়া পাশা দেয়,
হর বলে গৌরী খেলে॥
পদ্মা বলে বাণী, শুন শূলপাণি,
যদি বা খেলিবা রঙ্গে।
যদিবা খেলিবে, হারিলে কি দিবে,
বলি তবে খেল সঙ্গে॥
বলে ত্রিনয়নী, যদি হারি আমি,
গায়ের ভূষণ দিব।
যদ্যপি খেলিব, কহ সদাশিব,
তোমার কি ধন পাব॥
বলে ত্রিপুরারি, শুন তুমি গৌরি,
খেলহ আগে ত পাশা।

হারি পরাজয়, দৈবে যদি হয়,
তবে করিহ দৈতে অ শা॥
শুন মোর বাণী, প্রভু শূলপাণি
ইহা ত না বুঝি আমি।
খেলিয়া হারিবে, কিবা ধন দিবে,
তাহা রাখ আগে তুমি॥
কথায় না রয়, গৌরী ধন চায়,
হাসিয়া বলেন শূলী।
শুন মোর পণ, আছে যে বা ধন,
নিবে ত সিদ্ধির ঝুলি॥
মহেশ শঙ্করী, খেলে পাশা সারি,
রচিয়া হীরার চাল।
বসিয়া খেলিতে লাগিল কহিতে,
সাক্ষী হইও মহাকাল॥
দশ দশ দশে, ডাকে ভুবনেশে,
চয়ের পতি খেলে।
দেখি অতিমুখে, পাষ্টি ঘষি বুকে,
পার্ব্বতী চৌরঙ্গ ফেলে॥
হাতে করি বলে, পদ্মা কুতূহলে,
এক দানে দুই কাট।
সাতা সাতা বলি, ডাকে ত্রিপুরারি,
দোয়া চারি হৈল বাট।
ত্রিপুরা ফেলিল দুরী।
পড়িল দু তিয়া, সুখ হৈল হিয়া,
হারিল মদন-অরি॥
বুদ্ধি পাইল লোপ, শিবের বাড়ে কোপ,
বলে পাত আর চা'ল।
ভিক্ষার কারণে, যাইবা বিহানে,
জিনি লেহ বাঘছাল॥
পাশা কর দূর, শুনহ ঠাকুর,
সভার আছয়ে কাজ।
তুমি ভূতনাথ, খেল মোর সাথ,
হারিলে পাইবে লাজ॥
পুন খেলে গৌরী, দশ দুই চারি,
খেলিল করিয়া শলী।
দু-তিয়া ফেলিয়া, হারিল খেলিয়া,
হরিণ-লাঞ্ছনমৌলি॥

কহে সদাশিব, আছে মোর দৈব,
সম্মুখে নিবসে কাল।
হারিল শঙ্কর, দেব দিগম্বর,
ছাড়ি দিল বাঘ ছাল।
পাশা-ছাড়ি যান, করিল ভোজন
দুঃহ কভু ভিন্ন নহে।
শ্রীকবি মুকুন্দ, রচি পরিবন্ধ,
দেবের চরণে কহে॥) *

১৫৬৪ —

* গৌরীর সঙ্গে মেনকার কলহ।

কালী রাঙ্গী পাশা সারি আনিলা পার্ব্বতী।
আপনে লইলা কালী রাঙ্গী পদ্মাবতী॥
হাতে পাষ্টি করিয়া বলেন দশ দশ।
হেন কালে মেনকা আসি বলেন কর্কশ॥
তোমা ঝি হৈতে মোর মজিল গিরিয়াল।
ঘরে জামাই রাখিয়া পুষিব কত কাল॥
প্রভাতে খেজাড়ি মাঙ্গে কার্ত্তিক গণাই।
চারিকড়ার সম্ভাবনা তোর ঘরে নাই॥
দরিদ্র তোমার পতি পরে বাঘ-ছাল।
সবে ধন বুড়ারব গলে হাড়মাল॥
প্রেত পিশাচ ভূত নিরবধি সঙ্গে।
অনুদিন কত আর কিনে দিব ভাঙ্গে॥
অভাগ্যেতে ঘটিছে সদাই উৎপাত।
রান্ধিয়া বাড়িয়া কাঁকাইলে হৈল বাত॥
লোক-লাজে স্বামী মোর কিছুই না কয়।
জামাতা রাখিয়া হৈল ঘরে সাপের ভয়॥
যদি দুগ্ধ উতলয়ে নাহি দেহ পানী।
পাশা খেল সবে মিলি দিবস রজনী॥
মিছা কাজে ফিরে স্বামী নাহি চাষ-বাস।
ভাত কাপড় কত আর যোগাব বার মাস॥
দুই পুত্র তিন দাসী স্বামী শূলপাণি।
প্রেত ভূত পিশাচের লেখা নাহি জানি॥"
"জামাতারে পিতা মোর দিল ভূমিদান।
তাহে হয় মাষ মসুরী তিল কাপাশ ধান॥

---

* বন্ধনীমধ্যস্থিত পাশক্রীড়া প্রবন্ধটী কেবলমাত্র একখানি মুদ্রিত পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়।

রান্ধিয়া বাড়িয়া মাগো কত দেহ খোঁটা।
আজি হৈতে তোমার ঘরে পুতিলাম কাঁটা॥
মৈনাক তনয় লৈয়া সুখে থাক ঘরে।
কভু না সহিব খোঁটা যাব অন্যান্তরে॥”
এত বলি যান মাতা ছাড়ি মায়া মো।
ঝলকে ঝলকে বহে লোচনের লো॥
শঙ্করে কহিল গৌরী সব বিবরণ।
অম্বিকা মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

শঙ্করের ভিক্ষা।

গৌরী সঙ্গে যুক্তি করি, চলিলা কৈলাস-গিরি,
শ্বশুরের ছাড়িয়া বসতি।
ভবনে সম্বল নাই, চিন্তিলেন গোঁসাই,
ভিক্ষা অনুসারে কৈল মতি॥
ত্রিদশের ঈশ্বর, ভিক্ষা মাঙ্গে ঘরে ঘর,
আরোহণ করি বৃষবরে।
প্রেত ভূতগণ সঙ্গে, নাচেন পরম রঙ্গে,
শিঙ্গা ডুম্বুর লৈয়া করে॥
ভ্রমেন উজানভাটি, চৌদিকে কোঁচের পাটী,
কোচবধূ ভিক্ষা দেয় থালে।
থাল হইতে চালগুলি, ভরিয়া রাখিল ঝুলি,
কাক্ষেতে লম্বিত ঝুলি দোলে॥
কেহ দেয় চা'ল করি, কেহ দেয় ডাল বড়ি,
কুপী ভরি তৈল দেয় তেলী।
ময়রা মোদক দেই, সূত্রধার চিঁড়া খই,
বেণে দিল ভাঙ্গের পুটলী॥
লবণিয়া দেয় লোণ, ঘৃত দধি গোপগণ,
তাম্বুলিয়া দেয় গুয়াপান।
বেলা দ্বিতীয় প্রহর, শঙ্কর আইলা ঘর,
কার্ত্তিক আগে আগুয়ান॥
শঙ্কর ঝাড়িল ঝুলি, চা'ল পড়ে কতগুলি,
নানা দ্রব্য থুইল ঠাঁই ঠাঁই।
দেখিয়া মোদক খই, ধেয়ে আইল দুই ভাই,
কন্দল বাজিল সেই ঠাঞি॥
দোঁহারে প্রবোধ করি, বাঁটিয়া দিলেন গৌরী,
রন্ধন করিলা ভবানী
ভোজন করিলা হর, গৌরী গুহ লম্বোদর,
সুখে গেল সেই ত রজনী॥
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

হরগৌরীর কলহ আরম্ভ।

রাম রাম স্মোঙরেন্ পোহাল্য রজনী।
শয্যা হৈতে প্রভাতে উঠিলা শূলপাণি॥
নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম করি সমাপন।
বসিলেন মহাদেব অজিন-আসন॥
বামদিগে কার্ত্তিক ডাহিনে লম্বোদর।
গৃহিণী বলিয়া ডাক ছাড়েন শঙ্কর॥
সম্ভ্রমে আইলা গৌরী করিয়া অঞ্জলি।
কহিছেন শঙ্কর হইয়া কুতুহলী॥
কালি ভিক্ষা করি দুঃখ পাইলুঁ ধামে ধামে।
আজি, সকালে ভোজন করি রহিব বিশ্রামে॥
আজি গো গণেশের মা রান্ধিবে মোর মত।
শিমে শিমে বেগুণে রান্ধিয়া দিবে তিত॥
সুকুতা শীতের কালে বড়ই মধুর।
কুমুড়াতে বাগ্যণেতে রান্ধিবে প্রচুর॥
রান্ধিবে ছোলার ডালি তথি দিবে খণ্ড।
আলস্য ঘুচায়্যা জ্বাল দিবে দুই দণ্ড॥
বেশম মাখিয়া রান্ধ সরিষার শাক।
কটু তৈলে বেথুয়া করিবে দৃঢ় পাক॥
ঘৃতে ভাজি খর করি রান্ধিবে ফুলবড়ি।
চৌয়া চৌয়া করি ভাজ পলতা কাঁকড়ি॥
রান্ধিবে মসুর-ডালি দিয়া টাবা জল।
খাঁড় মিশাইয়া রান্ধ করঞ্জার ফল॥
লটিয়া কাঁটালবীচি সারি গোটা দশ।
ঘৃতে সম্বরিয়া তায় দিবে আদার রস॥
আমড়া-সংযোগে গৌরী রান্ধিবে পালঙ্গ।
ঝাট স্নান কর গৌরি না কর বিলম্ব॥
খণ্ডে মুগের সূপ উত্তার ডাবরে।
আচ্ছাদন থালাথালী তাহার উপরে॥

কুরুনীতে কুরিয়া আনিবে নারিকেল।
পিঠালি মিশাইয়া তথি দিবে কিছু জল॥
খন কাটি খরজালে রান্ধিবে ভাল খণ্ট।
তবে সে পুরিবে মোর উদর আকণ্ঠ॥
গোটা কাসুন্দিতে দিবে অম্বীরের রস।
এ বেলার মত এই রান্ধ ব্যঞ্জন দশ॥
আপনি উদ্‌যোগ করি রান্ধ যদি গৌরী।
ভোজনের শেষে খাব হাঁড়ি দুই ক্ষীরী॥
এমন বচন যদি বৈলা পশুপতি।
অঞ্জলি করিয়া কিছু বোলে ভগবতী॥
রন্ধনের তরে ভাল কহিলে গোঁসাই।
প্রথমে যে পাতে দিব সেই ঘরে নাই॥
কালিকার ভিক্ষায় নাথ উধার সুধিলু।
অবশেষে ছিল তাহা রন্ধন করিলুঁ॥
আছিল ভিক্ষার কালি পালি দশ ধান।
গণেশের মুষাতে তাহা কৈলা জলপান॥
আজিকার মত যদি বান্ধা দেও শূল।
তবে সে আনিতে নাথ পারি হে তণ্ডুল॥
এতেক বচন যদি বৈল ভগবতী।
বলেন সকোপবাণী দেব পশুপতি॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

শিবের গৃহত্যাগে সঙ্কল্প।

আমি ছাড়িব ঘর, যাব দেশান্তর,
কি মোর ঘরকরণে।
হয়ে স্বতন্তর, তুমি কর ঘর,
লয়ে গুহ গজাননে॥
ঘরে যত আনি, লেখা নাহি জানি,
ডেরি অন্ন নাহি থাকে।
কতেক ইন্দুর, খায় দূর দূর,
গণার মুষার পাকে॥
দেশে দেশে ফিরি, কত ভিক্ষা করি,
ক্ষুধায় অন্ন নাহি মিলে।
গৃহিণী দুর্জ্জন, ঘর হৈল বন,
বাস করি তরুমূলে॥
গুহার ময়ূর, খাইতে বড় শূর,
সর্প খেদাড়িয়া খায়
হেন লয় মোরে, এই পাপঘরে,
রহিতে নাহি জুড়ায়॥
করুণা করিয়া, বাঘা বুলে ধায়্যা,
দেখিয়া তাহার চাহনী।
বলদ দুর্ব্বল, করে টলমল,
নাহি খায় ঘাসপানী॥
আন বাঘছাল, শিঙ্গা হাড়মাল,
ডম্বুর বিভূতি ঝুলি
আইস হে নন্দী, আমার সঙ্গী,
ঘরে না রহিব শূলী॥
এত বলি হর, দেব দিগম্বর,
চলিলা বৃষ বাহনে।
করি আত্মঘাতী, বলেন পার্ব্বতী,
শ্রীকবিকঙ্কণে ভণে॥

গৌরীর খেদ।

কি জানি তপের ফলে হর পায়্যাছি বর।
পাট পড়সি নাহি আইসে দেখি দিগম্বর॥
উন্মত্ত ল্যাঙ্গট জটা চিতা ধূলি গায়।
দাণ্ডাইতে মাথার জটা ভূমিতে লোটায়॥
একুশয়নে শুইতে নারি সাপের নিশ্বাসে।
তারে ধিক প্রাণ পোড়ে বাঘছালের বাসে॥
ময়ূর মূষিকে হয় সদাই কন্দল।
এই হেতু দুই ভায়ে দ্বন্দ্ব মোর কর্ম্মফল॥
বাপের সাপ পোয়ের ময়ূর সদাই কলকলি।
গণার মুষা ঝুলি কাটে আমি খাই গালি॥
বাঘ-বলদে সদাই দ্বন্দ্ব নিবারিব কত।
অভাগিনী গৌরীর প্রাণে সদাই উপহত॥
শিরেফণীপতি শোভে, ললাটে দহন।
জটায় জাহ্নবী শিরে হরিণ-লাঞ্ছন॥
কি কহিব আরে সখি মনের দুঃখকথা।
মিছাই করিয়া মোরে সৃজিল বিধাতা।
পায়ে ধরি উধার করি সুধিতে কন্দল।
পুনর্ব্বার উধার করিতে নাহি স্থল॥

দারুণ কর্ম্মের দোষে রইলাঙ দুঃখিনী।
ভিক্ষার ধনে দারুণ বিধি করিল গৃহিণী॥
জয়া বিজয়া পদ্মা গুহ লম্বোদর।
সঙ্গে লইয়া যাব আমি মা বাপের ঘর॥
পদ্মা বলে অকারণে করহ ক্রন্দন।
কহি আমি তোমার পূজার বিবরণ॥
এমত কহিয়া পদ্মা চণ্ডিকা বুঝান।
অম্বিকামঙ্গল কবিকঙ্কণে ত গান॥

পদ্মার উপদেশ।

শুন গো শিখরিসুতা, কহি ভবিষ্যত কথা,
তোমার পূজার ইতিহাস।
সপ্তদ্বীপে যুগে যুগে, তোমার অর্চ্চনা আগে,
আপনি করহ পরকাশ॥
দ্বাপর যুগের শেষে, কলিঙ্গ রাজার দেশে,
বিশ্বকর্ম্মা-রচিত দেহরা।
মঙ্গল-চণ্ডিকারূপে, স্বপন কহিবা ভূপে,
পূজা লৈবে দৈন্য-দুঃখ-হরা॥
পশুর লইয়া পূজা, সিংহকে করিবে রাজা,
নিজঘণ্টা দিবে নিদর্শন।
সম্পদ-বিপদ-ভূমি, দারিদ্র নাশিবা তুমি,
কাননে স্থাপিবে পশুগণ॥
প্রথম কলির অংশে, জন্মায়্যা ব্যাধের বংশে,
মহেন্দ্র-কুমার নীলাম্বরে।
ছলিয়া অবনী আনি, নিবে তার ফুল পানী,
অবশেষে নিবে নিজ পুরে॥
তাল ভঙ্গ করি ছলা, দেবকন্যা রত্নমালা,
ছলিয়া আনিবে বসুমতী।
গন্ধবণিক-জাতি, খুল্লনা হইবে খ্যাতি,
বিবাহ করিবে ধনপতি॥
পতি যাবে দেশান্তর, ঘরে সন্তা স্বতন্তর,
বহুবিধ দিবে তারে দুঃখ।
কাননে পূজিবে তোমা, হবে পতি-প্রাণসমা,
তুমি তারে হইবে সম্মুখ॥
ভবনে আসিব পতি, তার সঙ্গে ভুঞ্জি রতি,
তার গর্ভে হবে মালাধর।
জাতি সব করি ছল, নাহি খাবে অন্ন জল,
বিসঙ্কটে হবে শুভঙ্কর॥
রাজ-আজ্ঞা শিরে ধরি, সঙ্গে লয়ে সাত তরী,
ধনপতি চলিব সিংহলে।
লঙ্ঘিয়া তোমার ঘট, ছয় ডিঙ্গা হবে নট,
বন্দী হব রাজবন্দীশালে॥
শ্রীপতি হইবে সুত, সঙ্গে সাত তরি যুত,
চলিবেন পিতার উদ্দেশে।
জিনিয়া রাজার সভা, সুশীলা করিয়া বিভা,
শ্রীপতি আসিবে নিজ দেশে॥
বিক্রমকেশরী নাম, বিজয়া করিবে দান,
কেবল তোমার পূজাফলে।
হেমঝারি জলগর্ভা, অষ্টম তণ্ডুল দূর্ব্বা,
পূজা নিবে বাসর মঙ্গলে॥
শুনিয়া পদ্মার বাণী, আনন্দিতা নারায়ণী,
বিশ্বকর্ম্মে করিল স্মরণ।
উমাপদ-হিতচিত, রচিল নূতন গীত,
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ॥

দেবীর আজ্ঞায় পুরীনির্ম্মাণ।

মনে লাগে চণ্ডীর পদ্মার উপদেশ।
যুক্তি করি সখীসঙ্গে উপায় বিশেষ॥
বিশ্বকর্ম্মে ভগবতী কৈল স্মোঙরণ।
স্মৃতিমাত্রে বিশ্বকর্ম্মা আইলা ততক্ষণ॥
অষ্টাঙ্গ লোটায়ে বিশাই হইল নতিমান্।
আশ্বাসিয়া অভয়া দিলেন তারে পাণ॥
তোরে ভার দিনু বাপু নিজ পূজামূল।
কলিঙ্গনগরে মোর রচিবে দেউল॥
এমন বচন যদি বৈল ভগবতী।
বিনয়ে বিশাই পুন করিল প্রণতি॥
তবে মা করিতে পারি দেউল নির্ম্মাণ।
যদি মোর সঙ্গে দেহ বীর হনূমান্॥
প্রসঙ্গ করিতে তথা আইলা মারুতি।
হাতে পাণ দিয়া চণ্ডী দিলেন আরতি॥
উপনীত দুইজনে কংসনদীর কূলে।
শুভক্ষণে আরম্ভ তমাল তরুমূলে॥

সাতার বন্দে বিশাই ধরিলেন সুতা।
ইন্দ্রনীল পাষাণে রচিত কৈল পোতা॥
মুণ্ডে আরোপিয়া গিরি আসে হনূমান্।
শিশির ভিতরে দেউল করিল নির্ম্মাণ॥
হীরা-নীলা-মরকতে করিলেন চূড়া।
রসান দর্পণ তার চারিদিগে বেড়া॥
ধবল চামর শিরে ত্রিশাখ পতাকা।
রাকাপতি বেড়ি যেন ফিরয়ে বলাকা॥
থরে থরে প্রবাল মুকুতা পাঁতি পাঁতি।
পূর্ণিমা সমান হৈল অমাবস্যা-রাতি॥
নানা চিত্র করিল যে করিয়া যুগতি।
হেমময় তথি আরোপিলা ভগবতী॥
কাঞ্চনের দুই ঝারি বৃষভে মহেশ।
ময়ূরে কার্ত্তিক লেখে মূষাতে গণেশ॥
হনুমান্ অভয়ার ল'য়ে অনুমতি।
পাষাণে রচিত কৈল পূজার পদ্ধতি॥
নখে কোঁড়ে-হনুমান দীঘি সরোবর।
চারিখান পাহাড় কৈল যেন মহীধর॥
পাষাণে রচিত কৈল চারিখান ঘাট।
নানাবর্ণ পাষাণে রচিত নাছ বাট॥
শূন্য দেখি সরোবর বীর মহাবল।
পাতাল ভেদিয়া তোলে ভোগবতী-জল॥
সরোবর বেড়ি বিশাই করিল উদ্যান।
রসাল পনস রম্ভা রোপে হনুমান॥
তাল নারিকেল রোপে দাড়িম্ব খর্জ্জুর।
করঞ্জা কমলা টাবা নারঙ্গ বীজপূর॥
নেহালি বান্ধুলি চাঁপা টগর তুলসী।
রঙ্গণ মালতী জাতি শিউলি আতসী॥
সপ্তদল মল্লিকা যূথী কুন্দ কুরুবক।
কেতকী ধাতকী করবীর কুরুণ্টক॥
রজনীসময় গেলা পবন-নন্দন।
আনিয়া মলয় হৈতে রোপিল চন্দন॥
নির্ম্মাণ করিতে হৈল নিশি অবসান।
বিদায় করিল চণ্ডী করিয়া সম্মান॥
স্বপন কহিতে যান নৃপতির দেশ।
শ্রীকবিকঙ্কণ কৈল পাঁচালী বিশেষ॥

কলিঙ্গ রাজার প্রতি স্বপ্নাদেশ।

যামিনীর অবশেষে, রাজার শিয়রদেশে,
স্বপন কহেন ভগবতী।
সজল উভয় নেত্র, রোমাঞ্চ সকল গাত্র,
শ্রবণ করেন নরপতি॥
ছাড়ি দক্ষজনি-অঙ্গ, করি তার মখ-ভঙ্গ,
ক্ষিতি নাহি আসি বহুকাল।
জন্মি হিমালয় ঘরে, আইলাম মরত-পুরে,
শুন হে কলিঙ্গ মহীপাল॥
করি শম্ভু পরামর্শ, আইলাম ভারতবর্ষ,
লইব তোমার পূজা আগে।
করিব রিপুর ধ্বংস, বাড়াব তোমার বংশ,
নৃপতি করিব নর-আগে॥
হয়ে তোরে কৃপাময়ী, সমরে করাব জয়ী,
একচ্ছত্রা পালিবে ধরণী।
বাড়াব তোমার যশ, ভুবন করাব বশ,
করিব নৃপতি চূড়ামণি॥
কংসনদীর তীরে, ইচ্ছিয়া কুসুম-নীরে,
নিরমিলুঁ দেহারা আপনি॥
প্রজা পুত্র পুরোহিত, সঙ্গে লৈয়া সাবহিত,
আমারে পূজিবে নৃপমণি।
দক্ষপুরে আমি দাক্ষী, কাশীপুরে বিশালাক্ষী,
লিঙ্গধারা নৈমিষ-কাননে।
প্রয়াগে ললিতা নামে, বিমলা পুরুষোত্তমে,
কামবতী গন্ধমাদনে॥
গোকুলে গোমতী-নামা, তাম্রলিপ্তে বর্গভীমা,
উত্তরে বিদিত বিশ্বকায়া।
জয়ন্তী হস্তিনা-পুরে, বিজয়া নন্দের ঘরে,
হরি সন্নিধানে মহামায়া॥
তুষিতে অমর সর্ব্বে, দেবকী-অষ্টমগর্ভে,
হল্য প্রভু ক্ষিতিভার-নাশে।
হরিতে কংশের ভীতি, যোগনিদ্রা ভগবতী,
থুইল যশোদা-গর্ভ-বাসে॥
ভোজরাজ আতঙ্কে, শ্রীহরি করিয়া অঙ্কে,
বসুদেব গেলা নন্দাগারে।
অগাধ যমুনা-জল, মায়াপতি কৈলুঁ স্থল,
শিবারূপে নদী কৈলুঁ পার॥

পরিচয় পায়্যা রায়, ধরিল চণ্ডীর পায়,
কোকিলে পঞ্চম নাদ পূরে।
হইলে প্রভাত কাল. বরজ ফুকরে ভাল,
আনন্দ বাধাই রাজপুরে॥
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয় নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

চণ্ডী পূজা।

মঙ্গল রাগ।

শুভ স্বপন দেখি, নৃপতি হইলা সুখী,
অনন্দে দুন্দুভি-ঘোষণা।
"কলিঙ্গ নগরে, বিভব-অনুসারে,
পূজিবে দেবী ত্রিলোচনা॥"
প্রভাতে করি স্নান, দ্বিজে করিল দান,
রায়বারে দিল গজ ঘোড়া।
পাইয়া শুভ কাল, রুদ্রাক্ষ কণ্ঠমাল,
পূজেন হেম ঝারি জোড়া॥
পূজেন নরপতি, আনন্দে হৈমবতী,
ব্রাহ্মণে করে বেদ গান।
শঙ্খ ঘণ্টা ডম্ফ, মৃদঙ্গ জগঝম্ফ,
বাজয়ে ডম্বরু বিষাণ॥
দেউল আচম্বিত, কাঞ্চন-কলসিত,
দেখিয়া সবিস্ময় মতি।
স্থবির শিশু যুবা, বিহঙ্গ পশু কিবা,
দেখিতে ধায় লঘুগতি॥
বংসনদী-তট, উভ তট-নিকট,
পুরট-রচিত দেহরা।
পৌর নিতম্বিনী, বদনে জয়ধ্বনি,
দেখিতে ধায় ত্বরিত্বরা॥
অমাত্য পুরোহিত, কুটুম্ব জাতি যুত,
বন্দয়ে নৃপ বরাবরে।
প্রচুর যথাবিধি, (ঘৃ) গুড় মধু দধি,
নৈবেদ্য দিল ভারে ভারে॥
পূজার অবসানে, ছাগ মেষ আনে,
উৎসর্গী দিল বলিদানে।
দেউল-চারি ভিতে, শোণিত বহে স্রোতে,
চামুণ্ডা করে রক্তপান॥
মৃদঙ্গ ভেরি পড়া, দোখণ্ডী বাজে কাড়া,
মাতঙ্গ-পৃষ্ঠে জোড়া দামা।
পৌর-নিতম্বিনী বদনে জয় ধ্বনি,
দেখিতে আইসে পঞ্চগ্রামা॥
অষ্টমী ভৌমবারে, ষোড়শ উপচারে,
নৃপতি পূজে পুণ্যবান্।
মহিষ ছাগ মেষ, রোহিত রাজহংস, (ধূসর)
লক্ষেক দিল বলিদান॥
তণ্ডুল অষ্টদূর্ব্বা, জাহ্নবীজল-গর্ভা,
কাঞ্চনে বিরচিত ঝারি।
অঞ্জলি সরসিজে, নৃপতি দেবী পূজে,
নাচে গায়ে বিদ্যাধরী॥
পূজিয়া বারেবার, করিয়া পরিহার,
নৃপতি করায় অঞ্জলি।
প্রদক্ষিণ নতি, নৃপতি করে স্তুতি,
আনন্দে পুলকপটলী॥
শ্রীরঘুনাথ-নাম, অশেষগুণধাম,
ব্রাহ্মণ ভূমের পুরন্দর।
তাহার সভাসদ, রচিয়া চারুপদ,
মুকুন্দ গান কবিবর॥

কলিঙ্গভূপতি-কৃত ভগবতীর স্তব।

দুর্গা দুর্গা পরা মাতা দুর্গতিনাশিনী।
গোকুল রাখিলা তুমি যশোদা-নন্দিনী॥
নিদ্রারূপা হয়ে তুমি ভাণ্ডিলা প্রহরী।
যখন দেবকীগর্ভে জন্মিলা শ্রীহরি॥
নানা অবতারে মাতা বিষ্ণু-সহায়িনী।
দুরিতনাশিনী মাতা দুর্গতিনাশিনী॥
যমুনা আবর্ত্তশালী বিষম করালী।
তথি পার কৈলা মাতা হইয়া শৃগালী॥
ভুভার খণ্ডিতে কৈলে আপনি প্রচার।
কংসভয়ে কৃষ্ণ কৈলা কালিন্দীর পার॥
কৌতুকে শুইয়া ছিলা দেবকীর কোলে।
কর পদ ধরি কংস বধিবারে তোলে॥
বিপদনাশিনী তোমা গায় হরিবংশে।

কৃষ্ণের করিলা কার্য্য ভাণ্ডাইয়া কংসে ॥
নন্দগোপসুতা শুম্ভ-নিশুম্ভ-নাশিনী।
ভুবনবিদিতা বিন্ধ্য-শিখর-বাসিনী ॥
নানায়ুধ-বিভূষিত-অষ্ট-মহাভুজা।
বলি দিয়া দশ লোকপাল কৈলা পূজা ॥
রাবণের বধহেতু মিলিয়া দেবতা।
তোমার বোধন কৈল অকালে বিধাতা ॥
নানা উপচারে পূজা কৈলা রঘুনাথ।
তবে রাবণের হৈল সবংশে নিপাত ॥
হৈল মধুকৈটভ হরির কর্ণমলে।
ব্রহ্মাকে বধিতে যায় নিজ বাহুবলে ॥
নাভি-পদ্মে বিধাতা পূজিল ভগবতী।
দুই অসুরের হৈল নারায়ণে মতি ॥
যেই জন নাহি করে তোমার পূজন।
সেই নর কিবা জানে কৃষ্ণের ভজন ॥
কাত্যায়নী পূজা করি পাইল বরদান।
'নন্দ-গোপসুত' দেখি তাহার প্রমাণ ॥
এত স্তুতি কৈল যদি কলিঙ্গভূপতি।
বর দিয়া কৈলাস চলিলা ভগবতী ॥
রচিয়া মধুর পদে একপদী ছন্দ।
শ্রীকবিকঙ্কণ গীত গাইল মুকুন্দ ॥

পশুদিগের প্রতি দেবীর বরদান।

পূজার দক্ষিণা দিল হেম দশতোলা।
শিরোপর লইল বিপ্রের পদধূলা ॥
দ্বিজে নিয়োজিল নিত্য-পূজায় নৃপতি।
শতেক ব্রাহ্মণ নিত্য পড়ে সপ্তশতী ॥
শঙ্কর-সদনে গৌরী গেলা সেই বেশে।
অংশরূপে পূজা লয়্যা কলিঙ্গের দেশে ॥
বিন্ধ্যের নিকটে বৈসে যত পশুগণ।
পথে যাইতে চণ্ডীর পাইল দরশন ॥
কেশরী শার্দ্দূল গণ্ডা তুরঙ্গ বারণ।
শরভ করভ গজ মহিষ দুর্জ্জন ॥
যত পশু একে একে কত নিব নাম।
চণ্ডীর চরণে সভে করিল প্রণাম ॥
ঊর্দ্ধমুখে পশুগণে করয়ে গোহারি।
কৃপা করি মোর পূজা লহ মহেশ্বরী ॥
অপরাধ বিনা পশু সদাই সশঙ্ক।
বর দিয়া ভগবতি কর নিরাতঙ্ক ॥
পশুগণে সদয় হইলা ভগবতী।
আত্মপূজা বিধানে দিলেন অনুমতি ॥
আজ্ঞা পায়্যা পশুগণ হরিষে আকুল।
বনে বনে ফিরিয়া আনিল বনফুল ॥
আম জাম শেয়াকুল কালাচিব ফল।
নৈবেদ্য দিলেন পাদ্য হংস-নদীর জল ॥
প্রদক্ষিণ নমস্কার কৈল বারে বার।
আশীর্ব্বাদ ভদ্রকালী করিলা অপার ॥
বাঘে না খাইবে মৃগ কেশরী বারণে।
তুরঙ্গ মহিষ যে সাম্ভাহ এক স্থানে ॥
অবিরোধে দুঁহে থাক শশারু খটাশ।
স্মরণ করিলে দুঃখ করিব বিনাশ ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত্ত।
পশুর স্থাপনে রচে ছয়পদী গীত ॥

পশুরাজ-সভা।

লইয়া পশুর পূজা, সিংহকে করিয়া রাজা,
নিজঘণ্টা দিল মহামায়া।
যে যার উচিত হয়, তারে দিল সে বিষয়,
কৈলা চণ্ডী পশুগণে দয়া ॥
সিংহ তুমি মহাতেজা, হইলে পশুর রাজা,
টিকা দিল ভবানী ললাটে।
তরক্ষু শুনহ কথা, ধরিবে ধবল ছাতা,
থাক তুমি রাজার নিকটে ॥
শরভ কুলীন তুমি, সকল পশুর স্বামী,
ব্রাহ্মণ যেমন নরমাঝে।
হয়ে তুমি পুরোহিত, চিন্তিবে রাজার হিত,
এই কার্য্য আমে নাহি সাজে ॥
দূর কর নিজ শোক, শার্দ্দূল ভল্লুক কোক,
বনবরা গণ্ডা মহাবীর।
গুরু সনে যেন ছাত্র, লয়্যা পঞ্চ মহাপাত্র,
প্রতিদিন দিবে ফুল নীর ॥
সভ্য করি মৃগরাজে, অভয় করিল সভে,
করাইল সিংহের বাহনে।

আনি ভথি ঘোড় ঘোড়, বাহন করিতে ঘোড়া,
বাজন করিল কপিগণ॥
দিয়েছি তোমারে আমি, শুন হে চমরি তুমি,
চামর ঢুলাবে রাজ-অঙ্গে॥
আমি দিলু তোরে ভার, কুক্কু হও রায়বার,
আপনি থাকিবে তার সঙ্গে॥
বৈদ্য নকুল তুমি, খাইবে ইনাম ভূমি,
চিকিৎসা করিবে রাজপুরে।
পথ্যের নিয়ম শিক্ষা, করিবে পশুর রক্ষা,
ভুজঙ্গ না জিনিবে তোমারে॥
পশুর হাজরা মধ্য, খাইবে প্রজার শস্য,
তুমি হবে রাজার হুয়ারী।
নিশায় জাগিয়া থাক, প্রহরে প্রহরে ডাক,
শিয়াল হও কোটাল প্রহরী॥
নীলকণ্ঠ বারতান, বারাশিঙ্গা চৌকিদার,
পাঁজা মিদ্যা কার ফরমা।
আমার পূজার ফলে, থাক সবে কুতুহলে,
বাঘে আর না খাইবে তোমা॥
উট গাধা ক্ষেতি খাবে, রাজার নফর হবে,
সম্পদে বিপদে তোর ভার।
আর যত পশুগণ, সবে হবে প্রজাগণ,
মণ্ডল হইবে কালসার॥
গুণনিধি-বংশেতে জাত, দ্বিজরাজ রঘুনাথ,
সভাসদ শ্রীকবিকঙ্কণ।
চণ্ডীর চরণে চিত, রচিল নূতন গীত,
শিব লয়্যা শুনহ বচন॥

শিবপূজা-প্রচার।

যে কালে ভবানী গেলা কলিঙ্গের দেশ।
সে কালে মরতে পূজা নিলেন মহেশ॥
সপ্ত পাতালে শিব পূজে নাগলোক।
বর দিয়া হর তার দূর কৈল শোক॥
প্রথমে শিবের পূজা করে দৈত্যগণ।
শুম্ভ নিশুম্ভ আগে করয়ে পূজন॥
মহিষ চিকুর পূজে বাতাপী ইল্বল।
শঙ্কর পূজিয়া তারা পায় নানা ফল॥
অবনী-মণ্ডলে পূজে ধর্মশীল নর।
জীবন অবধি পূজে মৃত্তিকা-শঙ্কর॥
পুরীমধ্যে দেয় কেহ শিবের মন্দির।
বর পায়্যে নরলোক হয় মহাবীর॥
চৈত্র মাসে পূজে শিব নানা উপচারে।
ঢাক ঢোল বাদ্য বাজে শিবের মন্দিরে॥
জিহ্বা কাটে কি হুবা ফোঁড়ে করয়ে চড়ক।
অভিমত ফল পায় না যায় নরক॥
ত্রেতা যুগে সন্ন্যাস করিল দশানন।
তেন মত মরতে পূজেন সর্বজন॥
পিশাচ দানব শিবে পূজে প্রতিদিন।
যে জন শঙ্কর পূজে নহে ধনহীন॥
অমরাবতীতে পূজা করে পুরন্দর।
তার সুত কুসুম যোগায় নীলাম্বর॥
পূজা লয়ে শূলপাণি আইলা কৈলাস।
হেন কালে চণ্ডী গেলা শঙ্করের পাশ॥
কর যোড় করি চণ্ডী করিল প্রণতি।
আশ্বাসিয়া তাঁরে জিজ্ঞাসিলা পশুপতি॥
কহিল ভবানী তাঁরে পূজার বারতা।
চরণে ধরিয়া কিছু কন গিরিসুতা॥
আট দিন পূজা মোর মরত-ভিতরে।
তিন দিবসের কথা লয়্যা নীলাম্বরে॥
নীলাম্বরে শাপ দিয়া যদি লহ ক্ষিতি।
তবে সে প্রচার হয় পূজার পদ্ধতি॥
তিল মাত্র নীলাম্বরের নাহি দেখি পাপ।
কেমন প্রকারে আমি দিব তারে শাপ॥
যদি মহী ইচ্ছা করে ইন্দ্রের কোঙার।
তবে অভিশাপ দিব কি দোষ তোমার॥
অঙ্গীকার কৈল হর চণ্ডী নিল পাণ।
পাণ লয়্যা ভগবতী নারদে পাঠান॥
ইন্দ্রস্থানে বার্ত্তা দিতে চলিলা নারদ।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মহেশের পদ॥

শক্তিপূজা প্রচারে সূচনা।

সুধর্ম্ম সভায়, বসিলা দেবরায়,
বিচিত্র কনক-আসনে।
লইয়া পাঁজী পুথি, সম্মুখে বৃহস্পতি,
বসিলা রাজসন্নিধানে॥

জয়ন্ত নীলাম্বর, দুই ত সহোদর,
চৌদিকে শতেক কুমার।
সেবক প্রধান, মিলিয়া শুণ্যা পাণ,
যোগায় করিয়া সুসার॥
বাসয়া শ্রীখণ্ড, হেমরত্ন-দণ্ড,
চামর ঢুলায় মাতলি।
মাগধ বন্দী ভাট করয়ে স্তুতি পাঠ,
মাথায় করিয়া অঞ্জলি॥
পাবকআদি করি দিগের অধিকারী
পবন নৈর্ঋত বরুণ।
কুবের প্রভঞ্জন, আদি দেবগণ,
আইলা ইন্দ্রের সদন॥
দুর্ব্বাসা জৈমিনি, আদি যত মুনি,
আইলা ইন্দ্রের ভুবন।
এমন সময়, আইলা মহাশয়,
নারদ বিরিঞ্চি-নন্দন॥
উঠিয়া প্রণিপাত, করিল সুরনাথ,
বসাল্য কনক-আসনে।
করিয়া পূজন, বার্ত্তা জিজ্ঞাসন,
শ্রীকবিকঙ্কণে ভণে॥

নারদের প্রতি ইন্দ্র-বাক্য।

নারদ হে কহ দেখি দেশের বারতা।
কহ না সকল তথ্য ছিলে যথা যথা॥
এ তিন ভুবনে নাহি তোমার সমান।
ভূত ভবিষ্যত তুমি জান বর্ত্তমান॥
নিজ সৃষ্টি রাখিতে সৃজিল ধর্ম্মসেতু।
তোমাকে করিল বিধি পালনের হেতু॥
ভাগ্যে তব পদরেণু আমার ভবনে।
পবিত্র হইলাম আমি তোমা দরশনে॥
আমার সমান কেহ নাহি ভাগ্যবান্।
আমার আশ্রমে মুনি তুমি অধিষ্ঠান॥
দেখিয়া তোমার কৃপা হেন লয় মনে।
চিরদিন রবে লক্ষ্মী আমার ভবনে॥
যেই জন তোমার বীণার রব শুনে।
সেই জন ভাগ্যবান্ এ তিন ভুবনে॥
ইন্দ্রের বচন শুনি বলেন নারদ।
মুকুন্দ রচিল গীত মনোহর পদ॥

ইন্দ্রের প্রতি নারদের উক্তি।

ধানশী রাগ।

ইন্দ্র! কি আর কহিব কথা, হৃদয়ে লাগয়ে ব্যাথা,
নিবেদিতে বড় ভয় করি।
নিবাত কবচ জম্ভ, আর শুম্ভ নিশুম্ভ,
বাতাপি তোমার বড় অরি॥
সর্ব্ব উপভোগ-হীন, শত ফুলে প্রতিদিন,
দশ দণ্ডে মহাদেব পূজে।
সেই সব ভুজবলে, মহাদেব পূজাফলে,
শুম্ভ নিশুম্ভ রণে যুঝে॥
সেই মহাসুর জম্ভ, কি কব তাহার দম্ভ,
ভুজবলে পর্ব্বত উপাড়ে।
ত্রিভুবনে নাহি বীর তার রণে হয় স্থির,
দিক্ করী তুলিয়া পাছাড়ে॥
নানা ফুল পরবন্ধে, কুঙ্কুম কস্তূরী-গন্ধে,
নৈবেদ্য কি বলিব তাহার।
পূজা-নিকেতনে তার, দেয় ষোড়শোপচার,
দক্ষিণা কাঞ্চন শতভার॥
শিবেরে করিতে প্রীতি, প্রতিদিন নাট গীতি,
সন্ধ্যাকালে ব্যাল্লিশ বাজন।
যদি পায় চতুর্দ্দশী, থাকে বীর উপবাসী,
নিশাকালে করে জাগরণ॥
কিবা সে সঙ্কল্প করি, পূজে হর ত্রিপুরারি,
এ বড়ি সন্দেহ মোর মনে।
বুঝিয়ে দৈত্যের কার্য্য, লইবে তোমার রাজ্য,
হেন আমি লিখি অনুমানে॥
ভোগ কর নিরাতঙ্কে, থাকহ কামিনী সঙ্গে,
রাজভোগে পড়িয়াছ ভোলে।
শিবের পাইয়া বর, দৈত্য হইল ধনুর্দ্ধর,
কোন্ দিন পড় গণ্ডগোলে॥
ছাড়িয়া সকল কাজ, এক চিত্তে দেবরাজ,
মহেশের করহ পূজন।
করিয়া ত্রিপদিছন্দ, পাঁচালী করিল বন্ধ,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

নীলাম্বরের প্রতি ইন্দ্রের ক্রোধ।

সুরলোক সহিত উঠিয়া সুরপতি।
চরণে ধরিয়া তাঁর করিল প্রণতি॥
উপদেশ বলিয়া চলিয়া গেল মুনি।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে মুনি গেলেন অবনী॥
পুনর্ব্বার সভাতে বসিল সুররায়।
নিবিষ্ট করিয়া মন শিবের পূজায়॥
বৃহস্পতি বসিলা লইয়া পাঁজী পুথি।
বিচার করেন গুরু বার শুভ তিথি॥
বিচার করিল গুরু কালি শুভ দিন।
গুণ বহুতর আছে কিন্তু দোষহীন॥
মহেশ পূজিতে ইন্দ্রে হৈলা ভক্তিমান্।
জয়ন্তে ডাকিয়া আনি তারে দিল পাণ॥
প্রভাতে উঠিয়া পুত্র তুমি কর স্নান।
উপহার পূজার করহ সাবধান॥
শচীরে দিলেন পাণ চন্দনের তরে।
পুষ্প তুলিবারে পান দিল নীলাম্বরে॥
পাণ নিতে নীলাম্বর জোড় কৈল কর।
ডাকিল শকুনি তার মাথার উপর॥
জ্যোঠীরব নীলাম্বর শুনিল শ্রবণে।
দৈব-দোষে তাহা না শুনিল কোন জনে॥
বুকে হাত দিয়া নিবেদয়ে নীলাম্বর।
বাধা পড়িল গোঁসাই মাথার উপর॥
পুষ্প তোলা বিনে অন্য করহ আরতি।
রোষযুত হৈয়া তারে বলে সুরপতি॥

নীলাম্বরের প্রতি ইন্দ্রের আদেশ।

নীলাম্বর! পুষ্প তুলিবারে লহ পাণ।
দ্বিধা ঘুচাইয়া মনে, প্রবেশ নন্দনবনে,
মোর বাক্যে না করিহ আন॥
অধিক আরতি নয়, সবে হব দণ্ড ছয়,
নন্দন কানন ভিতর।
নিকটে কুসুম আছে, না চড়িতে হবে গাছে,
আরাধন করিব শঙ্কর॥
না পাঠাব তোরে বনে, দুরন্ত অসুর সনে,
না পাঠাব তোরে দূর দেশ।
আপন কাননে যাবে, কুসুম আনিয়া দিবে,
উহাতে ভাবহ কেন ক্লেশ॥
যযাতির পুত্র পুরু, মহান্ চরিত্র চারু,
জরা নিল পিতার বচনে।
শান্তিরসে দিয়া মন, দিল নিজ যৌবন,
যশ তার ঘোষে ত্রিভুবনে॥
আজ্ঞা দিলেন তাত, বনে গেলা রঘুনাথ,
ছাড়িয়া কনক সিংহাসন।
জানকী লক্ষ্মণ সাথে, প্রবেশে কাননপথে,
যশে পূর্ণ কৈল ত্রিভুবন॥
বাপের আজ্ঞাতে সুত, কর্ম্ম করে অদভুত,
নিদর্শন তাতে ভৃগু সুতে।
শুনিয়া বাপের কথা, কাটিল মায়ের মাথা,
সেই যশ ঘোষে অবনীতে॥ *
রোষযুত পুরন্দর, দেখি বালা নীলাম্বর,
অঞ্জলি করিয়া নিল পাণ।
দামুন্যানগর-বাসী, সঙ্গীত অভিলাষী,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

নীলাম্বরের পুষ্পচয়ন।

ধানশী রাগ।

গঙ্গাজলে করি স্নান, শুক্ল ধুতী পরিধান,
প্রভাতে চলিলা নীলাম্বর।
সাজি আঁকুড়ি হাথে, চলিলা কাননপথে,
সোঙরণ করিয়া শঙ্কর॥

---

* পরিবর্ত্তিত পাঠ ;—
ভৃগুনামে মহামুনি, সকল পুরাণে শুনি,
ব্রহ্মার কুলের নন্দন।
রেণুকা রমণী তার, সুত ভুবনের সার,
ক্ষত্রিয়কুলের বিনাশন॥
রেণুকার দেখি দোষ, উঠিল পরম রোষ,
সুতে আজ্ঞা দিলা মহামুনি।
শুনিয়া বাপের কথা, কাটিল মায়ের মাথা,
ত্রিভুবন কৈল ধনি ধনি॥

নীলাম্বর পশিয়া তোলেন শত ফুল।
প্রবেশি নন্দন-বনে, কুমার হরিষ মনে,
ছয় ঋতু দেখিল সম্মুখ।
কৈরব তোলে কহ্লার কালা,
পানীশিয়লী পানীকালা,
কমল কুমুদ ইন্দীবর।
অশোক কিংশুক ঝাটী, জাতি যূথী মুরুভাটী,
রঙ্গণ তুলসী নাগেশ্বর॥
তোলে কুরুবক কুরুণ্টক, কুন্দ আর মরুবক,
কদম্ব কনক-করবীর।
লবঙ্গ অতসী দোনা, গন্ধৰ্বী বাকুস-সোণা,
প্রত্যঙ্গিরা তোলে মহাবীর॥
কুমার হরিষ মন, তুলিল কদম্ববন,
আচ চাঁপা কাঞ্চন কেশর।
শ্বেত রক্ত নীল ওড়, তুলিল কুসুম জোড়,
শ্বেত রক্ত তুলিল টগর॥
মেহালি পিয়লী দূর্ব্বা, বনকরবীর মূর্ব্বা,
অতসী শিয়লী পারিজাত।
অপামার্গ বাস-সোণা, সাই তোলে নাকদানা,
রক্তোৎপল আর অবদাত॥
বিশল্যাঙ্গলা দীর্ঘজটা, বৃহতী ঘৃচায্যা কাঁটা,
ভূমিচম্পা তগর সপ্তলা।
আমলা কুড়চি কেয়া, মদন বদাক জয়া,
কামরূপী তুলিলা পাটলা॥
সামলড়া ঘাটফুল, কাল্যকাড়া তোলে মৌল,
বানস্তিক আখণ্ড শ্রীফল।
নোঙাইয়া ধরি ডাল, তমাল পিয়াল শাল,
দুই হাথে তুলিল হিজল॥
আকন্দ পলাশ কাঁটা, কর্ণিকার শ্বেতজটা,
সূর্য্যমণি তুলিল গুলাল।
বিবসনা তারবাজী, তুলিয়া পূরিল সাজি,
কোকিলাক্ষী চিত্রাক্ষী দুলাল॥
সেউতি কর্কটি যূথী, ইন্দু-ফুল তোলে ইতি,
বান্ধুলী তুলিল শতাবরী।
কয়ন্ত যুগল সোণা, দাড়িম্ব মুদিত মনা,
রামতুলসী তুলিল বিদারী॥
হইল পূজার বেলা, গাঁথিল শতেক মালা,
নীলাম্বর আইল ধাওয়াধাই।
আচ্ছাদিয়া পদ্মদলে, থুইল পূজার স্থলে,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গাই॥

ইন্দ্রের শিবপূজা।

মঙ্গল রাগ।

চৌদিগে জয় জয়, পূজেন হরিহর,
অনন্যভাবে ভূতনাথ।
দোখণ্ড বাজে জোড়া, মৃদঙ্গ শঙ্গ পড়া,
শতেক পুত্র লয়্যা সাথ॥
দিবস পূর্ব্ব যাম, রাগিণীগণ গান,
রুদ্রের অধ্যায় মহিমা।
নারদ বীণাপাণি, গায়েন বেদধ্বনি,
শঙ্কর-গুণের গরিমা॥
শঙ্করে প্রেম দীঠে, বাসাল্য হেমপীঠে,
পাখালে শিবের চরণ।
বসনে পদ মুছি, নিছনি কৈল শচী,
বসন অমূল্য রতন॥
শিবের মহাস্নান, করান মঘবান্,
শতেক ভার গঙ্গাজলে।
মৃগাঙ্ক জিনি ভাস, পারল্য দিব্যবাস,
কস্তূরী টীকা দিল ভালে॥
কুসুম চন্দন, কস্তূরী বিলেপন,
বাসব দিল হর-অঙ্গে।
ষোড়শ উপচারে, পূজেন শঙ্করে,
সকল পুরজন সঙ্গে॥
ডমরু ডিমডিমি, বাজান দেবস্বামী,
সুসঙ্ক ঘন ঘন শিঙ্গা।
প্রমথপতি-কাছে, ত্রিদশপতি নাচে,
ডম্ফ বাজে ধিঙ্গধিঙ্গা॥
স্তবন গদ্যপদ্যে, সঘন মুখ-বাদ্যে,
অষ্টাঙ্গ দণ্ডবত নতি।
বাসব একচিত্ত, একান্ত ভাব রত,
তুষিল দেব উমাপতি॥
নৈবেদ্য নানাবিধি, খণ্ড মধু দধি,
শর্করা পূরি হেমথালে।
সুগন্ধি ধূপধূমে, আমোদ কৈলা ধামে,

এতেক বিধানে, পুজেন দিনে দিনে,
নিয়ম দ্বাদশ বৎসর।
ভ্রমিয়া বনে বনে, করিয়া যতনে,
পুষ্প তোলেন নীলাম্বর॥
আপন ব্রত কথা, সাধিতে সাবহিতা,
কাননে উরিলা ভবানী।
রচিল নানা ছন্দ, গাইল মুকুন্দ,
বদনে নাচে যার বাণী॥

ভগবতীর মৃগীরূপ ধারণ।

পদ্মাবতী সনে যুক্তি করিয়া অভয়া।
নন্দনকাননে আসি পাতিলেন মায়া॥
ফুলহীন কৈল দেবী নন্দন-কানন।
হরিল সকল ফুল যত উপবন॥
বাম করে করণ্ড আঁকুড়ি ডানি করে।
প্রবেশিল নীলাম্বর মালঞ্চ ভিতরে॥
ফুলহীন বন দেখি ভাবে নীলাম্বর।
কোথা পাব শত ফুল প্রহর ভিতর॥
ফুলের অভাব চিন্তা নীলাম্বরে পায়।
রথে চড়ি নীলাম্বর বসুমতী ধায়॥
যাত্রার সময়ে ডোমচিল উড়ে মাথে।
কাঠুরিয়া কাষ্ঠভার লয়্যা যায় পথে॥
উপনীত নীলাম্বর হ-লা বজুবনে।
তথা ধর্ম্মকেতু তাড়া দিয়াছে হরিণে॥
রূপসী হরিণ হয়্যা আপনি অভয়া
ব্যাধের সম্মুখে আসি পাতিলেন মায়া॥
রৈয়া রৈয়া যায় মাতা দীঘল তরঙ্গ।
তার কাছে ব্যাধ যেন উড়য়ে পতঙ্গ॥
আকর্ণ পূরিয়া মহাবীর এড়ে শর।
শর ছাড়ি দিতে দেবী হইলা অন্তর॥
অনিমিখ নয়নে দেখিল নীলাম্বর।
ফুল চিন্তা দূরে গেল ভাবেন কোঙর॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

নীলাম্বরের খেদ।

পাহিড়া রাগ।

বসিয়া তরুর তলে, ভাসিয়া লোচন-জলে,
বিষাদ ভাবয়ে নীলাম্বর।
হৃদয়ে রহিল শাল, ব্যাধের জনম ভাল,
কেনে হইলাম ইন্দ্রের কোঙর॥
এই ব্যাধ ভাল জীয়ে, তৃষাকালে পানী পিয়ে,
যথাকালে করয়ে ভোজন।
পুরমথনের পূজা, যাবত না করে রাজা,
ততক্ষণ উদর দহন॥
এই ব্যাধ গুণধাম, বনবাসী যেন রাম,
মৃগ দেখে মারীচ সমান
সিংহ জিনি মাঝাদেশ, লতায় জড়িত কেশ,
অভিনব যেন পঞ্চবাণ॥
না করিল কোন কর্ম্ম, বিফল দেবতা জন্ম,
বিদ্যার না করি অন্বেষণ।
না করিল ধনুর্শিক্ষা, কেমতে পাইব রক্ষা,
যদি হয় দেবাসুরে রণ॥
*সাজি দণ্ড হাথে করি, প্রভাতে কাননে ফিরি,
অনুদিন যেন মালাকার।
চরণে কণ্টক ভুকে, আঁচর শতেক বুকে,
নিদারুণ দৈব আমার॥
হইয়া বড় আকুল, সম্ভ্রমে তুলয়ে ফুল,
শ্রীফল-কণ্টক ছিন্ন হাথ।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিল বন্ধ,
বেগে রথ চালায় সারথি।

মহাদেবের কোপ।

দেখিল দুপোর বেলা শচীর কোঙর।
দুই করে তোলে ফুল কানন-ভিতর॥

---

* পরিবর্ত্তিত পাঠ;—
ভাবে নীলাম্বর বালা, হইল দুপোর বেলা,
সাবধান করয়ে সারথি
হয়্যা বড় আকুল, সভয়ে তোলয়ে ফুল,
মুকুন্দ রচিল শুভমতি॥

যখন বেলা পানে চায় তৃষায় আকুল।
যত পায় ভণ্ড তোলে না ছাড়ে মুকুল॥
কুসুম ভিতরে চণ্ডী পাতিলেন মায়া।
পলাশে রহিলা দারুপিপীলিকা হৈয়া॥
ব্যোমযানে লঘুগতি আইসে নীলাম্বর।
সুতের বিলম্বে দুখ ভাবে পুরন্দর॥
খেলায় উন্মত্ত শিশু কৈল কিবা পাপ।
আজি হর তাহাকে দিবেন অভিশাপ॥
ধূপ দীপ নৈবেদ্য করিয়া সবিলম্ব।
নীলাম্বর আইলে পূজা করিল আরম্ভ॥
কুসুম-অঞ্জলি ইন্দ্র দিল হর-শিরে।
কণ্টক ভুকিল দুঃখ পাইল অন্তরে॥
দারু-পিপীলিকা তার প্রবেশে কুন্তলে।
মরমে দংশিল হর হইলা আকুলে॥
অনল সমান পোড়ে পিপীলিকা-বিষ।
কোপেতে বলেন হর হৈয়া বিমরিষ॥
শুন ইন্দ্র তুমি ত্রিদশের অধিকারী।
কিসের কারণে পুত্র জনম-ভিখারী॥
করহ আমারে ইন্দ্র কপট অর্চ্চনা।
কপট ভকতি করি কর বিড়ম্বনা॥
পাট-নেত বাস পর গলে রত্নমালা।
হাড়মালা মোর গলে পরি বাঘ-ছালা॥
অচল কমলা তোর সম্পদ বিশাল।
পরিহাস কর মোরে দেখিয়া কাঙ্গাল॥
স্মরহর ভ্রূকুটী নিষ্ঠুর ভীম মুখে।
নয়নে নিকলে অগ্নি ঝলকে ঝলকে।
অঞ্জলি করিয়া কিছু বলে পুরন্দর।
মোর দোষ নাহি ফুল তোলে নীলাম্বর॥
নীলাম্বরে জিজ্ঞাসেন প্রভু শূলপাণি।
ভয় ত্যজি নীলাম্বর কহ সত্য বাণী॥
কহিল কুমার সত্য যে দেখিল বনে।
চণ্ডিকার সত্য কথা হর কৈল মনে॥
মোর সেবা ছাড়ি তুমি অন্য কর সাধ।
বসুমতী চল ঝাট হও গিয়া ব্যাধ॥
হেন বাক্য হৈল যদি শঙ্করের তুণ্ডে।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে কুমারের মুণ্ডে॥
চরণে ধরিয়া কিছু বলে নীলাম্বর।
গাইলেন পাঁচালি মুকুন্দ কবিবর॥

নীলাম্বর কর্তৃক শিবের স্তব।

করুণ রাগ।

চরণে ধরিয়া হরে, কুমার মিনতি করে,
অপরাধ ক্ষেম মহাশয়।
অতি লঘু মোর পাপ, দিলে নিদারুণ শাপ,
ব্যাধকুলে জনম নিশ্চয়॥
অবহেলে পাণিপুটে, পান কৈলে কালকূটে,
ত্রিভুবন কৈলা পরিত্রাণ॥
তুমি সত্য গুণধাম, সেবকে নহিবে বাম,
মোরে দৈব ইহাতে নিদান॥
সুর নর নাগ দেবা, করয়ে তোমার সেবা,
কেহ নাহি অধোগতি হয়।
না দেখি এমন সৃষ্টি, চাঁদ হৈতে বিষ-বৃষ্টি,
চন্দন প্রসবে ধনঞ্জয়॥
অভিমত ইচ্ছা করি, সেবিলাম কাম-অরি,
ফল তাহে হৈল প্রতিকূল।
নির্ব্বন্ধ দৈবের দোষে, ভরা দিলাম লাভ আশে,
হরি হরি হারাইলাম মূল॥
বেচিল তোমার পায়, নীলাম্বর নিজ কায়,
যেন ইচ্ছা করহ তেমন।
কৃপা কর দেববর্গ, না চাহি নরক স্বর্গ,
তোমার চরণে রহু মন॥
হৃদয়ে ভাবিয়া দুখ, লাজে কৈল হেঁঠ মুখ
আজ্ঞা কৈল দেব পঞ্চানন।
হইয়া চণ্ডিকা-ভক্ত, চারি মাসে হবে মুক্ত,
আসিবে আপন নিকেতন॥
এমত বলিতে হর, আইল মহেশ্বরজ্বর,
নীলাম্বরে কৈল আলিঙ্গন।
চৌদিকে বান্ধব-মেলা, গলাতে তুলসী মালা,
গঙ্গাতীরে করিল শয়ন॥
নিশি দিশি তুয়া সেবি, রচিল মুকুন্দ কবি,
কৌতুক মঙ্গল অভিলাষে।
কি কব তোমার আগে, গোবিন্দ ভকতি মাগে,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভাষে॥

ইন্দ্রকর্ত্তৃক শিবের স্তব।

মন্দাকিনী-তীরে শয্যা পাতে নীলাম্বর।
পূজা সাঙ্গ করি স্তুতি করে পুরন্দর॥
তোমার চরণ বিনা গতি নাহি আর।
প্রদক্ষিণ প্রণতি করয়ে বারে বার॥
খেমা কর মহাপ্রভু বালকের দোষ।
শিশুমতি নীলাম্বর নাহি কর রোষ॥
পাত্র মিত্র পরিবার শোকের নিদান।
তুমি সত্য তোমা বিনে গতি নাহি আন॥
অভক্তি তোমার পদে বিপদ-নিদান।
ব্রহ্মার তনয় দক্ষ ইহাতে প্রমাণ॥
কালকূট পান করি মৃত্যু কৈলে জয়।
যে জন শঙ্কর পূজে তার কিবা ভয়॥
তোমার চরণে যার একান্ত ভকতি
সকল মঙ্গল তার নাহিক দুর্গতি॥
জন্ম জরা মৃত্যু শোক ব্যাধি দৈন্য-দোষ।
তাবৎ যাবৎ নহে তোমার সন্তোষ॥
মোর নিবেদনে প্রভু কর অবধান।
পুষ্প তুলিবারে দেহ প্রবরের প্রাণ॥
ইন্দ্রের বচনে অনুমতি দিল হর।
অঞ্জলি করিয়া প্রাণ দিলেন প্রবর॥
হরপদ-কমলে মজুক নিজ চিত।
ছায়ার প্রসঙ্গ না ছাড়িয়া গাব গীত॥

ছায়ার সহমরণ।

করুণ রাগ।

হৈল জলশায়ী পতি, ইন্দ্রবধূ ছায়াবতী,
লোক-মুখে শুনিয়া বরতা।
চৌদিগে বেষ্টিত সখী, সন্তাপে মলিন-মুখী,
হরি হরি খোওরে বিধাতা॥
কান্দে বামা ইন্দ্রবধূ, ম্লান হৈল মুখ-বিধু,
স্বামী মৈল প্রথম যৌবনে
নীলাম্বরে কার কোলে, বসিয়া গঙ্গার জলে,
হৃদয়ে যুগল মুষ্টি হানে॥
পড়িয়া চরণ-তলে, ছায়া সকরুণ বলে,
প্রাণনাথ কর অবধান।
তিলেক দারুণ হৈয়া, পাসরিলে নিজ জায়া,
দূর কৈলে সোহাগ সম্মান॥
চিয়ায়া উত্তর দেহ, ছায়ারে সংহতি লেহ,
পাসরিলে পূরব পিরীতি।
তুমি যখন যাও যথা, আগে আমি যাই তথা,
এবে কেন কৈল বিপরীতি।
মোর পরমায়ু লৈয়া, চির কাল থাক জীয়া,
আমি মরি তোমার বদলে।
যে গতি পাইবে তুমি, সে গতি পাইব আমি,
রহিব তোমার পদতলে॥
যতেক করিলুঁ আশ, সকলি হইল নাশ,
অবশেষে ত্যজিলে জীবন।
বিধাতা হইলা বামা, আর না দেখিব তোমা,
বিধি কৈল অকালে মরণ॥
তোমার তুলিতে ফুল, বিধি হৈল প্রতিকূল,
জীবন ত্যজিলা হর-শাপে।
খণ্ড-কপালিনী ছায়া, শঙ্কর ত্যজিল মায়া,
ডুবিলাম বিষম পরিতাপে॥
দেহযোগ নহে সত্য, কেবল মরণ নিত্য,
সর্ব্বলোকে এই কথা জানে।
যৌবনে মরণ কাল, হৃদয়ে রহিল শাল,
প্রবোধ পরাণে নাহি মানে॥
আলাল্য কুন্তল-ভার ত্যজে যত অলঙ্কার,
সঘনে নাড়য়ে আমডাল।
সুরপুরে কোলাহল, সভার লোচনে জল,
শচীর হৃদয়ে বাজে শাল॥
ঢালি বহু ঘৃতভাণ্ড, জ্বালিল অনলকুণ্ড,
সুরনদী-তটে সুরপাত।
দুই কুলে দিয়া বাতি, জীবন ত্যজিল সতী,
পতির মরণে দৃঢ়-মতি॥
বিদায় হইয়া শিবে, লয়্যা দুজনার জীবে,
গেলা চণ্ডী ব্যাধের নিবাসে।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী কারলুঁ বন্ধ,
রাজা কৈল মঙ্গল প্রকাশে॥

নিদয়াকে ভগবতীর ঔষধ দান।

প্রভাতে দ্বাদশী, অভয়া উপবাসী,
হইলা জরতী ব্রাহ্মণী।
আইলা ভিক্ষা-আশে, ধর্ম্মকেতুর বাসে,
নিদয়া দিলেন পীড়া পানী॥
কল্যাণ করেন ভগবতী।
পারণা হেতু ভিক্ষা দেহ গো প্রাণ রক্ষা,
অচিরে হবে পুত্রবতী॥
আছয়ে পঞ্চ কন্যা, অই রসে স্বামী ধন্যা,
ঘটক ভ্রময়ে স্থানে স্থানে।
দেখিল পুণ্যফলে, নিদয়া সেই স্থলে,
কেবল কন্যার নিদানে॥
ঠাকুরাণি! সফল করহ মোর আশ।
পাইয়া তোমার বর, যে হইবে বংশধর,
তোমার করিব দিব দাস॥
কহিয়ে সত্য বাণী, ঔষধ ভাল জানি,
কুমার জনম কারণ।
দিলে সে নাসাপুটে, মোহাগ নাহি টুটে,
হইবে পুত্রের জনম॥
নিদয়া! বচন মিথ্যা নহে মোর!
স্নান করগো তুমি, ঔষধ খুঁজি আমি,
হইবে বংশধর তোর॥
ত্বরায় পুত্র-আশে, স্নান করিয়া আইসে,
নিদয়া বৈসে উর্দ্ধ-মুখে।
মক্ষিকাকঙ্কণ-ধর, প্রবেশি নাসান্তর,
ঔষধ দিল দেবী নাকে॥
নিদয়া পায়ে পড়ি, দিলেক চালু বড়ী,
নগদ কড়ি চারি পণ।
চণ্ডীর আদেশে, হরার গর্ভবাসে,
ছায়াবতী লভিল জনম।
শ্রীরঘুনাথ নাম, অশেষ গুণধাম,
ব্রাহ্মণ ভূমের পুরন্দর।
তাহার সভাসদ, রচিয়া চারুপদ,
গাইল মুকুন্দ কবিবর॥

নিদয়ার গর্ভ।

আজি বড় শুভ দিন গোপালে পাইয়া॥ ধ্রু॥
সেই দিন ধর্ম্মকেতু রতি-রঙ্গ মনে।
আনন্দে ভুঞ্জিল রাত নিদয়ার সনে॥
দেবীর মুখের বাক্য মিথ্যা নহে আর।
সেই দিন হৈতে হৈল গর্ভের সঞ্চার॥
প্রথম মাসের গর্ভ জানি বা না জানি।
দ্বিতীয় মাসেতে লোকে করে কাণাকাণি॥
তৃতীয় মাসের বেলা ভূতলে শয়ন।
চারি মাসে করে রামা মৃত্তিকা ভক্ষণ॥
পাঁচ মাসে নিদয়ার না রুচে ওদন।
ছয় মাসেতে কাঞ্জি কাঞ্জার মন॥
সাত মাসে নববাস দিল ধর্ম্মকেতু।
জ্ঞাতি বন্ধু নিত্রা সভে দিলা সাধ হেতু॥
অষ্ট মাসে নিদয়ার বাড়্যা যায় পেট।
চলিতে না পারে রামা চাহিতে নারে হেঁট॥
নয় মাসে নিদয়ারে সাধ দেয় ব্যাধ।
নিদয়া স্বামীকে কহে ভাবিয়া বিষাদ॥
রচিয়া মধুর পদ একপদীছন্দ।
শ্রীকবিকঙ্কণ গীত গাইল মুকুন্দ॥

নিদয়ার মনের কথা।

একাবলী ছন্দ।

শুন প্রাণনাথ! কহিয়ে তোমারে।
এবে মোরে প্রাণ কেমন কেমন করে॥ ধ্রু॥
কৈতে নিজ সাধ বড় লাজ বাসি।
পান্ত ওদনে ব্যঞ্জন বাসী॥
বাথুয়া ঠনঠনি তেলের পাক।
ডগি ডগি লাউ ছোলার শাক॥
মীন চড়চড়ি কুসুম বড়ী।
সরল সফরী ভাজা চিংড়ী॥
যদি ভাল পাই মহিষা দই।
চিনি ফেলি কিছু মিশায়ে খই॥
পাকা চাঁপাকলা করিয়া জড়।
খাইতে মনের সাধ বড়॥

কনকের থালে ওদন শালি।
কাঞ্জিকা সংহত করিয়া মেলি॥
কাঞ্জি ভুঞ্জি কিছু মনেতে ভায়।
চাকা চাকা মূলা বাগ্যণ তায়॥
আমড়া নোয়াড়ি পাকা চালতা।
আমলী কানন্দী কুল করঞ্জা॥
খোড় উড়ুম্বর ইচলি মাচে।
খাইলে মুখের অরুচি ঘুচে॥
হিয়ে দগ্‌দগী অন্তরে ভোক।
মুখে না এ চলে এ বড় শোক॥
মনে করি সাধ খাইতে মিঠা।
খীর নারিকেল তিলের পিঠা॥
বসিতে উঠিতে ঘুরয়ে মাথা।
মুখে উঠে হাই কহিতে কথা॥
সখী সাথে যদি বাড়াই পা।
আলাইয়্যা পড়ে সকল গা॥
দুগ্ধে গুড়ে তিলে মিশায়ে লাড়ু।
দধির সহিতে খণ্ডের জাড়ু॥
শুন প্রভু কিছু কহি অপর।
চিঁড়া চাঁপাকলা দুধের সর॥
আর কাহ কিছু যে উঠে মনে।
শ্রীকবিকঙ্কণ মুকুন্দ ভণে॥

সাধ ভক্ষণ।

প্রাণনাথ! কাল গর্ভ হৈল কোন্ ফলে।
অরুচি করিল বল, ওদন ব্যঞ্জন জল,
পেটে ক্ষুধা, মুখে নাহি চলে।
গর্ভেতে দেখিয়া ভর মনে মোর লাগে ডর,
ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি দিন দশ।
আপনার মত পাই, তবে গ্রাস কত খাই,
পোড়া মাছে জামীরের রস॥
নিধানী করিয়া খই, তাহাতে মাহিষ দই,
কুল করঞ্জা প্রাণ হেন বাসি।
যদি পাই মিঠ ঘোল, পাকা চালিতার ঝোল,
প্রাণ পাই পাইলে আমসী॥
আমার সাধের সীমা, হেলঞ্চা কলমী গিমা,
বোয়ালি আনিয়া কর শাক।
ঘন কাটি খর জালে, সাঁতলিবে কটু তেলে,
দিবে তাতে পলতার শাক॥
পুঁই-ডগা, মুখী-কচু, ফুল-বড়ী তাহে কিছু,
তাতে দিবে মরিচের ঝাল।
হরিদ্রা-রঞ্জিত কাঞ্জী, উদর পুরিয়া ভুঞ্জি,
প্রাণ পাই পাইলে পাঁকাল॥
লোণ কিছু দিয়া বাড়া, নকুল গোধিকা পোড়া,
হংসডিমে কিছু তোল বড়া।
কিছু ভাজ রাইখড়া, চিঙ্গড়ির তোল বড়া,
শজারু করহ শীক-পোড়া॥
সদাই ঢ্যাকার উঠে, দিনে দিনে বল টুটে,
বদনে সদাই উঠে জল।
মুলা বাগ্যণ শীম, তাহে দিয়া রান্ধ নীম,
আর দিও উড়ুম্বর ফল॥
নিদয়া-সাধের হেতু, ঘরে ঘরে ধর্ম্মকেতু,
চাহিয়া আনিল আয়োজন।
আপনি রান্ধিয়া ব্যাধ, নিদয়ারে দিল সাধ,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

কালকেতুর জন্ম।

নিকটে নাহিক মাতা, কারে কব দুঃখ-কথা,
পিসী মাসী বহিন মাতুলী।
ভাই বন্ধু নাহি আর, যে সহে ঘরের ভার,
বিধাতা আমারে প্রতিকূলী॥
পূর্ণ হৈল দশ মাস, ইন্দ্র-সুত গর্ভবাস,
ভুঞ্জেন আপন কর্ম্ম-ফলে।
প্রসূতি মারুতি নড়ে, ক্ষণে ক্ষণে ব্যথা বাড়ে,
লোটায় নিদয়া ভূমিতলে॥
সখী-স্কন্ধে দিয়া কর, আসি যাই বারি ঘর,
কেহ দেয় অঙ্গে তৈল পানা।
আসি কেহ প্রিয় সই, মুখে তুলি দেই দই,
নিদয়া প্রভুরে বলে বাণী॥
প্রাণনাথ! হেঠ হল্যা ধরে মোর কেশ।
কেশ-মূলে টান পড়ে, রাত্রি হৈলে পেট বাড়ে,
কহিবে উহার উপদেশ॥
হইল উদর ভারী, বসিলে উঠিতে নারি,
শুইলে ফিরিতে নারি পাশ।

চাহিতে না পারি হেঁঠ, শূচে যেন বিন্ধে পেট,
দূরে গেল জীবনের আশ॥
সংশয় জীবন-আশা, হইল মরণ-দশা,
বুকে পিঠে বিন্ধে যেন বাণ।
শত্রু সংখ্যা আমি জায়া, যদি তব হয় দয়া,
জায়া তব হইল নিদান॥
আমার বচন শুন, পাশ পড়সীকে আন,
যেই জানে প্রসব-সন্ধান।
খুঁজিয়া নগরে আনী, করহ ঔষধ পানী,
নিদয়ার রাখহ পরাণ॥
নিদয়ার শুনি কথা, হৃদয়ে পরম ব্যথা,
যান ব্যাধ কলিঙ্গ নগরে।
সেবক-সন্তাপ-খণ্ডী, কৃপা-দৃষ্টি করি চণ্ডী,
উরিলেন ব্যাধের গোচরে॥
কি কব পুণ্যের লেখা, ব্যাধসঙ্গে পথে দেখা,
ধর্ম্মকেতু পড়িলা চরণে।
কৃপা কর ঠাকুরাণি, জান কি ? ঔষধ পানী,
নিদয়ার রাখহ পরাণে॥
জানি জিজ্ঞাসেন কথা, শুনিয়া প্রসব-ব্যথা,
কপটে মন্ত্রিত কৈল জলে।
কেবল পুণ্যের ফল, নিদয়া খাইল জল,
কুমার পড়িল ভূমিতলে॥
"উয়াঁ উয়াঁ" ডাকে সুত, দুজনে পুলক যুত,
জায়াপতি সফলমানস।
সুতের কল্যাণ হেতু স্নান করি ধর্ম্মকেতু,
দ্বিজে দিল মৃগ গোটা দশ॥
নিশি দিশি তুয়া সেবি, রচিল মুকুন্দ কবি,
নৌতুন মঙ্গল-অভিলাষে
উর গো কবির কামে, কৃপা কর শিবরামে,
চিত্রলেখা যশোদা মহেশে॥

ব্যাধ-নন্দনের নামকরণ ও কর্ণবেধ।

পুত্র হেল ধর্ম্মকেতু আনন্দিত-মন।
ব্যোমযানে নারায়ণী উঠিলা গগন॥
ডাল কাটি জ্বালে শিখী সুতিকাভবনে।
সঘনে হুলুই পড়ে নাভির ছেদনে॥
গোমুণ্ড আনিয়া ষষ্ঠী-দ্বার ডানিভাগে।
পূজা করি ধর্ম্মকেতু তারে বর মাগে॥
তুমি নিদয়ার কর বিপত্তি তারণ।
তিন দিনে নিদয়ার সুপথ্য পাচন।
পাঁচ দিনে পাঁচোটে পাউস বিসর্জ্জন॥
ছয় দিনে ষাটিয়ারা কৈল জাগরণ॥
অষ্টদিনে অষ্ট কলাই কৈল ধর্ম্মকেতু।
নয় দিনে নবনত্তা করেন শুভ হেতু॥
শান রূপ ব্যাধসুত দিবসে দিবসে।
ষষ্ঠীপূজা একুইশা কৈল একমাসে॥
পূজা করি সোমাই ওঝা দিল বালদান।
দক্ষিণে ঘোড়ারু দিল বামে ঢোলকাণ॥
শুয়ে নিদ্রা যায় বালা করয়ে দেহালা।
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে খেলে ব্যাধবালা॥
নিরাতঙ্কে যায় তার দুই তিন মাস।
কিরাত-নন্দন দেয় উলটিয়া পাশ॥
চারি পাঁচ মাস গেল হয়ে পরবেশ।
ভোজন করাল্য বালা দিয়া ছাগ মেষ॥
গণক আনিয়া নাম থুইল কালকেতু।
গণকের দিল দান পরমায়ু হেতু॥
সাত আট মাস গেল হৈল নয় মাস।
মুকুতা জিনিয়া দুই দশন প্রকাশ॥
দশ মাসে যায় বালা দিয়া হামাগুড়ি।
ধরিতে ধরিতে যায় বাকুড়ি বাকুড়ি॥
একাদশ মাস গেল হইল বৎসর।
বাড়িতে ফিরিতে তার মনে নাহি ডর॥
বাড়ি বাড়ি ফিরে বালা শিশুগণ সনে।
দুই তিন সম যায় হরষিত মনে॥
শরভ ভল্লুক ধরি কালকেতু খেলে।
চামরী মহিষ ধরি আনে পালে পালে॥
পঞ্চম বরষে কৈল শ্রবণ-বেধন।
নানা খেলা খেলে বালা নিত্য যায় বন॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

বুধবারের পালা সমাপ্ত।

কালকেতুর বিক্রম।

দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু।
জিনিয়া মাতঙ্গ-গতি, যেন নব রতি-পতি,
সভার লোচন-সুখ-হেতু ॥
নাক মুখ চক্ষু কাণ কুন্দে যেন নিরমাণ,
দুই বাহু লোহার সাবল
গুণ শীল রূপ বাড়া যেন সে শালের কোঁড়া,
জিনি শ্যাম-চামর কুন্তল ॥
বিচিত্র কপালতটি, গলায় জালের কাঁঠী,
কর-যুগে লোহার শিকলী।
বুকে শোভে বাঘনখে, অঙ্গে রাঙ্গা ধূলি মাখে,
তনু-মাঝে শোভিছে ত্রিবলী ॥
কপাট বিশাল বুক, নিন্দি ইন্দীবর মুখ,
আকর্ণ দীঘল বিলোচন।
গতি জিনি গজরাজ, কেশরী জিনিয়া মাঝ,
মোতি-পাঁতি জিনিয়া দশন ॥
দুই চক্ষু জিনি নাটা, ঘুরে যেন কড়ি ভাঁটা,
কাণে শোভে ফটিক-কুণ্ডল।
পরিধান বীর-ধড়ী মাথায় জালের দড়ী,
শিশু মাঝে যেমন মণ্ডল ॥
লইয়া ফাউড়া ডেলা, যার সঙ্গে করে খেলা,
তার হয় জীবন সংশয়
যে জনে আঁকড়ি করে, পড়য়ে ধরণী-পরে,
ডরে কেহ নিয়ড়ে না রয় ॥
সঙ্গে শিশুগণ ফিরে, তাড়িয়া শশারু ধরে,
দূরে গেলে ছুবায় কুকুরে।
বিহঙ্গ বাটুলে বিন্ধে, লতায় জড়িয়া বান্ধে,
কান্ধে ভার বীর আইসে ঘরে ॥
পণ্ডিত আনিয়া ঘরে, শুভদিন শুভবারে,
ধনু দিল ব্যাধ সুত-করে।
কোঁটা দিয়া বিন্ধে রেঝা, ছাড়িতে শিখয়ে নেজা,
চামের টোপর শোভে শিরে ॥
ইচ্ছা হয় যেই দিনে, বন যায় বাপ সনে,
আগু ধায় জিনিয়া পবনে।
তাড়িয়া হরিণ ধরে, কি কাজ ধনুক শরে,
বিভা হেতু ব্যাধ চিন্তে মনে ॥

দৈবযোগে একবার পিতা পুত্রে লৈয়া ভার,
হাট গেলা নিদয়ার সনে।
হীরা নিদয়ার কাছে, মাংসের পসার বেচে,
ফুল্লরা ব'সেছে সেই খানে ॥
হীরা নিদয়ারে বলে, কি হইয়াছে পুত্র কোলে?
তার পাছে বলয়ে নিদয়া।
অই জিয়া থাকুক সই, হোক বহু পরমাই,
বর দেও ঝাট হোক বিয়া
দৈবের নির্ব্বন্ধ দঢ়, দু'জনে একত্র জড়,
মনে মনে চিন্তে হীরাবতী।
ফুল্লরা দেখিছে হর, যদি মিলে এই বর,
কাম সম মোহন-মূরতি ॥
কুল-ওঝা ফুল তুলি, হাতে কুশ, কান্ধে ঝুলি,
আইলা ধর্ম্মকেতু সন্নিধান।
শরট কমঠ ভেট, দিয়া কৈল মাথা হেঁঠ,
সোমাই ওঝা করিল কল্যাণ ॥
হাতে লয়্যা পত্র মসী, আপনি কলমে বসি
যে বোলায় যেই বা লিখান।
না জানি কি কৌতুকে, অম্বিকা মুকুন্দ-মুখে,
নিজ সংকীর্ত্তন-রস গান॥

কালকেতুর বিবাহের অনুবন্ধ।

সোমাই পণ্ডিত সনে বসিয়া বিরলে ।
চরণে ধরিয়া ধর্ম্মকেতু কিছু বলে ॥
সপ্তম পুরুষে মোর তুমি পুরোহিত।
দেবের সমান বুঝি তোমার চরিত ॥
পুত্রের বিবাহ হেতু করি অভিলাষ।
কিরাত নগরে কন্যা করহ তল্লাস ॥
এত যদি কহে ব্যাধ দ্বিজের চরণে।
ফুল্লরা সঞ্জয়-সুতা পড়ে তার মনে ॥
ইঙ্গিত করিয়া ওঝা চলি গেলা ঝাট।
সঙ্গে গেলা নিজ ঘর সমাপিয়া হাট ॥
সঞ্জয়কেতুর ঘরে উত্তরিলা দ্বিজ।
বন্দিল সঞ্জয়কেতু কথা কহে নিজ॥
এমত সময়ে আসি ফুল্লরা সুন্দরী।
পুরোহিতে কৈল নতি পাণি জোড় করি ॥

এই কন্যা রূপে গুণে নামেতে ফুল্লরা।
কিনিতে বেচিতে ভাল জানয়ে পসরা॥
রন্ধন করিতে ভাল এই কন্যা জানে।
যত বন্ধু আইসে তারা কন্যাকে বাখানে॥
কহে ত সঞ্জয়কেতু দিয়ে এক ভার।
ফুল্লরার বিভা হেতু উদ্যোগ তোমার॥
ইহা শুনি পুরোহিত দিলেন উত্তর।
ইহার সদৃশ আছে কালকেতু বর॥
হৃদয়ে সন্তোষ পাবে দেখি সেই বরে।
নিত্য মৃগ বধ করে তাত আছে ঘরে॥
চন্দ্রকেতু পিতামহ বাপ ধর্ম্মকেতু।
কালকেতু পুত্র তার কুল যশ হেতু॥
দৌড়িয়া ধরয়ে বাঘ রণে মাতাহাথী।
অর্জ্জুন সমান তার ধনুকে খেয়াতি।
সেই বর-যোগ্য কন্যা তোমার ফুল্লরা।
খুঁজিয়া পাইল যেন হাঁড়ির মত সরা॥
একে চায় আরে পায় বলে হীরাবতী।
সঞ্জয়কেতুর সঙ্গে মিরালে যুকতি॥
পণের নিয়ম কৈল দ্বাদশ কাহণ।
ষটকালী তাতে ওঝা পাবে বার পোণ॥
পাঁচ গণ্ডা গুয়া দিব গুড় তিন সের।
ইহা দিলে আর কিছু না করিবে ফের॥
ত্বরা করি গেলা দ্বিজ যথা ধর্ম্মকেতু।
কহিল সকল কথা হৈল বিভা হেতু॥
ভক্ষদ্রব্য করি কৈল বান্ধবের মেলা।
সঞ্জয় আনিয়া বরে দিল বরমালা॥
তিনটা পাতনকাঁড় দিল জামাতারে।
দুই বেহাই কোলাকুলি দুঁহে গেলা ঘরে॥
গোলাহাটে শোধ দিল দ্বাদশ কাহন।
কন্যা দরশনী দিয়া করিল লগন॥
ত্রয়োদশী রবিবার নক্ষত্র রেবতী।
বিবাহে সঞ্জয়কেতু দিল অনুমতি॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

কালকেতুর বিবাহ-উদ্যোগ।

মঙ্গল রাগ।

নানা বস্তু কিনে হাটে, হরিণ মহিষ কাটে,
নিমন্ত্রিয়া আনে বন্ধু জনে।
লয়্যা অধিবাস-ডালা, কিরাত-নগর গেলা,
বন্ধু মিলি সোমাই ব্রাহ্মণে॥
আসনে বসিয়া দ্বিজ, শুভ মুখ-সরসিজ,
শুভক্ষণে বান্ধিল ছান্দলা।
গোময়ে লেপিয়া মাটী, আলিপন পরিপাটী,
চৌদিকে বান্ধবগণ মেলা॥
শুন, ফুল্লরার গন্ধ অধিবাস।
ছায়ামণ্ডপ-মাঝে, ঢেমচা দগড় বাজে,
হীরাবতী-হৃদয়ে উল্লাস॥
পরিয়া হরিদ্রা-বাসে, কটাক্ষ নয়নে হাসে,
যত ছিল পরিহাস্য শুনে।
সুবেশা ফুল্লরা নারী, সঙ্গে সখী পাঁচ চারি,
বসিলা পিতার সন্নিধানে॥
ব্রাহ্মণ বসিয়া পীঠে, বেদ-মন্ত্র পড়ি ঘটে,
গণেশ করিল আবাহন।
পূজি পঞ্চ উপচারে, পূজে অন্য দেবতারে,
শুভক্ষণে গন্ধাধিবাসন॥
মহী গন্ধ ধান্য শিলা, শ্বেত দূর্ব্বা পুষ্পমালা,
দধি ঘৃত স্বস্তিক সিন্দূর
শঙ্খ কজ্জ্বল সোণা, তাম্র রৌপ্য গোরোচনা,
চামর দর্পণ কর্ণপূর॥
দ্বিজে সূতা বান্ধে হাথে, বান্ধিল মুড়লা মাথে,
আয়্য দেয় জয় চারি ভীত।
ষোড়শ মাতৃকাপূজা, ঘৃত ঢালি চেদিরাজা,
একে একে কৈল পুরোহিত॥
কর্ম্মকাণ্ড ছিল যত, কৈল সব পুরোহিত,
ধর্ম্মকেতু শুনিয়া কৌতুকে।
শাস্ত্রমত যত ছিল, একে একে নিবড়িল,
পশ্চাৎ করিল নান্দীমুখে॥
এমত মঙ্গল কর্ম্ম, যেবা ছিল কুল-ধর্ম্ম,
ধর্ম্মকেতু কৈল সমাপন।
মুকুট-মণ্ডিত শির, কালকেতু মহাবীর,
বন্দে গুরু দ্বিজের চরণ।

পিতাপুত্র বন্ধু জ্ঞাতি, আনন্দে পূর্ণিত-মতি,
বরযাত্রী করিল সাজন।
চণ্ডীর চরণে চিত্ত, করিল নৌতুন গীত,
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ॥

কালকেতুর বিবাহ।

গমনের শুভ বেলা, বাণ্ডরী যোগায় দোলা,
তথি বীর কৈল আরোহণ
বর-যাত্রীর পড়ে সাড়া, ঢেমচা দগড় কাড়া,
নগর বেড়ি বাজায় বাজন॥
কালকেতুর বিবাহ-মঙ্গল।
চৌদিগে হুলই ধ্বনি, দেই ব্যাধ-নিতম্বিনী,
নিদয়ার মানস সফল॥
আইল বরযাত্রিগণ, সঞ্জয়ের নিকেতন
নমস্কার হৈল কোলাহল।
কেহ আগাইয়া বীরে, গুড় চাউলী মারে
গুয়া কাটার হৈল গণ্ডগোল॥
চৌদিগে দিয়ড়ি জ্বলে, হাস্য কথা কুতূহলে
যায় সবে এড়ি নানা বন।
জামাতা-গৌরব হেতু, আসিয়া সঞ্জয়কেতু,
বিনয় করিয়া কিছু কন॥
ছায়ামণ্ডপতলে, বসাল্য কুঞ্জরছালে
বন্ধুজন মিলি কুতূহলে।
স্বস্তি বাক্য দ্বিজবরে, বরণ করিল বীরে,
বীর-ধড়ী ফটিক-কুণ্ডলে॥
বিরল করিয়া স্থান, জামাতার কৈল মান,
প্রেমবতী ব্যাধের অবলা
শিরে দিয়া দূর্ব্বা ধান, নিছিয়া ফেলিল পাণ,
গলে তুলি দিল পুষ্পমালা॥
পাট চড়ি রূপবতী, প্রদক্ষিণ করে পতি,
চৌদিগ বেড়িয়া কোলাহল।
যতেক ব্যাধের নারী, গান করে মনোহারী,
ফুল্লরার বিবাহ-মঙ্গল॥
চারিদিগে গীত নাটে, ফুল্লরা চড়িল পাটে,
কুঞ্জরের ছাল মাঝে ধরে।
চৌদিগে ব্যাধের নারী, উচ্চস্বরে বলে হরি,
ছামনী হইল কন্যাবরে॥

বাপের পুণ্যের হেতু, আনন্দে সঞ্জয়কেতু,
হাথে কুশে করে কন্যা দান।
যৌতুক ধনু খান, খর গোটা তিন বাণ,
দিয়া জামাতার কৈল মান॥
ঢেমচা বাজয়ে পড়া, দ্বিজে বান্ধে গাঁটছড়া,
বর কন্যা দেখে অরুন্ধতী।
বন্দিয়া রোহিণী সোম, লাজাহুতে কৈল হোম,
দোহে কৈল অনলে প্রণতি॥
দোহে প্রবেশিয়া ঘরে, মীন মাংস ভোগ করে,
রাত্রি গেল কুসুমশয্যায়।
চিন্তাযুক্ত ধর্ম্মকেতু, কুটুম্ব ভোজন হেতু,
বেহাইরে মাগিল বিদায়॥
বেহাইর চরণে পড়ি, ব্যবহার কৈল বড়ি,
সাতনলা আঠাজাল ফান্দে।
পাথরে আমানী ভরি, দিল সঞ্জয়ের নারী,
ফুল্লরা করিয়া কোলে কান্দে॥
ইষ্ট কুটুম্ব আদি, সঞ্জয়ের যত জ্ঞাতি,
অভিলাষে পুরিল যৌতুকে।
চণ্ডীপদ ভাবি চিত্ত, রচিল মুকুন্দ গীত,
রাজা রঘুনাথের কৌতুকে॥

কালকেতুর স্বদেশে গমন।

শ্রীরাগ।

শ্বশুরে বিদায় করি, আইল বীর নিজপুরী,
ফুল্লরা সহিত সবিনয়।
শিরে দিয়া দূর্ব্বা ধান, নিছিয়া ফেলিল পাণ,
নিদয়া দিলেন জয় জয়॥
ছায়ামণ্ডপের মাঝে, ঢেমচা দগড় বাজে,
বন্ধুজন সমীপে কৌতুক।
পঞ্চ দিন ঘরে রাখি, অন্নপানে করি সুখী,
বিদায়ের দিলেন যৌতুক॥
সম্বল অর্জ্জনে বীর, কালকেতু হৈলা ধীর,
দেখি সুখী হল্য ধর্ম্মকেতু
নিদয়ার সুখ বড়, গৃহকর্ম্মে বধূ দড়,
কুল-ধর্ম্ম রক্ষণের হেতু॥
যে দিনে যতেক পায়, তাহা সেই দিনে খায়,
ভেড়ি অন্ন নাহি থাকে ঘরে।

তিন বাণ ধরশাণ, বিনে ধন নাহি আর,
বান্ধা দিতে, পারে না উধারে ॥
প্রভাতে সম্বল ভরা, বধে মৃগ খগ বরা,
প্রতিদিন করয়ে মৃগয়া।
পুত্র হেতু ধর্ম্মকেতু, নিশ্চিন্ত সম্বল হেতু,
আনন্দিত-হৃদয় নিদয়া ॥
নিদয়া বসিয়া খাটে, মাংস লয়্যা গোলাহাটে,
অনুদিন বেচয়ে ফুল্লরা।
শাশুড়ী যেমত ভনে, তেন মত বেচে কিনে,
শিরে কাঁধে মাংসের পসরা ॥
মাংস বেচি পায় কড়ি, কিনে চাল ডালি বড়ী,
তৈল লোণ কিনয়ে বেসাতি।
শাক বাগ্যাণ কচু মূলা, আঁটা্যা থোড় কাঁচকলা,
নানা সব্জ দ্রব্য আনে পাথি ॥
ফুল্লরা আইলে ঘরে, নিদয়া জিজ্ঞাসে তারে,
কহে রামা হাট-বিবরণ
নিদয়ার আজ্ঞা ধরে, ফুল্লরা রন্ধন করে,
আগে ধর্ম্মকেতুর ভোজন ॥
তনয়ে বাগুরা জাল, সমর্পিয়া বহুকাল,
সুখে ভুঞ্জে কিরাত-নন্দন।
খাওয়ায় ফুল্লরা বধূ, ক্ষীর খণ্ড দধি মধু,
নিদয়ার সফল জীবন ॥
ব্যাধের উত্তম দৈব, যেমন আছিল শৈব,
সেই হৈল কোলে বংশধর
চিরদিন সাধুসঙ্গ, বিপথ করায় ভঙ্গ,
ধর্ম্মকেতু চিন্তে পুরহর ॥
মুক্তিপদে দিয়া মন, শিব ভাবে অনুক্ষণ,
শুনে পুরাণের উপাখ্যান।
জায়া-সঙ্গে ধর্ম্মকেতু, ভাবিয়া মুক্তির হেতু,
বারাণসী করিল পয়াণ ॥
দম্পতী লোটায়্যা কান্দে, কেশপাশ নাহি বান্ধে,
মাসে মাসে যোগায় সম্বল।
সুধন্য আরড়া স্থান, শ্রীকবিকঙ্কণ গান,
দ্বিজরাজ প্রকাশে মঙ্গল ॥
বুধবারের নিশাপালা সমাপ্ত।

কালকেতুর মৃগয়া।

অনুদিন পশুবধে বীর মহাবল।
কুরুরাজ সেনা যেন বধে বৃহন্নল ॥
শুণ্ডে ধরি মাতঙ্গেরে আছাড়িয়া মারে।
দন্ত উপাড়িয়া বীর আনে বোঝা ভারে ॥
চুপড়ি মুলা'য়ে দন্ত বেচেন ফুল্লরা।
কৃষাণে যেমন বেচে মূলার পসরা ॥
সাজুড়িয়া পালে পালে আনয়ে চমরী।
লেজ কাটি গছায়ে ফুল্লরা বরাবরি।
ফুল্লরা পসরা করে নগর-চাতরে।
হাঁড়িয়া চামর বেচে চারিপণ দরে ॥
ভল্লুক সন্তায় পাড়ে ভয়ে কম্পবান্।
ভাড়িয়া মহিষ ধরে উপাড়ে বিষাণ ॥
শৃঙ্গের পসরা দেয় ফুল্লরা বাজারে।
পণ মূলে শিঙ্গাজোড়া বেচে শিঙ্গাদারে ॥
যন্ত্র পাতি বাঘ মারে ছাড়ি লয় ছালে।
বাঘনখ ক্ষুদ্র দিয়া কিনয়ে ছাওয়ালে ॥
হাটে বাঘছাল বেচে ফুল্লরা রূপসী।
যতনে কিনয়ে তাহা কাপড়্যা সন্ন্যাসী ॥
শংভে শরভে মারে চুলাইয়া মুণ্ডে।
গণ্ডকে বিন্ধিয়া কাণ্ডে, খড়্গাবলে ছিণ্ডে ॥
ফুল্লরা বেচয়ে খড়্গা দরে এক পণ।
ব্রাহ্মণ সজ্জন কিনে করিতে তর্পণ ॥
বন বেড়ি জাল এড়ে ঝোপে মারে বাড়ি।
জালে পড়ে ছোট পশু পায়্যা তাড়াতাড়ি ॥
শশারু হরিণ বরা লতাপাশে বান্ধে।
ঘরে আইল্যা মহাবীর ভার লয়ে কান্ধে ॥
একমতি হয়্যা ছোট বড় পশুগণ।
আদ্দাসে চলিল সভে যথা পঞ্চানন ॥
ফুল্লরা বীরের তরে করিছে রন্ধন।
পাঁচালী করিল গীত শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

কালকেতুর ভোজন।

দূর হৈতে ফুল্লরা বীরের পাল্য সাড়া।
সম্ভ্রমে বসিতে দিল হরিণের ছড়া ॥
মোকা নারিকেলে ভরিয়া দিল জল।
খুঁটি জল দিয়া কৈল ভোজনের স্থল ॥

পা পাখালিয়া বীর জল দিল মুখে।
ভোজন করিতে বীর বসিল কৌতুকে॥
সম্ভ্রমে ফুল্লরা পাতে মাটিয়া পাথরা।
ব্যঞ্জনের তরে দিল নৌতুন খাপরা॥
মুচড়িয়া গোঁপ দুটা বান্ধে নিয়া ঘাড়ে।
এক শ্বাসে তিন হাড়ি আমানি উজাড়ে॥
চারি হাঁড়ি মহাবীর খায় ক্ষুদ-জাউ।
ছালি খাল্য ছয় হাঁড়ি মিশাইয়া লাউ॥
ঝুড়ি দুই তিন খাল্য বন-ওল পোড়া।
বন পুই ভার দুই কলমী কাঁচড়া॥
ফুল্লরা রন্ধন করে জ্বালে গোটা বাঁশ।
ঝোল রান্ধি দিল দুটা হরিণের মাস॥
দশগণ্ডা মহাবীর খায় নকুল পোড়া।
সার কচুর ঘণ্ট খায় মিশায়্যা আমড়া॥
অম্বল খাইয়া বীর জায়ারে জিজ্ঞাসে।
রন্ধন কর্যাছ ভাল আর কিছু আছে॥
আন্যাছি হরিণ দিয়া দধি এক হাঁড়ি।
তাহা দিয়া খায় ভাত আর তিন হাঁড়ি॥
শয়ন কুৎসিত বীরের, ভোজন বিটুকাল।
ছোটগ্রাস তোলে যেন তেয়াঁঠিয়া তাল॥
ভোজন করিতে গলা ডাকে ঘড় ঘড়।
কাপড় উস্যাস্ করে যেন মড়ায়ের বড়॥
ভোজন করিয়া সাঙ্গ কৈল আচমন।
হরিতকী খায়্যা কৈল মুখের শোধন॥
নিশাকাল হৈল বীর করিল শয়নে।
নিবেদিল পশুগন রাজার চরণে॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

সিংহ-নিকটে পশুগণের গমন।

ধানশী রাগ

ওথা বার দিয়াছেন শিখরে কেশরী।
ছোট বড় পশু গেলা করিতে গোহারি॥
কান্দে গজশুণ্ডা সিংহে নিবেদয়ে দুখ।
তোমা সেবি দশনবর্জ্জিত হৈল মুখ॥
মহিষ আইল মুণ্ডে গলয়ে রুধির।
কহেন যতেক দুঃখ দিল মহাবীর॥
আদ্দাস করয়ে আসি চমরীর ঘটা।
দেখহ পশুর রাজা সবার লেজ কাটা॥
গণ্ডক বলেন আমি বড় দুঃখ পাই।
খড়্গের জ্বালাতে মোর মৈল সাত ভাই॥
কপি বলে রায় মুই হইলুঁ সশঙ্ক।
কালকেতু বান্ধিয়া বেচিল মোর বংশ॥
বারশিঙ্গা তুলায় গোড়ায় ঢোলকাণ।
ধরণী লোটায়ে কান্দে করি অভিমান॥
করিল নিধন কালকেতু পরিবার।
বিফল জনম হৈল মৈল সুত দার॥
রাণ্ডী হয়্যা হরিণী কান্দয়ে উচ্চরায়।
পতি-সুত-হীন হৈল প্রাণ নাহি যায়॥
পশুর ক্রন্দনে লজ্জা পাল্য পঞ্চানন।
ভ্রূকুটি করিয়া কোপে কোটালে গর্জ্জন॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

পশুগণের প্রার্থনা।

শুন শুন রায়, মাঙ্গিয়ে বিদায়,
ছাড়িব তোমার বন।
না শুনে গোহারি, পাত্র অধিকারী,
বিপাকে ত্যজিল জীবন॥
নারীগণ সঙ্গে, থাক নানা রঙ্গে,
না কর দেশের বিচার।
একা কালকেতু, পশু বধ হেতু,
নিত্য পাড়ে মহামার॥
একা মহাবীর, লয়ে তিন তীর,
কুলিতা কাষ্ঠের ধনু।
পশুগণে কাল, নিত্য এড়ে জাল,
ধায়ে বায়ে যেন রেণু॥
ভুবনে বিখ্যাত, মোর প্রাণনাথ,
কালকেতু বধে বাণে।
দেখি সুত-মুখ, ত্যজি পতি-দুখ
না গেল প্রভুর সনে॥
রূপ-গুণযুত, মোর দুই সুত,
কালকেতু কৈল বধ।

হাট বসাইল, বেসাতি না পাইল,
হরিল বিধি সম্পদ॥
রাজা রঘুনাথ, গুণে অবদাত,
রসিকরাজ সুজান।
তাঁর সভাসদ, রচি চারু পদ,
অম্বিকামঙ্গল গান॥

সিংহের সমর-সজ্জা।

পশুর ক্রন্দন শুনি রাজা পঞ্চানন।
কোটাল কোটাল ডাক পাড়ে ঘনে ঘন॥
আসিয়া কোটাল নৃপে দিল দরশন।
ভয়ে কম্পমান-তনু মুদিতলোচন॥
পশুমাঝে তোমারে বলিয়ে বড় লোক।
রায়বার তোমারে করিলুঁ আমি কোক॥ *
পশু মারে এক নর মনে পাই ব্যথা।
ভাল মন্দ নাহি দেহ দশের বারতা॥
আজি কালি মোরে যদি না দেখাও বীর।
তোর বুক চিরি পান করিব রুধির॥
বাঘ বলে আজি রায় তুমি হও স্থির
কালি পরভাতে দেখাইব মহাবীর॥
সেই কাল নিশা গেল রজনী প্রভাত।
পাত্র মিত্র সনে যুক্তি কৈল পশুনাথ॥
কোক শার্দ্দূল আগে দুই সেনাপতি।
দক্ষিণে ধাইল তারা যেন বায়ু-গতি॥
গণ্ডক বারণ আর দুই সেনাপতি।
পশ্চিমে ধাইল তারা যেন মেঘ-গতি॥
এমত সময়ে গণ্ডা দিলেক উত্তর।
তোমার উচিত নয় নরের সমর॥

* একখানি পুথির পরিবর্ত্তিত পাঠ।—
বাঘিনীর বচন শুনিয়া মৃগরাজ।
পশুর সভায় সিংহ বড় পায় লাজ॥
আজ্ঞা কৈল মৃগরাজ লোহিতলোচনে।
কোক শার্দ্দূল আদি কাঁপে পশুগণে॥
আজি মোরে কোটাল দেখাবে কালকেতু।
যেই ব্যাধ হৈল মোর প্রজা-নাশ-হেতু॥

সরসনে রণে রায় বড় পাই লাজ।
মাছিকে হানিতে কেন ফেল তুমি বাজ॥
এমত শুনিয়া সিংহ গণ্ডার ভারতী।
চন্দনতরুর তলে করিল বসতি॥
চন্দনতরুর তলে ঢালিলেক গা।
দু-দিকে চামরী দেই চামরের বা॥
চারি দিকে চর পাঠাইল সাবধানে।
শুভক্ষণে কালকেতু করিল পয়াণে॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

কালকেতুর প্রথম যুদ্ধযাত্রা

প্রভাতে উঠিয়া বীর পরে রাঙ্গা ধড়া।
যৌতুকের বাঁশে দিল মুরুপার চড়া॥
জাল দড়ি বান্ধিয়া রঞ্জিত কৈল কেশ।
রাঙ্গাধূলি মাখিয়া যুদ্ধের কৈল বেশ॥
প্রণাম করিল বীর চণ্ডীর চরণে।
শুভক্ষণে প্রবেশ করিল গিয়া বনে॥
কাননে থাকিয়া বাঘ দেখে মহাবীরে।
সাড়া মারিয়া বাঘা আইসে ধীরে ধীরে॥
চির দিন রোষে বাঘা শোকাকুল-তনু।
লম্ফ দিয়া বাঘা বীরের ধরিলেক ধনু॥
বজ্র মুকটি বীর মারে তার মুণ্ডে।
ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠে তার তুণ্ডে॥
বজ্র মুকটি শিরে মারে মহাবীর।
এক ঘায়ে বাঘা তবে ত্যজিল শরীর॥
সমরে পড়িল ব্যাঘ্র হৈল বড় শোক।
রাজস্থানে বার্ত্তা দিতে চলিলেক কোক।
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান নৌতুন সঙ্গীত॥

পশুরাজের যুদ্ধে গমন।

শুনিয়া লোকের মুখে বাঘের মরণ।
সকোপে চলিল সিংহ করিবারে রণ॥
লাঙ্গুল তোলয়ে সিংহ মাথার উপর।
কলার বাগুলা যেন কম্পিত কেশর॥

পশুরাজ সনে যুঝে বীর কালকেতু।
দেবাসুরে রণ যেন হৈল সুধা হেতু॥ *
ধাইল কুঞ্জর বল বড়ই দুরন্ত।
মহাবীরের গায়ে দিয়া ঠেকাইল দন্ত॥
খরটাঙ্গি দিয়া বীর কাটে করি-শুণ্ড।
বালকেতে যেমন কাটয়ে ইক্ষুদণ্ড॥
পড়িল সকল সেনা দেখি পশুপতি।
ধাইল সমর-স্থলে সমীরণ গতি॥
দশ নখে আঁচড়ে বীরের কলেবর।
শোণিত বীরের অঙ্গে বহে ঝর ঝর॥
বজ্র মুকুটি বীর মারে তার মুণ্ডে।
ঝলকে ঝলকে রক্ত নিকলয়ে তুণ্ডে॥
দেবীর বাহন সিংহ বিশাল-দশন।
মহাবীর চেয়ার চাপড়ে করে রণ॥
(দুই জনে যুদ্ধ করে দুই মহাবল।
দোহাকার পদ-ভরে ক্ষিতি টলমল॥)
রণ ছাড়ি সিংহ পলাইল দড়বড়ি।
পাছে মহাবীর মারে ধনুকের বাড়ি॥
ধনুকের বাড়ি খায়্যা সিংহ নাহি ফিরে।
লাঙ্গুল লোটায় তার অবনী-উপরে।
দেবীর বাহন বল্যে নাহি মারে বীর।
তৃষায় আকুল হয়্যা পান করে নীর॥
সেই দিন মহাবীর যায় নিকেতন।
অভয়া-মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

* কোন পুথির অতিরিক্ত পাঠ।—
চতুর্দ্দিগে বীর বেড়ি সিংহ ডাকি বলে॥
আমার সকল পশু তুমি ত মারিলে।
পড়িলি আমার হাথে নিকটে মরণ।
নখদন্তে লেজে তোর করিব নিধন॥
মহাবীর বলে মোর বড় লাভ হৈল।
মরিবার তরে পশু নিকটে আইল॥
যেই পশু চাহিয়া বেড়াই বনস্থলে।
হেন পশু বিধি আনি মিলাইল কোলে॥
ধনুকে টঙ্কার দিল ব্যাধের নন্দন।
আকাশেতে বজ্রাঘাত হইল যেমন॥

পশুরাজের সহিত কালকেতুর যুদ্ধ।

কি আরে॥ ধ্রু॥

প্রভাতে পরিয়া ধড়া, শরাসনে দিয়া চড়া,
খরশর কাছে তিন বাণ।
শিরে বান্ধে জালদড়ি, কাণে ফটিকের কড়ি,
মহাবনে করিল পয়াণ॥
দূরে থাকি দেখে চর, কহে সিংহ বরাবর,
কালকেতু ঐ আইসে বন॥
দুই পাশে বীর সঙ্গ, পথে আগুলিল সিংহ,
দুই জনে করে মহারণ॥
সিংহ আর বীরে রণ, চমকিত পশুগণ,
অবিরত দুহাঁর গর্জ্জন।
নাহি সিংহ বলে টুটে, অস্ত্র নাহি গায় ফুটে,
ঝড় বহে নিশ্বাস পবন॥
সিংহ মুখ মেলে দরী, নখর প্রখর ছুরী,
গোঁফ দুটা লাগ্যাছে শ্রবণে।
দশনের কড়মড়ি, ঢাকে যেন পড়ে বাড়ি,
কেতুতারা উদয় লোচনে॥
কাঁপয়ে উন্মত্ত খোটা, ব্যোম ছাড়ি মেঘঘটা,
যেন ফিরে বিজুলী সঞ্চারে।
ধায় অতি শীঘ্রগতি, নখে আঁচড়য়ে ক্ষিতি,
ক্ষণে ভূমে ক্ষণেক অম্বরে॥
বীর,ঘনপাক দেই গোঁফে,ফেলিয়া পাটিশ লোফে,
আগুলয়ে সিংহের সরণি।
ধায় বীর বীরদাপে, ভরে বসুমতী কাঁপে,
ধূলায় লুকায় দিনমণি॥
মার মার বীর ডাকে, বাণ এড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে,
বীর গরজায় গজঠাটে।
শরভ ভল্লুক বাঘ, বারণ আসি লয় লাগ,
কালকেতু রণে নাহি টুটে॥
মার মার পড়ে ডাক, বাণ পড়ে ঝাঁকে ঝাঁক,
সঘনে বাজয়ে জয় শঙ্খ।
সঘনে পড়য়ে গুলী, শ্রবণে লাগয়ে তালী,
ত্রিভুবনে লাগিল আতঙ্ক॥
গগনে উঠিয়া দাপে, বীরকে কেশরী ঝাঁপে
হানিতে চাপড় চাহে বুকে।

বীর,উড়িয়া মহিষা চালে, সিংহের হানিল ভালে
দারুণ মুটকী মারি মুখে ॥
সিংহ বড় রণে দড়, বীরকে মারিল চড়,
লাফ দিয়া উঠিলা গগনে।
পড়িতে বীরের গায়, ঢালে লুকাইল কায়,
সিংহ রহে চাপিয়া চরণে ॥
বীর, পরাক্রমে নাহি টুটে, কেশরী ঠেলিয়া উঠে,
যেন ক্ষিতি উদয় তপন।
ধাইয়া কানন মাঝে, সিংহের ধরিল লেজে,
বিষধরে গরুড় যে ন ॥
লেজে ধরি দেই পাক, সিংহ যেন ফিরে চাক,
তথাপি সিংহের বড় বল ॥
তুলিয়া আছাড়ে ভূমে, শোণিত নিকলে মুখে
দুই অঙ্গে বহে ঘামজল ॥
পৃষ্ঠে মারে ধনু বাড়ি, লয়ে যায় তাড়াতাড়ি,
ভল্লুক প্রবেশ করে গাড়ে।
শরভ পলায়্যা যায়, বীর ধরে পাছু তায়,
পাক দিয়া তুলিয়া আছাড়ে ॥
মাথায় লেঙ্গুড় তুলি, বাঘা আইসে মুখ মেলি,
শাকুসনা-ফুল দুটা দাড়া।
ফেলিয়া মারিল টাঙ্গী, বাঘার দশন ভাঙ্গি,
লেজে ধরি দিল পাকনাড়া ॥
ভঙ্গ দিল পশুগণ, সিংহ প্রবেশিল বন,
লাজে মনে হইয়া ব্যাকুলা।
কবাট বিশাল পাটা, গগনে লাগিল ছটা,
মুলার সমান দন্তগুলা ॥
সিংহ চাহে কোপ দৃষ্টে, আঁচোড়ে বীরের পৃষ্ঠে,
করজে করিল ছারখার।
বিষ নখ যমধরে, দুই বীরে যুদ্ধ করে,
অঙ্গে বহে শোণিতের ধার ॥
মার মার ডাক ছাড়ে, ঝাঁকে ঝাঁকে বাণ এড়ে,
বিবাধ পড়িল পশুঠাটে।
শরভ ভাল্লুক বাঘ, রণে আসি লয় লাগ,
কালকেতু বলে নাহি টুটে ॥
দুহেঁ বাহু কসাকসী, যেন যুঝে রাহু শশী,
প্রখর নখর যমধার।
ঠেকিয়া বীরের অঙ্গে, সিংহের নখর ভাঙ্গে,
বীর,—বজ্র যেন বাজয়ে কিঙ্কর ॥
আকাড়ি করিয়া তোলে, পাঁজর ভাঙ্গিল বলে,
কৃপা করি ছাড়ি দিল বীর।
সিংহ রণ ছাড়ি যায়, ঘন পাছুপানে চায়,
ত্রাসে সিংহ পান করে নীর ॥
কালকেতু রণ জিত্যা, আনন্দে সরস-চিত্তা,
আইলা বীর নিজ নিকেতন।
রণে হারি পশুগণে, চলিলা সিংহের সনে,
রচিলেন শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

পশুগণের রণে ভঙ্গ।

দেখি দেখি ॥ ধ্রু ॥

দেবীর বাহন বলি নাহি বধে বীর।
তৃষায় আকুল হৈয়া পান করে নীর ॥
তরাসে পলায় গণ্ডা শার্দ্দূল তুরঙ্গ।
শরভ ভল্লুক কোক সভে দিল ভঙ্গ ॥
গবয় পলায় পাছে নাহি পড়ে পা।
বড় বড় হ্রদে হাতী লুকাইল গা ॥
বায়ু ভর করি ধায়ে তুলারু ঘোড়ারু।
উভকাণ করি যায় আহত শশারু ॥
ভূমে লেজ লুটাইয়া যায় বনগরু।
বিকট কণ্টক বনে লুকাল শজারু ॥
নকুল লুকায় গাড়ে চতুর জম্বুকী।
আহড়ে বিহড়ে থাকি মারয়ে ভাবকী।
উপনীত হৈল পশু তমাল-তরুমূলে।
প্রদক্ষিণ নমস্কার করিল দেউলে ॥
দেউলের চারিদিগে করয়ে রোদন।
অম্বিকা মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

পশুগণের ক্রন্দন।

মল্লার।

কান্দে সিংহ আদি পশু স্মঙরি অভয়া।
অপরাধ বিনা মাতা দূর কৈলা দয়া ॥
ভালে টীকা দিয়া মাতা কৈলে পশুরাজ।
করিব তোমার সেবা রাজ্যে নাহি কাজ ॥
সুখে রাজ্য করিতে আখোটী হৈল কাল।
কেন হেন দিলে মাতা বিষম জঞ্জাল ॥

প্রাণের দোসর ভাই গেল পরলোক।
উদরের জ্বালা আর সোদরের শোক ॥
তাহে গলে দড়ি দিয়া বান্ধে দুই তোক।
গড়াগড়ি দিয়া কান্দে রায়বার কোক ॥
দয়াময়ি! পার কর অপার সংসার।
তোমার স্মরণে মাতা বিপদ্‌প্রতিকার ॥
উইচারা খাই পশু নামেতে ভালুক।
নেউগী চৌধুরী নহি না করি তালুক ॥
সাত পুত্র বীর মাইল বান্ধি জাল-পাশে।
সবংশে মজিলুঁ মাতা তোমার আশ্বাসে ॥
প্রতিদিন মহাভয় বীরের তরাসে।
মাগু মৈল পুত্র মৈল দুই নাতি পোষে ॥
কান্দয়ে ভল্লুক শিরে করি আত্মঘাতী।
জরাকালে হৈল মোর এতেক দুর্গতি ॥
বরাটিয়া চ্যাঙ্গা মুথা আমার ভক্ষণ।
কারো হিংসা নাহি করি নাহি প্রয়োজন ॥
ধরণী লোটায়ে কান্দে মহাআর্ত্ত বরা।
অরুণ লোচন-যুগে বহে জলধারা ॥
শ্বশুর শাশুড়ী মৈল দেওর ভাশুর।
পতি মৈল রতিসুখ বিধি কৈল দূর ॥
ছিল অভাগীর পেটে রণ্ডা ক পো।
পাসরিতে নারি মাতা তার মায়া মো ॥
ধূলায় ধূসর হৈয়া কান্দয়ে হস্তিনী।
স্মরয়ে ভৈরবী ভীমা ভবানী ভাবিনী ॥
শ্যামল সুন্দর পুত্র কমললোচন।
ভ্রূ কামধনু তার মদন-গঞ্জন ॥
কানন করয়ে আলো কপালের ছান্দে।
সোঙরি তাহার তনু প্রাণ মোর কান্দে ॥
বড় নাম বড় গ্রাম বড় কলেবর।
লুকাইতে নাহি ঠাঁই বীরের গোচর ॥
কি করিব কোথা যাব কোথা গেলে তরি।
আপনার দন্ত দুটা আপনার বৈরী ॥
শুণ্ডে ধরি মহাবীর উপাড়ে দশন।
এত অপমান মাতা সহে কোন্ জন ॥
হুক হুক করি কান্দে বানর মর্কট।
নিবাসে নাহিক কাজ বীর সনে হঠ ॥
বৃদ্ধ পিতামহ ছিল রাম-সেনাপতি।
সাগর লঙ্ঘিয়া হৈল সে গণে পদাতি ॥
কি মোর দারুণ বিধি লিখিল কপালে।
সাত পুত্র বীর মোর বান্ধে ফাঁদ-জালে ॥
বারশিঙ্গা তুলারু ঘোড়ারু ঢোলকাণ।
ধরণী লোটায়্যা কান্দে করি অভিমান ॥
কেনে হেন জন্ম বিধি কৈল পাপবংশে।
হরিণ জগত-বৈরী আপনার মাংসে ॥
হেকচি করিয়া কান্দে শজারু শশারু।
দুঃখ না ঘুচিল মোর সেবি কল্পতরু ॥
গাড়ের ভিতর থাকি লুকি তাল জানি।
কি করি উপায় বীর গাড়ে ঢালে পানী ॥
চারি পুত্র মৈল মোর আর দুটি ঝি।
মাগু মৈল বুড়া কালে জীয়া কাজ কি ॥
কান্দয়ে নকুল সুত দারার হাব্যাসে।
সবংশে মজিলাম মাতা তোমার আশ্বাসে ॥
পশুগণ স্তুতয়ে চণ্ডীর চরণ।
ধেয়ানে জানিল চণ্ডী যতেক কারণ ॥
বলে পদ্মাবতী মাতা চলহ তুরিত।
বিজু বনে গিয়া গো পরের কর হিত ॥
পদ্মা জিজ্ঞাসল মাতা নিল অনুমতি।
পশুগণ রাখিতে উরিলা ভগবতী ॥
বলে পদ্মাবতী মাতা চলহ ত্বরিত।
বিজু বনে যায়্যা কর পশুগণে হিত ॥
উত্তরিলা যথা দেবী পশুর সমাজ।
লজ্জায় মলিন হয়্যা বলে মৃগরাজ ॥
আনের সেবক হয়্যা সর্ব্বত্র তরি।
তোমার সেবক হয়্যা বিপাকেতে মরি ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান নৌতুন সঙ্গীত ॥

চণ্ডীর নিকটে পশুগণের দুঃখ নিবেদন

চণ্ডী জিজ্ঞাসেন পশুগণে।
একা বীর কালকেতু, পশুর বধের হেতু,
শুনিতে কৌতুক বড় মনে ॥
বলে বীর মৃগরাজ, কহিতে বাসিয়ে লাজ,
কালকেতু ভাঙ্গিল দশন।

কৃপা কর কৃপাময়ি, তোমার বাহন হই,
জীবনে কি মোর প্রয়োজন ॥
বাঘিনীর শুন কথা, কালকেতু দিল ব্যথা,
স্বামীরে বধিল এক বাণে।
দুইটি আছিল পো, তারে বড় মায়া মো,
কালকেতু বধিল পরাণে ॥
কান্দিয়া মহিষ কয়, নিবেদিতে করি ভয়,
কালকেতু লাগিল বিবাদে।
হই গো তোমার দাস, বনে খাই পানী ঘাস,
বধ করে বিনা অপরাধে ॥
ভূমে লোটাইয়া মাথা, কহে গজ দুখকথা,
দন্ত দুটা হৈল নাশ হেতু।
এক বাণে করে অন্ত, টাঙ্গী দিয়া কাটে দন্ত,
হাটে হাটে বেচে কালকেতু ॥
নিবেদন করে গণ্ডা, নাহি করি বিতণ্ডা,
বন মাঝে করিয়ে নিবাস।
কার হিংসা নাহি করি, কালকেতু হৈল অরি,
প্রতিদিন পাই গো তরাস ॥
কপি বলে শুন মা, আমার সকল ছা,
সভারে বেচিল মহাবীর।
হেন মোর লয় মন, ত্যজিয়া নিবাসবন,
প্রাণ দিব প্রবেশিয়া নীর ॥
মৃগ আদি পশুগণ, সবে কৈল নিবেদন,
অভয় দিলেন মহামায়া।
ব্রাহ্মণ-ভূমের পতি, রঘুনাথ নরপতি,
জয় চণ্ডী তারে কর দয়া ॥

প্রত্যেক পশুপ্রতি চণ্ডীর প্রশ্ন।

পশুর শুনিয়া কথা, মনে ত ভাবিয়া ব্যথা,
চণ্ডী জিজ্ঞাসেন পশুগণে।
লাজে কারি হেঠ মুখ, নিবেদন করে দুঃখ,
একে একে চণ্ডীর চরণে ॥
সিংহ তুমি মহাতেজা, পশু মাঝে তুমি রাজা,
তোর নখে পাষাণ বিদরে।
শুনিয়া তোমার রা, কাঁপয়ে সবার গা,
কি কারণে ভয় কর কারে?

মাগো।—
বীর ক্ষত্রি অদভুত, যোসর যমের দূত,
সমরে হানয়ে বীরব্রত।
দেখিয়া বীরের ঠান, ভয়ে কম্পমান প্রাণ,
পলাইতে নাহি দেখি পথ ॥
আদি ক্ষত্রি তুমি বাঘ, কেবা তোর পায় লাগ,
পবন জিনিতে পার জোরে ॥
নখ তোর হীরার ধার দশন বজ্জর সার,
কি কারণে ভয় কর নরে?
যদি গো নিকটে পাই, ঘাড় ভাঙ্গ্যা রক্ত খাই,
কি করিতে পারি আমি দূরে।
ব্যর্থ নহে তার বাণ, এক বাণে লয় প্রাণ
বীর দেখি প্রাণ কাঁপে ডরে ॥
পশু মাঝে তুমি গণ্ডা, তোমার উত্তম খণ্ডা,
বিবাদ না কর কার সনে।
তুমি যদি মন কর, পর্ব্বত চিরিতে পার,
নরে ভয় কর কি কারণে?
কালকেতু মহাবীর, দূরে থাকি মারে তীর,
খড়্গো করিবে মোর কি?
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিল বন্ধ,
তোমার পুণ্যের হেতু জী ॥

প্রকারান্তর চণ্ডীর প্রশ্ন।

(তুমি হস্তী মহাশয়, তোমার কিসের ভয়,
বজ্র সম তোমার দশন।
তোর কোপে যেই পড়ে, যম-ঘরে সেই নড়ে,
কেবা ইচ্ছে তোমার দশন?
পিঠে মারে ধনু-বাড়ি, লয়ে যায় তাড়াতাড়ি,
উলটীতে শুণ্ডে মোর খোঁচে।
দুই চারি যোজন যায়, তবে মোর লাগ পায়,
ছাগল মূল্যানে লয়ে বেচে ॥
শুন মহিষ মোর বাণী,, মানুষ তোমার প্রাণী,
হও যমের বাহন
তুমি যদি মন কর, পর্ব্বত দেখিতে পার,
নরে ভয় কর কি কারণ?
কালকেতু বড় বাড়, নিত্য কোঁড়ে তোব গাড়,
পড়িলে উঠিতে নাহি পারি।

অনেক সন্ধান জানে, গাছে চড়ি মারে বাণে,
নর মধ্যে তারে আমি হারি ॥
ধসয়ে যেমত তারা, তেন তুমি ধাও বরা,
তোর দন্তে ক্ষিতি জরজর।
কালকেতু এক নর, সবে ধরে তিন শর,
কি কারণে তারে কর ডর ?
নিবেদন করি মাতা, শুনহ বীরের কথা,
পশু মারে বিবিধ প্রকারে।
জানয়ে অনেক তন্ত্র, এড়িয়ে বড়শী যন্ত্র
বিনা অপরাধে পশু মারে ॥
তুমি ধাও দিবানিশ, পবন জিনিয়া শশ
কালকেতু কি করিতে পারে ?
বীর কালকেতু কাল, বন বেড়ি এড়ে জাল,
জীয়ন্ত বেচয়ে ঘরে ঘরে ॥
সভে জানে তুমি শিবা, ভক্ষণ তাহার কিবা,
কালকেতু হৈতে কিবা ভয় ?
শিবা-ঘৃতের তরে, নিত্য কালকেতু ধরে,
বৈদ্য জনে করয়ে বিক্রয় ॥
তুরঙ্গ ঘোড়ারু মৃগ, পবন জিনিয়া বেগ,
কালসার বীর মহাশয় ॥
তোমরা যদি মন কর, পবন জিনিতে পার,
কি কারণে নরে কর ভয় ?
যাহাকে কেশরী হারে, তাড়িয়া কুঞ্জর ধরে,
আমরা তাহার আগে মশা।
কৃপা কর কৃপাময়ি, তোমার সেবক হই,
চিরদিন তোমার ভরসা ॥)

ভগবতীর পশুগণকে অভয়-দান ও গোধিকা-রূপ ধারণ

পশুর গোহারি শুনি সর্ব্বমঙ্গলা।
আশ্বাস করিয়া সিংহে দিল কণ্ঠমালা ॥
আজি হৈতে মনে কিছু না করিহ ভয়।
না ধরিবে মহাবীর বলিনু নিশ্চয় ॥
না কর সন্তাপ সিংহ চলহ সত্বরে।
কালকেতু আজি হৈতে না দেখিবে তোরে ॥
অভয় পাইয়া সিংহ চলিল ভুবনে।
নতি কৈল পশুগণ চণ্ডিকা-চরণে ॥
(প্রণতি করিয়া সভে করে অভিমানে।)
ভয়ঙ্কর দন্তাল শ্যামল কলেবর।
কিবা জলধর আল্য ছাড়িয়া অম্বর ॥
ভল্লুক শার্দ্দূল গণ্ডা কোক বরাগণে।
প্রণতি করিল আসি চণ্ডীর চরণে ॥
ছোট বড় পশু আল্য চণ্ডী সন্নিধানে।
প্রণাম করিয়া সভে করে নিবেদনে ॥
সভাকারে অভয় দিলেন ভগবতী।
আজি হৈতে দূর হৈল সকল দুর্গতি ॥
পশুগণের অঙ্গে চণ্ডী বুলান পদ্মহাথ।
সভার দুরিত মাতা করিল নিপাত ॥
লুকাকায় হও পশু বলেন অভয়া।
বিদায় দিলেন পশু সন্তোষ করিয়া ॥
বর পাঞা পশুগণ হরষিত মনে।
(ছোট বড় পশু সব গেলা নিজ স্থানে ॥
পশুগণে বর দিয়া শঙ্কর-গৃহিণী।
নিজ মনে অনুমান করেন ভবানী ॥
পশুগণে বর দিয়া উপায় চিন্তিলা।
ততক্ষণে সুবর্ণ-গোধিকা-রূপ হৈলা ॥
গোধিকা হইয়া মাতা রহিলা অম্বরে।
প্রভাতে চলিলা কালু কানন ভিতরে ॥)
যত পশুগণ গেলা আপনার স্থানে।
পশুগণে বর দিয়া শঙ্কর-গৃহিণী।
সুবর্ণ-গোধিকা মাতা হইলা আপনি ॥
পথেতে হইলা চণ্ডী সুবর্ণ-গোধিকা।
কালকেতু কাননে যাইতে পাব দেখা ॥
সুবর্ণ-গোধিকা হয়্যা রহিলা অরণ্যে।
মহাবীর যাত্রা করে পূর্ব্বজন্ম-পুণ্যে ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত্ত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

কালকেতুর বনযাত্রা।

প্রভাতে পরিয়া ধড়া, শরাসনে দিয়া চড়
ধনুক্ষুর কাছে তিন বাণ।
শিরে কাছে জাল দড়ি, কাণে ফটিকের কা
মহাবনে করিল পয়াণ ॥

কালকেতু দেখে সুমঙ্গল ।
দক্ষিণে গো মৃগ দ্বিজ, বিকশিত সরসিজ,
বামে শিবা পূর্ণ ঘট জল ॥
চৌদিগে হুলুই ধ্বনি, কেহ করে জয়ধ্বনি,
দধি দধি ডাকে গোয়ালিনী ।
দেখিল রুচির-তনু, বৎস সহিত ধেনু,
পুরাঙ্গনা দেয় জয় ধ্বনি ॥
দূর্ব্বা ধান্য পুষ্পমালা, হীরা নীলা মোতি পলা,
বামভাগে বার-নিতম্বনী ।
মৃদঙ্গ মন্দিরা বায়, কেহ নাচে কেহ গায়,
শুনে বীর হরি হরি ধ্বনি ॥
আসি বৃষ কথে দূরে, ধরণী আঁচড়ে খুরে,
ঘোরতর করয়ে গর্জ্জন ।
(বামে শুক্লধান্য দেখি, অন্তরে হইল সুখী,
হয় গজ খঞ্জন চন্দন ॥)
সাজি আঁকুড় হাথে, মালাকর যায় পথে,
করিবারে কুসুম চয়ন ॥
দেখি বীর সুললিত, আনন্দে সরস-চিত,
প্রবেশ করিল বন-আগে ।
দেখিল রুচির-তনু রূপ জিনি হেম-ভানু,
সুবর্ণ গোধিকা সব্য ভাগে ॥
সুবর্ণ-গোধিকা দেখি, চিত্তে বীর হয়ে দুখী,
অযাত্রি ও পাপ দরশনে ।
দেখিলুঁ মঙ্গল যত, সকল হইল হত,
দৈব দুঃখ দেয় সব গুণে ॥
গোধিকা যাত্রিক ·য়, সকল পুরাণে কয়,
কূর্ম্ম গণ্ডা শশক শল্লক ।
কৃপা কর গুণধাম, কমললোচন রাম,
তব নাম দুঃখনিবারক ॥
যদি বা শুষিয়া বাণ, গোধিকার লই প্রাণ,
নাহি ছাড়ি দিব মুখজালে ।
যদি মৃগ পাই আমি, জানিব দেবতা তুমি,
নহে তোমা পোড়াব অনলে ॥
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয়মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয় নন্দন ।
তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

কালকেতুর বনপ্রবেশ ।

কাননে প্রবেশে বীর, বুকে শাণা তিন তীর,
ঘন ঘন গোঁপে দেই তার ।
পাতিয়া বাগুড়া দড়া, আগুলি বনের মুড়া,
কাননে করিল মহামার ॥
হাতে গাণ্ডী ফিরে কালকেতু
জাল ফান্দ বনে এড়ি, ঝাঁপে ঝাঁপে মারে বাড়ি,
মৃগ বধ জীবিকার হেতু ॥
উঠিয়া পর্ব্বত পাড়ে, নিহালয়ে ঝোঁপ ঝাড়ে,
দরা গিরি শিখরী কানন ।
ডায়ে মৃগ অনুপদী, বামে বহে খর নদী,
বেগ-বাতে কাঁপে তরুগণ ॥
বীর, নিকুঞ্জ ভাঙ্গিয়া যায়, লুকী হয়ে নিজ কায়,
ঝোঁপ ঝাঁপ উকটে গহন ।
চৌদিকে নিহালে শাখী, বাসা আছে নাহি পাখী
সন্তাপে বীরের পোড়ে মন ॥
দেখে মৃগ খুর নখ, না চলে নিমিখ পথ,
আছে মৃগী দেখিতে না পায় ।
দৈন্য দুঃখ শোক খণ্ডী, কৃপাদৃষ্টি দিল চণ্ডী,
মৃগ পাখী হৈল লুকীকায় ॥
শুকান কানন দেখি, কাঠে কাঠে উঠি শিখী,
পোড়ে উলু কেশে বেণা বন ।
দৈন্য দুঃখ শোক খণ্ডী, পুন দেখা দিল চণ্ডী,
মায়া-মৃগরূপে ততক্ষণ ॥
নিশি দিশি তুয়া সেবি, রচিল মুকুন্দ কবি,
নৌতুন মঙ্গল আভলাষে
উর মা কবির কামে, কৃপা কর শিবরামে,
চিত্রলেখা যশোদা মহেশে ॥

কালকেতুর বিক্রমে দেবীর চিন্তা ।

বীরের পাক্যালা দেখি চিন্তিত ঈশ্বরী ।
যুগে যুগে দৈত্যগণ সঙ্গে যুদ্ধ করি ॥
মহিষ চিকুর শুম্ভ শুম্ভ নিশুম্ভ ।
বীরের সমান কেহ নাহি করে দম্ভ ॥
মায়ামৃগ হয়্যা দেখি বীরের পাক্যালা
মৃগরূপ হৈলা বনে সর্ব্বমঙ্গলা ॥

উত্তরিলা বীর কালকেতু সন্নিধানে।
দেখি বীর আকর্ণ পুরিয়া ধনু টানে॥
মৃগ অনুপদী বীর ধায় লঘুগতি।
খেণে খেণে ধূলায় লুকায় ভগবতী॥
রহিয়া রহিয়া যান দাধল তরঙ্গ।
তার পাছে ধায় ব্যাধ যেমন পতঙ্গ॥
আকর্ণ পুরিয়া বীর ছাড়ে ধনু শর।
শর ছাড়ি দিতে বীর উঠিলা অম্বর॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

ভগবতীর মৃগীরূপ ধারণ।

পঠমঞ্জরী রাগ।

এই মায়াময় মৃগ, পবন জিনিয়া বেগ,
মোরে বিড়ম্বিতে কৈল বিধি।
শ্রীরামেরে বিড়ম্বিতে, আইলা কানন-পথে,
মারীচ যেমন মায়ানিধি॥
পায়ে রত্ন প্রচুর, রজতের চারি খুর,
হেমময় উভয় বিষাণ।
ইহার বেগের কথা, উপমা যে দিব কোথা,
লাগ নিতে নারে হনূমান্॥
অতসী কুসুম বর্ণ, প্রবাল-রুচির কর্ণ
নীলকণ্ঠ জিনি পদ্ম আঁখি
আমি বৎসর সাত, মৃগ মারি খাই ভাত,
হেন মৃগ কভু নাহি দেখি।
বদরী-ফলের তুল্য, নাসা-অগ্রে অমূল্য,
গজমতি আছে লম্বমান।
কণ্ঠে কনকহার, হীরার গাঁথুনি তার,
কার সঙ্গে দিব উপমান॥
হেন লয় মোর মনে, পুষিয়াছে কোন্ জনে,
এই ত হরিণ আভলাষে।
লইয়া তাহার ধন, বিপাকে আইল বন,
আমার দুঃখের অবশেষে॥
এই মৃগ যদি ধরি, বেচিয়া সম্বল করি,
ফুল্লরা পরিবে মৃগ-ছাল।
মণি মানিক যত, হেমময় মরকত,
পাইলে ঘুচিবে দুঃখজাল॥
হেমময় মৃগ দেখি, হেন আমি মনে লখি,
ধন মোরে মিলিল প্রচুর।
আমি যদি মন করি, পবন ধরিতে পারি,
হরিণ পলাবে কতদূর?
বীর, পুলকে পূরিত-তনু, ফেলিয়া লোফয়ে ধনু,
ঘন ঘন গোঁফে দেয় তোলা।
দিয়া ধনু টঙ্কার, ছাড়ে বীর হুহুঙ্কার,
শরীরে মাখয়ে রাঙ্গাধূলা॥
মৃগ, ক্ষণেকে ক্ষণেকে উড়ে, ক্ষণে ক্ষণে ভূমে পড়ে,
মৃগ দেখি নাহি দেখি ছায়া।
ক্ষণেক তাণ্ডব করে, ক্ষণে চক্রাবর্ত্তে ফিরে,
মৃগ নহে দেবতার মায়া॥
মৃগের দেখিয়া মুখ, কালকেতু ভাবে দুখ,
না করিতে পারিল সন্ধান।
আকর্ণ পূরিল শর, কোথা গেল মৃগবর,
দূর গেল বীরের অভিমান॥
আমারে না করে ভয় ক্ষেণে ক্ষেণে আগে রয়,
যদি বাণ করিব সন্ধান। *
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিঞা বন্ধ,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

(পাহিড়া রাগ।

বসিয়া তরুর তলে, আষাত মারয়ে ভালে,
বিষাদ ভাবয়ে কালকেতু।
কোন্ দেব দিল শাপ, কিবা পশুবধ পাপ,
দুঃখ আমি পাই তার হেতু॥
হয়্যা ব্যাধকুলে জন্ম, পশুহিংসা কুলধর্ম্ম,
বেচিয়া সম্বল করি ফিরি।
দুর্জ্জয় কানন ভ্রমি, মৃগ না পাইলুঁ আমি,
সম্বলের কেমন বুদ্ধি করি॥

* কোন পুথির অধিক পাঠ—
সন্ধান করিতে শর, লুকী হয় মৃগবর,
মোর, দুঃখহেতু বিধির নির্ম্মাণ।
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

ত্রিবিধ প্রকার লোক, কাহার নাহিক শোক,
বিলাসী ত এ তিন ভুবনে।
পাপ ভোগ ভুঞ্জিবারে, বিধি জন্মাইল মোরে,
পশুমারি বিবিধ বিধানে॥
অনুদিন বনে ফিরি, ঝোঁপ ঝাঁপ দরী গিরি,
গায়ে ছুর কাঁটা ফুটে পায়
গণ্ডক শার্দ্দূল মারি, শশপালে বধ করি,
তথাপি পরাণ নাহি যায়॥
অধর্ম্ম সঞ্চয় করি, অনুদিন পশু মারি,
ধিক্ যাউ আমার পরাণে।
কাহারে মাগিব ধার, কে মোরে করিবে পার,
প্রাণ পোড়ে সম্বল বিহনে॥
যেই দিন যাহা পাই, তাহা সেই দিন খাই,
ডেড়ি অন্ন না থাকে আগারে।
তিন বাণ শরাসন, বিনে নাহি অন্য ধন,
বাঁধা দিতে ধার উধারে॥
বীর,সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে, খেণে খেণে ভূমে পড়ে
রহিয়া ক্ষেণেক নিদ্রাভোলে।
অনেক বিলাপ করি, উঠে পান করি বারি,
মুখ পোঁছে ধড়ার আঁচলে॥
হাথে করি ধনু শরে, যান বীর ধীরে ধীরে
সুবর্ণ-গোধিকা পুন দেখে।
তর্জ্জন গর্জ্জন করে, বান্ধে বীর গোধিকারে,
ধনুকেতে লম্বমান রাখে॥
যাত্রাকালে তোমা দেখি, বনে গিয়া হৈলুঁ দুখী,
নকুল বদলে তোমা খাব।
পড়িলে আমার হাথে, পালাইবে কোন্ পথে,
জীয়ন্তে লইয়া পোড়াইব॥
এমন বীরের কথা, শুনিয়া ভুবন-মাতা,
মনে ভাবে কি বুদ্ধি করিব।
মহিষ চিকুর জন্তু, নাশিল তাহার দন্ত,
বীরহস্তে কেমনে এড়াব॥
ধন্য রাজা রঘুনাথ, রূপে গুণে অবদাত,
বীর বাঁকুড়া ভাগ্যবান্।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্ধ,
শ্রীকবিকঙ্কণ রসগান।)

কাননে কালকেতুর খেদ

অদভুত মায়া মৃগী দেখি মহাবীর।
গুণহীন কৈল ধনু সম্বরিল তীর॥
কংস নদীর জলে বীর কৈল স্নান।
তৃষায় আকুল হৈয়া জল কৈল পান॥
পথে যাইতে মহাবীর খান্য বন-ফল
মলিন বদনে চিন্তে ঘরের সম্বল॥
দুখিনী ফুল্লরা মোর আছে প্রতি-আশে।
আজ, কি কহিব যাঞা আমি তাহার সকাশে॥
তৈল লবণের কড়ি ধারি ছয়বুড়ি।
শ্বশুর-ঘরের ধান ধারি দুই আড়ি॥
কিরাত-পাড়াতে বসি না মিলে উধার।
হেন বন্ধুজন নাহি কেহ সহে ভার॥
বিষম সম্বল-চিন্তা মহাবীরে লাগে।
এক চক্ষে নিদ্রা যায় আর চক্ষে জাগে॥
এথাই নরক স্বর্গ বলে ভাগবতে।
কিবা সুখ পাইতে আমি আইলুঁ মরতে
সুকৃতি-পুরুষ জীয়ে সুখভোগ হেতু।
দুখভোগ করিবারে জীয়ে কালকেতু॥
দুঃখ ভাবিয়া বীর চলে পথে পথে।
চিন্তায় মলিন চিত্ত ধনু শর হাথে॥
ধড়ার আঁচলে মোছে নয়নের নীর
কাঞ্চন-গোধিকা পুন দেখে মহাবীর॥
গোধিকা দেখিয়া বীর করয়ে তর্জ্জন।
তোমারে পোড়ায়্যা আজি করিব ভক্ষণ॥
যাত্রার সময়ে দেখিয়াছি তোর মুখ
বনে বনে ভ্রমিয়া পাইলুঁ বড় দুঃখ
যত দুখ পাইলুঁ আমি অরণ্য বেড়ায়্যা।
নকুল বদলে তোমা খাব পোড়াইয়া॥
এমত যুকতি বীর হৃদয়ে ভাবিয়া।
বান্ধিল গোধিকা বীর জাল-দড়ি দিয়া॥
চারি পায়ে বান্ধি তাহে ফেলিল ধনুকে।
অতএ্য লম্বিত উর্দ্ধ-পুচ্ছ হেঠ-মুখে॥
ধনুকের হুলে হেম-গোধিকা টাঙ্গিয়া।
ঘরে চলে মহাবীর বিষাদ ভাবিয়া॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত্ত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

গোধিকারূপিণী দেবীর চিন্তা।

ধনুকে চিন্তেন মাতা হয়ে লম্বমান।
ব্যাধকে আইলাম তার দিতে বর দান॥
যেই দিন জন্মিলাম দেবকী-উদরে।
কৃষ্ণ হেতু পাড়লাম পাপ কংস-করে॥
উদ্যোগ করিল কংস করিতে নিধন।
কুন্তলে করিল দড় দারুণ বন্ধন॥
সাধিলুঁ অনেক যত্নে শিলায় নিপাত।
এড়াইতে নারিলাম আখেটীর হাত॥
সেই হেতু করিলাম গগনে নিবাস।
জালের বন্ধনে বড় পাইলুঁ তরাস॥
দেবগণে পূজা নিতে করিবে সন্ধান।
বীরের বন্ধনে বড় পাইলুঁ অপমান॥
কিন্তু এক হৃদয়ে লাগয়ে মোর ভর।
অপমান-কথা পাছে শুনেন শঙ্কর॥
সুরপুরী হৈতে এই মহেন্দ্র-কুমার।
ব্যাধের কুলেতে জন্ম হইল ইহার॥
অকারণে ভ্রমে বীর কপটে আমার।
যত দুঃখ তাহার হইল প্রতিকার॥
কি কহিব অমারে শুনিলে শূলপাণি।
লজ্জাযুত হয়্যা চণ্ডী শিরে পাণি হানি॥
আপন অপেক্ষা কাজ করিল আপনি।
কি করিব ব্যাধ মোরে না জানে ভবানী॥
কোন্ কাজে রইলাম আমি, হইয়া গোধিকা
মরণ-অধিক লজ্জা ভাল ছিল লেখা॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ যাঁরে স্তুতি করে।
সেই চণ্ডী বন্দী হৈলা আখেটীর করে॥
সুরপতি যারে নিতি পূজে বিধিমতে।
হেন জন বন্দী হৈল আখেটীর হাথে॥
গোধিকা হইয়া আমি কৈনু কোন্ কাজ।
দুখের উপরে দুখ বড় পাইনুঁ লাজ॥
বীর, গোধিকা লইয়া গেলা আপনার বাসা।
চণ্ডিকার না ঘুচিল বন্ধনের দশা॥
গোধিকা চুপাড় দিয়া চাপিল পাষাণে।
অম্বিকা-মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণে॥

ফুল্লরার খেদ।

ফুল্লরা নাহিক বাসে, আখেটী অন্নের আশে,
পড়সীকে জিজ্ঞাসে বারতা।
পড়সী বারতা বলে, গোলাহাট বীর চলে,
দূর হৈতে দেখেন বনিতা॥
বীরে দেখি শূন্যপাণি, কপালে আঘাত হানি,
করে বামা দেবতাস্মরণ।
বিধাতা আমারে দণ্ডী, জীয়ন্ত ভাতারে রাণ্ডী,
কৈল দৈব দুখের ভাজন॥
কপালে আরোপ পাণি, কান্দে ব্যাধ-নিতম্বিনী,
নিশ্বাসে মলিন মুখচান্দে।
দারুণ দৈবের গতি, কপালে দরিদ্র পতি,
পড়িলুঁ সম্বল-চিন্তা-ফান্দে॥
অন্ন বস্ত্র নাহি ঘরে, বিভা দিল হেন বরে,
কর্ণবেধ জাতি-ব্যবহারে।
হরিদ্রা কুঙ্কুম চুয়া, চন্দন কস্তুরী গুয়া,
পাঠ্যাছিলাম বিবাহ-বাসরে॥
ঘটক সোমাঞি ওঝা দিলেক দুঃখের বোঝা
দুই চক্ষু খাইলেন পিতা।
নিত্য সম্বল-হীনে, বিভা দিল হেন জনে,
পিতৃ-কুলে হৈলাম মোহিতা॥
ফুল্লরা করুণ ভাবে, বীর আইলা তার পাশে,
প্রিয়ভাবে বলেন বচন॥
রচিয়া ত্রিপদী-ছন্দ, পাঁচালী করিয়া বন্ধ,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ।

ফুল্লরা ও কালকেতুর কথোপকথন।

ফুল্লরা বলেন বাসি মাংস না বিকায়।
আজি মহাবীর বল সম্বল-উপায়।
আছয়ে তোমার সই বিমলার মাতা॥
লইয়া দেওাতি ভেট যাও তুমি তথা॥
ক্ষুদ কিছু ধার লইও সইয়ের ভবনে।
কাঁচড়া ক্ষুদের জাউ রান্ধিহ যতনে॥

রান্ধিবে পুড়তি-শাক হাঁড়ি দুই তিন।
লবণের তরে চারি কড়া কর্য ঋণ॥
তোমার সইয়েরে দিবে তণ্ডুলের ভার।
তোমার বদলে আমি করিব পসার॥
গোধিকা রাখিয়াছি বান্ধিয়া জালদড়া।
ছাল দূর করি তাহা করিহ শীক-পোড়া॥
খুদ় দুই তিন রান্ধি কলমী কাঁচড়া।
সুবর্ণ-গোধিকা আছে তাহা করিহ পোড়া॥
এমন শুনিয়া রামা করিল গমন।
সখীর মন্দিরে গিয়া দিল দরশন॥
সৈয়াড়ি ভেট দিয়া রামা কৈল নমস্কার।
দুই সই কোলাকোলী হৈল পুনর্ব্বার॥
আশ্বাসিয়া আইস আইস বলে তার সই।
এতদিন দেখা নাই গিয়াছিলে কই॥
সই! বিধাতা করিল মোরে দরিদ্রের কান্তা।
চারি প্রহর দিন করি উদরের চিন্তা॥
শিরে তৈল দিয়া তার বান্ধিল কবরী।
সরস সিন্দূর ভালে দিল সহচরী॥
আঁচল ভরিয়া সই দিল খই মুড়ি।
বসিতে আসন দিল চৌখণ্ডিয়া পীড়ি॥
ফুল্লরা দু-কাঠা চাল মাগিল উধার।
কালি সই দিব ব'লে কৈল অঙ্গীকার॥
আইস পরাণের সই বইস ভগিনী।
মোর মাথার গোটা চারি দেখহ উকুনী॥
দুহে বসি কথায় মজিয়া গেল চিত।
ভগবতী লয়্যা কিছু শুনহ সঙ্গীত॥

ভগবতীর নিজমূর্ত্তি ধারণ।

হুঙ্কারে ছিঁড়িয়া দড়ি, পরিয়া পাটের শাড়ী
ষোল বৎসরের হৈল রামা।
খঞ্জন-গঞ্জন আঁখি, অকলঙ্ক শশিমুখী,
কেবা দিতে পারে রূপ-সীমা॥
সুচারু নিতম্ব সাজে, চরণ-পঙ্কজে রাজে,
মণিময় কাঞ্চন-নূপুর।
বিমল অঙ্গের আভা, নানা অলঙ্কারে শোভা,
রবির কিরণ করে দূরে॥
ত্রিবলি-বলিত মাঝে, সুবর্ণ কিঙ্কিণী সাজে,
উরুযুগ রম্ভার সমান।
জিনিয়া কুঞ্জর-কুম্ভ, কুচযুগ ধরে দম্ভ,
নেতের বসন পরিধান॥
চঞ্চল নয়ন-কোণে, মদন এড়িল গুণে,
কাজল-গরলযুত শর।
বিউনী কেশের অন্ত, শোভয়ে মদন-কুন্ত,
কবরীতে শোভিছে কেশর॥
সর্ব্বাঙ্গে চন্দন পঙ্ক, অঙ্গদ বলয়া শঙ্খ,
বাহু-বিভূষণ সুশোভন।
সকল অঙ্গুলি ভরি, মাণিকের অঙ্গুরী,
দন্তরুচি ভুবনমোহন॥
মুখচন্দ্র অনুপাম, বিন্দু বিন্দু শোভে ঘাম,
সিন্দূর-তিলক তিমিরারি।
অধর বিদ্রুমদ্যুতি, তাম্বূলের রাগ তথি,
নাসায় মাণিক মনোহারী॥
পরি নানা আভরণে, অবশেষে পড়ে মনে,
হৃদয়ে কাঁচুলী আচ্ছাদন।
মনে করি ভগবতী, কাঁচুলী নির্ম্মাণে মতি,
স্বর্গের বিশাই গোচরণ॥
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয়মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

বিশ্বকর্ম্মার দশাবতার লিখন।

বিশাই কাঁচুলী লেখে, ভারত পুরাণ দেখে,
লেখে নানা নিগমের সার।
করিয়া চণ্ডিকা ধ্যান, তুলি ধরে সাবধান,
আগে লেখে দশ অবতার॥
প্রলয়-সাগর-লীন, প্রথমে লিখিল মীন,
বেদ উদ্ধারণ অবতার
ধরিয়া রোহিত-লীলা, জলচর মাঝে খেলা,
কৈল সত্যব্রতের উদ্ধার॥
লেখে কূর্ম্ম অবতার, পীঠে ফিরে গিরি যার
পীঠে দিল লক্ষ-যোজনে॥

ফুল্লরা ও চণ্ডীর কথোপকথন।

এরূপ যৌবনে, ছাড়িয়া ভবনে,
কেনে আইলা পর-বাস।
কহ গো সুন্দরি, কেনে একেশ্বরী,
ভ্রমিতে নাহি তরাস।
জিনি নীলগিরি, তোমার কবরী,
মণ্ডিত মল্লিকা-মালে।
বিধি কুতুহলী, সুস্থির বিজুলি,
কিবা কৈল কেশজালে॥
কপোল-মণ্ডল, চঞ্চল-কুণ্ডল,
বদন বিধুমণ্ডলে॥
তব রূপ-সীমা, কি দিব উপমা,
নাহি তিনলোক-তলে।
কপালে সিন্দুর, তম করে দূর,
যেন প্রভাতের ভানু॥
চন্দনের বিন্দু, কিবা তাহে ইন্দু,
হৈতে অকলঙ্ক তনু॥
বরণে উজলী, কনক বউলী,
শোভিছে তোর কুন্তলে।
দিতে তার শোভা, সৌদামিনী কিবা,
স্থির তোর কেশ-জালে॥
ছাড়ি মকরন্দে, তোর মুখ-গন্ধে,
কত শত ধায় অলি।
তোর মুখ-শশী, মৃদুমন্দ হাসি,
সঘনে পড়ে বিজুলি॥
জিনি গজমতি, তোর দন্তপাঁতি,
হাসিতে বিজুলী খেলে।
পক্ক-বিম্ববর, জিনিয়া অধর,
নাসায় মাণিক দোলে॥
হেমলতা তনু, তোর ভুরু-ধনু,
অপাঙ্গ-মদন-তূণে।
কজ্জল গরল বিশিখ প্রবল
ধরসি কিবা কারণে॥
শোভে অনুপম কণ্ঠে মণিদাম
তাড় মরকত তায়।
বক্ষের কাঁচুলি করে ঝিলি মিলি
শোভিছে অঙ্গ ছটায়॥
করে শঙ্খ দেখি, হেন মনে লখি,
উর্ব্বশী আল্য আপনি।
কিবা আল্য উমা, রম্ভা তিলোত্তমা,
কমলা কিবা ইন্দ্রাণী॥
জিনি মৃগরাজ, তোর ক্ষীণ মাঝ,
হেলয়ে বসন্তবায়।
ও রূপ মাধুরী, তোর কুচগিরি,
ভরে পাছে ভাঙ্গি যায়॥
নাহি লখি তোমা, কার রোষে বামা,
কি হেতু ছাড়িলে পতি।
কিসের কারণ, একাকী ভ্রমণ,
কেন কৈলে হেন মতি॥
কি বা পতি-দোষ, দেখি কৈলা রোষ,
স্বরূপ কহ না বাণী॥
তোর বিরহ-জ্বরে, পতি যদি মরে,
কোন্ ঘাটে খাবে পানী।
শাশুড়ী ননন্দ, কিবা বৈল মন্দ,
সত্য কথা কহ মোরে॥
তোর সঙ্গে যাব, অনেক নিন্দিব,
বুঝাব নানা প্রকারে॥
ফুল্লরার বাণী, শুনিয়া আপনি,
উত্তর দিলা পার্ব্বতী।
রচিয়া সুছন্দ, গাইল মুকুন্দ,
বদনে যার ভারতী॥

ফুল্লরার গৃহে চণ্ডীর আগমন।

কি আর জিজ্ঞাসা কর, আইলাম তোমার ঘর,
বীরের দেখিতে নারি দুখ।
দিয়া আপনার ধন, তুষিব বীরের মন,
আজি হৈতে পাবে বড় সুখ॥
রামা গো, এতক্ষণে পরিচয় করি।
আমার করম-দোষী, বসি গুপ্ত বারাণসী,
স্বামী মোর জনম-ভিখারী॥
কি কব দুঃখের কথা, গঙ্গা নামে মোর সতা,
স্বামী যারে ধরয়ে মস্তকে।
বরঞ্চ গরল খায়, আমা পানে নাহি চায়,
ভবন ত্যজিনু সেই পাকে॥

গঙ্গা বড় সোহাগিনী, সদাই পাড়য়ে গালী,
স্বামীর সোহাগ দরপে।
দেখিয়া পতির দোষ, উঠিল পরম রোষ,
লাজে জলাঞ্জলি দিলুঁ তাপে॥
সতিনের সম্মান, সেই মোর অপমান,
অভিমানে নাহি মেলি আঁখি।
দেখিয়া দারুণ সতা, বিবাহ দিলেন পিতা,
পিতৃকুলে হৈলাম বিমুখী॥
বিষ-কণ্ঠ মোর স্বামী, সহিতে না পারি আমি,
পঞ্চমুখে দেয় গালাগালি।
বিধি কৈল অবলা, তাহে সতিনের জ্বালা,
পরিতাপে হৈয়া গেলুঁ কালী॥
উগ্র আমার পতি, হৈলাম অবলা জাতি,
পাঁচ মুখে গালি পাড়ে কোপে।
একে সতিনের জ্বালা, কত সহে অবলা,
লাজে জলাঞ্জলি দিলুঁ তাপে॥
দারুণ দৈবের গতি, দরিদ্র আমার পতি,
পঞ্চমুখে গালি পাড়ে কোপে।
বিষকণ্ঠ মোর স্বামী, সহিতে না পারি আমি,
তনু ত্যাগ হইল সেই তাপে॥ *

* এক খানি পুঁথির পরিবর্ত্তিত পাঠ।
প্রভুর সম্পদ্ বড়, সাত সতিনেতে জড়,
অনুক্ষণ জঞ্জাল কোন্দল।
কি মোর কপালে ফল, খাইয়া ধুতুর ফল,
আচম্বিতে হইল পাগল॥
বিভূতি মাখেন গায়, ঝিমিকে ঝিমিকে ধায়,
ভাগ্যে আছে পরে বাঘছাল।
ভুজঙ্গ-বেষ্টিত অঙ্গ, বাজায় ডম্বুর শৃঙ্গ,
গলায় শোভিছে হাড়মাল॥
কি হবে বিষয় সুখ, তাহে পতি পরাঙ্মুখ,
তারে বলে সবে কাম-অরি।
সাত সতিনীয়া মরে, বুঝিয়া না শান্তি করে,
সাত সতা পরাণের বৈরী॥
যে ঘরে সতিনী রয়, কামানলে প্রাণ দয়,
যেমন লাগয়ে বিষজ্বালা।
বিধি মোরে হৈল বাম, না গণিল পরিণাম,
বনবাসী হইনু একালা॥

খাও পর যত তুমি, সকল যোগাব আমি,
আমাকে ত না বাসিহ ভিন্ন।
সমরে কানন-ভাগে, থাকিব বীরের আগে,
আজি হৈতে সম্পদের চিন্॥
শতেক রাজার ধন, অঙ্গে মোর আভরণ,
ভুবন কিনিতে পারি ধনে।
সম্পদ্ বিস্তর দিব, কেবল ভকতি নিব,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে॥

দেবীর প্রতি ফুল্লরার উপদেশ।

তোরে আমি বলি ভাল, স্বামীর বসতি চল,
পরিণামে পাবে বড় দুখে।
শুন শুন মূঢ়মতি, যদি ছাড় নিজ পতি,
কেমতে তরিবে লোক মুখে॥
স্বামী বনিতার পতি, স্বামী বনিতার গতি,
স্বামী বনিতার সে বিধাতা।
স্বামীই পরম ধন, স্বামী বিনে অন্য জন,
কেহ নহে সুখ-মোক্ষ-দাতা॥
স্বামী সন্তোষে বসায় খাটে, অপরাধে নাক কাটে,
দণ্ডে রাজা বনতার পাত।
শুন গো শুন গো সই, হিত উপদেশ কই,
ইতিহাসে কর অবগতি॥
রাবণে বধিয়া রাম, সীতারে আনিল ধাম,
করাইয়া পরীক্ষা দহনে।
লোক-বাদ খণ্ডাবারে, বনবাস দিল তারে,
আদেশিয়া সুমিত্রানন্দনে॥
পঞ্চমাস গর্ভকালে, সাধ খাওয়াবার ছলে,
লয়্যা গেলা গহন-কাননে।

এবে বিধি হৈল সখা, বীর-সঙ্গে পথে দেখা,
সত্য করি আনে নিজ ঘরে।
শুন গো ব্যাধের ঝি, তোমারে বুঝাব কি,
এবে আমি যাব কোথাকারে॥
ফুল্লরা দেবীর কয়, এমন যাবার নয়,
বুঝাইয়া পাঠাইব ঘরে।
বুঝি ফুল্লরার মতি, কহিছেন ভগবতী,
আমি না ছাড়িব মহাবীরে॥

শুন গো দারুণ কথা, কাননে এড়িয়া সীতা,
আইলা বীর আপন-ভবনে॥
ভৃগু নামে মহামুনি, সকল পুরাণে শুনি,
ব্রহ্মার কুলের নন্দন।
রেণুকা রমণী তার, সুত ভুবনের সার,
ক্ষত্রকুল বিনাশ-কারণ॥
রেণুকার দেখি দোষ, উঠিল পরম রোষ,
সুতে আজ্ঞা দিল মহামুনি।
শুনিয়া পিতার কথা, মায়ের কাটিল মাথা
ত্রিভুবনে কৈল জয়ধ্বনি॥
তোরে দেখিয়ে উত্তম জাতি,দেবতা সমান কাঁতি
কোপ কর নীচের সমান।
ছাড়িয়া পতির পাশ, কেনে আইলা পরবাস,
আপনার কি সাধিলা মান॥
যদি সতিনী কোন্দল করে, দ্বিগুণ বলিবে তারে,
অভিমানে ঘর ছাড় কেনি।
কোপে করি বিষপান, আপনি ত্যজিবে প্রাণ,
সতিনের কিবা হবে হানি॥
কৌশল্যা রামের মাতা, কৈকেয়ী তাহার সতা,
দুহাঁর কোন্দলে সর্ব্বনাশ।
না গণিয়া হিতাহিত, কৈল সেই অনুচিত,
রামচন্দ্র গেলা বনবাস॥
অধম অবলা জাতি, যদি থাকে এক রাতি,
পরের ভবনে কদাচিত।
ছল ধরে বন্ধুজন, লোকে করে গঞ্জন,
অবিচারে কৈলে অনুচিত॥
ফুল্লরার কথা শুনি, ভগবতী মনে গুণি,
উত্তর না দেন মহামায়া।
পুন ব্যাধ নিতম্বিনী, নিবেদয়ে যোড় পাণি,
কর চণ্ড রঘুনাথে দয়া॥

ফুল্লরার পুনর্ব্বার উপদেশ।

করিয়া উভয় পাণি, বলে ব্যাধ-নিতম্বিনী,
শুন রামা দ্বিজের বনিতা।
স্বরূপে কহিয়ে তোকে, ঠেকিলা বিষম পাকে,
কি কারণে আইলে তুমি এথা॥
তোর, অতি পীন পয়োধর, গুরুয়া নিতম্বভর,
তুয়া রূপে উজ্জ্বল কুটীর।
নৌতুন যৌবন রাশি, কিবা পিয়া পরবাসী,
তেঞি ঘরে নাহি রহ থির॥
মাণ্ডব্য নামেতে মুনি, সকল পুরাণে শুনি,
তার শুন দৈব কারণ।
মুনি হয়্যা কুতুহলী, পতঙ্গেরে বেন্ধে শূলী,
ব্যোম-পথে করায় গমন॥
মুনির দৈবের পাকে, অধিপতি সেই লোকে,
হেন কালে হারাইল হয়ে।
ঘোড়া-চোর পায়্যা ত্রাস, অশ্ব রাখি মুনি পাশ,
পলাইয়া গেল প্রাণ-ভয়ে॥
ঘোড়া খুঁজিবারে ধাই, পরাইল মুনির ঠাঁই,
বান্ধিয়া আনিল হাথে গলে।
নৃপাজ্ঞায় নিশাপতি, মুনিরে ধরিয়া তথি,
আরোহণ করায় ত্রিশূলে॥
ভারত-বিধান-ক্রমে, শুনেছি পণ্ডিত-ধামে
অবনীতে দারি সুরপতি।
জানি বা জানিতে পার, জানি বা জানিতে নার,
কালক্রমে পাইল স্বামী সতী॥
বেদবতী নামে দারা, স্বামী যার শতশিরা,
অবিরাম শরীর গলিত।
পতিব্রতা হয় যেবা, তেন মতি করে সেবা,
স্বামীর পালন করে নিত॥
পতির আদেশ ধরি, নিজ-পতি কান্ধে করি,
গঙ্গা-স্নান করিবারে যায়।
গঙ্গার ওকূল ধারে, অঙ্গ মার্জ্জন করে,
বারবধূ দেখিবারে পায়॥
মুনি বলে শুন সতি, ইহার ভুঞ্জিব রতি,
বারবধূ লক্ষহীরা সনে।
সতী নিত দ্বারাগারে, অঙ্গন মার্জ্জন করে,
বেশ্যা বিস্ময় ভাবে মনে॥
দৈবযোগে বেশ্যা সনে, দেখ দেখি দুই জনে,
হাস্যরসে দুজনে কথনে।
বেদবতী বলে বাণী, বেশ্যা বিস্ময় গুণি,
ভাগ্য করি সে মানিল মনে॥
মানিল মানস পূর্ণ, নিজাগারে আসি তূর্ণ,
কান্ধে করি স্বামী লয়্যা যায়।

ত্রিশূলে আছিলা মুনি, তমোঘোরে নাহি জানি,
মাথা বাজে সে মুনির পায় ॥
যোগ বলে হরি-সঙ্গ, যে মোর করিল ভঙ্গ,
দেবতা অসুর কিবা নর।
যদি হয় দেব ঋষি, সে মরিবে গেলে নিশি,
বাগ্‌বজ্র দিল মুনিবর ॥
শুনি বলে বেদবতী, যদি আমি হই সতী,
এ যামিনী না পোহাবে আর।
মুনি সতী বিসংবাদ, হৈল বড় পরমাদ,
অলঙ্ঘ্য বচন দুহাঁকার ॥
পূরিতে পতির আশ, বারবনিতার পাশ,
পতিব্রতা লয়্যা যায় স্বামী।
দেখিয়া ত ব্যাধি-কায়, বেশ্যা না পরশে তায়,
আইলা মুনি না পোহায় যামী ॥
অনিবার বিভাবরী, যথা বেদবতী নারী,
সেবে দেব জুড়ি দুই কর।
সতীর আদেশ ধরি, উঠিল তিমির-অরি,
মরে মুনি, জিয়াল অমর ॥

পুনর্ব্বার ফুল্লরার উপদেশ।

পুন শুন ঠাকুরাণী, কহি আমি হিতবাণী,
ইতিহাসে কর অবধান।
ভারত-বিধান-ক্রমে, শুনেছি প গুত-ধামে,
সতী সাবিত্রীর উপাখ্যান ॥
মদ্র দেশ-নরপতি, নাম তার অশ্বপতি,
অপুত্রক সেই নৃপবর।
পুত্র জনমের হেতু, দ্বিজ আনি করে ক্রেতু,
অগ্নি তারে দিল কন্যাবর ॥
কন্যা হৈল রূপবতী, দেখি বলে নরপতি,
মনে ভাবি করহ বরণে।
পিতা দিল অনুমতি, অবিলম্বে রূপবতী,
মনে বরি আইলা সত্যবানে ॥
কন্যা আসি কহে বাণী, হরষিত নৃপমণি,
সেই কালে আইলা নারদ।
নারদ শুনিয়া কথা, বলে রাজা পায়্যা ব্যথা,
সত্যবানের নিকট আপদ্ ॥

সাবিত্রী শুনিল কথা, বলেন শুনহ পিতা,
যে হৌক সে হৌক মোর পতি।
আর না ভাবিহ আন, তার পাছে মোর প্রাণ,
ইথে তুমি কর অনুমতি ॥
শুনি নরপতি কয়, যে জন আমার হয়,
কর সবে সেই আয়োজন।
রাজার বচন মাথে, করি সব চলে সাথে,
চলে রাণী কুতুহল মন ॥
জনক জননী কাছে, যথা সত্যবান্ আছে,
তথা রাজা দিল দরশন।
সত্যবানে আদেশিল, সাবিত্রীকে সমর্পিল,
পুন রাজা দেশেতে গমন ॥
ভাবিয়া সাবিত্রী মনে, দেব পূজে দিনে দিনে,
স্বামীর পালন করে নিত।
শাশুড়ী শ্বশুর অন্ধ, দেখে বধূর প্রেমতরঙ্গ,
দু'হেঁ বুঝি, হন হরষিত ॥
সত্যবান্ চলে বনে, সাবিত্রী ভাবিল মনে,
যেবা কথা নারদ কহিল.
শ্বশুরে বিদায় হয়, পতিব্রতা সঙ্গে ধায়,
গহন কাননে রায়া গেল ॥
কুতুহলে দুই জনে, ভ্রমিয়া গহন বনে,
তরুমূলে বৈসে সত্যবান্।
ত্যজিল কুমার বোল, কাল আসি দিল কোল,
তারে বিধি করিল নিদান ॥
যমে না করিয়া ভয়, প্রণতি করিয়া কয়,
তুমি দান দেহ মোর পতি।
আর যেবা চাহ বর, দিব আমি যাও ঘর,
পতি কথা না কহিও সতি ॥
শুনিয়া ধর্ম্মের বাণী, করিয়া যুগল পাণি,
যদি বর দিবে মহাশয়।
শ্বশুর পাইবে দৃষ্টি, লভিবে আপন সৃষ্টি,
পিতৃকুলে শতেক তনয় ॥
বর দিয়া ধর্ম্মরাজ, আপন ভবন যায়,
অনুগতি যায় রূপবতী।
পুনরপি দেখি তারে, কৃপা করি দিল বরে,
যাও তুমি হবে পুত্রবতী ॥
জোড় হাথে কহে সতী, তুমি লয়্যা যাও পতি,
কেমতে হইবে পুত্র মোর।

বুঝি বলে ধর্ম্মরায়, ক্ষমিলুঁ সকল দায়,
পতির জীবন দিলুঁ তোর॥
সাধিল আপন কার্য্য, পতি লয়্যা আইল রাজ্য,
এই কথা শুনেছি পুরাণে।
তুমি অতি মূঢ়মতি, ত্যজিয়া আপন পতি,
একা ফির গহন কাননে॥
শুনিয়া এমত বাণী, কহে মাতা নারায়ণী,
না ছাড়িব তোমার ভবন।
অভয়া-চরণে চিত, রচিয়া নৌতুন গীত,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

ফুল্লরার প্রতি চণ্ডিকা।

ফুল্লরা সুন্দরি শুন ফুল্লরা সুন্দরি।
আইলাম বীরের দুঃখ দেখিতে না পারি।
কুলের বহুরি আমি কুলের নন্দিনী।
আপনার ভাল মন্দ আপনি সে জানি॥
মোর উপদেশে বা তোমার কিবা কাজ।
আপনি সে রক্ষা করি আপনার লাজ॥
আছিলাম একাকিনী বসিয়া কাননে।
আনিল তোমার পতি বান্ধি নিজগুণে॥
হয় নয় জিজ্ঞাসা করহ যায়্যা বীরে।
যদি বীর বলে তবে যাব স্থানান্তরে॥
আইলাম তোমার ঘর হিত করিবারে।
কত না নিষ্ঠুরবাণী বল্ল আমারে॥
তুমি, যে বল সে বল আমি [illegible] না ছাড়িব।
দিয়া আপনার ধন দুঃখ নিবারিব॥
মোর এত জিজ্ঞাসায় তোর কিবা [illegible]।
থাকিব দুজনে যদি নাহি কর রোষ॥
এতেক বচন যদি বলিল ভবানী।
না বুঝিয়া দুঃখ ভাবে ব্যাধের রমণী॥
বার মাসের দুঃখ রামা করে নিবেদন।
অম্বিকা মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

ফুল্লরার বার-মাসের দুঃখ।

পাশেতে বসিয়া রামা কহে দুঃখবাণী।
ভাঙ্গা কুড়্যাঘর তালপাতার ছাওনী॥
ভেরেণ্ডার খাম ওই আছে মধ্য ঘরে।
প্রথম বৈশাখ মাসে নিত্য ভাঙ্গে ঝড়ে॥
বৈশাখে অনল-সমান বসন্তের খরা।
তরু-তল নাহি মোর করিতে পসরা॥
পায় পোড়ে খরতর রবির কিরণ।
শিরে দিতে নাহি আঁটে খুঞার বসন॥
বৈশাখ হৈল্য বিষ গো বৈশাখ হৈল্য বিষ।
মাংস নাহি খায় সর্ব্বলোক নিরামিষ॥ ১
পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রচণ্ড তপন।
পথ পোড়ে খরতর রবির কিরণ॥
পসরা এড়িয়া জল খাইতে যাত্যে নারি।
দেখিতে দেখিতে চিলে লয় আধা সারি॥
পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস।
বেঙচের ফল খায়্যা করি উপবাস॥ ২
আষাঢ় পূরিল মহী নব-মেঘে জল।
বড় বড় গৃহস্থের টুটিল সম্বল॥
মাংসের পসরা লয়্যা ফিরি ঘরে ঘরে।
কিছু খুদ কুড়া পাই উদর না পূরে॥
কি কহিব দুঃখ মোর কহনে না যায়।
কাহারে বলিব কি দুষিব বাপ মায়॥ ৩
শ্রাবণে বরিষে ঘন দিবস রজনী।
সিতাসিত দুই পক্ষ একই না জানি॥
আচ্ছাদন নাহি অঙ্গে পড়ে মাংস জল।
কত মাছি খায় অঙ্গে মোর কর্মের ফল॥
বড় অভাগ্য মনে গণি বড় অভাগ্য মনে গণি।
কত শত খায় জোঁক, নাহি খায় ফণী॥ ৪
ভাদ্র পদ-মাসে বড় দুরন্ত বাদল।
সবলে দারিদ্র [illegible] বিলাপ॥
কিরাত নগরে বসি না মিলে উধার।
হেন বন্ধু জন নাহি যেবা সহে ভার॥
দুঃখ কর অবধান দুঃখ কর অবধান।
বৃষ্টি হইলে কুড়্যায় [illegible]॥ ৫
আশ্বিনে অম্বিকা পূজা করে জগজনে।
ছাগ মেষ মহিষ দিয়া বলিদানে॥
উত্তম বসনে বেশ করয়ে বনিতা।
অভাগী ফুল্লরা করে উদরের চিন্তা॥
মাংস কেহ না আদরে মাংস কেহ না আদরে।
দেবীর প্রসাদমাংস সবাকার ঘরে॥ ৬

কার্ত্তিক মাসেতে হৈল হিমের জনম।
করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ॥
নিযুক্ত করিল বিধি সভার কাপড়।
অভাগী ফুল্লরা পরে হরিণের ছড়॥৭
মাস মধ্যে মাইষর আপনি ভগবান্।
হাটে মাঠে গৃহে গোঠে সবাকার ধান॥
উদর ভরিয়া অন্ন দিল বিধি যদি।
যম-সম শীত তাহে নিরমিল বিধি॥
দুঃখ কর অবধান দুঃখ কর অবধান।
জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ॥ ৮
পৌষে প্রবল শীত সুখী জগজন।
তুলি পাড়ি পাছুড়ি শীতের নিবারণ॥
তৈল তুলা তনূনপাৎ তাম্বূল তপন।
করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ॥
হরিণ বদলে পাইনু পুরাণ খোসলা।
উড়িতে সকল অঙ্গে বরিষয়ে ধূলা॥
বৃথা বনিতা-জনম বৃথা বনিতা-জনম।
ধূলি ভয়ে নাহি মেলি শয়নে নয়ন॥ ৯
মাঘ মাসে অনিবার সদাই কুঝ্বটী।
আন্ধারে লুকায় মৃগ, না পায় আখেটী॥
ফুল্লরার কত আছে কর্ম্মের বিপাক।
মাঘ মাসে কাননে তুলিতে নাহি শাক॥
নিদারুণ মাঘমাস নিদারুণ মাঘ মাস।
সর্ব্বজন নিরামিষ করে উপবাস॥ ১০
সহজে শীতল ঋতু ফাল্গুন মাসে।
পোড়য়ে রমণীগণ বসন্ত বাতাসে॥
যুবতী-পুরুষ অঙ্গ পোড়ায় মদনে।
ফুল্লরার অঙ্গ পোড়ে উদর-দহনে॥
রামা শুন মোর বাণী রামা শুন মোর বাণী।
কোন্ সুখে মোর সহ হইবে ব্যাধিনী॥ ১১
মধুমাসে মলয়-মারুত মন্দ মন্দ।
মালতীরে মধুকর পীয়ে মকরন্দ॥
অনল সমান পোড়ে চইতের খরা।
চালু সেরে বান্ধা দিলুঁ মাটিয়া পাথরা॥
দুঃখ কর অবধান দুঃখ কর অবধান।
আমানি খাবার গর্ত্ত দেখ বিদ্যমান॥
দারুণ দৈব-দোষে গো দারুণ দৈব-দোষে।
একত্র শয়ন স্বামী যেন যোল ক্রোশে॥ ১২

ফুল্লরার অভিলাষ বুঝিয়া পার্ব্বতী।
আশ্বাস করিয়া তারে বলে ভগবতী॥
আজি হৈতে মোর ধনে আছে তোর অংশ।
শ্রীকবিকঙ্কণ গীত গান ভৃগুবংশ॥

কালকেতুর প্রতি ফুল্লরা-বাক্য।

বিষাদ ভাবিয়া কান্দে ফুল্লরা রূপসী।
নয়নের লোহেতে মলিন মুখশশী॥
কান্দিতে কান্দিতে রামা কাইল গমন।
গোলাহাটে বীর-পাশে দিল দরশন॥
হা কান্দ-কান্দনে কান্দে চক্ষে বহে নীর।
সবিস্ময় হইয়া জিজ্ঞাসে মহাবীর॥
শাশুড়ী ননদী নাহি নাহি তোর সতা।
কার সনে দ্বন্দ্ব কর‍্যা চক্ষু কৈলি রাতা॥
সতাসতী নাহি প্রভু তুমি মোর সতা।
এবে ফুল্লরারে হৈল বিমুখ বিধাতা॥
কি দোষ দেখিলে প্রভু আজিকার স্বপনে।
দোষ নাহি দেখ্যা কেন কর অপমানে॥
কি লাগিয়া বীর এবে পাপে দিলা মন।
যেই পাপে নষ্ট হৈলা লঙ্কার রাবণ॥
পিপীড়ার পাখা উঠে মরিবার তরে।
কাহার ষোড়শী কন্যা আনিয়াছ ঘরে॥
বামন হইয়া হাত বাড়াইলে শশী।
আখেটীর ঘরে শোভা পাইবে উর্ব্বশী॥
শিয়রে কলিঙ্গ রাজা বড় দুরবার।
তোমারে বাধিয়া জাতি লইবে আমার॥
এ বোল শুনিয়া ক্রোধে বীর বোলে বাণী।
পরস্ত্রী দোখয়ে যেন নিদয়া জননী॥
বেকত করিয়া রামা কহ সত্য ভাষা।
মিথ্যা হৈলে চিয়াড়ে কাটিব তোর নাসা॥
সত্য-মিথ্যা-বচনে আপান ধর্ম্ম সাখী।
তিন দিবসের চাঁদ দুয়ারে বসি দেখি॥
পাসরা চুপড়ি পাথি নিলেন ফুল্লরা।
চলিলেন গোলাহাটের তুলিয়া পসরা॥
আগে আগে চলিল ফুল্লরা নারী-জন।
পশ্চাতে চলিলা কালু ব্যাধের নন্দন॥
দূরে হৈতে দেখে বীর আপনার বাসে।
তিমির ফেটেছে যেন তপন-তরাসে॥

আপনার ঘরে যায়্যা দিল দরশন।
দেখিতে পাইল দুটি অভয়-চরণ॥
ভাঙ্গা কুড়্যা ঘর খান করে ঝলমল।
কোটি ভানু প্রকাশিত আকাশমণ্ডল॥
শরগাণ্ডী এড়ি বীর হৈলা নতিমান্।
অভয়ামঙ্গল কবিকঙ্কণে গান॥

চণ্ডীর প্রতি কালকেতুর উপদেশ।

করুণ রাগ।

আমি ব্যাধ নীচ-জাতি, তুমি রামা কুলবতী,
পরিচয় মাগে কালকেতু।
ত্রিভুবনে এক ধন্যা, কিবা দেব-দ্বিজ-কন্যা,
ব্যাধের মন্দিরে কিবা হেতু॥
ব্যাধ গো হিংসক রাড়, চৌদিকে পশুর হাড়,
মসান-সমান এই ভূমি।
বলি গো উচিত বাণী, ঘরে চল ঠাকুরাণী,
দেবের সমান মূর্ত্তি তুমি॥
কিবা পথ-পরিশ্রমে, আইলে দিগের ভ্রমে,
আওয়াস ছাড়িয়া এই ঘর।
চল বন্ধুগণ পথে, ফুল্লরা চলুক সাথে,
পাছু লয়্যা যাব ধনুঃশর॥
ত্যজিয়া ব্যাধের বাস, চল বন্ধুজন-পাশ,
থাকিতে থাকিতে দিননাথে।
যদি হবে কাল নিশা, লোকে পাব দুর্ভাষা,
যুবতী থাকিবে কার সাথে॥
সীতা যে পরম সতী, তার শুন যে গতি,
দৈবে ছিল রাবণ-ভবনে।
সতী জানকীরে জানি, লোকবাদে রঘুমণি,
পুনর্ব্বার পাঠাল্য কাননে॥
পুরাণ বসন জাতি, অবলা জনার জাতি,
রক্ষা পায় অনেক যতনে।
যথা তথা অবস্থিতি, দোঁহাকার এক গতি,
হিত বিচারিয়া দেখ মনে॥
যেমত তিলক পানী, তেমত অসত্যবাণী,
সত্যবাণী তিলক চন্দন।
অভয়া-চরণে চিত, রচিল মুকুন্দ গীত,
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ॥

দেবীর প্রতি কালকেতুর ক্রোধ।

মল্লার।

মৌনব্রত করি যদি রহিলা ভবানী।
ঈষত কুপিত বীর জুড়িলেক পাণি॥
বুঝিতে না পারি গো তোমার ব্যবহার।
যে হও সে হও গো আমার নমস্কার॥
ছাড় এই স্থান মাতা ছাড় এই স্থান।
আপনি রাখিলে রহে আপনার মান॥
একাকিনী যুবতী ছাড়িলে নিজ ঘর।
উচিত বলিতে কেনে না দেও উত্তর॥
বড়র বৌয়ারী তুমি বড়লোকের ঝি।
রহিয়া ব্যাধের আগে তোর ভাল কি॥
শতেক রাজার ধন অভরণ অঙ্গে।
ভয়-হীন ভ্রম যুবা কেহ নাহি সঙ্গে॥
চোর খণ্ড হৈতে মাতা নাহি কর ভয়।
চরণে ধরিয়া সাধি ছাড়গো নিলয়॥
আমার বচনে মাতা কর প্রতিকার।
শিয়রে কলিঙ্গ রায় বড় দুরবার॥
এতেক বচনে যদি না দিলা উত্তর।
ভানু সাক্ষী করি বীর জুড়িলেক শর॥
ছাড়িতে জুড়িতে শর নাহি পারে বীর।
পুলকে পূরিত তনু চক্ষে বহে নীর॥
শরাসনে আকর্ণপূর্ণিত কৈল বাণ।
হাথে শর রহে যেন চিত্রের নির্ম্মাণ॥
নিবেদিতে মুখে নাহি নিঃসরে বচন।
বল বুদ্ধি হত হৈল আখেটীনন্দন॥
নিতে চাহে ফুল্লরা হাথের ধনু শর।
ছাড়াইতে নারে শর হইলা ফাঁফর॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

দেবীর পরিচয় প্রদান।

নগনন্দিনি সুরবন্দিনি গো॥ ধ্রু॥

শরধনু স্তম্ভিত দেখিয়া মহাবীরে।
করুণা করিয়া মাতা বলে ধীরে ধীরে॥

আইলাম পার্ব্বতী তোমারে দিতে বর।
লহ বর কালকেতু ত্যজ ধনুঃশর॥
মাণিক অঙ্গুরী লহ সাত রাজার ধন।
ভাঙ্গায়্যা বসাহ রাজ্য গুজরাট বন॥
বসাইবে দিয়া কড়ি গরু আর ধান।
পালিহ সকল প্রজা পুত্রের সমান॥
পূজিহ মঙ্গলবারে দিয়া দ্রব্যজাত।
গুজরাট নগরে কালু তুমি হবে নাথ।
এতেক শুনিয়া কালু চণ্ডীর বচন।
জোড় হাথ করি কিছু করে নিবেদন॥
হিংসামতি ব্যাধ আমি অতি নীচ-জাতি।
মোর ঘরে কি কারণে আইলে পার্ব্বতি॥
আদ্যাশক্তি বট যদি শিখরবাসিনী।
তোমার চরণ বন্দি জোড় করি পাণি॥
আদ্যাশক্তি মোর মনে নাহিক পাত্যায়।
শর-স্তম্ভ-বিদ্যা জান হেন বুঝি পারা॥
আদ্যাশক্তি বট যদি নগেন্দ্রনান্দনী।
নিবেদি তোমার পায়ে জোড় করি পাণি॥
নিজ মূর্ত্তি ধরিলে প্রবোধ পাই মনে।
যেরূপে তোমারে লোক পূজয়ে আশ্বিনে॥
এমত শুনিয়া চণ্ডী কালুর বচন।
নিজ রূপ ধরিতে চণ্ডিকা কৈলা মন॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

মহিষমর্দ্দিনী-রূপধারণ

মালশী।

মহিষমর্দ্দিনী-রূপ ধরেণ চণ্ডিকা।
অষ্ট দিকে শোভা করে অষ্ট নায়িকা॥
সিংহ-পৃষ্ঠে আরোহণ দক্ষিণ-চরণ।
মহিষের পৃষ্ঠে বাম-পদ আরোপণ॥
বাম করে মহিষাসুরের ধরি চুল।
ডানি করে তার বুকে আঘাতিল শূল॥
বামদিকে লম্বমান শোভে জটাজূট।
গগনমণ্ডলে লাগে মাথার মুকুট॥
অঙ্গদ বলয়া হার হৈল দশভুজা।
যে মতে ত্রিভুবনে লইলেক পূজা॥
পাশাঙ্কুশ ঘণ্টা খেটক শরাসন।
শোভে বামকরে পাঁচ পঞ্চ প্রহরণ॥
অসি চক্র শূল শক্তি কত মত শর।
পাঁচ অস্ত্র শোভিত দক্ষিণ পাঁচ কর॥
তপ্ত কলধৌত জিনি বরণের আভা।
ইন্দীবর জিনি দুই লোচনের শোভা॥
শশিকলা শোভে মায়ের মস্তকভূষণ।
সম্পূর্ণ শারদ ইন্দু জিনিয়া বদন॥
বামে শিখিবাহন দক্ষিণে লম্বোদর।
বৃষে আরোহণ শিব মস্তক উপর॥
দক্ষিণে জলধি-সুতা বামে সরস্বতী।
আনন্দে পুলকে দেবগণে করে স্তুতি॥
দেখিয়া চণ্ডীর রূপ ব্যাধের নন্দন।
সম্ভ্রমে পড়িল বীর হরিল চেতন॥
কালু কালু করিয়া ডাকেন মহামায়া।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মোরে কর দয়া॥

কালকেতুর প্রার্থনা।

মূর্চ্ছিত দেখিয়া বীরে বলেন ভবানী।
মূর্চ্ছা ত্যজি উঠ পুত্র ছাড়িয়া মেদিনী
উঠহ ফুল্লরা ঝিয়ে বলেন অভয়া।
বিনাশ করিব দুঃখ তোরে করি দয়া॥
চণ্ডীর বচনে উঠে ব্যাধের কোঙর।
চণ্ডীর সম্মুখে থাকে জুড়ি দুই কর।
কৃতাঞ্জলি করিয়া বলেন বীর বাণী।
ত্যজ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি নগের নন্দিনী॥
এমত বচন যদি বৈল মহাবীর।
দেখিতে দেখিতে হইলা পূর্ব্বের শরীর॥
(পুনর্ব্বার কহে বীর করিয়া প্রণাম।
কহ মাতা শুনিব তোমার শত নাম॥
তোমার চরণ মাতা দেখিনু বিদ্যমান।
কর্ণের সন্দেহ ঘুচে শুনিলে অভিধান॥
শ্রীকবিকঙ্কণ গীত মধুরস বাণী।
আপনার নাম মাতা কহিছেন আপনি॥)

---

* (চণ্ডীর শত নাম।

ব্যাধের নন্দন, শুন হে বচন,
এই মোর শত নাম।
এতিন ভুবনে, কেবা নাহি জানে,
সব ঠাঞি মোর ধাম॥
চামুণ্ডা চর্চ্চিকা, চক্রিণী চণ্ডিকা,
চামুণ্ডা চণ্ডবতী মহামায়া।
শুভা শুভঙ্করী, শুভ আমি করি,
তোমারে করিলুঁ দয়া॥
ইন্দ্রাণী ব্রাহ্মাণী, নরসিংহবাহিনী,
কুমারী শক্তিরূপিণী।
জয়ঙ্করী জয়া, শঙ্করী অভয়া,
বৈষ্ণবী নারায়ণী॥
কালী কপালিনী, কৌশিকী মালিনী,
বৈষ্ণবী শিব-বনিতা।
গৌরী শাকম্ভরী, গঙ্গা সুরেশ্বরী,
আমি আদ্যা-দেবী-সুতা॥
গোকুলে গোমতী, দক্ষগৃহে সতী,
জয়ন্তী হস্তিনাপুরে।
ভয়ঙ্করী ভীমা, উগ্রচণ্ডা বামা,
মহাতেজা কংসাগারে॥
যমুনা যোগিনী, যশোদা-নন্দিনী,
যোগনিদ্রা জয়প্রদা।
মৃড়ানী অম্বিকা, প্রচণ্ড-বালিকা,
ধরি খড়্গ চর্ম্ম গদা।
কালিকা কল্যাণী, মোরে সবে জানি,
কার্ত্তিকী কামরূপিণী।
গৌরী খগেশ্বরী, চণ্ডী জলেশ্বরী,
জয়-প্রীত তপস্বিনী॥
যক্ষী নিত্য পুটা, ত্রিনেত্রা ত্রিপুটা,
ত্রিপুরা দ্বারবাসিনী।
পদ্মিনী চক্রিণী, পিলঙ্গা মোহিনী,
সাবিত্রী ঘোর-রূপিণী॥
ক্ষমা সরস্বতী, কামাখ্যা কিরাতী,
চণ্ডমুণ্ডা চতুর্ভুজা।
রূপা সৃষ্টিকর্ত্রী, শর্ব্বাণী সাবিত্রী,
সহস্রাক্ষী দশভুজা॥
অপর্ণা নাগাঙ্গী, প্রত্যক্ষী নীলাক্ষী,
ঘণ্টেশ্বরী জগন্মাতা।
শান্তি মোর নাম, ভুবনে উপাম,
শুনহ নামের কথা॥
দুর্গবিনাশিনী, ভৈরব-ভামিনী,
নগেন্দ্র-নন্দিনী চণ্ডী।
বেণু সপ্তস্বরা, মুরজা মন্দিরা,
বাজায় দুন্দুভি দণ্ডী॥
স্থল-নল-দল, চরণ-যুগল,
তথি শোভে নখচন্দ্র।
চরণে চণ্ডীর, বাজয়ে মঞ্জীর,
গতি গজপতি-মন্দ॥
নয়ানের কোণে, আছে কত তুণে,
অসুর নাশের ইষু।
নাভি সরোবর, তথির উপর,
ভ্রময়ে ভ্রমর শিশু॥)

* বন্ধনী মধ্যস্থিত পদ্যগুলি আমাদের হস্তলিখিত আদর্শ পুঁথিতে নাই।

কালকেতুর ধন-প্রাপ্তি।

প্রদক্ষিণ করি বীর কৈল নমস্কার।
ফুল্লরা রমণী দিল জয় জয় কার॥
বীরহস্তে দিল দেবী মাণিক অঙ্গুরী।
লইতে নিষেধ করে ফুল্লরা সুন্দরী॥
এক গোটা অঙ্গুরীতে হব কোন কাম।
সারিতে নারিবে প্রভু ধনের দুর্নাম॥
এই অঙ্গুরীর মূল্য সাত কোটি টাকা।
ফুল্লরা শুনিয়া মুগ্ধ মুখ করে বাঁকা॥
ফুল্লরার অভিলাষ বুঝিয়া পার্ব্বতী।
আর কিছু ধন দিতে কৈল অনুমতি॥
অভয়া বলেন কালু লহ শিকা ভার।
লহ ঝুড়ি কোদালী খন্তা ক্ষুরধার॥
কোদালী খনতা মা নাহিক নিয়ড়ে।
তুমি আজ্ঞা কৈলে ধন কুড়িব চিয়াড়ে॥
আগে আগে হৈল মহামায়ার গমন।
চণ্ডীসনে দুইজনে করিলা গমন॥

বণিক্‌সহ কালকেতুর কথোপকথন।

দাড়িম্ব-তরুর তলে দিল দরশন।
চণ্ডী দেখাইয়া দিল সপ্ত ঘড়া ধন॥
স্মরিয়া অভয়া তাতে দিলেক চিয়াড়।
চেলা কাটি তোলে যেন পুখরীর পাড়॥
কুঁড়িতে কুঁড়িতে বীর ধনের লাগ পাইল॥
লাল মেঘেতে যেন বিজুলী পড়িল॥
তুলিয়া বান্ধিল বীর সপ্ত-ঘড়া ধন।
চণ্ডী সেঙরিয়া হৈল ব্যাধের গমন॥
একবার লয়্যা যান দুই ঘড়া ধন।
ফুল্লরা তারের পাছু করিল গমন॥
ধন রক্ষা হেতু মাতা বৈসে তরুতলে।
ফুল্লরা রহিলা ঘরে ধন করি কোলে॥
আরবার আনে বীর দুই ঘড়া ধন।
দেখিয়া মোহিত হৈল ফুল্লরার মন॥
শীঘ্রগতি কালকেতু আর বার যায়।
দুই দিকে দু ঘড়া ধন ভারেতে বসায়॥
এক ঘড়া অবশেষ দেখি মহাবীর।
নিতে নারে ভেড়িভার হইল অস্থির॥
কালকেতু বলে মাতা করি নিবেদন।
চাহিয়া চিন্তিয়া দেও এক ঘড়া ধন॥
যদি বা অভয়া ধন না দিবে অপর।
এক ঘড়া ধন মাগো নিজ কাঁধে কর॥
মহাবীরে অস্থির দেখিয়া মহামায়া।
ধন ঘড়া কাঁধে লৈল বীরে করি দয়া॥
আগু আগু মহাবীর করিল গমন।
পশ্চাতে চলিলা মাতা লয়্যা তার ধন॥
মনে মনে মহাবীর করেন যুকতি।
ধন-ঘড়া লয়্যা পাছে পালায় পার্ব্বতী॥
কালুর মনের কথা জানিলা তখন।
নিঞা পালাইব তোর বাপ-কালি ধন॥
কালুর কুঁড়েতে যায়্যা দিল দরশন।
চিয়াড়ে কুড়িয়া রাখে সপ্ত ঘড়া ধন॥
চণ্ডিকা বলেন শুন ব্যাধের নন্দন।
নগরের মধ্যে দেহ আমার ভবন॥
পূজিহ মঙ্গলবারে করি দ্রব্যজাত।
গুজরাট নগরে কালু তুমি হবে নাথ॥
অতি নীচকুলে জন্ম জাতিতে চোয়াড়।
কেহ না পরশ করে লোকে বলে রাড়॥
পুরোধা আমার কেবা হইবে ব্রাহ্মণ।
নীচ কি উত্তম হয় পাল্যে বহু ধন॥
পবিত্র হইলে তুমি আমা দরশনে।
নিবেক তোমার দান উত্তম ব্রাহ্মণে॥
হের আইস কালকেতু মন্ত্র দিয়ে কাণে।
ঘুচিল তোমার পাপ আমা পরশনে।
আখেটীরে ধন দিয়া দেবী মহেশ্বরী॥
কৈলাসে চলিল যথা দেব কাম-অরি॥
সর্ব্বধন সম্বরিয়া রাখিলেন খণ্ডে।
ব্যয় করিবার যোগ্য রাখিলেক গণ্ডে॥
অঙ্গুরী ভাঙ্গাতে হৈল বীরের গমন।
নগর ভিতর যথা বণিক-ভুবন॥
দেবী, বণিকের বাড়ী যান কহিতে স্বপন।
অভয়া-মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

বণিক্‌কে স্বপ্ন-প্রদান।

দশ দণ্ডে হেমথালে করিয়া ভোজন।
খাটে নিদ্রা যায় বাণ্যা বিনোদ শয়ন॥
বণিক্ শিয়রে মাতা কহেন স্বপন।
কালি, প্রভাতে আসিবে কালু ব্যাধের নন্দন॥
সমূল্য করিয়া দিহ বর্ত্তলিয়া ধন।
এতেক কহিয়া হৈল চণ্ডীর গমন॥
শয্যা হৈতে উঠে বীর প্রত্যুষ বিহান।
অঙ্গুরী লইয়া বীর করিল পয়াণ॥
মহাবীর আইলা যথা বণিকের ঘর।
গাইলেন পাঁচালি মুকুন্দ কবিবর॥
ইতি বৃহস্পতিবারের দিবা পালা সমাপ্ত।

বণিক্‌সহ কালকেতুর কথোপকথন।

নিশাপালা আরম্ভ।

ধানশী—রাগ।

বেণে বড় দুঃশীল, নাম মুরারি শীল,
লেখা জোখা করে টাকা কড়ি।
পাইয়া বীরের সাড়া, প্রবেশে ভিতর বেড়া,
মাংসের ধারয়ে দেড় বুড়ি॥

খুড়া খুড়া ডাকে কালকেতু।
কোথা হে বণিক্‌রাজ, আছয়ে বিশেষ কাজ,
আমি আইলাঙ তার হেতু
বীরের শুনিয়া বাণী, হাস্তে বলে বাণ্যানী,
ঘরেতে নাহিক পোতদার।
প্রভাতে তোমার খুড়া, গিয়াছে খাতক-পাড়া,
কালি দিব মাংসের উধার ॥
আজি কালকেতু যাও ঘর।
কাষ্ঠ আন্য এক ভার, একত্র শুধিব ধার,
মিষ্ট কিছু আনিহ বদর ॥
শুন গো শুনো গো খুড়ি,কার্য্য কিছু আছে ভেড়ি
অঙ্গুরী ভাঙ্গায়্যা নিব কড়ি।
আমার জুহার খুড়ি, কালি দিহ বাকি কড়ি,
যাই অন্য বণিকের বাড়ী ॥
কালু, এক দণ্ড কর বিলম্বন।
সাহস করিয়া বাণী, আসি বলে বাণ্যানী,
দেখি বাপা অঙ্গুরী কেমন ॥
ধনের পাইয়া বাস, আসিতে বীরের পাশ,
ধায় বেণে খড়কীর পথে।
মনে বড় কুতুহলী, কান্ধেতে কড়ির থলি,
সাপড়ি তরাজু লয়্যা হাথে ॥
খুড়া খুড়া বীর ডাকে, বাণ্যা পায়ে ধুলা মাখে,
করে বীর বেণেকে জোহার।
বেণে বলে ভাইপো, এবে নাই দেখি তো,
এ তোর কেমন ব্যবহার ॥
খুড়া প্রভাতে পরিয়া ধড়া, শরাসনে দিয়া চড়া,
হাথে শর চারি পর ভ্রমি।
ফুল্লরা পসার করে, সন্ধ্যাকালে আস্তে ঘরে,
এই হেতু নাহি আসি আমি ॥
খুড়া ভাঙ্গাইব একটি অঙ্গুরী।
হয়্যা মোরে অনুকূল, উচিত করিবে মূল,
বিপদ-সমুদ্রে যেন তরি ॥
বীর দিল অঙ্গুরী, বেণিয়া প্রণাম করি,
জোখে বেণে চড়ায়্যা পড়্যান।
কাঁচি দিয়া কৈল মাণ, ষোল রতি দুই ধান,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥

কালকেতুর অঙ্গুরী বিক্রয়।

সোণা রূপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পিতল।
ঘষিয়া মাজিয়া বাপু ক'রেছ উজ্জ্বল ॥
রতি প্রতি হয় যদি দশগণ্ডা দর।
দুই ধানের কড়ি তায় পাঁচ গণ্ডা ধর ॥
অষ্ট পণ পাঁচ গণ্ডা অঙ্গুরীর কড়ি।
মাসের পিছিলা ধার ধারি দেড় বুড়ি ॥
একুনে হইল অষ্ট পণ আড়াই বুড়ি।
চাল খুদ কিছু লহ কিছু লহ কড়ি ॥
অঙ্গুরীর মূল্য শুনি ব্যাধের নন্দন।
ভাবে,—
অঙ্গুরী সমান মিথ্যা সপ্ত-ঘড়া ধন ॥
কালকেতু বলে খুড়া মূল্য নাহি চাই।
যে জন দিয়াছে বস্তু দিব তার ঠাঁই ॥
বেণে বলে দরে নাহি বাড়ে এক বট।
আমা সনে সওদা কর না পাবে কপট ॥
ধর্ম্মকেতু দাদা সনে কৈলুঁ লেনা-দেনা।
তাহা হৈতে ভাইপো হয়্যাছ সিয়ানা ॥
কোন্ কথা লাগি বাপু কর হুড়াহুড়ি।
যদি না লও চাল্য খুদ দিব সব কড়ি ॥
কালকেতু বলে খুড়া না কর ঝগড়া।
অঙ্গুরী লইয়া আমি যাব অন্য পাড়া ॥
এখন, হাথবদল করিতে বেণের হৈল মন।
পদ্মাবতী সনে মাতার গগনে হাসন ॥
এমত সময়ে হৈল আকাশ-ভারতী।
বীরের লইতে ধন না করিস্ মতি
সাত কোটি টাকা দেও অঙ্গুরীর মূল।
দিয়াছেন চণ্ডী বীরে হয়্যা অনুকূল ॥
অকপটে সাত কোটি টাকা দেও বীরে।
বাড়িব তোমার ধন আভয়ার বরে ॥
আকাশ-ভারতী শুনে বেণের নন্দন।
দৈব যোগে অন্য নাহি শুনে কোন্ জন ॥
হৃদয়ে চিন্তিয়া বেণে বলে মহাবীরে।
এতক্ষণ পরিহাস কৈলুঁ ভাইপোরে ॥
সাতকোটি টাকা লহ অঙ্গুরীর ধন।
তবে অনুমতি দিলা ব্যাধের নন্দন ॥

থলি হৈতে হারে মাপি দিল তারে টাকা।
অকপটে দিল ধন করি লেখা-জোখা॥*

* মুদ্রিত পুস্তকে নিম্নোদ্ধৃত কয়েক পংক্তি অধিক আছে;—
(সিন্দুক হইতে বেণে গ'ণে দেয় টাকা।
অকপটে দিল ধন না হইল বাঁকা॥
লেখা করি বীরে দিয়ে সাতকোটি ধন।
বলদ আনিয়া লহ নিজ নিকেতন॥
বলদ আনিতে বীর করিল গমন।
গোলাহাটে গিয়া বীর দিল দরশন॥
বীরের সংবাদ যদি শুনে মহাজন।
বীর সম্ভাষিতে বৈশ্য করিল গমন॥
মুকুন্দ মাধব বনমালী নারায়ণ।
রামকৃষ্ণ জগন্নাথ ভরত লক্ষ্মণ॥
কংসারি গোপাল হরি শ্রীধর অজিত
মৃত্যুঞ্জয় কৃত্তিবাস অর্জ্জুন অদ্বিত॥
দামোদর গদাধর সুবল শ্রীদাম।
পীতাম্বর হরিহর বাসু শিবরাম॥
মথুরেশ হৃষীকেশ শ্রীপতি শ্রীবাস।
ব্যাধহস্ত ধন যুত শুনি মহাহাস॥
নিত্যানন্দ আদি যত জরাযুত কায়া।
বিবেচনা করে সবে দেবতার মায়া॥
বনে বনে ফিরিত এ ব্যাধের নন্দন।
মাংস বেচি করিত সে উদর ভরণ॥
জনে জনে বলদেব করিল ফুরাণ।
সাত লক্ষ পাঁচ হাজার করিল পয়াণ॥
বলদ প্রতি এক তঙ্কা লবে অঙ্কে অঙ্কে।
বলদ ভিড়িয়া চলে মহাবীরের সঙ্গে॥
সত্বরে পঁহুছিল সবে মহাবীরের বাড়ি।
ছালায় ভরিল সবে উমানিধা আড়ি॥
বলদের সঙ্গে বীর করিল গমন।
বারে বারে ধন বীর আনিল ভবন॥
ভাড়া লয়ে নিজ স্থানে গেল বৈশ্যগণে।
সর্ব্ব সম্ভাষিয়া ধন রাখে বীর খুণ্যে॥
নিত্য ব্যয় হেতু ধন কিছু রাখে গুণে।
অভয়া-মঙ্গল কবিকঙ্কণেতে ভণে॥

লেখা করি নিল বীর অঙ্গুরীর ধন
বলদ শকটে বহি আইল নিকেতন॥
বলদে বাহিয়া বীর আনিল ভবন॥
সর্ব্বধন সম্বরিয়া রাখে বীর খুণ্যে।
ব্যয় করিবারে কিছু রাখিলেন গণ্যে॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

কালকেতুর দ্রব্যাদি ক্রয়করণ।

কামোদ—রাগ।

লইয়া টাকার পাট, চলে বীর গোলাহাট,
পাছে ধায় শতেক কিঙ্কর।
সেবকে যোগায় পাণ, বেঙনী বীজয়ে আন,
বৈসে বীর তুলিচা উপর॥
কাণে কলম হাথে দোত, আইলা কায়স্থসুত,
মহাবীরে নত কৈল মাথা।
রাহুত মাহুত মাল, যেবা ধরে অসি ঢাল,
বীরের শুনিয়া ধায় কথা॥
আনন্দে পূরিত মন, ভাঙ্গায়্যা চণ্ডীর ধন,
কেনে বস্তু শতে শতে লেখা।
বিচারিয়া কেহ দেখে, কাগজে কায়স্থ লেখে,
সার করি বেণে দেয় টাকা॥
কনকের সাঁঙ্গাকুড়া, বিচিত্র পাটের গড়া,
সাঁঙ্গাকুড়া হীরায় জড়িত
চন্দন অগুরু কুড়া, নাম্বিছে মুকুতা-ঝুড়া,
কেনে দোলা রত্নে বিভূষিত॥
পার্ব্বত্য টাঙ্গন তাজি, বাছিয়া কিনিল বাজী,
গজ কিনে পর্ব্বতের চূড়া।
অঙ্গদ কঙ্কণ হার, লম্বমান মতি যার,
কিনে বীর কনকসাপুড়া॥
যুদ্ধের জানিয়া মর্ম্ম, অভেদ্য কিনিল চর্ম্ম,
নানা রত্ন রচিত মুকুট।
কিনিল মহিষা ঢাল, তাড়ী পত্র করবাল,
মুট যার রচিত পুরট॥
তবক বেলক টাঙ্গি, ভিন্দিপাল শেল সাজি
ভূষণ্ডী ডাবুশ খর-শাণ।
হীরামুটি যমধর, পা ট্রশ খেটক শর,
কিনে বীর কামান কৃপাণ॥

পুরাতে আপার সাধ, কিনিল পাটের জাদ,
মণিময় মুকুতার বেড়ি।
হীরা নীলা মোতি পলা, কলধৌত কণ্ঠমালা,
কুণ্ডল কিনিল স্বর্ণচুড়ি॥
নিয়োজিয়া জনে জনে, ধেনু মহিষ কিনে,
বলদ করভ কিনে খাসী।
শকট বিমান রথ, কিনে বীর শতে শত,
খাট পালঙ্ক কিনে দাসী॥
সরিষা মসুর মাষ, ধান্যের নাহি দিশ পাশ,
গুড় তিল তিসি বরবটি।
কিনিল তণ্ডুল ছোলা, মূল্যে লয় চিনি গোলা,
তৈল কিনে মুলাইয়া ঘটি॥
কিনে বীর নানা ধন, গজপৃষ্ঠে আরোহণ,
নিকেতনে করিল পয়াণ।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিল বন্ধ,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

কালকেতুর নিকটে বেরুনিয়া-গণের আগমন।

মহাবীর কাটে বন, শুনি বেরুনিয়াগণ,
আইসে তারা নানা দেশ হৈতে।
কাঠদা কুড়ারী বাসি, টাঙ্গী বাণ রাশি রাশি,
কিনে বীর সবাকারে দিতে॥
উত্তর দেশের জন, যেন আইসে দানাগণ,
শতেক জনের আগুয়ান।
বেরুনিয়া দেখি বীর, মনে বড় অস্থির,
তনে জনে দিল গুয়া পাণ॥
দক্ষিণ দেশের জন, আইল নাম বিকর্ত্তন,
পঞ্চশত জনের অধিকারী।
আশ্বাসিয়া মহাবীর, বেরুনিয়া কৈল স্থির,
দেখে বীর জন সারি সারি॥
পশ্চিমের বেরুনিয়া, আইল দাফর মিয়া,
সঙ্গে জন দুইত হাজার।
কুটীমুট দুই কর, জপে পীর পেগম্বর,
বন কাট্যা পাতয়ে বাজার॥
ভোজন করিয়া জন, প্রবেশ করয়ে বন,
শত শত বেরুনিয়া জন।
শুনিয়া কুঠার নাদ, দেখি বড় পরমাদ,
ধায় বাঘা করিয়া গর্জ্জন॥
কেহ বা মূর্চ্ছিত পড়ে, কদলী যেমত ঝড়ে,
কেহ বীরে নিবেদি অঞ্জলি।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, গান করিল মুকুন্দ,
ব্রাহ্মণ রাজার কুতুহলী॥

বনে ব্যাঘ্রভীতি।

পঠমঞ্জরী রাগ

মহাবীর তোমার বেরুণে নাহি সাধ।
কানন ভিতরে বাঘ, আজি পায়্যাছিল লাগ,
হয়্যাছিল বড় পরমাদ॥
দেখিলুঁ বাঘার কোপ, খাঁটা পারা দুটা গোঁপ,
গগনে লাগিছে দুটা কাণ।
বিকট দশনগুলা, মাঘ মাসে যেন মূলা,
জিভখান খাণ্ডার সমান॥
ধাইতে চঞ্চল গতি, নখে আঁচড়য়ে ক্ষিতি,
দেউটি সমান দুটা আঁখি।
অতি তার ক্ষীণ মাঝ, যেন দেখি মৃগরাজ,
চলিতে উড়য়ে যেন পাখী॥
বিশ নখ যমধার, দেখিয়া লাগয়ে ডর,
লেঙ্গুড় লাগ্যাছে তার শিরে।
কপাট সমান বুক, যমসম ভীম মুখ,
কুম্ভারের চাক যেন ফিরে॥
পায়্যা বেরুণিয়া সাড়া, মেলিয়া বিকট দাড়া,
বেরুণিয়া জনে খাইতে ধায়।
আছে পরমায়ু বল, তোমার পুণ্যের ফল,
বিদায় করিয়ে তুয়া পায়॥
বেরুণ্যার কথা শুনি, মহাবীর মনে গুণি,
আশ্বাস করিল বীর জনে।
প্রণাম করিয়া ভানু, হাথে লৈয়া শর ধনু,
প্রবেশ করিল বীর বনে॥
উকটিয়া ঝোপ ঝাড়, নিহালি পর্ব্বত আড়,
পাইল বাঘের দরশন।

উমা-পদে হিত-চিত, রচিল নৌতুন গীত,
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

ব্যাঘ্রসহ কালকেতুর যুদ্ধ।

বাঘ দেখি আকর্ণ পূর্ণিত কৈল বাণ।
আকর্ণ পূরিয়া বীর করিল সন্ধান ॥
মহাবীরে দেখি বাঘা নাহি করে ভয়।
পথ আগুলিয়া বাঘা মুখ মেলি রয় ॥
লাফে লাফে ধায় বাঘা আঁচড়িয়া ক্ষিতি।
শর হাথে বীর বলে কে দিল দুর্ম্মতি ॥
সূর্য্য উদয় না করিলে ভুবন আঁধার।
ভাল মন্দ সভাকার করেন বিচার ॥
ধন দিয়া শতা কৈল জগেন্দ্রন্দনা।
আজি হৈতে আর তুমি না খাবে পরাণী ॥
মোর কিছু দোষ নাহি হারাবে পরাণ।
ভূমে জানু পাতিয়া ছাড়িয়া দিল বাণ ॥
সাঁজে সাঁজে করি বাণ যায় ব্যোমপথে।
বাণটা লোফিয়া বাঘা চিবাইল দাঁতে ॥
জুড়িতে উদাম বীর কৈল আর বাণ।
লাফ দিয়া বাঘা তার ধরে ধনু খান ॥
বজ্র মুটাক বীর মারে তার মুণ্ডে।
ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠে তার তুণ্ডে ॥
মুটকির তেজে যেন কামারের শূল।
এক ঘায় বাঘার মাথার ভাঙ্গে খুল ॥
মুটকি খাইয়া বাঘা পুনরপি ধায়।
বজ্র চাপড় মারে মহাবীরের গায়।
মহাবীরের বজ্র অঙ্গে নখ নাহি ফুটে।
চাপড় খাইয়া বীর বলে লাগ টুটে ॥
পাছু হয়্যা মহাবীর জুড়িল কৃপাণ।
এক ঘায়ে বাঘে বীর কারল দুই খান ॥
হরি হরি সাডারিয়া বন কাটে জন।
অভয়া-মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

বনকর্ত্তন।

মহাবীর, হাতে গাণ্ডী ফিরয়ে কাননে।
বন কাটে বেড়াপরা জনে ॥

শর নল-খাগড়া ইকড়ি টাঙ্গ,
ওকড়া ধুতুরা কাটে আপাঙ্গ,
আকন্দা কাটে নিয়লি সিয়লি।
আটসর খাটসর কাটিল নাটা,
ভাছল্যা ভারুল্যা চোর পালিতা,
ঝোকড়া ঝাউ কাটে আদাড়মালী ॥

গোরক্ষ বৃহতী কাটে সোমরাজি
পটোলা পাকুল্যা ভারঘাজী
টাপুরনাটি কাল্যানয়া।
হোগল হেঁতাল চামরা কসা
বাতস বেতাস রাখালসশা
সাজ্যোতা পাক্যাতা কাটে সর্ব্বজয়া

ঘোড়াসিজ পাতাসিজ গুড়কাঞ্চলী
বাকস বাকসলা পানীসিয়লী
কুলিত্যা চালিতা কাটিল মারাটী।
নেয়াতি সেয়াতি বরুনা সাঁই
বেউড়বাঁশের অবধি নাই
কেতকী ধাতকী কাটিল বামুনহাটী ॥

সিয়াকুল ডায়াকুল শিঙ্গার বেত
কোদালে কাটিয়া করিল ক্ষেত
চিরতা বঙনাশ কাটিল মান্দারি
দেবধান খড়গড় ময়নাকাঁটা
শালপানি চকুল্যা কাটিল জটা
কুক্কুর চড়্যা কাটিল পাথারি ॥

পোলতি বিছাতি কাটিল বনশর
বনবাইগুন পিড়রা উড়ুম্বর
পড়াসি পুড়াশি কাটিল ভুরশী ॥

আমড়া বহেড়া হরিড়া ধব
শুকনা কাননে মেজাইল সব
সরল ছাড়া কাটিল সামলা।
তেফল কাফল করঞ্জাবন
করন্দি মাগন্দি কাটে আসন
এরণ্ড মায়ুড়ি কাটিল বাবলা ॥

সরল ছাতিম কাটিল নিম
পারুল দেবদারু বরুণাসীম
সিমুল সোণা কাটিল বলিচা

শিরীষ কর্ক্কট বনচালিতা
বালিগড়্যা বাকুলি কুচাইলতা
কুসুম কাটিল নাটাবীচ্যা॥
পালাপ'কুড়ি খদিরের বন।
কহাকড়া কেল্যাকড়া উলু বেণাবন
ভাঠি শঠি কাটিল আদাড়ে।
মাণ্ডার পণ্ডাব কাটে শতমূলী
ফলহীন আম জাম কাটিল কুলী
নন্দন চারুকুল কাটিয়া উপাড়ে॥
খাটুফুল খাটুকাল কাটিল কেয়া
অশ্বত্থ রাখিল মূল বান্ধিয়া
রাখিল রুদ্রাক্ষ জায়ফল লবঙ্গ।
মালতী মল্লিকা নেহালী চাঁপা
ভুজঙ্গকেশর রাখিল জবা
টগর তুলসী রাখিল নারঙ্গ॥
করুণা কমলা ছোলঙ্গ টাবা
তাল নারিকেল নগর-শোভা
শঙ্কর পুজিতে রাখিল বিল্ববন
বক শেফালিকা আর কাঞ্চন,
করবীকুন্দ করিল স্থাপন,
টগর তুলসী রাখিল স্থাপন॥
বটতরু রাখিল ষষ্ঠীর ধাম
মহাতরু রাখিল জন-বিশ্রাম
মূল বান্ধিবারে আনিল থৈকর।
নৃপতি রঘুনাথ করিল অবধান
দিয়া বহুধন কৈল অনুমান
গাইল মুকুন্দ নামে কবিবর॥ *

কালকেতু কর্ত্তৃক ভগবতীর স্তব।

কত মায়া জান গো, মা, মায়াধারি,
কে তোমা চিনিতে পারে।
ব্রহ্মার ধেয়ানে, এ চারি বয়ানে,
করযোড়ে স্তুতি করে॥ ধ্রু॥

আদ্যা সনাতনী, শম্ভুর ঘরণী,
শক্তিরূপা তিন দেবে।
শঙ্খিনী শূলিনী, কপালমালিনী,
তিন লোকে তোমা সেবে॥
ধাত্রী শাকম্ভরী, গৌরী দিগম্বরী,
জয়ন্তী কালী মঙ্গলা।
তুমি ভদ্রকালী, সেবে পুণ্যশালী,
হর-তনু হেমমালা॥
দুর্গা শিবা ক্ষমা, চণ্ডী চণ্ড-ভীমা,
বাল-শশি-শিরোমণি।
ভৈরবী ভারতী, বাণী বসুমতী,
সংসার-দুঃখ-তারিণী॥
কৌশিকী কুমারী, রোগ-শোক হারী,
বারাহী বিন্ধ্যবাসিনী।
দুষ্টে উগ্রচণ্ডা, বাশুলী চামুণ্ডা,
শ্রীফলশাখা-বাসিনী॥
দক্ষ-মখহরা, দুর্গা দুর্গা পরা,
মহাকালী বর্গভীমা।
ব্রহ্মা পুরন্দর হরি দিবাকর,
দিতে নারে তব সীমা॥
যাদব-সেবিতা, নন্দগোপ-সুতা,
শুম্ভ-নিশুম্ভ-নাশিনী।
ক্ষমা কপর্দ্দিনী, মহিষমর্দ্দিনী,
শঙ্করী সিংহবাহিনী॥
বিপদের কালে, প্রবেশি পাতালে,
রমানাথে কৈলে দয়া।
খণ্ডিয়া দুর্গতি, বামে ভগবতি,
দেহ চরণের ছায়া॥
রাজা রঘুনাথ, গুণে অবদাত,
রসিক মাঝে সুজান।
তার সভাসদ্, রচি চারুপদ,
শ্রীকবিকঙ্কণে গান॥

কালকেতুর গৃহনির্ম্মাণ।

এত স্তুতি কৈল কালু ব্যাধের নন্দন।
কৈলাসেতে চণ্ডীর অস্থির হৈল মন॥

---

* এই বিষয়টী কোন কোন পুথিতে একাবলী ছন্দে লিখিত আছে, বাহুল্যবোধে উদ্ধৃত করা গেল না।

পদ্মাবতী বলি ডাক পাড়ে ঘনে ঘন।
স্মরণ করিতে পদ্মা আইলা ততক্ষণ॥
গণনা করিয়া পদ্মা বলিল বচন।
মহাবীর কালকেতু করে সোঙরণ॥
এমন শুনিয়া চণ্ডী পদ্মার ভারতী।
বিশ্বকর্ম্মায় পাণ দিয়া দিলেন আরতি॥
মোর ব্রতে বিশাই তুমি কর অবধান।
মহাবীরের ঘর বাড়া করহ নির্ম্মাণ॥
বিশ্বকর্ম্মা শিরে ধরি চণ্ডীর আদেশ।
বেরুণিয়া বেশে বিশাই করিল প্রবেশ॥
ভেন মত প্রবেশ করিল হনুমান্।
বীরের তোলেন ঘর হয়্যা সাবধান॥
আওয়াস তুলিল এক ক্রোশ পরিমাণ।
আপনি কোদালি ধরে বীর হনুমান্॥
বিশ্বকর্ম্মা নিরমিয়া দিলেন কোদাল।
আড়ে দশ বিঘা দীর্ঘে প্রমাণ বিশাল॥
যখন কোদালী ধরে বীর হনুমান্।
বাসুকি সহিত নাগ হয় কম্পমান॥
মাহি পাতি ধরে বিশাই না ধরে সেউনি।
অঞ্জলি করিয়া হনুমান্ তোলে পানি॥
কাদা তুলি দিল বীর শুভক্ষণ বেলা।
পোয়ালকুড় সমান হনুমান্ তোলে চেলা॥
এমন প্রাচীর দিল হৈল চারি পাট।
বাউটী পাথরের বীর দিল ঝনকাট॥
তালতরু সম উচ্চ করিল প্রাচীর।
পাষাণের দাওয়া দিল হনুমান্ বীর॥
মুড়ণী রচিয়া তথি আরোপিল কাট।
চারি চালা খড়ে বিশাই ছাইল চারি পাট॥
পুরীর ভিতরে রচে চারুচতুঃশালা।
মাঝে আটচালা পিঁড় বান্ধে দিয়া শিলা॥
অন্তঃপুরে সরোবর করি নির্ম্মাণ।
পাষাণে রচিল তাহে ঘাট চারি খান॥
উত্তরে খিড়কী সিংহদ্বার পূর্ব্বদিশে।
পাষাণে রচিত পাকশাল চারিপাশে॥
সাতান্ন বন্ধে বিশাই ধরাইল সূতা।
ইন্দ্রনীল-পাষাণে রচিত কৈল পোতা॥
সপ্তম মহলে তোলে চণ্ডীর দেউল।
চিত্র বিচিত্র লেখে হয়ে অনুকূল॥
নানা রত্ন দিয়া বিশাই রচিল পিণ্ডিকা।
গান কবি মুকুন্দ যারে প্রসন্ন অম্বিকা॥

গুজরাট নগর-বর্ণন।

সিতপক্ষ ত্রয়োদশী, তাহে গুরুসুত শশী,
তথি যোগ নাম আয়ুষ্মান্।
সুধন্য কার্ত্তিক মাস, বীর তোলে আওয়াস,
বিশ্বকর্ম্মা সঙ্গে হনুমান্॥
দেবকার্য্যে বিশ্বকর্ম্মা, তার সুত দারুবর্ম্মা,
শিরে ধরি চণ্ডিকার পাণ।
সঙ্গে জ্ঞাতি পুত্র নাতি, উজাগর দিবা রাতি,
নানা চিত্র করে নিরমাণ॥
হনুমান্ মহাবীর, নখে করে দুই চির,
শিলা তরু পর্ব্বত সঞ্চয়।
পিতা পুত্রে একচিত, পাষাণে রচিত ভিত,
গিরি সম তুলিল আলয়॥
চারি চৌরি চতুঃশালা, মাঝে পিণ্ড কাঁচ ঢালা,
পাষাণে রচিত নাছ বাট।
বিবিধ বিচ্ছন্দ তথি, রূপে জিনে দ্বারাবতী,
পাঠশালা পুরট কপাট॥
আওয়াসের পূর্ব্বদিশে, বিচিত্র কলস বৈসে,
সারি সারি বিষ্ণুর দেউল।
দিয়া হীরা নীলখণ্ড, বসিতে বিষ্ণুর পিণ্ড,
অনল বিজুলী সমাকুল॥
বামভাগে দুর্গামেলা, তার কাছে নাটশালা,
সিংহ দ্বার পূর্ব্বে ক[illegible]শ।
খিড়কি উত্তরভাগে, [illegible] তার আগে,
প্র[illegible]তবাড়ী কু[illegible] সক্কর॥
নগর চত্বর মাঝে, শিবের মণ্ডপ সাজে,
অনাথ-মণ্ডপ অতিথিশালা।
বাসাড়ে জনের তরে, [illegible]বল মন্দির করে,
প্রবাসি-জনের তথি মেলা॥
কাঠ আনি ভার বোঝা, কুম্ভার পোড়ায় পাঁজা,
নানা ইট করয়ে নির্ম্মাণ।
দিয়া হীরা নীলাখণ্ড, নিরমিল দোল পিণ্ড,
কদম্ব-কানন সন্নিধান॥

পশ্চিম দিকেতে সেহ, তুলিলা নমাজ-গৃহ,
দালান মহজিদ নানা ছান্দে।
সুধধ্যা কোমল শালা, তুলিলা রন্ধন-শালা,
বিবি চাখে বান্দী তথি রান্ধে॥
অযোধ্যা সমান পুরী, বিশাই নির্ম্মাণ করি,
পুরদ্বারে রচিল কপাট।
করিয়া চণ্ডিকা ধ্যান, শ্রীকবিকঙ্কণ গান,
বর্ণিয়া নগর গুজরাট॥

নগর পত্তনার্থ কালকেতুর প্রার্থনা

অযোধ্যা সমান পুরী করিয়া নির্ম্মাণ।
দুই জন চণ্ডিকার প্রসাদ পাইল পাণ॥
পুরী দেখি না পূরয়ে বীরের অভিলাষ
কেহ নাহি গুজরাটে শূন্য দেখি বাস॥
বিষাদ করয়ে বীর শূন্য দেখি পুরী।
সন্তাপনাশিনী মাতা সোঙরে শঙ্করী॥
তুমি সত্ত্ব তুমি রজ তুমি তমোগুণ।
আরাধনে হরিহর তুমি তিন জন॥
বিপদনাশিনী তোমা গান হরিবংশে।
কৃষ্ণের করিলে কাজ ভাণ্ডাইয়া কংসে॥
যমুনা আবর্ত্তশালী বিষম করালা।
তথি পার কৈলে তুমি হইয়া শৃগালী।
ভূভার খণ্ডন কৈলে আপনি প্রচার।
কংস-ভয়ে কৃষ্ণ কৈলে কালিন্দীর পার॥
দুর্গা দুর্গা পরা তুমি জগতের মাতা।
শৈলনন্দিনী শিবা সকল দেবতা॥
ধন দিয়া কাটাইলে গুজরাট বন।
কি কারণে এতগুলি ভোলাদে মন॥
প্রজাকে আনিতে নাহি আমার শকতি।
নগর বসাতে মাতা উর ভগবতি॥
এত স্তুতি কৈল যদি ব্যাধের নন্দন।
কৈলাসে চণ্ডীর হৈল অস্থির মন॥
পদ্মাবতী বলি ডাক পাড়ে ঘনে ঘন।
স্মরণ করিতে পদ্মা আইলা ততক্ষণ॥
গণনা করিয়া পদ্মা বলেন বচন।
কালকেতু মহাবীর করে সোঙরণ॥

অবিলম্বে গেল মাতা কলিঙ্গ নগরে।
স্বপ্ন কহেন মাতা প্রতি ঘরে ঘরে॥
নগর বসায় বীর বনের ভিতরে।
ধান গরু সোণা আদি দেন সভাকারে॥
তোমারে ত বলি শুন বুলান মণ্ডল।
হোথা গেলে তোমা সভার হবেক কুশল॥
স্বপন কহিল মাতা কেহ নাহি শুনে।
পদ্মা বলে চল যাই গঙ্গা সন্নিধানে॥
অবিলম্বে চলিলা গঙ্গার সন্নিধান।
অভয়া-মঙ্গল কবিকঙ্কণেতে গান॥

গঙ্গার সহিত ভগবতীর কলহ।

সাধিতে আপন কাম, আইলাম তোমার স্থান,
বহিবে আমার কিছু ভার।
প্রাণের বহিনী গঙ্গে, চল গো আমার সঙ্গে,
যার রাজ্য কলিঙ্গ রাজার॥
গঙ্গা, সন্তাপ করহ মোর দূর।
হইয়া উন্মত্ত বেশ, ডুবাবে কলিঙ্গ দেশ,
তবে বৈসে গুজরাটপুর॥
হই গো বিষ্ণুর দাসী, বিষ্ণুপদ হইতে আসি,
সেই প্রভু গতি সভাকার।
হই গো বিষ্ণু অংশা, কারো নাহি করি হিংসা,
কেন রাজ্য হারাব রাজার॥
দিদি, পর-পীড়া দেখি লাগে ভয়।
পরের দেখিয়া দুখ, হই আমি অশ্রু-মুখ,
তারে আমি সদয়-হৃদয়॥
কুম্ভীর মকরগণ, প্রাণী হিংসে অনুক্ষণ,
কি কারণে ধর তারে কোলে।
মহাপাপ যার গায়, সে পাপী তোমাতে নায়,
বৈষ্ণবী তোমারে কেবা বলে॥
গঙ্গা, গরব না কর মোর আগে।
আসিয়া তোমার নীরে, বালী ঘট কার মরে,
সেই বধ তোমারে সে লাগে॥
দুর্গা, পূর্ব্বজন্মের ফলে, আসিয়া আমার জলে,
প্রাণ ত্যজে আপন ইচ্ছায়।
মহিষ ছাগল মেষ, খায়্যা কৈলে অবশেষ,
সেই বধ লাগিবে তোমায়॥

তুমি নীচ পশু নাহি ছাড় বয়া।
স্ত্রী হয়্যা করিলে রণ বধিলে অসুরগণ
সংরে করিলে পান সুর ॥
গঙ্গা,
তোরে আমি জ্ঞান বাসি, পিয়াছিল জহ্নু মুনি
তোমার না করি জল পান।
কোন মড় পোড়ে কূলে, কোন মড়া ভাসে জলে
শ্মশানে তোমার অধিষ্ঠান ॥
ছাড় গঙ্গা আপন বড়াই।
উচিত বলিব যদি তোমার সমান নদী
খুঁজিয়া পাইতে আর নাই ॥
দোঁহার কন্দল শুনি পদ্মাবতী বলে বাণী
চল মাতা সমুদ্রের স্থানে।
আজ্ঞা দিলে জলনিধি আসিবে সকল নদী
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে ॥

সমুদ্র ও ইন্দ্রের নিকট ভগবতীর গমন

কোপে কম্পমান তনু কাঁপে সর্ব্ব গা।
যোজন যোজন বহি পড়ে এক পা ॥
নিমিষেকে উত্তরিলা সমুদ্রের ধাম।
সম্ভ্রমে উঠিয়া সিন্ধু করিল প্রণাম ॥
পাদ্য অর্ঘ্য মধুপর্ক দিল আচমন।
পূজা করিয়া সিন্ধু করিল স্তবন ॥
অবনি লোটায়্যা সিন্ধু জোড় করি কর।
বলে,—
কিসের কারণে মাতা আইলা মোর ঘর ॥
চিরদিন পরে মাতা আইলা ভদ্রকালি ॥
আমার আশ্রম আজি হৈল পুণ্যশালী ॥
মোর পুণ্যতরু হৈল এবে ফলবান্।
আমার আশ্রমে চণ্ডী তুমি অধিষ্ঠান ॥
পূর্ব্বে পবিত্র আমি গঙ্গার মিলনে।
ততোধিক হৈল তব পদ দরশনে ॥
চণ্ডিকা বলেন ভিক্ষা দেহ সিন্ধুপতি।
দেহ নদ নদীগণ আমার সংহতি ॥
হাজাব কলিঙ্গ দেশ, বসাব নগর।
ঘোষণা রাখিব বীরের অবনী-ভিতর ॥
এমন শুনিয়া সিন্ধু চণ্ডীর বচন।
হাথে হাথে নদ নদী কৈল সমর্পণ ॥
প্রণাম করিয়া দিল পুষ্পক বিমান।
ইন্দ্রের ভবনে মাতা করিল পয়াণ ॥
সম্ভ্রমে উঠিয়া ইন্দ্র জোড় করি কর ॥
বলে,—
কিসের কারণে মাতা আইলা মোর ঘর ॥
ইন্দ্র,—
নীলাম্বরে ক্ষিতি লয়্য মনে পাইলুঁ ব্যথা।
মহেন্দ্র তোমার লাজে নাহি তুলি মাথা ॥
পুত্রশোকে পুরন্দর কান্দিয়া বিকল।
সুরপুরে উঠিল ক্রন্দন-কোলাহল ॥
চণ্ডিকা বলেন বাপা শুন পুরন্দর।
অবিলম্বে আনি দিব তোমার কুমার ॥
সাত দিবসের তরে দেহ চারি মেঘে।
নীলাম্বরের কার্য্য সাধি আনি দিব বেগে ॥
এমত শুনিয়া ইন্দ্র দেবীর বচন।
হাথে হাথে চারি মেঘ কৈল সমর্পণ ॥
অভয়া চরণে মজুক নিজ-চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

মেঘগণের প্রতি ইন্দ্রের আদেশ।

শুন শুন মেঘগণ, কর ঝড় বরিষণ,
কলিঙ্গের হয়্যা প্রতিকূল।
মোর বজ্র-ভঙ্গ-কালে, আকুল করিলে জলে,
যেন নন্দগোপের গোকুল ॥
পাণ লহ আরে দ্রোণ, শোধহ আমার লোণ,
শীঘ্র চল চণ্ডিকার সঙ্গে
পুণ্ডরীক ঐরাবতে, দুই গজ লহ সাথে,
বৃষ্টি করি ডুবাহ কলিঙ্গে ॥
চল রে পুষ্কর মেঘ, দুষ্কর তোমার বেগ,
সঙ্গে লহ কুমুদ বামন।
তুমি যদি মনে কর, প্রলয় করিতে পার,
কলিঙ্গের কোথা হে গণন ॥
সংবর্ত্ত জলদ-রাজ, সাধহ চণ্ডীর কাজ,
লইয়া অঞ্জন পুষ্পদন্ত

চলিবে চণ্ডীর কাজে, সঙ্গে করি দুই গজে,
কলিঙ্গের নাহি থাকে অন্ত ॥
তুমি প্রলয়ের হিত, আবর্ত্তে বলেন নীত,
সার্ব্বভৌম সুপ্রতীক লয়্যা।
মোর বাক্যে দেহ দৃষ্টি, কলিঙ্গে করহ বৃষ্টি,
যেমন বলেন মহামায়া ॥
গজ যোগাইবে নীরে, বরিষ মুষল ধারে,
ঝাট চল কলিঙ্গ নগর।
ঝন ঝনা বৃষ্টি শিলা, সঙ্গে লয়্যা কর খেলা,
কলিঙ্গের না রাখিহ ঘর।
ইন্দ্রের আদেশ পায়, লঘুগতি মেঘ ধায়,
পঞ্চাশ পবনে করি ভর।
ক্ষণে উঠে বায়ু বেগ, নিমিষে ছাড়িল মেঘ,
চৌঘাট কলিঙ্গ নগর ॥
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয়মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

কলিঙ্গ দেশে ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ।

মেঘে কৈল অন্ধকার মেঘে কৈল অন্ধকার
চিনিতে না পারি ভাই তনু আপনার ॥
ঈশানে উড়িল মেঘ সঘনে চিকুর।
উত্তর পবনে মেঘ ডাকে দুর্ দুর্ ॥
নিমিষেকে ঝাঁপে মেঘ গগন-মণ্ডল।
চারি মেঘে বরিষে মুষলধারে জল ॥
কলিঙ্গে থা[?]য়া মেঘ করে ঘোর নাদ।
প্রলয় ভাবিয়া প্রজা ভাবয়ে বিষাদ ॥
হুড় হুড় দুড় দুড় করে বিমুখিয়া ঝড়।
বিপাকে চত্বর ছাড় প্রজা দিল রড় ॥
ধূলি আচ্ছাদিত হইল সকল পুরীতে।
উঠি বসি কর সব প্রজা চমকিতে ॥
চারি মেঘ বরিষয়ে অষ্ট গজরাজ।
সঘনে চিকুর পড়ে বেঙতড়কা বাজ ॥
করি-কর সমান বরিষে জলধারা।
জলে মহী একাকার পথ হৈল হারা ॥
ঘন বাজধ্বনি, চারি মেঘের গর্জ্জন।
কারো কথা শুনিতে না পায় কোন জন ॥
পরিচ্ছন্ন নাহি সন্ধ্যা দিবস রজনী।
স্মোঙরে সকল লোক জনক জননী ॥
হুড় হুড় দুড় দুড় শুনি ধ্বনি ঝন ঝন।
না পায় দেখিতে কেহ রবির কিরণ ॥
গর্ত্ত ছাড়ি ভুজঙ্গ ভাসিয়া বুলে জলে।
নাহিক নির্জ্জন স্থান কলিঙ্গনগরে ॥
সপ্ত দিন জলধর-বৃষ্টি নিরন্তর।
আছুক অন্যের কাজ হাজিল সহর ॥
মাঝিরাতে পড়ে শিলা বিদারিয়া চাল।
ভাদ্রপদ মাসে যেন পড়ে পাকা তাল ॥
চণ্ডীর আদেশে ধায় বীর হনুমান্।
মুষ্টাঘাতে ঘর দ্বার করে খান খান ॥
চারিদিকে ধায় ঢেউ পর্ব্বত-বিশাল।
উড়ি পড়ে ঘর গোলা করে দোল মাল ॥
চণ্ডীর আদেশে ধায় নদনদীগণ।
অভয়া-মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

নদনদীগণের কলিঙ্গদেশে যাত্রা।

আজ্ঞা দিল ভবানী, চলিল মন্দাকিনী,
ছাড়িয়া গগনে স্থিতি
সঙ্গে মকর-জাল, ছাড়িয়া পাতাল,
বেগে ধায় ভোগবতী ॥
প্রলয় তরঙ্গা, ধাইলেন গঙ্গা,
ভৈরবী কর্ম্মনাশা।
ধাইল দ্রুপদ, শোণ মহানদ,
ধাইল বাহুদা বিপাশা ॥
আমোদর দামোদর, ধাইল দারুকেশ্বর,
শিলাই চন্দ্রভাগা।
দেবাই দানাই, ধাইল দুই ভাই,
বগড়ির খানা ধায় বাগা ॥
ধাইল ঝুমঝুমি, করিয়া দামাদামি,
বিষাই মুষাই সঙ্গে।
ধাইল তাঁরাজুলি, গুস্কারা কুতুহলী,
রত্না চলিল রঙ্গে

খরতর লহরী, ধাইল গোদাবরী
কাণা ধায় দামোদর।
খালি জুলি সঙ্গে, চলিলা রঙ্গে,
বুড় মন্ত্রেশ্বর॥
গঙ্গা যমুনা, ধাইল বরুণা,
অজয় সরস্বতী।
ধাইল কুন্তী, বাঁকা ধায় গোমতী,
সরয়ূ সুধাবতী॥
ধাইল কাঁসাই, মহানদী বিড়াই,
খর স্রোতে বামন্যা খানা।
চারি দিগের জল, হইল ধবল,
কলিঙ্গ জুড়িয়া বহে ফেনা॥
বাজায়ে দণ্ডী. আপনি চণ্ডী,
চলিলা সত্বর হয়ে।
সঙ্গে কোলাঘাই, চলিল মহানই,
সঙ্গে সুবর্ণরেখা লয়ে॥
জগদবতংসে পালধি বংশে,
নৃপতি রঘুরাম।
তার সভাসদ্, রচিয়া চারুপদ,
শ্রীকবিকঙ্কণ গান॥

কলিঙ্গরাজ কর্ত্তৃক বর্ষার শান্তি।

দুঃখিত কলিঙ্গরায়, হাথী ঘোড়া ভাসি যায়,
অট্টালীতে উঠে রামাগণ
মহলে প্রবেশ জল, রহিতে নাহিক স্থল,
খাট পালঙ্ক ভাসে নানাধন॥
ডুবিল কলিঙ্গ দেশ, সহস্রাক্ষ ভাবে ক্লেশ,
মজিল প্রজার সম্ভাবনা
বহিল বিষম স্রোত, ভাসিল তুরঙ্গ রথ,
কোন্ দেব কৈল বিড়ম্বনা॥
দেখিয়া জলের স্থিতি, চিন্তিলেন নরপতি,
যাজন করিয়া আনে নায়
করিয়া নৌকার পূজা পরিবার সহ রাজা,
আরোহণ কৈল দণ্ড রায়॥
চণ্ডীর আজ্ঞায় হনূ হাথে পাঁজি কাঁথে জনু,
উপনীত রাজার সভায়।
পঞ্জিকা শুনাঞা কয়, মহারাজ নাহি ভয়,
গণ্যা আমি কহিয়ে উপায়॥
নবম শনির দোষ, কোন দেব কৈল রোষ,
মজিল তোমার জনপদ।
কলধৌত দেহ দান, সাধ দেবতার মান,
ঘুচিবেক তোমার আপদ॥
দ্বিজের বচন শুনি, নরপতি মনে গুণি,
তিনাঞ্জলি সোণা দিল জলে
নদ নদী পায়্যা মান, সভে গেলা নিজ-স্থান,
রাজা সুস্থির কর্ম্ম-ফলে॥
দিনে দিনে টুটে নীর, দেখি রাজা সুস্থির,
দ্বিজগণে দিল নানা ধন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিয়া বন্ধ,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

কলিঙ্গবাসিগণের খেদ।

বিষাদ ভাবিয়া প্রজা করয়ে ক্রন্দন।
দুই চক্ষু হৈল সভার ধারায় শ্রাবণ॥
বুলান মণ্ডল বলে শুন মোর ভাই।
হাজিল খেতের শস্য তাহে না ডরাই॥
মসীল করিবে রাজা দিয়া হাথে দড়ি।
প্রথম মাসেতে চাহি এক তেহাই কড়ি॥
এদেশে বসতি নাহি ঘর নদীকূলে।
হাজিবে সকল শস্য বরিষণ-কালে॥
তেসনী ইনাম পাব গুজরাট যাই।
শুনি ভাড়ু দত্ত দেহ রাজার দোহাই॥
বুলান মণ্ডল বলে শুন মহাশয়।
তোমার সকল প্রজা জানিবে নিশ্চয়॥
তেসনী ইনাম পাব গুজরাটপুর।
আগুয়ান তোমার প্রজা তুমি সে ঠাকুর॥
কেহ কেহ বলে ধন থুয়্যাছিলাম চালে।
চালের সহিত ধন ভেসে গেল জলে॥
দেশমুখ বলে ভাই শুন মোর বোল।
স্রোতে ভাসি গেল মোর কাপাসের ভোল॥
আর একজন বলে শুন মোর বাণী।
সর্ব্বস্ব ভাসিয়া গেল সাত মণ চিনি॥

কোন কোন জন বলে শুন মোর কথা ।
প্রাণধন পাইলুঁ আমি ধরি চালবাতা ॥
সকল সহিত ভাঙ্গা গেল নিকেতন ।
অনেক যতনে ভাই পাইলুঁ জীবন ॥
ভাড়ু দত্ত বলে মোর করমের ফল ।
আমার দুয়ারে জল হইল অথল ॥
উঠানে ডুবিয়া মরি না জানি সাঁতার ।
জটে ধরি মাগু মোর করিল উদ্ধার ॥
বুলান মণ্ডল গেলা বীরের নগরে ।
গাইল পাঁচালী মুকুন্দ কবিবরে ॥

বুলান মণ্ডলের গুজরাটে আগমন ।

বুলান মণ্ডল বলে শুন সব ভাই ।
কলিঙ্গ ছাড়িয়া চল গুজরাট যাই ॥
কালকেতু মহারাজ বড় ভাগ্যবান্ ।
ধান্য পোরু টকা দিয়া করিবে সম্মান ॥
গুজরাটে গেলা তবে বুলান মণ্ডল ।
পশ্চাতে চলিল প্রজা হইয়া বিকল ॥
সিংহাসনে বসিয়াছে কালু দণ্ডধর ।
নক্ষত্রগণের মধ্যে যেন নিশাকর ॥
পণ্ডিত পুরাণ পড়ে স্তুত করে ভাটে ।
গায়কে গাইছে গীত নর্ত্তকীরা নাটে ॥
হেন কালে তথায় বুলান উপস্থিত ।
আইস আইস বলি রাজা করিল সম্বিত ॥
কহ কহ বুলান স্বদেশের বারতা ।
কিসের কারণে আইলে কহ সত্য কথা ॥
বুলান বলেন রায় কর অবধান ।
রহিতে নাহিক ঘর বসিবারে স্থান ॥
জলেতে ভাসিয়া গেল সকল আমার ।
কি খাইব কিবা দিব খাজানা রাজার ॥
ভাবিয়া চণ্ডিকা পদদ্বয় একচিতে ।
রচিল নৌতুন গীত মুকুন্দ পণ্ডিতে ॥*

বুলান মণ্ডলের প্রতি কালকেতু

শুন ভাই বুলান মণ্ডল ।
আইস আমার পুর, সন্তাপ করিব দূর,
কাণে দিব সোণার কুণ্ডল ॥
আমার নগরে বৈস, যত ইচ্ছা চাষ চষ,
তিন সন বহি দিহ কর ।
হাল পিছে এক তঙ্কা, কারে না করিহ শঙ্কা,
পাট্টায় নিশান মোর ধর ॥
খন্দে নাহি নিব বাড়ি, রহে বসে দিব কড়ি,
ডিহীদার নাহি দিব দেশে ।
সেলামী বাঁশগাড়ী, নানা বাবে যত কড়ি,
না লইব গুজরাট বাসে ॥
পার্ব্বণী পঞ্চক যত, গুয়া লোণ সানা ভাত,
ধান-কাটি কলম-কদুরে ।
যত বেচ ভার ধান, তার না লইব দান,
অন্ধ নাহি পড় ইব পুরে ॥
যত প্রজা বৈসে ঘর, তার না লইব কর,
চাষিজনে বাড়ি দিব ধান ।
হইয়া ব্রাহ্মণের দাস, পুরাব সভার আশ,
জনে জনে সাধিব সম্মান ॥
ভাড়ু দত্ত হেন কালে, আসিয়া মধুর বোলে,
মোর আগে কেবা লবে পাণ ।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিয়া বন্ধ,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥

কালকেতুর নিকটে ভাঁড়ুদত্তের আগমন ।

ভেট লয়্যা কাঁচকলা, পশ্চাতে ভাড়ুর শালা,
আগু ভাড়ু দত্তের পয়াণ ।
ফোঁটা কাটা মহাদম্ভ, ছিঁড়া ধুতি কোঁচা লম্ব,
শ্রবণে কলম খরশাণ ॥
প্রণাম করিয়া বীরে, ভাড়ু নিবেদন করে,
সম্বন্ধ পাতায়্যা বলে খুড়া ।
ছিড়া কম্বলে বসি, মুখে মন্দ মন্দ হাসি,
ঘন ঘন দেই বাহু নাড়া ॥

* এই প্রবন্ধটি হস্তলিখিত পুস্তকে নাই ।

আইলুঁ বড় প্রতি আশে, বসিতে তোমার দেশে,
আহ্বানে ডাকিবে ভাঁড়ু দত্তে।
যতেক কায়স্থ দেখ, ভাড়ুর পশ্চাতে লেখ,
কুলে শীলে বিচারে মহত্ত্বে॥
কহি যে আপন তত্ত্ব, আমলহাঁড়ার দত্ত,
তিন কুলে আমার মিলন॥
ঘোষ বসুর কন্যা, দুই জায়া মোর ধন্যা,
মিত্রে কৈলুঁ কন্যা সমর্পণ॥
গঙ্গার দুকূল কাছে, যতেক কায়স্থ আছে,
মোর ঘরে করয়ে ভোজন।
পটবস্ত্র অলঙ্কার, দিয়া করি ব্যবহার,
কেহ নাহি করয়ে বন্ধন॥
বহু পরিবার মেলা, দুই মাগু চারি শ্যালা,
চারি পুত্র বহিনী শাশুড়ী।
ছয় জামাই ছয় চেড়ী, এই হেতু সাত বাড়ি,
ধান্য দিয়া না লইবে বাড়ি॥
হাল বলদ দিবে খুড়া, দিবে হে বিছন পুড়া
ভাণ্ডা খাইতে চেপা কুলা দিবে।
আমি পাত্র তুমি রাজা, ইহা জানি কর পূজা,
অবশেষে ভাড়ুরে জানিবে
ভাড়ুর বচন শুনি, মহাবীর মনে গুণি,
ভাড়ুরে করিল বহু মান।
দামিন্যা নগর বাসী, সঙ্গীতের অভিলাষী,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

কালকেতুর প্রতি ভাঁড়ুদত্তের চাতুরী

সঘনে হেলায়্যা শিরে, চাতুরী প্রবন্ধে ধীরে,
ভাঁড়ুদত্ত কহে কাণ-কথা।
যে হৈলে প্রজা বৈসে, কহি আমি সবিশেষে,
একে একে প্রজার বারতা॥
ভাড় বালা দিবে মান, করজ বলদ ধান,
উচিত কহিতে কিবা ভয়
জিনিতে প্রজার মায়া, জমি দিবে মাপিয়া,
বন্দে বন্দে যেন প্রজা লয়॥
যখন থাকিবে ধন্দ, পাতিবে বিষম দ্বন্দ্ব,
দরিদ্রের ধানে দিবে দাগা।
খাইয়া তোমার ধন, না পালায় যেন জন,
অবশেষে নাহি পাবে দাগা॥
দিয়াম ভেটের বেটা, বহিত আমার চিঠা,
যারে বল বুলানমণ্ডল।
থাকিতে সকল প্রজা, আগু আন মোর পূজা,
কহ্যা দিব প্রকার সকল॥
পরি দু-পণের কাচা, ভাগিত আমার ভাচা,
সেই বেটা হবে দেশমুখ।
নফরের হাথে খাওা, বহুড়ী জনের ভাওা,
পরিণামে বড় পায় দুখ॥
শুনিয়া ভাড়ুর বাণী, মহাবীর মনে গুণি,
মনে ভাবি না দিল উত্তর।
করিয়া চণ্ডিকা ধ্যান, শ্রীকবিকঙ্কণ গান,
নায়কেরে দেহ চণ্ডি বর॥

মুসলমানগণের আগমন

কলিঙ্গ নগর ছাড়ি, প্রজা লয় ঘর বাড়ী,
নানা জাতি বীরের নগরে।
বীরের লইয়া পাণ, বৈসে যত মুসলমান,
পশ্চিমদিক্ বীর দেয় তারে॥
আইসে চড়িয়া তাজি, সৈয়দ মোগল কাজি,
খয়রাতে বীর দেয় বাড়ি।
পুরের পশ্চিম পটী, বোলায় হাসন হাটী,
এক সমুদায় গৃহ বাড়ী॥
ফজর সময়ে উঠি, বিছায়্যা লোহিত পাটী,
পাঁচ বেরি করয়ে নমাজ।
ছিলিমিলি মালা ধরে, জপে পীর পেগম্বরে,
পীরের মোকামে দেই সাঁজ॥
দশ বিশ বেরাদরে, বসিয়া বিচার করে,
অনুদিন কিতাব কোরাণ।
সাঁজে ডালা দেই হাটে, পীরের শীরিনি বাঁটে,
সাঁঝে বাজে দগড় নিশান॥
বড়ই দানিসবন্দ, কাহাকে না করে ছন্দ,
প্রাণ গেলে রোজা নাহি ছাড়ি।
ধরয়ে কাম্বোজ বেশ, মাথে নাহি রাখে কেশ,
বুক আচ্ছাদিয়া রাখে দাড়ি।

না ছাড়ে আপন পথে, দশ রেখা টুপি মাথে,
ইজার পরয়ে দঢ় করি
যার দেখে খালি মাথা, তা সনে না কহে কথা
সারিয়া ঢেলার মারে বাড়ি ॥
আপন টোপর লৈয়া, বসিলা গাঁয়ের মিয়া,
ভুঞ্জিয়া কাপড়ে মুছে হাথ।
সুবলি মেহালি পানী, কুড়ানি বটুনি হুনি,
পাঠান বসিল নানা জাত ॥
বসিল অনেক মিয়া, আপন তরফ লৈয়া,
কেহ নিকা কেহ করে বিয়া।
মোল্লা পড়ায়্যা নিকা, দান পায় সিকা সিকা,
দোয়া করে কলমা পড়িয়া ॥
করে ধরি খর ছুরী, কুকুড়া জবাই করি,
দশগণ্ডা দান পায় কড়ি।
বকরি জবাই যথা, মোল্লারে দেই মাথা,
দান পায় কড়ি ছয় বুড়ি ॥
যত শিশু মুসলমান, তুলিল মক্তব খান,
মখদম পড়ায় পঠনা
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিল বন্ধ,
গুজরাট পুরের বর্ণনা ॥

মুসলমানের জাতি-বিভাগ।

রোজা নমাজ না করিয়া কেহ হৈল গোলা।
তাসন করিয়া নাম ধরাইল জোলা ॥
বলদে বাহিয়া নাম বলায় মুকেরি।
পীঠা বেচিয়া নাম ধরাল্য পীঠারি ॥
মৎস্য বেচিয়া নাম ধরাল্য কাবারি।
নিরন্তর মিথ্যা কহে নাহি রাখে দাড়ি ॥
হিন্দু হয়ে মুসলমান বৈসে গয়সাল।
কাণ হয়ে মাঙ্গে কেহ পায়্যা নিশাকাল ॥
সানা বান্ধিয়া নাম ধরে সানাকর।
জীবন উপায় তার পায়্যা তাঁতি ঘর ॥
পট পড়িয়া কেহ ফিরয়ে নগরে।
তীরকর হয়ে কেহ নির্ম্মায়েণ শরে ॥
কাগজ কুটিয়া নাম ধরাল্য কাগতি।
কলন্দর হয়্যা কেহ ফিরে দিবা রাতি ॥
বসন রঙ্গায়্যা কেহ ধরে রঙ্গরেজ।
লোহিত বসন শিরে ধরে মহাতেজ।
সুন্নত করিয়া নাম বোলাল্য হাজাম।
সহরে সহরে ফিরে না করে বিশ্রাম ॥
গোমাংস বেচিয়া নাম বোলায় কসাই।
এই হেতু যম-পুরে তার নাহি ঠাঞি ॥
কাটিয়া কাপড় জোড়ে দরজির ঘটা।
নেয়াল বুনিয়া নাম বোলায় বেনটা ॥
সাবধানে শুন এবে হিন্দুর বৈঠান।
অভয়া-মঙ্গল কবিকঙ্কণ গান ॥

ব্রাহ্মণগণের আগমন।

পাইয়া বীরের পাণ, বৈসে যত কুলস্থান,
বীরের নগরে বিপ্রগণ।
শাস্ত্র বিচার করে, আশীষ করিয়া বীরে,
নিত্য পায় ভূষণ চন্দন ॥
কুলে শীলে নহে নিন্দ্য, মুখটী চাটুতি বন্দ্য,
কাঞ্জিলাল ঘোষাল গাঙ্গুলী।
পুতিতুণ্ড বৈসে গুড়, রাইগাঁই কেশরী হড়,
ঘণ্টেশ্বরী বৈসে কুন্দকুলী ॥
পারিহাই পীতিতুণ্ডী, ঝি-করাড়ী মালখণ্ডী,
ঘোষলী বড়াল কুলমাল
চোটচণ্ডী পলসাঁই, দীর্ঘাড়ী কুসুম-গাঁই,
সাঁই-গাঁই কুলভি পড়্যাল ॥
কুশারি কড়িয়াল, পুষলী সিমলাল,
পিপলাই বৈসে পূর্ব্ব গাঁই
ধনে মানে অতিচণ্ড, বাপুলি বিশালমুণ্ড,
করাল নিবসে সিমলাই ॥
পালধি হিজল গাঁই, মাসচটক ডিঙ্গসাই,
কাঞ্জারী সাহরি ভূরিষ্ঠাল।
বটগ্রামী নন্দী-গাঁই, ভাটাতি সিদ্ধলদারী,
নায়েরী কোয়ারী মতিলাল ॥
গাঁই নাই গোত্রআছে, বসিল বীরের কাছে,
বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সাত শত।
ব্যবহারে বড় ঋজু, নিত্য পড়ে বেদ যজু,
বেদ বিদ্যা পড়ে অবিরত ॥

খরতর লহরী, ধাইল গোদাবরী,
সারি সারি বিষ্ণুর সদন।
কনক কলস চুড়ে, নেতের পতাকা উড়ে,
গৃহ-শিরে শোভে সুদর্শন॥
কোন দ্বিজ অধিষ্ঠাতা, কোন দ্বিজ কহে কথা,
কেহ পড়ে ভারত পুরাণ।
নানা দেশ হৈতে আসে, পড়ুয়া বিদ্যার আশে,
সেই বীর হয় পত্র দান॥
মূর্খ বিপ্র বৈসে পুরে, নগরে যাজন করে,
শিখয়ে পূজার অধিষ্ঠান।
চন্দন তিলক পরে, দেব পূজে ঘরে ঘরে,
চাউলের বোচকা বান্ধে টান॥
ময়রাঘরে পায় খণ্ড, গোপঘরে দধি-ভাণ্ড,
তেলিঘরে তৈলকুপী ভরি।
কোথাও মাসরা কাড়ি, কেহ দেয় দালি-বড়ি,
গ্রামযাজী আনন্দে সাঁতরি॥
গুজরাট নগরে, নগরিয়া শ্রাদ্ধ করে,
গ্রামযাজী হয় অধিষ্ঠান
সাঙ্গ করি দ্বিজে কয়, কাহণ দক্ষিণা হয়,
হাতে কুশে দক্ষিণা কুরাণ॥
গালি দিয়া লণ্ডভণ্ডে, ঘটক ব্রাহ্মণ দণ্ডে,
কুলপাঁজী করিয়া বিচার।
যে নাহি গৌরব করে, সভায় বিড়ম্বে তারে,
যাবৎ না পায় পুরস্কার॥
গুজরাট এক পাশে, গ্রহ-বিপ্রগণ বৈসে,
বর্ণ-দ্বিজগণ মঠপতি।
দীপিকা তাম্বলি ধরে, শাস্ত্র বিচার করে,
বালকের লেখে জাওয়াতি॥
মাথায় পিঙ্গল জটা, সন্ন্যাসী কাপালী ঘটা,
ঝুপড়ি বান্ধিয়া এক পাশে।
গায়ে নানা তীর্থ চিন্, ভিক্ষা করে অনুদিন,
এক পাশে তারা সব বৈসে॥
সদা লয় হরিনাম, ভূমি পাইয়া ইনাম,
বৈষ্ণব বসিল গুজরাটে।
কাঁথা কম্বল লাঠি, গলায় তুলসী কাঁঠি,
সদাই গোবিন্দ গীত নাটে॥
আয়তন ভূমি বাড়ি, বীর দেয় বাক্য পড়ি,
কূপ নীর ভিল করি করে
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, গান করিল মুকুন্দ,
সুখে থাকি আড়রা নগরে॥

ক্ষত্রিয় বৈশ্য প্রভৃতির আগমন।

বীর দেয় বাস যত, প্রজা বৈসে শত শত,
আপনার ছাড়িয়া নিবাস।
তেমনি ইনাম বাড়ি, প্রজা নাহি গণে কড়ি,
সভাকার হৃদয়ে উল্লাস॥
ক্ষত্রি বৈসে ভানুবংশ, সর্ব্বলোক অবতংস,
চন্দ্রবংশে বৈসে মহাজন।
পুরাণ শ্রবণ আশে, বসিল বিপ্রের পাশে,
অনুদিন দ্বিজে দেয় ধন॥
দোসর যমের দূত, বৈসে যত রাজপুত,
মল্ল বৈসে রাজচক্রবর্ত্তী।
কৃষ্ণ সেবে অনুক্ষণ, দান করে নানা ধন,
দেশে দেশে যাহার সুকীর্ত্তি॥
তুলিয়া আখড়া ঘরে, মল্ল যুদ্ধ কেহ করে,
মালবিদ্যা গুলী চাপগারি।
লইয়া দাণ্ডা ঝাড়া, কেহ করে তোলা পড়া,
পশু বধে, কেহ বা শিকারী॥
আসি পুর গুজরাট, নিবাস করয়ে ভাট,
অবিরত পড়য়ে পিঙ্গল।
বীর দেয় খাসা জোড়া, চড়িতে উত্তম ঘোড়া,
নিত্য চিন্তে বীরের মঙ্গল॥
বৈশ্য বৈসে মহাজন, কৃষ্ণ সেবে অনুক্ষণ,
কৃষিকর্ম্ম করে গো-রক্ষণ।
কেহ কলন্তর লয়, বৃষে কেহ ধান্য বয়,
কালে কিনে রাখে কোন জন॥
কেহ দর করি তোলা, হীরা নালা মতি পলা,
নানা সহর ভ্রমে স্থানে স্থানে।
সাজন করিয়া নায়, নানান সহরে যায়,
আনে শঙ্খ চামর চন্দনে॥
চামর চামরী ভোট, সপল্লাদ গজ ঘোট,
করণ্ড পটিশ অঙ্গরাখি।
এক বেচে এক কেনে, নিতি নিতি বাড়ে ধনে,
গুজরাটে বৈশ্য-জন সুখী॥

বৈদ্য জনের তত্ত্ব, গুপ্ত সেন দাস দত্ত,
কর আদি বৈসে কুলস্থান।
বটিকায় কার যশ, কেহ প্রয়োগের বশ,
নানা তন্ত্র করয়ে বাখান॥
উঠিয়া প্রভাত কালে, ঊর্দ্ধফোটা করে ভালে,
বসন মণ্ডিত কার শিরে
পরিয়া জর্জ্জর ধুতি, কাঁধে কার নানা পুঁথি,
গুজরাটে বৈদ্যগণ ফিরে॥
কার দেখি সাধ্য রোগ, ঔষধ করয়ে যোগ,
বুকে ঘা মারিয়া অর্থ চায়।
অসাধ্য দেখিয়া রোগ, পলাইতে করে যোগ,
নানা ছলে করয়ে বিদায়॥
কর্পূর পাঁচন করি, তবে জীয়াইতে পারি,
কর্পূরের করহ সন্ধান।
রোগী সবিনয় বলে, কর্পূর আনিতে চলে,
সেই পথে বৈদ্যের পয়াণ॥
বৈদ্য জনের পাশে, অগ্রদানি-জন বৈসে,
নিত্য করে রোগীর সন্ধান।
রাজ-কর নাহি দেই, বৈতরণী ধেনু লেই,
হেম রজত তিল লয় দান॥
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয়মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাঁহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

কায়স্থগণের আগমন।

ভেট লয়্যা দধি মাছ, ঘৃত কুম্ভে বাঁধি গাছ,
কায়স্থ আইল মহাজন।
প্রণাম করিয়া বীরে, নিজ নিবেদন করে,
সুখী হৈলা ব্যাধের নন্দন॥
কায়স্থ মিলিয়া ভাষে, আইলাম তোমার দেশে,
গুজরাটে করিব বসতি
বিচার করিয়া তুমি, দিবে ভাল বাড়ী ভূমি,
প্রজাগণে কর অবগতি॥
কোন জন সিদ্ধকুল, সাধ্য কেহ ধর্ম্ম মুল,
দোষহীন কায়স্থের সভা।
প্রসন্ন সভারে বাণী, লেখা পড়া সভে জানি,
ভব্য জন নগরের শোভা॥
অনেক কায়স্থ মেলা, দেখিয়া তোমার খেলা,
আইলাম তোমার সন্নিধান।
কুলে শীলে হীন-দোষ, কেহ মাহেশের ঘোষ,
বসু মিত্র কুলের প্রধান॥
তব গুণে হয়্যা বন্দী, পাল পালিত নন্দী,
সিংহ সেন দেব দত্ত দাস।
কর নাগ সোম চন্দ, ভঞ্জ বিষ্ণু রাহা বিন্দ,
এক স্থানে করিব নিবাস॥
বীর কর অবধান, প্রজাগণে দেহ পাণ,
ভূমি বাড়ি করিয়া চিহ্নিত।
কিছু দিবে ধান্য বাড়ি, বলদ কিনিতে কড়ি,
সাধন না কর বিলম্বিত॥
ত্যাগ করি কলিঙ্গ, লক্ষ ঘর প্রজা সঙ্গ,
এক স্থানে করিব নিবাস।
বিচার করিয়া তুমি দিবে ভাল বাড়ী ভূমি,
শুনি বীর হৃদয়ে উল্লাস॥
ধার লহ লক্ষ তঙ্কা, কাহাকে নাহিক শঙ্কা,
দক্ষিণ আওয়াসে কর বাস।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিল বন্ধ,
রঘুনাথ নৃপতি প্রকাশ॥

বণিক্ ও নবশায়কদিগের আগমন।

নিবসে বণিক্ গোপ, না জানে কপট কোপ,
ক্ষেতে উপজায় নানা ধন।
গোম তিল মুগ মাস, বুট সর্ষপ কার্পাস,
সম্ভার পূরিত নিকেতন।
তেলি বৈসে শত জনা, কেহ চাষী কেহ ঘনা,
কিনিয়া বেচয়ে কেহ তেল।
কামার পাতিয়া শাল, কোদালী কুঠারী ফাল,
গড়ে টাঙ্গী আঙ্গারখি শেল॥
লইয়া গুবাক পাণ, বসিল তাম্বুলী জন,
মহাবীরে নিত্য দেই বীড়া
গুবাক সহিত পাণ, বীড়া বান্ধে সাবধান,
কখন না পায় রাজপীড়া॥

কুম্ভকার গুজরাটে, হাঁড়ি কুড়ি গড়ে পেটে,
মৃদঙ্গ দগড় কাড়া পড়া।
শত শত একজায়, গুজরাটে তন্তুবায়,
ভূনী ধুতি খাদি বুনে গড়া॥
মালী বৈসে গুজরাটে, সদাই মালঞ্চে খাটে,
মালা মোড় গড়ে ফুলভর।
ফুলের পুটলি বান্ধে, সাজী করি ফিরে কান্ধে,
ফিরে তারা নগরে নগর॥
বারুই নিবসে পুরে, বরজ নির্ম্মাণ করে,
মহাবীরে নিত্য দেই পাণ॥
বলে যদি কেহ লেই, বীরের দোহাই দেই,
অনুচিত না করে বিধান॥
নাপিত নিবসে তথি, কক্ষতলে করি কাতি,
করে ধরি রসাল দর্পণ॥
আগরী নিবসে পুরে, আপনার বৃত্তি করে,
অনুচিত না করে কখন॥
মোদক প্রধান রাণা, করে চিনি কারখানা,
খণ্ড নাড়ু করয়ে নির্ম্মাণ।
পসরা করিয়া শিরে, নগরে নগরে ফিরে,
শিশুগণ করয়ে যোগান॥
সরাক বৈসে গুজরাটে, জীব জন্তু নাহি কাটে,
সর্ব্বকাল করে নিরামিষ॥
পাইয়া ইনাম বাড়ী, বুনে নেত পাটসাড়ী,
দেখি বড় বীরের হরিষ॥
পুরে বৈসে গন্ধবাণ্যা, গন্ধ বেচে পূনা পূনা,
পসার সাজায়্যা চলে হাটে।
শঙ্খবেণে কাটে শঙ্খ, কেহ তারে নহে বঙ্ক,
মণিবেণে বৈসে গুজরাটে॥
কাঁসারি পাতিয়া শাল, ঝারী খুরী গড়ে থাল,
বাটী খোরা বড় হাণ্ডা সীপ।
সাঁপুড়ী চুণাতি বাটা, নির্ম্মায় ঝাঝর ঘণ্টা,
সিংহাসন পঞ্চপ্রদীপ॥
সুবর্ণবণিক্ বৈসে, রজত কাঞ্চন কসে,
পোড়ে ফোড়ে হইলে সংশয়।
কিছু বেচে কিছু কেনে, মনুষ্যের ধন আনে,
পুর মধ্যে যাহার নিলয়॥
নিবসে পশুতোহর, পুরমধ্যে যার ঘর,
নির্ম্মাণ করয়ে আভরণে।
দেখিতে দেখিতে জন, হরয়ে সভার ধন,
হাথ বদলিতে ভাল জানে॥
পল্লব গোপ বৈসে পুরে, কান্ধে ভার বিকি করে
বৃষ ভাগে বসায় বাথানে।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিল বন্ধ,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে॥

ইতর জাতির আগমন।

পাইয়া ইনাম ক্ষিতি, বৈসে পুরে নানা জাতি,
আনন্দিত বীরের নগরে।
বীর করে বহু মান, দিল দিব্য পরিধান,
নাট গীত সভাকার ঘরে॥
মৎস্য বেচে চষে চাষ, বৈসে দুই জাতি দাস,
কলুরা নগরে পাতে ঘানী
বাইতি নিবসে পুরে, নানা জাতি বাদ্য করে,
পুরে ভ্রমে মঞ্জুরী বিকিনি॥
বাগদি নিবসে পুরে, নানা অস্ত্র ধরি করে,
দশ বিশ পাইক করি সঙ্গে।
মাছুয়া নিবসে পুরে, জাল বুনে মৎস্য মারে,
কোচগণ বৈসে নানা রঙ্গে॥
নগর করিয়া শোভা, বসিল অনেক ধোবা,
দড়ায় শুকায় নানা বাসে।
দরজী কাপড় সীয়ে, বেতন করিয়া জীয়ে,
গুজরাটে বৈসে এক পাশে॥
সিউলী নগরে বৈসে, খাজুরের কাটি রসে,
গুড় করে বিবিধ বিধানে।
ছুতার নগর মাঝে, চিড়া কোটে খই ভাজে,
কেহ গড়ে শকট বিমানে॥
পাটনি নগরে বৈসে, রাত্রি দিন জলে ভাসে,
পার করি লয়ে রাজকর।
আসি পুর গুজরাটে, বৈসে যতেক ভাটে,
ভিক্ষা মাগি বুলে ঘরে ঘর॥
চৌদুলি চুণারী মাঝি, কোরাঙ্গা ভরদ্বাজী,
মাল বৈসে পুরের বাহিরে।
চণ্ডাল নিবসে পুরে, লবণ বিক্রয় করে,
পানীফল কেসুর পসারে॥

গোহাল্যা গাইয়া গীত, কোয়ালি ফিরয়ে নিত,
এক ভিতে বসিল মারাটা।
ফিরে তারা গুজরাটে, শোলঙ্গে পিলীহা কাটে,
ছানি কাটে দিয়া চক্ষে কাঁটা॥
পুরান্তে নিবসে কোল, হাটেতে বাজায় ঢোল,
জায়জীবী বসিলা কোয়ালা।
কেহ বা বসিল হাড়ি, ঘাস কাটি লয় কড়ি,
শুঁড়ার অঙ্গনে যার মেলা॥
মোজা পানই ভান, নিরমরে প্রতি দিন,
চামার বসিল এক ভিতে।
বয়নী চালুনী ঝাঁটা, ডোম গড়ে টোকা ছাতা,
জীবিকার হেতু এক চিতে।
লম্পট পুরুষ আশে, বারবধূ জন বৈসে,
এক ভিতে তার অধিষ্ঠান।
শ্রীকবিকঙ্কণে গান, করিয়া চণ্ডিকাধ্যান,
নগর পত্তন অবসান॥
বৃহস্পতিবারের পালা সমাপ্ত।

হাট পত্তন

মঙ্কারা পুতিয়া বীর বান্ধে বনমালা।
হাটুরা আনিয়া বীর দেয় তাড় বালা॥
বেরুনিয়া জল আনি বান্ধে নদীর পানী।
দূর হৈতে আসিবেক রাজহাট শুনি॥
কেহ তৈল ঘৃত আনে কেহ খণ্ড দধি।
ভক্ষ্য দ্রব্য উপহার বেচে নানাবিধি॥
এমন সময়ে ভাড়ুদত্ত হাটে আইসে।
পসারী পসার লুকায় ভাড়ুর তরাসে॥
পসরা লুঠিয়া ভাড়ু ভরয়ে চুপড়া।
যত দ্রব্য লয় লুঠিয়া ভাড়ু নাহি দেয় কড়ি॥
খণ্ডে খণ্ডে গালি দেই করে শালা শালা।
আমি মহামণ্ডল আমার আগে তোল।
টানাটানি করে ভাড়ু পসারী না ছাড়ে।
জটে ধরি কীল নাথি মারে তার ঘাড়ে॥
পীঠে চুন মাখি হাট্যা চলিলা আবাসে।
তাই বন্ধু পসার লইয়া গেল বাসে॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

রাজসমীপে হাটুরাদিগের আবেদন।

মহাবীর রাজ্য কর ভাঁড়ুদত্ত লয়্যা।
হের দেখ পীঠে চুণ, ভাড়ুদত্ত করে খুন,
সবে যাই বিদায় করিয়া॥
ভাড়ু জানে কত কলা, পরদ্বন্দ্বে পাতে ছলা,
টাকা সিকা নিত্য খায় ধুতি।
ভাড়ু যত পীড়া করে, কে তাহা সহিতে পারে,
না জানি পলায়ে যাব কথি॥
শাক বাগুণ কলা মূলা, হাটে ভিন্ন লয় তোলা,
ঘরে আসি লুটে তার বেটা।
নিজে তার বনু রাড়ী, লুঠ করি লয় হাঁড়ি,
কুমার ধরিয়া করে লেটা॥
চাল দেই চাল কি ঘরে, কড়ি চাহিতে মারে তারে
গুয়া পাণ নিত্য খায় ঠেঁটা।
নানা দেশ হৈতে আসে, পড়ুয়া বিদ্যার আশে,
নানা বাদ দেয় তার বেটা॥
পরাক্রম নাহি টুটে, গোপের পসার লুটে,
নিত্য ধরে ঘাস-কর দায়।
তার বেটা বড় মূঢ়, ময়রার লুঠে গুড়,
নিবেদন কৈলুঁ রাজা পায়।
চলিতে না পারে খোঁড়া, সাত বাড়ি করে জোড়া,
গাছ গাছ রোপে তায় কলা।
ছাগ মেষ যথা পায়, মারি খুন করে তায়,
নিত্য ধরে অপরাধ ছলা॥
ভাড়ুর বেটার কাজ, কহিতে বাসিয়ে লাজ,
জাতি লয়ে পড়ি গেল খেলা।
বহুড়ী জলেতে যায়, আহড়ে থাকিয়া তায়,
গাছে হইতে ফেল্যা মারে ঢেলা॥
প্রজার বচন শুনি, রোষ যুত বীরমণি,
দূত দিল ভাড়ুরে আনিতে।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিল বন্ধ,
গিরিসুতা নূতন সঙ্গীতে॥

কালকেতু সমীপে ভাঁড়ুদত্তের আগমন।

দূতের বচনে ভাড়ু আইসে লঘুগতি।
জুড়িয়া উভয় পাণি বীরে কৈল নতি॥
মহাবীর বলে ভাড়ু কি তোর ব্যাভার।
কি কারণে লুঠ কৈলে আমার বাজার॥
হিত উপদেশ বলি শুন ভাড়ু দত্ত।
আপনি করিলে দূর আপন মহত্ত্ব॥
ইনাম বাড়ী তোলা ঘরে তুমি কর ঘর।
ঋণ বাড়ি নাহি দাও নাহি দেহ কর॥
কিসের কারণে খুড়া ধর মোরে ছলা।
পরম্পরা আছে মোর মণ্ডলিয়া তোলা॥
মণ্ডল বলিতে মুখে নাহি বাস লাজ।
খর্ব্ব হয়্যা ধরিবারে চাহ দ্বিজরাজ।
প্রজা নাহি মানে বেটা আপনি মণ্ডল।
নগর ভাঙ্গিলি বেটা করিয়া কন্দল॥
খুড়া, তিন গোটা শর ছিল এক খান বাঁশ।
হাটে হাটে ফুল্লরা পসরা দিত মাস॥
দৈব বসে যদি আমি ছিলাম কাঙ্গাল।
দেখিয়াছি খুড়া হে তোমার ঠকুরাল॥
এমন শুনিয়া বীর ভাড়ুর বচন।
সাম্বব করিয়া তারে দিল বিসর্জ্জন॥
তর্জ্জন গর্জ্জন করি ভাঁড়ু যায় পথে।
নিমিষেকে উত্তরিল কেহ নাহি সাথে॥
যদি
হরি দত্তের বেটা হও জয় দত্তের নাতি।
হাটে যদি বেচাও বীরের ঘোড়া হাথী॥
তবে সুশাসিত হবে গুজরাট ধরা।
পুনরপি হাটে মাংস বেচিবে ফুল্লরা॥
অনুক্ষণ চিন্তে ভাঁড়ু বীরের বিপাক।
রাজ ভেট নিল কাঁচকলা পুইশাক॥
চুপড়ি করিয়া নিল কদলীর মোচা।
মায়ের বসন পরে ভূমে নামে কোঁচা॥
পাগখানি বান্ধে ভাড়ু নাহি ঢাকে কেশ।
কেশরের তিলকে রঞ্জিত কৈল বেশ॥
কৈফিয়তী পাঁজী খান নিল সাবধানে।
শ্রীহরি বলিয়া ভাড়ু কলম গোঁজে কাণে॥
ভাঁড়ুর এক ভাই ছিল নাম তার শিবা।
পঁচিশ বৎসরের হৈল নাহি হয় বিভা॥
ছোট ভাই সাম্য বাক্যে নিবারিল ক্রোধ।
বিভা হয় নাই তার দুই পায়ে গোদ॥
বলে ভাড়ুদত্ত ভাই দয় কর হিয়া।
এবার মণ্ডলী পাইলে করাইব বিয়া॥
ছোট ভাই লইল ভেটের আয়োজন।
ধীরে ধীরে ভাড়ু দত্ত করিল গমন।
দক্ষিণে বিজয়া হাট বামে গোলা হাট।
সম্মুখে মদনপুর শত কোশ বাট॥
রাজদ্বারে গিয়া বীর হইল উপনীত।
প্রণাম করিয়া ভেট ধরে চারি ভিত॥
আইস আইস বলি ডাকে রাজপাত্রগণ।
অনেক দিবস নাহি আইস কি কারণ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

কালকেতুর বিরুদ্ধে কলিঙ্গরাজ-সভায় ভাঁড়ুদত্তের আবেদন।

জুড়িয়া উভয় পাণি, ভাড়ুদত্ত বলে বাণী,
ক্ষিতিনাথ-চরণে তোমার।
দিন গোয়াও মিথ্যাকার্য্যে,মন নাহি দেহ রাজ্যে,
চোরখণ্ড না কর বিচার॥
কাননে বধিয়া পশু, উপায় করিত বসু,
ফুল্লরা বেচিত মাংস হাটে।
কোটাল ভ্রময়ে দেশ, না দেখে বীরের বেশ,
কালকেতু রাজা গুজরাটে॥
পূর্ব্বে ভাণ্ডে পীত বারি, এবে তেল হেম-ঝারী,
বাটী ঘটী সব হেমময়।
চড়ন পার্ব্বত্য ঘোড়া, পরিধান খাসা জোড়া,
ঘর তার কুবের-নিলয়॥
রঙ্ক দুঃখী নাহি জানি, হেমঘটে পীয়ে পানী,
নাট গীত সন্ধ্যাকার ঘরে
ঘরে ঘরে যেবা বৈসে, চলিল বীরের দেশে,
না থাকিবে কলিঙ্গ নগরে॥

বীর বড় ভাগ্যবান্, যথা লক্ষ্মী অধিষ্ঠান,
চারিদিকে পাথরের গড়।
দ্বারে বাঁধা মত্ত হাথী, আছে তার দিবা রাতি,
কেবা তার হইবে নিয়ড় ॥
বার দেয় দণ্ড পাটে, রাজ্য করে গুজরাটে,
কার ডরে নাহি তার শঙ্কা।
অযোধ্যা সমান পুরী, আমি কি বলিতে পারি,
সুবর্ণের পুরী যেন লঙ্কা।
ভাড়ুদত্ত যত কয়, একথা যদি মিথ্যা হয়,
কর তবে প্রাণবধ দণ্ড।
কহি আমি হিত বাণী, মন দেহ নৃপমণি,
কালকেতু হইল প্রচণ্ড ॥
সোঙরি তোমার গুণ শুধিতে আইলাম লোণ,
বারতা জানাইবার তরে।
চণ্ডিকার সুচরিত রচিল নোতুন গীত,
সুখে থাক আড়রা নগরে ॥
বৃহস্পতিবারের নিশাপালা সমাপ্ত।

শুক্রবারের দিবাপালা আরম্ভ।

গুজরাটে কলিঙ্গরাজের দূত-প্রেরণ।

ভাড়ুর বচনে উঠে নৃপতির রোষ।
পাত্র মিত্র সঙ্গে বলে কোটালের দোষ ॥
কোপে আজ্ঞা করে রাজা লোহিত লোচন।
কোটাল কোটাল ডাক পড়ে ঘনে ঘন ॥
আসিয়া কোটাল নৃপে করয়ে জোহার।
কোটালে বান্ধিতে আজ্ঞা হইল রাজার ॥
রাজা বলে কোটালিয়া খাও বৃত্তি ভূমি।
দেশের বারতা বেটা নাহি পাই আমি ॥
এক রাজ্যে দুই রাজা হেন অবিচার।
ধুতি খায়্যা বুল বেটা কোটাল আমার ॥
এমন শুনিয়া সব রাজার বচন ॥
সকরুণভাষে কিছু করে নিবেদন ॥
খলের বচনে নাহি করহ প্রমাণ।
কালি জানিয়া দিব বীরের সন্ধান ॥
পাত্র মিত্র সঙ্গে ধরি রাজার চরণে।
দূর কৈল কোটালের নিগড় বন্ধনে ॥
ঢাল খাণ্ডা ছাড়িয়া যোগীর ধরে বেশ।
বিভূতি মাখিয়া কৈল জটাভার কেশ ॥
যাত্রা কৈল কোটালিয়া শুভক্ষণ বেলা।
প্রহরী যতেক পাইল সঙ্গে হৈল চেলা ॥
দক্ষিণ চরণ বান্ধি লোহার শিকলে।
ত্রিবঙ্ক মস্করা দণ্ড ধরে করতলে ॥
স্কন্ধে কৈল জটাভার বগলে শৃঙ্গনাদ।
কি জানি শিবের ঠাঁই হয় অপরাধ ॥
দক্ষিণে বিজয়ী হাট বামে গোলাহাট।
সম্মুখে মদনপুর শতকোশ বাট ॥
গুজরাটে নিশীশ্বর দিল দরশন ॥
শিবের মণ্ডপে কৈল অজিন আসন।
ভিক্ষাছলে ফিরে চেলা পুরের অষ্ট দিশা।
কেহ গেল বীর যথা খেলিছেন পাশা।
মিষ্ট অন্ন পানেতে পূরিয়া দিল থালা ॥
কর্পূর তাম্বূল দিল ঘৃত পুষ্পমালা ॥
নিশাকালে নিশীশ্বর দেখেন নগর।
পুরের নির্ম্মাণ দেখি চিন্তিত অন্তর ॥
চারিদিগে চলে যত নফর চাকর।
ভ্রমিয়া বুলয়ে তারা সহরে সহর ॥
সৌধময় দেখে ঘর নেতের পতাকা।
রাকাপতি বেড়ি যেন ফিরয়ে বলাকা ॥
হাথী ঘোড়া দেখে বীরের সৈন্য সেনাপতি।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর ভারতী ॥

কলিঙ্গরাজ-দূতের গুজরাট-দর্শন।

দেখিয়া নগর, ভাবে নিশীশ্বর,
ভাড়ু বলে সত্য বাণী।
গুজরাট পুরে, বীর রাজ্য করে,
ইহা আমি নাহি জানি ॥
মণির প্রকাশ, তম করে নাশ,
নিশি দিন সম দেখি।
বীরের নগরে, রজনী বাসরে,
তার ভানু চন্দ্র সাক্ষী ॥

যত বৈসে লোক, নাহি কার শোক,
সভার কমলবাসে।
সুগন্ধি চন্দন, অঙ্গে বিলেপন,
মাল্য শোভে কেশ-পাশে॥
শঙ্খ বেণু বীণ, তুরী ভেরী নানা,
বাদ্য বাজে ঘরে ঘরে।
হয় নাট গীত, দেখি সুচরিত,
মঙ্গল প্রতি বাসরে॥
(গুজরাট-কথা, গড় চারি ভিতা,
চৌদিগে বেড়া বাঁশ।
সঙ্গের সামন্ত, নাহি পায় অন্ত,
যদি ভ্রমে এক মাস॥
পাথরের জড়, পাথরের গড়,
কস্তুরা পুরট শোভা।
মধ্যে মধ্যে মণি, যেন দিনমণি,
চারি দিকে করে আভা॥
নগরের নারী, যেন বিদ্যাধরী,
ভূষণে ভূষিত কায়।
যতেক পুরুষ, মনোহর বেশ,
পীড়িত বসন্ত বায়॥)
বীরের সম্পদ, দেখি দ্রুতপদ,
চলিল রাজার স্থানে।
কণ্ঠেতে কুঠার, মাগে পরিহার,
শ্রীকবিকঙ্কণে ভণে॥

রাজদূতের গুজরাট-বার্ত্তা নিবেদন।

সুহই রাগ।

যুড়িয়া উভয় কর, মুখে গদগদ স্বর,
নিবেদয়ে নৃপতি-চরণে।
শুন শুন নরনাথ, কহি আমি যুড়ি হাথ,
গিয়াছিলাম বীরের ভুবনে॥
লয়্যা রাজা নিজ ঠাট, মৃগয়াতে গুজরাট,
ভ্রমিতে মৃগের অন্বেষণে।
যত মহাবন ছিল, এক চিহ্ন না পাইল,
তার মধ্যে সুবর্ণ ভুবনে॥

সেই গুজরাট পুরে, কত মহাজন ফিরে,
যেন দেখি দেবতার বেশ।
কত কত গুণবান্, সাধুজন ভাগ্যবান্,
যেন দেখি শ্রীরামের দেশ॥
কোন জন নাহি দুখী, উত্তম অধম সুখী,
ধরে সবে বেশ মনোহর।
যেমন দেখিলুঁ পুরী, কহি তুয়া বরাবরি,
হেন বুঝি অমর-নগরি॥
যখন প্রবেশে নিশি, সভে হয়্যা সন্ন্যাসী
প্রবেশ করিলুঁ সেই স্থানে।
দেখিয়া বীরের পুর, সন্দেহ হইল দূর
ভাড়ুদত্ত সব সত্য ভণে॥
এক ক্রোশ পথ জুড়ি, দেখিলুঁ বীরের বাড়ী,
পাথরের গড় চারি ভিত।
শত শত সেনাপতি হাথে করি ঢাল কাতি,
আছে তার আওআস বেষ্টিত
ঘোড়া হাথী নাহি সীমা, দুন্দুভি বাজায় দামা,
চতুর্দ্দিগে পদাতির-রোল।
অনেক সামন্ত সেনা, বারি গড়ে দিয়া থানা,
অনুক্ষণ করে গণ্ডগোল॥
ব্যাধ বড় ধনবান্, দ্বিজে ভাটে দেই দান,
দাতা বীর কর্ণের সমান।
দুখিলোকে দয়া করে, ভয়ানকে ভয় হরে,
অর্জ্জুন সমান ধরে বাণ॥
ব্যাধের ধনুক-শিক্ষা, কেবা তাহে পায় রক্ষা,
শেল্যা ধনু লোকে অনুক্ষণ।
সর্পের সমান গর্জ্জে, গোঁফে তোলা দিয়া তর্জ্জে,
বড় ক্ষেত্রী ব্যাধের নন্দনে॥
দণ্ডপাটে কর দিয়া, আপনার সেনা লয়্যা,
আছে বীর রাজ-প্রয়োজনে।
কাহারে না করে ডর, খড়্গ ধরে খরতর,
দেখি ডর পাইল বড় মনে॥
শরীর সূর্য্যের কান্তি, নখ জিনি ইন্দুপাঁতি,
গজমতি জিনিয়া দশন।
প্রফুল্লিত দুই গণ্ড, শিরে ধরে ছত্র দণ্ড,
বসিয়াছে প্রচণ্ড তপন॥
শুন রাজা নর-স্বামি! যতেক দেখিলুঁ আমি,
কহি যদি হয় পাঁচ মুখ।

(দেখিয়া বীরের দাপ, অঙ্গ মোর হৈল কাঁপ,
বেগে আইলুঁ মনে পায়্যা দুখ ॥
যোদ্ধাপতি বীরবর, জিনিতে কদাচ পার,
নিশ্চয় কহিতে নাহি পারি।
কোটালিয়া যত কয়, শুনিয়া অন্তরে ভয়,
ক্রোধযুত হৈল অধিকারী ॥
আরে, বাজাহ দামামা কাড়া,কাটে রাজেন্দ্রদেহসাড়
সাজন করহ ব্যাধপুরে।
শ্রীকবিকঙ্কণ কয়, যদি সহস্র বাহু হয়,
তবু ত মারিবে মহাবীরে ॥

পুনঃ কোটালের গুজরাট বর্ণন।

দেখিলাম গুজরাট, প্রতিবাড়ী গীত নাট,
যেন অভিনব দ্বারাবতী।
অযোধ্যা মথুরা মায়া, নাহি ধরে তার ছায়া,
যেন দেখি ইন্দ্রের বসতি ॥
প্রতি বাড়ী দেবস্থল, বৈষ্ণবের অন্ন জল,
দুই সন্ধ্যা হরিসংকীর্ত্তন
দেখিলাম অপরূপ, সুগন্ধি অগুরু ধূপ,
সায়ংকালে ব্যাল্লিশ বাজন ॥
প্রতি ঘরে সন্ধ্যাকালে, মণিময় দীপ জ্বলে,
শঙ্খ ঘণ্টা বাজে বীণা বেণী।
কাঁসর মহরি পড়া, জগঝম্প বাজে কাড়া,
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে শানী ॥
আশ্রয়ী কালুর স্থল, খেলে পাশা বুদ্ধি বল,
গুণিজন থাকে গীত নাটে
যেন বীর রাম রাজা, দুঃখিত নাহিক প্রজা,
কোন চিন্তা নাহি গুজরাটে ॥
নগরে নাগর জনা, কাণে লম্বমান সোণা,
বদনে গুবাক হাতে পাণ।
চন্দনে চর্চ্চিত তনু, হেন দেখি যেন ভানু,
তসর বসন পরিধান ॥
পাষাণে রচিত গড়, দ্বারে মত্ত হাথী বড়,
নিয়োজিত চৌদিকে কামান।
পদাতি সারথি রথী, কত শত সেনাপতি,
সেনা-ভরে মহী কম্পমান ॥
বীরের ঐশ্বর্য্য দেখি, অনুমানে আমি লখি,
তোমারে না করে ভয় বীর।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, গান কবি শ্রীমুকুন্দ,
কালকেতু সমরে সুধীর ॥)

কলিঙ্গরাজের যুদ্ধ-সজ্জা।

সুহই রাগ।

কালকেতুর ধ্বনি, কোটালের মুখে শুনি,
কে'পে রাজা লোহিত লোচন।
সাজ সাজ ডাক ছাড়ে, রাহুত মাহুত নড়ে,
উত্তরোলে ব্যাল্লিশ বাজন ॥
কাট কাট বলি ডাকে, কলিঙ্গ নৃপতি সাজে,
গজঘণ্টা বাজে উত্তরোল
সাজ সাজ পড়ে ডাক, দামামা দগড় ঢাক,
কলিঙ্গে উঠিল গণ্ডগোল ॥
শত শত মত্তহাথী, সৈন্য আইসে সেনাপতি,
শুণ্ডে বান্ধা লোহার মুদ্গরে।
মাহুত হাথীর পীঠে, শেল সাবল আঠে,
গগন পুরয়ে আড়ম্বরে ॥
চারি চারি মহারয়, রথেতে জুড়িয়া হয়,
মহারথী যায় সারি সারি।
ভিন্দিপাল খরশান, তবক বেলক বাণ,
ভুষণ্ডী ডাঙ্গশ গদাধারী ॥
নবলক্ষ ফিরে কাল, সাজিল মদনপাল,
ঘন ঘন ফেলে খাণ্ডা লোফে।
দুঃসহ সেনার ভরে, ক্ষিতি টলমল করে,
ফণিপতি আদিনাগ কাঁপে ॥
আশী গণ্ডা বাজে ঢোল,তের কাহণ সাজে কোল
কাঁড় ধরে তিন তিন কোটি।
পরিধান বীরধড়ি, মাথায় জালের দড়ি,
অঙ্গে মাখয়ে রাঙ্গা মাটী ॥
বাজন নূপুর পায়, বীরঘটা পাইক ধায়,
রায়বাঁশ ধরে খরশাণ।
সোণার টোপর শিরে, ঘন সিংহনাদ পূরে,
বাঁশে দোলে চামর নিশান ॥
চতুরঙ্গ বল ধায়, ধূলা উড়িল বায়,
তিরোহিত হৈল দিননাথ।

রাজার চরণ ধরি, বলে পাত্র অধিকারী,
মাথায় করিয়া যোড় হাথ॥
কোন ছার কালকেতু, আপনি তাহার হেতু,
কেন রায় করিবে পয়াণ।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিয়া বন্ধ,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

কলিঙ্গরাজ-পুত্রের যুদ্ধযাত্রা।

পাত্রের বচনে রহে কলিঙ্গ ভূপতি।
আগুদলে যুবরাজ ধায় লঘুগতি॥
ডাহিন দিকে ধাইল কোটাল ভীমমল্ল।
রাজার জামাতা ধায় নাম বীর শল্য॥
সাজ সাজ বলিয়া পড়িয়া গেল সাড়া।
আগুদলে ধায় যত পাখরিয়া ঘোড়া॥
রণসিংহ রণভীম ধায় রণ-ঝাটা।
তিন ভাই কাঁড় বিন্ধে দিয়ে চূণের ফোঁটা॥
পাইক-প্রধান তিন ভাই আগুদল।
বাণ-বৃষ্টি করে যেন মেঘে ফেলে জল॥
রাজপুরোহিত যায় বিষম করাল।
হয়-বলে আগুদলে রাঘব ঘোষাল॥
তবক বেলক কাছে কামান কৃপাণ।
পৃষ্ঠদেশে তূণেতে পূরিত কৈল বাণ।
পথে পথে বিভাগ করিয়া দিল ঠাট।
চারি দিগে বেড়িল নগর গুজরাট॥
সম্ভ্রমে বীরের পায় নিবেদয়ে চর।
গাইল পাঁচালী মুকুন্দ কবিবর॥

গুজরাট আক্রমণ।

ললিত ছন্দ।

সভাতে বসিয়া, দশ দশ বলিয়া,
মহাবীর পাশা খেলে।
এমন সময়ে চর, যুড়িয়া দুই কর,
সচকিত হ'য়ে কিছু বলে॥
শুন হে বীরবর, দেখ আসিয়া সত্বর,
আস্তে কোন্ নৃপতির ঠাট।
হেন মোর লয় মতি, কলিঙ্গ ভূপতি,
বেড়িল নগর গুজরাট॥
ভীষণ অতি বড়, আইসে গজ যে
সিন্দূরে মণ্ডিত মাথা।
সিন্দূরে মেঘনাদ, আইল দ্রুতপদ,
গগন ছাড়িয়া হেথা॥
দেখ্যাছি নিকটে, লাখ লাখ শকটে,
কামান কৃপাণ ধরে ধর।
দেখিয়ে সন্ধান, করিয়ে অনুমান,
আইসে সেই নৃপবর।
হয়-গজ-রব শুনি, কাঁপয়ে মেদিনী,
যেন ঘোরতর আড়ম্বর।
করিবর-পৃষ্ঠে, শবদ বড় উঠে,
দেখিয়া লাগয়ে ডর॥
বাদ্যের নাহি সীমা, দুন্দুভি বাজে দামামা,
ঘন শিঙ্গা বাজে পড়া।
সানী বাজে ঢোল, চৌদিকে গণ্ডগোল,
ডিণ্ডিম বাজয়ে কাড়া॥
শত শত বাজে ঢাক, পাইক ধায় লাখে লাখ,
কারো কেহ না শুনে বাণী।
রায়বাঁশ তবকী, ফরিকাল ধানুকী,
আগুদলে কনকনিশানী॥
হয় রবে লাগে তালি, উঠয়ে পথধূলি,
তেজোহীন হৈলা ভানু।
মমতা করি দূর, ছাড় হে এই পুর,
শরণ করহ সানু॥
চর-মুখে ভাষা, শুনি রাখে পশা,—
ফেলিয়া মহাবীর সাজে।
শ্রীকবিকঙ্কণ, গীত-আরোপণ,
চণ্ডীর চরণ-সরোজে॥

কালকেতুর রণ-সজ্জা।

সাজিল মহাবীর, বিষম সমরে স্থির,
চর দেয় নগরে ঘোষণা।
শত শত শৈলে পড়ে, রাহুত মাহুত নড়ে,
শুনি ধায় পুরী-সর্ব্বজনা॥
বীর-কাছ পরিধান, কোপে বীর কম্পমান,
কনক টোপর শোভে শিরে।
যুদ্ধের জানিয়া মর্ম্ম, গায়ে আরোপিল বর্ম্ম,
দুই দিকে ছে যমধরে॥

দোয়াড় চিয়াড় বাণ, কয়বাল খরশাণ,
ভূষণ্ডী ভাঙ্গস খরশাণ।
যেই দিকে চাহে বীর, কোপ দৃষ্টে হৈয়া ধীর,
কোকনদ রুচির বয়ান॥
বীরের,কাল বৈসে বামভাগে,শমন শরের আগে
করাল ভৈরব বৈসে ভুজে।
শিঞ্জিনীতে বৈসে শেষ, ভৈরবী উন্মত্ত বেশ,
যতক্ষণ মহাবীর যুঝে॥
ধায় পাইক চাপ ঢাল, ঢালে বান্ধে উরমাল,
পায় বাজে সোণার নূপুর।
কোন পাইক শিঙ্গাবায়, রাঙ্গা ধূলি মাখে গায়,
রণসিংহ পাইক ঠাকুর॥
ধাবাড় পাখর বাড়, জোড়ে চৌখণ্ডিয়া কাঁড়,
বাঁশে বান্ধা হাড়িয়া চামর।
রণ-মাঝে দেয় হানা, বাহুমূলে বান্ধে বাণা,
দেখি পাইক রণে অকাতর॥
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

কালকেতুর যুদ্ধ-যাত্রা।

পূর্ব্ব দুআরে রহে ভীম ভীমরথ।
রাহুত মাহুত আর সৈন্য শতে শত॥
নিয়োজে বিশাল মামা দুআর দক্ষিণে।
যার কোলাহলে লোক কিছুই না শুনে॥
পশ্চিম দুআরে রহে সৈদ উমর গাজী।
যাহার ভিড়নে রহে ষোল শত তাজী॥
উত্তর দুয়ারে রহে বলাগন খান।
রণে ভঙ্গ দেয় সেনা দেখি তার বাণ॥
চারি দ্বারে রাহুত মাহুত শতে শত।
গুজরাটে ধায় সেনা আচ্ছাদিয়া পথ॥
এমন সময়ে কালু ব্যাধের নন্দন।
প্রদক্ষিণ সময়ে বন্দে চণ্ডীর চরণ॥
অষ্ট তণ্ডুল দূর্ব্বা চণ্ডীর প্রসাদ।
মস্তকে ধরিয়া যুদ্ধে চলিলেন ব্যাধ॥
পশ্চিম দুআরে যাঞা দিল দরশন।
অভয়া-মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

কালকেতুর যুদ্ধারম্ভ

বীর বালা দুই ভুজে, বীর কালকেতু যুঝে,
পশ্চিম দুআরে দিয়া থানা।
রাহুত মাহুত পড়ে, কদলী যেমত ঝড়ে,
খর বহে রুধিরের খানা॥
বীরের,বায়ু বৈসে ধনু-আগে,শমন শরের আগে,
করাল ভৈরবী দুই ভুজে।
শিঞ্জিনীতে বৈসে শেষ, করাল ভৈরবী-বেশ,
যতক্ষণ মহাবীর যুঝে॥
কালকেতুর বলে, যুঝে দানা রণস্থলে,
উলটি পালটি দেই হানা।
বাণ বৃষ্টি করে বীর, মেঘে যেন ফেলে নীর,
খর বহে রুধিরের ফেনা॥
রাজ-সেনা বীর হানে, মিলিয়া যোগিনী-গণে,
কৌতুকে গাঁথয়ে মুণ্ডমালা।
রণে অলক্ষিত হয়ে, চৌষটি যোগিনী লয়ে,
উরিলেন সর্ব্বমঙ্গলা॥
রাজদলে দিতে হানা, ধায় বেতাল-কোটি দানা,
চণ্ডীর আদেশ ধরি শিরে।
আনন্দে তরলমনা, পীয়ে রুধিরের ফেনা,
কালকেতু সনে রণে ফিরে।
চৌদিকে রাজার ঠাট, ঘন ডাকে কাট্ কাট্,
পরাক্রমে বীর নাহি টুটে।
চণ্ডী যারে সহায়, পাষাণ বীরের কায়,
শেল টাঙ্গি গায়ে নাহি ফুটে॥
তার বাণে নাহি রক্ষে, বাণ এড়ে লক্ষে লক্ষে,
ভীমমল্ল রাজ-সেনাপতি।
আনন্দে তরল-মনা, কাটা মুণ্ড লোফে দানা,
মহাবীর রণে অব্যাহতি॥
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয়-মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

ফেলে অস্ত্র লোফে বীর মারে মালসাট।
বিপক্ষ মারিতে বীর, জুড়িলেক কাট॥
চৌদিকে ধাধা, বাজয়ে দামামা,
তবকি তবকি রোল।
পাইক দেয় উড়া পাক, ঘন বাজে বীর-ঢাক,
কেহ কার নাহি শুনে বোল॥
দক্ষিণ দুআরে যুঝে বীর গুণধাম।
রাবণ সহিত যেন যুঝেন শ্রীরাম॥
ডিণ্ডিম ডম্বর, পূরয়ে অম্বর,
ঘন ঘন বাজে জগঝম্প।
বাজয়ে বেণী, রণ জয় শানী,
গুজরাটে উপজিল কম্প॥
কোটালেরে বীরবরে, ছোড়য়ে চোখো শরে,
মেঘে যেন পানী পসালা।
ঠেকিয়া বীরের গায়, পাছু হৈয়া পুন যায়,
পুষ্পের যৈছন মালা॥
কোটালের আগুদল ধাইল গজ-বল,
লোহার মুদ্গার শুণ্ডে।
হানিয়া বীরবর, করিল জরজর,
শোণিত নিকলে মুণ্ডে॥
ধরিয়া ত রণে, তুরঙ্গ চরণে,
মাথা তুলিয়া দিল নাড়া।
ছাড়িল তরঙ্গ, পড়িয়া তুরঙ্গ,
হাথে রহিল ফড়া॥
বীরবর লম্ফে, বসুধা কম্পে,
অষ্ট কুলাচল ফিরে।
ফণিগণ ছাড়িয়া, মণিগণ পাড়িল,
ফণিপতি মাথা ঘুরে॥
কবিবর ঝম্পে, বসুধা কম্পে,
মুটকি মারিয়া দিল টান।
ছিণ্ডিল শুণ্ড, ভাঙ্গিল মুণ্ড,
কাঙ্কড়ি যেন খান খান॥
বীরের বিক্রম, দেখিয়া নিরুপম,
রাজ-সেনা দেই ভঙ্গ।
শ্রীকবিকঙ্কণ, গীত নিরূপণ,
দ্বিজবর নৃপতির রঙ্গ॥

পূর্ব্ব দুআরে ঘন বাজয়ে ডিণ্ডিম।
বীরবর যুঝে যেন কুরু-রণে ভীম
ভাড়িপত্র খাণ্ডা উভারিল বীরবর।
তুরগ সহিতে রণে পড়ে হরিহর॥
নৃপতি-সেনারে বীর করিছে উত্তর।
তোহার বেটার সনে হইসি সোদর॥
সেবকের যোগ্য নহে তোর নৃপবর।
ধরিতে বামন হয়্যা চাও সুধাকর॥
মহাকোপ-মতি হয়্যা দুই বীরে রোষে।
দুই জনে যুঝে যেন তুরঙ্গ-মহিষে॥
মাণ হেতু যুঝে যেন কেশরী বনেনে।
মাংস হেতু যুদ্ধ যেন দৈত্যানে দৈত্যানে॥
বীরের দাবড়ে পড়ে নৃপতির দল
গজের চাপনে যেন ভাঙ্গে বন-নল॥
ভাঙ্গিল রাজার দল হৈয়া হত্রা গায়।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান পাঁচালীর গায়॥

উত্তর দুআরে ছিল বীর বলাগন।
সেনাগণ পড়ে রণে, না হয় গণন॥
খয়ের জুল্লা, হরির বিল্লা,
রাজসেনা পড়ে কাট।
হাবি সদরণে, বীর এড়ে যতনে,
কমাইয়া সেনা পাট॥
হবাব উল্লা, সেখ লাডুল্লা,
রাজ সেনা পাটে পাট।
বীরে আগুয়ল, পুরিয়া সন্ধান,
হান হান শব্দে ভঙ্গে ঠাট।
বিষম করাল, রাঘব ঘোষাল,
করবাল মারে বীরের অঙ্গে।
বীরের অঙ্গে, করবাল ভাঙ্গে,
স্বর্গে ত্রিপুরা হাসে রঙ্গে॥
রণ করে যুবরাজ, সেনাপতি পায় লাজ,
রাজ-শরাসন পুরে।
উভারে বীরে, বীর চর্ম্ম ধরে,
চর্ম্মের উপরে ঘুরে॥
ভীমরথ ভীমমল্ল, আর বীরসেন শল্ল
ভাঙ্গি উভারে বীরে।

বীরের অঙ্গে, শেল আঠি ভাঙ্গে,
রঙ্গে শিবা শঙ্খ পুরে ॥
এমন সময়ে দানাগণ নাচয়ে,
বীর মারে মালসাট।
বীরের বিক্রম, ভীম সম যম,
সমরে জোড়ে কাটু কাটু ॥
সমরে বীরবর, ধরিয়া করিবর,
মাথায়ে তুলে দিল পাক
শুণ্ড গেল ছিঁড়ে, হস্তী মণ্ডলে পড়ে,
তায় সেনা পড়ে লাখে লাখ ॥
জগদবতংসে, পালধি বংশে,
শ্রীনৃপতি রঘুরাম।
শ্রীকবিকঙ্কণ, করয়ে নিবেদন,
অভয়া পুর তার কাম ॥
বৃহস্পতিবারের নিশাপালা সমাপ্ত।

শুক্রবারের দিবাপালা আরম্ভ।

যুদ্ধ-দর্শনে ভাঁড়ুদত্তের চিন্তা।

রাজ-সেনা দিল ভঙ্গ ভাড়ু ভাবে দুঃখ।
আজি ভাড়ুদত্তে হৈল বিধাতা বিমুখ ॥
পরিবার রহিল মোর পাপ গুজরাটে।
কহিতে কাঁকড়ি যেন বুক মোর ফাটে ॥
চিন্তায় চিন্তিত ভাড়ু বিক্রমে বিশাল।
নিঠুর বচনে বলে ভাণ্ডিয়া কোটাল ॥
সেনাপতি সামন্ত সভায় বিদ্যমান।
বীর ধরিবারে তার আগে নিলা পান ॥
এখন লক্ষ খানেক তঙ্কা খায়্যা বাহ ধুতি।
ভাড়ুদত্ত জীতে ভাগ্যা পলাইবে কতি ॥
গাছ দাগে ডাল ভাঙ্গে লোকে করে সাক্ষী।
কোটালে ভাড়ুর বোলে লাগিল ভেল্‌কী ॥
তরাসে কোটাল পুন গুজরাটে বেড়ি।
রহ রহ বলিয়া দামামায় পাড়ে বাড়ি ॥
সমর করিতে পুন আইসে কালকেতু।
ফুল্লরা বুঝান তারে জীবনের হেতু ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

কালকেতুর প্রতি ফুল্লরার উপদেশ।

প্রাণনাথ শুনহ আমার উপদেশ।
হারিয়া যে জন যায়, পুনরপি আসে তায়,
হেতু কিছু আছয়ে বিশেষ ॥
যদি থাকে প্রাণ-আশ, ত্যজি নিজ দেশ বাস,
প্রাণ লয়্যা যাও মহাবীর।
আজি পূরিল কাল, সাজি আইল মহীপাল,
তার রণে কেবা হবে স্থির ॥
নখর-রঞ্জিত নক্ষ, নাহি কাটে তালতরু,
ফুল্লরার শুনহ আহ্লাদ।
কহি আমি সবিশেষ, যদি না ছাড়িবে দেশ,
রামায়ণে শুন ইতিহাস ॥
সুগ্রীবে জিনিয়া রণে, দয়ায় রাখিয়া প্রাণে,
আরোপিল হৃদয়ে পাষাণ।
বিষম সমরে বীর, কিষ্কিন্ধ্যা আইলা ধীর,
গজ-ঘণ্টা বাজায়ে বিষাণ ॥
সুগ্রীব পলায়্যা যায়, আশ্বাসিল রাম তায়,
সখা ভাবে রহে ঋষ্যমুখে।
সুগ্রীব রামের তেজে, বালীর দুআরে গর্জ্জে,
ধায় বালী রণ-অভিমুখে ॥
কান্দিয়া এমত কালে, পড়িয়া চরণ-তলে,
পতিব্রতা বালীর রমণী।
আমি করি নিবেদন, আর না করিহ রণ,
হেতু কিছু মনে আমি গুণি ॥
যে জন তোমার ভয়ে, ঋষ্যমুখে স্থির নহে,
সে জন দুয়ারে দেয় ডাক।
হেন লয় মোর মনে, কোন রাজা আসি রণে,
ছলে পাছে পাড়য়ে বিপাক ॥
বালীকে বিড়ম্বী বিধি, না মানে আমার সুধী,
সমরে পড়িল রাম শরে।
ফুল্লরার কথা রাখ, কতক কাল জীয়া থাক,
না যাইহ রাজার সমরে ॥
ফুল্লরার কথা শুনি, হিতাহিত মনে গুণি,
লুকাইল বীর ধান্য ঘরে।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, গান করি মুকুন্দ,
সুখে থাকি আড়রা নগরে ॥

কোটালের চিন্তা।

লইয়া রাজার ঠাট, বেড়ে পুন গুজরাট,
কোটাল ভাবয়ে মনে মন
নাহি শুনি শিঙ্গা কাড়া, না পাই বীরের সাড়া,
হেতু কিছু আছয়ে গণন॥
শঙ্কা করিয়া মনে, সে না রহে এক স্থানে,
অনুক্ষণ চঞ্চল-লোচন
লুকাইয়া চলে ব্যাধ, পাড়ে পাছে পরমাদ,
চিন্তা করয়ে মনে মন॥
দেয় কোটাল লাফ ঝাঁপ, হৃদয়ে অন্তর কাঁপ,
আশ্বাস করয়ে সেনাগণে।
ধরি দিব কালকেতু, ভয় নাহি তার হেতু,
একলা ধরিয়া দিব রণে॥
আপনা বুঝাতে নারে, পরকে আশ্বাস করে,
ভয়ে অঙ্গ পুলকি উঠিল
চলিতে না চলে পা, মুখে নাহি সরে রা,
তরাসে কোটাল হীনবল॥
যদি উচ্চ স্থল পায়, সত্বরে উঠিয়া তায়,
আট দিকে করে বিলোকন।
উভ করিয়া শ্রুতি, গুজরাটে দেই মতি,
নিবারিয়া বাদ্য বাজন॥
কোটাল স্মরয়ে ধর্ম্ম, কেনে হেন কৈল কর্ম্ম,
মনে ভাবে সংশয় জীবন।
কালকেতু ডর ভয়, লুকাইয়া কেহ রয়,
ছলা করি রহে কোন জন॥
কোটালের ভয় দেখি, ভাড়ুদত্ত হৈলা দুখী
কহে কিছু বিশেষ উপায়
রচিল ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিল বন্ধ,
হৈমবতী যাহার সহায়॥

ভাড়ুদত্তের কালকেতু-অন্বেষণে গমন।

বাহির গড়ে রহ তোমরা আসন করিয়া।
মোর বুদ্ধে মহাবীর আনিব ধরিয়া॥
মোর সঙ্গে দেহ তুমি একটী ব্রাহ্মণ।
তার হস্তে দেই পাণ কুসুম চন্দন॥
রাজা দিয়াছেন পাণ তোমারে প্রসাদ।
এমন বলিয়া আমি ভাণ্ডাইব ব্যাধ॥
ছল বুদ্ধে দেখে আসি বীরের চরিত।
সাড়া নাহি দেখি বীরের করে কোন্ রীত।
আপনার বলে তুমি থাক সাবহিতে।
বীরের বুঝিয়া কাজ আসিব তুরিতে॥
তোমা সনে নিবন্ধ করিনু দুই দণ্ড।
ইহা বহি বেড়িহ পুরী হইয়া প্রচণ্ড॥
ভাড়ুর যুকতি লাগে কোটালের মনে।
আপন ব্রাহ্মণ দিল ভাড়ু দত্তের সনে।
ভাড়ুর সহিতে ব্রাহ্মণ যায় সচকিত।
বীরের দুআরে গিয়া হৈল উপস্থিত।
এক দুই তিন দ্বার ভাড়ুদত্ত যায়॥
দুআরী প্রহরী কারে দেখিতে না পায়॥
সচকিত হয়্যা যায় চারি পাঁচ দ্বার।
রাজার ঐশ্বর্য্য দেখে উদ্যমে অপার॥
সপ্তম মহলে দেখে ফুল্লরা সুন্দরী।
আগে পাছে বসিয়াছে যত সহচরী॥
খুড়ী খুড়ী করি ঠগা করিল গোহারি।
অঞ্জলি করিয়া কহে কপট-ব্যভারী॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত।

ফুল্লরার নিকট ভাড়ুদত্তের কপট-বাক্য।

শুন গো শুন গো খুড়ি, যত কার্য্য ছিল ডেড়ি,
আমি তাহা কৈলুঁ সমাধান।
বুড়া মোর কোথা গেলা, এই শুভক্ষণ বেলা,
লোন আসি নৃপতির পাণ॥
খুড়া, নাহি করি নিবেদন, কাটাল রাজার বন,
এই হেতু রাজা কৈল রোষ
বীরের পাওয়াল দেখি, রাজা বড় হৈলা সুখী,
মহাবীরে রাজার সন্তোষ॥
বীরের ধনের বাদ, ছিল বড় পরমাদ,
নাবড়ে কহিল রাজার স্থানে।
করিল অনেক ন্যায়, খণ্ডিল সকল দায়,
ভয় কিছু না করিহ মনে॥

রাজা হয়্যা পড়িবে ছেড়্যা সকল দোষ,
বীরকে করিবে সেনাপতি।
গুজরাটে জায়গীরি, আর দিবে অষ্টপুরী,
এবে হবে তুমি ভাগ্যবতী॥
আমার বচন শুন, খুড়াকে ডাকিয়া আন,
মনে কিছু না করিহ শঙ্কা।
নিজ যদি পর হয়, তবে বিপক্ষের ভয়,
বিভীষণে নাশ কৈল লঙ্কা॥
পায়দল ঘোড় হাথী, সামন্ত সেনাপতি,
বীর হবে সভার প্রধান।
পাণ দিয়াছেন হাথে, ব্রাহ্মণ দিয়াছেন সাথে,
আবিলম্বে করিতে পয়াণ॥
প্রাণদাতা তোর স্বামী, তাহার সেবক আমি,
মনে কিছু না করিহ আন।
খুড়া কৈল অপমান, না কৈলুঁ বিজ্ঞাপন,
তোর কার্য্যে আমি সাবধান॥
এত বলে ঠগ বাণী, অন্যচিত্তে রামা শুনি,
ধান্যঘর কৈল নিরোধন।
সুচতুর ভাড়ুদত্ত, বুঝিল কার্য্যের তত্ত্ব,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

একাকী কালকেতুর যুদ্ধ।

ভাড়ুর বিলম্বে, কোটাল আনন্দে,
বেড়িল কালুর ঘর।
গজের আড়ম্বর, শুনিয়া বীরবর,
বাহির হইলা সত্বর॥
মুটকির ঘায়, বীর মারে তায়,
যুঝয়ে বীর কোটালে।
ধরিতে যে যায়, মুটকির ঘায়,
পড়য়ে অবনীতলে॥
তেজিয়া প্রাণ-ভয়, করে বীর রণ জয়,
ধরিতে আইসে দুই মাল।
দুই মুটকির ঘায়, দুহে গড়াগড়ি যায়,
শিরে ঘা হানে কোটাল॥
ধরিয়া বীর রথে, তুরঙ্গ-চরণে,
মাথায় তুলিয়া দেই পাক।
রঙ্গ ছাড়িয়া, তুরঙ্গ পড়িল,
হাথে রহিল ফড়া॥
করিবর-শুণ্ডে, ধরিয়া মুণ্ডে,
মুটকি মারি দিল টান
ভাঙ্গিল মুণ্ড, ছিণ্ডিল শুণ্ড,
কাঁকুড়ি যেন খান খান॥
বীরের বিক্রম, দেখিয়া নিরুপম,
অভয়া চিন্তেন মনে।
ললিত প্রবন্ধ, দ্বিজবর মুকুন্দ,
অভয়া-চরণে ভণে॥

কোটাল কর্ত্তৃক কালকেতুর বন্ধন।

পদ্মা, বীরের শাপের কাল হৈল অবসান।
সুরপুরে না যাই ইন্দ্রের অভিমান॥
বিংশতি বৎসর বহি কাল নাহি আর।
ইহার ভিতরে কর পূজার প্রচার॥
এমত বিচার করি পদ্মা মাতা সনে।
বীরের অঙ্গের বল হরিল তৎক্ষণে॥
কোটাল বীরের বেড়ে চতুরঙ্গ বলে।
সৈন্যে ঠেকা-ঠেকি বীর পড়ে ক্ষিতিতলে॥
দশ বিশ জন তার ধরে এক হাথে।
বীর ধরি কোটাল সজোরে বিশ-নাথে॥
গজের শিকলি দিয়া বান্ধে মহাবীরে।
দুই হাথে চামাতি দিল গলায় জিঞ্জিরে॥
কোটালের হৃদয়ে উরিলা মহামায়া।
বন্দি করি মহাবীরে বড় হৈল দয়া॥
এমন সময়ে আসি ফুল্লরা সুন্দরী।
গলায়ে কুঠার বান্ধি করয়ে গোহারি॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

কোটালের প্রতি ফুল্লরার বিনয়।

করুণ রাগ।

না মার না মার বীরে নির্দ্দয় কোটাল।
গলার ছিঁড়িয়া দিব শতেশ্বরী হার॥
চুরি নাহি করি কোটাল ডাকা নাহি দি।
ধন দিয়া কেল দুর্গা হেমন্তের ঝি॥

গো মহিষ ধান্য লহ অমূল্য ভাণ্ডার।
নফর করিয়া রাখ স্বামীকে আমার॥
দিয়া কুলিতার ধনু তিন গোটা বাণ।
ধন নিয়া তুমি বীরে কর পরিত্রাণ॥
বিচারিয়া দেখ অপরাধ নাহি করি।
নিজ ধন দিয়া চণ্ডী বসাইল পুরী॥
কারু নাহি লই রাজ্য কারু এক পণ।
তৌলিয়া গণিয়া রাজা লোক যত ধন॥
নিশ্চয় বধিবে যদি বীরের পরাণ।
এক অসি-ঘায়ে আগে ফুল্লরারে হান॥
তবে শেষে করিহ বীরের প্রাণ দণ্ড।
পিতৃ-পুণ্যে জ্বালি মোরে দেহ অগ্নি-কুণ্ড॥
কুঞ্জরে লাদিয়া লহ যত আছে ধন।
বারেক করহ রক্ষা বীরের জীবন॥
ঘোড়াশালে ঘোড়া লহ হাথি-শালে হাথী।
লহ মোর যত আছে যোধ সেনাপতি॥
ফুল্লরার বিলাপ শুনিয়া নিশীশ্বর।
মধুর বচনে তারে দিলেন উত্তর॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত॥
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত।

কালকেতুকে লইয়া কোটালের রাজসভায় গমন।

শুনহ আমার বাক্য ফুল্লরা সুন্দরি।
আমার শকতি বীরে ছাড়িতে না পারি॥
পরের অধীন আমি নহি স্বতন্তর।
লঘুদোষে গুরুদণ্ড করে নৃপবর॥
কহি গো তোমার ঠাঞি স্বরূপ বচন।
রাজাকে বুঝায়ে বীরের রাখিব জীবন॥
প্রবোধ না মানে রামা কান্দয়ে ফুল্লরা।
বীরকে ধরিতে হৈল কোটালের ত্বরা॥
হাথে বান্ধ-হাথা দিল গলায় জিঞ্জির।
চরণে ডাড়ুকা দিয়া বান্ধে মহাবীর॥
বীরকে তুলিল কোটাল গজের উপরে।
চৌদিকে বেড়িয়া সেনা চলিল সত্বরে॥
দিন-অবশেষে কোটাল চলিল কলিঙ্গে।
কলিঙ্গের যত লোক দেখিতে ধায় রঙ্গে॥
বার দিয়া বসিয়াছে কলিঙ্গ ভূপাল।
সম্মুখেতে পুরোহিত বিজয়ী ঘোষাল॥
বাম দিকে মহাপাত্র নরসিংহ দাস।
সভাতে পাঠকচন্দ্র পড়ে ইতিহাস॥
রাজার সভাতে বৈসে সুপণ্ডিত-ঘটা॥
পীতবাস পরিধান কপালেতে ফোঁটা॥
নয় পুত্র ছয় নাতি আঠার ভাগিনা।
গুণিগণ গায় গীত বাজাইয়া বীণা॥
চারিদিকে রাহুত মাহুত সেনাপতি॥
মহলা করয়ে গজ তুরঙ্গ পদাতি॥
সামন্তের অধিপতি নৃপতির মামা।
সভাতে বসিয়া শুনে কোটালের দামা॥
বিচার করয়ে তারা লয়ে সভাজন।
হেন বুঝি কোটাল জিনিয়া আইল রণ॥
এমত বলিতে তথা আইল নিশাপতি।
বীরে ভেট দিয়া নৃপে করিল প্রণতি॥
বীরে দেখি কোপে রাজা লোহিত-লোচন।
ভীষণ ভাষায় কিছু বলেন বচন॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

কলিঙ্গ নৃপতির সহিত কালকেতুর কথোপকথন।

মল্লার রাগ।

কোন দেশে নিবাস বৈসহ কোন গ্রাম।
তোতার দেশের রাজা তার কিবা নাম॥
কেবা তার মহাপাত্র কেবা অধিকারী।
এত তেজ ধর বেটা কার আজ্ঞা ধরি॥
আমাকে না মান ব্যাধ হইয়া প্রবল।
অচিরাৎ দিব আমি তার প্রতিফল॥
গুজরাট নিবাসী নিবাস চণ্ডীপুর।
আমার রাজ্যের রাজা মহেশ ঠাকুর॥
আমি বটি মহাপাত্র চণ্ডী অধিকারী।
তাঁর আজ্ঞা ধরি আমি তাঁর আজ্ঞাকারী॥
বিচার করিয়া রায় মোরে কর রোষ।
পরিণামে জানিবে বীরের নাহি দোষ॥

কোন সাধুজনে বধি পাইলে বহু ধন।
মোরে না জানাঞা কেন কাটাইলে বন॥
ধন-গর্ব্বে ওরে বেটা কর পরিহাস।
কত শত সেনাপতি কৈলে মোর নাশ॥
ছুইতে না যুয়ায় বেটা অতি নীচ জাতি।
সভা মাঝে বসিয়া কথার দেখ পাঁতি॥
কোন সাধুজনে রায় নাহি করি বধ।
ধন দিয়া চণ্ডী মোর বাড়াল্য সম্পদ্॥
তাঁর ধন দিয়া আমি কাটাইয়েছি বন।
চণ্ডিকার নিজধনে বসায়েছি জন॥
মোর বোলে অবধান কর নৃপমণি।
দোষ গুণের ভাগী হন নগের নন্দিনী।
বিরিঞ্চি মরীচি প্রজাপতি পুরন্দর।
ধ্যানেতে চরণ যাঁর না পান অন্তর॥
নীচ জাতি ব্যাধকে চণ্ডিকা দিলা ধন।
এমন কথায় পাতিয়ায় কোন জন॥
অবিলম্বে এই ব্যাধে দেহ গজ-তলে।
এমন বচন যেন কভু নাহি বলে।
দেহ যদি গজতলে নিবারিতে নারি॥
লভ্য অপচয়ের ভাগী হন মহেশ্বরী॥
বেচিয়াছি আপন তনু চণ্ডিকার পায়।
তোমার তাড়নে কালকেতু না ডরায়॥
অবধান কর রায় করি নিবেদন।
জনম হইলে হয় অবশ্য মরণ॥
রাজার আজ্ঞায় গজ আনে মাহুতগণ।
চরণে ধরিয়া পাত্র করে নিবেদন॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

কালকেতুর কারা-প্রবেশ।

চণ্ডীর চরণ বিনে নাহি ভাবে আন্।
বীরকে বধিতে কেহ না দেই বিধান॥
সভার বচনে রাজা না বধিল বীরে।
বন্দী করি থু'তে আজ্ঞা দিল কারাগারে।
দশ বিশ পোতামাঝি বীরে লয়ে যায়।
এক মুণ্ডা ঘর খানে প্রবেশ করায়॥
শওয়া কোশ ঘরখান একটী দুয়ার।
দিবস দুপুরে দেখি ঘোর অন্ধকার।
প্রবেশ করাল্য বীরে আন্ধারিয়া কোণে॥
শত শত বন্দী তথা আছে পণে পণে॥
বন্দী দেখি মহাবীর বলে ভাই ভাই।
উসরি পসারি দেহ একটু কি ঠাঁই॥
হাড়ি দিল মহাবীরে হৈল উভমুণ্ডা।
চারি দিকে পোতামাঝি দিল তুষের ধূয়া॥
জটে দড়ি দিয়া বীরে বান্ধিলেক চালে।
হাথে বাথ-হাথা দিল গলায় জিঞ্জিরে॥
বুকে তুলি দিল দশ সাঙের পাথর।
পাথর চাপানে বীর করে থর থর॥
মনে ভাবে মহাবীর সংশয় জীবন।
ফুল্লরা স্মরিয়া বীর করয়ে রোদন॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণে গান মধুর সঙ্গীত॥

কালকেতুর খেদ।

করুণ রাগ।

বড় পরমাদ ভাবয়ে বিষাদ
কান্দে বীর ফুল্লরার মোহে।
দাবানল জিনি শ্বাস মুখে গদগদ ভাষ
জলশয্যা লোচনের লোহে॥
প্রিয়ে, তোর বাক্য নাহি ধরি চণ্ডিকার অঙ্গুরী
লয়্যাছি আপন মাথা খায়্যা।
সুখেতে থাকিতে বিধি বিড়ম্বিল দিয়া নিধি
কে মোরে দিবেক পদছায়া॥
যেই কালে মহেশ্বরী মনোহর বেশ ধরি
বস্যাছিলা আমার কুটীরে।
তুমি কৈলে কটুত্তর আমি জুড়িলাম শর,
এই হেতু তেজিল আমারে॥
মরিলাম কারাগারে তোমা সমর্পিব কারে
ফুল্লরা হইল অনাথিনী।
মাংস বেচিতাম ভাল এবে সে পরাণ গেল
বিবাদ সাধিল কাত্যায়নী॥
কুলিতার ধনুখান তিন গোটা ছিল বাণ
বনে ছিলাম আপনার দম্ভে।

কে বা চাহে সম্পদ, ধন দিয়া করে বধ,
ভগবতী আমারে বিড়ম্বে॥
স্মঙরে চণ্ডিকা-মন্ত্র, পূজার বিধান তন্ত্র,
মনে মনে পূজয়ে পার্ব্বতী।
তেজিয়া বিষাদ-মতি, মহাবীর করে স্তুতি,
হৃদয়ে ভাবিয়া ভগবতী॥
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয়-মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

কালকেতু কর্ত্তৃক চৌতিশা স্তুতি।

কহে কালকেতু মাতা রক্ষিবার তরে।
কৈলাস ছাড়িয়া মাতা উর কারাগারে॥
কালী কপালিনী মাতা কপোলকুন্তলা।
কালরাত্রি কঞ্জমুখী কত জান কলা॥
কারাগারে কালুর কলুষ কর নাশ।
কলিকে কপট করি রাখ নিজ দাস॥
খরতর রাজা মাতা যেন খুর-ধার।
খণ্ড খণ্ড কলেবর করিল আমার॥
খেদ খণ্ড করি মোর খলে কর নাশ।
খণ্ডিয়া সকল দুঃখ রাখ নিজ দাস॥
গিরিজা গণেশ-মাতা গতি সভাকার।
গোকুল রাখিলে গোপ-কুলে অবতার॥
গহীন নিগড়ে মাতা গলয়ে শরীর।
গলিত করহ দুর্গা গলার জিঞ্জির॥
ঘোররূপা ঘোর-তপা ঘোষণ-ভীষণা।
ঘন ঘন কৈলে রণে ঘণ্টার বাজনা॥
ঘন শ্বাস বহে মুখে গায়ে কাল ঘাম।
ঘরের সেবক মাতা লয় তব নাম॥
উচ নীচ সমান করিতে জান তুমি।
উমা মাহেশ্বরী মাগো বেরুণীয়া আমি॥
উদ্ধার করহ মাতা রাজ-কারাগারে।
উচিত বলিতে মাগো নাহিক আমারে॥
চঞ্চল-চেতন আমি চল্লিশ বন্ধনে।
চোরের চরিত্র হৈল চণ্ডিকার ধনে॥
চড় চাপড়ে মাগো চণ্ড কর দূর।
চকিতে চাহিলে মাতা যাই নিজ পুর॥
ছল ধরি রাজা গো ধনের ছলে বাঁধে।
ছলে ধন দিয়া মাতা বধ অপরাধে॥
ছেদন করয়ে রাজা তব ধন-ছলে।
ছায়া দিয়া রাখ তব চরণ-কমলে॥
জগত-জননী মাতা জীবের জীবনী।
জন্ম-জরা-মৃত্যু-হরা জয়ন্তী জননী॥
জটা-জূটবতী জয়া শশি-শিরোমণি।
জীবের জীবন জনার্দ্দন-সহায়িনী॥
ঝোপ ঝঙ্কারে মাতা বধিতাম পশু।
ঝগড়া করিতে দিলে,—আপনার বসু॥
ঝনঝনা-সম মাতা হৈল তব ধন।
ঝটিতি করহ মাতা ঝগড়া মোচন॥
টানাটানি করে বুকে টানিয়া কোটাল।
টাঙ্গ টাঙ্গি হানে, কেহ হানে করবাল॥
টিটকারি করে পাইক নামে পরাজয়ী।
টঙ্কার দিয়া মাতা উর কৃপাময়ি॥
ঠগ নহি ঠাকুরাণি নহি ঠগ-সুত।
ঠাকুর করিলে মাতা করি ধনযুত॥
ঠন্ ঠন্ করিয়া রাজার ঠাট বিন্ধে।
ঠাঁই দেহ ঠাকুরাণি চরণারবিন্দে॥
ডাহিনে ডাকিনী মাতার ডমরু রূপিণী।
ডমরু-নাদিনী মাতা ডিণ্ডিম-বাদিনী॥
ডাকা নাহি দিয়ে নহি ডাকাতের সাথী।
ডাড়ুকা-চরণে কেন দু হাতে চামাতি॥
ঢঙ্গ ঢাঙ্গাতি নহি আখেটীর জাতি।
ঢোল ঢঙ্গা নাহি করি পরের যুবতী॥
ঢেকা মারে একবারে শত শত জন।
ঢালিলুঁ তোমার পদে আপন জীবন॥
ত্রিগুণা ত্রিবীজা তারা ত্রৈলোক্য-তারিণী।
শক্তিরূপিণী তুমি তরঙ্গ-নাশিনী॥
ত্বরিতে তারহ তারা তাপিত তনয়।
ত্রাণ হেতু তুমি মাতা অন্য কেহ নয়॥
থর থর করে প্রাণ পাথর-চাপানে।
থরহরি কাঁপে প্রাণ রাজার তাড়নে॥
থাকিয়া রাজার আগে বন্ধন কর দূর।
থির কর আরবার গুজরাট পুর॥

দুর্গা দুর্গা পরা তুমি দক্ষের দুহিতা।
দনুজ-দলনী দয়াবতী দেব-মাতা ॥
দুর্জ্জয় দক্ষিণাকালী দুরিত-নাশিনী।
দুঃখী দাসে কর দয়া দুঃখ-বিনাশিনী॥
দূর কর দুর্গা মোর অকাল-মরণ।
দুর্জ্জয় নাশিয়া দুঃখ কর বিমোচন॥
ধীষণা ধারণাবতী ধেয়ান-ধারিণী।
ধরিত্রী ধরণী ধরাধরের নন্দিনী॥
ধরিয়া ধনের ছলে ধরাপতি বাঁধে।
ধন দিয়া বধ কর বিনা অপরাধে॥
নমো নমো নারায়ণী নগের নন্দিনী।
নিশুম্ভ-নাশিনী জয়া নীল-পতাকিনী॥
নিগূঢ়-নিগমে বলে কুণ্ডলে বসতি।
নৃপতি-নিলয়ে ভয় ভাঙ্গ ভগবতী॥
নন্দ-গোপ-সুতা হয়ে রাখিলে গোকুল।
নৃপের সম্মুখে মাতা হও অনুকূল॥
পশুপতি প্রজাপতি পুরুষ প্রধান।
পদ্মযোনি-প্রিয়া দেবী পার্ব্বতী আখ্যান॥
প্রতিদিন পূজে মাতা প্রকৃতি-রূপিণী।
পশুসম ব্যাধ আমি কি বলিতে জানি॥
প্রণত-বৎসলা মাতা পরম মঙ্গলা।
পাদপদ্মে দেহ স্থান সেবক-বৎসলা॥
ফারক করিয়া দেহ ব্যাধের নন্দনে।
ফল বেচি ফল খাই কিবা ফল ধনে॥
ফণি-ফণামণি দিলে ফের দিলে মোরে।
ফেফাতুড়া খাইয়া ফুল্লরা পাছে মরে॥
বুদ্ধিরূপা বুদ্ধিহরা সংসার-বন্দিনী।
বন্দি-শালে হও মাতা বন্ধন-হারিণী॥
বন্ধনে হইল জিউ যেন জলবিন্দু।
বন্ধ দূর কর মাতা জগতের বন্ধু॥
ভয়ঙ্করা ভয়-হরা ভৈরবী ভারতী।
ভয়ঙ্করী ভয়-হারী ভীমা ভগবতী॥
ভদ্রকালী ভূতবতী ভ্রমর-ভূষণী।
ভূপতি-ভবনে ভয় ভাঙ্গহ ভবানী॥
মৃগাঙ্ক-কৌস্তুভমাল মুকুটমালিনী।
মহিষ-মর্দ্দিনী মধু-কৈটভনাশনী॥
মহেশের অর্দ্ধতনু মরাল-গমনা।
মধুপুরে কৈলে মধুপুরের মাননা॥

মহামেঘ সমা মেরু-মন্দার-মন্দিরা।
মহামায়া মহাদেবী মাধবী ইন্দিরা॥
যশোদা-নন্দিনী জয়া যমুনা যামিনী।
যদু-যোষা যুগন্ধরা যক্ষবিনাশিনী॥
যশো গাই যদি মোর পুরাও কামনা।
যমের যাতনা হৈতে যতেক যন্ত্রণা॥
রক্ত-বধে রত ছিলুঁ রঙ্গে হয়ে মত্ত।
রত্ন দিয়া রঙ্গ রস করাইলে হত॥
রাজার সনে হৈল রণ রক্ষা নাহি আর।
রঙ্গিণী করহ রক্ষা তবে সে উদ্ধার॥
লুট হৈল ধন লণ্ড ভণ্ড হৈল গারী।
লক্ষ্য নাহি মাতা মোর যথা রহে নারী॥
লোভমতি আমি অতি লম্পট পাতকী।
লোভে লক্ষ ধন লয়্যা লাভ কৈলুঁ কি॥
বসুদেব-সহায়িনী নন্দের নন্দিনী।
বিশালাক্ষী বিশ্বময়ী বিশ্ব-নির্ম্মায়িণী॥
বিসঙ্কটে কৈলে বসুদেবের উদ্ধার।
বশ হয়্যা কৃষ্ণে কৈলে কালিন্দীর পার॥
শাঙ্খিনী শূলিনী শিবা শঙ্করসহচরী।
শর্ব্বাণী সর্ব্বথা শক্তি-রূপা শাকম্ভরী॥
শশি-শিরোমণি শৈল-শিখরবাসিনী।
শরণদা শক্তিরূপা উরহ আপনি॥
ষড়গুণ-ধারিণী শিবা ষড়ঙ্গরূপিণী।
ষড়ানন-মাতা ষড়-রিপু-নিবারিণী॥
সতী সাধ্যা সনাতনী সংসার-তারিণী।
সত্য সর্ব্বতেজঃ সর্ব্বে স্মরে সনাতনী॥
সর্ব্ব লোকে গায় তোমা সেবক-বৎসলা।
সেবক তারিতে উর সর্ব্বমঙ্গলা॥
হরি হর হিরণ্যগর্ভের তুমি মূল।
হরিলে নন্দের ভয় রাখিলে গোকুল॥
হর-জায়া হৈমবতী হেমন্ত-নন্দিনী।
হও মাতা অনুকূল হরের ঘরণী॥
ক্ষৌণীর হরিলে ভার দৈত্য কৈলে ক্ষীণ।
ক্ষণেক উরিয়া রাখ দাস আমি দীন॥
ক্ষমা কর ভগবতী ক্ষয় কর অরি।
ক্ষমহ সকল দোষ রক্ষ ক্ষেমঙ্করী॥
মহাবীর এত যদি কৈল স্তুতি-বাণী।
কৈলাসে জানিল মাতা শিখর-বাসিনী॥

অবিলম্বে কারাগারে উরিলা অভয়া।
কৃপাময়ী রঘুনাথ-নৃপে কর দয়া॥

কালকেতুর বন্ধন-মোচন।

উরি চণ্ডী কারাগারে, বন্ধন দেখিয়া বীরে,
চণ্ডিকা হইলা লজ্জাবতী।
নয়নে গলয়ে নীর, কালকেতু মহাবীর,
কৈল তাঁর চরণে প্রণতি॥
কৈল চণ্ডী বীরে আশ্বাসন।
করি চণ্ডী অবলীলা, বুকের ঘুচাল শিলা,
হুহুঙ্কারে ছিণ্ডিল বন্ধন॥
চাহিতে তোমার মুখ, মনে বড় লাগে দুখ,
দুখ পাইলে দুরদৃষ্টদোষে।
প্রভাতে উঠিয়া রাজা, করিবে তোমার পূজা,
আরোপিবে গুজরাট দেশে॥
শুন পুত্র কালকেতু, পশুবধ পাপ-হেতু,
আছিল তোমার গুরুপাপ।
নাশ গেল এত কষ্টে, রাজার বন্ধনশাসে,
মনে না করিহ পরিতাপ॥
ঘুচিবে বন্ধন-ক্লেশ, প্রভাতে চলিবে দেশ
পিতা হয়্যা পালহ্য প্রজাগণ।
নিজ-হস্তে নরপতি, ধরিবে ধবল ছাতি,
প্রসাদ করিবে নানা ধন॥
চণ্ডিকা বলেন যত, নহে সে বীরের মত,
পলাইতে চাহে মনে মনে।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিল বন্ধ,
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ॥

রাজার প্রতি চণ্ডীর স্বপ্নাদেশ।

কালকেতু বলে মাতা শুন ভগবতি।
কাঁধ ভাঙ্গি যাই যদি দেহ অনুমতি॥
দেহ কুক্ষিতার ধনু তিন গোটা বাণ।
ধন লয়্যা চণ্ডী মোর করু পরিত্রাণ॥
বন্ধন ঘুচায়্যা তুমি যাইবে কৈলাস।
প্রভাতে উঠিয়া রাজা করিবে বিনাশ॥
চণ্ডিকা বলেন না যাইব নিজাগার।
যাবত না করে রাজা তব পুরস্কার॥
এ বোল বলিয়া মাতা করিল গমন।
ডানি বামে দেখিল অনেক বন্দিগণ॥
কৃপাদৃষ্টে সভাকার ঘুচাইল বন্ধন।
দুয়ারে দেখিল যত পোতামাঝিগণ॥
তবক বেলক টাঙ্গী কামান কৃপাণ।
ডানি বামে শিঙ্গা কাড়া ঠমক নিশান॥
কোপে আঁখি ঠারি চণ্ডী দিলা দানাগণে।
এক এক মাঝিকে কিলায় তিন জনে॥
লুট করি খাঁড়া দাড়া নিলেক বসন।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে পোতা মাঝিগণ॥
চণ্ডিকা চলিলা নরপতির বসতি।
চৌষট্টি যোগিনী সঙ্গে চমুণ্ডামূরতি॥
গলে মুণ্ড-মালা দোলে বিকট দশনা।
কাতি খর্পর হাথে লোহিত-লোচনা॥
বিভীষিকা অনেক দেখান নৃপ-বরে।
স্বপন কহেন মাতা বসিয়া শিয়রে॥
"রাজা বল্যে অরে বেটা কর অভিমান।
আমার সেবকে কর অলপ গেয়ান॥
তোরে বধি মহাবীরে ধরাইব ছাতা।
বীরের করাব দাসী তোমার বনিতা॥"
বহুবিধ স্বপ্ন দেখাইল মহামায়া।
পাত্র মিত্র পুরোহিতের শিয়রে বসিয়া।
রাম রাম স্মরণে উঠিল নরপতি।
পদ্মা-সঙ্গে অন্তরে রহিলা ভগবতী॥
প্রভাতে করিয়া সভা রাজা দিল বার।
সভে মিলি স্বপ্ন-কথা করেন বিচার॥
সভাজন শুনে, রাজা কহেন স্বপন।
অম্বিকা-মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

রাজার স্বপ্ন-বিবরণ

মল্লার।

আজি দেখিলাম নিশি বিষম স্বপন
পরমায়ু-বলে মোর রহিল জীবন॥
দেখিলুঁ ভৈরবী ভীমা লোচনবিশাল।
কাতি খর্পর হাতে গলে মুণ্ড -মাল॥

হান হান করিয়া আমার ধরে কেশ।
চৌষট্টি-যোগিনী-সঙ্গে ভয়ঙ্কর বেশ॥
পীঠে লম্বমান তার শোভে জটাভার।
শঙ্খের কুণ্ডল কাণে ভীষণ আকার॥
পরিধান সভাকার লোহিত বসন।
বাকুলনা ফুল যেন তুপাটী দশন॥
বিভূতি ভূষণ শোভে সভাকার গায়।
চৌদিকে যোগিনীগণ নাচিয়া বেড়ায়॥
গজ ঘোড়া কাটি পীয়ে রুধিরের পানা।
নাচয়ে অবনী-তলে প্রেত ভূত দানা॥
মড়ার আঁতড়ি কেহ করিয়া উত্তরী।
অঙ্গুলিতে আরোপণ কেশ কুশাঙ্গুরী॥
তিলক করয়ে দানা হাড়ের চন্দনে।
তর্পণ করেন নর-কপাল ভাজনে॥
গাধায় চড়ায় মোরে দিয়া হাড়মাল।
পশ্চাতে ঢোলের বাদ্য বাজায় বিশাল॥
পশ্চাতে যোগিনী সব দেয় তাড়াতাড়ি।
কেহ লাগ পায়্যা মোরে রোষে মারে বাড়ি॥
গজ-পৃষ্ঠে কালকেতু করে আরোহণ।
শিরে ছত্র ধরে দেব ইন্দ্র আদিগণ॥
আশীষ করয়ে যত দেব-মুনিগণ।
চৌদিকে শঙ্খের ধ্বনি মঙ্গল বাজন॥
নর নহে কালকেতু ব্যাধের নন্দন॥
তার অপমানে চণ্ডী কৈল বিড়ম্বন॥
এই মত কহিল সকল সভাজন।
অম্বিকা-মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

পাত্র-মিত্রসহ কলিঙ্গরাজের পরামর্শ।

(রাজার বচন শুনি, সভাজন বলে বাণী,
কোপে রাজা কৈল অশুচিত।
আজিকার শেষ নিশি, অমঙ্গল রাশি রাশি,
স্বপন দেখিলুঁ বিপরীত।)
অবধান কর নরপতি।
ঠক মাবড়ের বোলে, চণ্ডীর নফরে মাইলে,
এই হেতু স্বপন-তুর্গতি॥
স্বপনে তোমার ভয়, বীরের দেখিলুঁ জয়,
পুরস্কার করিলা ভবানী।
দেখিলুঁ অদ্ভুত যত, তাহা বা কহিব কত,
আর কিছু মনে নাহি গুণি॥
আপনার দিয়া ধন, চণ্ডী কাটাইল বন,
বসাইল নগর গুজরাট
আখেটীর কিবা দোষ, কেন তারে কর রোষ,
ভাড়ুদত্ত এত কৈল নাট॥
কোন্ ছার বন-ভূমি, তার তরে রাজা তুমি,
কি কারণে করিলে আবেশ।
ছাড়ান করিয়া আনি, কহিয়া মধুর বাণী
পাঠাইয়া দেও নিজ-দেশ॥
রথ তুরঙ্গম দোলা, সগোল্লাদ ঝারি থলা,
বিভূষণ-বসন-চন্দনে
বীরের করিয়া পূজা, গুজরাটের কর রাজা,
চণ্ডীর সন্তোষ হব মনে॥
পাত্রের বচন শুনি, নরপতি মনে গুণি,
কারাগারে করিল পয়াণ
বীরের বন্ধন ক্ষয়, দেখি রাজা সবিস্ময়,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

কালকেতুর স্বদেশে গমন।

রাজা দেখি কালকেতু করিল উত্থান।
প্রণাম করিতে রাজা না দিল বিধান॥
ভাই ভাই বলি রাজা কৈল আলিঙ্গন।
প্রেমকথা আলাপে বসিলা দুইজন॥
রাজা বলে বীর, ক্ষমা কর অপরাধ।
চণ্ডীর সেবক তুমি কর আশীর্ব্বাদ॥
বন্দি-বর মহাবীর মাগি নিল দান।
বসন কাঞ্চন দিয়া করিল ছাড়ান॥
অবনী লোটায়্যা কান্দে পোত্ত-মাঝিগণ।
নৃপতিকে কহিল নিশির বিবরণ॥
অঙ্গদ কঙ্কণ হার ভূষণ চন্দনে॥
পুরস্কার কৈল রাজা ব্যাধের নন্দনে॥
গজ তুরঙ্গম রথ দিল বর-দোলা।
চন্দনের খুরি দিল ঝারি কণ্ঠমালা॥

অভিষেক করাইল বসাইল খাটে।
আজি হৈতে কালকেতু রাজা গুজরাটে ॥
নিজ-হস্তে নরপতি টীকা দিল ভালে।
যত ভূঞা মিলিয়া খাটায়ে তার তলে ॥
সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল নরপতি।
যত ভূঞা রাজা মিলি ধরাইল ছাতি ॥
গজ-পৃষ্ঠে চড়াইয়া দিলেন বিদায়।
অনুব্রজী নরপতি পাছু পাছু যায় ॥
পুরে প্রবেশিতে শুনে নারীর কান্দনা।
অনুমৃতা হৈতে যত চলেছে অঙ্গনা ॥
বিরস বদনে বীর জিজ্ঞাসে বারতা।
বীরকে গর্জ্জিয়া কেহ কহে কটু কথা ॥
যেই জন মৈল তোমা সনে করি রণ।
অনুমৃতা হৈতে যায় তার নারীগণ ॥
কাণ ভরি শুনে বীর নারীর কান্দনা।
অনুমৃতা হৈতে বারি হয়্যাছে অঙ্গনা ॥
লজ্জাভরে মহাবীর হেঠ কৈল মাথা।
এক ভাবে স্মরে বীর হেমন্ত-দুহিতা ॥
অভিপ্রায় তাহার বুঝিয়া ভগবতী।
আকাশ বিমানে থাকি বলেন ভারতী ॥
জিয়াইয়া দিব তব মৃত সেনাগণ।
চণ্ডীর ভারতী নাহি শুনে অন্য জন ॥
শুনি বীর অনুমৃত্যু করে নিবারণ।
মরা জীয়াইয়া দিব ব্যাধের নন্দন ॥
ভৃগুসুত ভগবতী করিলা স্মরণ।
ভৃগুসুত আইলা যথা বীর কৈল রণ ॥
পাত্র মিত্র সঙ্গে রাজা পাছু পাছু যায়।
বীরসঙ্গে রণস্থলে বৈসে দণ্ডরায় ॥
কেতুকে বসিয়া দুঃহ কহে মৃদুবাণী।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান অপূর্ব্ব কাহিনী ॥

মৃত সৈন্যগণের জীবনলাভ।

মঙ্গল রাগ।

উশনা কুশপাণি, চিন্তিয়া সঞ্জীবনী,
মন্ত্রিত কৈল কুশজল।
দিলেন যার অঙ্গে, করিয়া অঙ্গে ভঙ্গে,
উঠিল সেই মহাবল ॥
উঠিল পদাতি, ধরিয়া ঢাল কাতি,
কচালে কেহ বিলোচন।
পদাতি কেহ কান্দে, আছিলুঁ কাঁচা নিদে,
কে মোর নিল শরাসন ॥
আনহি কন্ধ শিরে, পড়িল যেই বীরে,
জুড়িল তার কন্ধ মুণ্ডে।
পাইয়া কুশজল, উঠিল দন্তীবল,
লোহার মুদ্গর শুণ্ডে ॥
কাটা ঘোড়া যত, উঠিল শত শত,
আনহি কন্ধে আন শির।
শুক্রের কুশ-নীরে, চেতন করে তারে,
উঠিল হইয়া সুস্থির।
একের শুন কথা, গৃধিনী পাইয়া মাথা,
খাইল লোচন-যুগলে।
নবীন হইল তার, লোচনযুগ আর,
কেবল বিদ্যার ফলে ॥
পিশাচীগণ যত, গিলিল শত শত,
যতেক সৈন্যের শির।
শুক্রের কুশ-নীরে, পিশাচী উদ্গারে,
সন্ধান পাইয়া শরীর ॥
রাজার খণ্ডি দৈন্য, জিয়াইয়া সর্ব্ব সৈন্য,
উশনা চলিলা বিমানে।
মঙ্গল নব্য গীতি, হরয়ে ভব্য-ভীতি,
শ্রীকবিকঙ্কণ ভণে ॥

গুজরাটে আনন্দোৎসব।

পঠমঞ্জরী

ধন্য ধন্য বীরের চরিত।
মৃত সেনা প্রাণ পায়, আনন্দিত দণ্ডরায়,
সভাজন পুলকে পুরিত ॥
জিয়িল সকল সেনা, রাজা আনন্দিত-মনা,
নাচে রাজা সেনার জীবনে।
শঙ্খ বেণু পড়া খোল, শিঙ্গা কাড়া ঢাক ঢোল,
বাজায় দুন্দুভি বীরগণে ॥
মন্দিরা ধরিয়া করে, মধুর মধুর স্বরে,
গায়নে মঙ্গল গায় গীত।

পরিয়া উজ্জ্বল ধুতি, কাখেতে করিয়া পুথি,
হাতে কুশ নাচে পুরোহিত॥
বীরকে বিদায় দিয়া, নিজে সেনাগণ লয়্যা,
যায় রাজা কলিঙ্গ-নগরে।
গুজরাটের যত লোক, ঘুচিল সভার শোক,
বীরকে দেখিতে আগুসরে॥
শুভক্ষণ করি বেলা, চড়িয়া পাটের দোলা,
প্রবেশ করিল বীর বাসে।
ফুল্লরা সম্ভ্রমে আসি, পতির বদন-শশী,
দেখিয়া আনন্দ-রসে ভাসে॥
বুলান-মণ্ডল আদি, প্রজা আইসে যথাবিধি,
মাথা নোঙাইয়া কৈল নতি।
হাট চত্বর মাঠে, নাট গীত গুজরাটে,
সভার সুস্থির হৈল মতি॥
দ্বিজে বীর দেয় দান, সভার করিল মান,
চন্দন-কুসুম-অধিবাসে।
ভাড়ুদত্ত হেন কালে, আসিয়া মধুর বোলে
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভাষে॥

কালকেতুর নিকটে ভাঁড়ুদত্তের আগমন।

ধানশী রাগ।

ভেট লয়্যা কাঁচকলা, শাক বেগুন কচু মূলা,
ভাঁড়ুদত্ত করিল পয়াণ।
বুঝিয়া কার্য্যের তত্ত্ব, নিবেদয়ে ভাঁড়ুদত্ত,
পশ্চাতে করিয়া অবধান॥
ভাড়ুদত্ত করয়ে জোহার।
প্রণাম করিয়া বীরে, ভাঁড়ু নিবেদন করে,
খুড়া দেখি ঘুচিল আন্ধার॥
খুড়া—
আছিলে গুপত-বেশে, প্রকাশ করাল্য দেশে,
সম্ভাষা করালুঁ নৃপমণি।
টীকা দিয়া নরপতি, ধরিল ধবল ছাতি,
ভূঞা রাজা মাঝে তোমা গণি॥
কোথা বীর পাইল ধন, ঘুষিত সকল জন,
পরিবাদ ছিল লোক মাঝে।
প্রকাশ করালুঁ আমি, বড় সুখ পাইলে তুমি,
খ্যাত হৈলে, নৃপতি সমাজে॥
যখন দুপর নিশা, কৈলুঁ রাজ-সম্ভাষা,
অনেক বুঝালুঁ নরপতি।
ধরিয়া রাজার পায়, খণ্ডালুঁ সকল দায়,
খুড়া সে জানয়ে মোর মাত॥
যে জন আপন হয়, সেহ কভু পর নয়,
আপন জানিবে ভাড়ুদত্তে।
রাজার সভাতে বাণী, আমি সে বলিতে জানি,
ভাঁড়ুদত্ত বিদিত জগতে॥
খুড়া তুমি হৈলে বন্দী, অনুক্ষণ আমি কান্দি,
বহু তোমার নাহি খায় ভাত।
দেখিয়া তোমার মুখ, পাসরিলুঁ সব দুখ,
দশ দিগ হৈল অবদাত॥
হইয়া লোকের চূড়া, সিংহাসনে বৈস খুড়া,
আমাকে রাজ্যের লাগে ভার।
থাকহ পুরাণ শুনি, রাজ্য জানে আমি জানি,
নফরে করহ ব্যবহার॥
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয়-মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয় নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

কালকেতু কর্ত্তৃক ভাঁড়ুদত্তের মস্তক মুণ্ডন।

ভাঁড়ু রে নিজ দোষে খোয়ালো আপনা।
বাড়িয়া রাজস্ব দিয়া, হরজে ফারক হয়্যা,
ছাড় গুজরাটের বাসনা॥
তোর বড় বাপ ছিল, অকালে লুটায়া মৈল,
লোক-মুখে জগতে বিদিত।
তোর বাপ কলিঙ্গে খ্যাত, নাম তার হরিদত্ত,
মুখ-দোষে শ্রবণ-বর্জ্জিত॥
যখন আছিল পূর্ব্বে, মাগু পোষে অন্নাভাবে,
অকালে কুড়ায়্যা খাইল হাটে।
জগতে নাহিক জাতি, কুলের নাহিক স্থিতি,
কায়স্থ বল্যাসি গুজরাটে॥

হয়্যা তুই রাজপুত, বলাসি কায়স্থ-সুত,
নীচ হয়্যা উচ্চ অভিলাষ।
সেবকের যোগ্য নও, কুটুম্ব করিয়া কও,
কুলের মহিমা কৈলি নাশ॥
খুড়া,—
আমি হই নীচজাতি, তাহে তোমার কিবা ক্ষতি
ধন-গর্ব্বে বল দুরক্ষর।
শিয়রে কলিঙ্গ রায়, গোহারি করিব তায়,
খারিজ করিব বাড়ী ঘর॥
খুড়া, কাহে বা ছাড়িব ঘর বাড়ী।
তোমা সনে নাহি দায়, বসাতে যতেক হয়,
সদরে গনিয়া দিব কড়ি॥
শুনিয়া ভাড়ুর বোল, কালকেতু উতরোল,
কোপে বলে ব্যাধের নন্দন।
মুণ্ডায়্যা ভাড়ুর মুণ্ড, অভক্ষ্যে পুরিয়া তুণ্ড,
দুই গালে দেহ কালি চুণ॥
নাপিত নিকটে ছিল, বীরের ইঙ্গিত পাইল,
করে ধর্য্যা ভাড়ুরে বৈসায়।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিল বন্ধ,
হৈমবতী যাহার সহায়॥

ভাড়ুর প্রতি কালকেতুর কৃপা।

ভাঁড়ুদত্ত কপট প্রবন্ধ যত বলে।
শুনি বীর কোপেতে অনল হেন জ্বলে॥
দেহ কাঁপে বীরের কাঁপয়ে শরাসন।
ভীষণ ভাষণে কিছু বলেন বচন॥
বলে বীর ছাড় ঠগা কপট চাতুরী।
তোর, কলিঙ্গ নৃপতি মোর কি করিতে পারি॥
কহিতে জানিস্ ঠগা কপট প্রবন্ধ।
হৃদয়ে পূর্ণিত বিষ মুখে মকরন্দ॥
মিথ্যা কথা কহি বেটা পাড় মহাধন্দ।
কলিঙ্গ রাজার সনে করাইলে দ্বন্দ্ব॥
এবে সে জানিলুঁ তুমি ঠগ ভাঁড়ুদত্ত।
আপনি করিলে দূর আপন মহত্ত্ব॥
ইমাম বাড়ী তোলা ঘরে তুঞি করিস্ বর।
ঋণ বাড়ি নাহি দেহ নাহি দেহ কর॥
এখন বোলাহ বেটা রাজার নফর।
গৌরব রাখিয়া দেও তিন সনের কর॥
যাবত না দেহ বেটা তিন সনের কড়ি।
নগরিয়া মেলি তোরে মারিবে চাবাড়ি॥
হরিয়া নাপিতে বীর দিল আঁখিঠার।
মনের সন্তোষে আনে ক্ষুর ভোঁত-ধার॥
দড়ায়্যা হুকুম পায় নাপিতের সুত।
ভাড়ুর ভিজায় মাথা দিয়া ঘোড়ার মূত॥
চামটি রাহিতে পদতলে ঘষে ক্ষুর।
দেখিয়া ঠগের প্রাণ করে দুর দুর॥
দূরে হৈতে শুনিয়ে ক্ষুরের চড়চড়ি।
নাক মোচে ধরি তার উপাড়য়ে দাড়ি॥
বসন ভিজিয়া পড়ে শোণিতের ধার।
ভাড়ু বলে খুড়া দোষ ক্ষম একবার॥
পাঁচ ঠাই ভাড়ুর মাথায় রাখে চুলি।
নগরিয়া মিলি মুখে দেয় চূণ কালি॥
পুরের কোটাল ভাড়ুর শিরে ঢালে ঘোল।
পাছু পাছু ভাড়ুর বাজায় কেহ ঢোল॥
মালাকার আনি দেয় গলে কড়মাল।
হাত-তালি দেয় যত নাগর্য্যা ছাওয়াল॥
পুরের বাহির কৈল মারিয়া চাবাড়ি।
ছড়া হাঁড়ি ফেলি মারে কোণের বৌয়াড়ী।
বীর—
ভাড়ুদত্তের লাঘব দেখে দুঃখ ভাবে বড়ি।
কৃপা করি পুনরপি দিল ঘর বাড়ী॥
ঠগ নাবড় এই কথা কর্ণ পাতি শুনে।
অভয়া-মঙ্গল কবিকঙ্কণে ভণে॥

কালকেতুর শাপান্ত।

গুজরাটে কালকেতু খ্যাত হৈলা রাজা।
আর যত ভূপ্যা রাজা সভে করে পূজা॥
কোন রাজা নয় বহে করিতে সমর।
পরাজয় পায়্যা রাজাগণ দেয় কর॥
গুজরাটে রাজত্ব করিল চিরকাল।
অদনাম গুণে যশ বাড়িল বিশাল॥
পুষ্পকেতু নামে পুত্র হৈল মহাবল।
সর্ব্ব শাস্ত্রে বিশারদ যেন দেবগণ॥

বিহান বিকালে বীর শুনেন পুরাণ।
কৃষ্ণের করেন পূজা হয়্যা সাবধান॥
পরিপূর্ণ হৈল তার অভিশাপ-কাল।
ইন্দ্রের হৃদয়ে শোক বাড়িল বিশাল॥
কৃতাঞ্জলি পুরন্দর করে নিবেদন।
পাবক সহিত আদি শুনে দেবগণ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

ইন্দ্রের শোক।

করুণ রাগ।

প্রণাম করিয়া হরে, ইন্দ্র নিবেদন করে,
নীলাম্বরে হও কৃপাময়।
অভিশাপ-কাল গেল, মুকতি-সময় হৈল,
এবে সুত না আইসে নিলয়॥
দুখমতি পুলোমজা, কোলে তার নাহি প্রজা,
কত নিত্য শুনিব কান্দনা।
না দেখিয়া নীলাম্বর, শোকে হিয়া জরজর,
বিধি মোরে কৈল বিড়ম্বনা॥
বালকের লঘু দোষে, কৈলে গুরু অভিরোষে,
শাপ দিলে হয়্যা নিদারুণ
আপন সেবক জনে, আন নিজ নিকেতনে,
নীলাম্বরে হও সকরুণ॥
শুন শশি শিরোমণি, অবিরত মনে গুণি,
কবে মোর আসিব কুমার।
আনাইবে নজ কাছে, আর কিবা দোষ আছে,
মিথ্যা হৈল বচন তোমার॥
শূন্য মোর সুর-লোক, অবিরত বাঢ়ে শোক,
ঘর বন নীলাম্বর বিনে।
আন্ধার ঘরের বাতী, মোর বধূ ছায়াবতী,
কোথা গেলে পাব দরশনে॥
ইন্দ্রের বচন শুনি, প্রবোধেন শূলপাণি,
পার্ব্বতীর হাথে দিল পাণ।
চল প্রিয়ে গুজরাটে, নীলাম্বরে আন ঝাটে,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

কালকেতুকে স্বপ্ন কথন।

সুহই রাগ।

শঙ্করে করিয়া নতি, অবিলম্বে ভগবতী,
পদ্মাসনে গুজরাটে যান।
গিয়া অবশেষ নিশি, বীরের শিয়রে বসি
কহিলেন দিব্য গেয়ান॥
সপন কহেন মহামায়া।
শুন পুত্র নীলাম্বর, অবিলম্বে চল ঘর,
সঙ্গে লহ ছায়াবতী জায়া॥
না ম্যোঙর নীলাম্বর, পিতা তোর পুরন্দর,
পুলোমজা তোমার জননী।
ব্যাধ-কুলে উতপতি, শাপে গুজরাটে স্থিতি,
ঝাট চল ছাড়িয়া অবনী॥
বাপ দেবতার রাজা, করিত শিবের পূজা,
ফুল যোগাইত নীলাম্বর।
দেখি ধর্ম্মকেতু ব্যাধ, দুইবারে গেল সাধ,
ভেঞি আইলে অবনী ভিতর॥
হয়্যা বড় আকুল, সম্ভ্রমে তুলিলে ফুল,
শ্রীফলকণ্টক ছিল তথি
হরের মস্তকে ফুটে, হর তোরে মন টুটে,
শাপে গুজরাটে অবস্থিতি॥
ছাড়িলে অমর-লোক, মাতা তোর করে শোক,
মৃতসুতা যেমন কুররী।
তোমারে করয়ে মোহ, নয়নে গলয়ে লোহ,
দুখে পোহাইল বিভাবরী॥
কেবল চণ্ডীর বর, দুহে হৈল জাতিস্মর,
পিতা মাতা সোঙরিয়া কান্দে।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, গান করে শ্রীমুকুন্দ,
মনোহর পাঁচালী প্রবন্ধে॥

পুষ্পকেতুকে রাজ্য সমর্পণ।

দূত দিয়া আনাইল যত ভূঞা রাজা।
একে একে কালকেতু কৈল সবার পূজা॥
আপনি আইলা তথা কলিঙ্গ-ভূপতি।
মহাপাত্র পরিবার করিয়া সংহতি॥
আট দিগ ঘোষণায় উঠিল গণ্ডগোল।
ঘন বাজে বীরকাঁসী শিঙ্গা কাড়া ঢোল॥

হেন কালে রাজাগণ করে নিবেদন।
কৃপাময় তুমি বীর দেবতা-নন্দন॥
তোমার তনয়ে কর আমা সমর্পণ।
তোমার সমান যেন করেন পালন॥
শুনি বীর কালকেতু বলে সবিনয়।
সভাকারে সমর্পিল আপন তনয়॥
বুলানমণ্ডল আদি যত প্রজাগণ।
পুষ্পকেতুর হাথে হাথে কৈল সমর্পণ॥
স্বর্গ যাব বলি বীর পড়িল ঘোষণা।
ঘরে ঘরে গুজরাটে উঠিল কান্দনা॥
হয় জুড়ি মাতলি যোগায় পুষ্প-যান।
তাহে আরোহণ করি দ্বিজে দিল দান॥
বাম ভাগে রথে বৈসে ফুল্লরা সুন্দরী।
মোহন-মূরতি রামা রূপে বিদ্যাধরী॥
ছায়াবতী সঙ্গে চণ্ডী যান অলক্ষিতে।
সিদ্ধগণে নমস্কার বীর কৈল পথে॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

নীলাম্বরের স্বর্গারোহণ।

পুষ্পক-বিমানে চাপি, দুহে হৈলা দেবরূপী,
লুকাইল মানুষ মূরতি।
মর্ত্ত্যে থুয়্যা কীর্ত্তি শেষ, নীলাম্বর যান দেশ,
সঙ্গে লয়্যা জায়া ছায়াবতী॥
বায়ুবেগে রথ ধায়, ঊর্দ্ধমুখে প্রজা চায়,
পুষ্পকেতু উচ্চস্বরে ক[illegible]ন্দ।
গুজরাটের যত নারী, কান্দে বুকে ঘা মারি,
কেশ বাস কেহ নাহি বান্ধে॥
যান বীর ব্যোমপথে, মা[illegible]লি সারথি সাথে,
জিজ্ঞাসেন মায়ের বারতা।
কেমন আছেন তাত, দেব-সঙ্গে সুরনাথ,
কহ না কুশল মোরে কথা।
অন্য যত দেবগণ, কহ তার বিবরণ
কহ সুরপুরের কল্যাণ।
কেবা দেবতার রাজা, কে করে শিবের পূজা,
কেবা করে কুসুম যো[illegible]ান॥
মাতলি কহেন কথা, কুশলে আছেন মাতা,
কল্যাণে আছেন [illegible]
পরাণে আছেন তাত, তোমা দেখি হবে আত,
এবে পুষ্প যোগান প্রবর॥
গৃহ-বারতায় মাতি, রথ চলে শীঘ্রগতি,
উত্তরিলা মন্দাকিনী-কূলে।
চণ্ডীর আদেশ লয়্যা, সঙ্গে ছায়াবতী লয়্যা,
স্নান দান কৈল তার জলে॥
স্নান করি নীলাম্বর, ধরে পূর্ব্ব কলেবর
নাটুয়া ফিরায় যেন বেশ।
বিমানে দম্পতি চ'ড়ে, পবন-গমন উড়ে,
অবিলম্বে করিল প্রবেশ॥
ইন্দ্র আগু দণ্ডধর, জলাধিপ নিশাকর,
ঈশান কুবের সমীরণ।
শিরে দিয় দূর্ব্বা ধান, আশীষ করিল দান,
দেবতার করিল নানা ধন॥
আইলা দুর্ব্বাসা মুনি, ব্রহ্মসুত বীণাপাণি,
বশিষ্ঠ অঙ্গিরা পরাশর।
কুশ হস্তে করি দান, উচ্চস্বরে বেদ গান,
অভিষেক করে নীলাম্বর॥
অশেষ-দুরিত-খণ্ডী, নীলাম্বরে লয়্যা চণ্ডী,
চলিলা হরের সন্নিধানে।
কৃপাদৃষ্টে হর চান নীলাম্বরে দিল পান,
পুনরপি কুসুম যোগানে॥
ধন্য রাজা রঘুনাথ, রূপে গুণে অবদাত,
প্রকাশিল নূতন মঙ্গল।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান, সুখেতে বৈকুণ্ঠ যান,
প্রেমভাষা করিও কুশল॥

বিনদ বাঁশী কে আনি দিল দেশে॥ ধ্রু॥
পুত্রের-বারতা শুনি আইলা ইন্দ্রাণী।
ডম্ফ থমক আর বাজে বীণা বেণী॥
পুত্র-বধূ নিছিয়া ফেলিল শচী পাণ।
শুভক্ষণে বর দুহে করিল পয়াণ॥
নীলাম্বর হৈতে হৈল ব্রতের প্রকাশ।
সঙ্গে হৈল দেবীর পূজার ইতিহাস॥
ইতি কালকেতু প্রসঙ্গ শেষ॥
শুক্রবারের পালা সমাপ্ত॥
আখেটী-খণ্ড সম্পূর্ণ॥

কবিকঙ্কণ চণ্ডী

ধনপতি সদাগরের উপাখ্যান।

শুক্রবারের নিশা পালা আরম্ভ।

স্ত্রীলোকের পূজা হৈতে চণ্ডী হৈল মতি।
পদ্মাবতী সনে মাতা করিলা যুকতি॥
ডাকিয়া আনিল রত্ন-মালা শশিমুখী।
পরম রূপসী কন্যা ইন্দ্রের নর্ত্তকী॥
পাণ দিয়া দেবী তারে দিলেন আজ্ঞপ্তি।
তোমার দেখিতে নাট চান পশুপতি॥
তাণ্ডব দেখিতে দেবী দিল নিমন্ত্রণ।
হরের সভায় নৃত্য দেখে দেবগণ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

রত্নমালার নৃত্য।

ধরি মনোহর তাল, নাচে কন্যা রত্নমালা,
নৃত্য দেখেন দেবগণ।
ডাকিনী যোগিনী মেলি, মৃদঙ্গ-মন্দিরা-ধ্বনি,
ঘন বাজে রতন-কঙ্কণ॥
হয়ে অতি সাবহিত, নারদ গায়েন গীত,
বীণাগুণে তরল অঙ্গুলী।
তুহুঁ ত মধুর গায়, ঠমক ঠমক বায়,
দেবগণ হৈল কুতূহলী॥
ভুবন-মোহন কাচে, রঙ্গিণী তাণ্ডব নাচে,
গান মুনি গন্ধর্ব্ব নিষাদ।
মুখর নূপুরশালী, দেয় ঘন পদতালী,
দেবগণ দেয় সাধুবাদ॥
সুরঙ্গ পাটের জাদে, বিচিত্র কবরী বাঁধে,
মালতী মল্লিকা চাঁপা-গাভা।
কপালে সিন্দূর-ফোঁটা, প্রভাত-ভানুর ছটা,
চৌদিকে চন্দনবিন্দু শোভা।
পরি দিব্য পাট-শাড়ী, কনক-রচিত চূড়ি,
দুই করে কুলুপিয়া শঙ্খ।
হীরা নীলা মতি পলা, কলধৌত-কণ্ঠমালা,
কলেবরে মলয়জ-পঙ্ক॥
পীত তড়িত বর্ণে, হেম মুকুলিকা কর্ণে,
কেশ-মেঘে পড়িছে বিজুলি।
রতন পাসলি ছটি, পরে দিব্য তুলাকোটি,
বাহু-বিভূষণ ঝলমলি॥
দেবীর আদেশে স্মর, হাথে লয়ে ধনুঃশর,
হানে বীর সম্মোহন বাণ।
অবশ হইল অঙ্গ, হৈল তার তাল ভঙ্গ,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

রত্নমালার অভিশাপ।

তাল ভঙ্গ হৈল রামা লাজে হেঁঠ-মুখী।
যতেক দেবতা সভে হইলা বিমুখী॥
তাল ভঙ্গ দেখি তারে বলেন ভবানী।
যৌবন গরবে নাচ হয়ে অভিমানী॥
সুধর্ম্ম সভায় নাচ হয়ে খলমতি।
মানব হইয়া ঝাট চল বসুমতী॥
এত বাক্য হৈল যদি সর্ব্বমঙ্গলা।
চরণে ধরিয়া কিছু বলে রত্নমালা॥

রোষ অনুরোধে মো'রে দিলা অভিশাপ।
চণ্ডীর চরণে ধরি করয়ে বিলাপ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

রত্নমালার বিলাপ।

চণ্ডীর চরণে ধরি, কান্দে স্বর্গ-বিদ্যাধরী,
অচেতন হয়্যা মায়া মোহে।
ধূলায় ধূসর কান্দে, কেশপাশ নাহি বান্ধে,
বসন ভিজিল আঁখি-লোহে॥
কি দিলে দারুণ শাপ, কিবা হৈল গুরু পাপ,
মোর তরে পোহাল্য রজনী।
রোষযুত ভগবতী, কৈল মোরে অধোগতি,
কেমনে এড়াব শাপ-বাণী?
কেমন দারুণ বেলা, আইলুঁ তাণ্ডব-শালা,
হাঁচি জেঠী না পড়িল বাধ।
বিধাতা দণ্ডিল মোরে, ফিরিয়া না গেলুঁ ঘরে,
জীবনে রহিল বড় সাধ॥
ভাই বন্ধু মাতা পিতা, যে মোর আছয়ে যথা,
উদ্দেশে সভারে পরণাম।
পরিহারে আমি বলি, দিহ মোরে জলাঞ্জলি,
জীবনে বিধাতা হৈল বাম॥
ক্ষমহ আমার দোষ, হও মোরে পরিতোষ,
কৃপাময়ি কর অবধান।
অবনী-মণ্ডলে যাব, তোমার কিঙ্করী হব,
করাইব ব্রতের বিধান॥
শুনিয়া তাহার কথা, হৃদয়ে ভাবিয়া ব্যথা,
সানুকম্পা বলেন ভবানী।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, গান করি শ্রীমুকুন্দ,
দয়া কর গণেশ-জননি॥

খুল্লনার জন্ম।

আশ্বাস করিয়া তারে বলেন পার্ব্বতী।
মোর আশীর্ব্বাদে তুমি হবে পুত্রবতী॥
হবেক তোমার মাতা নাম রম্ভাবতী।
ইছানি নগরে ঘর পিতা লক্ষপতি॥
উজানী-নগরে ঘর নাম ধনপতি।
শিবপদ-অরবিন্দে দৃঢ় তার মতি॥
প্রথম বনিতা তার আছয়ে লহনা।
দোসর বনিতা তার হবে সুলক্ষণা॥
এত বাক্য বৈল যদি সর্ব্বমঙ্গলা।
দেখিতে দেখিতে ভস্ম হৈল রত্নমালা॥
ঋতুমতী হয়েছেন রম্ভা বাণ্যানী।
নিবড়িল তার যদি অষ্টম রজনী॥
নবম নিশার যদি হৈল অবশেষ।
তার গর্ভে রত্নমালা করিল প্রবেশ॥
প্রথম মাসের গর্ভ জানি বা না জানি।
দোসর মাসের বেলা লোকে কাণাকাণি॥
তৃতীয় মাসের বেলা ভূতলে শয়ন।
চারি মাসে করে রামা মৃত্তিকা ভক্ষণ॥
পাঁচ মাসে কাঁজী করঞ্জায় যায় মন।
ছয় মাসের বেলা তারে না রুচে ওদন॥
সপ্ত মাসে বন্ধুজনা দিল নানা সাধ।
নয় মাসে প্রসব-বেদনা অবসাদ॥
সাধুর কিঙ্করী ডাকি আনিল পাচতি।
শুভক্ষণে হৈল তার কন্যা রূপবতী॥
চালের ফাড়িয়া খড় জ্বালিল আঁতুড়ি।
গোমুণ্ড দুয়ারে আনি পূজে ষষ্ঠীবুড়ি।
হুলাহুলি দিয়া কৈল নাড়ির ছেদন।
তিন দিনে কৈল রামা সুপথ্য পাঁচন॥
ছয় দিনে ষষ্ঠীপূজা কৈল জাগরণে।
অষ্ট-কলাই তার কৈল অষ্ট দিনে॥
নতা কৈল নয় দিনে মনের হরিষে।
একুইশা কৈল তার একুশ দিবসে॥
খুল্লনা থুইল নাম পরিপূর্ণ মাসে।
মাস দুই তিনে দেয় উলটিয়া পাশে॥
নিদ্রায় দিয়ালা করে ঘন ঘন হাস।
দেখি হরষিত রম্ভা মনের উল্লাস॥
সাত মাসে রম্ভা তারে করায় ভোজন।
মোদিত হইল রম্ভা দেখিয়া দশন॥
বৎসর পূর্ণিত হৈলে ভ্রমে স্থানে স্থানে।
দুই বৎসর গেল আর প্রমোদিত মনে॥
এই মতে তিন চারি পাঁচ বৎসর যায়।
কন্যাগণ সঙ্গে করি ধূলি খেলায়॥

করিল শ্রবণ-বেধ পঞ্চম বরষে।
মনোহর বেশ রামা দিবসে দিবসে ॥
আট দিনে ভাল বর চাহে লক্ষপতি।
অবিরত অই চিন্তা স্থির নহে মতি॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

খুল্লনার রূপ।

দেবীর ব্রতের তরে, খুল্লনা বণিক্-ঘরে,
রম্ভাবতী সফল মানিলো।
দিতে নাহি উপমা, খুল্লনার রূপ সীমা,
বদনেতে চন্দ্র করে আলো ॥
খুল্লনা বাড়য়ে দিনে দিনে।
গেল ত বৎসর ছয়, বরণ বর্নন নয়,
শোভা করে অলঙ্কার বিনে॥
মনের সফল মালি, আনি ভৃঙ্গারের পানী,
মালা দূর করে রম্ভাবতী।
যতনে বুঝায়ে তায়, আভরণ দেই গায়
রূপের মঞ্জরী কলাবতী ॥
চাঁচর চিকুর ছান্দে, কবরী টানিয়া বান্ধে,
বেড়ি নব মালতীর ফুল।
সরস কানন ছাড়ি, ভ্রময়ে কবরী বেড়ি,
মধু-লোভে ভুলে অলিকুল ॥
যেন শিশু রবি ছটা, ললাটে সিন্দূর ফোঁটা,
অধর জিনিয়া জবা ফুলে।
ভুরু দুই ধনু ধর, নয়ন তাহার শর,
রাহু রবি শশী তার কোলে ॥
গলে শতেশ্বরী হার, শোভে নানা অলঙ্কার,
করে শঙ্খ শোভে জোড় বালা।
কুচ দাড়িম্বের ফুল, মাঝা মৃগ-রাজ তুল,
উরু যুগ শোভে রামকলা ॥
গুরুয়া নিতম্ব ভরে, মনে আন বেশ ধরে,
চলে রাজহংসের গমনে।
চরণে নূপুর বাজে, নব নৃপ যেন সাজে
হেন রামা বাড়ায় যৌবনে ॥
মধ্যে তম করে নাশ, রম্ভার সফল আশ,
যৌবন দেখিয়া কলাবতী।
খুল্লনার শিশু-বেশে, শ্রীকবিকঙ্কণ ভাষে,
চণ্ডীপদে করিয়া প্রণতি॥

খুল্লনার বিবাহ-চিন্তা।

খুল্লনার রূপ দেখি ভাবে রম্ভাবতী।
আমার খুল্লনা ঝিএ আন্ধারের বাতি ॥
খুল্লনার রূপে কারে দিব গো তুলনা।
ঝাঁপিয়া রবির রথ রাখয়ে খুল্লনা॥
বংশধর পুত্র আছে মই আই কোঙর।
খুল্লনার রূপে মোর আলো হৈল ঘর॥
এত দিনে নাহি দেখি এমন বরণ।
মোর ঘরে বাড়ে কামরূপী কোন জন ॥
লক্ষপতি বলে মোর সফল মানস।
নাহি জানি কন্যা মোর কার হবে বশ ॥
কুলে শীলে হীন-দোষ হয় যেই জন।
সেই খানে দিব কন্যা করি সমর্পণ॥
যেন করিবর-দন্ত কনকে জড়িত।
অকলঙ্কে দিলে সুতা হয়ে সে উচিত ॥
অকুলীনে দিলে সুতা থাকয়ে গঞ্জন।
লোকে অপযশ গায় দগধে জীবন ॥
এমন বিচার সাধু করে সখা সনে।
সভার ভিতর বন্ধু লয়্যা দিনে দিনে ॥
হেন মতে দিনে দিনে বাড়য়ে খুল্লনা।
শ্রীকবিকঙ্কণ কৈল পাঁচালী রচনা॥

উজানীনগরবর্ণন।

উজানী নগর, অতি মনোহর,
বিক্রম-কেশরী রাজা।
করে শিব-পূজা, উজানীর রাজা,
কৃপাময়ী দশভুজা ॥
যেন রঘু রাজা, তেন পালে প্রজা,
কর্ণের সমান দাতা।
যুধিষ্ঠির-বাণী, শুকদেব জ্ঞানী,
প্রসন্না মঙ্গলা মাতা॥
মহাধনুর্দ্ধর, দিব্য-কলেবর,
নারদ সমান গানে।

শুনে অবিরত, পুরাণ ভারত,
দ্বিজে দেই হেমদানে ॥
উজানীর কথা, গড় চারি ভিতা,
চৌদিগে বেউড় বাঁশ।
রাজার সামন্ত, নাহি পায় অন্ত,
বদি ফিরে চারি মাস ॥
ভিতে বাস গাড়, পাথরের গড়,
কাঙ্কর পুরট শোভা।
পাথরে বিচনী, যেন দিনমণি,
চারি দিগে করে শোভা ॥
নগরের নারী, ইন্দ্র বিদ্যাধরী,
ভূষণ-ভূষিত পা।
যতেক পুরুষ, মনোহর বেশ,
পীড়য়ে বসন্ত বা ॥
বিক্রম-কেশরী, তাঁহার নগরী,
আছে কত সদাগর।
তাঁহার আদেশে, ধনপতি বৈসে,
ধারে সুখী নৃপবর ॥
লয়ে শিশুগণ, বেণ্যার নন্দন,
পায়রা উড়াতে যায়।
সঙ্গে শিশু যত, লয়ে পারাবত,
শ্রীকবিকঙ্কণ গায় ॥

ধনপতির পারাবতক্রীড়ায় গমন।

পায়রা উড়াইতে যায় সাধু ধনপতি।
যত নগরিয়া ভাই করিয়া সংহতি ॥
মুকুন্দ মাধব বনমালী নারায়ণ।
রামকৃষ্ণ জগন্নাথ ভরত লক্ষ্মণ ॥
কংসারি গোপাল হরি শ্রীধর অজিত।
হরিহর জনার্দ্দন কুল-পুরোহিত ॥
দামোদর গদাধর সুবল সুদাম।
হরিহর পীতাম্বর আর শিবরাম ॥
নন্দরাম পরমানন্দ বিনোদ বিক্রম।
বাসুদেব কামদেব আর সনাতন ॥
মথুরেশ হৃষীকেশ শ্রীপতি শ্রীবাস
পুরুষোত্তম আদ্যা আর শ্যাম হরিদাস ॥
অনন্ত অচ্যুত আইল আর অভিরাম।
চক্রপাণি চতুর্ভুজ আদ্যা ভৃগুরাম ॥
মুরারি দৈত্যারি শ্রীগোবিন্দ ভবানন্দ।
পায়রা উড়াতে হৈল সভার আনন্দ ॥
যত নগরিয়া বেণে সদাগর সাথ।
যতনে লইল সব নিজ পারাবত ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

পারাবত-নামাবলী।

লয়ে নিজ পারাবত, চলে ধনপতি দত্ত,
লড়াইতে নগরিয়া সাথে।
করি শুভক্ষণ বেলা, চড়িয়া পাটের দোলা,
কিঙ্করে পিঞ্জর লৈল মাথে ॥
খড়ি-মারি পাত-শালিকা শ্বেত মেতা নয়ানসুখা
করট তামট সুলক্ষণ।
সৌজ-মুখ রজ-গোলা, শিখরিয়া ঘন-লোলা,
সাঙলী সুবলী সুদর্শন ॥
পাকুল্যা বাতাস্যা হাদা, নাটা খাটা বুড়ী ডাসা,
জটাসিন্দূরিয়া বনজয়া।
নীল-কুমুদ কুখা, ঝিরিণি দীঘল-মুখা,
মন-সুখা রাজা দেউলিয়া ॥
সিংহা বাঘা রণজিতা, কয়রা কপালচিতা,
সিন্ধু মাট্যা পাণ্ডুশা পাথরা।
মাণিক দোসলি মুড়া, আভাঙ্গা পরনা চূড়া,
পাকট বিকটি রতিভোরা ॥
পাণ্ডশি পাখরি টাঙ্গি, হাঁসী ডাকী বুড়ি রাঙ্গি,
নানা রঙ্গে লইল পায়রা
করিয়া চণ্ডিকধ্যান, শ্রীকবিকঙ্কণ গান,
রঘুনাথ নৃপতি-কেশরী ॥

ধনপতির পারাবতক্রীড়া ও খুল্লনা-দর্শন।

সখাসঙ্গে ধনপতি, আনন্দে পুর্ণিতমতি,
পায়রা উড়ায় সদাগরে।
ছাড়িয়া পাটের দোলা, একে একে করে খেলা,
পায়রা রাখিয়া বাম করে ॥

সঙ্গে ওঝা জনার্দ্দন, খেলে নগরিয়া জন,
ধনপতি করিল নির্ণয়।
পায়রী রাখিয়া হাথে, উড়াইল পারাবতে,
আগে যার আইসে তার জয়॥
নগরিয়া শিশু মিলি, দেয় ঘন করতালি,
শ্বেতারে উড়ায় ধনপতি।
তার পাছে ভাই যত, উড়াইল পারাবত,
বাম হাতে রাখি পারাবতী॥
উড়াইল পারাবতে, দৈবে গগন-পথে,
আসি তাড়া দিলেক শিয়ান।
পায়রা প্রাণের ভয়ে, গগনে সুস্থির নহে,
অষ্টদিগে করিল পয়াণ॥
ইছানি নগর-মুখে, শ্বেতা যায় অন্তরীক্ষে,
উভ মুখে ধায় সদাগর।
উড মুখে সাধু যায়, কাঁটা খোঁচা ফুটে পায়,
সঙ্গে জনাই দ্বিজবর॥
পায়রী ধরিয়া করে, শ্বেতা বলি উচ্চৈঃস্বরে,
উর্দ্ধমুখে ধায় ধনপতি।
পগার খন্দক খানা, উলু কেশে নল বেণা,
নাহি সাধু করে অব্যাহতি॥
নাহি সাধু যায় পথে, জনাই পণ্ডিত সাথে,
পাছে পাছে যায় অবহেলে।
সাত পাঁচ সখী মেলি, খুল্লনা খেলেন ধূলি,
পারাবত পড়িল অঞ্চলে॥
পায়রা আঁচলে ঢাকি, চৌদিকে বেড়িয়া সখী,
যায় রামা আপন ভবনে।
সদাগর তার কাছে, পারাবত তারে যাচে,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে॥

খুল্লনার সহিত ধনপতির কথোপকথন।

ধনি নব সুন্দরি সুন্দরি।
পারাবত লৈলে মোর প্রাণ কৈলে চুরি॥
অমূল্য পায়রা মোর জানে জগজ্জনে।
লুকায়্যা রাখিলে পায়রা ঝাঁপিয়া বসনে॥
পারাবত দিয়া মোর রাখহ পীরিতি।
নহিলে জানাব গিয়া বিক্রম ভূপতি॥
সাধু ধনপতি আমি বসিয়ে উজানী।
গন্ধবণিক্ জাতি বিদিত অবনী॥
বনিতা-জনের ঠাঁই নিতে নারি বলে।
পরাণ ধরিয়া মোর রাখিলে আঁচলে॥
পরিচয় পায়্যা চিন্তে খুল্লনা সুমতি।
মোর, জ্যেঠার জামাতা বটে সাধু ধনপতি॥
সুজন হইয়া কর খগ তাড়াতাড়ি।
উর্দ্ধ-মুখে ধাও যেন ফিরয়ে আহুড়ি॥
প্রাণ-ভয়ে পারাবত লইল শরণ।
প্রাণ দিয়া রক্ষা করি অনুগত জন॥
দৈবে দিল পারাবত নাহি করি চুরি।
মিছা কাজে কর সাধু কপট চাতুরী॥
তুমি যে রাজার সাধু কে তোমাতে টুটা।
যদি লবে পারাবত দাঁতে কর কুটা॥
পরিহাসে ধনপতি বুঝে কার্য্য গতি।
এ কন্যার পিতা বটে সাধু লক্ষপতি॥
জনাই পণ্ডিত সনে করেন যুকতি।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর ভারতী॥

ধনপতি-বাক্যে জনাই পণ্ডিতের লক্ষপতি-ভবনে গমন।

এমত বলিয়া সাধু তরুতলে বৈসে।
নগরে কন্যার কথা মানুষে জিজ্ঞাসে॥
লোক-মুখে শুনে সাধু খুল্লনার কথা।
কাম-শরে সাধুর মরমে লাগে ব্যথা॥
জনাই পণ্ডিত সনে করিয়া বিচার।
বলে সম্বন্ধ করিয়া কর আমার উদ্ধার॥
এমন শুনিয়া দ্বিজ সাধুর বচন।
ত্বরা করি গেলা লক্ষ-পতির ভবন॥
লক্ষপতি সন্নিধানে গেলা পুরোহিত।
দেখি লক্ষপতি মনে হৈলা হরষিত॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া দিল বসিতে আসন।
প্রণাম করিয়া করে নিজ নিবেদন॥*

* একখানি হস্তলিখিত পুথির পরিবর্তিত পাঠ,—
(সাধু বলে দ্বিজবর কর অবধান।
এই কন্যা বিভা দিয়া রাখ মোর প্রাণ॥

পিতা পুত্র দুহিতা করিল পরণাম।
জিজ্ঞাসা করিল দ্বিজ সভাকার নাম॥
বলে লক্ষপতি এই কুমার মহ-আই।
রাম রঘু ইহার অনুজ দুই ভাই॥
এই ত দুহিতা মোর খুল্লনা নামিনী।
ইহার খেলার সঙ্গী পাঁচটী ভগিনী॥
ইহা শুনি পুরোহিত বলে অভিরোষে।
কেন বা আইলুঁ সাধু তোমার নিবাসে॥
বসন কাঞ্চন আদি নাহি দেহ দান।
ব্যবহার ঘুচাল্যে সন্দেশ গুয়া পাণ॥
এই ত কন্যার গুরু, নাহি হয় বিয়া।
সম্বন্ধ করহ গুরু, বিচার করিয়া॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

খুল্লনার বিবাহপ্রস্তাব।

শুন হে অবোধ লক্ষপতি।
বার বৎসরের সুতা, তোর ঘরে অবাস্থিতা,
কেমতে আছহ সুস্থমতি॥
সপ্তম বৎসরে কন্যা, বিভা দিলে হয় ধন্যা,
তার পুত্র কুলের পাবন।
আহরিয়া বর আন, কহিয়া মধুর বাণী,
পণ বিনা করে সমর্পণ॥
নব বৎসরে যদি, বর আনি যথাবিধি,
তনয়া করয়ে সম্প্রদান।
তার পুত্র দিলে জল, সুরপুরে পায় স্থল,
পিতৃ-লোকে পায় বহু মান॥
কেহ না বুঝায় তোমা, গত হৈল দশ সমা,
তথাচ না কৈলে কন্যা দান।

প্রবেশিলে একাদশে, মদন হৃদয়ে বৈসে,
নব রস হয় এক স্থান॥
না করিলে কর্ম্ম ভাল, এগার বৎসর গেল,
অপযশ করিলে সঞ্চয়।
দ্বাদশ বৎসর বেলা, হয় কন্যা রজস্বলা,
পুরুষেরে নাহি করে ভয়॥
তাবত পুরুষে ভয়, যাবত পুষ্পিতা নয়,
রসে রসে তার কাম-মনা।
নর দেখি অনুপাম, যদি কন্যা করে কাম,
পায় পিতা নরক-যন্ত্রণা॥
দ্বিজের বচন শুনি, বলে লক্ষপতি বাণী,
যে উচিত করহ বিধান।
সপ্তগ্রাম বর্দ্ধমান, বর দেখ সাবধান,
মুকুন্দ রচিল মতিমান্॥

এই কন্যা মোর যদি হয় অধিকৃতা।
হেন শত তঙ্কা তোমায় করিব যৌতুকতা॥
শুনিয়া সন্তুষ্ট দ্বিজ হৈল অনুকূল।
ঘটনা করিব সাধু ভবিতব্য মূল॥
লক্ষপতি ভবনে গেলেন পুরোহিত।
দেখি লক্ষপতি বড় হৈল হরষিত॥

জনাই ওঝার পাত্র-নির্ব্বাচন।

শুন লক্ষপতি সদাগর।
যত আছে বন্ধুগণে, এক একে দিয়ে গণ্যে,
খুল্লনার যোগ্য নাহি বর॥
যেবা চাঁদ সদাগর, তার নাতি আছে বর,
ঘর যার চম্পক-নগরী।
তার সনে কৈলে কাজ, সভাতে পাইবে লাজ,
জাতিভ্রংশ কৈল বিদ্যাধরী॥
বর্দ্ধমানে ধুম দত্ত, যার বংশে সোমদত্ত,
মাকুন্দ বেণ্যার প্রধান।
বাঙ্গলার প্রতিদ্বন্দ্বী দ্বাদশ বৎসর বন্দী,
বিশালাক্ষী কৈল অপমান॥
মহাস্থান সাত গাঁ, তাতে বৈসে রাম দাঁ,
তার শুন কুলের বাখান।
বাসা দিয়া লয় কড়ি, মড়ায় পূর্ণিত বাড়ী,
ঘর তার শ্মশান সমান।
হরি দত্ত বোড়গ্রামে, তোমা সম নহে কুলে,
রাজা যার কৈল অপমান।
ফতেপুরে রামকুণ্ড, সেহ বেটা গুণে ভণ্ড,
সেহ নহে তোমার সমান॥
করঞ্জনার হরি দা, নাহি পোষে বাপ মা,
প্রভাতে না করি তার নাম।

ভালুকীর সোম চন্দ, সে জনা কপট ছন্দ,
দীক্ষা পথে শূন্য তার ধাম।
যে যে বেশে আছে যথা, জানিয়ে সভার কথা,
সভে হয় দোষের আকর।
গঙ্গার দুকূল কাছে, যতেক বংশ্যে আছে,
খুল্লনার যোগ্য নাহি বর॥
তোমার কন্যার মত, বর ধনপতি দত্ত
কুলে শীলে রূপে গুণবান্
শুনিয়া দ্বিজের কথা, লক্ষপতি হেঁঠ মাথা,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

বিবাহ-সম্বন্ধ-নির্ণয়।

দ্বিজবর বলে সাধু শুনহ ভারতী।
তোমার কন্যার মত বর ধনপতি॥
(মোর বোলে সদাগর কর অবগতি।
পুরুষ কুলীন বরে দেহ রূপবতী॥)
মহাকুল দত্তবংশ বেণ্যা ধনপতি।
প্রথম যৌবন সাধু মোহন-মুরতি॥
যেন রূপ তেন গুণ উত্তম বেভার।
দেব-দ্বিজ-গুরু-ভক্ত শুদ্ধ সদাচার॥
দানে বলি কর্ণ সম উচ্চ অভিলাষ।
নাটক নাটিকা কাব্য যাহার অভ্যাস॥
কার্ত্তিক সমান বর গউরবরণ।
পরিণীতি-সুচরিত শুদ্ধ সুলক্ষণ॥
তাঁর অনুরূপ নারী খুল্লনা সুমতি।
ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী যেন মদনের রতি॥
ঘটকের মুখে শুনি বরের প্রকৃতি।
সম্বন্ধ প্রসঙ্গে সায় দিল লক্ষপতি॥
জনাই সংহতি যত লক্ষপতি ভণে।
কপাটের আড়ে আসি রম্ভাবতী শুনে॥
স্বামীকে গঞ্জিয়া রামা করে অভিমান।
পাঁচালী প্রবন্ধে কবিকঙ্কণে গান॥

রম্ভাবতীর সহিত লক্ষপতির কথোপকথন।

প্রাণনাথ কেন দিলে হেন অনুমতি।
হিতাহিত নাহি জ্ঞান, না নিবে কন্যার পণ,
কেন ঝিয়ে করাব দুর্গতি॥
পড়ি শুনি হৈলে পশু, ব্যয় করি নিজ বসু,
কন্যা দিবে দারুণ সতীনে।
লহনারে নাহি জান, হেন কথা মুখে আন,
করুণা নাহিক তব মনে॥
তোমাকে বুঝাব কি, লহনা ভাইয়ের ঝি,
যদি তুমি তারে দিবে সতা।
কেন কৈলে হেন কাজ, সকয় করিলা লাজ
লোক-লাজে না তুলিব মাথা॥
খুল্লনা বান্ধিয়া গলে, মরিব গঙ্গার জলে,
নাহি দিব দারুণ সতীনে
দুরন্ত ঝিয়ের মোহ, নয়নে গলয়ে লোহ,
রম্ভাবতী তাহে কিছু ভণে॥
নাহিক মধুর কথা, যে ঘরে লহনা সতা,
হয় যেন ভুখিল বাঘিনী।
বিচারে হইয়া অন্ধ, পদ গলে দিয়া বন্ধ,
ভেট দিবে খুল্লনা হরিণী॥
ধন জন যার ঘরে, আনিয়া প্রথম বরে,
বিলম্বে করিব কন্যা দান।
কন্যা পাবে কুতূহল, তুমি পাবে দান ফল,
লোকে পাবে অতুল সম্মান॥
পূর্ব্বে—
"গণক কহিল মোরে, দিবে দোজবেরে বরে,
বিচারিয়া বিধবা-লক্ষণ।"
এত যদি বোলে পতি, রম্ভা দিল অনুমতি,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

বর-দর্শনে রামাগণের বিভ্রম।

সম্বন্ধ প্রসঙ্গে সায় দিল রম্ভাবতী।
নিমন্ত্রিয়া জামাতা আনয়ে লক্ষপতি॥
বসাইল জামাতারে লোহিত কম্বলে।
কেহ জল দেই কেহ চরণ পাখালে॥

আহড়ে থাকিয়া রম্ভা জামাতা নেহালে।
আয়্যো সুয়ো আনিতে নিদয়া দাসী চলে॥
ত্বরা করি নগরে চত্বরে ধায় চেড়ী।
সই সাঙ্গাতি ডাকিয়া আনিল বাড়ী বাড়ী॥
অমলা কমলা চাঁপা বিমলা ভারতী।
স্বর্ণরেখা পদ্মাবতী রতি অরুন্ধতী॥
বল্লভা দুর্লভা দুর্গা সুভদ্রা যমুনা।
চরিত্রা তুলসী শচী রাণী সুলোচনা॥
হীরাবতী সরস্বতী মদনমঞ্জরী।
কৌশল্যা বিজয়া গৌরী সুমিত্রা সুন্দরী॥
যশোদা রোহিণী রামা রাধা কাদম্বরী।
চিত্রলেখা সুধা জয়া হীরা মন্দোদরী॥
ত্বরা হেতু সভাকার বিপর্য্যয় বেশ।
এলান কবরীভার নাহি বান্ধে কেশ॥
এক করে কঙ্কণ নূপুর এক পায়।
অর্দ্ধকেশ আঁচড়ি কেহ দ্রুতগতি ধায়॥
এক চক্ষুকোণে কেহ দিয়াছে অঞ্জন।
এক কর্ণে কর্ণপুর ত্বরায় গমন॥
শিশু কান্দে দুগ্ধ দিতে নাহি করে বো।
কোন আয়্যো আসে তার হাথে কাঁথে পো॥
চড়িয়া জাঙ্গালে আয়্যো দিল বাহু নাড়া।
আঁখির নিমিখে ভেঙ্গে আস্তে বণিকপাড়া॥
সাধুর মন্দিরে আয়্যো দিল দরশন।
পাদ্য অর্ঘ্য দিল রম্ভা বসিতে আসন॥
বর দেখি আয়্যো সব আনন্দ-চরিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

রামাগণের পতি-নিন্দা।

সভে বলে খুল্লনার বর মিলেছে ভালো।
মদনমোহন বরের রূপে ঘর করেছে আলো॥
এক যুবতী বলে দিদি মোর কর্ম্ম মন্দ
অভাগিয়া পতি মোর দুই চক্ষু অন্ধ॥
কোন দেশে নাহি সই দুঃখিনী মোর পারা।
কোলের কাছে রহিতে সদাই করে হারা॥
আর যুবতী বলে পতির বর্জ্জিত দশন।
শাক সুপ ঘণ্ট বিনা না করে ভোজন॥
দড় ব্যঞ্জন আমি সই যেই দিনে রান্ধি।
মারয়ে পিড়ার বাড়ি কোণে বসি কান্দি॥
আর যুবতী বলে সই মোর গোদা পতি।
কোয়া অরের ঔষধ সদাই পাব কতি॥
ভাদ্র মাসের পাঁকই বড়ই দুরধায়।
গোদে তেল দিয়া কত তুলিব নেকার॥
আর যুবতী বলে সই আমার পতি কালা।
আনের সংসার সুখ মোরে বিষম জ্বালা॥
ঠারে ঠোরে কহি কথা দিনে পতির সনে।
রাত্রি হৈলে নিদ্রা যায় গরুড়-শয়নে॥
আত্মোর মিশালে বুড়া নানা কাছ কাচে।
পাক-তৈলে দেখ মোর কেশ পাকিয়াছে॥
(পোরগ তৈলে চুল পাক্যাছে বয়স কোথা আছে
রূপে গুণে সুন্দরী নাতিন ঘরে আছে।)
হেন বরে বিয়া দিয়া রাখি আপন কাছে॥
বর দেখি আয়োগণ খায় মন-কলা।
ধনপতি দত্তে সাধু দিল বরমালা॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

লহনার খেদ।

দেখিয়া কুস্বপ্ন সখি, বাষ্পপূরে ভাসি আঁখি,
লহনা কহেন মন-কথা।
শুনি লো লোকের মুখে, শেল যেন বাজে বুকে,
প্রভু দিবে নিদারুণ সতা॥
কহ দুয়া জীবন উপায়।
দিব তোর কাণে হেম, চিন্তহ আমার ক্ষেম,
কেমনে সম্বন্ধ ভাঙ্গা যায়॥
একলা ঘরের দারা, আছিলাম স্বতন্তরা,
নিতে দিতে আপন গৃহিণী।
দিদি, বিধাতা আমারে বাম,পরে নিবে ধন ধাম,
পোড়ে মোর মরমে আগুনি॥
খুড় হয়ে সেই সতা, কারে কব দুঃখ-কথা,
কারে বা করিব অভিমান।
হেন মরণ ভাল, এ মোর হৃদয়ে শেল,
সই, এবে কর সমাধান॥

পায়রা উড়াবার ব্যাজে, গেলা সাধু নিজ কাজে,
না জানিলুঁ এসব বারস্থা।
সম্বন্ধ নির্ণয় হইল, এবে সে লহনা মৈল,
হরি হরি খোওরি বিধাতা॥
শোকানলে পোড়ে মন, দাবানলে যেন বন,
আঁখিজল নিবারিতে নারি।
এ শেল রহিল মনে, স্বামী দিব আন জনে,
সঞ্চয় করিয়া ঘরগাড়ী॥
বহু ব্যয় করি কড়ি, করিলাম খাটপিঁড়ি,
সগল্লাদ নিহালী পামরী।
চন্দন কুসুম গুয়া, কুঙ্কুম কস্তুরী চুয়া,
কারে দিব মন্দির মশারি
কপট করি প্রবন্ধে, শুনিয়া দুর্বলা কান্দে,
লীলাকে আনিতে দাসী যায়।
সদাগর আইলা বাসে, শ্রীকবিকঙ্কণ ভাষে,
হৈমবতী যাহার সহায়॥

লহনাকে প্রবোধ দান।

লহনা লহনা বলি ডাকে সদাগর।
অভিমানে সাধুর রামা না দেয় উত্তর॥
ইঙ্গিতে বুঝিয়া লহনার অভিমান।
কপট প্রবন্ধে সাধু লহনা বুঝান॥
রূপ নাশ কৈলে প্রিয়ে রন্ধনের শালে।
চিন্তামণি নাশ কৈলে কাচের বদলে॥
স্নান করিয়া শিরে না দেয় চিরণী।
রৌদ্র নাহি পায় কেশ শিরে বিন্ধে পানী॥
অবিরত ঐ চিন্তা আর নাহি শুনি।
রন্ধনের শালে নাশ হইলে পাদ্মনী॥
মাসী পিসী মাতুলানী নাহিক বহিনী।
কেহ নাহি ঘরে থাকে হইয়া রন্ধনী॥
যুক্তি যদি লয় মনে কহিবে প্রকাশি
রন্ধনের তরে তব কর্যে দিব দাসী॥
বরিষা বাদলে রামা আনলে দেহ ফু।
কর্পূর তাম্বূল বিনা শুকাইল মু॥
ধূমযুত আনলে সদাই চক্ষে লো।
দর্পণে নিহালি দেখ পড়িয়াছে খো॥

সদাগর বলে যত কপট আশ্বাস।
উত্তর না দেই রামা ছাড়য়ে নিশ্বাস॥
দুর্বলা করিল স্থল বসিলা ভোজনে।
অভয়া-মঙ্গল কবি-কঙ্কণ ভণে॥

ধনপতির ভোজন।

শিব খোওরিয়া সাধু কৈল আচমন।
লহনা কনকথালে যোগায় ওদন॥
সুবর্ণের বাটীতে দুর্বলা দেয় ঘি।
হাসিয়া পরশে রামা বণিকের ঝি॥
সোওরিল জনার্দ্দন প্রধান পুরুষ।
সুরনদী-জলে সাধু করিল গণ্ডুষ॥
প্রথমে সুকুতা ঝোল ঘণ্ট আর শাক।
প্রশংসা করিল তার ব্যঞ্জনের পাক॥
হাসিয়া লইল রামা কনকের থালা।
ললিত গমনে গজে বৈদগ্ধী লীলা॥
কটাক্ষে সাধুর মন হরিল লহনা।
ভোজন সময়ে সাধু হয়ে কামমনা॥
ভোজন করিয়া সাধু কৈল আচমন।
কর্পূর তাম্বূলে কৈল মুখের শোধন॥
চরণে পাদুকা দিয়া করিল গমন।
বিনোদ-মন্দিরে সাধু করিল শয়ন॥
নাসবেশ করি রামা চলে পতির পাশে।
রতিরঙ্গে সদাগর রঙ্গে রতিরসে॥
সব দুঃখ তারে রামা করে নিবেদন।
অভয়ামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

দম্পতি-কলহ।

কপট সম্ভাষ, ব্যজ পরিহাস,
সে সব আদর গেল।
কোন মূঢ়মতি, দিনে জ্বালে বাতি,
সে বা কি না করে আলো॥
স্ত্রী গত-যৌবনে, পুরুষ নির্দ্ধনে,
কি আর আদরে চীন।
কামদেব পাপ, দুই জনে চাপ,
দাহ করে গুণহীন॥

কপট প্রবীণ, কুলিশ কঠিন,
তোমার দারুণ হিয়া।
সত্য কৈলে যত, সব হৈল হত,
কি দোষ মোর দেখিয়া॥
না করিল বিধি, মরণ অবধি,
নারীর যৌবনকাল
শিশির উদয়, মৃণাল না রয়,
মরমে রহিল শাল॥ *
থাকে পুণ্য-অংশ, কোলে রহে বংশ,
সুকৃতি সেহ দম্পতী।
যদি নহে তোক, পুণ্যহীন লোক,
দুহার কর্ম্মের গতি॥
রামা অভিমানী, শেষ নিশা জানি,
কাম-বাণে সাধু অন্ধ।
লহনা সময়, পাইয়া সদয়,
করয়ে সময়ে অন্ধ॥
সাধু হাথে ধরে, লহনা নিবারে,
চঞ্চল কঙ্কণ পাখি।
মাঝে পঞ্চবাণ, হয়্যা আগুয়ান,
কন্দর্প ভাঙ্গে আপনি॥
রাজা রঘুনাথ, গুণে অবদাত,
রসিক মাঝে সুজান।
তার সভাসদ্, রচি চারুপদ,
শ্রীকবিকঙ্কণ গান॥

লহনার সন্তোষসাধন এবং বিবাহের দিননির্ণয়।

পরিতোষে লহনাকে দিল পাটশাড়ী।
পাঁচ পল দিল সোণা গড়িবারে চুড়॥

সাধু বলে প্রিয়ে তুমি আছ মোর মনে।
আছিলা যেমত পূর্ব্বে বিবাহের দিনে॥
রত্ন পায়্যা যত্নে লৈল লহনা যুবতী।
বিবাহের তরে তবে দিল অনুমতি॥
রাম রাম স্মোঙরণে যামিনী প্রভাত।
পশ্চিম আশার কূলে গেল নিশানাথ॥
আশিষ করিতে আইলা জনাই পণ্ডিত।
প্রণাম করিয়া সাধু করিল ইঙ্গিত॥
আঁখি ঠারে হৈল কথা সঙ্গে গ্রহ ওঝা।
নানা বস্ত্র পুরিত সাজিল ভার বোঝা॥
আইল পণ্ডিত লক্ষপতির ভবন।
সম্ভ্রমে আসন রত্না যোগায় আপন॥
লক্ষপতি বন্দে আসি দ্বিজের চরণ।
নিবেদিল দ্বিজরাজ নিজ প্রয়োজন॥
গ্রহ ওঝা করে মেষ রাশির কল্যাণ।
সভা বিদ্যমানে ওঝা পড়ে পাঁজিখান॥
সূর্য্যে নমস্কার করে শাস্ত্রে অবগতি।
আজিকার পরে সাত দণ্ড ষষ্ঠী তিথি॥
মৃগশিরা নয় দণ্ড বণিজ করণ।
শুভযোগ সাত দণ্ড চন্দ্র দশম স্থান॥
পুনরপি পড়ি বলে হয়্যা সাবধান।
আগামী বৎসর-কথা গণক বুঝান॥
সংক্রমণ শিরঃস্থানে বৎসর যাবে ভালে।
বড়ই সম্পদ্ দেখি তোমার এই কালে॥
বৈশাখ হইতে হবে লুপ্ত সংবৎসর।
শুভকর্ম্ম নাহি আগে বৎসর ভিতর॥
এমন বচন শুনি গ্রহ ওঝা মুখে।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে লক্ষপতির মুখে॥
বৈশাখে হইবে কন্যা বারতে প্রবেশ।
ফাল্গুনেতে তবে লগ্ন করহ উদ্দেশ॥
লগ্ন করিল ওঝা শুভক্ষণ পথি।
গণিয়া নির্ণয় কৈল উত্তর-ফল্গুনী॥
ত্রয়োদশী রবিবার ইন্দ্র নামে যোগ।
দোযাম রজনীমধ্যে মাসের অর্দ্ধভোগ॥
পূজা পায়্যা গেল ওঝা আপন ভবনে।
কহিল সকল কথা সাধু বিদ্যমানে॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

---

* ইহার পরে মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে ;—
অঙ্গনা-সমাজে, কিবা গৃহকাজে,
কি করিলুঁ অনুচিত।
যদি দিবা সভা, কে তার রক্ষিতা,
ইঙ্গিত॥

(ঐ পূর্ব্ব কথা বিভিন্ন প্রকারে রচিত,
অথচ সকল পুথিতেই আছে।)

হেম পায়্যা ভোলা চারি, মানিল লহনা নারী,
দূর কৈল যত অভিমান।
প্রেমবন্ধ মুখে মুখে, আলিঙ্গন বুকে বুকে
যামিনী হইল অবসান॥
ধনপতির হৃদয়ে উল্লাস।
বসিয়া দুলিচা মাঝে, নিয়োজিল নানা কাজে,
শুভ মুখকমল প্রকাশ॥
শয্যা ত্যজি ধনপতি, আনন্দে পূর্ণিতমতি,
ডাকি আনি জনাই ব্রাহ্মণে।
গুরু গৌরব ব্যবহার, নিয়োজিত কৈল ভার,
কৈল ওঝা ইষ্টানি গমনে॥
লক্ষপতি পায় পড়ি, বসিবারে দিল পিঁড়ী
দুই কর পাখালি চরণ।
আশিষ করিয়া দ্বিজ, স্মেরমুখ-সরসিজ,
আয়োজন করে সমাপন॥
কি কর কি কর ভায়্যা, শুভযোগ যায় বয়্যা,
অবধান কর সদাগর।
বৎসরেক নাহি বিয়া, কেমতে ধরিছ হিয়া,
লুপ্ত হবে এক সংবৎসর॥
লক্ষপতি জায়া সনে, বিচার করিয়া মনে,
জ্ঞাতি-বন্ধু পুরোহিত সনে।
গ্রহবিপ্র আনি ঘরে, লগন বিচার করে,
জয়ধ্বনি বনিতা-বদনে॥
কাম তিথি ত্রয়োদশী, রোহিণী সহিত শশী,
শুভযোগ বণিজ করণ।
লগনে আছয়ে জীব, ইহাতে পরম শিব
সায় দেয় সেইত গণন॥
আসিয়া ঘটকরাজ, নিবেদন কৈল কাজ,
আয়োজন কৈল সদাগর।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিয়া বন্ধ,
গাইল মুকুন্দ কবিবর॥

বিবাহের অধিবাস।

ফাল্গুন উত্তম মাস, কালি হবে অধিবাস
শুনি আনন্দিত সদাগর।
পুলকে পূর্ণিতমতি, শুনি সাধু ধনপতি,
প্রিয় ভাষে কহেন উত্তর॥
সাধু করে আয়োজন, চারি দিকে ধায় জন,
কিনে বেচে হাটে নানা ধন।
সাধুর আদেশ পায়, ইষ্টানি নগর যায়,
ঘটক পণ্ডিত জনার্দ্দন॥
গন্ধ বাস লয়্যা সাজ, চলিলা ঘটকরাজ,
কুলীন পণ্ডিত পুরোহিত।
আগু পাছু সারি সারি, সজ্জ লয়্যা যায় ভারী,
গায়নে মঙ্গল গায় গীত॥
তৈল সিন্দূর পাণ গুয়া, বাটা করি গন্ধচুয়া,
আম্র দাড়িম্ব পাকা কাঁচা।
পাটে ভরি নিল খই, ঘড়া ভরি ঘৃত দই,
সাজায়্যা সুরঙ্গ নিল বাছা॥
ক্ষীরপুলি গঙ্গাজল, কান্দি বান্ধা নারিকেল,
চিনির পুরিয়া নিল গাছ।
চাল দালি রাশি রাশি,জোড়ে জোড়ে নিল খাসী
সাঁজুড়িয়া ভারে নিল মাছ॥
সর্ব্বস্ব পোটলা ভরা, বান্ধি নিল কোল সরা,
সূতা নিল নাটাই সহিত।
সুরঙ্গ পাটের শাড়ী, লইল রঙ্গিন কড়ি,
বীজমালা সুবর্ণজড়িত॥
চনি চাঁপা বর্ত্তমান, কড়ি লয় দিতে দান,
হরিদ্রায় রঞ্জিত বসন।
গোরোচনা নিল শঙ্খ, চামর চন্দনপঙ্ক,
ফুলমালা কজ্জল দর্পণ॥
কপাল জুড়িয়া ফোটা, বসিল পণ্ডিত ঘটা,
সগোল্লাস পামরী কন্দলে।
কেতা কর্ত্তব্য বান্ধা, উপরে টাঙ্গায় চান্দা,
ধূপে আমোদিত কৈল-স্থলে॥
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয়-মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

বিবাহের নান্দীমুখ।

সকল দোষ হীন, শুভ লগ্ন শুভ দিন,
ধরে সবে মনোহর বেশ।
হরিদ্রা-রঞ্জিত যুতি, পরাইল রম্ভাবতী,
বৈসে রামা বাপের সকাশ॥
খুল্লনার গন্ধ-অধিবাস।
মিলি যত নিতম্বিনী, উলু দেয় জয়ধ্বনি,
রম্ভাবতী হৃদয় উল্লাস॥
লিখন করিয়া পাঁতি, আদি সব বন্ধু জ্ঞাতি,
দেশে দেশে পাঠায় বার্ত্তন
শ্রীলক্ষপতির বাসে, জ্ঞাতিবন্ধুগণ আসে,
বোঝা ভার লয়ে আয়োজন॥
* (কোমল পল্লব শিখা, উপরে বসাইল শাখা,
শুক্তি নব পাতিল আধান।
উপরে ফুলের ঝারা, পাতিল লগ্নের সরা,
দ্বিজগণে করে বেদগান॥)
পটহ মৃদঙ্গ সানী, দগড় কাঁসর বেণী,
শঙ্খ বাজে দোখণ্ডী বিল্লকি।
খমক ঠমক ভেরী, জগঝম্প বাজে তুরী,
অঙ্গভঙ্গে নাচয়ে নর্ত্তকী॥
দিনপতি গণপতি, পূজিলেন প্রজাপতি,
বিধি আদি গ্রহপতিগণে।
পাতিয়া মন্থন যষ্টি, সভাজন কৈল ষষ্ঠী,
পূজা কৈল মৃকণ্ডু-নন্দনে॥
দ্বিজগণে বেদ গান, মহী গন্ধ শিলা ধান,
দূর্ব্বা পুষ্প ঘৃত ফল দধি।
রজত দর্পণ ক্ষেম, স্বস্তিক সিন্দূর হেম,
কজ্জল গোরচনা যথাবিধি॥
সিদ্ধার্থ চামর শঙ্খ ভবনে উপমা রঙ্ক,
পূর্ণপাত্র প্রদীপ ভূষিত।
করি 'তার' শবদ, ব্রাহ্মণে পড়য়ে বেদ,
সূত্র বান্ধে জনাই পণ্ডিত॥

* এই অংশের পরিবর্ত্তিত পাঠ;—
কমল পাবকশিখা, উপরে আরোপি শাখা,
শুক্তি নব পাতির আধান।
উপরে ফুলের ঝারি, স্থাপিয়া গণেশ-বারি,
দ্বিজগণে করে বেদ-গান॥

পূজিল প্রতিমা রুচি, গৌরী পদ্মা মেধা শচী,
সাবিত্রী বিজয়া জয়া তথা।
স্বাহা স্বধা দেবসেনা, শান্তি পুষ্টি ধৃতি ক্ষমা,
পুজিলেন অনেক দেবতা॥
ঘৃত দিয়া সাত ডোরা, কাঁধে দিল বসুধারা,
কৈল নান্দীমুখের বিধান।
জল সাধে রম্ভাবতী, হইয়া বিশুদ্ধমতি,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

রম্ভাবতীর বশীকরণ-ঔষধ সংগ্রহ।

ঔষধ করিয়া রম্ভা ফিরে বাড়ী বাড়ী।
দোহুটি করিয়া পরে বার হাথ সাড়ী॥
কাটা মহিষের আনে নাসিকার দড়ি।
দুর্গার প্রদীপ পুঁতি রাখ্যাছিল চেড়ী॥
সাধুর কপালে যবে দিব পুনর্ব্বসু
খুল্লনার হবে সাধু নাক-বিন্ধা পশু॥
আনল পাকড়ি ডাল হাঁই আমলাতি।
আকুল কুন্তল করি আনে অর্দ্ধ রাতি॥
সাপের আঁটুলি আনে খুজি বাদ্যা-ঘরে।
রোহিত মৎস্যের পিত্ত মঙ্গলবাসরে॥
কাপাসের বাড়ী হৈতে আনিল গোমুণ্ড।
দাণ্ডাইয়া সাধু তায় রবে দুই দণ্ড॥
খুল্লনা করিবে যদি সাধুর অপমান।
মৌনে রাহবে সাধু গোমুণ্ড সমান॥
বিমলা ব্রাহ্মণী হয় রম্ভাবতীর সই।
আমা সরায় করিয়া আনিল সাপের দই॥
ঔষধ করেন রম্ভা খুল্লনার হিত।
খুল্লনার তরে সব হবে বিপরীত॥
সমাপিয়া খুল্লনার গন্ধ-অধিবাস।
উজানী আইল ওঝা হৃদয় উল্লাস॥
সরস বদনে কথা কহে দ্বিজবর।
শুভক্ষণে ছোড়না টাঙ্গায় সদাগর॥
হেমঘটে গণাধিপ কৈল আরোপণ।
করিল জনাই ওঝা স্বস্তিক বাচন॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

বরযাত্র

মদন মূরতি, সাধু ধনপতি,
বসিলা গান্তারি পীঠে।
বদন নিন্দি বিধু, চৌদিকে বরবধূ,
মঙ্গল গায় নাচে নাটে॥
ব্রাহ্মণ পড়ে স্তুতি, সানন্দ ধনপতি,
চৌদিকে জয় জয় ধ্বনি
মঙ্গল বস্তু যত, করয়ে নিয়োজিত,
মঙ্গল পড়া বাজে সানি॥
সমাপ্ত করি কর্ম্ম, যে ছিল কুলধর্ম্ম,
ব্রাহ্মণে দিলেন দক্ষিণা।
বরিয়াতি পুঞ্জে পুঞ্জে, সাধুর মন্দিরে ভুঞ্জে,
চৌদিকে ডম্বুরু বাজনা॥
গোধূলি হৈল বেলা, সাধু চড়ে দোলা,
গলায় শোভে রত্ন-মালা।
কুসুম শিরে রোপে, কুঙ্কুম অঙ্গে লেপে,
শোভিত হেম তাড় বালা॥
কেহ গায় কেহ নাট, রায়বার পড়ে ভাট,
করিবর-পৃষ্ঠে বাজে দামা
হাস কথা কুতুহলে, পদাতি পদাতে খেলে,
আগু দলে চলে রণভীমা॥
জুড়িয়া ক্রোশেক বাট, চলে বরযাত্র ঠাট,
সচকিত ইছানি নগর
গজ বল সাবধান, সাধিতে আপন মান,
আসি লক্ষপতির কোঙর॥
দুই দলে মিলামিলি, গলাগলি চুলাচুলি,
বরযাত্রী দেউড়ি না ছাড়ে।
ধুলাতে ডেলাতে বৃষ্টি মেলিতে না পারে দৃষ্টি,
দুই দলে খুনাখুনি পাড়ে॥
বুঝিয়া কার্য্যের গতি, আসি তথা লক্ষপতি,
কন্দলি ভাঙ্গিল সমঞ্জসে।
জামাতার হাথে ধরি, চলে সাধু নিজ পুরী,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভাষে॥

স্ত্রী-আচার।

প্রমোদ লোচন-জলে সাধু হৈল অন্ধ।
কোলে করি জামাতারে শিরে দিল গন্ধ॥
বসাইল জামাতারে লোহিত কম্বলে।
কেহ জল দেই কেহ চরণ পাখালে॥
অঙ্গদ অঙ্গুরী হার ভূষণ চন্দন।
দিয়া লক্ষপতি কৈল বরের বরণ॥
রম্ভাবতী করিল আচার যথাবিধি।
পায়ে পাদ্য শিরে অর্ঘ্য ঢালি দিল দধি॥
বরসূতা দিয়া মাপে বরের অধর।
তেন মত মাপে আর দুইখানি কর॥
সেই সূতা বান্ধি থুইল খুল্লনার বসনে।
সাধু রব তুলনার নিগড় বন্ধনে॥
আনিল আইয়োর সূতা নাটাই সহিত।
সাত ফের ফেরাইয়া করিয়া বেষ্টিত॥
সেই সূতা বান্ধি রাখে খুল্লনা-অঞ্চলে।
গালি দিলে সাধু যেন মুখ নাহি তোলে॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

লক্ষপতির কন্যাদান।

সাধু করে কন্যা দান, দ্বিজগণে বেদ গান,
গায় নাচে রঙ্গে বিদ্যাধরী।
সপ্তস্বরা শঙ্খধ্বনি, পটহ দুন্দুভি বেণী,
আনন্দিত সাধু লক্ষেশ্বরী॥
পাটে চড়ি রূপবতী, প্রদক্ষিণ করে পতি,
শুভ মুখে দুজনে ছাওনী।
দিলেন সাধুর গলে, আপনার কণ্ঠমালে,
রামাগণ করে হুলুধ্বনি॥
অভয়ার পুণ্যফলে, করে কুশে গঙ্গাজলে,
সদাগর করে কন্যা দান।
বসন কাঞ্চন হার, আদি নানা অলঙ্কার,
দিয়া জামতার কৈল মান॥
বাজয়ে মঙ্গল পড়া, দ্বিজে বান্ধে গাঁটছড়া,
বর কন্যা দেখে অরুন্ধতী।

বান্দিয়া রোহিণী সোম, লাজাহুতি কৈল হোম,
দুহে করে অনলে প্রণতি॥
দুহে প্রবেশিয়া ঘরে, ক্ষীরখণ্ড ভোগ করে,
কুসুম-শয়নে গেল রাতি।
করিয়া চণ্ডিকা-ধ্যান, শ্রীকবিকঙ্কণ গান,
মুকুন্দে রচিল শুদ্ধমতি॥

বিবাহ করিয়া ধনপতির স্বদেশে গমন।

রাম রাম স্মঙরণে পোহাইল রাতি।
শয্যা ত্যজি প্রভাতে উঠিলা ধনপতি॥
শয্যা তোলা কড়ি মাঙ্গে পরিহাসী জন।
সাধু আজ্ঞা করে দিতে পঞ্চাশ কাহণ॥
নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য করি সমাপনে।
হইল সাধুর ত্বরা উজানী গমনে॥
মাথায় মুকুট দিয়া বসিলা দম্পতি।
কৌতুকে যৌতুক দেয় যতেক যুবতী॥
মৃদঙ্গ মঙ্গল পড়া বাজে জোড়া শঙ্খ।
খমক ঠমক শিঙ্গা সানী জগঝম্প॥
কেহ নেত কেহ শ্বেত কেহ পাটশাড়ী।
কুসুম চন্দন দুর্ব্বা বাটা ভরি কড়ি॥
নানা ধনে জামাতার কৈল পুরস্কার।
দিলেন দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ দশ ভার॥
বর কন্যা বিদায় করিয়া চাপে দোলা।
পঞ্চ রত্ন হাথে দিল সাধুর মহিলা॥
শ্বশুর-চরণে সাধু করিয়া প্রণাম।
চাটুয়া-পাটের দোলা যায় নিজ ধাম॥
রাজপথে যায় সাধু নগরে নগর।
লহনা লইয়া কিছু শুনহ উত্তর॥
ছিটা ফোটা করিয়াছে ঔষধ প্রবন্ধে।
প্রাণ ছট ফট্ করে বিটকাল গন্ধে॥
সদাগর মনে মনে কৈল অনুমান।
হৃদয়ে জানিল তারে অলপ-গেয়ান॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

ধনপতির রাজসভায় গমন

যত বন্ধুজনে সাধু করি নিমন্ত্রণ।
ব্যবহার দিল সাধু বসন কাঞ্চন॥
বহু দিন সদাগর আছেন ভবনে
নানা ধন লয়ে চলে রাজ-সম্ভাষণে॥
ভার দশ দধি কলা চাঁপা মর্ত্তমান।
দোখণ্ডী সরস গুয়া বিড়াবান্ধা পাণ॥
গাছু বান্ধি নিল সাধু ঘৃত দশ ঘড়া।
সগোল্লাদখান দুই খান দশ গড়া॥
কিঙ্করে করিয়া দিল দোলার সাজন।
ত্বরিত গমনে সাধু করিল গমন॥
রাজসভায় সদাগর হৈল উপস্থিত।
প্রণাম করিয়া দ্রব্য থোয় চারি ভিত॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

খগান্তক ও মৃগান্তকের বনপ্রবেশ।

খগান্তক মৃগান্তক, দুই ভাই যমান্তক,
উজ্জয়িনী নগরনিবাসী।
প্রভাতে কাননে চলে, নানা ফাঁদ সাত-নলে,
বিহঙ্গম ধরে রাশি রাশি॥
করে ধরি ধনু শর, ভ্রমে ব্যাধ নিরন্তর,
প্রাণী বধে বিবিধ প্রবন্ধে।
ঊর্দ্ধমুখে চাহে শাখী, বধে নানাজাতি পাখী,
সাতনল জাল আটা ফান্দে॥
ভর্জ্জিত তণ্ডুল সনে, কাননে কলাই বুনে,
রহে ব্যাধ ঝোড়ের আহড়ে।
লুব্ধ ভক্ষণ আশে, ঝাঁকে পাখী জালে বৈসে,
নানা বিহঙ্গম বান্দ পড়ে॥
কপোত কর্দ্দম কঙ্ক, কামি কোক কলবিঙ্ক,
কলরব কলিঙ্গ কর্কটি
কালকণ্ঠ কুথা কুখি, কুমার কাদম্ব পাখী,
কারণ্ডব খঞ্জন-করটী॥
চাতক কোল তিত্তির ফিঙ্গা,টেনকোনা মাছ রাঙ্গা,
দারক সারক গাঙ্গচিল

বলাকা বর্ত্তিকা হংস, শেত-বাস কারু-ধ্বংস,
বাঙ্গাচুড়া বাবুই কোকিল।
উর্দ্ধমুখে কপিঞ্জলে, ব্যাধ বিন্ধে সাতনলে,
ঝাড়ে বিন্ধে আর চক্রবাকে
গুর্গুর গরুড় ভারই ভাটা, টুকি টুনি তালচাটা,
নানাবিধ ফান্দে বিন্ধে বকে ॥
হয়-পুচ্ছ লোম ফান্দে, শত শত পক্ষী বান্ধে,
জলপিপী শরালি বাদুড়ে।
কাঠকোঠরিয়া পেচা, টীয়া টইয়া কাদাখোঁচা,
পানকৌড়ি বধে তাম্রচুড়ে ॥
দারুণ কর্ম্মের ফলে শারিকা পড়িল জালে,
ধরণী লুটায়্যা শুয়া কান্দে।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিল বন্ধ,
নৌতুন মঙ্গল পরবন্ধে ॥

ব্যাধের শারিকা বন্দীকরণ।

(প্রেমযুক্ত দুই ভাই বসি তরুতলে।
শারী শুক দুই পাখী আছে সেই ডালে॥
শারী বলে ওহে শুক আজি লাগে ভয়।
হেন বুঝি বনে আইল কালের সঞ্চয়॥
এ বন ছাড়িয়া চল অন্য বনে যাই।
গহন কাননে গিয়া মিষ্ট ফল খাই॥
তুণ্ডের আহার খসি পড়ে নিরন্তর।
ছটফট্ করে প্রাণ বুকে লাগে ডর॥
নিবসি কাননে প্রিয়ে কিছু ভয় নাঞি।
সাহসে করহ ভর যা করে গোসাঞি॥
এই বনে বহুকাল করিলাম বাস।
কেমনে ছাড়িবে প্রিয়ে বাপের নিবাস॥
দৈবে যদি করে দয়া সর্ব্বঠাঞি তরি।
অন্য দেশে গেলে প্রিয়ে ঘরে বসি মরি॥
শারীশুক দুঃখ ভাবে বৃক্ষের উপর।
তরুতলে বসি শুনে দুই ব্যাধবর॥
যাম করে পাতা লতায় পাতে নানা ছলা।
আটা ফান্দ দিয়া ত চালায় সাতনলা॥
পাখে আটা দিয়া ব্যাধ করে নানা সন্ধি।
উড়িয়া পালাল্য শুক শারী হৈল বন্দী।)

ব্যাধের প্রতি শুকের উপদেশ।

শুন রে অবোধ ব্যাধ, কি তোর জীবনে সাধ,
কেন কর প্রাণিবধ পাপ।
অকর্ম্ম করিয়া নিত্য, পোষ বন্ধু দারাপত্য,
পরলোকে পাবে বড় তাপ॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা সুখ দুঃখ, যেমন আপনা দেখ,
পরে দেখ সেই অনুমানে
সভাকার অন্তর্যামী, বুঝিয়া অনন্তস্বামী,
পরিতোষে দেন সভার মনে॥
বধ তুমি জীব এত, অধর্ম্ম করহ নিত্য,
কত কড়ি পাও পক্ষিমাংসে।
নিরীহ পক্ষীর শাপে, অতি ঘোরতর পাপে,
অবিলম্বে মরিবে সবংশে॥
যত দেখ ভাই বন্ধু, সবে পীরিতের সিন্ধু
মৈলে করে দিন দুই শোক।
সজন কুটুম্ব মিলে, পড়িবা যমের জালে,
যতনে রাখহ পরলোক॥
প্রাণী বধে দিয়া মন, সঞ্চয় করিবা ধন,
তুমি মৈলে নিবে অন্য জন।
যবে যাবে যমপথে, পাপ পুণ্য যাবে সাথে,
যত দেখ সব অকারণ॥
কোপে পরিহর মতি, পুণ্যে কর অবগতি,
বারেক রাখহ মোর প্রাণ।
খণ্ডিবে তোমার দুঃখ, বাড়িবে অনেক সুখ,
আমা লহ নৃপসন্নিধান॥
হৈল প্রিয়া তোর বশ, রাখহ আপন যশ,
আমি তোর লইনু শরণ।
অনুগতে কৃপা যদি, কৃপা করে কৃপানিধি,
তবে হবে ধর্ম্মের লক্ষণ॥
শুন ব্যাধ মহাশয়, যে জন শরণ লয়,
প্রাণপণ তাহার কারণে।
শরণপালন গুণ, শ্রবণ পাতিয়া শুন,
যেই কথা শুনিমু পুরাণে॥
সূর্য্যবংশে শিবিরাজা, সুত সম পালে প্রজা,
দানে কল্পতরুর সমান।
ত্যজে যিনি নিজ বংশ, কেবল [illegible],
জীবনামে বংশের আখ্যান॥

দেখিয়া রাজার রীত, হয়ে বড় সবিস্মিত,
আইলা ধর্ম্ম ছলিতে রাজারে
আপনে হৈল সঞ্চানকায়, আদিদেব ধর্ম্মরায়,
কপোত করিল পুরন্দরে ॥
কপোত প্রাণের ভয়ে, গগনে সুস্থির নহে,
উপনীত রাজার সভায়।
করিয়া উভয় পাণি, বলে শুন নৃপমণি,
অনুগত হলেম তোমায় ॥
সঞ্চান আসিয়া কয়, শুন ওহে মহাশয়,
এই খগ আমার আহার।
কপোত রাখিলে মোহে, ক্ষুধায় উদর দহে,
এই কোন ধর্ম্মের বিচার ॥
শুনিয়া নৃপতি কয়, এবে উচিত নয়,
অনুগত না দিব ছাড়িয়া।
আর যেবা চাহ ভক্ষ্য, দিব নানাজাতি পক্ষ,
কৈলুঁ দান কপোত মাগিয়া ॥
যদি বা রাখিলে পক্ষ, আমাকে ত দেহ ভক্ষ্য,
নিজ মাংস দেহ নৃপমণি।
রাজা কৈল অঙ্গীকার, আনে অসি খরধার,
হাহাকার করে সবে শুনি ॥
মাংস কাটি খানি খানি, সঞ্চানে কহেন বাণী,
লহ মাংস করহ ভক্ষণ।
এমত মাংস তার, অস্থি মাত্র হৈল সার,
তবু রাজা কুতুহল মন ॥
এতেক জানিয়া মর্ম্ম, কৃপা তারে কৈল ধর্ম্ম,
অনুগত পালন দেখিয়া।
তোর আমি হব বশ, রাখিবে আপন যশ,
বল তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়া ॥
প্রতিজ্ঞা-পালন-কাম, বনবাস গেলা রাম,
সমুদ্র বান্ধিল কুতুহলে।
প্রতিজ্ঞা ব্রাহ্মণ সনে, লক্ষ্মণ গেলেন বনে,
দৈত্যরাজ গেলেন পাতালে ॥
পক্ষিমুখে নর-বাণী, অতি অপরূপ শুনি,
প্রতিজ্ঞা করিল পক্ষিসনে।
বুঝিয়া তাহার মন, শুক আইল ব্যাধ স্থান,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে ॥

শুকের বচনে ব্যাধ হৈলা মতিমান্।
বন্ধন কাটিয়া শারীর দিল প্রাণদান ॥
করে বসাইয়া কৈল অঙ্গ মার্জ্জন।
কাটিল পাটন কাঁড়ে শারীর বন্ধন ॥
ষোলবাণ হেম জিনি চরণের শোভা।
রত্নের পালট জিনি পালকের আভা ॥
আজি হৈতে শুক তুমি হৈলা মোর গুরু।
ধর্ম্ম-অবতার শুক তুমি কল্পতরু ॥
বৈষ্ণব জনার সঙ্গ নিস্তারের বীজ।
তোমা হৈতে ঘুচিল মোর পাপবুদ্ধি নিজ ॥
আর না করিব কভু প্রাণি-বধ পাপ।
ঘুচাইলে পাপ-চিত্ত, ধর্ম্মদাতা বাপ ॥
শারীর বন্ধনে শুক দুঃখ ভাবে চিতে।
উড়িয়া বসিল গিয়া আখেটির হাতে ॥
পক্ষী বলে লয়ে যাও নৃপতির পাশ।
সম্পদ্ বাড়াব তোর পুরাব অভিলাষ ॥ *
পক্ষীরে লইয়া ব্যাধ চলে পথে পথে।
পক্ষী দেখি নগরিয়া ধায় সাথে সাথে ॥
কেহ বলে পক্ষিমূল্য লহ চারি পণ।
কেহ বলে একখানি লহ ত বসন ॥
নগরিয়া বোল ব্যাধ না শুনিল কাণে।
দণ্ডমাত্রে উপনীত নৃপতির স্থানে ॥
দুয়ারী সম্ভাষি গেল নৃপতির স্থান।
শারী শুকা ভেট দিয়া হৈল নতিমান ॥
শুকের পক্ষের আড়ে শারী হৈল লুকী।
পক্ষীর চরিত্র দেখি রাজা হৈলা সুখী ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

শারী-শুক সংবাদ।

(রায় হে! দুখ নিবেদি তোমায়।
পূর্ব্বকৃত কর্ম্মগতি, বিধি বিড়ম্বিতে স্থিতি,
পুণ্যবান্ তোমার সভায় ॥

* মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে ;—
(ব্যাধ বলে হেন পক্ষী কভু নাহি দেখি।
আজি কিবা বিধি মোরে করিলেন সুখী ॥)

কহে পক্ষী শারী শুক, নিবেদি আপন দুখ,
শুন হে নৃপতি দণ্ডরায়।
পূর্ব্ব পাপের ফলে, জন্ম হৈল পক্ষি-কুলে,
আছিলাম ধর্ম্মের সভায়॥
আমার জন্মের বাণী, শুন ওহে নৃপমণি,
মোরে দুখ দিল কর্ম্মদায়।
পূর্ব্বেতে অধর্ম্ম কৈল, পাক্ষ-কুলে জন্ম হৈল,
বীরবাহু রাজার তনয়॥
শুনহ পাপের কথা, দশ সহস্র ছিল মাতা,
এক কোটি অশ্ব পদাতিক।
রাহুত মাহুত যত, তার নাম লব কত,
চৌদ্দ লক্ষ আছিল বাহক॥
বিশ্বামিত্র মুনির শাপে, জন্ম কৈল পক্ষি-রূপে,
পূর্ব্বকর্ম্ম না যায় মোচন।
বিধি নিয়োজন যত, সেহ কভু নহে হত,
পক্ষিযোনি হইল জনম॥
বৃন্দাবন পৈতৃক স্থান, কালিন্দীতে স্নান দান,
জন্ম মোর কল্পতরুমূলে।
বৃন্দাবনে চান্দমুখ, দেখিলা পরম সুখ,
আছিলাম আনন্দ মঙ্গলে॥
গোপের বালক-সঙ্গে, ছিলাম পরম রঙ্গে,
নিরবধি দেখি চান্দমুখ।
বৃন্দাবনে বাস করি, নিরবধি দেখি হরি,
হেথা বিধি দিয় দিল দুখ॥
বিধি কৈল বিড়ম্বন, গেলাম নন্দন বন,
সুরপতি দেখিল আমায়।
অনেক প্রকার করি, আমা দুহা পক্ষী ধরি,
লয়ে গেলা দেবতা-সভায়॥
সভা করি সুরপতি, আমা দুহা লয় তথি,
দেখিতে আইলা দেবগণ
পক্ষিমুখে অমৃতবাণী, তুই হৈলা দেব মুনি,
সবে কৈল পুষ্প বরিষণ॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ, কথায় দিলেন মন,
শাস্ত্র-কথা কহিলুঁ বিস্তর।
নারদাদি মহামুনি, বিশ্বনাথ সুরধুনী,
মুগ্ধ হৈল সকল অমর॥
বার দিন সভা করি, ধন্য অমরাপুরী,
বড় জ্ঞান কৈল সুররায়।
সভাতে আলাপ করি, ভেদ নাহি সুরপুরী,
কত দিন ইন্দ্রের সভায়॥
স্বর্গদ্বার নাম পুরী শ্রীবৎস অধিকারী,
চিন্তা নাম ভার্য্যা মহোদরী।
শ্রীবৎস ইন্দ্রের কথা, সুরপুরে পায় দেখা
আমা মাগি নিল ইন্দ্রঠাঁই॥
সুবর্ণ-পিঞ্জর পর, পুষিতেন নৃপবর,
ঘৃত অন্ন যোগান ব্রাহ্মণে।
গুরু কৈল বৃহস্পতি, নানা শাস্ত্রে দিয়া মতি,
শুনি সদা বেদান্ত ব্যাখ্যানে॥
কাব্য কোষ অলঙ্কার, দীপিকা সাদর আর,
নৈষধ বিবিধ বিধানে।
আগম পুরাণ মুনি, নাগান্ত যোগান্ত জানি,
মাঘ ভট্টি জানি রামায়ণে॥
জানি সব শাস্ত্র তন্ত্র, কণ্ঠস্থ শ্রীভাগবত,
অষ্টাদশ পুরাণ নিবারে
সংসারে হারালুঁ যত, পণ্ডিত আমার মত,
আইলাম তোমা বরাবরে॥
দর্পে রায় কহে বাণী, স্বর্গ মর্ত্ত্য তবে জানি,
নারিবে জিনিতে রত্ন-সভা।
ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠপুরী, পুত্র সনে আগুসরি,
সেই সভায় সরস্বতী প্রভা॥) *

রাজার সহিত শারী-শুকের কথোপকথন।

(রায় হে, শারী শুক করে প্রণিপাত।
তোমার চরণ দেখি, সফল হইল আঁখি,
বড় ধন্য তুমি ক্ষিতিনাথ॥
শ্রীবৎস রাজার ঘরে, কলধৌত-পিঞ্জরে,
আছিলাম সভার পণ্ডিত
প্রতিদিন ক্ষিতিনাথ, অঙ্গে বুলাইত হাত,
চন্দনে করিয়া বিভূষিত॥
শনিগ্রহ কৈল পীড়া, গেল রাজ্যপাট ছাড়্যা,
দ্বাদশ বৎসর বনবাস।

* বন্ধনীমধ্যস্থিত পদ্যগুলি আমাদের লিখিত আদর্শ পুথিতে নাই।

চিন্তা নামে মহাদেবী, রাজার চরণ সেবী,
চলে রামা পতির সন্তাব॥
ত্রিভুবনে দুর্লভা, শুনিয়া তোমার সভা,
যাহে নব রত্নের বিচার।
যুক্তি করি জায়া সনে, আইলুঁ তোমার স্থানে,
দেখিতে তোমার ব্যবহার॥
পিয়া নানা পুষ্পরসে, আইলুঁ তুহা এই দেশে,
নানা কাব্য বিচার প্রবন্ধে।
ভ্রমিতে তোমার দেশ, পাইলুঁ বহুত ক্লেশ,
বান্ধা গেলাম চর্ম্মময় ফান্দে॥
পরাণ রক্ষার আশে, কহিলুঁ মধুর ভাষে,
গুণের সাগর এই ব্যাধ।
বাড়াইব সম্মান, লহ নৃপতির স্থান,
অকারণ না করিহ বধ॥
সত্য করিয়াছি বাণী, শুন নৃপচূড়ামণি,
বাড়াইবে ব্যাধের সম্মান।
শাস্ত্র কথা কুতূহলে, থাকিব তোমার স্থলে,
ক্ষিতিনাথ কর অবধান॥
পক্ষিমুখে নর-বাণী, নৃপতি বিস্ময় গুণি,
দিল ব্যাধে অনেক কাঞ্চন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিল বন্ধ,
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ।

প্রহেলিকা

প্রহেলিকা কহে শুয়া রাজার সমাজে।
রাজার ইঙ্গিতে পণ্ডিত জনা বুঝে॥
বিধাতার নির্ম্মাণ ঘর নাহিক দুয়ার।
তাহাতে পুরুষ এক বসে নিরাহার॥
যখন পুরুষ-বর হয় বলবান্।
বিধাতার সৃজন ঘর করে খান খান॥ ১॥
মস্তকে করিয়া আনে হয়ে যত্নবান।
অপরাধ বিনে তার করে অপমান॥
অপমানে গুণ তার কখন না যায়।
অবশ্য করিয়া দেয় সম্পদ-উপায়॥ ২॥
বিষ্ণুপদ সেবা করে বৈষ্ণব সে নয়।
গাছ পল্লব নয় (কিন্তু) অঙ্গে পত্র হয়॥
পণ্ডিতে বুঝিতে পারে দু চারি দিবসে
মূর্খেতে বুঝিতে নারে বৎসর চল্লিশে॥ ৩॥
বেগে ধায় রথ খান না চলে এক পা।
না চলে সারথি তার পসারিয়া পা॥
হিঁয়ালী প্রবন্ধে পণ্ডিত দেহ মতি।
অন্তরীক্ষে যায় রথ ভূতলে সারথি॥ ৪॥
শিরঃস্থানে নিবসে পুরের দুই সার।
ভাল মন্দ সভা'পর করয়ে বিচার॥
বিচার করিয়া সেই রহে মৌনশালী॥
পুরস্কার করে তার মুখে দিয়া কালী॥ ৫॥
তরু নয় বনে রয় নাহি ধরে ফুল।
ডাল পল্লব তার অতি সে বিপুল॥
পবনে করিয়া ভর করয়ে ভ্রমণ।
বনেতে থাকিয়া করে বনের পীড়ন॥ ৬॥
তৃষ্ণায় আকুল সেই জল খাইলে মরে।
স্নেহ নাহি করিলে তিলেক নাহি তরে॥
উপাবয়ে অন্য বস্তু অন্য করে পান।
সখা সনে আলিঙ্গনে ত্যজয়ে পরাণ॥ ৭॥
মৎস্য মকর নহে পানী পানী বুলে।
হাঙর কুম্ভীর নহে দেখিলে সে গিলে॥
গিলিয়া উগারে সেই দেখে জগজন॥
হিঁয়ালী প্রবন্ধে পণ্ডিত দেহ মন॥ ৮॥
দেখিতে রূপস দুই মুখ এক কায়।
এক মুখে উগারয়ে আর মুখে খায়॥
মরিলে জীবন পায় হুতাশ পরশে।
বুঝ হে পণ্ডিত ভাই সভামাঝে বৈসে॥ ৯॥
জীয়ন্তে মৌন সেই মৈলে ডাল ডাকে।
পায়েতে নাহিক ছাল বিধির বিপাকে॥
সেবা করিয়া থাকে দেবতার স্থানে।
অবশ্য আনয়ে নর মঙ্গল বিধানে॥ ১০॥
বনেতে জনম তার নহে ত হরিণী।
অনেক আহার করে নাহি খায় পানী॥
বুঝিয়া চলিয়া বার্ত্তা দেয় আসি পাশে।
বীরের কিঙ্কর নহে বুঝহ সিয়ানে॥ ১১॥
কমল জিনিয়া তার দেহের বরণ।
চরণ অনেক ধরে গজেন্দ্র গমন॥
বুঝহ পণ্ডিত তার শয়ন কুণ্ডলী।
শ্রীকবিকঙ্কণ ভণে অদ্ভুত হিঁয়ালী॥ ১২॥

রঙ্গে হৈসে নানা স্থানে ভ্রমে চারি ভাই।
জীবন কালে পৃথক মরণে এক ঠাঁই। *
পণ্ডিত বুঝিতে নারে মূর্খে কিবা জানে।
হিঁয়ালী প্রবন্ধে কবিকঙ্কণ ভণে॥ ১৩॥
চক্ষু আছে মুখ আছে নাহি তার পা।
চণ্ডালের হাতে থাকে কৃষ্ণবর্ণ গা॥
শিরের উপরে থাকে করয়ে আহার।
শ্রীকবিকঙ্কণ ভণে হিঁয়ালীর সার॥ ১৪॥
যোগী নয় সন্ন্যাসী নয় মাথায় জটাজাল।
ছেলে নয় পিলে নয় মা ডাকে ঘনেঘন॥
চোর নয় ডাকাত নয় পর্ধা মারে বুকে।
কন্যা নয় পুত্র নয় চুম খায় তার মুখে॥ ১৫॥
বৃক্ষ-অগ্রে বৈসে সেই নহে পক্ষজাতি
ত্রিলোচন জটাধার নহে পশুপতি॥
নদ নদী নয় তার জলময় কায়।
রক্তমাংসে জড়িত নয় নারে বলায়॥ ১৬।
একবর্ণ নহে সে অনেক বর্ণ কায়।
আপনি বুঝিতে নারে পরেরে বুঝায়॥
শ্রীকবিকঙ্কণ গায় হেঁয়ালী রচিত।
বার মাস ত্রিশ দিন বন্ধেন পণ্ডিত॥ ১৭॥
এক ঘরে জন্ম তার দুই সহোদর।
এক নাম ধরে সেই দুই কলেবর॥
প্রবল জীবন সেই না ধরে জীবন।
হিঁয়ালী প্রবন্ধে কহে শ্রীকবিকঙ্কণ॥ ১৮॥
দেখি ভয়ঙ্কর অতি বিপরীত কায়।
ব্যাঘ্র ভল্লুক নহে পথিক ডরায়॥
শ্রীকবিকঙ্কণ কহে বিপরীত বাণী।
ধরাধর নহে সেই বরিষয়ে পানী॥ ১৯।
আঁখিতে জনম তার নহে আঁখিজল।
মারি কাটি বান্ধি ধরি নহে দুষ্ট খল॥
মারিলে মধুর বোলে নহে সাধুজন।
হিঁয়ালী প্রবন্ধে কহে শ্রীকবিকঙ্কণ॥ ২০॥
জন্ম হৈতে গাছ খায় রুধির ভক্ষণ।
দুই জনে জড় হৈলে অবশ্য মরণ।
মরণ সময়ে নর ছাড়ে হুহুঙ্কার।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান হিঁয়ালীর সার॥ ২১॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

রাজার সহিত শুকের কথোপকথন।

প্রশ্ন করি শুন পক্ষ, এই বড় অশক্য,
বট তুমি শাস্ত্রে বিশারদে।
অনভিজ্ঞ নও শাস্ত্রে, পড়িলে দৈবের অস্ত্রে,
তবে কেনে আখটীর ফাঁদে॥
শুন শুন নৃপ রায়, নিবেদি তোমার পায়,
দৈব-দোষে বুদ্ধি গেল নাশ।
সুবুদ্ধি পুরুষকারে, দৈব কি খণ্ডিতে পারে,
শুনহ পূর্ব্বের ইতিহাস॥
লোহিত চর্ম্মের ফান্দে, পাকা খাজুরের গন্ধে,
দেখি লোভে হইলু তরল।
দারুণ দৈবের দশা, আছিল বন্ধন দশা,
দৈবযোগে না গেল বিফল॥
ধর্ম্ম-পুত্র নৃপমণি, যথা ভীম গদাপাণি,
গাণ্ডীব ধরেন ধনঞ্জয়।
কি কব পুণ্যের লেখা, বাসুদেব যার সখা,
তার কেন হৈল শত্রু ভয়॥
সকল গুণের ধাম, ভানু-বংশে রাজা রাম,
কোদণ্ড ধরেন রঘুমণি।
রাম সহ গেলা বন, সীতা হরে দশানন,
রামায়ণে এই কথা শুনি॥
দৈব তারে কৈল বল, চন্দ্রবংশে রাজা নল,
পাশাতে হারিল নিজ দেশ।
নিজ দেশ পরিহরি, সঙ্গে দময়ন্তী নারী,
কাননে করিল পরবেশ॥
শুদেশ শ্রীবৎস রাজা, সব রাজা করে পূজা,
দৈব-দোষে শনি পীড়ে তায়
হয় গজ পরিহরি, দাস দাসী নিজ নারী,
সুদানবী পশ্চাতে গোড়ায়॥

* রঙ্গরসে চারি ভাই ফিরে চারি ঠাঞি।
জীয়ন্তে বন্দ ভিন্ন মরণে এক ঠাঞি॥
নানা দেশে নানা বেশে ভ্রমে চারি ভাই।
জীয়ন্তে ভিন্ন জন্ম মরণ এক ঠাঞি॥

চিন্তা, দুঃখে ক্ষীণ দেহ, দেখে না সম্ভাষে কেহ,
উপবাস প্রথম বাসরে।
বাদ ছিল শনি সংখে, আদি দেখা দিল পথে,
হয়্যা মীন শকুল সুন্দরে ॥
পায়্যা চারু হেম মীন, চিন্তা দুঃখে দেহ ক্ষীণ,
দিল মহেশ্বরীর অঁচলে।
কহিল পোড়াও মাছে, রাখ হেম আপন কাছে,
স্নান করি আনি নদীজলে ॥
পোড়াইয়া চন্দ্রমুখী, পোড়া সে মলিন দেখি,
পাখালিতে নিল সরোবরে।
শুনহ দৈবের মায়া, মৎস্য গেল পলাইয়া,
রাণী হেট-মুখী লজ্জা-ভরে॥
মৎস্য খাবার আশে, রাজা স্নান করি আসে,
শুনি পোড়া মৎস্য পলায়ন।
হৃদয়ে ভাবিয়া ব্যথা, রাজা কৈল হেঠ মাথা,
রাণী কৈল মৎস্য ভক্ষণ ॥
এই হেতু দুই জনে, বিচ্ছেদ হইল বনে,
নিজ ভার্য্যা ত্যজে নৃপমণি।
বুদ্ধিনাশ দৈব-দোষে, শ্রীকবিকঙ্কণ ভাষে,
বনপর্ব্বে এই কথা শুনি ॥

গৌড়নগর যাইতে ধনপতির প্রতি রাজার আদেশ।

রাজা বলে হেন পক্ষী কোথাও না দেখি।
আজি আমারে কিবা বিধি কৈলা সুখী ॥
যোগ্য বাস সোণা জিনি চরণের শোভা।
মাণিক সমান দুই লোচনের আভা॥
রাজা বলে শীঘ্র আন সুবর্ণপিঞ্জর
ঘৃত অন্ন দিয়া পক্ষী তোষহ সত্বর ॥
এ বোল শুনিয়া পাত্র হেঠ কৈল মাথা।
পিঞ্জরের তরে কারিগর নাহি হেথা ॥
গৌড় পাটনে হয় পিঞ্জর উৎপত্তি।
তথাকারে পাঠাও বেণিয়া ধনপতি ॥
পাত্রের ইঙ্গিতে রাজা বুঝিল সত্বর।
ধনপতি তারা যাহ গউড় নগর ॥

রাজার বচনে সাধু করে নিবেদন।
দুই জায়া ঘরে মোর নাহি অন্যজন ॥
আর এক জন যাউ গউড় পাটন।
অবধান কর ভূপ মোর নিবেদন ॥
রাজা বলে শুন পাত্র কর অবধান।
কভু নাহি রাখে লোক আপনার মান ॥
পাত্র মিত্র বলে তারা না কর বিষাদ।
করহ রাজার কাজ কোন্ পরমাদ ॥
কালু দত্ত বলে তারা কত সাধ যাব।
বৈসহ রাজার রাজ্যে খাও ত হয়্যান ॥
এতেক বচন যদি বৈস কালিদাস ॥
ধনপতি চলিল শাপ পাইয়া তরাস ॥ *

গৌড় রাজ্যে ধনপতির গমন

পিঞ্জরের তরে স্বর্ণ দিলেন জুখিয়া।
চলিলেন সদাগর বিদায় লইয়া ॥
ঘরকে যাইতে নাহি রাজার আদেশ।
দূত-মুখে লহনাকে কহিল বিশেষ।
বিদায় লইয়া সাধু চলিলা সত্বরে ॥
প্রথমে করিল বাসা মঙ্গলিসপুরে ॥
বারবকপুরে গেলা দ্বিতীয় দিবসে।
বিশ্রাম করিয়া চলে নিশি অবশেষে ॥
বালাঘাটা উত্তরিল গোলার ধায়ানী।
রন্ধন ভোজন করি গোঙাল্য রজনী॥
রাত্র দিন চলে সাধু না করে রন্ধন।
ক্ষীরখণ্ড দধি কলা করয়ে ভক্ষণ ॥

*এই প্রবন্ধের শেষ অংশের পরিবর্ত্তিত পাঠ,—
নৃপবর বলে সব বুঝিলাম ভায়া।
দুঃখ লাগে ছাড়িয়া যাইতে ছোট জায়া ॥
তেঁই তোমা পাঠাইতে সর্ব্বদা বিহিত।
পিঞ্জর লইয়া তুমি আসিবা ত্বরিত ॥
লজ্জায় হাসিয়া সাধু কৈল অঙ্গীকার।
নৃপতি প্রসাদ দিয়া কৈল পুরস্কার ॥
কনক জুখিয়া লয়ে হইল বিদায়।
বিলম্ব করিতে নারে নৃপের আজ্ঞায় ॥

শ্রীতজপুর উত্তরিলা চতুর্থ দিবসে।
বড় গঙ্গা পার হয়্যা গৌড় প্রবেশে॥
রাজ-ভেট দিল সাধু যুঝারিয়া ভেড়া॥
পার্ব্বত্য টাঙ্গন তাজী দৈল দুই ঘোড়া॥
কান্দি দশ দিল রাঙ্গা নারিকেল।
ঘড়া পুর্য়্যা দিল চিনি লাড়ু গঙ্গাজল॥
রাজার সভায় সাধু হৈলা উপনীত।
প্রণাম করিয়া ভেট রাখে চারি ভিত॥
(বসিবারে আদেশ করিল নৃপবর।
নৃপাদেশে আসনে বসিল সদাগর॥
পরিচয় জিজ্ঞাসে নৃপতি গুণধাম।
কোন দেশে বসতি তোমার কিবা নাম॥
পরিচয় দেয় সাধু রাজার চরণে।
অভয়ামঙ্গল কবিকঙ্কণে ভণে॥) *

* "গৌড় দেশীয় রাজার সহিত ধনপতি সাগরের পরিচয়"; শীর্ষক একটী ত্রিপদী ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে আছে। যথা,—

সাধু বলে মহাশয়, দেই আত্ম-পরিচয়,
আমার বসতি উজ্জয়িনী।
প্রজার পালনে রাম, সমস্ত গুণের ধাম,
বিক্রম কেশরী গুণমণি॥
সুশীতল সুধাকর, রামবৎ ধনুর্দ্ধর,
রূপে মীনকেতুর সমান।
পাত্র তার হরিহর, জনার্দ্দন দ্বিজবর,
পুরোহিত বিদ্যার বিধান॥
রাজার কৃপায় রায়, আমি সদাগর তায়,
ধনপতি দত্ত অভিধান
উৎপত্তি বণিককুলে, নিবেদি চরণ তলে,
যেই কার্য্যে আমার পয়াণ॥
ব্যাধ বন্দি করি বনে, ভেট নৃপতির স্থানে
আনিয়া দিলেক শারী শুক।
পক্ষী শাস্ত্র-কথা কয়, তাহা শুনি অতিশয়,
নরনাথ পাইল কৌতুক॥
দেখিয়া তাহার রূপ, পুরট পিঞ্জর ভূপ,
গড়াইতে করিল যতন।

গৌড়-সভায় ধনপতির আত্ম-পরিচয়।

রাজা বলে সদাগর, কোথায় তোমার ঘর,
কোন জাতি কি নাম তোমার।
সংসার ছাড়িয়া বাস, কোন্ কার্য্যে পরবাস,
কেন বা তোমার আগুসার॥

সে দেশে কামিনা নাই, পাঠাইলেন তব ঠাঁই,
আপ্তভাবে নৃপতিনন্দন॥
সাধুর বচন শুনি, আনন্দিত নৃপমণি,
অবিলম্বে আনে কারিগর।
প্রসাদ করিয়া তারে, দিল পিঞ্জরের তরে,
যতনে জুখিয়া পরিকর॥
কর্ম্মী পুটাঙ্গুলি কয়, অবিরত মাস ছয়,
যদি গড়ি দশ বিশ জনে।
তবে সে পিঞ্জর হয়, না হ'লে ত্বরিত নয়,
নির্ম্মাইব যদি সুগঠনে॥
আদেশিল মহীপাল, তথায় পাতিল শাল,
গড়ে কলধৌত কারিগর।
সাবধানে পিটে পোড়ে, ভেওরিতে কেহ ফেরে,
দেখিয়া হরিষ সদাগর॥
জাঁতিয়া গাঁথিয়া সোণা, সাঁড়াশীতে টানে গুণা,
নিরূপণ সূতার সঞ্চার।
সাবধানে কেহ আঁটে, ছেয়ানিতে কেহ কাটে,
কোন জন বিবিধ প্রকার॥
পাঁচ পাড়ি চারি খুটী, বিচিত্র বলয়া কুটী,
চারি চাল করিল চৌদস।
বান্ধিয়া সোণার গিরা, বসায় পাথর হীরা,
রূপা দিয়া করিল কলস॥
চারিকোণে গড়ে আর, চারি চারি সূতা তার,
উলটিয়া পীঠে রহে মুখ।
নানা রঙ্গ করি পাখে, গবাক্ষ-সম্মুখে রাখে,
মনোহর নয়ন-কৌতুক॥
আজি কালি বলে নিত্য, নৃপতি সহিত প্রীত,
পায় ধনপতি সদাগর।
রাত্রি দিবা খেলে পাশা, ভক্ষণ সময়ে বাসা,
যাওয়া মাত্র পাসরিল ঘর॥

ছত্রিশ আশ্রম খ্যাতি, গন্ধবণিক্ জাতি,
উজানীনগরে মোর স্থিতি।
নিজবৃত্তি-অনুসারে, আইলুঁ তোমার পুরে,
অভিধান মোর ধনপতি॥
রাজা বড় কৌতুকী, পাইয়া উত্তম পাখী,
নিয়োজিল সুবর্ণ-পিঞ্জরে।
কামিল্যা না পাইয়া তথা, আমাকে পাঠাল হেথা,
আত্মভাব করিয়া তোমারে॥
সাধুর বচন শুনি, আনন্দিত নৃপমণি,
ডাকিয়া আনিল কারিগর।
পাণ ফুল দিয়া হাথে, শিরোপা বান্ধাল্য মাথে
গঠিবারে দিল যে পিঞ্জর॥
কামিল্যা যোড়ায়ে মাথা, কহে করজোড়ে কথা,
ইথে মোর কর অবধান।
দশ বিশ জনে বসি, গড়ি যদি দিবা নিশি,
তবে ছয় মাসেতে নির্ম্মাণ॥
নির্ব্বন্ধ করিয়া কয়, সুবর্ণ জুখিয়া লয়,
কামিল্যা পাতিল কারখানা
কেহ কাটে কেহ পোড়ে,কেহ গড়ে কেহ ফোড়ে
ছেয়ানিতে কেহ টানে গুণা॥
কামিল্যা দ্বাদশ জনা, জুখিয়া লইল সোণা,
গড়ে তারা সুবর্ণ-পিঞ্জর
আপন ইচ্ছায় গড়ে, আজি কালি করি ভাড়ে
গৌড়ে রহিলা সদাগর॥
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয়-মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয় নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥
শুক্রবারের নিশা-পালা সমাপ্ত।

গৌড়েতে রহিল সাধু, মন্দিরে লহনা বধূ,
খুল্লনার করয়ে পালন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিয়া বন্ধ,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

শনিবারের দিবা-পালা আরম্ভ

সপত্নী-প্রেম।

সাধু গেলা গৌড়-পথে, লহনার ধরি হাথে,
খুল্লনা করিয়া সমর্পণ।
স্বামীর বচন সত্য, জননী-সমান নিত্য,
নিতি নিতি করেন পালন॥
যখন ছয় দণ্ড বেলা, কুঙ্কুমে তুলিয়া মলা,
নারায়ণ-তৈল দিয়া গায়।
হইয়া প্রাণের সখী, শিরে দিয়া আমলকী,
তোলা জলে সিনান করায়॥
আপনি লহনা নারী, ঢালয়ে অঙ্গেতে বারি,
পরিবারে যোগায় বসন।
করেতে চিরুণি ধরি, কেশের মার্জ্জন করি,
অঙ্গে দেয় ভূষণ চন্দন॥
যবে বেলা দণ্ড দশ, হেম-থালে ছয় রস,
সহিত যোগায় অন্ন পান।
ভুঞ্জয়ে খুল্লনা নারী, কাছে রাখে হেম-ঝারী,
লহনার খুল্লনা-পরাণ
ওদন পায়স পীঠা, দশ ব্যঞ্জন মিঠা,
অবশেষে ক্ষীরখণ্ড কলা।
পরশে লহনা নারী, গায়ে, দেখ ঘর্ম্মবারি,
পাখা ধরি বিয়নে দুর্ব্বলা॥
অন্ন খায় লজ্জা ক'রে, যদি বা খুল্লনা নারী,
লহনা মাথার দেই কিরা।
দু-সতীনে প্রেমবন্ধ, দেখিয়া লাগয়ে ধন্ধ,
সুবর্ণে জড়িত যেন হীরা॥
ভোজন করিয়া নারী, আচমন করে ফিরি,
জল আনি যোগায় দুর্ব্বলা।
খট্টায় পাড়িয়া তুলী, টাঙ্গায় মশারি জালি,
শয়ন করিল শশিকলা॥
কর্পূরবাসিত গুয়া, তাম্বূল যোগায় ছুয়া,
সুগন্ধি-চন্দন দেয় গায়।
সুগন্ধি-মালতী ফুল, ফিরে যাহে অলিকুল,
মালাকার আনিয়া যোগায়॥
বিকালে ব্যঞ্জন দশ, পরিষ্টে টাবার রস,
ভোজন করেন কলাবতী।

কর্পূর তাম্বুল খায়্যা, দু-সতীনে থাকে শুয়্যা,
একত্রে শয়ন দিবা রাতি ॥
প্রেমবন্ধ দু-সতীনে, দেখিয়া দুর্ব্বলা মনে,
সাত পাঁচ ভাবে দুঃখ-মতি।
করিয়া চণ্ডিকা ধ্যান শ্রীকবিকঙ্কণ গান,
দামিন্যায় যাহার বসতি ॥

দুর্ব্বলাদাসীর চিন্তা।

দু-সতীনে প্রেমবন্ধ দেখিয়া দুর্ব্বলা।
হৃদয়ে লাগিল দাসীর কপটজ্বালা ॥
লহনা খুল্লনা যদি থাকে এক মেলি।
পাইট করি মরিব দু-জনে দিব গালি ॥
যেই ঘরে দু সতিনে না হয় কন্দলী।
সেই ঘরে দাসী বৈসে বড়ই পাগলী ॥
একের করিতে নিন্দা যাব অন্য স্থান।
সে ধনী বাসিবে মোরে প্রাণের সমান ॥
এমন বিচার দাসী করি মনে মনে।
দণ্ডমাত্রে গেলা লহনার বিদ্যমানে ॥
করেতে চিরুণি রামা আঁচড়ায় কেশ।
লহনাকে দুর্ব্বলা শিখায় উপদেশ ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

লহনার প্রতি দুর্ব্বলার উপদেশ।

ভূপালী-রাগ।

শুনহ শুনহ হের লহনা বেণ্যানি।
আপনি করিলে নাশ আপনা আপনি ॥
শিশুমতি ঠাকুরাণী নাহি যান পাপ।
দুগ্ধ দিয়া কি কারণে পোষ কাল সাপ ॥
নানা উপহার দিয়া পোষহ সতিনী।
আপনার কর্ম্ম-নাশ করিলে আপনি ॥
সাপিনী বাঘিনী সতা পোষ নাহি মানে।
অবশেষে ওই তোর বধিবে পরাণে ॥
খুল্লনার রূপ দেখি সাধু হবে ভোর।
ওই ছাড়াইবে তোমার স্বামীর কোল ॥
কলাপি-কলাপ জিনি খুল্লনার কেশ।
অর্দ্ধপাকা কেশে তোমার কি করিবে বেশ ॥
খুল্লনার মুখ-শশী করে ঢল ঢল।
মাছিতায় মলিন তোমার গণ্ডস্থল ॥
কদম্ব-কোরক জিনি খুল্লনার স্তন।
তোমার লম্বিত স্তন দোলায় পবন ॥
ক্ষীণমধ্যা খুল্লনা যেমত মধুকরী।
যৌবনবিহীনা তুমি হ'লে ঘটোদরী ॥
আসিবেন সাধু গৌড়ে থাকি কথো দিন।
খুল্লনার রূপে হবে কামের অধীন ॥
অধিকারী হবে তুমি রন্ধনের ধামে।
মোর কথা স্মরণ করিবে পরিণামে ॥
নেউটিয়া আইসে ধন সুত বন্ধুজন।
না নেউটে পুনরপি জীবন যৌবন ॥
দুর্ব্বলার বচনে লহনার অভিমান।
কাণে সোণা দিয়া তার সাধিল সম্মান ॥
যত উপদেশ কৈলে জীবন-উপায়।
তোমা বিনে ইথে মোর কে আছে সহায় ॥
আমার লাগুক কড়ি তোমার হউক যশ।
ঔষধ সাধিয়া মোর স্বামী কর বশ ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

লীলাবতীর নিকট দুর্ব্বলার গমন।

তোমা বিনে প্রিয় মোর কেবা আছে আর।
বিপদ্ সাগরে দুয়া হও কর্ণধার ॥
আছে মোর সই ব্রাহ্মণী লীলাবতী।
তার ঠাঁই দুয়া তুমি যাও শীঘ্রগতি ॥
লহনার বাক্যে চলে চেড়ী ত দুর্ব্বলা।
ভেট লয়্যা যায় দাসী পাঁচ কাঁদি কলা ॥
পাঁচ ভার চা'ল নিল দুই ভার বড়ী।
শতেক কাহণ নিল বাছা বেচি কড়ি ॥
ভার দুই খণ্ড নিল দধি পাঁচ ভার।
পাঁচ বিড়ী পাণ নিল দেখিতে অপার ॥
গো-ছোট করিয়া পরে বীর হাথ তুলি।
দুর্ব্বলা চলিল যেন কুঞ্জর-গামিনী ॥

সুবর্ণে রচিত নিল অঙ্গুলি-পাশুলি।
হীরায় জড়িত নিল কনক বউলি॥
পাহা দুই গুয়া নিল আপনার তরে।
একবারে দুই গালে গুবাক লয়্যা পুরে॥
আগে পাছে ভারী যায় মধ্যেতে দুর্ব্বলা।
পথে কতকগুলা নিল চম্পকের মালা॥
ধীরে ধীরে চলি যায় দিয়া বাহু নাড়া।
বামদিকে এড়াইল কায়স্থের পাড়া॥
প্রবেশে বামন পাড়া দুর্গা হরষিত।
দাঁড়য়া লীলার ঘরে হৈল উপনীত॥
লীলাঠাকুরাণী বলি ডাক দিল চেড়ী।
দুর্ব্বলার ডাকে লীলা আইসে রড়ারড়ী॥
ভেট দিয়া দুর্গা তারে নমস্কার করে।
আশিষ করিল লীলা দুর্গা পায়ে ধরে॥
জিজ্ঞাসা করেন তারে সইয়ের বারতা।
অনেক দিবস দুর্গা নাহি আইস এথা॥
দুর্ব্বলা কহিল তারে সব বিবরণ।
তোমা সনে আছে তার বিরল-কথন॥
দুর্ব্বলার বাক্যে লীলা করিল গমন।
সইয়ের মন্দিরে গিয়া দিল দরশন॥
দুই সইয়ে কোলাকোলি দোঁহে আলিঙ্গন।
লহনা করিল তার চরণ বন্দন॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া দিল বসিতে আসন।
কর্পূর তাম্বূল দিল নানা আয়োজন॥
লীলাবতী কহে তারে কুশল জিজ্ঞাসন
অভয়া মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ।

লহনা-লীলাবতী-সংবাদ

কহিব কি আর, কুশল বিচার,
কহিতে বিদরে বুক।
ঘরে নাহি পতি, সতার উন্নতি,
দুখের উপরে দুখ॥
প্রভু নাহি ঘরে, প্রাণ কেমন করে,
কি মোর ধর্ম্ম করণে।
রাত্রি দিন গুণি, মোর গুণমণি,
রহিলা কিবা কারণে॥
গড়িতে পিঞ্জর, গেল সদাগর,
তথা রৈল চিরকালে।
নাহি শুনি কথা, কুশল-বারতা,
কি মোর আছে কপালে॥
ধিক্ সাধু লাল, দুঃখে গেল কাল,
যৌবন বিফল ভাবে।
হাস পরিহাস, করে যায় মাস,
পতি মুখ-মধু পিয়ে॥
হইয়া আকুলী, কত দিছে তুলি,
পাসর বিরহ দুখে।
যুবতী দারুণী, নিশাচর গুণি,
এক সাধ নাহি কৈ প্রাণে॥
নারীর যৌবন, কেবল আধন,
যেমন জলের ফোঁটা।
দুষ্ট কামশর, করে জর জর,
দিনে দিনে হয় টুটা॥
দিনে থাকি ভাল, রাত্রি হয় কাল,
দুঃসহ বিরহ ব্যথা।
এরূপ যৌবনে, দারুণ সতীনে,
ওই সনে মন কথা॥
তুমি দেহ মন, আন গুণিজন,
যে প্রভু আনিতে পারে।
দুখিয়া আপনা, তারে দিব সোণা,
প্রাণদান দেহ মোরে॥
আইল কিরূপে, আমার ভবনে,
পাপিনী এই সতিনী।
বিষম আরতি, দিল নরপতি,
গৃহ ছাড়ে গুণমণি॥
লহনার বাণী শুনিয়া ব্রাহ্মণী,
হাসিয়া কহেন কথা।
পাঁচালী প্রবন্ধ, গাইল মুকুন্দ,
অম্বিকা-মঙ্গল গাথা॥

লীলাবতীর প্রবোধ-বাক্য।

কেন গো লহনা, হয়েচ বিমনা,
দেখিয়া এক সতিনী।
এ ছয় সাতিনী, মনে নাহি গণি,
সাবাসি মোর পরাণী॥

ফুলিয়া নগর, মোর বাপ ঘর,
বাপেরা ফুলে মুখটি।
নারায়ণ-সুত, ভুবনে বিদিত,
মহাকুল বন্দ্যঘাটি ॥
বিদ্যা-কুল-যুত, ভুবনে পুজিত,
দেখিয়া রূপ যৌবনে।
নাহি করি দয়া, বাপে দিল বিয়া,
দারুণ ছয় সতীনে ॥
অল্প বয়েস, আমার প্রবেশ,
ছয় সতীনের ঘরে
শাশুড়ি ননদী, ঔষধে ত বান্ধি,
আমার বচন ধরে ॥
ঔষধের গুণে, স্বামী বোল শুনে,
যেন পিঞ্জরের শুয়া।
নিদ্রা গেলে আমি, চিয়াইয়া স্বামী,
মুখে তুলি দেই গুয়া ॥
ঔষধের বশে, প্রকার বিশেষে,
স্বামী ধুলা ঝাড়ে মুখে।
গেলে পিতৃ বাস, করে উপবাস,
যাবত মোরে না দেখে ॥
শুনি মধুমতী, লীলার ভারতী,
ঔষধ মাঙ্গে লহনা।
ব্রাহ্মণী সহাস, করিল আশ্বাস,
মুকুন্দ করিল রচনা ॥

লীলাবতীর ঔষধব্যবস্থা।

মোর বোলে লহনা কর্‌হ অবধান।
ঔষধ করিয়া তোর সাধিব সম্মান ॥
পত্রিকার কলাগাছ রোপিবে অঙ্গনে।
ঘৃতের প্রদীপ তায় দিবে প্রতি দিনে ॥
নিরামিষ অন্ন খাবে তার পত্র পাড়ি।
সাধু হবে কিঙ্কর খুল্লনা হবে চেড়ী ॥
শ্মশানের ক্ষীরা আর কবর বিছাতী।
বসনত্যজিয়া আনিবে শেষ রাতি ॥
ইহা বাটি দিবে সাধু খুল্লনা বসনে।
যেন খুল্লনা পড়ে সাধুর বিষ নয়নে ॥
চুণ পাণ খয়েরে করিহ তার ক্ষায়।
কাল গোক্ষুর গাঁজ আন্য ঔষধের সার ॥
দুর্গার মুখের আনিহ হরিতাল।
উপরাগ সময়ে আনিবে ধোড়া জাল ॥
দুই বস্তু কপালে ধরিত সাবধানে।
সোহাগ বাড়িবে তোর দুর্গার সমানে ॥
আনিবে আঠুলি কীট-ফণিফণা হৈতে।
তাবিজ গড়াইআ রাখিবে বাম হাথে ॥
বসুদেব-সুতা দেবী কৃষ্ণের ভগিনী।
দ্রৌপদীর হইল যবে প্রবল সতিনী ॥
ইহা ধরি দ্রৌপদী বশ কৈল নাথ।
পতি ছাড়ি গেল ভদ্রা যথা জগন্নাথ ॥
যতনে আনিবে জোড়া অশ্বত্থের দল।
দুর্গার প্রদীপ-তৈলে পাড়িবে কাজল ॥
লোচনে অঞ্জন দিয়া চাহিবে একবার।
সাধুকে করিয়া দিব যেন কণ্ঠহার ॥
গাড়রের গালের গুয়া বকুলের পাত।
পিরীতি করিয়া দিব তোর প্রাণনাথ ॥
এক ছত্রি গাছ আন হাই আমলাতী।
শনি মঙ্গলবারে জাগাইবে নিশারাতি ॥
কাওরের কামিকে মুখে বাটিহ প্রভাতে।
ললাটে তিলক দিলে প্রীত নাদা মতে ॥
ত্রিশূল্যার পত্রেতে পাড়িয়া আন কালি।
কালিয়া বিড়াল আনি দ্বারে দিহ বলি ॥
যতন করিয়া আন শুশুকের তেলে।
ঘৃতের প্রদীপ জ্বালি ভুঞ্জ কুতূহলে ॥
শূকর শকুনীর হাড় আনিহ যতনে।
আই বড় চুলের পানি তাঁহিষ হাড়ির কোণে ॥
ভুজঙ্গের ছাল আর নকুলের মুণ্ড।
কেশরী স্মরণ ক'রে আন গজ-মুণ্ড ॥
পত্রিকা ভাসায়া আন্য হরিদ্রার মূল।
যতনে আনিবে শ্মশানের তিলফুল ॥
ইহা করি সত্যভামা বশ কৈল নাথ।
যার প্রেমে গোবিন্দ আনিল পারিজাত ॥
লহনা ঔষধ করে লীলার সংহতি।
সতিনীরে বঞ্চিয়া ভুঞ্জিবে নিজ পতি ॥
ছিনা জোক আর শ্বেতকাকের শোণিত।
লয়া কুক্কুর মারি আন তার পিত্ত ॥

কচ্ছপের নখ আন কুম্ভীরের দাঁত।
কোঠরের পেঁচা আন গোধিকার আঁত॥
বাদুড়ের পাখা আন শজারুর কাঁটা।
তে-মাথায় পোড়ায়ে ললাটে দিহ ফোঁটা॥
শঙ্খের মুখুটী জঠী মুষিকের মুণ্ড।
ঢোমা গারড়ের শিং চাতকের তুণ্ড॥
দিগম্বরী হইয়া কাণ্ডরি মুখে বাটে।
অলক্ষিতে পায় স্বামী শয়নের খাটে॥
মালীর মালঞ্চে ফুল আনিবে গুলাল।
শিরীষ কুসুম কুন্দ পদ্মের মৃণাল॥
পঞ্চ ফুল সমতুল করিয়া আধান
মন্ত্র পড়ি স্বামীরে হানিবে পঞ্চ বাণ॥
পঞ্চ পতি এক নারী দ্রুপদ-নন্দিনী।
ইহাতে বঞ্চিত কৈল সকল সতিনী॥
স্বামীর সন্তোষ চান্দ রাখিবে যতনে।
বাঘ-তেল সনে রামা মাখিবে বদনে।
ঔষধ-প্রসঙ্গে মুকুন্দ বিশারদ।
বুড়াকে না করে গুণ মোহন ঔষধ॥

লহনার প্রতি লীলাবতীর উপদেশ।

শুনহ লহনা উপদেশ মোর।
যদি হবে স্বামীর চিত্ত-চোর॥
হাসিয়া পরশে অলবণ রান্ধে।
তথাপি স্বামীরে চিত্তে বান্ধে॥
কান্দিয়া পরশে কর্পূর চিনি।
নিম সম তিত নবযৌবনী॥
পতি-ভক্তি বিনে নবযৌবন।
দুঃখ হেতু যেন কৃপণের ধন॥
মুখরা যদ্যপি যৌবনবতী।
রূপ নিন্দে তারে ভারতী রতি॥
সুপুরুষ তারে না করে কেলি।
শিমুল কুসুমে না বৈসে অলি॥
কালিয়া কস্তূরী সুগন্ধের রাজা।
রূপ থাকিতে আগে গুণের পূজা॥
প্রিয়বাণী পতির রসিক মন।
কাল কোকিলা বিহরে যেমন॥
অপ্রিয়বাদিনী যৌবন ধন্ধ।
ভ্রমরে না রুচে কেতকী গন্ধ॥
নিজ অনুভব করহ সাখ।
কোকিলের রবে কে হে সুখী॥
প্রিয়বাণী সহ যৌবন রূপ।
পতি-মন-মৃগ যেমন কূপ॥
সংক্ষেপে সাখ কহিলুঁ সকল।
মুখে বৈসে মন্দ হৃদে গরল॥
কু-বাণী পতির মন উচাটন।
স্বাদু ভাষ গান কবিকঙ্কণ॥

লীলার প্রতি লহনার বিনয়।

সৈ হে না জানিয়া বিনয় বচন॥
ঘরে স্বতন্তরা আমি, অধীন আমার স্বামী,
সেবে নিতি আমার শাসন॥
দেখিয়া স্বামীর দোষ, করিতাম অভিরোষ,
শিরে পিড়ি করিয়া প্রহার।
বিনয় বচন বিনে, উপায় চিন্তহ মনে,
আমার দুঃখের প্রতিকার॥
পূর্ব্বে জানিতাম আমি, অধীন আমার স্বামী,
স্বর-জোরে পোহাব রজনী।
না জানি দৈবের মায়া, আগ্নে কোন পথ দিয়া,
নারিকেলে সান্ধাইল পানী॥
পূর্ব্বে জানিতাম যদি, প্রমাদ পাড়িবে বিধি,
করিতাম প্রকার প্রবন্ধ।
শুন গো শুন গো সহি, লোচনে দংশিলে অহি,
কোন ঘায়ে বান্ধিব তাগা সন্ধ॥
প্রিয় বাহু দৃঢ় পাশে, বান্ধিয়া ছিলাম বাসে,
তাথ হৈল দোষের বন্ধনে।
আমার দিবস মন্দ, লিখন পূর্ব্বের বন্ধ,
বান্ধা বোঝা যেন সই মনে॥
চির দিনে দোঁহে দেখা, কত দুঃখ দিব লেখা,
রাখ মোর পূর্ব্বের সম্মান।
কৃপা কর ঠাকুরাণি, করহ ঔষধ পানী,
চরণ-কমলে দেহ স্থান॥

ডাকিয়া লহনা কান্দে, কেশ পাশ নাহি বান্ধে,
আশ্বাস করিল লীলাবতী।
চণ্ডীর আদেশ পান, শ্রীকবিকঙ্কণ গান,
দামিন্যায় যাঁহার বসতি॥

লহনার আক্ষেপ।

জীবন যৌবনে বড়ই পিরিত।
আদ্যের অঙ্কুরে দুই জনে মিত॥
এই বড় দুঃখ রহিল মনে।
না গেল জীবন যৌবন সনে॥
যৌবন যদ্যপি কৈল পয়াণ।
তা সনে না গেল নিঠুর পরাণ॥
অপমানে প্রাণ রহে অকারণে।
শ্রীকবিকঙ্কণ কবিত্ব ভণে॥

লীলাবতীর পত্র লিখন।

ঔষধ প্রবন্ধ কিছু না লাগিল মনে।
ভিতর মহলে যেয়ে বসে দুই জনে॥
খুল্লনার রূপ-নাশে চিন্তিল উপায়।
উপভোগ দূর কৈলে রূপ নাশ যায়॥
দুই জনে এক স্থানে করিয়া যুকতি।
কপট প্রবন্ধে পত্র লেখে লীলাবতী॥
স্বস্তি আগে লিখিয়া লিখিল ধনপতি।
অশেষ মঙ্গলধাম লহনা যুবতী॥
তোরে আশীর্ব্বাদ দিয়ে পরম পিরিতি।
আমার বচনে তুমি কর অবগতি॥
মোর সমাচার দূত-বচনে শুনিবে।
আপন কুশল দিয়ে লিখিয়া পাঠাইবে॥
কুক্ষণে পাইলুঁ আমি রাজার আরতি।
গৌড়ে অনেক দিন হবে মোর স্থিতি॥
নিজ বার্ত্তা দিয়া কর দুঃখ-নিবারণ।
পিঞ্জরে তরে কিছু পাঠাবে কাঞ্চন॥
খুল্লনার নিবে তুমি অষ্ট আভরণ।
নিয়োজিত কর তারে ছাগল অবেক্ষণ॥
পরিবারে দিবে খুঞা উড়িতে খোসলা।
শয়নের স্থান তারে দিহ ঢেঁকিশালা॥

তোরে বলি প্রিয়ে মোর রাখিহ আদেশ।
সত্য না পালিলে তোর মুণ্ডাইব কেশ॥
অবশ্য অবশ্য করি লিখিলেন পাঁতি।
শ্রীমুখ খাম করি করিলেন ইতি॥
সই সনে এমতি রামা করিয়া বিচার।
হস্তে পত্র লহনার চক্ষে জল-ধার॥
খুল্লনা করিয়া কোলে কান্দেন কপটে।
কেমনে তরিবে বলি বিষম সঙ্কটে॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

লহনা ও খুল্লনার উক্তি-প্রত্যুক্তি

মল্লার রাগ।

প্রভুর পত্রের তুমি শুনহ ব্যাভার।
ইথে তোর ঠাঞি কেবা পাইবে নিস্তার॥
বিনা দোষে করিলেক সম্মান দূর।
কোন দিবসে তোর গর্ব্ব করে চুর॥
লহনার বোলে ত খুল্লনা পড়ে পাতি।
হাসেন খুল্লনা ছন্দ দেখি ভিনু জাতি॥
বলে দিদি ইথে আমি না করি তরাস।
কেবা পত্র লিখে মোরে করে উপহাস॥
শুন দিদি সাধুর অক্ষর ভিনু-ছন্দ।
কেবা পাতি লিখে মোরে করিয়া প্রবন্ধ॥
লহনা তোর প্রভুর বোলে লাগয়ে আন।
তোরে কেবা করে অলপ গেয়ান॥
শতেক সেবক আছয়ে পাশে।
কে লিখিল পাতি তার আদেশে॥
খুল্লনা—প্রভুর সঙ্গে শতেক নফর।
পত্র লয়্যা কেহ আসিত ঘর॥
লহনা—পিঞ্জর গড়াতে মন আঁটে সোণা।
তাহা লয়্যা ঝাটে গেল তিন জনা॥
বিলম্ব না কৈল একটী দিনে।
তখন আছিলে পাশার খেলে॥
প্রভুর শাসন আইল পাতি।
বনে রাখ ছেলি পর খুঞা ধুতি॥
খুল্লনা—মাথায় মুকুট আল্যাম বাসে।
কভু নাঞি বসি প্রভুর পাশে॥

কোন্ দোষ দেখ্যা আমার পতি।
কেন দিব মোরে লঘু আরতি॥
আমারে দেখাও গৃহিণীপণা।
আপনা চিনিঞা থাক লহনা॥
লহনা—তুই অলক্ষিনী রাক্ষসগণী।
কোন পাপ-ফলে আলি দারুণী॥
বিক্রম ভূপতি করিল আদেশ।
পিঞ্জর গড় ইতে পাঁজর শেষ॥
ঐ পাকে হলি ছেলির রাখাল।
আমায় কেন দোষ, দোষহ কপাল॥
তুমি আমি দোঁহে সাধুর নারী।
সাধু বিনে হয় দুঁহার গারি॥
ধন-লোভে তুমি সাধুর দারা।
আমি বটি তোর চেড়ীর পারা॥
খুল্লনা—হ্যাদে বাঁজি তুই মোরে না ঘাঁটা।
গৌরবে দে মোরে গারির বাটা॥
লহনা—অলিক বলিস্ ছোট সতিনী হয়্যা।
শুনিস্ দুবলা রয়্যাছি সয়্যা॥
কালি আল্য চেড়ী মাথা মউড়ী।
মোর সনে আজ্ করে হুড়াহুড়ী॥
ঝঙ্কন কঙ্কণ দুহে বাহু নাড়া।
শুনিঞা ধাইল বাণ্যার পাড়া॥
ইথে খুল্লনার দৈবের পাকে।
বাজিল বড় সতিনী মুখে॥
লহনা হইল আগুন-কণা।
দুই গালে মারে চড় ঠোকনা॥
লহনা কোপেতে আগুন জ্বলে॥
লভা সাক্ষী কর্যা ধরিল চুলে॥
কেশাকেশী দুই সতিনী ফেরে।
দুর্বলা প্রবোধ করিতে নারে॥
কেবা বলে ছোট সতিনী কাটা।
এই মুখে চাহ গারির বাটা॥
লহনার বোলে সভে আল্য ধায়্যা।
উচিত না বলে দু চোখ খায়্যা।
কটু বোলে সভে চালল বাসে।
কন্দল-প্রবন্ধ মুকুন্দ ভাষে॥

লহনার ও খুল্লনার কলহ।

মালঝাঁপ।

মল্লা যেন কোন্দলে যুঝে দুপদীর।

বিদেশে সদাগর, পাইয় শূন্য ঘর,
লাজ ভয় হইল হীন॥
বড় বড়ী প্রবলা, ছোট জন একলা,
কলহ হইল সেই দিন
চক্ষে চক্ষে চাহিয়া, রোষযুত হইয়া,
খুল্লনা হৈল বলাধীন॥
চরণ থর থর, আবেশে থর থর,
কর্ণেতে দোলমান সোণা।
করিয়া মহাক্রোধ, না মানে উপরোধ,
খুল্লনা মারিল টোনা।
মূর্চ্ছাগত হৈয়া, ভূতলে পড়িয়া,
দেখয়ে সরিষার ফুলে।
সম্বিত পাইয়া, উঠি কাঁপিয়া,
দুহাঁরে ধরিল চুলে॥
চট চট চাপড়, ছিণ্ডিলেক কাপড়,
বেগে মারিল কঙ্কণ।
দোঁহে করে ধূম, কিলের গুম্ গুম্,
মেঘ যেন শিলা বরিষণ
কিঙ্কিণী কন কন, বাজয়ে ঝন ঝন,
ধ্বন বাজে সদাগর বাসে।
দেখি হুড়াহুড়ী, বড় ঘরের বহুড়ি,
নারীগণ পলায়ে ত্রাসে।
পায় পায় জড়ায়ে, করে কর ধরিয়ে,
ক্ষিতি-তলে ত পড়িয়া।
দোঁহার অলঙ্কার, ঝন ঝন ঝঙ্কার,
শবদে তরতর হইয়া॥
খুল্লনার বিধবাম, দুজনার সংগ্রাম,
লহনার হইল জয়।
যৌবনে টল টল, হাসয়ে খল খল,
শ্রী বিকঙ্কণে কয়॥ *

*একখানি হস্তালিখিত পুস্তকের পরিবর্ত্তিত পাঠ
কেশে ধরি কিল লাথি মারে তার পিঠে।

দুর্ব্বলার নিকট খুল্লনার প্রার্থনা।

হইয়া অচেতনা, কান্দয়ে খুল্লনা,
ধরিয়া দুর্ব্বলার পায়।
দশনে তৃণ ধরি, মিনতি তোরে করি,
বারতা দেহ মোর মায়॥
হামহুঁ দুঃখমতি, ঘরে নাহিক পতি,
নিকটে নাহি বন্ধুজন
পাইয়া শূন্য ঘরে, লহনা খুন করে,
দুর্ব্বলা রাখহ জীবন॥
অনাথ দেখিয়া, মোরে করো দয়া,
চলহ ইছানি নগরে।
প্রাণের দুর্ব্বলা, যদি করো হেলা,
মোহর বধ লাগে তোরে॥
বলিবে মোর মায়, বিশেষ কয়্যা তাঁয়,
খুল্লনা মরিল মারণে।
খুল্লনা ঝিয়ে বধি, পাইলে কত নিধি,
থাকহ পরম কল্যাণে॥
কহিও মোর বাপে, শেষ পরিতাপে,
আনলে ফেলিলে খুল্লনা।
দারুণ সতিনী, ভুখিল বাঘিনী,
কেবল যমের যন্ত্রণা॥
খুল্লনা-দুঃখ বাণী দুর্ব্বলা মনে গুণি,
কান্দিয়া করে নিবেদন।
দিলেন অনুমতি, ব্রাহ্মণ ভূপতি,
শ্রীকবিকঙ্কণে গান॥

জ্যৈষ্ঠ মাসে গোয়ালা গোহালি যেন পিটে॥
কাতর খুল্লনা দেয় সাধুর দোহাই।
আকুল দেখিয়া লহনার দয়া নাই॥
বলে নিল শিরোমণি কর্ণের কনক।
ললাটিকা সিঁথী নিল গলার পদক॥
নাকের বেসর নিল পায়ের পাশুলি।
অঙ্গদ কঙ্কণ নিল দিয়া গালি গালি॥
খুঞা পরাইয়া পাট সাড়ী কৈল দূর
বলেতে কাড়িয়া নিল মণি কর্ণপুর॥
লইল কাড়িয়া শঙ্খ হেমময় চুড়ি।
শতেশ্বরী হার নিল কলধৌত চুড়॥
আভরণ লয়্যা কৈল শুধু দুই হাথ।
বাম হাতে লোহা মাত্র রাখিল আয়্যাত॥
হাথে গলে দাড়ি দিয়া করিল বন্ধন।
তৃষ্ণায় আকুল রামা করয়ে ক্রন্দন॥
ধাইয়া দুর্ব্বলা যায় হাতে লয়্যা ঝারী
সানুকম্প হয়্যা তার মুখে দিল বারি॥
দুর্ব্বলারে বলে রামা বিনয় বচন।
রক্ষা কর দুর্ব্বলা তুমি আমার জীবন॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

খুল্লনার ছাগ-রক্ষণে স্বীকার

উপদেশ কহি আমি শুন গো যুবতি।
আমার বচনে তুমি কর অবগতি॥
সদাগর নাহি ঘরে লহনা মুখরা।
নিরন্তর করিয়া তোরে হেল স্বতন্তরা॥
সর্ব্বত অংশে তোরা সাধুর গৃহিণী
তাহে অন্য ভাব নহে দুহতা বহিণী।
কোন্ দোষে তোমার করিল অপমান।
দোষ দেখি মোর যদি কাটে নাক কাণ॥
তৎকাল বারতা আমি দিতে নাহি পারি।
ছাগল-রক্ষণ কর দিন দুই চারি॥
নাহি শুন রামা রামায়ণের ইতিহাস।
রামের বচনে সীতা গেলা বনবাস॥
আন ছলে গিয়া আমি কহিব বারতা।
যত্ন করি তোমা যেন লয়ে যান পিতা॥
এমত শুনিয়া বাম দুর্ব্বার সারণী
ছাগল-রক্ষণ হেতু দিল অনুমতি॥
চণ্ডিকার চরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান নৌতুন সঙ্গীত॥

খুল্লনাকে ছাগ-প্রদান ।

লহনার বরাবরি, গেলেন খুল্লনা নারী,
সাধুকে খুল্লনা দেই গালি ।
পাট পড়শী দেখে, লীলা ঠাকুরাণী লেখে,
দুর্ব্বলা ধরিয়া আনে ছেলি ॥
শ্যামলী বিমলী ধলী, ধূলীচাহা উষমলী,
সুরা পিঙ্গলা কলাবতী
কমলা বিমলা মায়া, চোঙরী বিমলী জায়া,
আধ নাক ভাঙ্গা শৃঙ্গবতী ।
আগুয়ানি পাড়ুড়ি, কাটবরী সুরিয়া-কড়ি,
ছানি-চথী ভাঙ্গা-দাঁতী বকী ।
গগনা খাউড়ি ডালী, লিখিল আঠার থালী,
শাঙলী নিমলী চাঁদমুখী ॥
পাখরি পণ্ডিত টাঙ্গি, ডাঙ্গী ভাসিখতা বঙ্গী,
কালি-বুচ মহি-মঙ্গলী ।
সুন্দরী সুন্দ জয়া, ধবলী সাঙুলী মায়া,
ধলী-খাটী জুঝার পাঙ্গুলী ।
চাউড়ি খাউড়ি বাণী, ড়ুম বনিউতকাণী,
সাহানী পাপানী মুঠা-লেজী ।
বাঙ্গালি নির্ম্মল-গতি, সোণা রূপা হীরামতি,
হরিণী নেমানী বুড়া-গাঁঝি ॥
সর্ব্বশী নেউলী কালী, চমানী বড়নী মালী,
সর্ব্বাণী কপিলা কাল-মুখী ।
চন্দনী চামরী রঙ্গী, ঝুঁগালি কাঙ্গালী শঙ্খী,
সুকুতি সুন্দরী ম্লান-মুখী
লিখিল তেত্রিশ ছা, বোকা তার কুড়িটা,
সাতটা লিখিল বীজ বোকা ।
কাজলার উভশৃঙ্গা, আতাপা জুঝার রঙ্গা,
মদ নরা কাল ধল থাকা ॥
চেড়ীকে লহনা কয়, যদি বা বদল হয়,
দাগ দেহ সবাকার পায় ।
ইথে যদি কেহ মরে, আনিয়া দেখাবে মোরে,
তবে খুল্লনার নাহি দায় ॥
দুলাল সিংহের সুতা, দনা দেবী পাটমাতা,
কুলে শীলে গুণে অবদাত ॥
তার সুত নৃপবর, করিল বহুত বর,
বৈরি শঙ্ক দেব রঘুনাথ ॥
আরড়া উচিত ভূমি, পুরুষে পুরুষে স্বামী,
সেবনে গোপাল কামেশ্বর ।
দ্বিগুণ করিয়া আশে, নৃপতির অভিলাষে,
রচিল মুকুন্দ কবিবর ॥

খুল্লনার ছাগ-চরণ ।

খুল্লনারে দুর্ব্বলা তুলিল হাথে ধরি ।
সারিয়া পরিল খুঞা খুল্লনা সুন্দরী ॥
সান্ত্বনা করিয়া দুয়া গায়ের ঝাড়ে ধূলি ।
দুর্ব্বলা বন্ধন করে দৃঢ় করি চুলি ॥
ধীরে ধীরে যায় রামা লইয়া ছাগল ।
লাঠি হাথে পাত মাথে যেমন পাগল ॥
নানা শস্য দেখিয়া চৌদিগে ধায় ছেলি ।
দেখিয়া কৃষাণ সব দেই গালাগালি ॥
শিরীষ-কুসুম-তনু অতি অনুপাম ।
বসন ভিজিয়া তার গায়ে বহে ঘাম ॥
উজানীর নিকটে অজয় নদীখান ।
কোলেতে করিয়া রামা ছেলি করে পার ॥
প্রবেশ করিল ছেলি গহন কানন ।
কেন্দো ডাকায় রামা দিল দরশন ॥
চোরা ছাগল সব চারি দিগে ধায় ।
ভুকিল কুশের কাঁটা রক্ত পড়ে পায় ॥
বৃক্ষতলে বসে ছেলি করে অপেক্ষণ ।
লহনা লইয়া কিছু শুনহ বচন ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

দুর্ব্বলার ইছানি-গমন

দুর্ব্বলার হাথে ধরি বলেন লহনা ।
মন দিয়া তুয়া মোর পুরাহ কামনা ॥
ঔষধ করিয়া মোর সাধহ সন্মান ।
সাধু সনে করি দেহ একই পরাণ ॥
দুর্ব্বলা বলেন যদি ভূমি দিনা চারি ।
তবে সে ঔষধ আমি করিবারে পারি ॥
উপদেশ ছলে দুয়া করিল বিদায় ।
লক্ষপতি ইছানি নগর মুখে ধায় ॥

প্রভাতে চলিল হৈল দ্বিতীয় প্রহর।
লঘুগতি পাইল গিয়া লক্ষপতির ঘর॥
দুর্ব্বলার সাড়া পায়্যা ধায় রম্ভাবতী।
চরণে ধরিয়া দুয়া কৈল প্রণতি॥
জিজ্ঞাসা করেন তারে ঝিয়ের বারতা।
"অনেক দিবস দুয়া নাহি আইস এথা"॥
খুল্লনারে বিয়া সাধু কৈল পাপক্ষণে।
বিবাহের কালে কেতু আছিল গগনে॥
লগ্নের সকল কথা করিয়া বিচার।
খুল্লনা ছাগল রাখে তার প্রতিকার॥
ছাগল-রক্ষণে যদি তুমি কর বাধ।
তোমার জামাতা লয়্যা পড়িবে প্রমাদ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

রম্ভাবতীর খেদ।

কান্দে কান্দে রম্ভাবতী খুল্লনার মোহে।
বসন ভিজিল তার লোচনের লোহে॥
(স্পন্দন করয়ে মোর ডানি ভুজ আঁখি।
কুৎসিৎ স্বপন আমি দিন চারি দেখি॥
গরল মাহুর দুয়া আনি দেহ দান।
খুল্লনার তাপে আমি ত্যজিব পরাণ॥)
সাজায়্যা কাহারে দিলুঁ কনকের ডালি।
সাধের খুল্লনা ঝিয়ে কেবা দিলে গালি॥
ননীর পুতলী ঝিয়ে আন্ধারের বাতি।
একলা পাইয়া কিবা মারে কিল লাথী॥
বিয়া দিলুঁ সদাগরে দেখিবা সুজন।
ছেলির রক্ষণে তারে করিল যোজন॥
চল রে মরাই পুত্র উদ্দেশ করিতে।
মরাই বলেন দুঃখ নারিব দেখিতে॥
দুর্ব্বলার হাথে ঝিয়ে কৈল সমর্পণ।
বিদায় দিলেন তারে দিয়া নানা ধন॥
উজানীতে যায়্যা দুয়া খুল্লনারে ভাড়ে।
দিন দুই চারি রাহ দুয়া আইস ঘরে॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

খুল্লনার গৃহে আগমন

অজা লয়্যা আইল রামা দিন অবশেষ।
সন্ধ্যা-কালে অজাগণে করায় প্রবেশ॥
দুয়ারে দণ্ডায় রামা বুকে দিয়া হাত।
লহনার আদেশে আনিল কচু পাত॥
ভূমেতে খুল্লনা নারী গর্ত্তে পাড়ে পাত।
পরসিতে লহনা করয়ে পতায়াত॥
পুরাণ খুদের জাউ তাহে আছে কোণ।
সকল ব্যঞ্জনে বাঁঝী নাহি দেয় লোণ॥
রান্ধ্যাছে কলম্বী গীমা পায়্যাতা কাচড়া।
কলায়ের খুদের গুড়া তুলিয়াছে বড়া॥
বাগুণের খারা লাউ কুমড়া ব্যাকলা।
কৈ মাছের পোঁটা মুড়া করিয়াছে মেলা॥
খইলের বেসার দিয়া জ্বাল দিয়াছে দড়।
তৈল লবণ নাহি তায় সন্তলন বড়॥
ডুমুরের ফলে কিছু রান্ধ্যাছে পিণ্ডিরা।
কাঠলীমের ব্যঞ্জনে পুরিয়া দিল শরা॥
মুখে নাহি রুচে রামা চক্ষে পড়ে জল।
কোপেতে লহনা চক্ষু করয়ে পাকল॥
খুল্লনাকে গর্জ্জিয়া লহনা কিছু বলে।
এতেক ব্যঞ্জন দিলুঁ ভাত নাহি চলে॥
হৃদয়ে কপট বড় পাপমতি বাঁঝী।
অবশেষে সরায় পুরিয়া দিল কাঁজি॥
কিছু খায় কিছু ফেলে খুল্লনা সুন্দরী।
তৃণের শয্যায় তার গেল বিভাবরী॥
প্রভাতে ছাগল লয়্যা করিল গমন।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান দুখের ভোজন॥

খুল্লনার বারমাসের খেদ।

প্রভাতে ছাগল লয়্যা চলিল খুল্লনা।
আঁচলে বান্ধিল দুয়া চালু অর্দ্ধ-কোণা॥
ছাট হাতে পাত মাথে ধীরে ধীরে যায়॥
জল আনিবার ছলে দুর্ব্বলা গোড়ায়॥
কহিল দুর্ব্বলা তারে সব বিবরণ।
গিয়াছিলাম তোমার বাপের নিকেতন॥

একত্র আছিলা বসি তোমার মাতা পিতা।
তাহা সভাকার স্থানে কহিলুঁ সব কথা॥
শুনি ভাল মন্দ না বলিল লক্ষপতি।
মৌন করি রহিল জননী রম্ভাবতী॥
বোধিলুঁ তোমার পিতা বড়ই কৃপণ।
দিলেন তোমার তরে কাড়ি চারি পণ॥
এমন শুনিয়া মনে হয়ে নিরাস।
পাতালে প্রবেশি যদি পাই অবকাশ॥
খুল্লনা ছাগল রাখে পাপ জ্যৈষ্ঠ মাসে।
অগ্নি সম অঙ্গ পোড়ে রবির প্রকাশে॥
আষাঢ়ে পূরিত মহী নব মেঘের জল।
ছেলি চরাইতে রামা নাহি পায় স্থল॥
শ্রাবণে বরিষে মেঘ দিবস রজনী।
সিতাসিত দুই পক্ষ কিছু না জানি॥
শরের আড়াতে ছাগ চরায়েন ছাগী।
কোলে করি নালা পার করে দুঃখভাগী॥
ভাদরে চরায় ছেলি ভয়ে নাহি পা।
অঙ্গুলির মাঝেতে পাঁকুই হৈল ঘা॥
ভাদরের জল যেন বাড়য়ে শোক।
দিন তিন চাহলে সহনা দেয় তেল॥
দুঃখে সুখ খুল্লনা শরৎকালে ভাবে।
আশ্বিনে আসিবেন প্রভু শারদা-উৎসবে॥
নিকেতনে প্রাণনাথ কৈল বনবাস।
কার্ত্তিক মাসেতে হৈল হিমের প্রকাশ॥
তুষার শীতল ঋতু হিম চারি মাস।
খুল্লনার শীত ভাঙ্গে রবির প্রকাশ॥
আইল বসন্ত ঋতু পশু ও তপন।
অশোক কিংশুক ফুটে পলাশ কাঞ্চন॥
মধ্যাহ্নে প্রজাগণ শুকায় খেত ধান।
অপরাধ কৈলে লোক করে অপমান॥
উজানী নগর কাছে অজয় নদীর পানী।
খুঞা তুলি পরি, ছেলি করে টানাটানি॥
গহন কাননে রামা দিল দরশন।
বৃক্ষ তলে বসি ছেলি করে অপেক্ষণ।
বনে বনে ছেলি লয়ে ভ্রমণ যুবতী।
অটবী ভ্রমিয়া বুলে কাম-সেনাপতি॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

বসন্তে খুল্লনার খেদ।

বসন্ত রাগ।

সঙ্গে মকর-কেতু, আইল বসন্ত ঋতু,
তরু-লতাগণ পুলকিত।
অজয় নদীর কূলে অশোক তরুর মূলে,
কাম-শরে রামা চমকিত॥
লোহিত পল্লবগণ, রামার হরয়ে মন,
দোষ মনে ভাবয়ে খুল্লনা।
বসন্ত আসিয়া কি বা, অটবী করিল শোভা,
ভালে দিয়া সিন্দুর অর্চ্চনা॥
এক ফুলে মকরন্দ, পান করি সদানন্দ,
ধায় অলি অপর কুসুমে।
যেন,এক ঘরে পেয়ে মান, যথা বাসী ভিন্ন বাস,
অন্য ঘর চলেন সম্ভ্রমে॥
মন্দ মন্দ প্রভঞ্জনে, পড়য়ে কুসুম বনে,
অঞ্জলি পাতিল খুল্লনা।
হইয়া কামের দাস, প্রভু আসিবেন বাস,
ভাবি, করে কামের অর্চ্চনা॥
কোকিল পঞ্চম গায়, অলি মকরন্দ খায়,
মন্দ মন্দ সুগন্ধ পবনে।
তরু-ডালে সারী শুকে, আলিঙ্গন মুখে মুখে,
দেখি রামা আকুল মদনে॥
দেখি মুকুলিত তরু, কাম-শরে রামা ভীরু,
পঞ্জিয়া বলেন সারী-শুকে।
বসন্তের উপাখ্যান, শ্রীকবিকঙ্কণ গান,
রাজা রঘুনাথের কৌতুকে॥

সারী-শুক প্রতি খুল্লনার বিনয়।

সারী শুক তুমি দিলে এতেক যাতনা।
আসি রাজা বিদ্যমান, পিঞ্জরে সাধিতে মান,
অনাদিনী করিলে খুল্লনা॥
গৌড়ে গেলা প্রাণনাথ, ছেলি রাখি খাই ভাত,
পরিতে না মিলে পরিধান।
সতিনী মরণ ডাকে, কেবল তোমার পাকে,
খুল্লনার এত অপমান॥
আমার বধিতে প্রাণ, আসি কি বা এই স্থান,
পিঞ্জরের বিলম্ব দেখিয়া।

হের আইস সারী শুক, ঘুচাহ মনের দুখ,
পউড়ে বারতা দেহ গিয়া॥
শিখিয়া ব্যাধের কলা, করে ধরি সাওনলা,
কাননে এড়ব জাল ফান্দে।
তোমাকে ধরিয়া শুক, ঘুচাব মনের দুঃখ,
একাকিনী সারী যেন কান্দে॥
সারীর খাইয়া মাথা দেহ মোরে দুঃখ গাথা,
তোমাকে লাগবে নারী বধ।
কর কর্ণে অবধান, রাখহ আমার প্রাণ,
যাও তুমি গৌড়-জনপদ॥
আমারে করিয়া দয়া, দুখের বারতা লয়্যা,
দেহ মোর স্বামীরে বারতা।
উড়ি গেল সারী শুক, খুল্লনা ভাবয়ে দুখ,
মকুন্দ রচিল গীত গাথা॥

তরুলতা প্রতি খুল্লনার বাক্য।

মন্দ মন্দ বহে হিম দক্ষিণ-পবন।
অশোক কিংশুকে রামা করে আলিঙ্গন॥
কেতকী ধাতকী ফুটে চম্পক কানন।
কুসুম পরাগে মত্ত হৈল অলিগণ॥
লতায় বেষ্টিত রামা দেখিয়া অশোক।
খুল্লনা বলেন সই তুমি বড় লোক॥
সই সই বলি রামা কোলে কৈল লতা।
স্বরূপে কহ না সই তপ কৈলে কোথা॥
আমা হৈতে তোমার জনম হৈল ভাল।
তোমার সোহাগে বন করি আছে আলো॥
ময়ূরা ময়ূরী ডাকে সুমধুর নাদ।
শুনিয়া খুল্লনার চিত্তে বড়ই বিষাদ॥
এক ফুলে মধু পীয়ে ভ্রমর দম্পতী।
সুমধুর গায় গীত দোঁহে এক মতি॥
বিনয় করিয়া কিছু বলয়ে খুল্লনা।
যুড়িয়া উভয় পাণি করয়ে মামনা॥
অভয়ার চরণে মজু নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

ভ্রমরের প্রতি খুল্লনার বাক্য।

ভ্রমরী ভ্রমর, তোরে যুড়ি কর,
না গায়্যা মধুর গীত।
তোর মৃদু রায়, কাম শরে তায়,
চিত্ত কৈল চমকিত॥
সঙ্গে তোর বধূ, পান কর মধূ,
না জান দুঃখের ওর।
অনাথী দেখিয়া, তোর নাহি দয়া,
চিত্ত হৈল মোর চোর॥
সঙ্গেতে অলিনী, নিবস নলিনী,
না জান বিরহ ব্যথা।
চিত্ত চমকিত, যদি গাও গীত,
খাও ভ্রমরীর মাথা।
স্বপথে বিপথে, পাপ কৈলি পথে,
বিনয়ে মাতয়ে অরি।
করিলুঁ বিনয়, না হৈলে সদয়,
কিসের বিনয় করি॥
তো তুই মাতাল, মোরে হৈলি কাল,
না শুন বিনয় বাণী।
ধুতুরার ফুলে, কত মধু পিলে,
তাহা আমি মনে গুণি॥
ছাড়িয়া সুহৃদ, চলে ষট্‌পদ,
কোকিল সুনাদ পুরে।
বিনয় অর্চ্চনা, করয়ে খুল্লনা,
করযোড় করি শিরে॥
রাজা রঘুনাথ, গুণে অবদাত,
রসিক মাঝে সুজান।
তার সভাসদ, রচি চারুপদ,
শ্রীকবিকঙ্কণ গান॥

কোকিলের প্রতি খুল্লনার বাক্য।

বরাড়ী রাগ

কোকিল হে কত ডাক সুললিত রা।
মধু-স্বরে দিবা নিশি, নিত্য উগারহ বিষ,
বিরহিজনের পোড়ে গা॥

নন্দন-কাননে বাস, সুখে রহ বারমাস,
কামের প্রধান সেনাপতি।
কে তোমারে বলে ভাল ভিতরে বাহিরে কাল,
বধ কৈলে অনাথা যুবতী॥
আর যদি কর রা, মদনের মাথা খা,
বসন্তের শতেক দোহাই।
তোর-রব সম শর, অঙ্গ কৈল জরজর,
অনাথীরে তোর দয়া নাই॥
জাতি অনুরোধে গাও. না চিনিস্ বাপ মাও,
কাল সাপ কালিয়া-বরণ।
সদাগর আছে যথা, কেন নাহি যাও তথা,
এই বনে ডাক অকারণ॥
(আসিয়া বসন্তকালে, বসিয়া রসাল-ডালে,
প্রতিদিন দেহসি যন্ত্রণা।
হেন লয় মোর মনে আসি কিবা এই স্থানে,
পিকরূপী হইল লহনা॥
খাও স্বাদু নানা ফল, উগারহ হলাহল,
ঘোষ বধ করহ কি রীতি।
বায়স তোমারে পোষে পাপ-সহযোগ দোষে,
অনাথীর বধে দেহ মতি॥)
পিক যায় অন্য বন, খুল্লনা অস্থির মন,
চলে রামা অপর কানন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিল বন্ধ,
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ॥

রত্নাবতী-বেশে চণ্ডীর খুল্লনাকে ছলনা।

প্রচণ্ড তপনে রামার গায়ে ঘর্ম্ম জল।
পল্লব-শয্যায় রামা শোয় তরু-তল॥
নিদ্রায় আকুল রামা হন অচেতন।
কোমল পল্লব [illegible] শিথান॥
আকাশ গমনে [illegible]।
জয়া বিজয়া পদ্ম সঙ্গে সহচরী॥
অধোমুখ হৈতে তারে দেখে পার্ব্বতী।
বলেন তরুর তলে কাহার যুবতী॥
পরম রূপসী কন্যা দেব অবতার।
পরিতে নাহিক বস্ত্র নাহি অলঙ্কার॥
পদ্মাবতী বলে মাতা শুন নারায়ণি।
রত্নমালা এই কন্যা ইন্দ্রের নাচনী॥
তালভঙ্গ ছলা করি আনিলে জননী।
এবে অবধান নাহি করহ ভবানি॥
সতীনের হাথে রামা পড়িল সঙ্কটে।
কাননে ছাগল রাখে তোমার কপটে॥
এমন শুনিয়া মাতা পদ্মার ভারতী।
খুল্লনার শিয়রে বসিলা ভগবতী॥
কপটে ধরিল তার মায়ের মূরতী।
কান্দিয়া কান্দিয়া কিছু বলেন পার্ব্বতী॥
কত দুঃখ আছে ঝিয়ে তোমার কপালে।
সর্ব্বশী ছাগল তোমার খাইল শৃগালে॥
তোর দুঃখ দেখিয়া পাঁজরে বিন্ধে ঘুণ।
আজি লহনা তোকে করিবেক খুন॥
এমন স্বপন দিয়া দেবী মহেশ্বরী।
নিজ ব্রতে নিয়োজিল অষ্ট বিদ্যাধরী॥
বিদ্যাধরীগণ ব্রত করে সরোবরে।
ছেলি লুকাইয়া মাতা রহিলা অন্তরে॥
নিদ্রা ভাঙ্গি উঠিলেন খুল্লনা সুন্দরী।
ধরণী লোটাঞা কান্দে জননী সোঙরি॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

মাতৃ-স্মরণে খুল্লনার আক্ষেপ।

নিদয়া নিঠুর হয়্যা, অভাগীরে দেখা দিয়া,
ঘর গেল্যা না দিয়া বোলান।
খাইয়া আমার মাথা, না শুনিলে দুঃখ-কথা,
তোর কোলে যাউক পরাণ॥
দুঃখ পায়্যা দশ মাস, দিলে মোরে গর্ভ-বাস,
কোলে কাঁখে কান্ধে পালন।
নিরপেক্ষে এক দণ্ডে, ফেলিলে অনল-কুণ্ডে,
মা হয়্যা হইলে অভাজন॥
না শুনিলে এই কথা যে ঘরে লহনা সতা
একচারী ভুখিল বাঘিনী।
বিচারে হইয়া অন্ধ হাথে গলে দিয়া বন্ধ
ভেট দিলে খুল্লনা হরিণী

জলে ঝাঁপ দিয়ে যদি, শুকায় অগাধ নদী,
অভাগীরে বাঘে নাহি খায়।
ভুজঙ্গ করিলে কোলে, সেহ নাহি মুখ মেলে,
নিদারুণ প্রাণ নাহি যায়॥
এখনি শিয়রে ছিলা, না বলিয়া কোথা গেলা,
তুয়া পায় করিলু বিদায়।
সর্ব্বশী মরিল যদি, শুখাল্য অগাধ নদী,
জলদানে হইবে সহায়॥
উঠিয়া পর্ব্বত-আড়ে, হিমালয়ে ঝোপ ঝাড়ে,
দরী গিরি শিখর কানন।
এক ঠাই চরে ছাগ, সর্ব্বশীর নাহি লাগ,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

খুল্লনার ছাগী-অন্বেষণ।

অচেতন হয়্যা কান্দে হারায়্যা সর্ব্বশী।
নয়নের জলেতে মলিন মুখশশী॥
উভরায় কান্দে রামা শিরে হানে হাত।
বলে রামা কোথাকারে গেলে প্রাণনাথ॥
একে একে ভ্রমে রামা সকল কানন।
সর্ব্বশীর সনে কোথা নাহি দরশন॥
উছটে ছিড়িল মাংস রক্ত পড়ে ধারে।
সর্ব্বশী বলিয়া রামা কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥
কথো দূরে সরোবরে শুনি হুলাহুলী।
খুল্লনা বলেন কেবা ছাগ দেই বলি॥
ঘন শ্বাস বহে রামা গেল সরোবরে।
কাহল ছেলির কথা জোড় করি করে॥
ইন্দ্রের কুমারী বলে নাহি দেখি ছাগী।
পরিচয় দেহ কন্যা কেন দুখভাগী॥
উর্ব্বশী সমান রূপ জাতিতে পদ্মিনী।
কিসের কারণে বনে ভ্রম একাকিনী॥
যদি সত্য বল তবে খণ্ডাব সন্তাপ।
মিথ্যা যদি বল তবে দিব অভিশাপ॥
এ বোল শুনিয়া রামা দেয় পরিচয়।
অম্বিকা-মঙ্গল কবিকঙ্কণে কয়॥

খুল্লনার পরিচয়

কি কহিব আর, কুশল বিচার
কহিতে বিদরে বুক।
স্বামী দূরন্তরা, সতা স্বতন্তরা,
নিত্য দেয় মোরে দুখ॥
গন্ধবেণে জাতি, পিতা লক্ষপতি,
স্বামী সাধু ধনপতি।
আনিতে পিঞ্জর, গউড় নগর,
গেছেন আমার পতি॥
কাম-সম বরে, দেখি বড় ঘরে,
বিভা দিলে বাপ মায়।
সতিনী দুর্ব্বার, যেন ক্ষুর-ধার,
আমারে ছলি রাখায়॥
করিয়া প্রহার, অষ্ট অলঙ্কার,
সতিনী লইল বলে।
পাট সাড়ী লয়া, মোরে দিল খুঞা,
রাখিতে দিল ছাগলে॥
কুবের সমান, স্বামী ধনবান,
উজানী সমাজে জানে।
পরিতে বসন না মিলে ওদন,
ছেলি লয়্যা ভ্রমি বনে॥
লহনার ডরে, উচিত না কহে,
যে আছে পাট পড়শী।
কহিতে উচিত, করে বিপরীত,
লহনা পাপ রাক্ষসী॥
মোর পিতা মাতা, না শুনিল সতা,
লহনা কাল-সাপিনী।
এক সঙ্গে মেলা, রাহু শশিকলা,
বাঘিনী সঙ্গে হরিণী॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা-বশে, অলস-আবেশে,
শুইলুঁ তরুর তলে।
হারাইনু ছাগী, পাপিনী অভাগী,
চাহি ভ্রমি বন-তলে॥
হইয়া আকুল, নাহি বান্ধি চুল,
না পাই চাহি ছাগলে।
যদি ছাগ পাই, সুখে ঘরে যাই,
নতুবা মরিব জলে॥

নিরবধি ফিরি, ঝোপ দরী গিরি,
সাপে বাঘে নাহি খায়।
বঞ্চিল গোঁসাই, হেন জন নাই,
সংসারে কেহ বুঝায়॥
উদর দহন, পোড়ে যেন বন,
তৈল বিনে ঘুরে মাথা।
কি বিধি নিঠুর, লবণ কর্পূর,
কারে কব দুঃখ কথা॥
আপনি লহনা, করয়ে গণনা,
সন্ধ্যাকালে যত ছেলি।
সর্ব্বশী হারায়্যা, বুলি আমি চায়্যা,
শুনি আইলুঁ হুলাহুলী॥
লহনার ভয়ে, প্রাণ স্থির নহে,
কেমন করি উপায়।
হইয়া সদয়, দেহ পরিচয়,
শ্রীকবিকঙ্কণ গায়॥

দেবকন্যাগণের পরিচয়।

আমরা ইন্দ্রের সুতা এ পাঁচ ভগিনী।
করিতে চণ্ডীর ব্রত আইলাম অবনী॥
পূজার উচিত স্থান ভারতের ভূমি।
বিপদ্ নাশিবে যদি ব্রত কর তুমি॥
পূজিবে অম্বিকা প্রতি মঙ্গলবাসরে।
বিপদ্-সাগরে চণ্ডী হইবে কাণ্ডারে॥
দুর্ব্বাসার শাপে হৈতে ইন্দ্র সুরপতি।
অরি জিনি নিল তার রাজ্য ধন ক্ষিতি।
সুরলোকে সুস্থির করিল সুররায়।
প্রথমে সম্মান পাইল ইন্দ্রের সভায়॥
এই ব্রত কৈলে তোমার আসিবেন পতি।
পতির প্রেমেতে তুমি হবে পুত্রবতী॥
লহনা মানিবে তোরে প্রাণের সমান।
হারাণ ছাগল পাবে ইথে নাহি আন॥
সভে মিলি দিল তারে পূজার করণ।
পরিবারে দিল তারে উত্তম বসন॥
খুল্লনা করয়ে ব্রত দেবদাসী সনে।
অভয়া-মঙ্গল কবিকঙ্কণ ভণে॥

খুল্লনার চণ্ডী-পূজা।

গোময়ে লেপিয়া সদ্ম, তথি অষ্টদল পদ্ম,
লিখিল সুগন্ধি চন্দনে।
মধ্যে হেমঝারি, খুল্লনা সুন্দরী,
করেন অভয়া পূজনে॥
খুল্লনা পূজেন চণ্ডী দুঃখ শোক খণ্ডী,
সঙ্গে ইন্দ্রের নন্দিনী।
কুমারীগণ মিলি, দিলা জয় হুলাহুলী,
সঘনে করয়ে শঙ্খধ্বনি॥
কুমারী কহে বিধি, খুল্লনা ভূতশুদ্ধি,
করাল্য আগম বিধানে।
ইন্দ্রের কুমারী, পাশে হেম ঝারি,
সুগন্ধি গঙ্গাজলে স্নানে॥
(শিখির উর্দ্ধে ব্যোম, তাহার উর্দ্ধে সোম,
বামাক্ষী বিন্দুবিভূষিত।
আসিয়া বিদ্যাধরী, তাহারে কৃপা করি,
করিল কার্য্যের পুরোহিত)॥
প্রথমে লম্বোদর, পূজিল দিবাকর
রথাঙ্গপাণি উমাপতি।
ময়ূর-বাহন, পূজিল ষড়ানন,
পূজিল লক্ষ্মী সরস্বতী॥
তণ্ডুল অষ্ট দূর্ব্বা, জাহ্নবীজল-গর্ভা,
কাঞ্চনে বিরচিত ঝারি।
অঞ্জলি সরসিজে, চণ্ডিকা রামা পূজে,
নাচে গায়ে বিদ্যাধরী॥
খুল্লনার পুষ্পপাণি, উরিলা নারায়ণী,
অভয়া বরদরূপিণী।
শ্রীকবিকঙ্কণ, করিল বিরচন,
বদনে নাচে যার বাণী॥

চণ্ডিকার বরদান।

ব্রাহ্মণী বলেন কেন পূজ মহামায়া।
এই ত অরণ্যে চণ্ডী বড়ই নিদয়া॥
না নিন্দ ব্রাহ্মণী তুমি না নিন্দ অভয়া।
যদি মোর কর্ম্ম-ফলে দুর্গা করেন দয়া॥
কি তোরে করিবে দয়া অভয়া পার্ব্বতী।
দ্বাদশ বৎসরাবধি করিলুঁ ভকতি॥

খুল্লনা বলেন বিধি এথাও লাগিল।
অভাগীর কপালে কিবা লিখন আছিল॥
ভবানী বলিয়া রামা কান্দিতে লাগল।
আচম্বিতে ব্রাহ্মণী সে চতুর্ভুজা হইল॥
মাজ ঝিয়ে খুল্লনা মাগিয়া লেহ বর।
কামনা করিব সিদ্ধি কানন ভিতর॥
অষ্ট তণ্ডুল দূর্ব্বা নিত্য নিরমিয়া।
পূজিও মঙ্গল বারে জয় জয় দিয়া॥
মঙ্গলবারে পূজিব মা কোন্ দেবতাকে।
তোমারে চিহ্নি ত নারি তুমি বটে কে॥
আমা নাহি চিন ঝিএ সাধুর বাণ্যানি।
আমিত মঙ্গল চণ্ডী দুর্গতিনাশিনী॥
কি বর মাগিব মাতা তুমি সানুকূলী।
দুই সন্ধ্যা মিলে অন্ন হারাইলে পাই হেলি॥
অই কোন্ বোল ঝিয়ে করাব সম্মতি।
মুখ্যা গৃহিনী হবে হবে পুত্রবতী॥
সকল ভাওনা বোল বল গো পার্ব্বতি।
স্বামী ঘরে নাহি কেন হব পুত্রবতী॥
হাসিতে লাগিল মাতা সেবক-বৎসল।
দানা হাকারিয়া যত আনিল ছাগল॥
ছাগল দেখিয়া বামা চিত্তে উতরোল।
সর্ব্বাণীরে দেখিয়া মধুনে সেই বোল॥
জন্মে জন্মে তুমি ছাগী হইও নিয়োজন।
তোমা হইতে চিনিলু মঙ্গল চণ্ডীগণ॥
আরে ঝিয়ে খুল্লনা মাগিয়া লহ বর।
যেই বর চাহ দিব অরণ্য ভিতর॥
পুত্রবর মাগিব কি প্রভু নাহি ঘরে।
কি করিব ধন মাতা আছয়ে ভাণ্ডারে॥
যদি বর দিবে মাতা সেবকবৎসলে।
অনুক্ষণ রহু মতি তব পদতলে॥
মরীচি বিরিঞ্চি যারে না পায় ধেয়ানে।
হেন বর খুল্লনা মাগিয়া লয় বনে॥
খুল্লনার শিরে চণ্ডী আরোপিল পাণি।
অভিপ্রায় পুত্রবর দিল নারায়ণী॥
দশ বর তারে চণ্ডী যত কৈল আশা।
ইন্দ্র কন্যা সঙ্গে রামা পোহাইল নিশা॥
অষ্ট বিদ্যাধরী গৌরী চাপিলেন রথে।
কনকের ঝারি দিয়া খুল্লনার মাথে॥
জয় দিয়া খুল্লনা চণ্ডিকা পুজে বনে।
বিদ্যাধরীগণ যান আকাশ-বিমানে॥
খুল্লনার তরে কিছু হিত উপদেশ।
লহনার শিয়রে বসিলা নিশি শেষ॥
ত্রাসে স্বপনে রামা হৈল কম্পমতী।
ভর্ৎসিয়া তাহারে কিছু বলেন পার্ব্বতী॥
চণ্ডী গেলা লহনারে কহিতে স্বপন।
অভয়ামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

লহনাকে চণ্ডীর স্বপ্নাদেশ।

তোরে লহনা বলি, হইলি কুলের কালি,
খুল্লনারে রাখাইলি ছাগল।
যারে সম পল পতি, তার কৈলে দুর্গতি,
আইলে পাইবে প্রতিফল॥
ধরিস পাকের চিহ্ন, সতীনে ভাবিস ভিন্ন,
যাহা হৈতে কুলের প্রকাশ।
অধর্ম্মে হইলি বীরা, দিনে ভুঞ্জ খেন সাঁঝা
সতীনেরে না কর তরাস॥
নিশ্চিন্ত আছহ ঘরে সতীন কাননে ফিরে,
জাতি-নাশে নাহি তোর ভয়।
ব্যাঘ্র ভল্লুক বনে, সতীন ফিরয়ে বনে,
যৌবন পাড়িবে নিশ্চয়॥
জাতি নাহি ধরে ছল, নৃপতি না করে বল,
ধিক্ রহ এই ছার দেশে।
স্বামী যার লক্ষেশ্বর, ধনপতি সদাগর,
নারী বুলে কাঙ্গালের বেশে॥
আমার বচন শুন, নাহি তোর রূপ গুণ,
আপনি রাখহ নিজ মান
সাধু জিজ্ঞাসিবে তোরে, কি বলে ভাণ্ডবে তারে,
মোর আগে কর সমাধান॥
তোর সোহাগ করিব দূর, গরব করিব চুর,
রাখেক আপুক সদাপতি।
গরব করিলি যত, তত রূপে হবে হত,
মাতর মত হইবেক পতি॥
তোর সই পাপমতি, কপটে লিখিল পাতি,
অধোগতি যাবে লীলাবতী।

সাধু আসুক দেশে ঘুচাইব সাম-বেশে,
ইহার উচিত দিব শাস্তি ॥
কর নানা পরবন্ধ, লেপহ কুসুম গন্ধ,
নাহি .নেইচিবেক যৌবন।
শুনিয়া লহনা কাঁদে, গান মনোহর ছাঁদে,
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

খুল্লনার বিলম্বে লহনার চিন্তা।

মল্লার।

দুর্ব্বলা বলহ আমারে উপদেশ।
ভাবিতে গণিতে পঞ্জর হৈল শেষ ॥
কালি ছেলি লয়্যা গেল প্রভাতে সতিনী
আজি বিষ্ণুপদতলে উরিলা ভবানী ॥
পরের বচনে তার ঘুচালুঁ সম্মান।
অভিমানে কিবা আজি ত্যজিল পরাণ ॥
নির্জ্জন গহন বনে সংহারিল বাঘ।
চোর খণ্ড লম্পট পাইল কিবা নাগ।
হেন বুঝি খুল্লনাকে হৈল সাপডঙ্ক।
ভুবন ভরিয়া মোর রহিল কলঙ্ক ॥
মোর হাথে আরোপণ করি নিজ শিরে
সমর্পিয়া প্রাণনাথ গেল খুল্লনারে ॥
তারে বধি বিমল কুলের হৈনু কালি।
আমি হৈব স্বামীর চক্ষের যেন বালি ॥
মরিল খুল্লনা নারী পর্ব্বতের চূড়া।
উদ্দেশ করিতে কালি আসিবেন খুড়া ॥
অবলা বিদরে যদি পূরয়ে কামনা।
তথি প্রবেশিয়া লাজ খণ্ডায় লহনা ॥
বৈশাখে অনল সম নিরন্তর খরা।
মূর্চ্ছায় মরিল বোন পায়্যা খরা-চোরা ॥
পরের বচনে তারে দূর কৈলুঁ দয়া।
অন্ন-কষ্ট দিয়াছি আন মাথ খায়্যা ॥
দেখিলুঁ ভৈরব ভীমা লোচন বিশাল।
কাতি খর্পর হাতে গলে মুণ্ডমাল ॥
হান হান করিয়া আমার পরে কোপে।
চৌষট্টি যোগিনী সঙ্গে ভয়ঙ্কর বেশে ॥
খুল্লনার উদ্দেশে লহনা যায় বন।
মাঝ পথে দু-সতীনে হৈল দরশন ॥
খুল্লনা করিয়া কোলে কান্দয়ে লহনা।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান করিয়া ভাবনা ॥

সপত্নী-মিলন।

হের গো তোমারে বলি মাগো পরিহার।
আমার দিবস মন্দ, তোমা সনে হৈল দ্বন্দ্ব,
বনি বল্যা ক্ষম একবার ॥
কালি তুমি ছিলা কোথা আমার মরমে ব্যথা,
জাগরণে পোহালু রজনী।
ক্ষমহ আমার দোষ, দূর কর অভিরোষ,
কোল দেহ হাসিয়া বহিন ॥
(আজি হৈতে তুমি প্রাণ ইথে মোর নাহি আন,
ক্ষমহ আমার অপরাধ।
আমি তোরে কহি দৃঢ় যেই সহে সেই বড়,
মনে নাহি রাখহ বিবাদ ॥)
যে ঘরে নিবসে সতা, অবশ্য কন্দল তথা,
বৈরিভাব না করিহ মনে
যার সনে যার মাস একত্রে করয়ে বাস,
অবশ্য কন্দল তার সনে ॥
কৌশল্যা রামের মাতা, কেকই তাহার সতা,
দুহার কন্দলে সর্ব্বনাশ।
রাম সীতা গেলা বন, সীতা হরে দশানন,
রামায়ণে শুনি ইতিহাস ॥
লহনার বাক্য শুনি, খুল্লনা হৃদয়ে গুণি,
লহনার ধরিল চরণে।
দামিন্যা নগরবাসী, সঙ্গীতে অভিলাষী,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে ॥

সপত্নী-সোহাগ।

ভরিয়া কুঙ্কুম তৈল আনি দুর্ব্বলা।
খুল্লনার অঙ্গে দিয়ে দূর কৈল মলা ॥
আমলকী দিয়া কৈল কেশের মার্জ্জন।
স্নান করি পরাইল উত্তম বসন ॥
অঙ্গে আরোপিল রামা ভূষণ চন্দন।
একভাবে স্মরে রামা চণ্ডীর চরণ ॥

রন্ধন করিতে লহনার হৈল ত্বরা।
ঘণ্টে পুরায়্যা রাখে কুড়িয়া পাথরা॥
কটু তৈলে কই মৎস্য ভাজে গণ্ডাদশ।
মুঠে নিচোড়িয়া তাহে দিল আদারস॥
খণ্ডে মুগের সূপ উতারে ডাবরে।
আচ্ছাদন দিল থাল তাহার উপরে॥
রন্ধন ত্যেজিয়া দোহে বসিলা ভোজনে।
থালীতে ওদন বাটী পুরিয়া ব্যঞ্জনে॥
কিরা দিয়া রুই মুড়া দিল খুল্লনারে।
দেখিবারে পাইল বোঁচা টঙ্গের উপরে
বোঁচা বিড়াল তার সর্ব্ব তনু হাঁদা।
অর্দ্ধখান লেজ নাহি দুই চক্ষু ডাসা॥
হাথ মোচড়িয়া বোচা মুড়া লয়ে যায়।
দুর্ব্বলা ধরিয়া ঠেঙ্গা পশ্চাতে গোড়ায়॥
লয়্যা রুই মুড়া যায় যার যেবা ভোগ।
দুর্ব্বলা চেড়ীকে হৈল যেন পুত্র শোক॥
সমাপি ভোজন দোঁহে কৈল আচমন।
কর্পূর তাম্বূল কৈল মুখের শোধন।
একত্র শয্যায় দোঁহে করিল শয়ন।
সেই দিন রজনী বঞ্চিল দুই জন॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

শনিবারের দিবা-পালা সমাপ্ত।

শনিবারের নিশা-পালা আরম্ভ।

চণ্ডিকার কাক-রূপ-ধারণ।

অবতরি কাক-রূপে, খুল্লনার সম্মুখে,
কহিছেন মধুরস বাণী।
শুন হে খুল্লনা রামা, বিধি বিড়ম্বিল তোমা,
সতায় হইলা নারায়ণী॥
* কহ কাক কুশল বারতা।
জোড়হাথে করি নতি, যদি আইসে মোর পতি,
কহ পুনরপি মোরে কথা॥
তোমার সমান পাখী, এই গ্রামে নাহি দেখি,
আইল কিবা মোর ভাগ্য-ফলে
আসিবেন মোর পতি, উড়ি যাও শীঘ্রগতি,
পুনরপি বৈস মোর চালে॥
আসিবেন প্রাণনাথ, পঞ্চাশ ব্যঞ্জনে ভাত,
হেম-থালে করাব ভোজন।
সুবর্ণ পিঞ্জরে বাস, পূরাব তোমার আশ,
দাসী হ'য়ে করিব সেবন॥
পরাশর ভৃগু গর্গ আর যত মুনিবর্গ,
গায় তোমা বসন্তের রাজে।
যত দেখ চরাচর, নহে তোমা অগোচর,
থাক ধর্ম্মরাজার সমাজে॥
খুল্লনার স্তুতি বাণী, কাকরূপী নারায়ণী,
উড়ি গেল গউড় নগরে।
গিয়া অবশেষ নিশি, সাধুর শিয়রে বসি,
স্বপ্ন কহেন সদাগরে॥
কাম-বাণ পঞ্চ শরে, খুল্লনা বিবাদ করে,
তুমি মোর শুনহ বচন।
দামিন্তা-নগরবাসী, সঙ্গীতে অভিলাষী,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

খুল্লনার বিরহ-বেদন।

কহ তুমি উপদেশ মোরে।
কামরূপী হয়্যা আমি, যদি হই বিহঙ্গমী,
উড়ি যাই গউড় নগরে॥
দিনে থাকি গৃহ-কাজে, সকল সখীর মাঝে,
যামিনী আইল মোরে কাল।
জ্বালায় মন্দির পথে, প্রবেশ করয়ে তাতে,
হিমকর কর-শর-জাল॥
দুঃসহ মদন-বাণে, সাপ-ডঙ্ক তনু জিনে,
শীতল চন্দন হলাহলে।
বৈরি কোকিলের স্বর, মোর তনু জর জর,
বন যেন পোড়ে দাবানলে॥
শুতিলে নলিনী-দলে, কলেবর মোর জ্বলে,
জল দিলে নহে প্রতিকার।
বৈরি কুসুম-বাণ, আকুল করিল প্রাণ,
পতি বিনে জীবন অসার॥

---

* আমাদের আদর্শ পুথিতে "অবতরি" হইতে "নারায়ণী" পর্য্যন্ত নাই এবং "কহ কাক কুশল-বারতা" ইহার পরিবর্ত্তে "শুক হে কহ কহ কুশল বারতা" এইরূপ পাঠ আছে।

কিবা নিশি কিবা দিশি, আপনি কলমে বসি,
যে বলান যেই বা লিখান
না জানি কি কৌতুকে, অভয়া মুকুন্দ মুখে,
জয় সঙ্কীর্ত্তন-রস গান॥

সাধুকে স্বপ্নাদেশ।

যামিনীর অবশেষ, ধরিয়া লহনা-বেশ,
গেলা চণ্ডী সাধু-সন্নিধানে।
তার পাছে পদ্মাবতী, ধরিয়া খুল্লনা-মূর্ত্তি,
শিওরে বসলা দুই জনে॥
গঞ্জিয়া বলেন সদাগরে।
পর-স্ত্রীতে লুব্ধ হয়্যা, পাসরিলে নিজ জায়া,
সুখে আছ গউড় নগরে॥
আইলা ভূপের কাজে, রহিলা পাসরি ব্যাজে
বেশ্যা জনের অভিলাষে।
মিথ্যা কর শিব-পূজা, তোর নিন্দা করে রাজা,
মুখ না দেখাবে নিজ দেশে॥
পাশায় গোঁয়াও দিন, মর্য্যাদা করিয়ে হীন,
হৈল নিজ কুলের কলঙ্ক।
সাধে করি দুই বিভা, কেমতে ধরিছ হিয়া,
দুই নারী ঘরে পতি রঙ্ক॥
পাশে দুই জায়া কান্দে, কেশপাশ নাহি বান্ধে,
দেখিয়া চিন্তায় সদাগর।
দামিন্যা নগরবাসী, সঙ্গীতে অভিলাষী,
গাইল মুকুন্দ কবিবর॥

পিঞ্জর বর্ণন।

(গড়ে কারিগর, সুবর্ণ-পিঞ্জর,
দেখিতে অতি মনোহর
কুম্ভ সারি সারি, অতি মনোহারী,
গড়ে চতুঃশালা ঘর॥
জ্বালি হুতাশন, আউটে কাঞ্চন,
চারি ভীতে স্বর্ণ বাড়।
স্বর্ণময় ঘর, দেখিতে সুন্দর,
পক্ষী বসি সবার আড়॥
তাতে স্বর্ণ কাটি, স্বর্ণ দিয়া মোটি,
চৌদিকে স্বর্ণের জাল।
স্বর্ণ জল বাটী, অতি পরিপাটী,
স্বর্ণের গড়িল থাল॥
স্বর্ণের কলস, দেখিতে রূপস,
বিচিত্র পতাকা উড়ে।
স্বর্ণের কপাট, অতি বড় আঁট,
আপন ইচ্ছায় পড়ে॥
সুবর্ণ নূপুর, গড়েন প্রচুর,
চৌদিকে ঝম ঝম বাজে।
অরুণ বরণ, ভুবনমোহন,
যেন রবি রথ সাজে॥
গড়িল পিঞ্জর, নাম বিশ্বম্ভর,
নিল রাজ সন্নিধানে।
দেবতা নির্ম্মাণ, অতি অনুপাম,
তাহে দিল চক্ষুদানে॥
রাজা রঘুনাথ, গুণে অবদাত,
রসিক মাঝে সুজান।
তার সভাসদ, রচি চারুপদ,
শ্রীকবিকঙ্কণ গান॥)

স্বপন দেখিয়া উঠিল যে সদাগর।
চিন্তায় চিন্তিত সাধু হৃদয় জর্জ্জর॥
রাজ ভেট নিল সাধু পুরাইয়া ভেড়া।
থান দুই সগোল্লাদ থান দুই গড়া॥
(কান্দি বান্ধা নিল বাজন নারিকেল।
ঘড়ায় পুরিয়া নিল নাড়ুগঙ্গাজল॥)
নৃপেরে প্রণাম কৈল দিয়া রাজভেট।
বিদায় প্রসঙ্গে রাজা মাথা কৈল হেট॥
এক মাস থাক তোমারে বলে দণ্ড রায়।
রাজার বচনে সাধু মাগেন বিদায়॥
পুরস্কার তাহারে করিল দণ্ডরায়।
নানা ধন দিয়া তার করিল বিদায়॥
হাঁসা ঘোড়া, খাসা জোড়া, সুজীন কুঞ্জর।
কারিগর আনি দিল সুবর্ণ পিঞ্জর॥
পিঞ্জর দেখিয়া সাধু মনে মনে গণি।
লক্ষ মুদ্রা দিল সাধু পিঞ্জরের বানী

ব্রাহ্মণ গণক ভাটে দিয়া নানা ধন।
শুভক্ষণে সদাগর চড়িল বারণ ॥
দুই জনে কোলাকুলি পরম সাদরে।
সকরুণে নৃপবর বলে সদাগরে ॥
তোমাসনে দেখা মিতা না হইবে আর।
কহিতে কহিতে বক্ষে বহে জলধার ॥
নৃপান্তরে মেলানী করিল বুঝি তাল।
বড় গঙ্গা পার হৈলা চাপিয়া বিশাল ॥
শীতলপুর ললিতপুর কালাহাট দিয়া।
সপাড়ি বড়লখালি বামদিকে থুয়া ॥
গজ-পৃষ্ঠে সদাগর আইসে বড় ত্বরা।
নাহি মানে সদাগর বসন্তের খরা ॥
নয় দিনের পথ সাধু আইল তিন দিনে।
লহনা খুল্লনা বিনে অন্য নাহি মনে ॥
সিমলি বালিঘাটায় ফাসুড়িয়ার ভয়।
ত্বরাকরি চলে সাধু তিলেক না রয় ॥
রায়খাল পাছু করি প্রবেশে রাজপুরে।
অজয় এড়িয়া আইল উজানী নগরে ॥
আউটবেক ত্রিমুহানি চলিয়া এড়ায়।
উপনীত ধনপতি রাজার সভায় ॥
পিঞ্জর এড়িয়া সাধু নয়াইল মাথা।
নৃপতি জিজ্ঞাসে তারে গৌড়ের বারতা ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

রাজার সহিত ধনপতির সাক্ষাত।

ভায়া হে এতেক বিলম্ব কি কারণে।
উড়ি গেল সারী শুক, অকারণে পাইলে দুখ,
কলধৌত পিঞ্জর গঠনে
তুমি গেলা পরবাস, দুঃখ পাই বার মাস,
দূর গেল পাশার কৌতুক।
দেখিতে লাগয়ে সাধ, কত কার্য্য হৈল বাধ,
সারী শুয় দিল এত দুখ ॥
গিয়াছ আমার কাজে, রয়েছ পিঞ্জর-ব্যাজে,
অপেক্ষণ নাহি তোর ঘরে।
লোক দেয় অনুযোগ, কিবা সাধুর হইল রোগ
অবিরত ভাবনা অন্তরে ॥
সফল হইল আশা, আজি পোহাইল নিশা,
দেখিলাম তোমার কল্যাণ
মরি থাকু সারী শুয়া, তোমার বালাই লয়্যা,
তোমা বহি মনে নাহি আন ॥
দুখ ভাবে দুই জায়া, ঝাট করি চল ভায়া,
ঘরে গিয়া কর স্নান দান।
ভূষণ চন্দন আদি, প্রশংসিল যথাবিধি,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥

দুর্ব্বলার নিকট লহনার ঔষধগ্রহণ।

পিঞ্জর দেখিয়া রাজা করে সাধুবাদ।
সাধুকে দিলেন পাণ ভূষণ প্রসাদ ॥
বন্ধুজন সম্ভাষিল নগরে নগর।
লহনা লইয়া কিছু শুনহ উত্তর ॥
স্বামীর বারতা বামা দূত-মুখে শুনি।
সর্ব্বলোকে কহে কিছু বিষাদে আপনি ॥
"চিরাদনে প্রাণনাথ ঘরে আইল মোর।
খুল্লনার যৌবন দেখিয়া হবে ভোর ॥"
এড়িয়াছ মোর কোথা ঔষধ-উপায়।
প্রাণনাথ বশ কর হও না সহায় ? ॥
আমার লাগুক কড়ি তোমার হকু যশ।
ঔষধ করিয়া মোর স্বামী কর বশ ॥
লহনার চরণে প্রণাম করে চেড়ী।
মাণিক ভাণ্ডারে আনে ঔষধের পেড়ি ॥
অবধানে আপুরায় দৃঢ়-বন্ধন-দড়ি।
লহনার হাথে দিল ঔষধ সাঁপুড়ি ॥
একে একে ঔষধের বলে পরিচয়।
অভয়া-মঙ্গল কাবকঙ্কণে কয় ॥

দুর্ব্বলার বাক্যে খুল্লনার অভিসার।

মল্লার রাগ।

আর শুনাছ ছোট মা সাধু আইল পুরে।
বাহির হয়্যা শুন ওই বাজনা নগরে ॥
আজি পোহাইল তোমার দারুণ দুঃখ-নিশা।
আজি ভবানী তোমার সফল কৈল আশা ॥

আপন বলি দুর্ব্বলারে রাখিহ চরণে।
দুর্ব্বলা অন্যের দাসী নহে তোমা বিনে॥
তুমি যত পাইলে দুঃখ মোর সে মনে ব্যথা।
এখনি তোমার হ'য়ে কহিব সব কথা॥
দনার ছাট খুঞা বাস রাখ বাসঘরে।
সাধুর চক্ষের বালী করিব লহনারে॥
এক কহিতে দশ কহিবে, না কর্য্য তরাস।
উঁচু বুকে নাহি হয় সতীন সনে বাস॥
দুর্ব্বলার বোলে হাসে খুল্লনা সুন্দরী।
প্রসাদ করিল তারে মাণিক অঙ্গুরী॥
খুল্লনার চরণে প্রণাম করে চেড়ী।
মাণিক ভাণ্ডারে আনে আভরণ পেড়ি॥
অবধানে আল্যাইল দৃঢ়-বন্ধন-দড়ি।
দোছুটী করিয়া পরে তসরের সাড়ী॥
দুর্ব্বলা মার্জ্জন করে লয়ে প্রসাধনী।
বাম করে হস্ত-দণ্ড রসাল দর্পণী॥
কবরী বাঁধিয়া দিল কুসুমের পাতা।
আবাঢ়িয়া মেঘে যেন বিদ্যুতের শোভা॥
বাহুযুগে আরোপিল কনক কেয়ুর।
পদযুগে আরোপিল কনক নূপুর॥
কবরী আরোপি রামা মল্লিকার মালে।
হেন কালে সাধু আসি বৈসে পাঠশালে॥
প্রণাম করিয়া বন্ধু জন গেল ঘরে।
গৃহিণী বলিয়া ডাক দিল সদাগরে॥
খুল্লনা আইসে যেন কুঞ্জর-গামিনী।
পূর্ব্বে আছিলা যেন ইন্দ্রের নাচনী॥
অবনী লোটায়ে তৈল এড়ে জল-ঝারি
সাধুকে প্রণাম করে রূপবতী নারী॥
শির তোলাইয়া সাধু তারে কিছু বলে।
হেটমুখে খুল্লনা রহিল সেই স্থলে॥
না দেই উত্তর রামা সাধুর বচনে।
অভয়া-মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণে॥

খুল্লনার প্রিয়-সম্ভাষণ।

সুন্দরি! মাথা তুলি কহ মোরে কথা।
বলিবারে করি ভয়, দেহ মোরে পরিচয়,
অন্তরে ঘুচাহ মোর ব্যথা॥
বিচিত্র কবরী-মাল, ফিরে তাহে অলি-জাল,
মণিময় জাদ তথি দোলে।
রত্নময় কর্ণপুর, তিমির করয়ে দূর,
অচঞ্চলা বিজুলী কপোলে॥
বদন শারদ-ইন্দু, তথি স্বেদ বিন্দু বিন্দু,
সুধাংশুমণ্ডলে যেন তারা।
রাহু তোর কেশ-পাশ, আইসে করিতে গ্রাস,
পুণ্যের সময় হৈল পারা॥
জিনিয়া প্রভাত-রবি, সিন্দূর ফোঁটার ছবি,
তার কোলে চন্দনের চান্দা।
ও রূপ মাধুরী তোর, আমার লোচন চোর,
ভুলায়ে মানস নিলি বান্ধা॥
নাহি লখি কি কারণে, ধরসি অপাঙ্গ তূণে,
কাজল গরল-যুত বাণ।
তোমার কর্ণিকা ফান্দে, মোর মন মৃগ বান্ধে,
কার তরে কর্যাছ সন্ধান॥
তুঁহ অতি কৃশোদরী, তথি কুচ দুই গিরি,
রামরম্ভা জিনি ঊরু-ভার।
তোর কণ্ঠে অনুপাম, মণি-মুকুতার দাম,
যেন, মেরুশৃঙ্গে মন্দাকিনীধার॥
যত প্রিয় ভাষে সাধু, ঝাঁপিয়া বদন বিধু,
যায় রামা ভিতর মহলে।
দোহার রাখিতে প্রীতি, ধায় দাসী শীঘ্রগতি,
লহনার ঠাঁই কিছু বলে॥
গুণিরাজা মিশ্র-সুত, সঙ্গীত কলায় রত,
বিচারিয়া অনেক পুরাণ।
দামুন্যা নগরবাসী, সঙ্গীত-অভিলাষী,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

লহনার অভিসার।

মল্লার রাগ।

আর শুন্যাছ বড় মা সতার চরিত।
হেন বুঝি সাধু ঠাঁই বলে অনুচিত॥
যখন পাইল সদাগরের ভেরীর সাড়া।
মাণিক ভাণ্ডারে আনে আভরণ পেড়া॥
অঙ্গদ কঙ্কণ হারে ভূষিত কৈল গা।
যৌবন গরবে ভূমে নাহি পড়ে পা॥

যেই সদাগর আইল অপনার বাসে।
মোহন কাজল প'রি বৈসে তার পাশে ॥
মুখে মুখে কহে কথা অমৃতের কথা।
কখন না দেখি আমি এমন চিটুপনা ॥
তুমি বড় ভগিনী গুরু-জন জ্যেষ্ঠ সতীন তথি
স্বামী ভেটিতে যা'', না লব অনুমতি ॥
উপারি দে গোবা গা নহলি যৌবন।
গর্ব্বিত দেখিবে বুকে না দেই বসন ॥
প্রথম সঙ্গমে ঠাটী নাগি করে ভর।
তেন বুঝি পা'বা তোর নিয়ে বাসঘর ॥
উখারি হাতে রাঙ্গা শখা অই বরণে পারী।
অই কি যানে স্ত্রীকলা মোহন চাতুরী ॥
অব্যাজে দেখা'য় রূপ যৌবন সম্পদ্।
দড় ভ'তার হৈলে উহার নাকে দিত পদ।
হেমন দোলন চন্দন থামি কে সহিতে পারে।
ভাল হৈল আইল সাধু আপনার ঘরে ॥
তুমি অলক তিলক পর মোহন কজ্জল।
সাধু ভেটিবারে লহ ভৃঙ্গারের জল ॥
দুর্ব্বলার বোলে রামা করে বহু মান।
মন দিয়া তুয়া মোর সাধহ সন্মান ॥
লহনার চরণে প্রণাম করে চেড়ী।
মাণিক ভাণ্ডারে আনে আভরণ পেড়ি ॥
অবধানে আলুয়াম বন্ধনের দড়ি।
দোছুটী করিণা পরে বার হাথ শাড়ী ॥
দুর্ব্বলা মার্জ্জয়ে কেশ লয়ে প্রসাধনী।
বাম করে হেম দণ্ড কনক·
আঁচড়িল কেশ-পাশ নানা পরবন্ধে
তৈলযুত হয়ে পড়ে লহনার স্কন্ধে।
কবরী বান্ধিল রামা নাম গুয়ামুটি।
দর্পণে নিহারি দেখে যেন গুয়াগুটী ॥
মাজেতা দেখিয়া মারে দর্পণে চাপড়।
কাছিয়া পরয়ে মেঘডম্বরু কাপড় ॥
দোহারা কাকালি বান্ধ হৈল ঋজুগায়।
মণিময় হার কুচ-যুগলে লোটায় ॥
বসনে তুলিল রামা বান্ধে পয়োধর।
বিনোদ কাঁচলী পরে তাহার উপর ॥
নয়নে পরয়ে রামা কজ্জল সিন্দুর।
মার্জ্জন করিয়া পরে মণি-কর্ণপুর ॥

লহনা বিকলা-পানী পূরিয়া ভৃঙ্গারে।
নানা ঔষধ রামা মিশায়্যা কর্পূরে ॥
ভেট দিয়, সদাগরে করিল প্রণতি।
লহনা সম্বোধি কিছু বলে ধনপতি ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

লহনার প্রতি ধনপতির প্রেম-সম্ভাষণ।

রামা, মোর দশা তোর, সত্য কহ মোরে,
কাঁ দিবা পাঠালে জল।
আকুল পরাণ, করে কাম-বাণ,
জীউ করে টলমল ॥
মন মাতা হাথী, ছুট দিবা রাতি,
নিবারি শান্তি-অঙ্কুশে।
আসি সেই নারী, শান্তি কৈল চুরি,
হস্তীরে রাখিব কিসে ॥
অনেক সহর, ভ্রমি নিরন্তর,
তেমন নাহি রূপসী।
রম্ভা তিলোত্তমা, নহে তার সমা,
ইন্দ্রাণী কিবা উর্ব্বশী ॥
দেখিতে হারিষ, পরশিতে বিষ,
অমৃত বিষে জড়িত।
নাহিক পণ্ডিত, নিবারিতে চিত,
বুঝিয়া আপন হিত ॥
দেবাসুর-রণে, অমৃত বণ্টনে,
শ্রীহরি হৈলা মোহিনী
তা দেখিয়া শূলী, হ'য়ে কুতূহলী,
আইলা সঙ্গে ভবানী ॥
বিধির কি কথা, হরিল দুহিতা,
মোহিনী যার আখ্যান।
একা মীনকেতু, ধর্ম্মনাশ হেতু,
কি করি তার সমান ॥
ইন্দ্র সুরপতি, তার গুন গতি,
হরিল গৌতম-দারা
স্ত্রী নব-যুবতী, পাশে নিশাপতি,
গুরুজা হরিল তারা ॥

একাদশ দশে, বৎসর প্রবেশে,
বিবাহ করিনু তোরে।
ভাল মন্দ যত, তোমারে বিদিত,
তবে ছল কেন মোরে॥
শুনি মধুমতী, সাধুর ভারতী,
বিনয়ে বলে বচন।
করিয়া সুছন্দ, সুকবি-মুকুন্দ,
পাঁচালী কৈল রচন॥

ধনপতির প্রতি লহনার উক্তি।

মোর হাথ দিয়া শিরে, সমর্পিয়া খুল্লনারে,
গৌড়ে গেলা পড়াতে পিঞ্জর।
তোমার আদেশ পায়্যা, করিলুঁ পরম দয়া,
পালিলাম এক সংবৎসর॥
নাহি বাড়ে নাহি বান্ধে, কেশ-পাশ নাহি বান্ধে,
আপনি বন্ধন করি কেশ।
চারি পাঁচ সখী মিলে, রাত্রি দিবা পাশা খেলে,
যতনে উহার করি বেশ॥
পিটালী হরিদ্রা লয়্যা, খুল্লনারে বুলি চায়্যা,
করিতে অঙ্গের মলা দূর।
অঙ্গদ কঙ্কণ হার, আর যত অলঙ্কার,
আপনি পরাই কর্ণপুর॥
যবে বেলা দণ্ড দশ, হেম-থালে ছয় রস,
সহিত করাই অন্ন পান।
ভুঞ্জাই মৎস্যের ঝোলে, শয়ন করাই কোলে,
আপনি খাওয়াই গুয়া পাণ॥
কলা খণ্ড ক্ষীর দধি, ভেট পাই নানা বিধি,
পুনর্ব্বার না করি উপাস।
সুখে রহে মোর ঠাঁঞি, নাহি গুণে বাপ ভাই,
নাহি যায় মায়ের নিবাস॥
আপনি ভাণ্ডার তঙ্কা, কাহার না করে শঙ্কা,
যত ইচ্ছা তত করে ব্যয়।
আমি যেন দেখি প্রাণ, খায় পরে দেয় দান,
কারু ডরে নাহি করে ভয়॥
একলা ঘরের কৃত্য, করি যে কেবল নিত্য,
খুল্লনার দুর্ব্বলা কিঙ্করী।
চিয়ায়া খাওয়াই ভাত, শুনহ পরাণ-নাথ,
কেবল তোমারে ভয় করি॥
লহনার বাক্য শুনি, সদাগর মনে গুণি,
প্রসাদ করিল হেম-হার।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিল বন্ধ,
আজ্ঞা লয়্যা ব্রাহ্মণ রাজার॥

দুর্ব্বলার প্রতি বেসাতি করিবার আদেশ।

(হাস্য পরিহাসে দোঁহে বসিলা দম্পতী।
জিজ্ঞাসে ঘরের বার্ত্তা সাধু ধনপতি॥
লহনা কহিল প্রভু তুমি ভাগ্যবান্।
তোমার কুশলে প্রভু সভার কল্যাণ॥
কৌতুকে জিজ্ঞাসে সাধু খুল্লনার কথা।
লহনার হৃদয়ে লাগিল বড় ব্যথা॥)
সদাগর বলে প্রিয়ে যদি কর মন।
খুল্লনা রন্ধন-শালে করুক রন্ধন॥
নিমন্ত্রণ দেহ প্রিয়ে যত বন্ধুজনে।
অন্ন খাব খুল্লনার প্রথম রন্ধনে॥
সাধুকে দেখিতে আইসে যত বন্ধুজন।
সভাকারে চুয়া চেড়ী দিল নিমন্ত্রণ॥
পাণ দিয়া সদাগর তারে দিল ভার।
কাহণ পঞ্চাশ লয়্যা কড়ি চলহ বাজার॥
বেসাতি করিতে যদি নাহি আঁটে কড়ি।
তঙ্কা দুই চারি লয়্যো বণিকের বাড়ি॥
নিয়োজিল সদাগর ভারী দশ জন।
ধীরে ধীরে চুয়া চেড়ী করিল গমন॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

দুর্ব্বলার বেসাতি।

দুর্ব্বলা হাটেরে যায়, পশ্চাতে কিঙ্কর ধায়,
কাহন পঞ্চাশ লয়্যা কড়ি।
কপালে চন্দন চুয়া, হাতে পাণ, মুখে গুয়া,
পরিধান তসরের সাড়ী॥

দুর্ব্বলা হাটেরে যায়, দুআধারী লোক চায়,
হের আইসে সাধু ঘরের ধাই।
বুঝিয়া এমন কাজ, যার আছে ভয় লাজ,
তাল শস্য রাখিল লুকাই॥
আড়ি কিনে কাঁচ কুমুড়া, পণ মূলে পলা-কড়া,
পাকা আম্র কিনে ঝুড়ি-মূলে।
বিশা দরে ছেনা কিনি, কিনিল নবাত চিনি,
পণ্যে পণ-মূলে পাণ নিলে।
মূল দিয়া পণ দশ, কিনিল জীয়ন্ত শশ,
মরঠ, কমঠ কিনে রুই।
খরসুলা কিনে কই, কিনিল মহিষা-দই,
কামরাঙ্গা কিনে কুড়ি দুই॥
বাছু কিনে শাল-শাস, শিঙ্গু জীরা রস বাস,
চৈ মেথি জোয়ানী মহুরী।
মুগ মাষ বরবটী, কিনিল সরল পুঠী,
সের দরে ঘৃত বড়া পুরি॥
(রন্ধন সন্ধান জানে, চিতল বোয়ালি কিনে,
শোলপোনা কিনিল চিঙ্গড়ী।
চতুর সাধুর দাসী আট কাহণেতে খাসী
তৈল সের দরে দশ বুড়ি॥)
পুজি মূলে নারিকল, কুল করঞ্জা পানফল,
কঁটাল কিনিল দু কুড়ি।
কিছু কিনে ফুল পাতা, করুণা কমলা টাবা,
সেরে জুঁথি লয় ফুলবড়ি॥
(তোলা মূলে তে পাত ক্ষীর কিনে বিশা সাত,
আদা বিশা দরে দশ বুড়ি।
মাস গুড় কিনি সার, দুগ্ধ কিনে ভার চারি,
ভার দুই কিনিল কাঁকুড়ি॥)
কলা কিনে মর্ত্তমান, সরস গুবাক পাণ,
কর্পূর কিনিল শঙ্খচুণ।
শাক বাগুণ সর-কচু, খাম আলু কিনে কিছু
বিশা দুই তিন কিনে লুণ॥
নিম্মাণ করিতে পিঠা, বিশা সাত কিনে আটা,
খণ্ড কিনে বিশা সাত আট।
চতুর সাধুর দাসী, আট কাহণে কিনে খাসী,
তবে কিছু মাজ্যা লয় ভাট॥
(কিনিয়া রন্ধন সাজ, অঞ্জলিতে লয় ব্যাজ,
হারিদ্রা চুবড়ি ভরি কিনে।
স্নান করি দুর্ব্বলা, খায় দধি খণ্ড কলা,
চিড়া দই দেয় ভারি জনে।) *
আগু পাছু ভারী জন, দুয়া যায় নিকেতন,
উপনীত সাধুর মন্দিরে।
চতুর সাধুর দাসী, আগে ভেট দিয়া খাসী,
প্রণাম করিল সদাগরে॥
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন॥
তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

হাটের হিসাব

হাটের কড়ি লেখা, একে একে দিব বাপা,
চোর নহে দুর্ব্বলার প্রাণ।
লেখা পড়া নাহি জানি, কহিব হৃদয়ে গুণি,
এক দণ্ড করহ বিশ্রাম॥
প্রবেশিতে হাট-মাঝে, আসি হরি মহারাজে,
ডাকে মীনরাশি কল্যাণ।
আশিষ তোমারে গর্জ্জি, আসিয়া শুনায় পঞ্জী,
তারে দিলুঁ কাহণেক দান॥
(কান্ধে কুশর বোঝা নগরে কুশাই ওঝা,
বেদ পড়ি করিল আশিষ।
ইচ্ছিয়া তোমার যশ, দিলুঁ তারে পণ দশ,
দক্ষিণা আছিল বহু দিন॥)
বাজারে কপূর নাগ, চায়্যা বুলি ঠাঁই ঠাঁই,
যতনে পাইলুঁ পাঁচ তোলা
পাঁচ কাহণের দর, পাঁচিশ কাহণ ধর,
চারি কাহণের দিলুঁ কলা॥
দু শাক পাত, [illegible] বস্ত্রজাত,
দিলুঁ চারি কা[illegible] পণে।
তৈল ঘী লবণ ছেনা, পাঁচ কাহণের কেনা,
খাণ্ডা দিলুঁ আষ্ট কাহণে॥
প্রবেশ করিতে হাটে, ভেখা মিলে রাজ-ভাটে,
কায়বার পড়ে উভ হাথ।

* বন্ধনীমধ্যস্থিত পদ্যগুলি হস্তলিখিত পুথিতে নাই।

হুছিয়া তোমার বশ, তারে দিলুঁ পণ দশ,
কাণা কড়ি পড়িল পণ সাত।
সঙ্গে তারা দশ জন তা সভারে দশ পণ,
আমি পাইলুঁ চারি পণ কড়ি।
হাটে ফিরে অনুদিন, সেখ ফকীর উদাসীন,
তার বায় ত্রয়োদশ বুড়ি॥
প্রাণ-ভয়ে দুয়া কয়, সাধু বলে নাহি ভয়,
দুর্ব্বল করিল প্রাণপণে।
যদি মিথ্যা হয় ভাষা, কাটিবে দুয়ার নাসা,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণে॥

রন্ধনশালে চণ্ডিকার বরদান।

সদাগর বলে প্রিয়ে তুমি কর মন।
খুল্লনা রন্ধই শালে করুক রন্ধন॥
লহনা বলেন প্রভু শুনহ বচন।
তোমার চরণে করি এক নিবেদন॥
সভাকার মন যেবা করয়ে রঞ্জন।
সেই পাণ নিব রান্ধিতে ভাত ব্যঞ্জন॥
কেহ ছেঁচ কেহ বোঁচা কেহ বা সরল।
কেহ অসরল আছে কেহ আছে খল॥
নাহি রান্ধে নাহি বাড়ে নাহি দেয় মু।
পররান্ধা ভাত খায়্যা চান্দপারা মু॥
(পাণ দিতে আমা সনে না করে বিচার।
রন্ধন করিতে ছুড়া আনিবে খাঁথার॥)
লহনার বোলে খুল্লনা পাল্য সোয়াদ।
ভিতর মহলে চলে ভাবিয়া বিষাদ॥
খুল্লনা গঙ্গার জলে কৈল স্নান দান।
চণ্ডিকা পূজেন রামা করিয়া ধেয়ান॥
রন্ধনের তরে রামা ভাবে এক চিতে।
হেন কালে অভয়া আইলা কৈলাস হতে॥
সুমেরু-উপরে আছে কুমুদ ভূধর।
তাহার উপরে আছে বট তরুবর॥
এগার যোজন সেই তরুবর বট।
তার সুখে হর নাহি ছাড়েন নিকট॥
তাহার কোটরে আছে পাঁচ খান নদী।
তাহে বহে খণ্ড ক্ষীর ঘৃত মধু দধি॥
(তাহে ঝুলি খেলে চণ্ডী মেলি সখীগণে।
হেন কালে খুল্লনা পড়িয়া গেল মনে॥)
পঞ্চখানি নদী লয়্যা দেবীর গমন।
রন্ধনশালাতে গিয়া দিল দরশন॥
(পাঁচ নদী চণ্ডিকা রাখিলা তার পাশে।
ব্যঞ্জন অমৃত যায় রসের পরশে॥
(চণ্ডিকা দেখিয়া রামা মুখে নাহি বোল।
শিরে হস্ত দিয়া চণ্ডী তারে দিল কোল॥
নখইন্দু তাসে দূর কৈল অন্ধকার।
কবরী মল্লিকা মালে ভ্রমর-ঝঙ্কার॥)
শিরে হস্ত দিয়া চণ্ডী করিল আশ্বাস।
উজানী মোহিবে তোর সন্তলের বাস॥
হেন কালে খুল্লনা করিল অনুবন্ধ।
প্রথম সন্তলে উঠে অমৃতের গন্ধ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

খুল্লনার রন্ধন।

প্রভুর আদেশ ধরি, রান্ধয়ে খুল্লনা নারী,
সোঙরিয়া সর্ব্বমঙ্গলা।
তৈল ঘৃত লবণ ঝাল, আদি নানা বস্তুজাল,
সহচরী যোগায় দুর্ব্বলা॥
বাইগুণ কুমড়া কড়া, কাঁচকলা দিয়া শাড়া,
বেসার পিঠালী ঘন কাঠি
ঘৃতে সন্তোলিল তথি, হিঙ্গু জীরা দিয়া মেথি
শুক্তা রন্ধন পরিপাটী॥
ঘৃতে ভাজে পলাকড়ি, নৈটা শাকে ফুলবড়ি,
চিঙ্গড়ি কাঁটাল বিচী দিয়া।
ঘৃতে নালিতার শাক, তৈলে বাস্তুক পাক,
খণ্ডে বড়ি ফেলিল ভাজিয়া॥
দুধে লাউ দিয়া খণ্ড, জ্বাল দিল দুই দণ্ড,
সন্তোলিল মহুরীর বাসে।
মুগ সূপে ইক্ষু রস, কৈ ভাজে পণ দশ,
মরিচ গুড়িয়া আদা-রসে॥
মসূরী মিশ্রিত মাস সূপ রান্ধে রসবাস,
হিঙ্গু জীরা বাসে সুবাসিত।

ভাজে চিথলের কোল, রোহিত মৎস্যের ঝোল,
মান বড়ি মরিচে ভূষিত ॥
বোদালি হেলঞ্চা শাক, কাঠি দিয়া কৈল পাক,
ঘন বেসার সম্ভোলন তৈলে।
কিছু ভাজে রাই খড়া, চিঙ্গুড়ের তোলে বড়া,
খরসোলা পুঙা দশ তোলে ॥
করিয়া কণ্টকহীন, আম্রে শকুল মীন,
খর লোণ দিয়া ঘন কাঠি।
রান্ধিল পাঁকাল ঝষ, দিয়া তেঁতুলের রস,
ক্ষীর রান্ধে আল করি ভাটি ॥
কলা-বড়া মুগসাউলী, ক্ষীর-মোদনা ক্ষীরপুলি,
নানা পিঠা রান্ধে অবশেষে।
অম্ল রান্ধে অবশেষে, শ্রীকবিকঙ্কণ ভাষে,
পণ্ডিত রন্ধন উপদেশে ॥

ভোজ।

(পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন করিয়া রন্ধন।
শীঘ্র আনাইলা দুয়া সাধুর সদন ॥)
বেলা হৈল অবশেষ সান্ন হৈল স্তুতি।
শালগ্রাম শিলা জল খায় ধনপতি ॥
আইস আইস বলি ডাকে চেড়ী ত দুর্ব্বলা।
বিদগধ সদাগর পাতে কিছু ছলা ॥
চারি দণ্ড মোর আছয়ে স্তব পাঠ।
রন্ধন ভুঞ্জাও বায়্যা যাবে দূর বাট ॥
অবশেষে গৃহস্থের উচিত ভোজন।
তার বোলে দুর্ব্বলা ভুঞ্জায় বন্ধুগণ ॥
প্রশংসা করয়ে তারা ব্যঞ্জন সকল।
শুনিয়া লহনার ঝরে লোচনের জল ॥
ভোজন করিয়া সঙ্গে যত বন্ধুগণ।
কর্পূর তাম্বূলে কৈল মুখের শোধন ॥
সমাপি ভোজন তারা করিল বিদায়।
বসন কাঞ্চন মাল্য সাধু-স্থানে পায় ॥
ভোজন করিয়া গেল যত বন্ধু জ্ঞাতি।
পশ্চাতে ভোজনে বৈসে সাধু ধনপতি ॥
লহনা যোগায় জল পাখালিল পা।
ভোজন মন্দিরে সাধু তুলিলেন পা ॥
শিব সোঙরিয়া কৈল দুই আচমন।
খুল্লনা কনক-থালে যোগায় ওদন ॥
সোঙরিয়া জগন্নাথ প্রধান পুরুষ।
সুরনদী-জলে সাধু করিল গণ্ডূষ ॥
সুবর্ণের বাটীতে দুর্ব্বলা দিল ঘি।
হাসিয়া পরশে রামা বণিকের ঝি ॥
প্রথমে শুকুতা ঝোল দিল ঘণ্ট শাক।
প্রশংসা করয়ে সাধু ব্যঞ্জনের পাক ॥
ভাজা মান ঝোল ঘণ্ট মাংসের ব্যঞ্জন।
ভোজন করয়ে সাধু আনন্দিত মন ॥
ঘৃতে জর জর খায় মীন মাংস বড়ি।
বাদ করি কৈ ভাজা খায় দেড়বুড়ি ॥
আম্র খাইল পিঠা জল ঘটী ঘটী।
দধি খায় ফেনী তথি করে মটমটি ॥
দধি পিঠা খাইল সাধু মধুর পায়স।
ভোজন করিয়া সাধু কামে হৈল বশ ॥
যৌবনেতে ভোজন সাধু করে বার মাস।
আজি, ভোজনের বেলা সাধু করে উপহাস।
যতেক ব্যঞ্জন খাই রাখি নাহ তথি।
টাবা হৈতে পাইলাম পরম পিরীতি ॥
হাসিয়া খুল্লনা দিল কুমড়ার খোলা।
ভূমে গড়াগড়ি যায় হাসিয়া দুর্ব্বলা ॥
দুর্ব্বলা হাসয়ে সাচাস্তিত ধনপতি।
হেন বুঝি পদ্য মোরে করিল যুবতী ॥
এমন শুনিয়া রামা কৈল অনুমান।
হরিদ্রা গুলিয়া করে দিলেন আখ্যান ॥
হরিদ্রা পাইয়া সাধু করে অনুমান।
হেন কালে পড়ে মনে পুঁথি অভিধান ॥
হরিদ্রা পর্য্যায়ে আছে রজনী আখ্যান।
হেন বুঝি রামা মোরে দিল নিশাদান ॥
ভোজন করিয়া সাধু কৈল আচমন।
দুর্ব্বলারে আদেশ করিল ততক্ষণ ॥
(ভোজন অধিক আর মনে কুতূহল।
কর্পূর তাম্বূল খায় করে খল খল ॥
সাধুর ইঙ্গিত দাসী বুঝিয়া সত্বরে।
শয্যা বিছাইতে যায় বিনোদ-মন্দিরে ॥)
আদেশ ধরিয়া মাথে চলিল দুর্ব্বলা।
মুকুন্দ রচিল সুধী সর্ব্বমঙ্গলা ॥

দুর্ব্বলার শয্যারচনা।

সাধুর আদেশ ধ'রে, প্রবেশি শয়ন-ঘরে,
খট্ট করে চন্দনে ভূষিত
সুগন্ধি পুষ্পের দামে, আমোদিত কৈল ধামে,
লহনার উচাটন চিত॥
দুর্ব্বলা আবাস ঘরে বিছায় শয়ন।
চৌদিকে উন্নত স্থলে, মণিময় দীপ জ্বলে
যেন দেখি ইন্দ্রের ভবন॥
দড়ি করিয়া আঁট, এ'যে নিজায় খাট,
জেলি না যশ'রি সাজে খাপা।
কিভা করিয়া বান্ধা, উপর টানায় চান্দা,
বিছায় মালতী যুথি চাঁপা॥
ধবল চামর বান্ধা, উপরে টাঙ্গায় চান্দা,
প্রতি চালে মুকুতার ঝারা।
পাটের মসারি বেড় ভূমে নামে পত্র বেড়,
মাঝে মাঝে লাল পাটের ডোরা॥
দুই দিগে জলঘটী, জলে পূরা গাড়ু বাটী,
দুই দিকে রাখে দুই পাখা
বাটা ভরি বীড়া গুয়া, কুঙ্কুম কস্তুরী চুয়া,
সুগন্ধি প্রসূন মদ-লেখা॥
অঙ্গুরী পাশলী কাঁচি, সুবর্ণের কড়ি মাছি,
মণি মোতি পলা হেমহার।
সাধু খুল্লনারে দিতে, আনিয়াছে গৌড় হৈতে,
আছে তাহে গুপ্ত পরকার॥
শয্যা বিছাইয়া দাসী, ধরিতে না পারে হাসি,
বার চারি গড়াগড়ি যায়।
সাধু যাইলা নিকেতনে, শ্রীকবিকঙ্কণ ভণে,
হৈমবতী যাহার সহায়॥

লহনার ক্রোধ-শান্তি।

(বিমল মন্দিরে সাধু করিল শয়ন।
দেখিয়ে লহনা নানা চিন্তে মনে মন॥
রন্ধন খুল্লন অঙ্গে রমুয়ের শাপে।
সাধু ভটবারে বাঁধী যায় হেন বেশে॥
এমন দেখিয়া চণ্ডী চিন্তিলেন মনে।
এই হেতু সদাগরের হরিল জীবনে॥
ভোজন করিতে দুয়া ডাকে লহনারে।
গর্জ্জিয়া লহনা কিছু বলে উচ্চৈঃস্বরে॥
"যে কালে রান্ধিতে যেটি দিল গুয়া পাণ।
বচনেক মোরে না করিল অবধান॥
আমা সনে বিচার না কৈল গর্ব্ব করা্যা।
এখনে খাইব ভাত পেটে পারা মর্যা?
বাসী পান্ত ভাত ছিল দয়া দুই তিন।
তাহা খেয়ে লহনা যে কিনিয়াছে দিন॥"
"ঘরের প্রধান তুমি বড় সম্ভাকারে।
তোমার সকল ভার মান কর কারে?"
চারি পাঁচ দুঃখ মোর হয়ে গেল অড়।
ভূণের অধিক ছোট কিসে আমি বড়?"
লহনা দুর্ব্বলা সনে যত কিছু ভণে।
কপাট আহড়ে থাকি খুল্লনা তা শুনে॥
সম্ভ্রমে আসিয়া ধরে তাহার চরণ।
ঘুচিল কন্দল দোহে করিল ভোজন॥
এক জন সহিলে কন্দল হয় দূর।
বিশেষ জানেন চক্রবর্ত্তী ঠাকুর॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

খুল্লনার বেশ-করণ

দুর্ব্বলা বুঝিয়া কাজ, আনিল বেশের সাজ
মৃগমদ কুঙ্কুম চন্দনে।
ভাণ্ডারে প্রবেশে চেড়ী, আনে আভরণ পেড়ি,
লহনা বিষাদ ভাবে মনে॥
পীত তড়িত বর্ণে হেম-মুকুলিকা কর্ণে
কেশ মেঘে পড়য়ে বিজুলী।
রজত পাশলি ছটি, পরে দিব্য তুলাকোটি,
বাহুবিভূষণ ঝলমলী॥
পরে দিব্য পাট শাড়ী, কনক রচিত চুড়ী,
দুই করে কুলুপিয়া শঙ্খ।
হীরা নীলা মোতি পলা, কলধৌত-কণ্ঠমালা,
কলেবরে মলয়জ পঙ্ক॥
নানা আভরণ পরি, ডানি করে হেম-ঝারী,
বাম করে তাম্বুল সাঁপুড়া।

শুনাদ নূপুর পায়, কুঞ্জর-গামিনী যায়,
লহনা শুনিতে পায় সাড়া॥
হৃদে বিষ মুখে মধু, হাসিয়া লহেনা বধূ,
কহে হিত উপায় বচন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিল বন্ধ,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

খুল্লনার প্রতি লহনার উপদেশ।

তুঁহু অতি ক্ষীণ বালা, নাহি জান রতিকলা,
না যাইহ সাধুর নিকটে।
রাহুর ভুখিল বেলা, যেন নব শশিকলা,
পড়িবেক বিষম সঙ্কটে॥
রতি রঙ্গ সদাগর, চির দিনে আইলা ঘর,
জরজর মনমথ-শরে।
মদনে আকুল চিত, নাহি গণে হিতাহিত,
বিআকুল বিরহের জ্বরে॥
আকুল দেখিয়া জায়া, সাধ নাহি করে দয়া,
বিনয় বচন নাহি শুনে।
রাহুর ভুখিল বেলা, যেন নব শশিকলা,
মূঢ়মতি তুহুঁ কাম-বাণে॥
যাবে কি সাধুর পাশে, নিরানন্দে সাধু ভাসে,
চিরদিন বিরহ-সাগরে।
কামে অতি তনু জরি, তুহুঁ গো নৌতুন তরী,
কেমনে করিবে পার তারে॥
শুন গো প্রাণের সই, অকপটে তোরে কই,
আমি জানি সাধুর বারতা।
লহনা যতেক ভাষে, শুনিয়া খুল্লনা হাসে,
লহনার মনে লাগে ব্যথা॥
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

লহনার প্রতি খুল্লনার উত্তর।

মালশী রাগ।

শুন গো প্রাণের দিদি লহনা বহিনি।
রমণে রমণী মরে কোথাও না শুনি॥
আগে দেখ স্বর্গে মঘ মহাবলবান্।
কেমনে কামিনী শচী দেয় রতি দান॥
তবে দেখ রঘুনাথ মহাশক্তি ধরে।
কেমনে কামিনী সীতা তার ঘর করে॥
দশ মুণ্ড বিশ বাহু লঙ্কার অধিকারী।
কেমনে শৃঙ্গার তার সহে মন্দোদরী॥
ভীম সম বলবান্ নাহি ত্রিভুবনে।
কেমনে দ্রৌপদী তরে তাহার রমণে॥
অসিতার চারু অঙ্গ নিন্দিত কমল।
কেমনে শৃঙ্গার সহে না খায় গরল॥
সদাই মাদক দ্রব্য হরের ভক্ষণ।
ভবানী কেমনে সহে তাহার রমণ॥
(সহস্র যোজন পরি সহস্র কিরণ।
সহিতে তাহার তাপ নারে কোন জন॥
তাঁর কোলে ছায়া সন্ধ্যা থাকেন শীতল।
প্রভুর প্রতাপে বনিতার সুমঙ্গল॥)
ভোজনের বেলা প্রভু করেছেন আদেশ।
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘিতে আমার বড় ত্রাস॥
শুনিয়া লহনা রামা ছাড়য়ে নিশ্বাস।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান পাঁচালি প্রকাশ॥

পুনঃ লহনার উপদেশ

কোথারে চল্যাছ একেশ্বরি।
বোল মোরে প্রাণের দোসরি॥
বুঝি পারা যাহ বাস ঘরে
ভেটিবারে কান্ত সদাগরে॥
তোমার নাহিক ইথে দোষ।
শৃঙ্গার ভুঞ্জিতে পরিতোষ।
দুঃখ বড় শৃঙ্গার-সময়ে।
সমানে সমানে বল করে॥
যেমন শৈচান কাক নাশে।
রাহু যেন চন্দ্রমা গরাসে॥

ভেক যেন ধরে বিষধরে।
মৃগপতি যথা করিবরে ॥
যেন ধরে মর্কট মক্ষিকা।
বিড়ালেতে যেন মূষিকা ॥
চিলে যেন ছুয়্যা লয় মীন।
তেন তোর সুরতি সতীন ॥
মোরা আজি হয়েছি গুর্বিবণী।
লাজ বাসি যাইতে একাকিনী ॥
লাজ ভয় নাহি তোর চৈটী।
আমি কেন বলি খায়্যা মাটি ॥
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে।
লহনারে প্রবোধ বচনে ॥

খুল্লনার উত্তর।

না বোল না বোল দিদি বিরোধ বচন।
আপনার যেন অঙ্গের ভূষণ ॥
স্বামীর প্রতাপ বনিতার সুলক্ষণ।
দশশত বাহু ধরে বলির নন্দন ॥
সহে তার বনিতা প্রেমনে আলিঙ্গন।
রতি সুখ বিনে তার না পূরে যে মন ॥
দশ মুখে চুম্বন সহেন মন্দোদরী।
ভিন্ন নাহি কেবল বিধি কুমারীর পুরী ॥
ভোজন বেলায় পতির করেছি আশ্বাস।
তার সত্য ভাঙ্গিতে আমার বড় ত্রাস ॥
এমন শুনিয়া রামা ছাড়য়ে নিশ্বাস।
শ্রীকবিকঙ্কণে কৈল পাঁচালী প্রকাশ ॥

খুল্লনার বাস-গৃহে গমন।

(লহনার পদধূলি ধরিলেন মাথে।
সুবর্ণের ঝারী দিল দুর্ব্বলার হাথে ॥)
লহনা বিষাদ ভাবে খুল্লনা-বচনে।
মদনে পীড়িত রামা যায় পতি-স্থানে ॥
দুই দিগে দেউটী জ্বলয়ে সারি সারি।
আগোর চন্দনে রামা পূরি লৈল ঝুরী ॥
হাথে তাম্বূলের বাটা সুবাসিত জল।
দেখিয়া লহনা রামা হইল বিকল ॥

দুর্ব্বলা রহিল তথা কপাটের আড়ে।
ধীরে ধীরে গেল রামা পতির নিয়ড়ে ॥
ত্বরিত গমনে রামা গেল বাস ঘরে।
দেখিলেন স্বামী আছে বিরহের জ্বরে ॥
বুঝিতে দাসীর ভক্তি দেবী মহেশ্বরী।
বাস-ঘরে সাধুর চেতন নিল হরি ॥
সাধুকে দেখিয়া রামা হৈল চমকিত।
বসিয়া সাধুর পাসে হইলা বিস্মিত ॥
সর্ব্বাঙ্গে লেপিল তার অগোর চন্দন।
কর্ণমূলে ঘন ঘন ঝঙ্কারে কঙ্কণ ॥
মলয়ার বাতাস নারীর হস্তে পায়্যা।
দ্বিগুণ হইল নিদ্রা হট্টায় শুতয়া ॥
শিরে ঘা মারিয়া রামা ছাড়য়ে নিশ্বাসে।
বাস ঘরে মৈলা প্রভু কিবা দৈবদোষে ॥
চিয়াও উত্তর দাও সাধু অধিকারী।
তোমার মরণে প্রাণ ধরিতে না পারি ॥
চিকুর চাঁচর প্রভু বরণ শ্যামল।
গজস্কন্ধ সদাগর দশন উজ্জ্বল ॥
ভালই আছিলা প্রভু গৌড় নগরে ॥
হেন বুঝি দেশে আইলা মরিবার তরে।
(দুর্ব্বলাকে ডাকিয়া আনিল রূপবতী।
নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে নাহি প্রাণপতি ॥
চিয়াও চিয়াও বলি রামা বসিল শিয়রে।
আকুল কারণ চিত্ত মনসিজ-শরে ॥
নাহি জানি কিবা আছে কপালে লিখন।)
অম্বিকা মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

খুল্লনার বিলাপ।

মৃত পতি কোলে করি, কান্দয়ে খুল্লনা নারী,
চক্ষে বহে কালিন্দীর ধার।
বিধির দারুণ দণ্ড, কজ্জলে মলিন গণ্ড,
ধূলায়ে লোটায় হেম-হার ॥
কেমন দারুণ বেলা, পায়রা উড়াতে গেলা,
কোন পাপক্ষণে হৈল দেখা।
কেবল উত্তর দুখ, দেখিলে আমার মুখ,
ভাদ্রে চতুর্থী-চান্দ-রেখা ॥

বাহির করিয়া আইলে, নৃপ সম্ভাষণে গেলে,
সারী শুক হয়ে আইল কাল।
তুমি গেলা দূর পথ, না পুরিল মনোরথ,
হৃদয়ে রহিল বড় শাল ॥
অভয়া করিল দয়া, আইলা পিঞ্জরা লয়্যা,
মোরে চান্দ হইলা প্রকাশ।
আজানু দীঘল বাহু, অকালে ভুখিল রাহু,
দৈবে কৈল উদরে গরাস
খুল্লনা রাক্ষসঙ্গনী, হেন কথা নাহি জানি,
বিবাহ করিলে পাপ কালে।
তার প্রতিকার হেতু, ছাগল রাখিলুঁ নিতু,
এই মোর কলঙ্ক কপালে
বিলম্ব করহ কিসে, আনহ মাহুর বিষে,
দুর্ব্বলা প্রাণের সহচরি।
তেজিব মনের দুখ, না দেখিব লোক-মুখ,
যেন প্রভাত না হয় বিভাবরী ॥
পতিব্রতা শিবশক্তি, দেখি খুল্লনার ভক্তি,
সংপুকে চিয়ান কুতুহলে।
তেজিয়া মনের ব্যথা, বসনে ঢাকিয়া মাথা,
খুল্লনা লুটায় খট্টাতলে ॥
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিলা শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

নবদম্পতি।

(চিয়াইয়া সদাগর বসিলা আসনে।
আনন্দ হইল চিত্ত মনসিজ বাণে ॥
উন্মত্ত হইয়া সাধু করে মহা খেদ।
চেতনাচেতন তার নাহি পরিচ্ছেদ ॥
দেখিতে দেখিতে হাথে হারাইলু নিধি।
এত দুঃখ পুরুষের সৃজিলেন বিধি ॥
কহ খট্টা কোথা মোর খুল্লনা সুন্দরী।
কহ না প্রদীপ মোর কোথা সহচরী ॥
অবিরোধে কহ কথা মধুকরবধূ।
যায়, কবরী মল্লিকা মালে পান কৈলে মধু ॥
চিত্রের পুত্তলি যত আছে গৃহ-ভিতে।
তাহাকে জিজ্ঞাসে সাধু হইয়া এক চিতে ॥
এত দিন একেলা আছিলু পরবাসে।
স্বপনে খুল্লনা নারী থাকিতেন পাশে ॥
প্রবাস ছাড়িয়া আমি আইলু নিজ ঘর।
কি দিয়া সুন্দরী মোরে করিলে পাগল ॥
খুল্লনা লুকায় ধনপতি নাহি জানে।
বিরহে ব্যাকুল সাধু হৈল কামবাণে ॥
খুল্লনা চাহিয়া সাধু হইল বিকলা।
আঁখি ঠারে দিয়া হাসি বোলয়ে দুর্ব্বলা ॥
কেমনে কামিনি সাধু হারাইলে কোলে।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান নারী খট্টাতলে ॥

ধনপতির বিনয়।

রামা হে নয়ান না কর বঙ্কা।
তোমার ভাবে, চিত্ত উতরোল,
মনে লাগে বড় শঙ্কা ॥
কানড় খোঁপায়, কনক-ঝাঁপা,
পাটের থোপা দোলে।
তোর বোল খানি, মধুরস বাণী,
ভ্রমর পড়িল ভোলে ॥
বয়ান বিমল, কনক-কমল,
গজমতি-হার সাজে।
পাটের সাড়ী, করাছ পরিধান,
চলিতে নূপুর বাজে।
কামের ধনুক, কামের শর,
ছাড়্যাছ সাধুর তরে।
শ্রীকবিকঙ্কণ, করিল রচন,
দেবী অভয়ার বরে

বিহার-বর্ণন।

মনে মদনে দুহে বাজল দ্বন্দ্ব।
আকুল মুগধে পড়ি গেও ধন্দ ॥
মানিনী রমণী না বৈসে পতি পাশে।
নয়নে আরতি নাহি ভজে রতিরসে ॥

বিমল কমল ঝাঁপই করতলে।
পীন কঠিন অঙ্গ দরশায় হলে॥
সুপুরুখ পরশহি মদন-বিকাশ।
বালার হৃদয়ে লজ্জা ভয় বিনাশ॥
লাজ তেজিয়া রামা করে নিবেদন।
অভয়া-মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

সদাগর সমীপে খুল্লনার দুঃখ কথন।

দাণ্ডায়ে পতির পাশে, খুল্লনা মধুর ভাষে,
আনিলুঁ তোমার যত দয়া।
তোমার কপট বাণী, মূল কাটি ঢাল পানী,
দূরে গেল্যা কোন্দল ভেজায়্যা॥
মুখে কর মধু বৃষ্টি, কেবল কপট দৃষ্টি,
হৃদয়ে তোমার হলাহল।
কি পাইলা অপরাধ, কেন এত বিসম্বাদ,
পরে পরে করালো কোন্দল॥
সাধু লোক যেবা হয়, কারো নাহি করে ভয়,
দোষ গুণ দেখি দেয় ফল।
না বুঝি তোমাকে ইথে, স্ত্রীকে মার পর-হাথে,
বিপরীত তোমার সকল॥
আইলুঁ তোমার বাস, করিলাম বড় আশ,
বিধি বাম আমার উপর।
আশায় পড়িল বাজ, বনিতা-সভায় লাজ
লাথি কিলে ভাঙ্গিল পাঁজর॥
তুমি সাধু শুদ্ধমতি, ধর্ম্মপথে তব গতি,
প্রকাশ করয়ে জগজন।
অন্নে না উদর পুরি, খুঞার বসন পরি,
এ তোমার ব্যাভার কেমন॥
জগতে তোমা জানি, কুবের সমান ধনী,
সাত নায়ে কর যে ব্যোপার।
তুমি হেন মোর স্বামী, ছাগল রাখিলুঁ আমি,
এই লাজে পুরাবে ভাণ্ডার॥
উথলে আমার বাণী, শ্রাবণের যেন পানী,
সমুদ্রের যেমন তরঙ্গ।
যত দুঃখ দিল সতা, কহিব কতেক কথা,
তোমার নিদ্রার হয় ভঙ্গ॥

দুর্ব্বলা যেমত আছে, থাকিব তোমার কাছে,
দূর কর আয়া ব্যবহার।
জানি হে তোমার গুণ, করিবা আগারে খুন,
লহনা তোমার ক্ষুরধার॥
কহিতে বিদরে বুক, না চাহি তোমার মুখ,
বিধি কৈল অধম অবলা।
সন্তাপে পোড়য়ে মন, দাবানলে যেন বন,
বনে ফিরি কান্দিয়া বিকলা॥
যদি মোর ছিল দোষ, ক্ষমিতে নারিলা রোষ,
গলে কেন নাহি দিলা কাতি।
এই বড় ঠাকুরাণী, মুখে দিলা চূণ কালি,
সতিনী হাথিয়া মারে লাথি॥
কহিতে মনের দুঃখ, বিদরে আমার বুক,
মূর্চ্ছিতা পড়িল ভূমিতলে।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিয়া বন্ধ,
বিরচিল অভয়া-মঙ্গলে॥

সদাগরের হস্তে পত্র প্রদান।

করুণ রাগ

দশার ছুটি, খুঞা বাস, এড়িয়া প্রভুর পাশ,
পত্র দিল বল্লভের করে।
নিকটে আনিয়া বাতি, সদাগর পড়ে পাতি,
ভাসে রামা লোচনের নীরে॥
সাক্ষর লিখন পাতি, গৃহ প্রতিকার ইতি,
লহনারে লেখে ধনপতি।
মুড়ায়্যা কুন্তলভার, নিবে অষ্ট অলঙ্কার,
পরিবারে দিবে খুঞা ধুতি॥
(দিয়া তারে অন্নকষ্ট, যৌবন করিবে নষ্ট,
নিয়োজিবে ছেলির রক্ষণে।
পর্য্যঙ্ক তুলী পাড়ি, নিবে আভরণ পেড়ি,
দিহ তারে খোসলা ওড়নে॥
নিবারিবে তৈল গুয়া, কুঙ্কুম কস্তুরী চুয়া,
লবণ ব্যঞ্জন ঘৃত দধি।
অই কন্যা নিশাচারী, না বোল আমার নারী,
নানা দুঃখ দিহ যথাবিধি॥)
শোয়াবে অজের শালে, অন্ন দিবে নিশাকালে,
পূরে যেন অর্দ্ধেক উদর।

যদি তার হয় ব্যাধি, নাহি দিবে মহৌষধি
ঔষধ না দিবে ব্যাধিহর॥
(জ্যেষ্ঠের তারিখ দিল, মান হীন জায়া কৈল,
সাক্ষী করি উজানী নগর।
সমাপ্ত করিয়া পাতি, অবশেষে লিখে ইতি,
গাইল মুকুন্দ কবিবর॥) *

খুল্লনার প্রতি ধনপতির উক্তি।

পত্র পড়ি পরম লজ্জিত সদাগর।
বলে প্রিয়ে নহে এই আমার অক্ষর॥
যদি এই পত্রে মোর আছে অনুমতি।
করিবেন দণ্ড মোরে দেব পশুপতি॥
সত্য সত্য বলি আমি শিবের শপথ।
পাপিনী লহনা তোরে করিল এমত॥
অপাঙ্গ গুণে তব কামশর শর।
বিঁধিয়া ছাড়হ মোর মন মৃগবর॥
কুলের কলিকা তুমি কুলবতী জায়া।
অবিচারে প্রাণনাথে কেন ছাড় দয়া॥
দরিদ্র আচারহীন যদি হয় পতি।
নিন্দার আশ্রয়ে পতি নাহি ছাড়ে সতী॥
ক্ষমা কর অহে প্রিয়ে ধরি তব হাথ।
কোপ সম্বরহ, হয় রজনী প্রভাত॥
লহনারে প্রিয়ে তুমি রাখায়্য ছাগল।
নিয়ম করহ অর্দ্ধ সেরের সম্বল॥
পরিবারে খুঞা ধুতি উড়িতে খোসলা।
শয়নের স্থান তারে দিহ ঢেঁকীশালা॥

---

* শেষ দুই চরণের পরিবর্ত্তিত পাঠ;—
পত্র পড়ি সদাগর, ক্রোধ হৈল গুরুতর
খুল্লনারে তোষেণ বচনে।
মনে বড় পাইল লাজ, আজি মোরে কর ব্যাজ,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে॥

খুল্লনার বারমাস্যা।

সিন্ধুড়া রাগ।
প্রাণনাথ ওহে ওহে॥ ধ্রু॥

এমন শুনিয়া রামা সাধুর বচন।
বার মাসের দুঃখ কথা করায় শ্রবণ॥
(১) প্রথম জ্যৈষ্ঠে গেল্যা প্রভু গড়াতে পিঞ্জর।
প্রবল সতীনী ঘরে হৈল স্বতন্তর॥
ছেলি রাখিবারে পত্র আইল যেই দণ্ডে।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে খুল্লনার মুণ্ডে॥
শুন সদাগর প্রভু শুন সদাগর।
জানায়্যা তোমার পায়ে যাই বনান্তর॥
(২) আষাঢ়ে পুরিল মহী নব মেঘে জল।
ছাগল চরাতে প্রভু নাহি পাই স্থল॥
বড় অভাগ্য মনে গণি বড় অভাগ্য মনে গণি।
কত শত খায় জোক নাহি খায় ফণী॥
(৩) শ্রাবণে বরিষে ঘন দিবস রজনী।
সিতাসিত দুই পক্ষ একই না জানি॥
কাননে ছাগল রাখি শিরে গাছের পাতা।
একাকিনী বনে ফিরি কারে কব কথা॥
(৪) ভাদ্রপদ মাসে বড় দুরন্ত বাদল।
খালি জুলি ভরা হইল না চলে ছাগল॥
ছাগলের কাণে ধরি করি টানাটানি।
কাঁকালে তুলিয়া বান্ধি মূঢ়া কানি খানি॥
(৫) আশ্বিনে অম্বিকা লোক পূজয়ে হরিষে।
শুনিলু পিঞ্জর লয়্যা তুমি আইলে দেশে॥
নিকেতনে প্রাণনাথ কৈলা বনবাস।
(৬) কার্ত্তিক মাসে ত হৈল হিমের প্রকাশ॥
প্রথম কার্ত্তিকে হৈল হিমের জনম।
করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ॥
নিয়োজন কৈল বিধি সভার কাপড়ে।
ঢেঁকীশালে শয়ন আমার পোয়ালের খড়॥
(৭) মাস মধ্যে মাইসর আপনি ভগবান্।
হাটে মাঠে গৃহে গোঠে সভাকার ধান॥
উদর পুরিয়া অন্ন দৈবে দিল যদি।
যম সম শীত তাহে নিরমিল বিধি॥
দুঃখ কর অবধান দুঃখ কর অবধান।
জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ॥

তুলী তৃণপাতি তৈল তাম্বূল তপনে।
করয়ে সকল লোক শীত নিবারণে॥
(৮) পৌষ মাসেতে প্রভু অতি শুরু শীতে।
কাঁটা খোঁচা ভাঙ্গি অগ্নি জ্বালি চতুর্ভিতে॥
তাহাও দেখিতে নারে দারুণ সতিনী।
দুর্ব্বলা হাথাএ্যা তায় ঢালি দেয় পানী॥
(৯) মাঘ মাসে এক পাঁঠা খাইল শৃগালে।
অবনী বিদরে যদি প্রবেশি পাতালে॥
ছিল মোর কষ্টের যাতনা।
চুলে ধরি কীল লাথি মারয়ে লহনা॥
(১০) ফাল্গুনে দ্বিগুণ শীত মলয় সমীরণ।
খুল্লনার গায়ে বস্ত্র খুঞ্যার বসন॥
নয় মাসে খুঞ্যা খানি হয়্যা গেল গুঁড়া।
সতিনী প্রসাদ কৈল একখানি মুড়া॥
শয়ন ঢেঁকীশালে মোর শয়ন ঢেঁকীশালে।
নিদ্রা না আইসে যদি পিপীলিকা-জ্বালে॥
(১১) মধু মাসে মারুত মলয় মন্দ মন্দ।
মালতীয়ে মধুকর পীয়ে মকরন্দ॥
বনিতা পুরুষ অঙ্গ পীড়িত মদনে।
খুল্লনার অঙ্গ পোড়ে উদর দাহনে॥
(১২) বৈশাখ মাসের দুঃখ শুন সদাগর।
তব আজ্ঞায় এই রীতি এক সংবৎসর॥
শুন বেণিয়ার বালা শুন বেণিয়ার বালা।
যত দুঃখ পাইনু সাক্ষী আছয়ে দুর্ব্বলা॥
তুমি আইস নিজাগারে শুনিয়া লহনা।
দিন দুই চারি কৈল আমারে মাননা॥
(খুল্লনার শুনি সাধু দুঃখের কাহিনী।
প্রবোধ করেন তারে পোহাক রজনী॥
সাধু সঙ্গে খুল্লনা যতেক কিছু ভণে।
কপাটের আড়ে থাকি লহনা সব শুনে॥
সাধুকে ভেট দিতে রামা সান্ধাইলা ঘরে।
রচিল পাঁচালী মুকুন্দ কবিবরে॥) *

* এই বন্ধনী চিহ্নিত অংশের পরিবর্ত্তিত পাঠ,—
খুল্লনার মুখে শুনি দুঃখের কাহিনী।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান পোহাকু রজনী॥

পুস্তকান্তরের পরিবর্ত্তিত পাঠ ;—

বারমাস্যা।

শুন নিবেদন নাথ শুন নিবেদন।
খুঞা পরাইয়া নিল যত আভরণ॥
আষাঢ়ে গগনে মেঘ উদিল প্রচণ্ড।
বৃষ্টির বিলম্ব নাহি সহে এক দণ্ড॥
শ্রাবণে বরিষে ঘন পুখরের ধার।
কোলেতে করিয়া ছেলি নালা করি পার॥
ছাগল চরাই গিয়া পুকুরের পাড়ে।
দুরন্ত ছাগল নাহি আইসে নিয়ড়ে॥
পর-ক্ষেতে যায় ছেলি পর-ক্ষেতে যায় ছেলি
নগরিয়া লোকে মোরে দেয় গালাগালি॥
প্রচণ্ড বাদল বড় ভাদ্রপদ মাসে।
নদী নালা একাকার কত ঢেউ আইসে॥
ছাগলের কাণে ধরি করে টানাটানি।
কাঁকালে তুলিয়া বান্ধি খুঞা পুতিখানি॥
বৃষ্টি বাজে যেন শেল বৃষ্টি বাজে যেন শেল
তিন দিন ব্যস্তাতে লহনা দেয় তেল॥
আশ্বিনে ছিলাম নাথ বড় মনোরথে।
শুনিলু পিঞ্জর লয়ে তুমি আইস পথে॥
অনশন ব্রত করি পুজি ভগবতী।
অভাগ্যের ফলে নাহি আইলে প্রাণপতি॥
রামা পরে অলঙ্কার রামা পরে অলঙ্কার।
তৈল বিনা কেশে মোর হৈল জটাভার॥
কার্ত্তিক মাসেতে হয় হিমের প্রকাশ॥
জগজনে করে শীত নিবারণ বাস।
ছমাসের খুঞা খানি হৈল মোর গুঁড়া।
লহনা প্রসাদ কৈল একখানি মুড়া॥
দুঃখ কর অবধান দুঃখ কর অবধান।
অগ্নিসেবা করি শীত করি সমাধান॥
মার্গশীর্ষমাসে ধান কাটয়ে সংসারে।
ক্ষেতে ধান কুড়ায়ে অভাগী পেট ভরে॥
দারুণ বিধাতা যদি অন্ন দিল মোরে।
সমান সমান শীত লাগিল আমারে॥
অজা সহ অজাশালে প্রত্যহ শয়ন।
অঙ্গে দিতে নাহি আঁটে খোসলা বসন॥

পোষেতে করে লোক নানা উপভোগ।
অভাগার বস্ত্র বিধি করিব সংযোগ॥
লহনা প্রসাদ কৈল পুরাণ খোসলা।
উড়িতে সকল অঙ্গে বরিষয়ে ধূলা॥
মাঘমাসে অনিবার সর্ব্বদা কুজ্ঝটি।
তৃণ-লোভে ধায় ছেলি না আসে নেউটী॥
দৈব যোগে এক ছেলি খাইল শৃগালে।
অবনী বিদরে যদি প্রবেশি পাতালে॥
কত করিলাম নতি কত করিলাম নতি।
কেশে ধরে লহনা মারিল কীল লাথি॥
ফাল্গুনে দ্বিগুণ শীত উত্তর পবন।
খণ্ড খণ্ড হৈল মোর খুঞার বসন॥
কাষ্ঠ কুড়াইয়া আনি গহন কাননে।
বেহান বিকাল যায় দহন সেবনে॥
শয়ন ঢেঁকীশালে নাথ শয়ন ঢেঁকীশালে।
নিদ্রা নাহি হয় ক্ষুদ্র পিপীলিকা-জ্বালে॥
চৈত্রেতে চাতক জল মাগে জলধরে।
কমলে লোটায় মধুভ্রমরী ভ্রমরে॥
বনিতা পুরুষ অঙ্গ পীড়য়ে মদনে।
আমার পোড়য়ে অঙ্গ উদর দহনে॥
আমার কর্ম্মদোষে নাথ আমার কর্ম্মদোষে।
বিধাতা বঞ্চিত মোরে তুমি দূরদেশে॥
শুভ চন্দ্র হৈল মোর প্রথম বৈশাখ।
চণ্ডীর কৃপায় দূর হইল বিপাক॥
তব আগমনবার্ত্তা পাইয়া লহনা।
এবে দিন দশ মোরে করিল মাননা॥
এবে ছেলি নাহি রাখি এবে ছেলি নাহি রাখি।
দুই চারি দিবস লহনা কৈল সুখী॥
খুল্লনার দুঃখ কথা শুনি সদাগর।
হেট মুখ করি সাধু চিন্তেন অন্তর॥

লহনার ছলনা।

(লাজে পড়িল দ্বিজরাজ)

অপরূপ তুঁহু অলি, মুকুলে করহ কেলি,
ধনি ধনি বিদগধ রাজ।
পড়ি শুনি হৈলা ভাল, কামমদে মাতোয়াল,
নৌতুন যৌবনে গেলা ভুলে।
না বুঝিয়া রস গন্ধ, লুবধ ভ্রমর ধন্দ,
যেন বৈসে শিমুলের ফুলে॥
দূর করি লজ্জাতঙ্ক, তুঁহু সাধু রতিরঙ্ক,
ছল কর বনিতার তরে।
রসহীন কাদম্বিনী, চাতক মাঙ্গয়ে পানী,
আপন গৌরব কর দূরে॥
অরি তোর পঞ্চ বাণ, বিলম্ব না সহে প্রাণ,
অভিসারী তুঁহু সহচরী।
দরিদ্র যতেক জন, সেহ নহে ত কৃপণ,
কেন বিলম্বন অধিকারী॥
তুঁহু রতি কলানিধি, ও না জানে বৈদগধি,
কুতুহল-উল্লাস-চঞ্চলা।
স্থিরা সৌদামিনী যেন, আলিঙ্গন ঘনে ঘন,
ধনি ধনি বৈদগধি লীলা॥
লহনা যতেক বোলে, শুনি সাধু কোপে জ্বলে,
ক্রোধ বলে হানিল মদন।
লহনার করে পাঁতি, আরোপিল ধনপতি,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥)

লহনাকে ভৎর্সনা।

(উজানী নগরে বৈসে যত জন জানি।
একে একে অক্ষর সবার আমি চিনি॥
পাপমতি হিংসামতি তুঁহু লো দুঃশীলা।
কপটে লিখিল পাঁতি তোর সই লালা॥
বাঁঝি চল ঘর ছাড়ি বাঁঝি চল ঘর ছাড়ি।
যদি না খাইবে বাঁঝি পাউড়ির বাড়ি॥
অপমানে লহনা অনল হেন জ্বলে।
খুল্লনা গঞ্জিয়া নিজ নিকেতনে চলে॥)

লহনা কর্ত্তৃক খুল্লনার নিন্দা।

খুল্লনা লইয়া সাধু সুখে কর ঘর।
বিদায় হইয়া আমি যাইব নায়র॥
সিন্দূরে সুন্দর ফোঁটা করে ভাল দেশে।
অধর রঞ্জিত করে তাম্বুলের রসে॥
করেতে দর্পণ ধরি নেহালে বদন।
অঙ্গে পরে আভরণ করিয়া মার্জ্জন॥

জাতি যুথী মল্লিকায় সদা বান্ধে কেশ
স্বামী ঘরে নাহি যার তার কেন বেশ॥
দু সন্ধ্যা চিরুণী ধরি পাড়ে মোহন পাটী।
সদাই কাজল পরে গলাভরা কাঁটী॥
হাতে পাণ মুখে গুয়া বেড়ায় বাটী বাটী।
প্রতিবাসী বলে দেখি এত বড় ঠেটী॥
যৌবন মদেতে মত্ত কুলের খাঁকার।
এই হেতু নিলুঁ তার অষ্ট অলঙ্কার॥
স্বামী ঘরে না থাকিলে বেশে কিবা কাজ।
আমি না থাকিলে হৈত তব কুলে লাজ॥
ছাগল রাখিতে আমি দিলুঁ দুঃখি-জনে।
আপনি ছাগল লয়ে ভ্রমে বনে বনে॥
তোমার প্রসাদে ঘরে নাই কোন ধন।
আপন আদেশে দেয় ছাগে আলিঙ্গন॥
আমা হৈতে হৈল তোমার জাতির রক্ষণ।
বিষয়ে সমান তুমি কহ কুবচন॥
মিথ্যা পরিবাদে রামা কান্দে অভিমানে।
বদন সরসিরুহ ঝাঁপিয়া বসনে॥
কার্য্য বুঝি লহনারে তৎ সয়ে সদাগর।
পাঁচালী রচিল শ্রীমুকুন্দ কবিবর॥

খুল্লনার সহিত পাশক্রীড়া।

হাথে ধরি বসাইল খটার উপর।
খেলিব তোমার সনে বলে সদাগর॥
মন্ত্রবলে সদাগর পাষ্টি কৈল বশ।
ডাক দিয়ে সদাগর পাতি ফেলে দশ।
আরবার পাশাসারি ফেলেন বামকু॥
তিপাচারি বান্ধে পাশা করিয়া সুরঙ্গ॥
চুরি ফেলি সদাগর বান্ধিল চৌসার।
বান্ধিয়া খুল্লনা পাষ্টি কৈল আরবার॥
তিন্নাট ও হয়্যা পাষ্টি পড়ে দোয়া চারি।
পাষ্টি পড়নে জানে আপনার হারি॥
বুঝিয়া কার্য্যের গতি সাধু বোলে পুন।
সিয়ান দুর্ব্বলা পাষ্টি ধরিল তখন॥
হারিলে শোধন কালে হবে পরমাদ।
জীব বালা তেঁহ পাছে পাও অবসাদ॥
পাশা এড়ি কৈল সাধু খুল্লনারে কোলে।
দুর্ব্বলা বান্ধিয়া পাশা রাখিল আঁচলে॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

সাধুর বিলাস।

আলিঙ্গন প্রেমরসে, দুহুঁ দুহাঁ ভুজপাশে,
দুই তনু নিবিড় বন্ধন।
বলয়া ঝাঝর বাজে, অনঙ্গ-সমরে যুঝে,
অভিনব রতিয়ে মদন॥
শোভে অতি অনুপাম, বহে বিন্দু বিন্দু ঘাম,
উতরোল তরাস কৌতুকে।
স্থির সৌদামিনী যেন, আলিঙ্গন ঘনে ঘন,
দুই তনু নিবিড় পুলকে॥
সাধু মদনের সখা, অধরে কজ্জল-রেখা,
কপালে সিন্দূর বিভূষণ।
নিতম্বে নিকলে বাস, মুখে গদগদ ভাষ,
দূর গেল কবরী বন্ধন॥
খুল্লনা বুঝিয়া কাজ, ত্যজে কুল ভয় লাজ,
লহনারে বলে কটু বাণী।
শুন রামা সাবধান, আপনি আপন মান,
রাখি যাহ কুল-কলঙ্কিনি॥
তুই অতি ক্রূরমতি, জানহ অনেক তাতি,
নিজ গুণ না কর প্রকাশ।
কিবা মনোহর বেশ, পাকিল মাথার কেশ
কোন্ লাজে কর পতি আশ॥
ছাড় বাঁঝি আপন বড়াই।
সাধু নাহি ছিল ঘরে, তেঁই ডরাইলুঁ তোরে,
না জানিয়া বলিলুঁ গোসাই॥
কেবা ভাল বলে তোরে, কালকূট অন্তরে,
স্বামি-সঙ্গে না কৈলি সম্ভোগ।
দেখিয়া পরের ধন, সাত পাঁচ চোরের মন,
বুড়া কালে বাড়াইলি রোগ॥
খুল্লনার কটু ভাষ, শুনিয়া ছাড়য়ে শ্বাস,
লহনা অনল হেন জ্বলে।
তোরে আমি ভাল জানি, মূঢ়মতি কলঙ্কিনি,
কলঙ্ক রাখিলি নিজ কুলে॥

না জানি রসের সীমা, বহু দিনে পেয়ে তোমা,
সাধু বশ মদন-বিহারে।
দরিদ্র যাচক জন, না বুঝিয়া দোষ গুণ,
হেম ত্যজি পীতল আদরে॥

ধনপতির সহিত পুনঃ খুল্লনার পাশা খেলা।

(খুল্লনার শুনি সাধু দুঃখ অবশেষে।
লজ্জা পেয়ে সদাগর কহে প্রিয় ভাষে॥
তোমা হৈতে প্রিয় নহে লহনা বেণ্যানী।
বিচারিয়া নিব ফল পোহাকু রজনী॥
যামিনী সময়ে দ্বন্দ্ব নহে যুক্তি মত।
কোন্দল করিলে হয় রঙ্গ রস হত॥
সাধুর বচন শুনি বলেন খুল্লনা।
দূর কর প্রাণনাথ কপট রচনা॥
বিশেষ বুঝিলুঁ নাথ তোমার চরিত।
অন্য হাথে অন্যের করহ বিপরীত॥
খুল্লনার অভিমান বুঝি কহে পতি।
প্রেমরসে দ্বন্দ্বরস ছাড়হ যুবতি॥
সদাগর প্রিয় ভাষে রতি-রস-আশে।
শুনিয়া সুন্দরী কিছু বলে প্রিয় ভাষে॥
দূর কর প্রাণনাথ রতি রস আশা।
আইস যামিনী যোগে দোঁহে খেলি পাশা॥
সদাগর বলে প্রিয়ে পরম মঙ্গল।
পাশায় হারিলে দিব ভাণ্ডার সকল॥
তুমি যদি হার তবে দিবা রতি পণ।
সদাগরে কিছু রামা করে নিবেদন॥
যেছে লব আগে আমি রাজা পাশা সারি।
সাধু বলে প্রিয়ে শেষ হয় বিভাবরী॥
দুর্ব্বলা আনিল পাশা খেলেন দম্পতী।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর ভারতী॥)

সাধুর অনুতাপ।

(কি ব্যাধি জন্মিল হিয়ার মাঝে।
চান্দের কর শর সদৃশ বাজে॥
জ্বর নহে অঙ্গে সদাই তাপ।
কম্পিত অঙ্গ সর্ব্বাঙ্গ কাঁপ॥
অঙ্গে লেপি যদি চন্দনপঙ্কে।
তনু দহে যেন সাপের ডঙ্কে॥
শুখায় বদন নাহি পিপাসা।
চন্দনের গন্ধ না সহে নাসা॥
প্রাণের ডাকাতি পাপ বসন্ত।
কেতকী কুসুম কামের কুন্ত॥
অপাঙ্গের তূণে তুলিয়া বাণ।
কাজল গরল করি আধান॥
করুণা ত্যজিয়া বিন্ধিল বাণ।
ব্যাধি হর সবে তুমি নিদান॥
লোচন গঞ্জে খঞ্জন তোর।
নিত্য হরে মোর লোচন চোর॥
মরমে বিন্ধিল রঙ্গ বকুল।
মধুকর রব কর্ণের শূল॥
ঝন্ ঝন্ ঝন্ কোকিল গান।
হরে মোর প্রাণ জগৎপ্রাণ॥
ব্যাধি হরে তোর বদন-রস।
বৈদ্য হয়ে রাখ আপন যশ॥
তোমার যৌবন মোর জীবন।
চিত্তরঙ্গে বরে দুজনে রণ॥
হারি সাধু পড়ে সে পদতলে।
স্থির হয় পুন পুণ্যের ফলে॥
সাধু কহে যত গদগদ ভাষে।
শুনিয়া সুন্দরী ঈষৎ হাসে॥
হারিল রমণে পড়ি পদতলে।
স্থির হয় পুন পুণ্যের বলে॥
সাধুরে রামা পরিহার যাচে।
গায়েন মুকুন্দ অক্ষর নাচে॥)

শনিবারের নিশা-পালা সমাপ্ত।

রবিবারের দিবাপালা আরম্ভ।

রাম রাম স্মঙরণে যামিনী প্রভাত।
পশ্চিম আশার কূলে গেলা নিশানাথ॥
কুসুম-শয়নে সাধু ছিলা নিদ্রা ভোলে।
নিদ্রা ত্যজি উঠে সাধু কোকিলের বোলে॥

অরুণ লোচন মুখ মলিন অধর ।
খলিত বসনে সাধু পালটে অম্বর ॥
বারি হৈতে লহনার চক্ষে চক্ষে ভেট ।
লজ্জার কারণে সাধু মাথা কৈল হেঁঠ ॥
নিত্য নিয়মিত কার্য্য করি সমাধান ।
অজয় নদীর জলে কৈল স্নান দান ॥
পরে সাধু কাঞ্চন বসন বিভূষণ ।
এই ভাবে পূজে সাধু শিবের চরণ ।
নানা দিকে নানা কর্ম্ম করে দাসগণ ।
অবধানে শুনে সাধু রাজপ্রয়োজন ॥
নিত্য নিয়মিত কার্য্য করিল খুল্লনা ।
চণ্ডিকা পূজেন রামা করিয়া অর্চ্চনা ॥
বিরূপাক্ষা বিশালাক্ষী দেবী কাত্যায়নী ।
মহাতপা তুমি মহাদেবের ভগিনী ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত ।
শ্রী কবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

লহনা ও ধনপতির কথোপকথন ।

লহনারে দেখি সাধু ক্রোধের বিরাম ।
কপট প্রবন্ধে সাধু লহনা বুঝান ॥
বিকশিত ফুলে আলি মালতীর বন্ধু ।
সাতাইশ ভার্য্যায় রোহিণী-নাথ ইন্দু ॥
ভ্রমিয়া সকল চিত্তে কম রতি পতি ।
তেন গো লহনা মোর তুমি প্রেমবতী ॥
এমত বলিয়া সাধু লহনা সদন ।
লহনার কৈল কিছু ক্রোধ সম্বরণ ॥
এমন বলিয়া সাধু তার বিদ্যমান ।
লহনার কৈল কিছু দুঃখ অবসান ॥
সকাল করিয়া স্নান করহ রন্ধন ।
ব্যবস্থা করিয়া রান্ধ পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ।
যেই দিন প্রিয়ে তুমি না কর রন্ধন ।
সেই দিন নহে মোর উদর পূরণ ॥
লহনা বলেন সাধু ত্যজ পরিহাস ।
দুয়া মাগু রান্ধি দেক ব্যঞ্জন পঞ্চাশ ।
যতেক বলহ প্রভু সকল কপট ।
খুল্লনা দেখিয়া পাছে না আস নিকট ॥
(যৌবনে অধিক গুরু নবীন অঙ্গনা ।
বাসি ফুলে মধুকর না করে বাসনা ॥
লহনারে দেখি সাধু ক্রোধের আবেশ ।
মধুর বচনে তারে কহে উপদেশ ॥)
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত ।
শ্রী কবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

লহনার প্রতি ধনপতির উপদেশ ।

(প্রিয়ে খুল্লনা তোমার নহে ভিন ।
তুমি বড় লোকের ঝি, তোমারে বুঝাব কি,
ছোট ভগিনী তোমার অধীন ॥
তোর অনুমতি লয়্যা, করিলুঁ দোসর বিয়া,
দিব্য দিয়া কৈলুঁ সমর্পণ ।
কপটে লিখিয়া পাতি, মজাইলে মোর জাতি,
যুগে যুগে রহিল গঞ্জন ॥
সেই নারী ভাগ্যবতী, ধনবান্ যার পতি,
বিবাহ করয়ে দুই তিন
এক নারী পুত্রবতী, সবার উত্তম গতি,
সতীনের পুত্র নহে ভিন ॥
গর্ভ তোর ভাগ্যে নাই, যদি দেয় গোসাঞি,
অল্প গর্ভে বংশের সঞ্চার ।
সঙ্গীত পুরাণ কথা, শুনিয়া ছিলাম সীতা,
পরলোকে হয় প্রতিকার ॥
আমার বচন রাখ, একভাবে দোঁহে থাক,
ওই কাজে নাহিক বিনাশ ।
সতিনী কন্দল যথা, অবশ্য বিঘন তথা,
রামায়ণে শুন ইতিহাস ॥
সদাগর যত ভণে, এক চিত্তে রামা শুনে,
দোষ মাগি লয় তার পায় ।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিয়া বন্ধ
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গায় ॥)

লহনার আক্ষেপ।

ঝারিখণ্ড।

দুর্ব্বলা, আনিয়া দেনা মোর প্রাণের সই।
পেচাকে অধিক ভীত, নিমকে অধিক তিত,
এবে হৈল বাস ঘরে রই॥
ফুরাল্য যৌবন কাল, এবে সে সতিনী কাল,
তৃণ সম আপনাকে বাসি।
ঔষধ সাধিল যত, সব হৈল বিপরীত,
ঠাকুরাণী হয়্যা হৈলুঁ দাসী॥
ব্যয় করি নানা ধন, সাধিলাঙ গুণিজন,
না হইল সোহাগ সম্পদ্।
যৌবন পরম ধন, যৌবনে পতির মন,
যৌবনের নিছনি ঔষধ॥
(যৌবন মোহন ফান্দ, ঔষধ বালির বান্ধ,
মৃত্যু ভাল যৌবন বিহীন।
শত পরি অলঙ্কার, সকল দেহের ভার,
যৌবন তনুর আভরণ॥)
যৌবন মোহন ফাঁস, স্বামী যৌবনের দাস,
শোভা পায় যৌবন তাণ্ডব।
কুল শীল রূপ ছিল, যৌবন পোড়ায়্যা গেল,
যৌবনের পশ্চাতে গৌরব॥
সঞ্চিত করিয়া নারী, বঞ্চিত লহনা নারী,
যৌবন পোড়ায়্যা গেল আন।
যৌবন টুটিল যদি, শুকাল অগাধ নদী,
এবে হৈলুঁ তুলার সমান॥
ফুরাল বরিষা কাল, পাকিয়া পড়িল তাল,
শূন্য গাছে না চাহে মানব।
যৌবন ঔষধ ফলে, পাকিয়া পড়িল তালে,
আর আছে কিসের গৌরব॥
কপটের পরবন্ধ, শুনিয়া দুর্ব্বলা কান্দে,
লীলাকে আনিতে দুয়া যায়।
উমা-পদে হিত চিত, রচিল নৌতুন গীত,
হৈমবতী যাহার সহায়॥

খুল্লনার রজোদর্শন।

পুরুষ রহসে তার গেল চারি মাস।
খুল্লনার স্বয়ম্ভু কুসুম পরকাশ॥
রবিবার মৃগশিরা তিথি ত্রয়োদশী।
শুভক্ষণে শুভলগ্নে শুভস্থানে শশী॥
ভিতরে হুলুই পড়ে যোড়া শঙ্খ বাজে।
গণ গর্ব্বিত হেঠ মাথা কৈল লাজে॥
প্রিয় সঙ্গে খেলে সাধু বাস পাঠশালে।
লহনা আসিয়া তার শিরে জল ঢালে॥
এক কাণ দুই কাণ নগরে বারতা।
খুল্লনার শুনে সাধ উৎসবের কথা॥
সাধুর মন্দিরে আইল পরিহাসি জন।
রামকৃষ্ণ জগন্নাথ হরি সনাতন॥
সাধুর খেলার সঙ্গী বলাইরাম দাঁ।
আইসে শালীপতি ভাই যশোমন্ত খাঁ॥
পোয়ালে জড়ায়্যা তারে দেই কাদা জল।
হরিদ্রা জলে দলাই ওঝা পড়য়ে মঙ্গল॥
অজয়নদীর তটে জলের ব্যবহার।
জল ছিটা ছুটে যেন বিজুলির ধার॥
নাম গঙ্গাধর নন্দী জাতি তারা তাঁতি।
গ্রাম সম্বন্ধে সাত ভাই সদাগরের নাতি॥
সভে মিলি সদাগরে করে দিগম্বর।
পদ্মপাতা পর্যা সাধু বলে থরথর॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

জলক্রীড়া।

সাধুর আদেশে চেড়ী, গিয়া নগরিয়া বাড়ী,
নিমন্ত্রণ দিল বধূজনে।
রন্ধন ভোজন ছাড়ি, চলয়ে সাধুর বাড়ী,
বিপর্য্যয় করি আভরণে॥
কুলবধূ কামতন্ত্র, বেজক দুর্ব্বলা যন্ত্র,
বালুকা সহিত জল পূরে।
জল দেয় যার অঙ্গে, সেই নারী দেই ভঙ্গে,
আচ্ছাদিল লোচন অম্বরে॥
ধরিয়া নারীর মায়া, পদ্মা বিজয়া জয়া
নগেন্দ্র-নন্দিনী নারায়ণী।

বণিক্-বধূর বেশে, উরিলা সাধুর বাসে,
কৌতুকে গায়ে ঢালেন পানী ॥
সাত-পাঁচ আয়োজনে, লহনাকে ধরি আনে,
গায়ে তার দেই কাদা জল।
লীলাবতী ধায়্যা যায়, আয়্য ধরি আনে তায়,
দুর্ব্বলা হাসয়ে খল খল॥
দেখিয়া কুলের ক্রীড়া, কুলবধূ জন বুড়া,
মঙ্গল-মঙ্গল গীত গায়।
যতেক যুবতী মেলি, জল খেলে কুতুহলী,
লাজ পায়্যা পুরুষ পালায় ॥
কেহ গায় কেহ ধায়, কেহ কাদা দেই গায়,
কেহ নাচে করি উতরোল।
কেহ বা লুকায় কোণে, কেহ বা ধরিয়া আনে,
দূর হৈতে শুনি গণ্ডগোল ॥
পূর্ব্বের হাষ্যাসে বুড়ি, ধরিয়া বেতের বাড়ি,
হাসে নাচে গড়াগড়ি যায়।
সাধুর ভাণ্ডার লুঠে, আনি ঘৃত দধি ঘটে,
আনন্দিত কর্দ্দমে কেলায় ॥
সাত পাঁচ সখী বেড়ি, ধরিয়া দুর্ব্বলা চেড়ী,
বিবসন করিয়া নাচায়।
জল-খেলা সঙ্গে করি, ঘর চলে যত নারী,
সাধু-গৃহে নানা ধন পায় ॥
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয়-মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

ধনপতির পুনর্ব্বিবাহ।

পরিহাসিজন যত হরিষ অন্তর।
বিবাহের উদ্‌যোগ করিল সদাগর ॥
বেদ-বিহিত আদি যত কর্ম্ম ছিল।
হরষিতে পুরোধা সকল সমাপিল ॥
আনন্দে মঙ্গলধ্বনি করয়ে যুবতী।
মাথায় মুকুট দিয়া বসিল দম্পতী ॥
নানা অলঙ্কার দিল উত্তম বসন।
গণেশ স্থাপিয়া পঞ্চ দেবতা পূজন ॥
ষোড়শ মাতৃকা পূজা কৈল দ্বিজগণ।
হরিষে করিল সভে ষষ্ঠীর পূজন ॥
নির্ম্মাইল পিঠালীর একুশ পুতলী।
দম্পতী প্রবেশে ঘরে হয়্যা কুতুহলী ॥
পিঠালীর পুতলী সাধু কুড়াইয়া চাল।
একত্র করিয়া রাখে নেতের আঁচল ॥
উত্তম আসনে আসি বসিল দম্পতী।
কৌতুকে যৌতুক দেই যতেক যুবতী ॥
কেহ নেত কেহ খেত কেহ পাটসাড়ী।
কুঙ্কুম চন্দন দূর্ব্বা বাটা ভরি করি ॥
বিদায় হইয়া গেল যত আইয়্যগণ।
খুল্লনা সহিত সাধু আনন্দিত-মন ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

খুল্লনার গর্ভ-সঞ্চার।

মঙ্গল।

(দশমী জন্ম তিথি, তনয় লাভ তথি,
শুভক্ষণ গুরুবার।
সকল দোষ হীন, বিচার করিল দিন,
প্রথম গর্ভের সঞ্চার ॥
কাংস্য বীণা বেণী, জোড়ে বাজে শানী,
পটহ মৃদঙ্গ বাজনা
স্বস্তিক বাচন, করে দ্বিজগণ,
গণেশ করি আরাধনা ॥
বিকর্ত্ত মণ্ডপে, টাঙ্গায়্যা চন্দ্রাতপে,
বাটীতে পুরিয়া চন্দন।
আনিয়া তিল কুশে, জাহ্নবী জল দীপ,
সঙ্কল্প করিল বাচন ॥
আরোপি হেম-ঝারা, উপরে ফুল ঝারা,
সোয় কনক আসনে।
সম্পুট করি হাথে, আরাধি গণনাথে,
পূজিয়া করিল বন্দনে ॥
চৌদিগে দাসগণ, পূজার আয়োজন,
করয়ে নৈবেদ্য রচনা
পূজিল দিবাকর, গোবিন্দ গদাধর,
করিল গৌরীর অর্চ্চনা ॥

পূজিল প্রজাপতি, কমলা সরস্বতী,
বাসব আদি দিক্‌পাল।
ইন্দ্রিয়া পূজি পুষ্টি, অর্চ্চনা করি ষষ্ঠী,
চন্দন ধূপ দীপ মাল॥
ব্রাহ্মণ শুভকালে, আনল কুণ্ড আলে,
আরাধেন নাথ প্রজাপতি।
গ্রহের শান্তি ঋদ্ধি, করিল গ্রহ শুদ্ধি,
বুঝিয়া জ্যোতিষ গতি॥
লোহিত পট্টবাসে, পরিয়া পতি পাশে,
বাসলা সুন্দরী খুল্লনা।
যজ্ঞের ধূম দেখি, হয়্যা লোহিতমুখী,
করিল আসন বন্দনা॥
সোঙরি পুরহর, দম্পতী জুড়ি কর,
মিলিয়ে দিল অর্ঘ্য দান।
পাঁচালী প্রবন্ধ, করিয়া সুচ্ছন্দ,
শ্রীকবিকঙ্কণ গান॥)

(দক্ষিণা শতেক ধেনু দিল সদাগর।
যজ্ঞের তিলক ভালে দিল দ্বিজবর॥
বেদমন্ত্রে আশীর্ব্বাদ দিল দ্বিজগণ।
দম্পতী মিলিয়া দুঁহে করয়ে স্তবন॥
আগু যান ধনপতি পশ্চাতে খুল্লনা।
পটহ কাংস্যত বেণী বাজয়ে বাজনা॥
যত বন্ধুজন সাথ পিঠালী মণ্ডলী
তথি থুয়্যা যায় সাধু সাৎটী পোটলী॥
গণিয়া লইয়া তার ধরেন অঞ্চলে।
পরিহাসী জন দেখি হাসে কুতুহলে॥
বন্ধুজনে সদাগর করে পুরস্কার।
দিন গোঙাইল সাধু রস ব্যবহার॥
নিরামিষ্য অন্ন দোঁহে কৈল ভোজন।
ফিরিয়া ভাবরে দোঁহে করিল আচমন॥
কর্পূর তাম্বুল কৈল মুখের শোধন।
বিনোদ মন্দিরে দোঁহে করিল শয়ন॥) *

---

* বন্ধনী মধ্যস্থিত পদ্যগুলি আমাদের হস্তলিখিত কয়েকখানি পুস্তকেই দেখিতে পাওয়া যায় না।

মালাধরের অভিসম্পাত।

গৌরী রাগ।

গৌরী সঙ্গে ত্রিপুরারি, গঙ্গায় সাজায়ে তরী,
কৃষ্ণকথায় কুতুহল মন।
ভাবে সমাকুল চিত, নারদ গায়েন গীত,
বিরচিয়া কালীয় দমন॥
নৃত্য করয়ে মালাধর।
তাতিনী তাতিনী তিনি, মৃদঙ্গ-মন্দিরাধ্বনি
ঘন বাজে সুবর্ণ ঝাঝর॥
গণেশ পাখাজ-পাণি, তাথই তাথই ধ্বনি,
নন্দী ভৃঙ্গী ধরে করতাল।
হরি হর পদ্মযোনি, নাট দেখে মহামুনি,
হরিধ্বনি করে মহাকাল॥
ভুবন মোহন কাচে, ধুস্তুরী তাণ্ডব নাচে,
গান মুনি রাধার বিষাদ।
মন্থর নূপুরশালী, পঞ্চতাল একমেলি,
দেবগণ করে সাধুবাদ॥
শ্যামল সুন্দর তনু, করতলে ধরে বেণু,
আজানু লম্বিত বনমালা।
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে, কপালে বিজুলি খেলে,
বাহুযুগে হেম তাড়বালা॥
(প্রভু বিশ্বম্ভরকায়, যশোদানন্দন গায়,
ভয়ে ভঙ্গ দেয় ফণিগণ।
ফিরি ফিরি বনমালী, দেয় ঘন করতালি,
নাগবধূ লইল শরণ॥)
এক শত ফণাশালী, দারুময় করি কালী,
মাথে আরোপিল মালাধর।
হয়ে সবে পুণ্যশালী, পঞ্চতান করি মেলি,
গান গীত গোবিন্দমঙ্গল॥
ভাবে সমাকুল কেশ, ধরিয়া নন্দের বেশ,
আনন্দে নাচেন পঞ্চানন।
যশোদার বেশ ধরি, তাণ্ডব করেন গৌরী,
পুলকিত তরুলতাগণ॥
নত নহে যত জন, নাটশালে নারায়ণ,
কৈলে নম্র তারে পদাঘাতে।
মণি পড়ে ত্যজি ফণা, শত মুখে বহে ফেন
খর শ্বাস মুখ নাসা হৈতে॥

নাচে তুষ্ট কৃত্তিবাসা, দিল নিজ কণ্ঠভূষা,
হাড়মালা বিভূতি ভূষণ।
কনক কঙ্কণ হার, হীরার গাঁথুনি যার,
প্রসাদ করিল দেবগণ॥
মণি আভরণ মাঝে, হাড়মালা নাহি সাজে,
দেখিয়া হাসেন মালাধর।
সভার অন্তরযামী, বুঝিয়া প্রমথস্বামী,
কোপদৃষ্টে চান পুরহর॥
(কোপে কম্প কলেবর, ডাকিয়া বলেন হর,
মূঢ়মতি শুন মালাধর।
বুঝিলুঁ কপট যুক্তি, কেবল তোমার ভক্তি,
তুঁহু লুব্ধ ধনের কিঙ্কর॥
নাচ হয়ে ধন-কাম, তোমারে বিধাতা বাম,
হাড়মালে কর পরিহাস।
গৌরব হইল তোর, ধনলোভে তুঁহু ভোর,
আমা দেখি না কর তরাস॥)
আমি অবধূত জন, হরিভক্তি মোর ধন,
স্বর্ণ রৌপ্য নাহি আভরণ।
তোরে দিলুঁ দিব্য মালা, তারে কর অবহেলা,
এই মালা শ্রীনিকেতন॥
এইত মালার গুণ, অবধান হয়্যা শুন,
পূর্ব্বে ছুয়্যাছিল দশানন।
মালার পুণ্যের পাকে, বিদিত ভুবন লোকে,
পরাজিত হৈলা দেবগণ॥
যত বার মৈলা গৌরী, তাহার লিখন করি,
তার হাড়ে কৈলুঁ কণ্ঠমাল।
যে জন পরশে হাড়ে, তারে লক্ষ্মী নাহি ছাড়ে,
ভুবনে দুর্লভ যেই সার॥
ধনের করিয়া আশ, যে জন হরির দাস,
তার ভক্তি কেবল ব্যাপার।
যেন মতি তেন গতি, চল ঝাট বসুমতী,
কুলে জন্ম লভ বেণিয়ার॥
হেন বাক্য হর-তুণ্ডে, কুমারের পড়ে মুণ্ডে,
ভাঙ্গিয়া শতেক মহীধর।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিলা বন্ধ,
গাইল মুকুন্দ কবিবর॥

মালাধরের স্তুতি।

অবনী লোটায়ে স্তুতি করে মালাধর।
একবার অপরাধ ক্ষম মহেশ্বর॥
(তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি সনাতন।
তুমি জলশায়ী সর্ব্ব হেতু নারায়ণ॥
তুমি অর্ক তুমি সোম তুমি হুতাশন।
তুমি ইন্দ্র তুমি চন্দ্র তুমি প্রভঞ্জন॥)
তুমি ধর্ম্ম তুমি মোক্ষ ধ্যান যোগ কাম।
বিফল জনম প্রভু তুমি যারে বাম॥
লঘু দোষে গুরুদণ্ড নহে সমুচিত।
বিশ্বনাথ নাম তোমার ভুবনে বিদিত॥
এতেক বচন যদি বৈল মালাধর।
প্রসন্ন হইয়া তারে বলেন শঙ্কর॥
দেবমানে অবনীতে রহিবে চারি মাস।
কর গিয়া অভয়ার ব্রতের প্রকাশ॥
আমার সেবক তথা আছে ধনপতি।
তার বনিতার গর্ভে লহ রে উৎপত্তি॥
এতেক বচন যদি বৈল কামরিপু।
দেখিতে দেখিতে তার টুটে আইল বপু॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

মালাধরের তনু-ত্যাগ।

পঠমঞ্জরী রাগ।

শিবের বচন শুনি, মালাধর মনে গুণি,
হৈলা অতি বিষাদিত মতি।
হরের ইঙ্গিত পায়্যা, দাণ্ডাইলা মহামায়া,
মোরে দিলে বিষম আরতি॥
কান্দে কুমার মনের সন্তাপে।
ত্যজিয়া অমর-পুরী, দেবরূপ পরিহরি,
কেমতে গোঙাব নররূপে॥
নাহি করি অপরাধ, বিনা দোষে অবসাদ,
দিল মোরে দেব শূলপাণি।
চণ্ডিকার কাজ সাধি, আমার পরাণ বধি,
দুই নারী বৈল অনাথিনী॥

পদ্মাসনে করি ধ্যান, যোগেতে ছাড়িল প্রাণ,
পড়িয়া রহিল কলেবরে।
উজানী নগরে স্থিত, খুল্লনা ঋতুমতী,
প্রবেশিল তাহার জঠরে॥
দুই ভার্য্যা তার সঙ্গে, অনুমৃতা হৈলা রঙ্গে,
ত্যজিয়া আপন নিজ পুরী।
শোকে উন্মত্ত বেশ, উদ্দাম করিয়া কেশ,
আম্র-পল্লব করে ধরি॥
অবশেষে নৃত্য গীত, অগোর চন্দন কায়,
দুই সতী করে চারু বেশ।
স্বর্গগঙ্গার নীরে, স্নান করিয়া তীরে,
অনলে করিল পরবেশ॥
তার এক জীব লয়ে, দক্ষিণ পাটনে গিয়ে,
জন্মাইল শালবান-ঘরে।
আর জীউ জয়াবতী, উজানী নগরে স্থিতি,
প্রবেশিল বিক্রেম বাসরে॥
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

সাধুর প্রতি জনার্দ্দন ওঝার উক্তি।

মরুতে আইল কোণার দেবীর আরতি।
মধুমাসে খুল্লনা হইলা গর্ভবতী॥
মধুমাস আপায় মাধব পরবেশ।
জনাই পণ্ডিত কিছু বলে উপদেশ॥
নিশ্চিন্ত রহিলা কেন বেণ্যার নন্দন।
এই মাসে হয় তোমার গুরু বিয়োজন॥
সাধু বলে বহুদিন আছে সেই তিথি।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর ভারতী॥

ধনপতির পিতৃ-শ্রাদ্ধের আয়োজন।

(এক দিন পাঠশালে, সখা সঙ্গে পাশা খেলে,
হাস্য পরিহাসে ধনপতি।)
হেন কালে পুরোহিত, হয়ে তথা উপনীত,
নিবেদন করে তার প্রতি॥)
কি কর কি কর ভায়া, আসি পঞ্জী দেখ গিয়া,
শুন ভাই মোর নিবেদন।
এই সিত ত্রয়োদশী, খুড়া হৈলা স্বর্গবাসী,
বলিবারে তার প্রয়োজন॥
পঞ্জর গড়াতে গেলা, করিয়া পাশার খেলা,
এক বর্ষ গোঙাইলা তথা।
বৎসর তোমার বাসে, জ্ঞাতি বন্ধু নাহি আসে,
ইথে নাহি কর কোন কথা॥
এই পুরী উজাবনী, সর্ব্ব লোকে তোমা জানি,
ধনে মানে খ্যাত সদাগর।
ব্রাহ্মণ যেমন রবি, কুলীন পণ্ডিত কবি,
আসিবে শতেক দ্বিজবর॥
তুমি লোকে খ্যাত দাতা, শুনিয়া ভাগ্যের কথা,
তোমার পিতার খ্যাত তিথি।
আসিবে ব্রাহ্মণ ভাট, কড়ি চাই পাটে পাট,
জোড় গড়া কাচা চাই ধূতি॥
আর চাল দালি-বড়ি, শতেক তঙ্কার কড়ি,
চিঁড়া কলা দধি গুয়া পান।
চাল দালি রাশি রাশি, জোড়ে জোড়ে চাহি থালী
জ্ঞাতি কুটুম্বের চাহি মান॥
আমি তোমার পুরোহিত, অনুক্ষণ চিন্তি হিত,
পিতৃ-কার্য্যে দেহ ভায়া মন।
সেবক পাঠাও হাটে, বান্ধব আনিতে বাটে,
করহ পিতার প্রয়োজন॥
পুরোহিতের বাণী শুনি ধনপতি মনে গুণি,
দেশে দেশে পাঠাল বার্ত্তন।
অপ্রগ্রাম বর্দ্ধমান, যার গুয়া স্থানে স্থান,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

কুটুম্ব-সমাগম।

দ্বিজ-মুখে শুনে সাধু পিতৃকার্য্য শুদ্ধি।
জয়পত্র সংযোগ করিল নানাবিধি॥
দেশে দেশে আছয়ে যতেক বন্ধু জ্ঞাতি।
প্রত্যেক সভাকে পাতি লিখে ধনপতি॥

ব্যবহার গুবাক সন্দেশ নিমন্ত্রণ।
ঘরে ঘরে দিয়া আইল কাণ্ডার বুলন॥
বর্দ্ধমান হৈতে বেণে আইসে ধুসদত্ত।
ষোলশো বেণের মাঝে যাহার মহত্ত্ব॥
তাহার পশ্চাতে আইল দাস নীলাম্বর।
আদর করিয়া আইসে উজানী নগর॥
দুই ভাইপো সঙ্গে আর তিন শ্যালা।
নয় ভাগিনা আইল নয়খানা দোলা॥
চম্পাই নগরের বেণে চান্দ সদাগর।
সঙ্গে লক্ষ্মী সদাগর চাপিয়া কুঞ্জর॥
ভালুকীর বেণে আইল অলঙ্কার কুণ্ড।
সভামাঝে কথা কহে ঘন নাড়ে মুণ্ড॥
মণ্ডলার বেণ্যা আইল শঙ্কর দায়ের বেটা॥
আঙলা বাটিয়া যার করতলে ঘাটা॥
দুই দুই পণ বেচে আঙলা এক পাত।
তায় শিলারস চুয়া কর্পূর যাবত॥
কর্জ্জনার বেণিয়া আইল পাঁচ ভাই।
যাদব মাধব হরি শ্রীধর বলাই॥
ফতেপুর বোড়শূল গ্রাম মহাস্থান।
তার বেণে আইল হরিশ্চন্দ্র মতিমান্॥
বিষ্ণুদত্ত আইল গায়ে চামরী আঁচলা।
গঙ্গার সনে যার মার ধনের সমালা॥
মানাদের বেণে আইল সনাতন চন্দ।
তার দুই ভাই আইল গোপাল গোবিন্দ॥
বামুলা আইল যার বাড়ি দশঘরা।
সেয়াখালার বেণ্যা আইল শ্রীধর হাজরা॥
রাম দত্ত আইল যার বাড়ি লাড়ুগাঁ।
পাঁচড়ার বেণে আইল চণ্ডীদাস খাঁ॥
আইল শঙ্কর দত্ত কারখির বেণে।
রাত্রি দিনে আইসে বার্ত্তন নাম শুনে॥
সাঁকো হইতে বেণে আইসে নাম শঙ্খদত্ত।
রাত্রি দিবা বহে যার অষ্ট ঘোড়ার রথ॥
বামুলা আইল যার বাড়ী খাঁড় ঘোষ।
কুলে শীলে ব্যবহারে যার হীন দোষ॥
সাধুর শ্বশুর আইল নামে লক্ষপতি।
ইছানি নগরে দুই তায়ের বসতি॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিল সাধু বসিতে আসন।
মধুপর্ক আদি দিল নানা আয়োজন॥
একে একে বণিকের কত লব নাম।
ষোল শত বান্যা আইল ধনপতির ধাম।
নমস্কারে আশীর্ব্বাদে হৈল গণ্ডগোল।
কেহ লয় পদধূলি কেহ দেয় কোল॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গায় মধুর সঙ্গীত॥

শ্রাদ্ধ-সমপন।

তিল তুলসী গঙ্গোদক, কুশ-বটু রক্তার্দ্রক,
যব দূর্ব্বা কুসুম চন্দনে।
স্মরি শত দূর্ব্বা বাণী, দ্বিজে করে বেদধ্বনি,
নিয়োজিত কৈল কুশাসনে।
দ্বিজগণে তার শিরে, যজুর্ব্বেদ শান্তি করে,
যজ্ঞেশ্বর করে আবাহন।
অবধানে পুরোহিত, করি দেয় নিয়োজিত,
শ্রাদ্ধ করে বেণের নন্দন।
ভালেতে জুড়িয়া ফোঁটা, বসিল পণ্ডিত-বেটা,
সগোল্লাদ পাথরী কম্বলে।
কস্তুর সময়ে বান্ধা, উপরে টাঙ্গায় চান্দা,
ধূপে আমোদিত কৈল স্থলে॥
যার যত অভিলাষ, পুরিল সভার আশ,
হেম-রূপা বৎস ধেনু দিয়া।
শত শত দ্বিজবর, আইল সাধুর ঘর,
পূজে তাঁরে সন্তোষ করিয়া॥
পাদ্য অর্ঘ্য গন্ধ দান, দ্বিজগণে সাবধান,
পাত্র বিধিমত কৈল দান।
যথাবিধি পিণ্ডদান, শ্রাদ্ধ কৈল সমাধান,
বিপ্রেরে করিল বহু মান।
চন্দন কুসুম মালা, পুরিয়া কনক থালা,
চলে সাধু বান্ধব পূজনে।
দামিন্যা নগরবাসী, সঙ্গীতের অভিলাষী
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে॥

মালা-চন্দনের বিবাদ।

মনে ভাবে সদাগর কার আগে পূজা।
সভার অধিক বটে চান্দ মহাতেজা॥

গোত্রে দুর্ব্বাসা বটে কুলের প্রধান।
ইহার আগেতে পূজা কেবা পায় আন॥
এমন বিচার সাধু করি সখা সনে।
আগে জল দিল চান্দ বেণের চরণে॥
কপালে চন্দন দিয়া মালা দিল গলে।
এমন সময়ে শঙ্খদত্ত কিছু বলে॥
ধণিকসভায় আমি আগে পাই মান।
ধুসদত্ত জানে হরিশ্চন্দ্র বিদ্যমান॥
যে কালে বাপের কর্ম্ম কৈল ধুসদত্ত।
তাহার সভায় বেণে আইল ষোল শত॥
ষোল শত মধ্যে শঙ্খদত্ত পাইল মান।
সম্পদে মাতিয়া নাহি কর অবধান॥
ইহা শুনি ধনপতি দিলেন উত্তর।
সে কালে না ছিল কিবা চান্দ সদাগর॥
ধনে জনে রূপে শীলে চান্দ নহে বাঁকা।
বাহির মহলে যার সাত মরাই টাকা॥
ইহা শুনি কিছু বলে নীলাম্বর দাস।
ধন হইতে হয় কিবা কুলের প্রকাশ॥
দুয় বধূ যার ঘরে নিবসয়ে রাঢ়।
ধন হৈতে সভা মাঝে চান্দ হৈলা যাড়॥
চান্দ বলে জানি তোরে নীলাম্বর দাস।
তোমার বাপের কিছু নাহি ইতিহাস॥
হাটে বাটে তোর বাপ বেচিত আগুলা।
যতন করিয়া তাহা কিনিত অবলা।

অনুক্ষণ হাথে হাথে বারবধূ সনে।
নাহি স্নান করি বেটা বসিত ভোজনে॥
(কড়ির পুটলি সে বান্ধিত তিন ঠাঁই।
সভা মধ্যে কহ কথা কিছু মনে নাই॥)
নীলাম্বর দাস বলে শুন রাম রায়।
পসরা করিত বাপ নাহি প্রত্যবায়॥
কড়ীর পুটলী বান্ধি জাতি ব্যবহার।
এঁটো চোপা খাইলে নহে কুলের খাঁখার॥
নীলাম্বর দাস রামরায়ের শশুর।
ধনপতি গন্ধে কিছু বলয়ে প্রচুর॥
জাতি বাদ নহে ভাই যদি হয় রঙ্ক।
ঘরে জায়া ছেলী রাখি দূরে সে কলঙ্ক॥
কেহ তথা কিছু বলে কেহ দেয় সায়।
বিড়ম্বিতে হরিবংশ শুনে রাম রায়॥

দামিন্তা নগর বাসী প্রভু রামাদিত্য।
শিশুকাল হৈতে তার সেবা করি নিত্য॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গায় মধুর সঙ্গীত॥

হরিবংশ-কথা।

যেণে হেসে এক জাম, শুনে সাধু রামরায়,
হরিবংশ পড়ে দ্বিজবর।
বিপক্ষ বণিক হাসে, কেহ বা নিষ্ঠুর ভাষে,
হেঁট মুখে রহে সদাগর॥
বংস বলে শুন ভাই, আপনার দোষ গাই,
নহি উগ্রসেনের তনয়
দুঃশীল দানব বংশ, ভুবনে বিখ্যাত কংস,
কি কারণ উগ্রসেনে ভয়
জন্মের ভাজন মাতা, যার বীর্য্য সেই পিতা,
সুতরূপে হয় অন্য কার।
লোক অপযশ গায়, জারজাত কংস রায়,
লেখা গেল যমের সভায়॥
পুরাণ বসন ভাতি, অবলা জনের জাতি,
রক্ষা পায় পরম যতনে।
যথা তথা উপনীত, দুহাকার এক চিত,
হিত বিচারিয়া দেখ মনে॥
শৈশবে রক্ষিবে তাত, যৌবনে প্রাণের নাথ,
বৃদ্ধকালে তনয় রক্ষিতা।
বেদে নাহি দিয়া মন, উগ্রসেন অভাজন,
অন্তঃপুরে না রাখে বনিতা॥
রূপে জিনি দেবমায়া, উগ্রসেনের জায়া,
মোর মাতা কেশিনী অঙ্গনা
শুন তার দৈবগতি ছিল রামা ঋতুমতী,
জল খেলা করিল কামনা॥
সঙ্গে শত দাসীগণ, জল বিহরণে মন,
দেখে রামা পর্ব্বতের শোভা।
দুঃশীল দেখিতে পায়, কাম-শরে বিদ্ধকায়,
কেশিনী দেখিয়া বড় লোভা॥
বুঝিয়া কার্য্যের গতি, দুঃশীল দানব পতি,
ধরে উগ্রসেনের মুরতি।

থাকিয়া কানন ভাগে, তারে আলিঙ্গন মাগে,
নিকুঞ্জে ভুঞ্জিল সুখে রতি॥
দুঃশীল দৈত্যের ডরে, রামা অনুমান করে,
হেন বুঝি নহে মোর পতি।
কামরূপী কোন জন, হরিল আমার মন,
কার সনে ভোগ কৈলুঁ রতি॥
দুঃশীল দানব ভয়ে, তিল আধ স্থির নহে,
নাহি করে হাস্য রস কথা।
সন্দেহ ভাবিয়া মনে, গেল রামা নিকেতনে,
পতি দেখি মনে ভাবে ব্যথা॥
এ সব রহস্য বাণী, আসিয়া নারদমুনি,
আমারে কহিল উপদেশ
সেই সময় হইতে, অন্য নাহি লয় চিতে,
উগ্রসেনে নাহি ভক্তি লেশ॥
বনে ফিরে যার নারী, নিষ্ফল তাহার গারী,
তার কেন বিবাহের সাধ
যার আক্ষেপণ বিনে, যথা ফিরে বনে বনে,
অবশ্য তাহার জাতি বাদ॥
অধ্যয়ন সমাপন, দ্বিজে দিল হেম দান,
পাঠক বন্ধন করে পুথি।
খলখলি বেণে হাসে, শ্রীকবিকঙ্কণ ভাষে,
চণ্ডীপদে করিয়া প্রণতি॥

রামায়ণ-কথন।

কলহে আরোপি মন, রামদত্ত রামায়ণ,
শুনে, ধনপতি বিড়ম্বিতে।
অন্য বণিক্ যত, রাম দত্ত অনুগত,
শুনে রামায়ণ এক চিতে॥
সীতার উদ্ধার হেতু সমুদ্রে বান্ধিয়া সেতু
পার হৈলা শ্রীরঘুনন্দন।
সুগ্রীব অঙ্গদ নল, নীল হনূ কপিবল,
বেড়িল লঙ্কার উপবন।
(বিভীষণ পরাভবে, রামের শরণ লভে,
গড় বেড়ে কপি দেয় থানা।
বিহার উদ্যান যত ভাঙ্গে যত কপিবর,
তরুবর ভাঙ্গে রামসেনা॥
ইহা শুনি দশানন, নিয়োজে রাক্ষসগণ
ত্রিশিরা নিকুম্ভ ইন্দ্রজিতে।
দেবান্তক মহোদর, নরান্তক নিশাচর,
অতিকায় আদি শত সুতে॥)
বিষম সমরে ধীর, অঙ্গদ সুগ্রীব বীর
কুমদ পনস হনুমান্।
চড় চাপড়ে রণ, করয়ে বানরগণ,
যত সেনা ত্যজয়ে পরাণ॥
সুমিত্রানন্দন-বাণে, মেঘনাদ পড়ে রণে,
পরাভবে চিন্তিত রাবণ।
কুম্ভকর্ণে প্রবোধিল, রাম-বাণে সেহ মৈল,
দশানন কৈল বহু রণ॥
সকল বিনাশ দেখি, দশানন হয়ে দুঃখী,
রথে চড়ি যুঝে রাম সনে।
রাবণে বিধাতা বাম, প্রথম সমরে রাম,
মুকুট কাটিল চক্র-বাণে॥
রামের সাধিতে মান, ইন্দ্র পাঠাইল যান,
সেই রথে সারথি মাতলি
চড়ি রাম সেই যানে, যুঝেন রাবণ সনে,
দেখি দেবগণ কুতূহলী।
বাণে মহামন্ত্র পড়, ব্রহ্মাস্ত্র ধনুকে জুড়,
মারিল রাম রাবণের বুকে॥
রথ হৈতে বীর পড়ে, কদলী যেমত ঝড়ে,
শোণিত নিঃসরে দশ মুখে।
রাবণ পড়িল রণে, ইন্দ্রের সন্তোষ মনে,
বিভীষণ বৈসে সিংহাসনে॥
পেয়ে শুভক্ষণ বেলা, চড়িয়া পাটের দোলা,
সীতা আইলা রাম সন্নিধানে॥
সীতার বদন দেখি, রামচন্দ্র হৈল দুঃখী,
হেট মুণ্ডে বলেন বচন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিয়া বন্ধ,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ।

গীতে।—
এক দিবস যার নারী পর গৃহে থাকে।
অনুদিন তাহাকে গঞ্জয়ে সর্ব্ব লোকে॥
চির দিন ছিলা সীতা রাবণ ভবনে।
আরোপিব রঘুবংশে কলঙ্ক কেমনে॥

তোমাকে জানকি আমি সতী ভাল জানি।
ভুখল বাঘের হাতে যেমত হরিণী ॥
সেতুবন্ধ করি আমি বধিলুঁ রাবণ।
উদ্ধার করিলুঁ যাও যথা লয় মন ॥
এত বাক্য হৈল যদি শ্রীরামের তুণ্ডে।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে জানকীর মুণ্ডে ॥
মূর্চ্ছাগত হয়ে সীতা পড়িল ভূতলে।
সুমিত্রানন্দন তাঁর শিরে জল ঢালে ॥
অনেক যতনে দেবী পাইল চেতন।
কৃপাময় রঘুনাথ বলিল বচন ॥
রহিতে আমার স্থানে যদি আছে মতি।
সভাতে পরীক্ষা দেও যদি বট সতী ॥
এমত শুনিয়া সীতা প্রভুর ভারতী।
পরীক্ষা করহ বলি দিল অনুমতি ॥
হংসে চাপিয়া ব্রহ্মা হৈলা অধিষ্ঠান।
পরীক্ষা লইল সীতা সভা বিদ্যমান ॥
পরীক্ষায় শুদ্ধ হৈল জনক-নন্দিনী।
প্রভু সঙ্গে বাস-ঘরে বঞ্চিল রজনী ॥
বেণ্যাতে মুখর বড় অলঙ্কারকুণ্ড।
সভা মাঝে কথা কহে ঘন নাড়ে মুণ্ড ॥
(চতুর্দ্দশ ভুবনের নাথ রঘুনাথ।
ব্রহ্মা আদি দেব যাঁরে করে প্রণিপাত ॥
তাঁর জায়া বন্দি ছিল পরীক্ষণ বিনে।
পরীক্ষা করিয়া তাঁরে নিলেন ভবনে ॥)
রাম বনে রুদ্ধ হৈল সাধু ধনপতি।
বনে ছেলি লয়ে যায় ভ্রমিল যুবতী
যেই বনে কানু ভানু শতেক মাতাল।
সেই বনে জায়া তোমার ছেলির রাখাল ॥
(দোষ গুণ তার না করিয়া বিচারণ।
খুল্লনা রাখিলে দেখি কে করে ভোজন ॥)
খুল্লনা পরীক্ষা দেক যদি বটে সতী।
তবে নিমন্ত্রণে সবে দিব অনুমতি ॥
(উচিত কহিব তাকে কিবা আছে শঙ্কা।
পরীক্ষা ন হইলে দিবে এক লক্ষ তঙ্কা ॥
এতেক ব ন যদি বলে অলঙ্কার।
বণিক্ সমাজে তার করে পুরস্কার ॥)
ঝারি হাথে সদাগর ছলে ঘরে চলে।
লহনা পাঞ্জিয়া সদাগর কিছু বলে ॥

শঙ্খদত্ত বলে চল সভে ঘরে যাই।
লক্ষপাত্তদত্ত দিল রাজার দোহাই ॥
একাকিনী ভ্রমণে দূষণ নহে নারী।
পাঠ্যেত গরল খাইলে সে মরি।
অভয়ার চরণে মজুক নিজচিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

জ্ঞাতিগণের ক্রোধ।

বলে বেণ্যা শঙ্খদত্ত, রাজগর্ব্বে হয়ে মত্ত
জ্ঞাতিরে দেখাও রাজবল
জ্ঞাতি যদি অতিরোষে গরুড়ের পাখা খসে
ইহার উচিত পাবে ফল ॥
গরুড় বিহঙ্গ-পতি তার পুত্র সম্পাতি
জ্ঞাতিরে লঙ্ঘল অহঙ্কারে।
উড়িতে গগনতলে ক্রোধে ভানুমণ্ডলে
পাখা খসে তার রবিকরে ॥
রাজপাত্র ধনপতি অন্য বেণে চষে ক্ষিতি
সকল রাজার পরিবার।
মিলিয়া সকল ভাই যাইব রাজার ঠাই
রাজা করে উচিত বিচার ॥
ধন লয় নৃপবর প্রাণ লয় দণ্ডধর
জাতি লয় দেয় বন্ধু জন।
রাজগর্ব্বে হয়া মানী দেশের না বোল শুনি
সমরে পড়িল দুর্য্যোধন ॥
যারে নন্দে দশ নর সেই যদি নৃপবর
তথাপি মলিন তার যশে।
বৃত্তের শুনি কথা পরীক্ষা করিয়া সীতা
রাম পাঠাইল বনবাসে ॥
কহিয়া এতেক তত্ত্ব বলে বাণ্যা শঙ্খদত্ত
চল সভে নিজ ঘরে যাই।
বুঝিয়া কার্য্যের গতি বলে সাধু লক্ষপতি
দিল গন্ধেশ্বরীর দোহাই ॥
গুণিরাজ মিশ্রসুত সঙ্গীত কলায় রত
বিচারিয়া অনেক পুরাণ।
দামিন্যা নগরবাসী সঙ্গীত অভিলাষী
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥

লহনাকে ভৎর্সনা।

লহনা কি কাজ করিলি আমা খায়্যা।
খুল্লনা তোমার পাকে কাননে ছাগল রাখে,
বিপাক পড়িল আমা লয়্যা॥
তোর অনুমতি লয়ে করিল দোসর বিয়ে
দিব্য দিয়া কৈলুঁ সমর্পণ
কপটে লিখিয়া পাতি মজালে আমার জাতি
বংশে বংশে রহিল গঞ্জন॥
তোর গর্ভে ভাগ্যে নাই যদি করেন গোসাঞি
অন্য গর্ভে বংশের সঞ্চার।
শুনিয়া পুরাণ কথা তোমারে দিলাম সতা
পরলোক হেতু প্রতিকার॥
সেই নারী ভাগ্যবতী ধনবান্ যার পতি
বিবাহ করায় দুই তিন
এক নারী পুত্রবতী সবার উত্তম গতি
সতীনের পুত্র নহে ভিন॥
(আপনার সুখাশংসা সতীনের কৈলি হিংসা
করিলি কপট ব্যবহার।
তোমার দারুণ কোপ কুল-বধ হৈল লোপ
বসুমতী ভরিল খাঁখার॥
রাজা যদি করে বল জাতি যদি ধরে ছল
সর্প যদি খেদাড়িয়া খায়।
তুই পাপমতি বাঝী হৈলি অপযশভাজী
কহ মোরে কেমন উপায়॥)
বিভা কৈলুঁ পুত্র হেতু স্বর্গ যাইতে ধর্ম্মসেতু
পরলোকে জল-পিণ্ড-দাতা।
আর যত উপচার পুত্র বিনু অন্ধকার
নরকে নাহিক পরিত্রাতা॥
অপুত্রক যার নারী তার ধনে রাজা বৈরী
পরে লয় আওয়াস নিবাস।
লোকে নাহি দেখে মুখ এই ত পরম শোক
প্রথম বাসরে উপবাস॥
মোর,
কি আর জীবনে ফল আনি দেহ হলাহল
তাজিব বিফল জীবলোক।
যদি মরে ধনপতি তবে দুহে হবে প্রীতি
লহনার দূর হবে শোক॥
'আত্মঘাত করি' বলে কাতি দিতে চাহে গলে
নিশ্বাস জিনয়ে দাবানলে।
খুল্লনা আসিয়া কাছে পরীক্ষা লইতে ইচ্ছে
সবিনয়ে সাধু কিছু বলে॥
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয় মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

খুল্লনাকে সান্ত্বনা।

তোরে বলি প্রিয়ে বসি থাক গৃহে
পরীক্ষার নাহি কাজ।
ঠেকিলে পরীক্ষে না দেখিব চক্ষে
জগত ভরিবে লাজ॥
যদি থাকে দোষ মোর নাহি রোষ
তোমরা অবলা জন।
ভ্রমিলা প্রান্তরে কি দোষিব তোরে
আমি পতি অভাজন॥
শতেক বনিতা মধ্যে পতিব্রতা
ভাগ্যে পায়ে এক জন।
নারীর চরিতে শুনেছি ভারতে
ইতিহাসে দেও মন॥
সুরসেনসুতা নাম তার পৃথা
কন্যাকালে আনে ভানু।
বিদ্যা শিখি পূর্ব্বে কর্ণ হৈল গর্ভে
কর্ণ-পথে যার জনু॥
পাণ্ডু নৃপবরে বিভা কৈল তারে
শাপে দূর গেল রতি।
তার শুভ কর্ম্ম ইন্দ্র বায়ু ধর্ম্ম
আনিয়া কৈল সন্ততি॥
পাণ্ডু নৃপমণি কল্যাণরমণী
মদ্রমহীপতি-সুতা।
অশ্বিনীকুমারে আনি নিজাগারে
হইল দুহার মাতা॥
(দ্রুপদ-নন্দিনী শুন তার বাণী
পঞ্চ জন কৈল পতি।

যুধিষ্ঠির ভীম নকুল অর্জ্জুন
সহদেব মহামতি ॥)
ইন্দ্র সুরপতি শুন তার গতি
হরিল গৌতম-দারা।
স্ত্রী নবযুবতী পাশে নিশাপতি
গুরুজায়া হরে তারা ॥
দূর কর শঙ্কা দিব লক্ষ টঙ্কা
বান্ধবে করিব বশ।
আর যে বিপক্ষ তারে দিব লক্ষ
ধন থাকে দিন দশ ॥
রাজা রঘুনাথ গুণে অবদাত
রসিক মাঝে সুজান।
তার সভাসদ্ রচি চারুপদ
কবিকঙ্কণে গান ॥

খুল্লনার পরীক্ষাদানে আগ্রহ-প্রকাশ।

অবোধ পরাণনাথ বলি হে তোমারে।
আজি ধন দিলে দিবে বৎসরে বৎসরে ॥
নিজ ধন দিতে দিতে তুমি হবে রঙ্ক।
ভুবন ভরিয়া মোর রহিবে কলঙ্ক ॥
(ধনপতি বলে প্রিয়ে থাকহ বসিয়া।
পরীক্ষা লইবে তুমি কিসের লাগিয়া ॥
যদি তুমি পরীক্ষায় ঠেক গুণবতি।
বণিক্‌সভায় মোর হইবে অখ্যাতি ॥
খুল্লনা বলেন প্রভু করি নিবেদন।
এক ভাবে সেবি যদি চণ্ডীর চরণ ॥
বিপদ্-ভাঞ্জনী দুর্গা কহে চারি বেদে।
পরীক্ষায় ভয় নাহি তাঁহার প্রসাদে ॥)
তোমার বচনে যদি না যাই আনলে।
অভাগীর কলঙ্ক রহিবে দুই কুলে ॥
(সামান্য নহ তুমি কুলীন হেন তোক।
সভাতে বন্দল দ্বন্দ্ব খোঁটা দিবে লোক ॥)
পরীক্ষা লইতে প্রভু বাদ কর আন।
গরল ভক্ষিয়া আমি ত্যজিব পরাণ ॥
পরীক্ষা লইব আমি নাহি কোন দায়।
প্রণতি করিয়া নাথ বলি হে তোমায় ॥
ধন দিয়া পরীক্ষা করিব নিবারণ।
উজানি জুড়িয়া মোর রহিবে গঞ্জন।
খুল্লনারে ধনপতি প্রানিল অপাপ
হৃদয় সন্তোষ বড় ঘুচল সন্তাপ ॥
পুনরপি ধনপতি করে নিবেদন।
খুল্লনা রান্ধিবে সভে করিবে ভোজন ॥
স্বপক্ষ বণিক্ তারে করেন আশ্বাস।
হেট মাথা করি বলে নীলাম্বর দাস ॥
দশমী দিবস মোর গুরু প্রয়োজন।
কেমনে আমিষ্য অন্ন করিব ভোজন ॥
পূর্ব্বের কতেক ছিল ধনপতি সনে।
আলটী করিল বেণে তথির কারণে ॥
বড়ই চতুর জয়পতির নন্দন।
ইঙ্গিতে বুঝিল কার্য্য বিপক্ষের মন ॥
ভোজন করিতে তোমায় নাহি বলি আমি।
ব্রাহ্মণে রান্ধিবে অন্ন করিবে দশমী ॥
দশমী করিয়া মাত্র বসিহ সভায়।
তোমার প্রসাদে মোর যজ্ঞ হবে সায় ॥
গয়া গঙ্গা করিলুঁ দেখিলুঁ জগন্নাথ।
দড়ায়েছি ভিন্ন লোকে না খাইব ভাত ॥
ধনপতি কটাক্ষিয়া বলে দুরক্ষর।
রুষিলেন ধনপতি দিলেন উত্তর।
বারান্ন পুরুষ যার লোণের ব্যাপার।
সেই বেটা সভা মাঝে করে অহঙ্কার ॥
হাটে লয়ে বেচে লোণ কেনে ডোম হাড়ি।
বিয়াজের ভয়ে ছুঞা করে কাড়াকাড়ি ॥
পাঁচ পণ বেচিতে এক পণ করে চুরী।
মধ্যখানে বসিয়া লুণের আড়ম্বরী ॥
ধনপতি তাহারে বলিল লুণে ভণ্ড।
সভার উকীল হয়ে বলে রামকুণ্ড ॥
নীলাম্বর দাস তাঁকে চাপিলেন অক্ষি।
হাথ পসারিয়া সভাজনে কৈল সাক্ষী ॥
জাতিতে বণিক্ লোণ বেচে সর্ব্বকাল।
কেহ লোণ বেচে কেহ বেচয়ে বকাল ॥
তুমি যারে বিয়া কৈলে রূপসী দেখিয়া।
সে কেন বেড়ায় বনে ছাগল লইয়া ॥
শুখানের মৎস্য আর নারীর যৌবন।
রূপান্তরে যদি পায় রজত কাঞ্চন ॥

অযত্নে পাইলে ইহা ছাড়ে কোন জন।
বিশেষে ভুলয়ে ইথে মুনি জনার মন॥
খুল্লনা পরীক্ষা দেকু বণিক্‌সভায়।
অভয়া-মঙ্গল কবিকঙ্কণে গায়॥

খুল্লনার পরীক্ষা।

খুল্লনা পরীক্ষা দেকু যদি হয় সতী।
তবে নিমন্ত্রণে সভে দিব অনুমতি॥
সভা মাঝে পরীক্ষা করিল অঙ্গীকার।
এই কথা সর্ব্বজন কহে বারবার॥
খুল্লনা করিল গায়ে সিন্দূরে মার্জ্জন।
একভাবে স্মরে রামা চণ্ডীর চরণ।
দুর্গা দুর্গা পরা মাতা দুর্গতি-নাশিনি।
দুরিতনাশিনি জয়া নগেন্দ্র-নন্দিনী॥
নিদ্রারূপী হয়্যা তুমি ভাণ্ডিলে প্রহরী।
যখন দেবকী-গর্ভে জন্মিলা শ্রীহরি॥
যমুনা আবর্ত্তশালী বিষম করালী।
তথি পার কৈলে তুমি হইয়া শৃগালী॥
ভূভারখণ্ডনে কৈলে আপনি প্রকার।
কংস ভয়ে কৃষ্ণ কৈলে কালিন্দীর পার॥
কৌতুকে শুতিয়া ছিলে দৈবকীর কোলে
করপদ ধরি কংস বধিবারে তোলে।
বিপদ্‌নাশিনী তোমা কয় হরিবংশে।
কৃষ্ণেরে করিলে রক্ষা ভাণ্ডাইয়ে কংসে॥
রাবণের বধ হেতু মেলিয়া দেবতা।
অকালে বোধন তোমা করিল বিধাতা॥
ষোল উপচারেতে পূজিলা রঘুনাথ।
তবে রাবণের হৈল সবংশে নিপাত॥
হৈল মধুকৈটভ হরির কর্ণমূলে।
ব্রহ্মারে হানিতে যায় নিজ বাহুবলে॥
নাভিপদ্মে বিধাতা পূজিল ভগবতী।
দুই অসুরের বধ নারায়ণে গতি॥
সত্য করি ভগবতী বোলে দিল বর।
পাইয়া তোমার বর পতি আইল ঘর॥
বারঘরে পতি সনে করাল্যা মিলন।
বিপদ্‌সম্পদ্‌হেতু তোমার চরণ॥
জ্ঞাতি ধরিল ছল অন্ন নাহি খায়।
একবার রক্ষা কর জ্ঞাতির সভায়॥
সুবর্ণের বাটীতে দিল নিজ অঙ্গ বলি।
সঘনে অভয়া বল্যা দিল হুলাহুলী॥
শ্রুতমাত্র গগনে উরিলা ভগবতী।
শ্বেত-মাছি-রূপে ঘটে কৈল অবস্থিতি॥
পরীক্ষা করিতে যায় জ্ঞাতির সভায়।
অভয়া-মঙ্গল কবিকঙ্কণে গায়॥

বণিক্‌সভায় খুল্লনার পরীক্ষা-প্রদান।

সাধু ধনপতিদত্ত, আনিয়া পণ্ডিত শত,
সভারে বসাল্য সিংহাসনে।
হয়ে সভে এক বুদ্ধি, বিচারে পরীক্ষা শুদ্ধি,
ধর্ম্মরায়ে করি নিবেদনে॥
সাধব জনের মর্ম্ম, বন্দনা করিয়া ধর্ম্ম
লেখে মন্ত্র অশ্বথের দলে।
আনিয়া পথিক দুই, তার শিরে পত্র থুই,
ডুবাইল সরোবরের জলে॥
(খুল্লনা পরীক্ষা লয়, কোন বেণে কিছু কয়,
উজানী নগরে জয়ধ্বনি।
অষ্ট নায়িকা লয়্যা, খুল্লনারে কৃপা করি,
রথ চড়ে রহিলা ভবানী॥)
দুই জনে ডুবে উঠে, বণিকের মন টুটে,
পরীক্ষায় খল্লনার জয়।
ফিরাইয়া সেই পাতে, দিল পথিকের মাথে,
ধনপতি বুঝিল নিশ্চয়॥
শঙ্খদত্ত ডাকে কয়, জলের পরীক্ষা নয়,
পথিক সহিত ছিল সান।
ত্যজিয়া কপট বিধি, পরীক্ষা লইবে যদি,
মাল ডাকিয়া এক আন॥
সাধুর আদেশে মাল, আনে সর্প মহাকাল,
দুই আঁখি কজ্জ্বল সমান।
রাখিল নূতনঘটে, গর্জ্জনে কলস ফাটে
সাপ চলে চন্দ্র মতিমান্॥
বনগ অসুরী তথি, দেখে দেখে ধনপতি,
ধর্ম্মসভা করে হাহাকার।

ভূতলে পাতিয়া জানু, প্রণাম করিয়া ভানু,
অঙ্গুরী তুলিল সাত বার॥
যৌদ সেনা দূর দেশে, রাম দাঁ নিষ্ঠুর ভাষে,
খুল্লনা গজ্জিয়া কহে কথা।
সাপে দিলে মুখবন্ধ, দুই চক্ষু হয় অন্ধ,
সর্প যেন হয় মহীলতা॥
আজ্ঞা দিল বুহিতাল, কামারে পাতিল শাল,
সাবল তাতায় হুতাশনে॥
প্রভাতের যেন রবি, হইল সাবল-ছবি,
সাধুর সন্দেহ বড় মনে॥
বীজ মন্ত্র লিখি পাতে, দিল খুল্লনার মাথে,
করে দিল অশ্বত্থের দল
সাঁড়াশীয়ে ধরি আনে, খুল্লনার বিদ্যমানে,
জবাফুল সমান সাবল॥
খুল্লনা সাবলে কয়, শুন বহ্নি মহাশয়,
আছ সর্ব্ব জীবের অন্তরে।
যদি বা স্বকৃত পাপ, উচিত করিবে বাপ,
নহে শান্ত হও মোর করে॥
পাতে রামা দুই পাণি, কামারে সাবল আনি,
আরোপিল তার পাণিপুটে।
করে রামা প্রণিপাত, লজ্জিয়া মণ্ডলী সাত,
ফেলাইল লয়্যা কুণ্ডকুটে॥
পুড়ি গেল তৃণচয়, ধনপতি ভাজে ভয়,
শঙ্খদত্ত বলে কটু বাণী।
বলিবারে কিবা ভয়, সাবল পরীক্ষা নয়,
ভারিলে সাবল হয় পানী॥
আজ্ঞা দিল বুহিতাল, দ্বিজে দিল ঘৃতে জ্বাল,
ঘৃত হৈল অনল সমান।
ভয় নাহি করে সতী, আরোপি অঙ্গুরী তথি,
তুলিল সভার বিদ্যমান॥
কহে ত মাধব চন্দ, এসব কপট বন্দ,
অনল ভারিলে হয় জল।
ভস্মা দেহ এক লাখ, ঘুচাই সকল পাক,
পরীক্ষার নাহি কিছু ফল॥
(পনইর কথা শুনি, চিন্তে বেণে-নিতম্বিনী
চণ্ডিকা পূজেন হেম-ঘটে।
দারুণ পনই জল, দেখি বড় ভয়ঙ্কর,
রাখ মোরে বিষম সঙ্কটে।
খুল্লনার ভয় দেখি, চণ্ডিকা হইলা দুঃখী,
পনইতে আরোপিল হাথ
চণ্ডিকা দেখিলা সতী করজোড়ে করি নতি,
অবনী লোটায়ে প্রণিপাত॥
স্নান করি রূপবতী, নীর তোলে শীঘ্রগতি,
লইল সভার বিদ্যমান।
রাম দত্ত তবে কয়, পনই পরীক্ষা নয়,
পরীক্ষা করুক রামা আন॥)
রোষযুত ধনপতি, পুন দিল অনুমতি,
তুলা পরীক্ষার বিধানে।
খুল্লনা করিল তুলা, হারিল বণিকগুলা,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে॥

জতুগৃহের ব্যবস্থা।

ধূসদত্ত বলে ভাই, তোর দায়ে আমি দায়ী,
কহি হিত উপদেশ বাণী।
এ সব পরীক্ষা বাজী, ইথে কেহ নহে রাজি,
ধরিল সভার পদ পাণি॥
আন পরীক্ষা নাহি মানি, সভে করে কাণাকাণি,
না ঘুচিল কুলের গঞ্জন।
জৌহর করিল সীতা, সবে কহে সেই কথা,
তথি সভাকার লয় মন॥
হয়্যা অবনীর রাজা, লোকের করিল পূজা,
আপনি স্বয়ং ভগবান্।
যেই পথ কৈল হরি, তাহা দড়াইতে পারি
সেই পথ কেবা করে আন॥
তুমি মামাইত ভাই, অবশ্য কল্যাণ চাই,
কহিতে মানহ পাছে রোষ।
তোমারে কহিলুঁ সাধু, জৌহর করুক বধূ,
তবে সভে করিব নির্দ্দোষ॥
কহে ত মাণিক চন্দ, নহে ন্যায় নহে দ্বন্দ্ব,
উচিত কহিতে চাহি কথা।
সীতা উদ্ধারিয়া রাম, তবে সে আনিল শাম,
জৌহর করিল তবে সীতা॥
জ্ঞাতির শুনিয়া কথা, ধনপতি মনে ব্যথা,
যুক্তি কৈল খুল্লনার সনে।
জৌগৃহ গড়িবারে, খোঁজে সাধু কারিগরে,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে।

জতুগৃহ-নির্ম্মাণ ।

* গঢ়াইল শত পল সুবর্ণ চাঙড়া ।
বান্ধিয়া বাঁশের আগে পাটের পাছোড়া ॥
আট দিকে বাদ্য-রোলে হৈল গণ্ডগোল ।
ঘন বাজে বীরকালী কাড়া পড়া ঢোল ॥
নগরে নগরে সাধু দিলেন ঘোষণা ।
জোগৃহ করি লউক শতপল সোণা ॥
হেন কালে যান চণ্ডী গগন বিমানে ।
দেখিয়া চণ্ডিকা যুক্তি কৈলা পদ্মা সনে ॥
বিশ্বকর্ম্মার সঙ্গে দিল বীর হনূমানে ।
জোঘর গড়িবারে করিল গমনে ॥
এক জন শিশু হৈল আর জন বুড়া ।
আসিয়া ধরিল সাধুর সুবর্ণ চাঙড়া ॥
কোটাল আসিল ডাকে সাধু-সন্নিধান
সাধু বলে জোগৃহ কর নির্ম্মাণ ॥
ডাকিয়া আনিল যত নগরের নড়ি ॥
সাতানই বন্দে বিশাই টাঙ্গাইল দাড়ি ।
সাত হাত খানা খোঁড়ে দেখিতে সুন্দর ।
জোয়ের দেওয়াল দিল অতি মনোহর ॥
জোর আড়া জোর পেলা জোয়ের কপাট ।
জোয়ের সাঁড়ক কৈল জোয়ের কৈল খাট ॥
জোয়ের খিচনী দিল জোয়ের বান্ধনী ।
জোয়ের চাল দিয়া কৈল ঘরের ছাওনি ॥
ঘর গ'ড় বিশ্বকর্ম্মা হইলা বিদায় ।
ঘর দেখি আনন্দিত বিপক্ষ সভায় ॥

---

* মুদ্রিত পুস্তকের পরিবর্ত্তিত পাঠ ।—
নিয়োজিল ধনপতি শতেক কিঙ্কর ।
কারিগর চাহি ফিরে নগরে নগর ॥
যত কারিগর ছিল নগরে নগরে ।
জোগৃহের নামে তারা হেট মাথা করে ॥
বান্ধিয়া বাঁশের আগে পাটের পাছড়া ।
ফিরাইল শতপল সুবর্ণ চেঙ্গড়া ॥
নগরে নগরে সাধু দিলেন ঘোষণা ।
জোগৃহ গড়ি লউক শত পল সোণা ॥
দেবতার পরীক্ষা দেবতাই সে জানে ।
জোগৃহ কথা তারা কাণে নাহি শুনে ॥
হেন কালে যান চণ্ডী গগনে বিমানে ।
শুনিয়া চণ্ডিকা যুক্তি করে পদ্মা সনে ॥
করিলেন চণ্ডী বিশ্বকর্ম্মারে স্মরণ ।
স্মৃতিমাত্রে বিশ্বকর্ম্মা আইলা তৎক্ষণ ॥
বিশ্বকর্ম্মা অষ্টাঙ্গে হইল নতিমান ।
আশ্বাসিয়া অভয়া দিলেন তারে পাণ ॥
চণ্ডিকা বলেন বাপা বলি হে তোমারে ।
মোর দাসী পরীক্ষা লইবে জোঘরে ॥
মোর ব্রতে যদি বিশাই কর অবধান ।
খুল্লনার জোগৃহ করহ নির্ম্মাণ ॥
বিশ্বকর্ম্মে আনাইয়া তারে দিলা পাণ ।
স্মরণ করিতে তথা আইল হনূমান ॥
আইল পুত্র বলি তারে চণ্ডী দিলা ভার ।
ঝটিতি নির্ম্মাণ কর জোয়ের আগার ॥
যেইক্ষণে আদেশ করিলা ভগবতী ।
সেইক্ষণে দুইজনে হৈল নরাকৃতি ॥
অঙ্গীকার কৈল দোঁহে চণ্ডীবিদ্যমানে ।
আসি তথা চেঙ্গড়া ধরিল দুইজনে ॥
গৌরব করিয়া তারে সাধু দিল পাণ ।
দোঁহে জোগৃহ গড়ে হয়ে সাবধান ॥
ডাকিয়া আনে যত নগরের নড়ি ।
সাতানই বন্দে বিশাই টাঙ্গাইল দড়ি ॥
সাত হাত খাদ খোঁড়ে দেখিতে সুন্দর ।
জোয়ের দেওয়াল দিল অতি মনোহর ॥
জোয়ের আড়া জোয়ের পাড়ি জোয়ের কপাট ।
জোয়ের সাঁড়ক দিল জোয়ের ঝনকাট ॥
জোয়ের ছাটনী দিল জোয়ের বান্ধনি ।
ষোল পাট দিয়া কৈল জোয়ের ছাউনি ।
জোগৃহ নির্ম্মাইয়া হইল বিদায় ।
গেলা দুই কারিগর দেবতা সভায় ॥
খুল্লনা চিন্তেন আসি চণ্ডীর চরণ ।
বিষম সঙ্কটে মাতা করহ রক্ষণ ॥
ফল মূল উপহার নৈবেদ্য পূজিলা ।
করিয়া পূজেন ঘটে সর্ব্বমঙ্গলা ॥
অবনী লোটায়ে মাথা করয়ে স্তবন ।
অভয়া-মঙ্গল গান শ্রী[illegible]

নালাম্বর দাস বলে করিল জোহর।
ব্রহ্মা সতী ঠেল্হ বাঁচি ইহার ভিতর॥
খুল্লনা চণ্ডিকা পূজে হয়্যা একমতি।
দাসীরে করহ রক্ষা আপনি পার্ব্বতি॥
পূজাগারে চণ্ডিকা দিলেন দরশন।
ধনঞ্জয়ে ভগবতী করিলা স্মরণ॥
স্মরণ করিতে তথা আইলা হুতাশন।
জোড় হাথে ধনঞ্জয় করে নিবেদন॥
চণ্ডিকা বলেন বাপ। বলি হে তোমারে।
মোর দাসী পরীক্ষা করিব জোঘরে॥
স্মরণ করিল তোমা তথির কারণ।
যতনে করিহ ইহার ভয় নিবারণ॥
সতীরে দেখিয়ে আমি চন্দন শীতল।
বিশেষে তোমার দাসী পরম মঙ্গল॥
ইহা বলি ইন্দ্রাণ জ্বলেন স্বাহা-নাথ।
খুল্লনার প্রত্যয় হেতু তারে দিল হাথ॥
খুল্লনার হাথে অগ্নি তুষার শীতলে।
আছুক অঙ্গের কাজ শঙ্খের জো নাহি গলে॥
খুল্লনা আরোপ গলে তুলসীর মালা।
উপনীত হৈল রামা যথা গো-শালা॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজচিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

খুল্লনার চণ্ডিকা স্তোত্র।

(১) (নমো নমো নমো বাণি কৃপাময়ি নারায়ণি
অধিষ্ঠান হও মোর ঘটে।
ক্ষমিয়া আমার দোষ হও মাতা পরিতোষ
প্রাণ রাখ বিষম-সঙ্কটে॥

১। মুদ্রিত পুস্তকে এতদ্রূপ আছে —
নমহ নমহ বাণি প্রণমহ নারায়ণি
অধিষ্ঠান হও মোর ঘটে
বিপদে স্মরয়ে দাসী খণ্ডাও বিপদরাশি
প্রাণ রাখ বিষম সঙ্কটে॥
প্রথমে দানব মারি ত্রিদশের অধিকারী
সুরলোক করিয়া সুস্থির।
মহিষ রাক্ষস জন্তু সবার হরিলা দম্ভ
ত্রিভুবনে তুমি মহাবীর॥

প্রলয় দানব মারি, ত্রিদশের অধিকারী,
সুরলোক করিলে সুস্থির।
মহিষ রাক্ষস জন্তু, সবার হরিলে দম্ভ,
ত্রিভুবনে তুমি মহাবীর॥
বিশ্বরূপা বিশালাক্ষী, সমর-বিজয়ী লক্ষ্মী,
অনন্তরূপিণী নিজ বংশে।
হয় যার শুভমতি, সেই জন মহাসতী,
রাখ সতীজন অবতংসে॥

তোমারে করিয়া পূজা, জয়ী হৈল রাম রাজা,
রাবণেরে করিল নিধন।
নিশাচরগণ-ত্রাতা, আপনি রাখিলা সীতা
রঘুনাথে আনিলা ভবন॥
বিশ্বরূপা বিশালাক্ষী, সমর-বিজয়ী লক্ষ্মী,
অনন্তরূপিণী রাজঋষি।
তোমা ভাবে শুদ্ধ মতি, সেই জন মহাসতি,
রাখ সতীকুল অবতংসি॥
মণি আভরণ-যুত, প্রবেশি পাতাল পুর,
নিরুদ্দেশ হৈলা যদুপতি।
দৈবকী রুক্মিণী মেলি, দিয়া জয় হুলাহুলী,
তোমারে করিলা স্তব স্তুতি॥
তুমি দিলা বর দান, জয়ী হৈলা ভগবান্,
সমরে জিনিলা যদুপতি।
যশোদা নন্দিনী জয়, শিবদুর্গা মহামায়া,
শশাঙ্ক-শেখরী শিবদূতী॥
নীলপুরে তুমি নীলা, পুরী কৈলা মুণ্ডশিলা,
রঙ্গিণী রূপিণী ত্র্যম্বকা।
ধরি বিশালাক্ষী নাম, বারাণসী কৈলা ধাম,
নৈমিষ কাননে লিঙ্গধরা॥
খুল্লনার স্তুতি শুনি, আসি তথা নারায়ণী,
কৃপা করি শিরে দিলা হাথ
লোচনে প্রমোদ বারি, করেন খুল্লনা নারী,
অবনী লোটায়ে প্রণিপাত॥
খুল্লনা চিন্তিয়া ভয়, জোগৃহ-কথা কয়,
আশ্বাস করিলা ভগবতী।
করিয়া চণ্ডিকা-ধ্যান, শ্রীকবিকঙ্কণ গান,
দামুন্যায় যাহার বসতি॥

খুল্লনার স্তুতি বাণী শুনিয়া যে নারায়ণী
কৃপা করি শিরে দিল হাথ।
লোচনে প্রবোধ বারি করয়ে খুল্লনা নারী
অবনী লোটায়ে প্রণিপাত॥
খুল্লনা করিয়া ভয় জৌগৃহের কথা কয়
আশ্বাস দিলেন ভগবতী॥
চণ্ডিকা দিলেন পাব শ্রীকবিকঙ্কণ গান
রঘুনাথ দিল অনুমতি॥)

রমণীগণের খেদ।

বিষাদ ভাবিয়া কান্দে যতেক রমণী।
কেমতে তরিবে তুমি জৌয়ের আগুনি॥
ছিল এক আনন্দে মজিল লঙ্কা দেশ।
কেমনে জৌয়ের ঘরে করিবে প্রবেশ॥
উভরায় কান্দিছে খুল্লনার বাপ মা।
ঝি ঝি বলিয়া রম্ভা কান্দে উচ্চ রা।
মা বলে মোর ঝিয়ে না যাবে আগুনি।
থাকিবে আমার গৃহে হইয়া গৃহিণী॥
খুল্লনা বলেন যদি না যাব আনলে।
অভাগীর কলঙ্ক রহিবে দুই কুলে॥
বণিক-সভায় যদি দিল অনুমতি।
জৌগৃহে প্রবেশ করিল রূপবতী॥

খুল্লনার জতুগৃহে প্রবেশ।

চণ্ডীর চরণ-পদ্ম করিয়া ভাবনা।
সম্মুখ দুয়ারে অগ্নি দিলেন খুল্লনা॥
দুয়ারেতে যয় অগ্নি সাম্ভাইল ঘরে।
প্রবল হইল অগ্নি জৌয়ের উপরে॥
জৌগৃহে বাড়ে বহ্নি ক্রোশ পরিমাণ।
প্রলয় পবিয়া দিহ্ন ছাড়িল যেমান॥
প্রথমে ত গগনে উঠিয়া লাগে ধূঙা।
দারুক খেচর তারা হৈল উভমুণ্ডা॥
ক্রমে ক্রমে বাড়ে বহ্নি জুড়্যা লয় আশা।
পথিক চলিতে নারে পরে লাগে দিশা॥
উত্তর পবনে বহ্নি ডাকে হন হন।
অগ্নি দস্তোল যেন আষাঢ়্যা গর্জ্জন॥

চাল পলা পড়ে চারি পাট কাঁধ পলে।
চারিটা গলিত ভীত ধায় মহীতলে॥
(মরতে পরীক্ষা শুনি যত দেবগণ।
আইল যতেক দেব যার যা বাহন॥)
আল্য দেবচক্রপাণি চাপিয়া গরুড়।
বৃষভে চাপিয়া আল্য দেব চন্দ্রচূড়॥
মহিষের পৃষ্ঠে আল্য চতুর্দ্দশ যম।
হরিণে চাপিয়া উনপঞ্চাশ পবন।
রাশিচক্র চাপিয়া আইল গ্রহগণ॥
লক্ষ্মী সরস্বতী আদি যত দেবীগণ।
বিমান চাপিয়া আইলা দেখিতে তখন॥
সকল দেবতা কৈল পুষ্প বরিষণ।
কলিযুগে হেন কর্ম্ম করে কোন্ জন॥
পূর্ব্বে সীতার কথা শুন্যাছি শ্রবণে।
খুল্লনার এই কর্ম্ম দেখিলুঁ নয়নে॥
পলায় সূর্য্যের ঘোড়া শূন্য হইল রথ॥
শচীপতি ফেলিয়া পলায় ঐরাবত॥
বৃষভ ছুটিল বেগে নিয়া শশিচূড়।
ফেলাইয়া কমলাপতি চলিল গরুড়॥
ব্রহ্মার বাহন হংস চক্রবর্ত্তী ফিরে।
ত্রাসে পলাইয়া গেলা সমুদ্রের তীরে॥
শোকে ধনপতি দত্ত ঝাঁপ দিতে যায়।
বন্ধু সব মিলি তারে ধরিয়া রহায়॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত।

সাধুর বিলাপ।

করুণ রাগ।

কান্দে ধনপতি, করি আত্মঘাতী,
লোটায় অবনীতলে।
মিলি বন্ধু দশে, বান্ধি ভুজ-পাশে,
যাইতে না দেয় অনলে॥
তোরে না দেখিয়া, পোড়ে মোর হিয়া,
আইস প্রিয়ে একবার।
তোমা বিনে মোর, ঘর হইল ঘোর,
জীবন ধরি অসার।
(তুমি যাহ যথা, আমি যাব তথা,
কর প্রিয়ে মোরে সঙ্গী।

কৃষ্ণসার বিনে একাকিনী বনে,
শোভা না পায় কুরঙ্গী॥
তুমি যাহ যথা, আমি যাব তথা,
ব্যাজ দিন দুই তিন।
কার্য্য করি তোরে, মরিব সাগরে,
নহিব তোমা বিহীন॥
আনিতে পিঞ্জর, গৌড় নগর,
গেলাম আপন খায়্যা।
সহিত বাঘিনী, খুল্লনা হরিণী,
উত্তর না বিচারিয়া॥
আমি অভাজন, না কৈলুঁ পালন,
রাখিলে ছাগল বনে।
না করি অপেক্ষা, বিষম পরীক্ষা,
দিলাম তরুণী গুনে॥)"
বন্ধু জন কান্দে, কেশ নাহি বান্ধে,
কান্দে সাধু ধনপতি।
কপট করুণা, কান্দেন লহনা,
প্রবোধেন লীলাবতী॥
রাজা রঘুনাথ, গুণে অবদাত,
রসিক মাঝে সুজান।
তার সভাসদ্, রচি চারুপদ,
শ্রীকবিকঙ্কণে গায়॥

খুল্লনার পরীক্ষায় বণিক্-গণের শঙ্কা।

অগ্নি হৈতে উঠ প্রিয়ে খুল্লনা সুন্দরি।
তোমার বিহনে প্রাণ ধরিতে না পারি॥
(অবনী লোটায়ে কান্দে সাধু ধনপতি।
ধূলায় ধূসর অঙ্গ শোকাকুলমতি॥)
ভালই আছিলুঁ আমি গৌড় নগরে।
দেশেতে আইলুঁ প্রিয়ে তোমা পোড়াবারে॥
কেমতে পুড়িল শঙ্খ শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
অঙ্গের পুড়িয়া গেল পাটের বসন॥
নহলী যৌবন পুড়ি হৈল ছার খার।
তো হেন সুন্দরী রামা না দেখিব আর॥
ভাসে ধনপতিদত্ত লোচনের নীরে।
বন্ধু জন মিলি সবে প্রবোধেন তারে॥
কপটে কান্দয়ে রামা লহনা বেণেনী।
প্রবোধ করেন তারে লীলা ঠাকুরাণী॥
খুল্লনা বহিনে মোর বড় মায়া মো।
কপট প্রবন্ধে কান্দে চক্ষে নাহি লো॥
নির্ধূম হইল অগ্নি দীপ্ত হয়্যা জ্বলে।
খুল্লনা বসিয়া আছে অভয়ার কোলে॥
নির্ধূম হইল অগ্নি টুটে আইল শিখী।
খুল্লনা না দেখি সাধু হৈলা বড় দুঃখী॥
সাধু ধনপতি কুণ্ডে ঝাঁপ দিতে যায়।
কুণ্ডের ভিতর রামা ঈশ্বরী খেলায়।
বারাল্য সুন্দরী রামা জয় জয় দিয়া।
মাথার কেশের পানী পড়িছে খসিয়া॥
সেই মত আছে শঙ্খ শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
মলি নাহি পড়ে অঙ্গে পাটের বসন॥
খুল্লনা দাণ্ডাল্য গিয়া জ্ঞাতি বিদ্যমানে।
যত বেণে অরি ছিল পড়িল চরণে॥ (১)
(শঙ্খ দত্ত আদি করি এসেছিল তথা।
অন্তরে শুনিয়া লাজ হেঁঠ হৈল মাথা।
সকল বণিক্ বলে নাহি দিহ শাপ।
অপরাধ করিলাম মোরা মহাপাপ॥
নীলাম্বর দাস বলে আমি তোমার ভাই।
অন্ন খেয়ে ঘরে যাব মাগ্য নাহি চাই॥
রাম দাঁ আসিয়া বলে সকরুণ বাণী।
তুমি যে মনুষ্য নহ ইহা আমি জানি॥
কাহারে কহিব ইহা কেবা তত্ত্ব জানে।
অম্বিকা-মঙ্গল কবিকঙ্কণে ভণে॥ (২)

(১) মুদ্রিত পুস্তকে অন্যরূপ আছে;—
নির্ব্বাণ না হয় অগ্নি তাল হেন জ্বলে।
খুল্লনা বসিয়া আছে অভয়ার কোলে॥
যত বন্ধুগণ সবে করে হাহাকার।
ছলে এক দেখাইল দত্ত অলঙ্কার॥
জৌগৃহ পুড়ে গেল লুকাইল শিখী।
ধ্যানেতে আছিলা তথা পূর্ণচন্দ্রমুখী॥
খুল্লনা আইল তথা সভা বিদ্যমানে।
বণিক্‌সমাজ তার পড়িল চরণে॥
(২) মুদ্রিত পুস্তকে এই টুকু বেশী আছে;—
খুল্লনা বলেন তবে সভার ভিতরে।
তোমা সবার দোষ নাই দৈবে এত করে॥

খুল্লনার রন্ধন ও কুটুম্ব-ভোজন

পরীক্ষায় বাঁচিল রামা অভয়ার বরে।
রন্ধন করিতে আজ্ঞা দিল সদাগরে॥
স্মরিয়া অভয়া রামা বসিলা রন্ধনে।
দুর্ব্বলা যোগায় দ্রব্য যে চায় যখনে॥
শাক সূপ রান্ধিয়া ভাজিয়া ওলার বড়ি।
ঘৃত দিয়া ভাজিল উত্তম পলাকাড়॥
কটু তৈলে কই মৎস্য ভাজে পণ দশ।
মুঠে নিঙোড়িয়া তাহে দিল আদার রস॥
খণ্ডে মুগের সূপ উভারে ডাবরে।
আচ্ছাদন থালা খান দিলেন উপরে॥

খুল্লনা কহেন কথা গঞ্জি হরিদত্তে।
সভার ভিতর রামা কথা কহে অত্তে॥
গঙ্গার কলঙ্ক যেন (দেখ) পাপ ভরা।
দেবাসুর নাগ নর দোষহীন কারা॥
গুরুপত্নী হরি ইন্দ্র সহস্রেক যোনি।
কুচনা নগরে নিত্য যান শূলপাণি॥
উঠিল বাপের বাদ দেবী বিষহরী।
কাঠুরে সহিত ছিল সতী চিন্তা নারী॥
যদি সতী কেহ নাহি এ তিন ভুবনে।
নিষ্কলঙ্ক কেহ নাহি যত বেণে গণে॥
মন্ত্রণার গুরু তুমি আগে হরিদত্ত।
বেণাকেতে আমা হ'তে হারালে মহত্ত্ব॥
ক্ষমানন্দ সদানন্দ থাকে কীর্ত্তিপুরে।
জ্ঞাতি গোত্র অন্ন জল খাওয়াইতে নারে॥
কর্জ্জনার হরি দাঁ তার শুন কথা।
গরু-চোর বাদে তার মুড়ায়েছে মাথা॥
চম্পাই নগর বাসী চাঁদ সদাগর।
ছয় রাঁড় লয়ে তার ঘর স্বতন্তর॥
শাপ দিল রূপবতী পাইয়া যন্ত্রণা।
সর্ব্বাঙ্গে ধবল হৈল অতি পাপমনা॥
এতেক বণিক্ বলে শুনহ বচন।
অভিশাপ খণ্ড মাতা করি নিবেদন॥
বেণের দুর্গতি দেখি খুল্লনার দয়া।
ঘুচান দুর্গতি তার পূজিয়া অভয়া॥

পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন করিল রন্ধনে।
দুর্ব্বলা আনাল্য গিয়া সাধু সন্নিধানে॥
ভোজন করিল যত জ্ঞাতি বন্ধু জন।
খুল্লনা কনক থালে যোগায় ওদন॥
সুবর্ণের গাড়ুতে লইয়া দেই ঘি।
হা সয়া পরশে রামা বণিকের ঝি॥
প্রথমে শুক্তার ঝোল দিল ঘণ্ট শাক।
প্রশংসা করেন সভে ব্যঞ্জনের পাক॥
(ভাজা মীন মাংস দিল ঝোলের ব্যঞ্জন।
গন্ধে আমোদিত হৈল ভোজন ভবন॥
মিঠা দধি খাইল বেণে মধুর পায়স।
ভোজন করিয়া সভে লাজে হইল বশ॥
ভোজন সমাধি সভে কৈল আচমন।
কর্পূর তাম্বুল কৈল মুখের শোধন॥
হরি ঋষি পাইলেন সায়বানি দোলা।
চন্দন চৌধুরি দিল ঝারি কণ্ঠমালা॥
কাশ্যপ পাইলেন পাটের পাছড়া।
দুর্ব্বা ঋষি পাইলেন চড়নের ঘোড়া॥
কৌশিকী পাইলেন সুবর্ণের ঝারি।
সাতগাঁর বেণে পাইল বিচিত্র পামরী॥
জনে জনে প্রত্যক্ষ পাইলেন সব।
বৃন্ত বার্ত্তন দেখ্যা করিল গৌরব॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

ধনপতির রাজ-সম্ভাষণ।

বিদায় করিল যত জ্ঞাতি বন্ধুগণে।
পশ্চাতে চলিলা সাধু রাজসম্ভাষণে॥
দোখণ্ড সরস গুয়া বিড়া বাঁন্ধা পাণ।
ভার দুই দধি চিনি চাঁপা বর্ত্তমান॥
কিঙ্করে করিয়া দিল দোলার সাজন।
শ্রীধনপতি সদাগর করিল গমন॥
ভেট দিয়া নৃপবরে করিল প্রণতি।
হেন কালে পুরাণ শুনেন নরপতি॥
পাঠকে পুরাণ পড়ে জ্যৈষ্ঠের মহিমা।
জ্যৈষ্ঠেতে চন্দন দান সুকৃতির সীমা॥

যেই জন চন্দনে করয়ে শিবপূজা।
সপ্তদ্বীপা অবনীতে সেই জন রাজা॥
শিবের মন্দিরে যে বা করে শঙ্খধ্বনি।
অভিপ্রায় বুঝি তারে তুষ্ট শূলপাণি॥
চামর ঢুলায় যে বা হরি সন্নিধানে।
স্বর্গ লোক যায় সেই চড়িয়া বিমানে॥
শঙ্খ চন্দনের তরে ভাণ্ডারী ডাকিয়া।
আরতি দিলেন রাজা হাথে পাণ দিয়া॥
যাকল চন্দন ছিল ভাণ্ডার ভিতরে।
ভাণ্ডারী আনিয়া দিল রাজার গোচরে॥
চন্দন দেখিয়া রাজা সক্রোধহৃদয়।
অভয়া-মঙ্গল কবিকঙ্কণেতে গায়॥

রাজসমীপে ভাণ্ডারীর উক্তি।

অবধান কর রায়, নিবেদ তোমার পায়,
চন্দন নাহিক এক তোলা।
যত সাধু ছিল ঋণী, এবে তারা হৈল ধনী,
সম্পদে মাতিয়া হৈল ভোলা॥
বিংশতি বৎসর হৈল, রঘুপতিদত্ত গৈল,
ডিঙ্গা ভরি আনিত চন্দন।
আর সব সদাগর, তিলেক না ছাড়ে ঘর,
না পাই চন্দন অন্বেষণ॥
ভাণ্ডারে নাহিক নীলা, রসাল নিকর শিলা,
মাণিক বিদ্রুম মতি পলা।
যতেক চামর ছিল, সকল পুরাণ হৈল,
যেন উড়ে শিমুলের তুলা॥
গজশালে গজ মরে, হাত্যারা হুতাস করে,
লবঙ্গ নাহিক জায়ফলে।
সৈন্ধব বিহনে ঘোড়া, পালে পাল হৈল খোঁড়া,
শঙ্খ নাহি বাজে পূজাকালে॥
চামরী চামর ভোট, সুগোলাদ গজ ঘোট,
একখানি নাহিক ভাণ্ডারে।
শঙ্খ পরিবার তরে, রামাগণ সাধ করে,
পিত্তল ভূষণ মাত্র ঘরে॥
আমার বচন শুন, ধনপতি দত্তে আন,
পাটনে ত দেহ তারে পাণ।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিয়া বন্ধ,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

রাজসমীপে ধনপতির বিনয়

কৃতাঞ্জলি করি বলে রাজার চরণে।
দক্ষিণ পাটনে প্রভু পাঠাও অন্য জনে॥
তোমার চরণে রায় এই নিবেদন।
লহনা খুল্লনা ঘরে নওলী যৌবন॥
শিশু নারী মধ্যে কেহ নাহি অপেক্ষণ।
এবার পাঠাও প্রভু অন্য এক জন॥
এ সাত পুরুষ মোর গেল বুহিতালে।
সেই সব ডিঙ্গা আছে ভ্রমরার জলে॥
পানী ভেদী ডিঙ্গা মোর হৈল পুরাতন।
কেমতে যাইব রাজা দক্ষিণ পাটন॥
পাত্রগণ বলে ভায়া না কর বিষাদ।
করিবে রাজার কার্য্য কোন্ পরমাদ॥
কালু দত্ত বলে সাধু কত কর মান।
বসহ রাজার রাজ্যে খাও ত ইনাম॥
অম্বিকার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

রাজারে করিয়া নতি, বলে সাধু ধনপতি,
এবার পাঠাও অন্য জনে
জুড়িয়া উভয় পাণি, সাধু সবিনয়বাণী,
নৃপতি বিনয় নাহি শুনে॥
রায় হে!
নিজ বনিতার কাজ, কহিতে বাসিয়ে লাজ,
লোক-মুখে শুনেছ সকল।
হিংসায় আরোপি মন, শূন্য দেখি নিকেতন,
সতীনেরে রাখাল্যে ছাগল॥
হৃদয়ে পাইয়া পীড়া, সাধু নাহি লয় বিড়া,
কোপে রাজা লোহিত-লোচন।
বুঝিয়া কার্য্যের গতি, বিড়া লয় ধনপতি,
অঞ্জলি করিয়া মাথে পাণ॥
আপন অঙ্গের জোড়া, চড়িবারে দিল ঘোড়া,
কবচ প্রসাদ যমধর।

লক্ষ তঙ্কা ডিঙ্গার ধন, অঙ্গে দিল আভরণ,
বিদায় করিল সদাগর॥
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন
তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

লহনার হর্ষ।

সম্ভ্রমে উঠিয়া রাজা কৈল আলিঙ্গন।
ভাই ভাই বলি রাজা মধুর বচন॥
সভাকার কৈল সাধু চরণবন্দন।
ভাণ্ডারী আনিয়া তঙ্কা দিল ততক্ষণ॥
লক্ষ তঙ্কা গ'ণে দিল ডিঙ্গার সাজন।
বিদায় হইয়া সাধু চলে নিকেতন॥
সিংহল গমনে সাধু পাইল আরতি।
লহনা লোকের মুখে শুনিল ভারতী॥
পুর্ব্ব দুখে গিয়া সুখে কহে মন-কথা।
বাঁঝা চারি পাঁচ ডাকি ত্যজে মনের ব্যথা॥
আর শুনেছ,—
সিংহল যাবে সাধু সাজায়েছে ডিঙ্গা।
নাইয়া পাইটের কলকলি ঘন বাজে শিঙ্গা।
সুয়াপরে চক্ষু পড়িলে চক্ষে চক্ষে কথা।
আমার দিকে দিঠ পাড়লে করে হেঁঠ মাথা॥
সুয় দুয় সমান হৈল এখন হৈল ভাল।
বিক্রমকেশরী জীয়া থাকুক চিরকাল॥
উহারি হাতে রাঙ্গা শাখা ঐ বরণে গৌরী।
ঐ সে জানে স্ত্রীর কলা মোহন চাতুরী॥
বিরাজে দেখায় রূপ যৌবন সম্পদ্।
দড় ভাতার হৈলে উহার নাকে দিত পদ।

খুল্লনার চিন্তা।

নৃপের চরণে সাধু করিয়া প্রণাম।
ত্বরা করি সদাগর আইল নিজ ধাম॥
চিন্তায় চিন্তিত সাধু অশ্রুত-লোচন।
ঝারি হাতে খুল্লনা আইলা ততক্ষণ॥
সাধুর মলিন মুখ-সরোরুহ দেখি।
রাজদ্বারের বারতা জিজ্ঞাসে শশিমুখী॥
বিরস বদনে সাধু কহেন সকল।
আরতি পাইলুঁ প্রিয়ে যাইতে সিংহল॥
এত বাক্য হৈল যদি সদাগর-তুণ্ডে।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে খুল্লনার মুণ্ডে॥
চিন্তায় চিন্তিত রামা করে নিবেদন।
অভয়া-মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

সদাগর প্রতি খুল্লনার বিনয়।

প্রাণনাথ সিংহল গমনে নাহি সাধ।
ঘরের চন্দন শঙ্খ দিয়া হও নিরাতঙ্ক
রাজ-ঘরে পাইবে প্রসাদ॥
ভাণ্ডারে আছয়ে নীলা রসাল নিকর শিলা
মাণিক বিদ্রুম মরকতে।
যত আছে নিজাগারে দেহ লয়ে নৃপবরে
সুখে থাক নিজ জায়া সাথে॥
(একলা রাখিয়া মোরে, গেলে পিঞ্জরের তরে,
গোঙাইলে তথা এক সীমা॥
সতা দিল যত দুখ, কহিতে বিদরে বুক,
আমার দুঃখের নাহি সমা॥
প্রাণনাথ হে!
বহুত মিনতি মাগি, অর্ণবে বা লও ডিঙ্গা,
পাটা যার শতেক যোজন।
কি করে ঠমক শিঙ্গা, পক্ষে ছুয়্যা লয় ডিঙ্গা,
সেই কার্য্য সঙ্কট জীবন॥
যাইবে সাগর বায়্যা, সে দেশে না জীয়ে নায়্যা,
পরাণ সঙ্কট লোণা বায়।
শুনিতে পরাণ ফাটে, মকরে মনুষ্য কাটে,
ধিক্ থাকুক সিংহলে উপায়॥
জলে কুম্ভীরের ভয়, কূলেতে শার্দ্দূলচয়,
দুষ্ট খণ্ড শত শত পথে।
যে যায় সিংহল দেশ, সে পায় বহুত ক্লেশ,
পিতা মোর কহিয়াছে তথে॥
উড়ুর কচ্ছপগুবা, শশা হেন মশা গুলা,
জলৌকা কুঞ্জর-শুণ্ডাকার

রাজা বড় পাপচিত্ত, ছলে হরি লয় বিত্ত,
শুনেছি দেশের দুরাচার ॥)
খুল্লনা যতেক কয়, শুনি সদাগরে ভয়,
সখী-মুখে শুনিল লহনা।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, গান কবি শ্রীমুকুন্দ,
হৈমবতী করিয়া ভাবনা ॥

সদাগর প্রতি লহনার কপট উক্তি।

মনে বড় কুতূহল, কপটে লোচনে জল
বৈসে রামা নিজ পতি সনে।
এ হেন অশুভ বেলা, রাজসম্ভাষণে গেলা,
পরবাস যাবে চিরদিনে ॥
কর প্রভু দঢ় বুক, হৃদয়ে না ভাব দুখ,
কর গিয়া রাজার আরতি।
না কর আসিতে ত্বরা, সাত নায়ে দিয়া ভরা,
লাভ করি আসিহ বসতি ॥
শ্বশুর আছিলা রঙ্ক, আনিতা চন্দন শঙ্খ,
সাজান করিয়া সাত নায়।
বেচি কিনি হৈলা ধনী, ইহা সব আমি জানি,
কি বুঝাব অবলা তোমায় ॥
তঙ্কা চাহি প্রতি হাটে, বসি খাইলে নাহি আঁটে
যদি হয় কুবেরের ন্যায়।
হিত উপদেশ বলি, ফুরায় গাঙ্গের বালি,
আয় বিনে যদি করে ব্যয়।
লহনা যতেক ভাষে, শুনি সদাগর হাসে,
দৈবজ্ঞ আনিতে কৈল ত্বরা।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিল বন্ধ,
শুভক্ষণে নায়ে দিল ভরা ॥

ধনপতির জয়পত্র প্রদান এবং ডিঙ্গা উদ্ধার।

সিংহল চলিবা প্রভু দীর্ঘ পরবাস।
লাজ খণ্ডাইয়া বলি গর্ভ ছয় মাস ॥
(শুন হে প্রাণের নাথ বলিয়ে তোমারে।
পরীক্ষা লইতে নাথ নারি বারে বারে ॥)
এমত শুনিয়া সাধু জায়ার ভারতী।
জয়পত্র লিখিবারে সাধু কৈল মতি ॥
স্বস্তি আগে লিখিয়া লিখেন ধনপতি।
অশেষ মঙ্গল-ধাম খুল্লনা যুবতী ॥
তারে আশীর্বাদ প্রিয়ে পরম পিরীত
সন্দেহ ভঞ্জন-পত্র করিনু লিখিত ॥
যখন তোমার গর্ভ হৈল ছয়মাস।
সেই কালে নৃপাদেশে যাই পরবাস ॥
যদি কন্যা হয় শশিকলা নাম থুইও।
দেখিয়া উত্তম বরে কন্যা বিভা দিও ॥
যদি পুত্র হয় নাম রাখিহ শ্রীপতি।
পড়ায়ে শুনায়ে তারে করিহ সুমতি ॥
যদি পুত্র হয় সেই ঈষৎ প্রবল।
তরণী সাজায়ে তারে পাঠাইও সিংহল ॥
এ বার বৎসর যদি না হয় আগমন।
আমার উদ্দেশে যাবে সিংহল পাটন ॥
চিহ্ন নিদর্শন দিল বেণিয়ার বালা।
মাণিক অঙ্গুরী দিল গায়ের আঁচলা ॥
পত্র লিখি দিল সাধু খুল্লনার হাথে।
স্বস্তি স্বস্তি করি রামা বান্ধিলেক মাথে ॥
জয়পত্র লয়ে রামা যায় নিকেতনে।
আইলা গণক তবে সাধু সন্নিধানে ॥
দৈবজ্ঞ পড়িল পাঁজী রাশিচক্রে পাতি।
যাত্রা গণিবারে আজ্ঞা দিল ধনপতি ॥
গণনা করিয়া ওঝা মনে কৈল সার।
অবধান কর যাত্রা নাহি এই বার ॥
পাঁজী বিচারিয়া ওঝা ভাবিয়া লক্ষণ।
শ্রবণাদি ছয় ঋক্ষ না যাই দক্ষিণে ॥
অশ্বিনী নহিল যাত্রা তায় রাতি সাথ।
নিষেধ ধরণী গুরু তায় ক্ষিতিনাথ ॥
কৃষ্ণপক্ষে বণিযোগে নাহি যাত্রা ভাল।
তিথি ত্র্যহস্পর্শ হৈল দশমী করাল ॥
দ্বাদশী বিফল যাত্রা ত্রয়োদশী নয়
তিথি চতুর্দশী রিক্তা ভাল নাহি কয় ॥
অতঃপর উশনা পাবেন অস্ত ভাব।
এমন যাত্রায় গেলে নাহি করে লাভ ॥
নহে যাত্রা ভাল সাধু দেখি বিপরীত।
জীবন সংশয় দেখি হারাবে বুহিত ॥

এই যাত্রা শুন্যা সাধু মনে ভয় বাস।
অগ্নিকোণে থাকে কাল তিথি ত্রয়োদশী॥
এমন যাত্রায় গেলে লোক হয় বন্দী।
কহিলুঁ পুরাণ সার সাধু শুন সন্ধি।
এমন শুনিয়া সাধু মুখ কৈল বাঁকা।
নফরে হুকুম দিয়া মাইল তারে ধাক্কা॥
অভিশাপ দিয়া ওঝা চলিল নিলয়।
যাত্রা করে ধনপতি গোধূলি সময়॥
পূর্ব্ব হৈতে আছে ডিঙ্গা ভ্রমরার জলে।
ডুবারু লইয়া সাধু গেলা তা:র কূলে॥
ঘাটে জলদেবতার কৈল আবাহন
জলেতে ডুবারু যায়্যা নামে দুই জন॥
এক ডুবারুর শুন অপরূপ কথা।
জলে ডুব দিলে জানে জলের বারতা॥
আর ডুবারুর কিছু শুনহ উত্তর।
এক ডুবে যাইতে পারে অর্দ্ধেক সাগর॥
প্রথমে তুলিল ডিঙ্গা নামে মধুকর।
সুবর্ণেতে বান্ধা ঘর বৈঠকির ঘর॥
তবে ডিঙ্গা তুলিলেন নামে দুর্গাবর।
আখণ্ড চাপিয়া তাতে বসিল গাবর॥
তবে ডিঙ্গা খান তোলে নামে গুয়ারেখী।
দুই প্রহরের পথে যায় মালুম কাঠ দেখি॥
আর ডিঙ্গাখান তোলে নামে শঙ্খচুড়।
আশী গজ পানী ভাঙ্গে গাঙ্গের দুকূল॥
আর ডিঙ্গা তুলিলেন নামে চন্দ্রপাল।
যাহার গমনে দুই কূল করে আল॥
আর ডিঙ্গা তুলিলেন নামে ছোটমুটি।
যাহে ভরা দিল চালু বায়ান্ন পটি॥
যোম ধুনা দিয়া সাধু গাহিল সাত নায়।
ত্বরিত গমনে ডিঙ্গা সাজন করায়॥
সাতখান ডিঙ্গা ভাসে ভ্রমরার জলে।
গোঁজে বান্ধি রাখে ভরি লোহার শিকলে॥
অবিলম্বে সদাগর আইল নিকেতন।
ভাণ্ডারের ঘরে সাধু দিল দরশন॥
তোয়ের মোহর তার ছাব উত্তরিয়া।
আড়ায় করিয়া ধন লইল মাপিয়া॥
নানা দ্রব্য সদাগর নিল রাশি রাশি।
ভ্রমরার ঘাটে গেল হয়ে অভিলাষী॥

সাধু যাত্রা কৈল দিন না কৈল বিচার।
খুল্লনার দশ দিক্ হৈল অন্ধকার॥
ষোল উপচারে চণ্ডী পূজেন খুল্লনা।
সদাগরে বার্ত্তা দিতে চলিল লহনা॥
সাধু সন্নিধানে রামা দিল দরশন।
অভয়া-মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

রবিবারের দিবা-পালা সমাপ্ত।

ধনপতির বিনিময়-দ্রব্য সংগ্রহ।

যেজন আপে নানা ধন নায়ে দিল ভরা।
ষষ্ট দিক্ হৈতে দ্রব্য আনে করি ত্বরা॥

কুরঙ্গ বদলে, তুরঙ্গ পাব,
নারিকেল বদলে শঙ্খ।
বিড়ঙ্গ বদলে, লবঙ্গ পাব,
শুণ্ঠের বদলে টঙ্ক॥
প্লবঙ্গ বদলে, মাতঙ্গ পাব,
পায়রা বদলে শুয়া।
গাছ ফল বদলে, জায়ফল পাব,
বহড়ার বদলে গুয়া॥
পাট শণ বদলে ধবল চামর পাব
কাচের বদলে নীলা।
লবণ বদলে সৈন্ধব পাপ
জোয়ানী বদলে জিরা।
বং: ল মাকন্দ পাব
হরিতাল বদলে হীরা॥
চয়ের বদলে চন্দন পাব
পুতির বদলে পড়া।
শুকুতা বদলে মুকুতা পাব
ভেড়ার বদলে ঘোড়া॥
বাগ মসুরী তণ্ডুল বরবটি
বাটলা চণক চিনা।
বলদ শকটে তৈল ঘৃত বটে
সদাগর আনিছে কিনা॥
গোধূম কিনে যব খুঞ্জিয়া সর্ষপ
মুগ তিল মাড়ুয়া ছোলা।
কিনিয়া সদাগর পুরিল বহুতর
লবণের পাতিয়া গোলা॥

জগন্নাথবংশে, পাদধি বংশে,
নৃপতি রায় রঘুনাম
শ্রীকবিকঙ্কণ, করয়ে নিবেদন,
অভয়া পুর তার কাম ॥)

খুল্লনার চণ্ডীপূজা ও প্রার্থনা।

(ধনপতি যাত্রা করে না করি বিচার।
খুল্লনার দশদিক্ হৈল অন্ধকার ॥
ষোল উপচারে চণ্ডী পূজেন খুল্লনা।
প্রদক্ষিণ করি রামা করেন মাননা।
জগত-জননি গুয়া কৃপা কর মোরে।
সঙ্কটে তারিয়া না আনিবে মন্দিরে ॥
মধুকৈটভের ভয়ে ব্রহ্মার শরণ।
দুর্ব্বাসার শাপে রক্ষা কৈলে নারায়ণ।
সুরলোকে সুস্থির করিলে সুররায় ॥
প্রথমে সম্মান পাইলে ইন্দ্রের সভায় ॥
ক্ষিতি-ভার হরণে বিষ্ণুর সহায়িনী।
হইলে নন্দের ঘরে যশোদানন্দিনী ॥
গহন কাননে মাতা হৈল প্রতিকার।
মাতা রহিবে নৌকার আগে হয়ে কর্ণধার ॥
খুল্লনার স্তুতি শুনি সর্ব্বমঙ্গলা।
আশ্বাস করিল তারে দিয়া কণ্ঠমালা ॥
জয় জয় ধ্বনি দিয়া পূজেন খুল্লনা।
সদাগরে বার্ত্তা দিতে চলিল লহনা ॥
হাসিয়া লহনা যায় করিয়া ভাবনা ॥
দেখিব সুয়ার কিল যমত যন্ত্রণা ॥
নিকটে সাধুর গিয়া করিল বন্দন।
অবধান কর প্রভু মোর নিবেদন ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥)

ধনপতির প্রতি লহনার উক্তি।

সদাগর, তোমার আমার আছে কিছু বিরল কথা
তোমার মোহিনী বালা, শিক্ষা করে ডাইনি কলা
নিত্য পূজে ডাকিনী দেবতা ॥
হেম ঝারি জলপূর্ণ, উপরে দীঘল দূর্ব্বা,
অষ্ট শালিতণ্ডুল অন্তরে
মস্তকে চন্দন চুয়া, কুঙ্কুম কস্তুরী গুয়া,
পূজে প্রতি মঙ্গল বাসরে ॥
আমান্ন নৈবেদ্য দধি ফল পুষ্প নানা বিধি
অগুরু চন্দন ধূপ ধূনা।
দিয়া জয় শঙ্খ ধ্বনি বধূ পূজে একাকিনী
কঙ্কুজন করে কাণঘুণা ॥
(হেয় করি প্রাণপাত, খুল্লনারে শুন নাথ
কহিতে হৃদয়ে করি ভয়।
কিবা আমা সনে বাদে হিংসায় চণ্ডিকা সাধে
যাব আমি ত্যজিয়া নিলয় ॥)
পরিয়া লোহিত বাস আকুল কুন্তলপাশ
বেঢ়ি ফিরে দিয়া হুলাহুলি।
দেখেছি আপন চক্ষে কাঙরী কামাখ্যা মুখে
দেয় ওড় ফুলের অঞ্জলি ॥
যদি পায় গুণবতী মঙ্গল অষ্টমী তিথি
যদি বা নবমী চতুর্দ্দশী।
পাইয়া এমন তিথি পূজা করে নিতি নিতি
উপবাসী থাকে দিবা নিশি ॥
উচ্চে বা প্রধানে দোষ পাছে না করিবে রোষ
মনে পাছে না করিবে ক্ষমা।
যদি মিথ্যা হয় ভাষা কাটিবে আমার নাসা
পুনর্ব্বার না দেখিবে আমা ॥
লহনা যতেক বলে শুনি সাধু কোপে জ্বলে
না করয়ে কুন্তল বন্ধন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিয়া বন্ধ,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

চণ্ডীর পূজায় সাধুর কোপ।

দেখিয়া সাধুর কোপ চিন্তেন লহনা।
বিধাতা আমার আজি পূরিল কামনা ॥
স্বামীর সোহাগে তার গর্ব্ব হয়েছে বড়।
দেখিব আজি সুয়ার কিল ভূমে গড়াগড়ি ॥
সাধু আগে চলিল লহনা নারী জন।
পশ্চাতে চলিল সাধু বাণ্যার নন্দন ॥

চণ্ডিকার ক্রোধ।

পূজা-গৃহে উপনীত হৈল ধনপতি।
জয় দিয়া পূজে চণ্ডী খুল্লনা যুবতী॥
বাম পথী হইয়া করিস্ কার পূজা।
ইহা শুনি যদি মোরে ক্রোধ করে রাজা॥
পুনর্ব্বার জ্ঞাতি বন্ধু যদি ছল ধরে।
পরীক্ষা তোমারে কত দিব বারে বারে॥
কারো ঘরে নাহি আছে হেন পাপবধূ।
খুল্লনা গর্জ্জিয়া তবে ক্রোধে বলে সাধু॥
এতেক বলিয়া সাধু জ্বলে কোপানলে॥
লজ্বিয়া দেবীর ঘট ধরে তার চুলে॥
ভূমিতে দেবীর বারি গড়াগড়ি যায়।
নিকট হইয়া সাধু ঠেলে বাম পায়।
কেমন দেবতা এই পূজিস্ ঘটবারি।
স্ত্রীলিঙ্গ দেবতা আমি পূজা নাহি করি॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

খুল্লনার বিনয়।

(শুন নাথ পূজার সন্ধান।
রোগ শোক দুঃখ খণ্ডী, অনুদিন পূজি চণ্ডী,
তবে হবে তোমার কল্যাণ॥
তুমি যাবে পরবাস, আমার হৃদয়ে ত্রাস,
শূন্য হবে মোর জীবলোক।
এই সমাহিত মতি, পূজা করি হৈমবতী,
তুমি যেন নাহি পাও শোক॥
যত দেখ মহাজন, সভাকার প্রয়োজন,
শুদ্ধ ভাবে পূজে মহামায়া।
তেঁহো সভাকার মূল, হন যবে প্রতিকূল,
কেহ তারে নাহি করে দয়া॥
সীতার উদ্ধার হেতু, শ্রীরাম বান্ধিল সেতু,
ভল্লুক বানর লয়ে সাথে।
শুন প্রভু তোরে কই, রাক্ষস সমরে জই,
শুনিয়া ভাবেন রঘুনাথে॥
সমরবিজয়ী কাম, সমুদ্রের তীরে রাম,
এক ভাবে চণ্ডী পূজে মনে।
বর পেয়ে রঘুনাথ, করিয়া রাক্ষস পাত,
সীতা লয়ে গেলেন ভবনে॥

ভারাবতারণ আশে, আইলা বসুদেব-বাসে,
কৃপাময় প্রভু ভগবান্।
দৈবকী পূজেন চণ্ডী, সকল দুরিত খণ্ডী,
নন্দ-গৃহে করিল পয়াণ॥
দারুণ কংসের ভয়ে, বসুদেব স্থির নহে,
থুইল কৃষ্ণ নন্দের মন্দিরে।
আসি বসুদেব সাথে, উত্তরিলা কংসের হাথে,
জয়-খণ্ডী উঠিলা অম্বরে॥
খুল্লনার কথা শুনি, ধনপতি বলে বাণী
তুমি লো আমার সহচরী।
মোর ব্রত ভঙ্গ করি, নট কৈলি মোর গা রী,
খাইয়া পুণী হৈলি মোর বৈরী॥
এমন নিন্দিয়া নারী চরণে ঠেলিয়া বারি,
পুন যাত্রা করে সদাগর।
ডোম চিল উড়ে মাথে, কাষ্ঠভার দেখে পথে,
গাইল মুকুন্দ কবিবর॥)

চণ্ডিকার ক্রোধ।

কোপে কম্প কলেবর, মুখে গদগদ স্বর,
মুখ নব মিহিরমণ্ডল।
শিরে হৈতে খসে বাস, আকুল কুন্তলপাশ,
লোচন লোহিত উতপল॥
রণজয় মহাতেজ, হৈলা দেবী অষ্টভুজা,
বাহুযুগে নানা প্রহরণ।
পদ্মাবতী আনি পাশে, বলিলেন প্রিয়ভাষে,
শুন পদ্মা আমার বচন॥
দেহ গো নিশান শিঙ্গা, ডুবাব সাধুর ডিঙ্গা,
ধনে প্রাণে মজাহ ধনপতি।
সাধিব আপন কাজ, নিশ্চয় রুষিব আজ,
কেমনে রাখিবে পশুপতি॥
ডাকি দেহ যত দানা, ডিঙ্গায় দেউক হানা,
লুঠিয়া লউক যত ধন।
আনিয়া ধনার মাথা, ঘুচাহ মনের ব্যথা,
কর্‌হ বাদের প্রয়োজন॥
আমা সনে করি হঠ, চরণে লঙ্ঘিল ঘট,
হৈল বেটা বড় অহঙ্কারী।

কোন্ ছার বেণে জাতি, মোর ঘটে মারে
জীবে কি আমার হয়্যা অরি॥
মোর ঘট পায়ে ঠেলি, দিয়া যায় গালাগালি,
সহে কেবা এত অপমান।
আমার গৌরব সাধ, ধনপতি দণ্ডে বধ,
উহার শোণিতে করি স্নান॥
আছুক পূজার কাজ, সুরপুরে হৈল লাজ,
হইল শঙ্কর বিদ্যমান।
দামিন্যা নগরবাসী, সঙ্গীতের অভিলাষী,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান

পদ্মার উপদেশ।

পদ্মাবতী বলে মাতা শুন নারায়ণি।
বিচারে কার্য্যের সিদ্ধি হেন মনে জানি॥
বিচারেতে কার্য্য সিদ্ধি অবিচারে নাশ।
কোপ কর দূর হউক পূজার প্রকাশ॥
পূর্ব্বের বিচার মাতা পাসরিলা কেনি।
কি কারণে রত্নমালা আনিলে অবনী॥
মালাধরে কি কারণে কৈলে গর্ভবাস।
এই কালে ধনপতি না কর বিনাশ॥
নিজ দেশ ছাড়্যা সাধু যাবে কথো দূর।
তবে সদাগরে দুঃখ দিবে যে প্রচুর॥
ডুবাইয়া ছয় ডিঙ্গা নিব রসাতল
এক মধুকরে সাধু যাইব সিংহল॥
পশ্চাতে কহিয়া দিব যত আছে সন্ধি।
নৃপগৃহে কারাগারে করাইব বন্দী॥
তুমি যদি করিতে চাহ বাদের প্রকার।
ইঙ্গিতে কহিয়া দিব বাদের সুসার॥
ধনপতি দণ্ডে যদি বধ এই কালে।
তবে না হইবে পূজা অবনীমণ্ডলে॥
(এমত শুনিয়া মাতা পদ্মার ভারতী।
কোপ নিবারণ মনে করিলা পার্ব্বতী॥)
সম্ভ্রমে চণ্ডীর বারি তুলিল খুল্লনা।
জীবন্যাস করি তার করিল অর্চ্চনা॥
মূর্খ আমার পতি তোমা নাহি ভজে।
আমা দেখি রাখ পতি পদ-সরসিজে॥

হুলাহুলি শঙ্খধ্বনি করে প্রণিপাত।
অপরাধ ক্ষম রাখ দাসীর আয়াত॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

চণ্ডিকার স্তব।

নমস্তু নমস্তু বাণী, কৃপাময়ি নারায়ণি,
অধিষ্ঠান হও পূজা-ঘটে।
স্মরণ করয়ে দাসী, খণ্ডিয়া বিপদরাশি,
প্রভু রাখ বিষম সঙ্কটে॥
মণি হরণে কার্য্যে, প্রবেশি পাতাল পথে,
নিরুদ্দেশ হৈলা যদুপতি।
রুক্মিণী দৈবকী মিলি, দিয়া জয় হুলাহুলী,
তোমার করিল অবস্থিতি॥
তুমি দিলে বরদান, জয়ী হৈলা ভগবান্,
সমরে জিনিল জাম্ববানে।
জাম্ববতী করি বিয়া, আইলা স্যমন্তক লয়্যা,
শ্রীহরি দ্বারকা মহাস্থানে॥
গোকুল গোমতি নামা, তমলুকে বর্গভীমা,
উত্তরে বিদিত বিশ্বকায়া।
জয়ন্তী হস্তিনাপুরে, বিজয়া নন্দের ঘরে,
হরি সন্নিধানে মহামায়া॥
খুল্লনার স্তুতি বাণী, শুনিয়া ত নারায়ণী,
কঙ্কণ সিন্দুর দিল দান।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিল বন্ধ,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

দেবীর বরপ্রদান।

ক্ষমি অপরাধ, করিল প্রসাদ,
কৃপাময়ী নারায়ণী।
শিরে হেম ঝারি, নাচয়ে সুন্দরী,
দিয়া জয় জয় ধ্বনি॥
পূরিল কামনা, নাচেন খুল্লনা,
দিয়া ঘন করতালি।
দেই অনুরাগে, চণ্ডী-পদযুগে,
সুগন্ধি-পুষ্প-অঞ্জলি॥

আদ্যা সনাতনী, শঙ্কর-ঘরণী,
শক্তিরূপা তিন দেবে।
শঙ্খিনী শূলিনী, কপালমালিনী,
তিন লোকে তোমা সেবে॥
ধাত্রী শাকম্ভরী, গৌরী দিগম্বরী,
জয়ন্তী কালী মঙ্গলা।
তুমি ভদ্রকালী, সেবে পুণ্যশালী,
হর-তনু-হেমকলা॥
(শিবা ক্ষমা চণ্ডী, চণ্ডমুণ্ডখণ্ডী,
বালশশি-শিরোমণি।
ভৈরবী ভারতী, রামা সরস্বতী,
সংসার-দুঃখতারিণী॥
কৌশিকী কৌমারী, রোগ-শোকহারী,
বারাহী বিন্ধ্যবাসিনী।
চণ্ডবতী চণ্ডা, চামুণ্ডা প্রচণ্ডা,
শ্রীফল-শাখা-বাহিনী॥)
দক্ষ-মখহরা, ভব-ভয় পরা,
মহাকালী বর্গভীমা।
ব্রহ্মা পুরন্দর, হর দিবাকর,
দিতে নারে তব সীমা॥
যাদব-সেবিতা, নন্দগোপ-সুতা,
শুম্ভ নিশুম্ভ নাশিনী।
ক্ষম গো রঙ্গিণী, মহিষ-মর্দ্দিনী,
শঙ্করী সিংহবাহিনী॥
ক্ষমি অপরাধ, করিল প্রসাদ,
নারায়ণী পদ্মাবতী।
সাধু শুভকালে, ডিঙ্গা মেলি চলে,
মুকুন্দ গাইল ভারতী॥
রবিবারের দিবা পালা সমাপ্ত।

নিশাপালা আরম্ভ।

ধনপতির সিংহল-যাত্রা।

ঘরে হৈতে সদাগর করিল গমন।
উভয়ার খুল্লনা জুড়িল ক্রন্দন॥
ঘরে হৈতে বারি হৈতে লাগিল উচোটা।
নেতের আঁচলে লাগে সিয়াকুল-কাঁটা॥
যাত্রার সময়ে ডোম-চিল উড়ে যাথে।
কাঠুরিয়া কাষ্ঠভার লয়ে আইসে পথে॥
শুকান ডালেতে বসা কুবোলয় কাউ।
যোগিনী মাঙ্গয়ে ভিক্ষা অর্দ্ধখান লাউ॥
কমঠ লইয়া পথে ধীবর চলি যায়।
তৈল লবে তৈল লবে তেলিয়া বোলয়॥
চলিলেন সদাগর মনে কুতুহলী।
বামদিগে ভুজঙ্গম দক্ষিণে শৃগালী॥
ভ্রমরার ঘাটে সাধু দিল দরশন।
কাণ্ডারী বলয়ে সাধু কেন বিলম্বন॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

পথের বিবরণ।

সভাকারে সমর্পণ কৈল গারি ঘর।
শিব স্মঙরিয়া চাপে নৌকার উপর॥
রই-ঘর চাপিয়া বসিলা সদাগর।
হাথে কেরোয়াল সব বসিল গাবর॥
(কার হাথে কেরোয়াল কার হাথে ফাঁস।
কার হাথে দণ্ড কার হাথে রায়বাঁশ॥)
দেব দ্বিজ গুরুজনে কৈল নমস্কার।
হরি হরি বলি নৌকা বাহে কর্ণধার॥
লহনা-খুল্লনা-স্থানে করিয়া মেলানি।
বাহিয়া অজয় নদী পাইল ইন্দ্রাণী॥
(ইন্দ্রপুরে পূজা দিল লয়ে পুষ্প পানী।
বাহ বাহ বলি ডাকে সাধু গুণমণি॥)
ভাওসিংহের ঘাট খান ডাহিনে করিয়া।
মাটিয়ারি সফরখান বামে এড়াইয়া॥
যখন কেরোয়াল পড়ে জলে বাজে সাট।
এড়াইল চণ্ডীগাছা বোলনপুরের ঘাট॥
ত্বরা করি সদাগর দিবানিশি যায়।
পুরথনের ঘাট খান বাহিয়া এড়ায়॥
কোথায় রন্ধন কোথা চিড়া খণ্ড কলা।
নবদ্বীপে উত্তরিল বেণিয়ার বালা॥
চৈতন্য-চরণে সাধু করিল প্রণাম।
সে ঘাটে রহিয়া করে রন্ধন ভোজন॥

রজনী প্রভাতে সাধু মেলি সাত নায়।
নবদ্বীপ পাড়পুর এড়াইয়া যায়॥
ত্বরায় চালায় তরি তীরের পয়াণ।
মৃজাপুরের ঘাটে ডিঙ্গা করিল চাপান॥
নায়্যা পাইক গীত গায় শুনিতে কৌতুক।
ডাহিনে রহিল পুরী আম্বুয়া মুলুক।
বাহ বাহ বল্যা ঘন প'ড়ে গেল সাড়া॥
বামভাগে শান্তিপুর ডাহিনে গুপ্তিপাড়া॥
উলা বাহিয়া খিসমার আশে পাশে।
মহেশপুর নিকটে সাধুর ডিঙ্গা ভাসে॥
মহেশপুর সদাগর বাহিল তখন।
ফুলিয়ার ঘাটে ডিঙ্গা দিল দরশন॥
বামদিগে হালিসহর দক্ষিণে ত্রিবেণী।
যাত্রীদের কোলাহলে কিছুই না শুনি॥
লক্ষ লক্ষ লোক এককালে করে স্নান।
বাস হেম তিল ধেনু দ্বিজে দেয় দান॥
রজতের সিপে কেহ করয়ে তর্পণ।
গর্ভে বসি করে কেহ মস্তকমুণ্ডন॥
শ্রাদ্ধ করে কোন জন জলের সমীপে।
সন্ধ্যাকালে কোন জন দেই ধূপদীপে॥
উর্দ্ধবাহু ডাকে কেহ গঙ্গা নারায়ণ।
সদাগর কর্ণধারে জিজ্ঞাসে কারণ।
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

সাধুর মগরায় গমন

কলিঙ্গ ত্রৈলঙ্গ অঙ্গ বঙ্গ কর্ণাট।
মহেন্দ্র মগধ মহারাষ্ট্র গুজরাট॥
বরেন্দ্র বন্দর বিন্ধ্য পিঙ্গল শফর।
উৎকল দ্রাবিড় রাঢ় বিজয়নগর॥
মথুরা দ্বারকা কাশী কনখল কেকয়া।
পুরবক অমায়ক গোদবরী গয়া॥
শ্রীহট্ট কাঙর কোঁচ হাঙ্গর ত্রিহট্ট।
মাণিকা ফটিকা লঙ্কা প্রলম্ব নাকুট॥
বাগল মালয় দেশ কুরুক্ষেত্র নাম।
বটেশ্বরী আহুলঙ্কা স্থল সপ্তগ্রাম॥
শিবাভট্ট মহাভট্ট হস্তিনা নগরী।
আর যত সফর কহিতে কত পারি॥
এ সব সফরে যত সদাগর বৈসে।
অঙ্গ ডিঙ্গা লয়ে তারা বাণিজ্যেতে আইসে॥
সপ্তগ্রামের বেণে সব কোথাও না যায়।
ঘরে বস্যে সুখ মোক্ষ নানা ধন পায়॥
তীর্থ মধ্যে পুণ্যতীর্থ অতি অনুপাম।
সপ্তঋষির শাসন বোলায় সপ্তগ্রাম॥
কাণ্ডারের বচনে করিয়া অবগতি।
ত্রিবেণীতে স্নান করে সাধু ধনপতি॥
রাঢ় মধ্যে সপ্তগ্রাম অতি অনুপাম।
দিন দুই সাধু তথা করিল বিশ্রাম॥
কিছু বেচ্যা নানা দ্রব্য নায়ে দিল ভরা।
বাহ বাহ বলি সদাগর করে ত্বরা॥
নায়ে তু'লে সদাগর নিল মিঠাপানী।
বাহ বাহ বলিয়া ডাকেন ফরমানি॥
গরিফা বাহিয়া সাধু বাহে ভাগীরথী।
কপোত এড়ায়ে সাধু পাইল সরস্বতী॥
নাএর ধায়লী যদি পাইল কোঙর।
তথি পূজা কৈল সাধু মৃত্তিকাশঙ্কর॥
উপনীত হৈল সাধু নিমাই তীর্থ ঘাটে
নিম্ব বৃক্ষেতে যথা ওড় পুষ্প ফুটে॥
সঘনে চলয়ে তরি তীরের প্রমাণ।
বেতড় ছাড়িয়া সাধু পাইল বাগন॥
লঘুগতি সদাগর পাইল কালীঘাট।
দুই কূলে তপ জপ যাত্রিকের ঠাট॥
অম্বুলিঙ্গ দিয়া ডিঙ্গা গেল ছত্রভোগে।
তাহে রম্য স্নান দান ভোজন করে রঙ্গে॥
লঘুগতি সদাগর গেল কালীপাড়া।
দুকূলে যাত্রীর ঠাট ঘন বাজে সাড়া॥
(হিমাই বামেতে রহে হিজলির পথ।
রাজহংস কিনিয়া লইল পারাবত॥)
প্রভাত হইল সাধু মেলে সাত নায়।
সেই দিন সদাগর হেতে গড় পায়॥
এক দুই তিন নৌকার মাঝি আইসে।
মগরার কথা সাধু তাহারে জিজ্ঞাসে॥
দূরে হৈতে শুনে সাধু জলের নিঃস্বন।
আষাঢ়ের যেন নব মেঘের গর্জ্জন॥

মহনা বহিল সাধু করি ত্বরা ত্বরা।
প্রবেশ করিল ডিঙ্গা দুর্জ্জয় মগরা॥
পদ্মাবতী সনে যুক্তি করিয়া অভয়া।
সদাগরে ছলিবারে পাতিলেন মায়া॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত্ত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

দুর্জ্জয় ঝড়।

ঈশানে উরিল মেঘ সঘনে চিকুর।
উত্তর পবনে মেঘ করে দুর দুর॥
নিমিষেকে জোড়ে মেঘ গগনমণ্ডল।
চারি মেঘে বরিষে মুষলধারে জল॥
করিকর সমান বরিষে জলধারা।
জলে মহী একাকার নদী হৈল ভরা॥
ঘন বজ্রধ্বনি হয়-মেঘের গর্জ্জন।
কারো কথা শুনিতে না পায় কোন জন॥
অবিশ্রান্ত নাহি সন্ধ্যা দিবস রজনী।
স্মোঙরে সকল লোক জনক জননী॥
পূর্ব্বে হৈতে আইল বাত্যা দেখিতে ধবল।
সপ্ততাল হয়ে গেল মগরার জল॥
ঝনঝনা পড়ে যেন কামান কৃপাণ।
ভাঙ্গিয়া মায়ের ঘর করে খানখান॥
নদ-নদীগণ তবে করিল পয়াণ।
অভয়া-মঙ্গল কবিকঙ্কণ গান॥

মগরায় নদনদীগণের আগমন।

চণ্ডীর আজ্ঞাতে ধায় নদ-নদীগণ।
মগরা নদীর সনে করিতে মিলন॥ ধ্রু।

আজ্ঞা দিল ভবানী, ধাইল মন্দাকিনী,
ছাড়িয়া গগনের স্থিতি।
সঙ্গে মকরজাল, ছাড়িয়া পাতাল
ধাইল নদী ভোগবতী॥
প্রবল তরঙ্গা, ধাইল শ্রীগঙ্গা,
ভৈরবনদ কর্ম্মনাশা।
ধাইল শতদ্রু, ষোড়শ মহানদ,
চলিল বাহুদা বিপাশা॥
অমোদর দামোদর, ধায় দারুকেশ্বর,
শিলাই নদী চন্দ্রভাগা।
কোঁপাই দোনাই, ধাইল দুই ভাই,
বগড়ি ধনা ধায় বগা॥
ধাইল ঝুমঝুমী, করিয়া দামামী,
কাঁসাই শুশুই সঙ্গে।
ধাইল তারাজুলি, গুঙ্করা কুতুহলী,
চলিলা রত্নামদী রঙ্গে॥
খরতর লহরী, ধাইল গোদাবরী,
ধায় কাণা দামোদর।
খালী জুণী সঙ্গে, চলে নানা রঙ্গে,
আর বুড়া মন্তেশ্বর॥
ধাইল বরুণা, গঙ্গা যমুনা,
অজয় আর স্বরস্বতী।
ধাইল কুন্তি, কাণা গোমতী,
সরযূ আর কংসাবতী॥
ধাইল কাঁসাই, মহানদ বিড়াই
খরস্রোতে বামুনের খানা।
চারি দিকে জল, ধাইল ধবল,
মগরা জুড়িয়া ফেনা॥
বাজায়্যা ডিণ্ডি, কহই চণ্ডী,
নাম্বিলা সঙ্গ হয়্যা।
সঙ্গে কাগ্যা যাই, লৈয়া সাত ভাই,
সুবর্ণরেখা সঙ্গে লয়্যা॥
নদ নদী দেখিয়া, কৌতুকে অভয়া,
রহিলা কেশরিযানে।
ললিত প্রবন্ধ, দ্বিজবর মুকুন্দ,
শ্রীকবিকঙ্কণে ভণে॥

ধনপতির বিলাপ

কাণ্ডার ভাই রাখ ডিঙ্গা যথা পাও স্থল।
বৈরী হৈল দেবরাজ, বেঙ্গতড়কা পড়ে বাজ,
বরিষে মুষল ধারে জল॥
শিলা বাজে যেন গুলি, ভাঙ্গয়ে মাথার খুলী,
বেগে জল যেন বাজে কাঁড়।
বিষম জলের ব্যয়, তৃণ দুই খান হয়,
দাঁড়িতে ধরিতে নারে দাঁড়॥

দুঃসহ বিষম ঝড়ে, উপাড়িয়া গাছ পাড়ে,
দুকূল হানিয়া বহে ফেনা।
কহ কর্ণধার ভাই, কেমতে নিস্তার পাই,
ভাঙ্গা নৌকা ভাসে কতখানা॥
ঝড়ে আচ্ছাদন উড়ে, বৃষ্টিজলে ডিঙ্গা বুড়ে,
নায়্যা পাইক জড় হৈল শীতে।
কহ ভাই কর্ণধার, নাহি দেখি প্রতিকার,
জলে অহি ভাসে শতে শতে॥
দেখ রে নায়ের পাশে, কুম্ভীর মকর ভাসে,
গিরিগুহা বিকট দশন।
কাণ্ডার উপায় বল, দেখি যে প্রলয়ের জল,
আজি দেখি সঙ্কট জীবন॥
ডুবু ডুবু করে ডিঙ্গা, শরণ করহ গঙ্গা,
অন্তকালে ভজ পশুপতি।
পড়িয়া বিষম ফান্দে, মহেশ বলিয়া কান্দে,
ঊর্দ্ধবাহু সাধু ধনপতি॥
গুণিরাজ মিশ্রসুত, সঙ্গীত কলায় রত,
বিচারিয়া অনেক পুরাণ।
দামিন্যা নগর বাসী, সঙ্গীত অভিলাষী,
শ্রীকবিকঙ্কণ গান॥

ছয়খানি ডিঙ্গার বিনাশ।

স্মরণ করিল মাতা পবন-নন্দন।
এক লাফে আইলা বীর ছাড়ি নিজ বন।
দুটি কাণ হৈল যেন বদরীর পাতা।
গুবাক সমান হৈল হনুমানের মাথা॥
অঙ্গুলি প্রমাণ হৈল হনুমান্ বীর।
পবনের পুত্র পবনে হয় স্থির॥
অভয়া-চরণে বীর নোয়াইল মাথা।
কি কার্য্য করিব মাতা হেমন্ত-দুহিতা॥
সমুদ্র শুষিব কিবা ভাঙ্গিব আকাশ॥
সুমেরু তুলিব কিবা করিব গরাস॥
অভয়া বলেন বাপ শুনহ উত্তর।
মোরে নিন্দি বুলে ধনপতি সদাগর॥
বরুণে ডাকিয়া মাতা তারে দিল পাণ।
অঙ্গীকার কর বাপা মোর বিদ্যমান॥
শ্রীদাম সুদাম আদি গোপের বালক।
ব্রহ্মা যেন হৈলা তার আপনি পালক॥
তৈন মত রাখ মোর নায়ের নফর।
মগরায় রাখ ডিঙ্গা জলের ভিতর॥
নাহি হবে দ্বাদশ বৎসর ভূখ শোষ।
এ কর্ম্ম করিলে মোর পরম সন্তোষ॥
অভয়া বলেন বাপু শুন হনূমান্।
ছয় ডিঙ্গা ডুবাহ আমার বিদ্যমান॥
এমত চণ্ডীর আজ্ঞা পেয়ে হনূমান্।
একবারে ডুবাইল ডিঙ্গা দুইখান॥
দুইখান ডিঙ্গা যবে জলে ডুবে গেল।
ধনপতি বলে ভাই বিপদ ঘুচিল॥
আর না করিবে বল মগরার জল।
পাঁচখান ডিঙ্গা লয়ে চলিব সিংহল॥
পুনরপি কুপিত হইল হনূমান্।
একে একে ডুবাইল ডিঙ্গা ছয় খান॥
হংসডিম্ব হেন ডিঙ্গা মধুকর ভাসে।
ঝলকে ঝলকে জল লয় চারি পাশে॥
ঘুরণিয়া ঝড়ে ডিঙ্গা ঘন দেয় পাক।
পাকে ফিরে ডিঙ্গা যেন কুম্ভারের চাক॥
সবে মাত্র রহিল একলা মধুকর।
গাইল পাঁচালী মুকুন্দ কবিবর॥

নাবিকদিগের রোদন।

কান্দেরে বাঙ্গাল ভাই বাপোই বাপোই।
কুক্ষণে আসিয়া প্রাণ বিদেশে হারাই॥
আর বাঙ্গাল কান্দে শোকে শিরে দিয়া হাথ
হলদীগুঁড়া হারাইল শুকুতার পাত॥
আর বাঙ্গাল বলে বড় লাগে মায়া মো।
বিদেশে রহিলুঁ না দেখিলুঁ মাও পো॥
আর বাঙ্গাল বলে আমি অই তাপে মৈল।
কালী গুরী দুটী কাণ্ড সেই কোথা গেল॥
এইরূপে শোকে কান্দে যতেক বাঙ্গাল॥
জনমের মত সবে হইলুঁ কাঙ্গাল।
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত॥
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

চণ্ডীর আক্ষেপ

পদ্মা, কেন আইলাম নদ নদী
ডুবাইলা সাধুর নায়, শঙ্কর ধরিবে দায়,
তখন করিব কোন্ শুদ্ধি ॥
হয়ে সাধু শুদ্ধমতি, নিত্য পূজে পশুপতি,
এক ভাবে সেবক-বৎসলে।
সাধু সনে কৈলুঁ বাদ হৈল বড় পরমাদ,
কেন নৌকা ডুবাইলুঁ জলে ॥
যেই সেবে হরি হর, তারে মোর লাগে ডর,
ব্রহ্মবধ সম তার বধ।
সদাগরে দিলে দুখ, প্রভু না দেখিব মুখ,
পদে পদে আমার বিপদ ॥
শুনেছি শঙ্কর স্থানে দেবগণ বিদ্যমানে,
আগে ধনপতির গণনা।
বাজ বৃষ্টি শিলা পড়ে, যদি সাধু মরে ঝড়ে,
দূর হব আমার মাননা ॥
পদ্মা, থাকু নদ-নদীগণ, মেঘে দেহ বিসর্জ্জন,
মন্দিরে চলুক হনমান্।
শিব-পদে দিয়া মতি, সুখে থাকু ধনপতি,
শ্রীকবিকঙ্কণে রস গান ॥

ধনপতির শ্রীক্ষেত্র দর্শন।

ঝড় বৃষ্টি দূর হৈল চণ্ডীর কৃপায়।
ডিঙ্গা মেলি সদাগর শীঘ্রগতি যায় ॥
ডানি বামে ছাড়্যা যায় কত কত দেশ।
সঙ্কেত মাধবে দেখে সোণার মহেশ ॥
(সদাগর কহে কিছু তার বিবরণে।
সে গীত গাইব শ্রীপতির আগমনে ॥)
প্রণমিয়া সঙ্কেতমাধবে প্রদক্ষিণ।
ডিঙ্গা মেলি সদাগর চলে রাত্রি দিন।
দক্ষিণে মদনমল্ল বামে বীর খানা।
কেরোয়ালের ঝমঝমি নদী জুড়ে ফেনা ॥
কলাহাটী ধূলিগ্রাম পশ্চাৎ করিয়া।
অঙ্গারপুরের খাল বাম দিগে থুয়্যা ॥
গমন করিয়া গেল বিংশতি দিবসে।
প্রবেশ করিল ডিঙ্গা দ্রাবিড়ের দেশে।
কনকরচিত চক্র রূপার শিখর।
উড়িছে শতেক হাথ সেত মনোহর ॥
বুহিত বান্ধিয়া বলে বেণের নন্দন।
আজি এইখানে করি প্রসাদ ভোজন ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

ধনপতির কালীদহ গমন।

রাজরাজেশ্বরে শত দণ্ডবৎ হয়্যা।
চলিলেন সদাগর বুহিত বাহিয়া।
বাহ বাহ বলিয়া ডাকয়ে সদাগর।
হাতে দণ্ড কেরোয়াল বসিল গাবর ॥
চিলকা চূলির ডাঙ্গা পশ্চাৎ করিয়া।
বালিঘাটা বাণপুর বাম দিয়ে থুয়্যা ॥
ফিরাঙ্গির দেশ খান বাহে কর্ণধারে।
রাত্রিতে বাহিয়া যায় হারামদের ডরে ॥
চিঙ্গড়িয়া দহে সাধু দিল দরশন।
গোঁফ উভ কৈল যেন নলখড়িয় বন ॥
সদাগর বলে শুন কাণ্ডার বুলন।
মধ্যগাঙ্গে দেখি কেন নলখড়ির বন ॥
কর্ণধার আছিলেন বুদ্ধিতে আগলী।
সেই দহে ফেল্যা দিল গুড় চাউলী ॥
সেই দহ সদাগর পশ্চাৎ করিয়া।
কাঁকড়ার দহে ডিঙ্গা দিল চালাইয়া ॥
নৌকার পাশে কেরোয়ালের ঘা পায়।
দাড়ায় ধরিয়া তার বহিত রহায় ॥
আহার দেশের কাঁকড়া গাড় চোয়াড়ে খায়।
এদেশের কাঁকড়া ভাই বুহিত রহায় ॥
বড়ই দেয়াস পথ উত্তর্যা বাঙ্গাল।
নৌকায় পড়িয়া ডাকে যেমন শৃগাল ॥
শৃগালেরবোল তারা জলে হৈতে শুনে।
অমনি প্রবেশ কৈল পাতাল ভুবনে ॥
বাবুই ঈষার মূল নৌকায় বান্ধিয়া।
বুদ্ধিবলে যায় সাধু সাপদহ দিয়া ॥
সর্পদহ সদাগর কার ডেয়াগণ।
কুম্ভীরিয়া দহে সাধু দিল দরশন ॥

নৌকার পাশেতে কেরোয়ালের ঘা পায়।
খাজুরের বৃক্ষ যেন ভাসিয়া বেড়ায়॥
ধনপতি বলে শুন কর্ণধার ভাই।
এমন বিষম দহ কেমনে এড়াই॥
কর্ণধার আছিলেন বুদ্ধির সাগর।
সেই দহে ফেল্যা দিল পোড়ায়ে গারড়॥
সেই দহ সদাগর পশ্চাৎ করিয়া।
কড়িয়া দহেতে ডিঙ্গা দিল চাপাইয়া॥
নৌকার পাশেতে কেরোয়ালের ঘা পায়।
পুটি মৎস্য সম কড়ি সঘনে লাফায়॥
ধনপতি বলে শুন কর্ণধার ভাই।
তুমি যদি মন কর পুটী মৎস্য খাই॥
কর্ণধার বলে সাধু জনমের চাসা।
কভু নাহি কর তুমি বাণিজ্য ব্যবসা॥
জুয়ার ভাটা বুঝিয়া লোহার বাড় দিল।
পায়ে মোজা দিয়া তারা কড়ি বন্দী কৈল॥
কুলেতে কুড়িয়া খাত্ত রসদ করিল।
রাম কলার গাছ পুতে নিশানি থুইল॥
শঙ্খদহে তবে ডিঙ্গা দিল দরশন।
রোহিত মৎস্য হেন শঙ্খ লাফায় তখন॥
সদাগর বলে শুন কর্ণধার ভাই।
তুমি যদি মন কর রোহিত মৎস্য খাই॥
তুমি নাহি জান সাধু সমুদ্রের মূল।
ইহাকে বলিয়ে সাধু শঙ্খদহের কূল॥
সেই দহ সদাগর তুরিতে বাহিয়া।
হাথিয়া দহেতে ডিঙ্গা দিল চাপাইয়া॥
হাথিয়া দহের কিছু শুনিবে কাহিনী।
যাহার নাম্বতে আছে যোজনেক পানী॥
তাহার উপর পথ শোরু মানুষ বুলে।
দহেতে ঠেকিয়া তবে নৌকা নাহি চলে॥
খরশান কাতিখান নৌকায় বান্ধিয়া।
বুদ্ধিবলে যায় সাধু হাথিয়া দহ দিয়া॥
বুদ্ধিবলে সাধু হাথ্যাদহ হৈল পার।
দক্ষিণে সুমেরু শৃঙ্গ লঙ্কার দুয়ার॥
মোহানে সীতাখালী প্রবেশে হাড়খাল।
বাম দিকে সেতুবন্ধ রামের জাঙ্গাল॥
সেতুবন্ধ সদাগর পশ্চাৎ করিয়া।
চলিলেন সদাগর বুহিত বাহিয়া॥

চন্দ্রকূট পর্ব্বত খান বঙ্ক রাজার দেশ।
সে ঘাটে সাধুর ডিঙ্গা করিল প্রবেশ॥
পর্ব্বত সমান ঢেউ বহে সপ্ত তাল।
দূর হৈতে দেখে সাধু লঙ্কারময়াল॥
অলঙ্ঘ্য সাগর, ডানি বামে নাহি স্থল।
পথিকে জিজ্ঞাসে কত যোজন সিংহল॥
রাত্রি দিন চলে সাধু তিলেক নাহি রহে।
উপনীত ধনপতি হৈলা কালীদহে॥
পদ্মাবতী সঙ্গে যুক্তি করিয়া অভয়া।
সদাগরে বিড়ম্বিতে পাতিলেন মায়া॥
আপনি করিলা মায়া হরের বনিতা।
চৌষট্টি যোগিনী হৈলা কমলের পাতা॥
অমলা হইলা কমল পদ্মা করিবর।
হাসিয়া বসিলা শতদলের উপর॥
পুষ্পের ধনুকে মাতা পুরিয়া সন্ধান।
ধনপতি হৃদয়ে মারিল পঞ্চ বাণ॥
মোহ গেল ধনপতি নায়ের উপর।
চেতন করাইল তারে নায়ের গাবর।
রাজপদ্মিনী দেখি কমলের বনে।
কন্যা ধর্য্যা নিলে বা রাখয়ে কোন্ জনে॥
কাণ্ডার বোলয়ে রে অবোধ সদাগর।
কোথা বা দেখিলে পদ্ম কামিনী কুঞ্জর॥
বড়ই দুরন্ত এই রাজা শালবান।
ধনপতি বলে ভাই কর অবধান॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজচিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

কমলে কামিনী দর্শন।

(ধনপতি বলে ভায়্যা, দেখহ সকল ভায়্যা,
রাখ ডিঙ্গা পুতিয়া আলান।
দেখি লাখ শতদলে, অতি পরিমিত জলে,
চরে পাছে ঠেকে ডিঙ্গা খান॥
গভীর দেখিয়ে জল, তাহে নানা উত্পল,
মনোহর কমল-উদ্যান।
ধন্য সিংহলের রাজা, কিবা করে শিব-পূজা,
কিবা পূজে প্রভু ভগবান্॥

শ্বেত রক্ত নীলপীত, শতদল বিকশিত,
বহ্লার কুমুদ কোকনদ।
হেন মোর লয় জ্ঞান, দেবতার উদ্যান,
দেখি বহু কুসুমসম্পদ॥
নাহি জানি কিবা হেতু, এককালে ছয় ঋতু,
গ্রীষ্ম হিম শিশির বসন্ত।
সঙ্গে মকরকেতু, বরিষা শরত ঋতু,
বিরহিজনের করে অন্ত॥
রাজহংস করে কেলি, কৌতুকে মৃণাল তুলি,
প্রিয়ামুখে বরে আরোপণ।
চঞ্চুপুটে বান্ধি মাছে, সারস সারসী নাচে,
উঠে বৈসে খঞ্জনী খঞ্জন॥
বনে বাহুকা ডাকে, চক্রবাকী চক্রবাকে,
বদনে বদনে আলিঙ্গন।
সঙ্গে চারি পাঁচ যামী, তাণ্ডব করয়ে কামী,
মন্দ মন্দ মেঘের গর্জ্জন॥
হেন মোর লয় মতি, বিধাতার নহে কীর্ত্তি,
অপরূপ দেখি কালীদহে।
কমলে কুমুদ ফুটে, কার কান্তি নাহি টুটে,
চিত্র গন্ধ ভাল বায়ু বহে॥
কি আশ্চার্য্য কালীদহে, স্রোতে বৃক্ষ নাহি রহে,
দেখিয়া আমার বপু কম্পে।
গো গজ-বাহন-অরি, তার পৃষ্ঠে ভর করি,
শতদলে ফিরে লম্ফে লম্ফে॥
দেখিয়া কমল-শোভা, সাধুকে লাগিল লোভা,
শঙ্কর পুজিব শতদলে।
কমলে কামিনী দেখি, সুখে সাধু মুদে আঁখি,
কুসুম-নিকরোপরি পড়ে॥
পুন সাধু মিলে আঁখি, শতদলে শশিমুখী,
উগারি গিলয়ে করিবরে।
পূর্ব্বজনমের ফলে, সাধু দেখে শতদলে,
দেখ ভাই গাঁইটা গাবরে॥
সাধুর বচন শু'ন, কর্ণধার বলে বাণী,
তুমি ধন্য দিব্য-গেয়ান।
সকল বিদ্যার বন্ধু, অশেষ গুণের সিন্ধু,
আমি অন্ধ থাকিতে নয়ান॥
দেখি সাধু শশিমুখী, কর্ণধারে করে সাখী,
কর্ণধার করে নিবেদন।
করী পদ্ম শশিমুখী, আমি কিছু নাহি দেখি,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥)

কমলে কামিনী বর্ণন।

অপরূপ দেখ আর, ওহে ভাই কর্ণধার,
কামিনী কমলে অবতার।
ধরি রামা বাম করে, সংহারয়ে করিবরে,
উগারিয়া করয়ে সংহার॥
কনক-কমল-রুচি, স্বাহা স্বধা কিবা শচী,
মদনসুন্দরী কলাবতী।
সরস্বতী কিবা উমা, চিত্রলেখা তিলোত্তমা,
সত্যভামা রম্ভা অরুন্ধতী॥
রাজহংসরব জিনি, চরণে নূপুরধ্বনি,
দশ নখে দশ চাঁদ ভাসে।
কোকনদ দর্প-হরে, বেষ্টিত যাবক করে,
অঙ্গুলি চম্পক-পরকাশে॥
অধর বিম্বক বন্ধু, বদন শারদ ইন্দু,
কুরঙ্গ-গঞ্জন বিলোচন।
প্রভাতে তাম্বুর ছটা, কপালে সিন্দুর ফোঁটা,
তনুরুচি ভুবনমোহন॥
রামা অতি কৃশোদরী, তার দুই কুচগিরি,
নিবিড় নিতম্বদেশ তার।
বদন ঈষৎ মিলে, কুঞ্জর উগারি গিলে,
জাগরণে স্বপন প্রকার॥
রামার ঈষত হাসে, গগনমণ্ডল রসে,
দন্তপাঁতি বিজিত বিজুলী।
বদন-কমলগন্ধে, পরিহরি মকরন্দে,
কত কত শত ধায় অলি॥
(দুই করে শোভে শঙ্খ, ভুবনে উপমা রঙ্ক,
মণিময় মুকুটমণ্ডল।
হাসিতে বিজুলী খেলে, শ্রবণে কুণ্ডল দোলে,
তনুরুচি ভুবনমোহন॥)
দেখি সাধু শশিমুখী, কর্ণধারে করে সাখী,
কর্ণধার করে নিবেদন।
করী পদ্ম শশিমুখী, আমি কিছু নাহি দেখি,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

ধনপতির সিংহল গমন।

শুন রে কাণ্ডার ভাই বিপরীত দেখি।
কহিব রাজার আগে সত্তে হয়্যা সাখী॥
প্রামাণিক যোজন গম্ভীর বহে জল।
ইথে উপজিল ভাই কেমনে কমল॥
কমলিনী নাহি সহে তরঙ্গের ভর।
তরঙ্গহিল্লোলে রামা করে থর থর॥
নিবসে রমণী তাহে ধরিয়া কুঞ্জর।
হরি হরি নলিনী কেমনে সহে ভর॥
হেলায় কামিনী উগারয়ে যূথনাথে।
পলাইতে চাহে গজ ধরে বাম হাথে॥
পুনরপি তারে রামা করয়ে গরাস।
দেখিয়া হৃদয়ে বড় লাগিল তরাস॥
পুরুষ দেখিয়া রামা নাহি করে লাজ।
বাম করে ধরিয়া গিলয়ে গজরাজ॥
খদির-তাম্বূল-রাগ ওষ্ঠ নাহি ছাড়ে।
গজ গিলে কামিনী চোয়াল নাহি নাড়ে॥
অগাধ সলিলে ভাসে বিচিত্র কানন।
পঞ্চম গায়েন অলি নাচে পিকগণ॥
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে মত্ত মধুকর।
পরাগে ধূসর লতা-তরুকলেবর॥
বিকশিত কুন্দবন কুসুম মালতী।
জামিনী মরুয়া ফুল ফুটে নানাজাতি॥
ফুটিছে মাধবীলতা পলাশ কাঞ্চন।
কুন্দ কুমুদ আছে বকুল রঙ্গণ॥
তাহার উপরে চন্দ্রাতপ মনোহর।
নেতের পতাকা উড়ে শ্বেত চামর॥
বেলন পাটের থোপ মুকুতার মাল।
বিচিত্র বিনোদ তাতে সুরঙ্গ প্রবাল॥
তার মাঝে বিকশিত কমল-কানন।
কামিনী কমলে বসি সংহারে বারণ॥
উগারিয়া মত্ত করী ধরি বাম করে।
ঈষৎ হাসিয়া রামা চৌদিকে নেহারে॥
ক্ষণে ক্ষণে হাসে রামা নাচে বাহু তুলি।
পঞ্চম গায়ে অলি রাগ রাগিণী মেলি॥
রবাব মুরুজ্ঞ ডম্ফ করয়ে বাজন।
সঙ্গে রঙ্গে নৃত্য করে বিদ্যাধরীগণ॥
উষা উমা হয় কিবা রতি অরুন্ধতী।
ভবানী ভৈরবী কিবা লক্ষ্মী সরস্বতী॥
ডাকিনী শাখিনী কিবা শঙ্খিনী যোগিনী।
কাঙরের কামাখ্যা কিবা ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী॥
বুঝিতে না পারি এই কন্যার চরিত।
হেন বুঝি মোরে কিবা বিধি বিড়ম্বিত॥
পত্রে তুলি নিল সাধু করিয়া লিখন।
কহিব রাজার আগে সব বিবরণ॥
কমল কুঞ্জর কান্তা দেখে সদাগর।
কেহ আর নাহি দেখে নায়ের নফর॥
(নিমিখ দেখিতে নাহি দেখে ধনপতি।
হৃদয়ে ভাবিয়া সাধু করয়ে যুকতি॥
যে কালে জন্মিল প্রভু যশোদানন্দন।
বাল্যক্রীড়া করি কৈল মৃত্তিকা ভক্ষণ॥
যশোদা ধরিয়া কৃষ্ণে করিল গঞ্জন।
কি করহ কেন মৃত্তিকা ভক্ষণ॥
যদি বিস্তারিত মুখ কৈল চক্রপাণি।
বিশ্বরূপ বদনে দেখিল নন্দরাণী॥
সলিল পর্ব্বত সিন্ধু ধরণীমণ্ডল।
যশোদা কৃষ্ণের মুখে দেখিল সকল॥
তেন মত ছলে মোকে কেমন দেবতা।
নহে কি কামিনী হয়ে গিলে গজ-মাথা॥
পত্রে তুলি নিল সাধু করিয়া লিখন।
কহিব রাজার আগে সব বিবরণ॥
রাজার সভাতে আছে সুপণ্ডিত জন।
অবশ্য জানিবে তারা এ সব কারণ॥)
বাহ বাহ বলিয়া ডাকেন সদাগর।
নিকট হইল রাজ্য সিংহল নগর॥
জল বিসার্জ্জিয়া সাধু করিল গমন।
রত্নমালার ঘাটে ডিঙ্গা দিল দরশন॥
গোঁজে বান্ধি রাখে ডিঙ্গা লোহার শিকলে।
বাদ্য করি সদাগর উঠিলেন কূলে॥
রত্নমালার ঘাটে শুনি দামামার ধ্বনি।
পঞ্চপাত্রে সচকিত হৈলা নৃপমণি॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

সিংহলে ত্রাস।

কূলে উঠ্যা নায়্যা পাইট, বাজায় বাজনা।
সিংহল নগরে, সফরে সফরে
চমকিত সর্ব্বজনা॥
ঘন বাজে দামামা, চমকিত সর্ব্ব গাঁ,
তবকী তবকে রোল।
পাইক দেই উড়া পাক, ঘন বাজে বীরঢাক,
কেহ কার না শুনে বোল॥
ঝরঝ ভেরী, দোসরী মহুরী,
ঘন বাজে বীরকালী।
শিঙ্গা আর কাড়া, ঘন পড়ে সাড়া,
কাণে লাগিল তালি॥
ডিণ্ডিম ডম্বুর, পুরয়ে অম্বর,
ঘন বাজে জগঝম্প।
বাজায়ে সানী, রণ জয় বেণী,
সিংহলে উপজিল কম্প॥
খেলে পাইক বাঙ্গালী, খাণ্ডা ফলা বিজুলী,
কেহ বিন্ধে পুতিয়া নেজা।
মণ্ডলী করিয়া, ধায় রায়বাঁশিয়া,
কেহ ধায় ফিরায়ে নেজা॥
পাইকের কলকল, ভরিল সিংহল,
শিঙ্গা কাড়া ঠমক নিশান
সুতাট ভয়ঙ্করী, সঘনে সুছন্দরী,
গগনে হানে শিখি বাণ॥
টাঙ্গায়্যা তাম্বুবর, বসিলা সদাগর,
পরিসর নদীর কূলে।
দামা সানী বাজে, সিংহল কাঁপে,
পরিজন রহে তরু-মূলে।
মধ্যাহ্ন দিনকৃত, করিল ধনপতি,
শুনয়ে আগম পুরাণ।
শ্রীকবিকঙ্কণ, করয়ে নিবেদন,
অভয়া পুর মোর কাম॥

কোটালের সহিত ধনপতির দ্বন্দ্ব

রত্নমালার ঘাটে শুনি দামামার ধ্বনি।
পঞ্চপাত্রে সচকিত হৈলা নৃপমণি॥
কোটাল কোটাল ডাক পড়ে ঘনে ঘন।
আসিয়া কোটাল নৃপে দিল দরশন॥
লুঠে দেশ খাও বেটা দেশের বিধাতা।
ভাল মন্দ নাহি দিস্ দেশের বারতা॥
রত্নমালার ঘাটে শুনি কিসের বাজন।
বার্ত্তা জানি আসি শীঘ্র কর নিবেদন॥
ঘরদল হয় যদি আন্যো মোর পুর।
পরদল যদি হয় মার্য্যা কর দূর॥
বৈদেশিক যদি হয় আন্য মোর ঠাঁই।
মারি দূর কর যদি না মানে দোহাই॥
গজ-কন্ধে কালুদণ্ড যায় ধাওয়া ধাই।
সাধুকে উঠিতে কূলে দিলেক দোহাই॥
ঘর-দল পর-দল নাহি চিহ্নি তোমা।
প্রবেশিয়া রাজপুরে কেন বাজাও দামা॥
নহি ঘরদল আমি নহি পরদল।
বৈদেশিক সাধু আমি এসেছি সিংহল॥
রহিব তোমার দেশে যদি প্রীতি পাই।
নহিলে ভাসিব জলে কি করে দোহাই॥
মোর শিরে দায় যদি হয় ডাকা চুরি।
পঞ্চাশ কাহণ চাহি আমার দিগারী।
তোর দেশে আসি আমি নাহি খাই জল
কিসের কারণে চক্ষু করিস্ পাকল॥
সাধু নহিস চক্ষ বেটা মিথ্যা তোর ভরা।
প্রবেশিয়া রাজপুরে ডাকা দিস পারা॥
সাধু বলে যেই চোর নাহি পাতিয়ারা।
দেখয়ে সকল লোক আপনার পারা॥
প্রীতি বাক্যে কোটালে প্রবোধে কর্ণধার।
শিব বলি যান সাধু রাজার দুয়ার॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

ধনপতির রাজদর্শন।

নিজগণ সঙ্গে যুক্তি, করি সাধু ধনপতি,
সভাসনে করিয়া মন্ত্রণা।
আনন্দিত সদাগর, ভেটিব সিংহলেশ্বর
ভেট-দ্রব্য করে সংযোজনা॥

কলা নিল মর্ত্তমান, রসাল গুবাক পাণ,
আম্র পনস নারিকেল।
শালিতণ্ডুল গাছ বাঁধি, ফুল মধু বাস দধি,
খাসা চিনী লাড়ু গঙ্গাজল॥
বারমেসে পাকা তাল, কুল করঞ্জী কামরাল,
পিণ্ডখাজুর দেখিতে সুসার।
রাজহংস পুরি খাঁচা, জোড় ঘুঘু পায়রার ছাঁ,
হরিণ লইল কালসার
চামঠুলি ঢাকি আঁখি, লইয়া সঞ্চান পাখী,
সিংহ ব্যাঘ্র শিকারী কুকুর।
নিল যুঝারিয়া ভেড়া, জিনের সহিত ঘোড়া,
পৃথিবীতে নাহি পড়ে খুর॥
শিখিপুচ্ছ বিরচিত, মণিমুক্তায় উপনীত,
আতপত্রে শোভে রাঙ্গা ডাটি।
এক শত পঞ্চাশ, ভোট কম্বল গড়াবাস,
ময়ূর-পাখার গঙ্গাজলী পাটী॥
আগে পাছে যায় ভার, লোকে সব চমৎকার,
চায়্যা রহে পাটনের লোকে
সদাগর পাছে নড়ে, হাঁচি জ্যেঠী বাধা পড়ে,
দুঃখ পাবে বিধির বিপাকে॥
তাড় বালা কাণে সোণা, ধায় কতশত জনা,
আগে পাছে পাইক সব ধায়।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিয়া বন্ধ,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গায়॥

(কিঙ্করে করিয়া দিল দোলার সাজন।
ত্বরিত গমনে সাধু করিল গমন॥
রাজার সভায় সাধু হৈল উপনীত।
প্রণাম করিয়া ভেট রাখিল চারি ভিত॥
বামদিগে এড়ে সাধু বদলের সাজ।
পরিচয় জিজ্ঞাসে ভূপতি মহারাজ॥)

রাজসমীপে ধনপতির পরিচয় দান।

কর অবগতি, শুন-নরপতি,
গৌড় দেশে মোর বাস।
বিক্রমকেশরী, সাজি সাত তরী
পাঠাল্য তোমার পাশ॥
চামর চন্দন, শঙ্খ আদি ধন,
নাহি রাজার ভাণ্ডারে।
রাজ-আজ্ঞা লয়্যা, এলাম সিন্ধু বায়্যা,
তোমার এই সফরে॥
গন্ধবাণ্যা জাতি, উজানীতে স্থিতি,
দত্তকুলে উতপতি।
অজয়ের তটে, গঙ্গার নিকটে,
বসি নাম ধনপতি॥
নৃপ মহাশয়, চাপে ধনঞ্জয়,
প্রজার পালনে রাম।
প্রতাপে অসীম, মল্লে যেন ভীম,
চোর খণ্ডে দণ্ডে বাম॥
পণ্ডিত সৎকবি, তেজে যেন রবি,
নারদ সমান গানে।
সুমতি সুস্থির, সত্যে
কর্ণের সমান দানে॥
রাজা রঘুনাথ, গুণে অবদাত,
রসিক মাঝে সুজান।
তার সভাসদ, রচি চারু পদ,
অম্বিকা-মঙ্গল গান॥

বদলাশে নানা দ্রব্য আন্যাছি সিংহলে।
যে দিলে যে হয় তাহা শুন কুতুহলে॥
তুরঙ্গ বদলে কুরঙ্গ দিবে নারিকেল বদলে শঙ্খ।
বিড়ঙ্গ বদলে লবঙ্গ দিবে শুঠের বদলে টঙ্ক॥
প্লবঙ্গ বদলে মাতঙ্গ দিবে পায়রার বদলে শুয়া।
গাছফল বদলে জায়ফল দিবে
বহড়ার বদলে গুয়া॥
সিন্দূর বদলে হিঙ্গুল দিবে গুঞ্জার বদলে পলা।
পাট শন বদলে ধবল চামর কাচের বদলে নীলা
লবণ বদলে সৈন্ধব পাব শুলফার বদলে জিরা।
আবন্দ বদলে মাবন্দ পাব
হরিতাল বদলে হীরা॥
চইয়ের বদলে চন্দন পাব পাণের বদলে গড়া।
শুক্তার বদলে মুক্তা পাব ভেড়ার বদলে ঘোড়া॥
মাস মুসুরি তণ্ডুল ধূসরি বাটুল্যা বরবটী চিনা।
বদল শকটে তৈস পুরি ঘটে
সদাগর আন্যাছে কিনা॥

গোধূম যব খুড়িয়া গম তিল মাড়ুয়া ছোলা।
কিনিয়া বহুতর পূর্য্যাছি মধুকর
লবণের পাতিয়া গোলা॥
জগদ্বজ্ঞংশে, পালধিবংশে,
নৃপতি শ্রীরঘুরাম।
ণ, করয়ে নিবেদন,
অভয়া পূর তোর কাম॥

অগ্নিশর্ম্মা পুরোহিতের কথা

(বদল সজ্জা রাজা কৈল অঙ্গীকার।
শতেক কাহন দিল রন্ধন ব্যাভার॥
সাধুকে তুষিল রাজা ভূষণ চন্দনে।
বিদায় করিল সাধু রন্ধন ভোজনে॥
অগ্নিশর্ম্মা নামে রাজার পুরোহিত।
রাজার সভায় আসি হৈলা উপনীত॥
আশীর্ব্বাদ করি দ্বিজ বসিলা কম্বলে।
হাস পরিহাস কথা কন কুতূহলে॥
আজি ভেটের দ্রব্য দেখি চারি ভিতে।
মনোহর নানা দ্রব্য আইল কোথা হৈতে।
গৌড় হৈতে আইল সাধু নাম ধনপতি।
নানা দ্রব্য ভেট দিয়া করিল প্রণতি॥
ইহা শুনি অগ্নিশর্ম্মা হৈলা মহারোষে
ব্রাহ্মণ বসতি কেন করে এই দেশে॥
কার্য্যকারণকালে আমি প্রতি দিন।
বিধি ব্যবহার কালে আমি উদাসীন॥
পাত্র সম্মিলিত রাজা মাথা কৈল হেঁঠ।
আমি সব বঞ্চিত সভায় কোলে ভেট॥
এত বলি অগ্নিশর্ম্মা যান সভা ছাড়ি।
নিষেধ করিল পাত্র তার পায়ে পড়ি॥
নৃপতির আজ্ঞা পুন কালু দণ্ড পায়।
পুনরপি আনি সাধু রাজার সভায়॥
পণ্ডিতে জিজ্ঞাসে তারে পথের বারতা।
কিবা নায়ে তটে আইলা কহ সব কথা॥
অঞ্জলি করিয়া সাধু করে নিবেদন।
অম্বিকা-মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥)

কমলে কামিনীর কথা।

রাজার হুকুম পায়্যা, আইলুঁ সাত তরি লয়্যা,
নদ নদী মহাসিন্ধু হয়।
অবধান কর ভূপ, যে দেখিলুঁ অপরূপ,
কহিতে পরাণে বাসি ভয়॥
সঙ্গে সাত তরি লয়্যা, আইলাম অজয় বায়্যা,
উপনীত ইন্দ্রাণীর ঘাটে।
ধৌত হরি পদবন্দ্য, বাহিলুঁ অলকনন্দা,
কুতূহলে আইলুঁ গীত নাটে॥
ডানি বামে যত গ্রাম, তার কত নিব নাম,
উপনীত ত্রিবেণীর তীরে।
প্রভাতে করিলুঁ স্নান, যথাবিধি পিণ্ড দান,
ঘট পূরি নিল গঙ্গানীরে॥
(রাত্রি দিন বাহি যায়, উপনীত মগরায়,
ঝড় বৃষ্টি হৈল বহুতর।
ছয় ডিঙ্গা হৈল হত, যে দুঃখ কহিব কত,
রক্ষা পাইল এক মধুকর॥)
জাহ্নবী সাগর সঙ্গ, পর্ব্বত সম তরঙ্গ,
বাহিলুঁ পরাণ করি হাথে।
ডানি ভাগে নীলগিরি, সিন্ধুতটে অবতরি,
দেখিলাম প্রভু জগন্নাথে॥
কেবল দুঃখের পথ, বাহিলাম নানামত,
উপনীত হৈলাম সিংহলে।
সুধন্য সিংহল দেশ, কালীদহে পরবেশ,
জল আচ্ছাদিত শতদলে॥
কালীদহের জলে, কুমারী কমল দলে,
গজ গিলে উগারে অঙ্গনা।
অতি কৃশোদরী বালা, মাতঙ্গ জিনিয়া লীলা,
শশিমুখী খঞ্জনলোচনা॥
সাধুর বচন শুনি, রোষযুত নৃপমণি,
চান রাজা পাত্রের বদন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিয়া বন্ধ,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

ধনপতির সহিত শালবানের কথোপকথন।

সাধুর বচনে শালবান নৃপ হাসে।
রাজার ইঙ্গিতে পাত্র উপহাসে ভাষে॥
বিদেশে আসিয়া সাধুর লাগ্যাছে তরাস।
কি ভাগ্যে তোমার ডিঙ্গা না কৈল গরাস॥
সাধু বলে স্থানগুণে কর উপলব্ধ।
গজ কন্যা বান্ধি আনি করহ বিলম্ব॥
শ্রীমুখে আজ্ঞা যদি কর নৃপবর।
কমল কুসুমে পারি ছেয়ে দিতে ঘর॥
বান্ধিয়া আনিতাম রায় কমল-কামিনী।
কেবল তোমারে ভয় নৃপচূড়ামণি॥
রাজসভাযোগ্য নহে এই সাধু ভণ্ড
ধর্ম্মশাস্ত্র-বিচারে উচিত হয় দণ্ড॥
সাধু বলে ভণ্ড বল ঠাকুরালী বলে॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া চল যাই নদীকূলে॥
দেখাইতে নারি কঞ্জ কামিনী বারণ।
লুঠ করি লহ মোর বুহিত্তের ধন॥
দ্বাদশ-বৎসর বন্দি থাকি কারাগারে
যদি দেখাইতে নারি কামিনী কুঞ্জরে॥
রাজা বলে যদি সত্য তোমার বচন।
অর্দ্ধ রাজ্য দিব আর অর্দ্ধেক সিংহাসন॥ (১)
নৃপ সাধু দোঁহে কৈল প্রতিজ্ঞা বচন।
মসী পত্রে লিখন করিল সভাজন॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

কালীদহ দর্শনার্থ সজ্জা

অপরূপ কথা শুনি, শালবান্ নৃপমণি,
সাজ বলি দিলেক ঘোষণা।
কমলে কামিনী বৈসে, কুঞ্জর উগারি গ্রাসে,
শুনি পুরে ধায় সর্ব্বজনা॥

শিঙ্গা শঙ্খ হৈল রোল, সম্মুখে নাহি ঢাক ঢোল,
কাড়া মৃদঙ্গ করতালে।
ডম্ফ মহুরী বাজে, বীর কালু তাহে সাজে,
নানা বাদ্য বাজয়ে বিশালে॥
গজ-পৃষ্ঠে বাজে দামা, সাজিল রাজার মামা,
আড়ম্বরে পূরিল গগন।
ধবল চামর ছটা, উরুমাল ঘাঘর ঘণ্টা,
গণ্ডস্থলে সিন্দূর মণ্ডন॥
করি-পৃষ্ঠে নরপতি, মাথায় ধবল ছাতি,
চারিদিকে পাত্রের পয়াণ।
যবন কিরাত শক, আগু দলে উজবক,
খোরাসানি মঙ্গল পাঠান।
আপনার নিজ দল, মাতঙ্গ মল্লের বল,
ভুঞা রাজা করিল পয়াণ।
লইয়া আপন সেনা. আগুদলে খানখানা,
ঘন শিঙ্গা ঠমক নিশান॥
সাজ বলি পড়ে রা, সাজিল রাজার মা,
কালীদহে দেখিতে কমল
দাস-দাসীগণ সঙ্গে, চলিলা পরম রঙ্গে,
মনে মহা হয়্যা কুতূহল॥
সঙ্গে নললক্ষ দলে, উত্তরিল নদীকূলে,
নাইয়া যোগায় নৌকাচয়
নৃপতি চড়িয়া নায়, কমল দেখিতে যায়,
উত্তরিল শ্রীকালীদয়॥
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

শালবানের ক্রোধ।

কালীদহে উপনীত হৈলা নরপতি।
পঞ্চপাত্র পরিবার করিয়া সংহতি॥
ধনপতি সদাগরে বলে নৃপবর।
দেখাহ কমলে কোথা কামিনী কুঞ্জর॥
হাসিয়া সিদ্ধান্ত কহে সাধু ধনপতি।
ধর্ম্ম অবতার তুমি রাজা মহামতি॥

১। এই বাক্য বল রাজা সভা বিদ্যমান।
প্রতিজ্ঞা করিল রাজা ইথে নাহি আন॥

দেখিলুঁ যতেক আমি এক মিথ্যা নয়।
আছিল কমল যত ঝাঁপিল তব নায়॥
জোয়ারে দেউক ভাটি টুট্যা যাকু জল।
দিন দুই তিন থাকু দেখ্যাব কমল॥
যতেক দেখিলুঁ আমি এক নহে আন।
কাণ্ডার আমার সঙ্গে আছয়ে প্রমাণ॥
(এত শুনি ক্রোধী হৈলা সাধুর বচনে।
অম্বিকা-মঙ্গল শ্রীকবিকঙ্কণে ভণে॥)

ধনপতির মিনতি।

(রায় অকারণে কর তুমি রোষ।
বিচারে পণ্ডিত তুমি, তোমা কি বুঝাব আমি,
এ সাধু জনের নাহি দোষ॥
দেখিতে অলপ কাজ আপনি সিংহলরাজ,
সাজি আইলা নবলক্ষ দলে।
শশিমুখী লাজ-ভয়ে, গেল ছাড়ি কালীদয়ে,
গজ প্রবেশিল বনতলে॥
কোয়োয়ালের টানাটানি, জল হৈল উর্দ্ধপানী,
ছিড়িল সকল ডাটিলতা।
বিষম জলের বায়, তৃণ দুইখান হয়,
ভাসি গেল ডাটি লতা পাতা॥
তোমার মাতঙ্গ বল, আচ্ছাদন কৈল জল,
কবলিত কৈল পদ্ম শুণ্ডে।
রাজবল নবলক্ষ, কেহ নহে মোর পক্ষ,
আমারে না বল রাজা ভণ্ডে॥
ছিল পঙ্কে সরসিজ, সরসিজ খাইল গজ,
অলিকুল উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে।
আমি বৈদেশিক সাধু, তুমি অকলঙ্ক বিধু,
ছলে নাহি পাড়িহ বিপাকে॥
সিংহলের যত পক্ষী, সকল তোমায় সাক্ষী
মোর সবে জনা দুই চারি।
শিখী তৃণে বিসম্বাদ, হৈল বড় পরমাদ
শুন অকিঞ্চনের গোহারি॥
সাধুর বচন শুনি, মহারাজ মনে গুণি,
কর্ণধারে মানিল প্রমাণ।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিয়া বন্ধ
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥)

কর্ণধার-মুখে অপ্রমাণ।

আইস রে কাণ্ডার সত্য বোলহ আমারে।
তুমি কি দেখিলে পদ্ম কামিনী কুঞ্জরে॥
সত্য বাক্যে স্বর্গ যায় মিথ্যায় নরক হয়।
হেন মিথ্যা-হেতু ভাই কর্য়ো কিছু ভয়॥
তীর্থ যজ্ঞ দানে হয় পিতার উদ্ধার।
মিথ্যা বাক্যে নরকে নাহিক প্রতিকার॥
পড়িয়া শুনিয়া পুত্র হয় সুপুরুষ।
গয়ায় পিণ্ড দান করে ধ'রে তিল কুশ॥
সেই ফল পায় যেবা কহে সত্য বাণী।
কহিল পুরাণে শুন ব্যাস মহামুনি॥
সত্য বাণীসম ধর্ম্ম নাহিক ভুবনে।
অসত্য সমান পাপ না শুনি পুরাণে॥
অবনী বলেন আমি সভাকারে বহি।
যেই মিথ্যা বলে তার ভার নাহি সহি॥
জলেতে নামিয়া কহ পূর্ব্বমুখ হঞা।
একানৈ পুরুষ তোমার আছে দাঁড়াইয়া॥
মিথ্যা বাক্য বলিলে হইবে ফলাফল।
নরকস্থ হইবে যাবত দিবাকর।
রাজার বচন শুনি কর্ণধার বলে।
আমি নাহি দেখি করী কামিনী কমলে॥
রাজা বলে সাক্ষী হৈও ধর্ম্মার্থকাহিনী।
আপন সাক্ষীতে সাধু হারিলে আপনি।
সভা সাক্ষী করি রাজা বান্ধে সদাগর।
রাজবাক্যে নিশীশ্বর লুটে মধুকর॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

কারাগারে ধনপতি।

নৃপতি হুকুম বন্দি দিল নিশীশ্বরে।
ঢেকা মারি সদাগরে নিল কারাগারে॥
নায়ের বাঙ্গাল কাঁদে গাঁঠ্যার গাবর।
আর না যাইব ভাই উজানী নগর॥
(এক বাঙ্গাল কাঁদে বাফৈ বাফৈ।
বাতুয়ার পাকে হরবস ধন গেল জরে যাই॥

আর বাঙ্গাল কাঁদে তার চক্ষে পড়ে লো।
ভাঙ্গের ছাকনা গেল তাঁরে বড় মো॥
আর বাঙ্গাল কান্দে বাই বড় হৈল লাজ।
বিদেশে আসিয়া সাধু করিলে কি কাজ॥
আর বাঙ্গাল বলে হের আইস বাই পো।
মাগু মরিবে আর না দেখিব পুনি পো॥
এমতি বাঙ্গাল সব করয়ে রোদন।
সাধুকে করিল রাজা নিগড়-বন্ধন॥)
সওয়া ক্রোশ ঘরখান একটি দুআর।
দিবস দুপরে দেখি ঘোর অন্ধকার॥
(হেন ঘরে লয়ে গেল সাধু ধনপতি।
রাহুত মাহুত নিশীশ্বরের সংহতি॥)
বন্দী দেখি সদাগর বলে ভাই ভাই।
সুসারিয়া দেও মোরে একটু কি ঠাঁই॥
গলায় জিঞ্জির দিল চরণে নিগড়।
বুকে তুলে দিল পাঁচ সাঙ্গের পাথর॥
জটে দড়ি দিয়া বান্ধে চালের উপরে।
নড়িতে চাহিতে তারে পোতামাঝি তারে॥
বন্দী হইলা সাধু বণিক নন্দন।
কৈলাসে জানিল চণ্ডী যতেক কারণ॥
ব্রাহ্মণীর বেশে তার বসিল শিয়রে।
কৃপা করি স্বপন কহেন ধীরে ধীরে॥
ওহে সাধু ধনপতি পূজ মহামায়া।
স্বপন কহেন মাতা শিয়রে বসিয়া॥
স্মরণ করহ যদি ভবানী ভবানী।
কালীদহে দেখাইব কমলে কামিনী॥
তুলি দিব মগরায় ডুবা ছয় নায়।
ভরা দিয়া দিব ধন যত লাগে তায়॥
মণি মুক্তা প্রবাল পুরিয়া মধুকর।
কিঙ্কর করিয়া দিব সিংহল-ঈশ্বর॥
তোরে আমি বলি সাধু করিয়া দড়ান।
চণ্ডী না পূজিলে তোর না হবে ছাড়ান॥
হাটে সূতা বেচিবেক লক্ষপতির ঝি।
সংক্ষেপে কহিলুঁ সাধু আর কব কি॥
এমন নিশির শেষে দেখিয়া স্বপন।
সম্ভ্রমে স্মরয়ে সাধু গজেন্দ্র-মোক্ষণ॥
যদি বন্দীশালে মোর বাহিরায় প্রাণী।
মহেশ ঠাকুর বিনা অন্য নাহি জানি॥
জীবন ত্যজিব যদি নৃপ-কারাগারে।
ঠাকুর মহেশ বিনা না স্মরি কাহারে॥
হাসিতে লাগিল মাতা সেবকবৎসল॥
দৃঢ় ভক্ত বটে ধনপতি সদাগর॥
বামপদে ঠেলিল পাষাণ জগদ্দল।
বন্ধন উপাশ আর করিল সকল॥
বন্দী রহিলা সাধু বণিক নন্দন।
ভিক্ষা মাগিয়া বুলে কাণ্ডার বুলন॥
দূরে গেল দধি দুগ্ধ চাঁপা মর্ত্তমান।
ক্ষুধা পাইলে সদাগর চাউল চিবান॥
কোন দিনে মিলে লোণ কোন দিনে তেল
অনুদিন সাধুর অন্তরে শাক-শেল॥
কারাগারে ধনপতি সিংহল পাটনে।
লহনা খুল্লনা নিয়া শুনিবে বচনে॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত্ত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

খুল্লনার মনের সাধ।

শুন দুয়া দাসী কহিলো তোরে।
তবে মোর মন কেমন করে॥
কহি নিজ সাধ শুন লো দাসি।
পান্ত ওদন ব্যঞ্জন বাসি॥
বাথুয়া-ঠনঠনি তেলেতে পাক।
ডগি ডগি তোল ছোলার শাক॥
মীন চড়চড়ি কুসুম বড়ি।
সবল সফরী ভাজা চিঙ্গড়ি॥
যদি ভাল পাই মহিষা দই।
ফেলি চিনি তাহে মিশায়ে খই॥
পাকা চাঁপাকলা করিয়া জড়।
খেতে মনে সাধ করেছি বড়॥
কনক থালেতে ওদন শালি।
কাঁজির সহিত করিয়া মেলি॥
হেন কাঁজি ভুঞ্জি মনেতে ভায়।
চাকা চাকা মূলা বাগুন তায়॥
আমড়া নোয়াড়ি পাকা চালিতা।
আমসি কাসন্দি কুল করঞ্জা॥
খোড় উড়ুম্বর ইচলী মাছে।
খাইলে মুখের অরুচি ঘুচে॥

হিয়া দগদগী অন্তরে ভোক।
মুখে নাহি রুচে এ বড় শোক ॥
মনে করি সাধ খাইতে মিঠা।
খীর নারিকেল ছাঞির পিঠা ॥
বসিতে উঠিতে ফিরয়ে মাথা।
ঘন উঠে হাই কহিতে কথা ॥
সখী সাথে যদি বাড়াই পা।
আলুইয়া পড়ে সকল গা ॥
দুগ্ধে তিলের গুড়ি মিশায়ে লাউ।
দধির সহিত খুদের যাউ ॥
চিড়া পাকাকলা দুগ্ধের সর।
কহি তুয়া এই শুন গো আর ॥
ঝুনা নারিকেল চিনির গুঁড়া।
করি আপনার সাধের চূড়া ॥
পতি পরবাসে সতিনী ঘরে।
কে সাধিবে মান কহিব কারে ॥
কি কহিব আর যে উঠে মনে
শ্রীকবিকঙ্কণ সঙ্গীত ভণে ॥

খুল্লনার সাধ-ভক্ষণ।

(বহিন কি আর খাইতে যায় মন।
কহ না খণ্ডিয়া লাজ, আনিব সাধের সাজ,
ভাণ্ডারে নাহিক কোন ধন ॥
সমর্পিয়া হাথে হাথ, দূরে গেল প্রাণনাথ,
তোমারে আমার বড় ডর।
আসিবেন আজি কালি, আসি পাছে দেন গালি,
তুই মোর ভাবনা অন্তর ॥
গর্ভের দেখিয়ে ভর, শুয়ে থাক নিরন্তর,
সদাই বদনে উঠে হাই।
দিনে দিনে বল টুটে, সদাই হ্যাকার উঠে,
নাহি জানি কফ পিত্ত বাই ॥
সঙ্গেতে প্রধান সখী, লয়ে তৈল আমলকী,
স্নান কর গিয়া নদীজলে
বল হয় অন্নমূল, কার তেজে দিবে শূল,
দিনে দিনে দেখি ক্ষীণ বলে ॥
লহনার কথা শুনি, খুল্লনা বলেন বাণী,
আপনার শরীর সন্ধান।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিয়া বন্ধ,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥)

লহনার প্রতি খুল্লনার উক্তি।

(দিদি লো এবে বড় শঙ্কট পরাণ।
পিতা মাতা দূরন্তর, স্বামী গেল দেশান্তর,
তুমি সবে জীবন নিদান ॥
গর্ভের দেখিয়া ভর, মনে মোর লাগে ডর,
ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি দিন দশ।
আপনার মত পাই, তবে গ্রাস চারি খাই,
পোড়া মাছে জামীরের রস ॥
উদরে পরম ব্যাথা, শুন দিদি দুঃখ-কথা,
ওদন ব্যঞ্জন নিম বারি।
যদি পাই মিঠা ঘোল, বদরী শকুল-ঝোল,
তথে খাই গ্রাস পাঁচ চারি ॥
লতা পাতা বন শাক, খরজালে করি পাক,
সন্তলিবে যোয়ানী ফোড়ন দিয়া।
সন্তাল লবণ তথি, দিবে হিং জীরা মেথি,
বহিন শুনি যদি কর দয়া ॥
নি-ধান করিয়া খই, তাহাতে মহিষা দই,
আমড়া সংযোগে রাঙ্গা শাক
যদি পাই কিছু পূপ, আমে মুসুরীর সূপ,
আমশীতে প্রাণ পাই রাখ ॥
আমি যেন পাই সোণা, শকুল মাছের পোনা,
পোড়া কাশুন্দী দিয়া তথি।
হরিদ্রা রঞ্জিত কাঞ্জী, উদর পুরিয়া, ভুঞ্জি,
বন-শাকে বড়ই পিরীতি।
কিবা নিশি কিবা দিশি, আপনি কলমে বসি,
যে বলান যেই বা লেখান।
দামিন্যা নগরবাসী, সঙ্গীতে অভিলাষী;
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥) *

*একখানি মুদ্রিত পুস্তকের পরিবর্ত্তিত পাঠ।—
(পূর্ণ হৈল দশমাস, ইন্দ্রসুতা গর্ভবাস,
ভুঞ্জিল আপন কর্ম্মফলে।
পশুপতি মারুত লড়ে, অণুক্ষণ ব্যথা পড়ে,
লোটায় খুল্লনা মহীতলে ॥

সাধ-দ্রব্য সংগ্রহ।

(শাক তুলিবারে দুয়া ফিরে বাড়ি বাড়ি।
দোছটি করিয়া পরে বার হাথ সাড়ী॥

সখী-স্কন্ধে দিয়া কর, আসে যায় বাড়ী ঘর,
কেহ অঙ্গে দেয় তৈল পানি।
আনি কেহ প্রিয় সই, মুখে তুলে দেয় খই,
খুল্লনা লহনায় বলে বাণী॥
হইল উদর ভারি, বসিতে উঠিতে নারি,
শুইলে ফিরিতে নারি পাশ।
চাহিতে না পারি হেঁঠে, সূচে যেন বিন্ধে পেট,
দূর হৈল জীবনের আশ॥
সংশয় জীবনের আশা, হইল মরণ দশা,
বুকে পিটে বিন্ধে যেন বাণ।
শত শঙ্কা বলি আমি, মোরে দয়া কর তুমি,
জীবনে আমার নিদান॥
আমার বচন শুন, পড়সী ডাকিয়া আন,
হেবা জানে প্রসব সন্ধান।
খুঁজিয়া নগরে জ্ঞানী, কর গো ঔষধ পানী,
খুল্লনার রাখহ পরাণ॥
খুল্লনার শুনি কথা, লহনার লাগে ব্যথা,
চলে রামা নগর ভিতর।
সেবকে সন্তাপ খণ্ডী, ব্রাহ্মণীর বেশে চণ্ডী,
উরিলেন লহনা গোচর॥
কি কব পুণ্যের লেখা, লহনার সনে দেখা,
পড়ে রামা ব্রাহ্মণী-চরণে।
কৃপা করি ঠাকুরাণী, যে জান ঔষধ পানী,
খুল্লনার রাখহ জীবনে॥
জানি, জিজ্ঞাসেন মাতা, শুনহ প্রসব কথা,
কপটে মন্ত্রিত কৈলা জল।
কেবল পুণ্যের ফল, খুল্লনা পিয়েন জল,
কুমার পড়িল মহীতল॥
রাত্রি দিন তুয়া সেবি, রচিল নূতন কবি,
নূতন মঙ্গল অভিলাষে।
উর গো কবির কাষে, কৃপা কর শিবরামে,
চিত্রলেখা যশোদা মহেশে॥)

নট্যা রাঙ্গা তোলে শাক পালঙ্ক নালিতা।
তিক্ত-পলতার শাক কলতা পলতা॥
সাঁজতা বনতা বন-পুই ভদ্রপলা।
হিঞ্চলী কলমী শাক জাঙ্গি ডাড়ি পলা॥
নটিয়া বেথুয়া তোলে ফিরে ক্ষেতে ক্ষেতে।
মুহুরী শুলফা ধন্যা ক্ষীরপাই বেতে॥
বাড়ি বাড়ি ফিরে দুয়া দিয়া বাহু নাড়া।
ডগী ডগী তোলে যত সরিষার আড়া॥
রন্ধন করিতে লহনার হৈল ত্বরা।
ঘণ্টে পুরিয়া এড়ে মাটিয়া পাথরা॥
ঘৃতে জবজব কৈল নালিতার শাক।
কটু তৈলে বেথুয়া করিল দৃঢ় পাক॥
খণ্ডে মুগের সূপ উভারে ডাবরে।
আচ্ছাদন থালা থালি তাহার উপরে॥
কটু তৈলে ভাজে রামা চিতলের কোল।
রোহিতে কুমুড়া বড়ি আলু দিয়া ঝোল।
বদরী শকুল মীন রসাল মুহুরী।
পণ দুই ভাজে রামা সরল সফরী॥
কতকগুলা তোলে রামা চিঙ্গড়ীর বড়া।
কচি কচি গোটা কতক ভাজিল কুমুড়া।
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন করিল রন্ধন।
অভয়া-মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥)

শ্রীমন্তের জন্ম।

(যে দিনে যেন সাধ করিল খুল্লনা।
সেই দিনে সেই সাধ ভুঞ্জায় লহনা॥
সূতিকাভবনে তথা আইল ভবানী।
খুল্লনার শিরে চণ্ডী আরপিল পাণি॥
খুল্লনা দেখিল তারে ব্রাহ্মণীর বেশে।
চিনিল চণ্ডিকা রামা চক্ষের নিমিষে॥
কপটে অভয়া তারে দিলেন ঔষধ।
চণ্ডীর ঔষধে তার ঘুচিল আপদ॥
দেবী সঙ্গরিয়া রামা দিল ধর্ম্মশূল।
ভূতলে পড়িল তার গর্ভের ফুল॥
উঙা উঙা করে শিশু পড়িয়া ভূতলে।
দেখিবারে বন্ধু জন ধায় কুতূহলে॥

চালের কাড়িয়া খড় জ্বালিল আগুনি।
গোমুণ্ডে দুয়ারে স্থাপিল ষষ্ঠি বুড়ি॥
হুলাহুলি দিয়া কৈল নাভির ছেদন।
অম্বিকা-মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥)

শ্রীমন্তের ষষ্ঠিপূজাদি।

প্রসবে খুল্লনা নারী পূর্ণ দশ মাসে।
হইল তনয় রূপে দিগ পরকাশে॥
ক্ষিতিতলে পড়ি শিশু ডাকে উণ্ডা উণ্ডা।
কনক রচিত তনু কি দিব উপমা॥
নব শিশু শশিমুখ পঙ্কজ লোচন।
কুন্দে নিরমিল যেন অভিন্ন মদন॥
হরষিতে যায় দুয়া দাসী দ্রুতপদ।
দুয়ারে বান্ধিল জাল বেত্র উপানদ॥
কাড়িয়া চালের খড় জ্বালিল আউড়ি।
দ্বারে স্থাপিল ষষ্ঠি স্থাপিল গো-মুড়ি॥
তিন দিনে কৈল তার সুপথ্য পাচন।
ছয় দিনে কৈল ষষ্ঠীপুজা জাগরণ॥
সপ্তম দিনে সপ্তঋষি করিল অর্চ্চনা।
অষ্ট দিনে অষ্ট কলাই করিল লহনা॥
নয় দিনে নত্তা কৈল মনের হরিষে।
ষষ্ঠীপুজা কৈল তার একুশ দিবসে॥
পদ্মাবতী সঙ্গে যুক্তি করিয়া পার্ব্বতী।
কৌতুকে শ্রীমন্ত কোলে কৈল ভগবতী॥
চিয়ায়ে খুল্লনা দেখে কোলে নাহি পো।
সভাকে জিজ্ঞাসে রামা চক্ষে বহে লো॥
খুল্লনা বিপদ-সিন্ধু করিল মার্জ্জন।
এক ভাবে চিন্তে রামা চণ্ডীর চরণ॥
বিরূপাক্ষি বিশালাক্ষি দেবি কাত্যায়নি।
মহাতপা তুমি বলদেবের ভগিনী॥
এত স্তুতি কৈল যদি খুল্লনা যুবতী।
লহনার খট্টাতলে রাখিল শ্রীপতি॥
পুত্র পেয়ে আনন্দিত হইলা খুল্লনা।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান করিয়া ভাবনা॥

রবিবারের নিশা-পালা সমাপ্ত

সোমবারের দিবা পালা আরম্ভ।

শ্রীমন্তের নামকরণ।

দুর্ব্বলা গণকগণে, প্রভাতে ডাকিয়া আনে,
লিখে তারা শিশুর যথাতি।
পুরোধা পণ্ডিত জন, অবধানে দেই মন,
বিচারয়ে দীপিকা ভাস্বতী॥
দেখে, মকরে ধরণী-সুত, বৃষে চান্দ গুরুযুত,
মেষে দেখে প্রচণ্ডকিরণে।
তুঙ্গ ঘরে বৈসে রাহু, সূচয়ে কল্যাণ বহু,
বুধ দেখে গুরুর ভবনে॥
চাপ লগ্নে শনৈশ্চর, তুলা রাশে ভৃগুবর,
মঙ্গল সূচন করে কেতু।
সুযোগ কনক দণ্ড, ইথে জাত নহে ছণ্ড,
পিতার উদ্ধারে হবে হেতু॥
সকল বিদ্যায় ধীর, সত্যবাক্যে
দানে হব কর্ণের সমান।
শুকদেব সম জ্ঞানী, কুবের সমান ধনী,
দীর্ঘজীবী পরম কল্যাণ॥
দ্বাদশ বৎসর কাল, ভরি সাজি বুহিতাল,
সিংহলেতে করিবে প্রবেশ।
শালবান্ নৃপে দণ্ডি, পদ্মাবতী সনে চণ্ডী,
করিবেন পিতার উদ্দেশ॥
রূপে অভিনব কাম, ইচ্ছায় শ্রীপতি নাম,
থুয়ে সবে চলিলা ভবনে।
দামিন্যা নগরবাসী, সঙ্গীতে অভিলাষী,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে॥

ঘুমপাড়ানী গান।

আয় আয় রে বাছা আয়।
কি লাগিয়া কান্দ বাছা, কি ধন চায়।
তুলিয়া আনিব গগন-ফুল।
একেক ফুলের লক্ষেক মুল॥
সে ফুলে গাঁথিয়া দিব যে হার।
প্রাণের বাছা মোর না কান্দ আর॥
গগন মণ্ডলে পাতিব ফান্দ।
ধরিয়া আনিব গগন-চান্দ॥

সে চান্দ আনি তোরে পরাব ফোটা।
কালি গড়ায়্যা দিব সোণার ভেটা॥
খাওয়াব ক্ষীর খণ্ড মাখাব চুয়া।
কর্পূর পাকা পাণ সরস গুয়া॥
রথ গজ ঘোড়া যৌতুক দিয়া।
দুই রাজার কন্যা করাব বিয়া॥
শ্রীমন্ত চাপে মোর সোণার নায়।
কুঙ্কুম কস্তূরী মাখাব গায়॥
খাটে নিদ্রা যাবে চামরের বায়।
অম্বিকা-মঙ্গল মুকুন্দে গায়॥

শ্রীমন্তের রূপ।

দিনে দিনে বাঢ়েন শ্রীপতি।
কেবল চণ্ডীর ক্রীড়া, নাহি রোগ নাহি পীড়া,
অন্ধকার হরে দেহজ্যোতি॥
দেহের কনক বর্ণ, গৃধিনী জিনিয়া কর্ণ,
বিহঙ্গমরাজ জিনি নাসা।
বিচিত্র কপাল তটী, গলায় সুবর্ণ কাঁঠী,
কলকণ্ঠ জিনি চারু ভাষা॥
জননীর কোলে নিন্দে, ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে,
সাধুসুত করয়ে দোয়ালা।
পৃষ্ঠায় ক্ষণেক দোলে, ক্ষণেক লহনা-কোলে,
ক্ষণে কোলে করয়ে দুর্ব্বলা॥
মৌনে ক্ষণেক থাকে, ক্ষণে উঙা উঙা ডাকে,
জননীর পরম কৌতুক
পতি নৃপতির দাস, গেলা দীর্ঘ পরবাস,
দেখিয়া পাসরে সব দুখ॥
জননী লোচন ফান্দ, বদন শরদ চান্দ,
লোচনযুগল ইন্দীবর।
কবাট বিশাল পাটা, সিংহ জিনি মাঝছটা,
অভিনব যেন শক্তিধর॥
দুই তিন যায় মাস, উলটিয়া দেই পাশ,
আন বেশ সাধুর নন্দন।
মাস যায় পাঁচ চারি, রূপ অতি মনোহারী,
ছয় মাসে করাইল ভোজন॥
সাত আট নয় মাস, দুই দন্ত পরকাশ,
বার মাসে হৈল জন্মতিথি।
মায়ের অঙ্গুলি ধরি, হাঁটি যান পদচারী,
মুকুন্দ রচিল শুদ্ধমতি॥

এক বৎসরের হৈল বণিক-নন্দন।
করতালি দিয়া বালা করয়ে নাটন॥
দুর্ব্বলা কিঙ্করী গায় কৃষ্ণের চরিত।
পুলকে নাচয়ে শিশু হয়্যা আনন্দিত॥
কটিতটে শোভে আর কনক শিকলী॥
পদযুগে মল বাঁকি করে ঝলমলি॥
ক্ষণেকে পরয়ে ধড়া ক্ষণেক পরে পাগ।
কনকরুচির তনু লেগেছে পরাগ॥
মদনগঞ্জন রূপে ভুবন রঞ্জন।
খুল্লনার বন্দী কৈল লোচন খঞ্জন॥
আন বেশ দিনে দিনে সাধুর নন্দন।
কৌতুকে খুল্লনা দেয় ভূষণ চন্দন॥
এক বৎসর গেল যবে দুই পরশন।
তিন বৎসরের হৈল বেণের নন্দন॥
চারি বৎসরের যবে বেণিয়ার বালা।
শিশুগণ সঙ্গে করে ভাগবত খেলা॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিতে।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

খুল্লনার দুঃখ।

(খুল্লনা তোমার হৈল অস্থি সার।
বিধাতার ছন্দে, পতি নাহি কোলে,
দশ দিক্ ঘোর অন্ধকার॥
শঙ্খ চন্দন তরে, গেলেন সিংহল পুরে,
তথা হৈল পাঁচ বৎসর।
বিধাতার বড়ম্বিত, হেন মোর লয় চিত,
পরাণে নাহিক সদাগর॥
দুঃসহ মদনশরে, সাপে যেন তনু জরে,
হলাহল শীতল চন্দন।
বৈরী কুসুম বাণ, স্থির নহে মোর প্রাণ,
পতি বিনে বিফল জনম॥
অশোক কিংশুক ফুল, হইল লোচন শূল,
কেতকী কুসুম কাম কুন্দ।

কুসুমের উপবন, আকুল করয়ে মন,
ঝাট নাশ যাউক বসন্ত ॥
নিদ্রায় ছিলাম আমি, একত্র আছিলা স্বামী,
বাহু পাসারিয়া কৈলুঁ কোলে।
স্বপনে পাইলুঁ নিধি, মোরে বিড়ম্বিল বিধি,
চিয়াইলুঁ কেন কিসের বোলে ॥
কত তাপ করে সতী, হেন কালে লীলাবতী,
লহনারে বসাইল তথা।
তাপ খণ্ডিবার তরে, মধুর মধুর স্বরে,
ভাগবতের গান গুণ গাথা॥
গুণিরাজ মিশ্রসুত, সঙ্গীত কলায় রত,
বিচারিয়া অনেক পুরাণ।
তার বংশে রঘুনাথ, রাজা গুণে অবদাত,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥)

শ্রীমন্তের বাল্যক্রীড়া।

স্বামী আসিবেন ঘরে করিয়া কামনা।
প্রতিদিন ভাগবত শুনেন লহনা॥
কথা শুনে ছিরা (থাকি) লহনার কোলে।
দিনে দিনে ভাগবত শ্রবণের কালে॥
নগরিয়া শিশু লয়ে নিত্য করে লীলা।
কৃষ্ণলীলা অনুরূপ শিশু করে খেলা॥
অনুরূপে রহে কেহ চরণ নিকটে।
কৃষ্ণের আবেশে ছিরা ভাঙ্গিল শকটে॥
পুতনার বেশে কেহ দেয় বিষস্তন।
স্তন পান করি তার হরিল চেতন ॥
মাতৃবেশে কোলে কেহ করিল কৌতুকে।
বিশ্বরূপ ছিরা তারে দেখাইল মুখে॥
যশোদা হইয়া কেহ তারে করে কোলে।
সহিতে না পারি তার থুইল মহীতলে॥
কেহ তৃণাবর্ত্ত হয়ে তুলিল গগনে।
কণ্ঠদেশ চাপি তার বধিল জীবনে॥
দধিভাণ্ড ভাঙ্গে যেন নন্দের নন্দন।
যশোদার বেশে কেহ করয়ে বন্ধন ॥
বন্ধন আশ্রয় কেহ হৈল উদূখল।
দুই শিশু হৈল তার অর্জ্জুন যমল॥
উদূখল টানি তারা চলিল কাননে।
উপাড়িয়া ফেলে বৃহৎ যমল অর্জ্জুনে ॥
কোপ করি কোন শিশু হৈলা অঘাসুর।
কেহ গোপশিশু হৈলা কেহ বা বাছুর॥
বৎস বালক অঘা করিল গরাস।
কৃষ্ণের আবেশে ছিরা করিল নিরাস॥
এমত কৃষ্ণের লীলা করি অনুসার।
শ্রীপতি খেলেন নিত্য মনে নাহি আর
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

বৎস-হরণ ক্রীড়া।

হইল দুপোর বেলা, তৃষায় শুখায় গলা,
শুন ভাই মোর নিবেদন।
সব শিশু করি মেলা, চিড়া খণ্ড দধি কলা,
এক ঠাঁই করিব ভোজন॥
নব কিশলয় দলে, পল্লব পাষাণ মূলে,
ভোজন করয়ে শিশুগণ।
স্বাদু সব দধি খণ্ড, ইথে নাহি খীর মণ্ড
হাসি হাসি করয়ে ভোজন ॥
বৎসরূপে শিশুগণ, সান্তাল্য গহন বন,
চমকিত হৈল শিশুগণ।
শ্রীপতি বলেন ভায়্যা, আনিব বৎস চায়্যা,
সুখে সভে করহ ভোজন॥
ছাড়িয়া ভোজন-মতি, শ্রীপতি ত্বরিত গতি,
চলিল বাছুর অন্বেষণে।
চণ্ডীপদ-ন্যস্ত চিত, রচিল নৌতুন গীত,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে॥

ব্রহ্মার বিভ্রম।

কৃষ্ণকথা আবেশেতে সাধু কৈল মন।
শ্রীপতি বাছুর চেয়ে ফিরে বনে বন॥
নরসিংহ দাস তথা আল্য ব্রহ্মার বেশে।
হর্য়া নিল শিশু পশু দিয়া মায়া পাশে॥
ক্ষণেক ভাবিয়া মনে বুঝিল শ্রীপতি।
আর নহে কার কর্ম্ম বিধাতার কৃতি॥

কৃষ্ণের চরণে ছিরা আরোপিয়া মন।
হারায় করিল বালক বৎসগণ॥
নরসিংহদাস পুন আইল ব্রহ্মার বেশে।
(বালক বাছুর দেখে কৃষ্ণের সকাশে॥
পুনরপি গেলা ব্রহ্মা আপনার স্থানে।
সবারে দেখিল গিয়া মায়ার সদনে॥
পুনরপি আসি দেখে চতুর্ভুজ বেশে।)
পাঁচালী প্রবন্ধে কবিকঙ্কণে ভাষে॥

প্রলম্ব-বধ ক্রীড়া।

শিশুগণ করি মেলা, খেলে ভাগবত খেলা,
কৌতুকে শ্রীমন্ত সদাগর।
যে জন খেলায় হারে, সেই তারে কান্ধে করে,
অবধি ভাণ্ডীর তরুবর॥
রূপে অভিনব কাম, শ্রীপতি হইল রাম,
তার সঙ্গে গোবিন্দ মাধব।
মুকুন্দ শ্রীধর হরি, বনমালী ত্রিপুরারী,
নীলকণ্ঠ অচ্যুত যাদব॥
নারায়ণ দামোদর, শঙ্খপাণি পীতাম্বর,
বাসুদেব অজিত বামন।
কংসারি দিবাকর, চতুর্ভুজ বংশধর,
কেশব গোপাল জনার্দ্দন॥
হরি ভাবে ধর কৃষ্ণ, রামদত্ত হৈলা বিষ্ণু,
তার সঙ্গে দৈত্যারি শঙ্কর।
ভব ভীম গঙ্গাধর, চতুর্ভুজ পুরহর,
বংশধ্বজ শশাঙ্কশেখর॥
কার্ত্তিক গণেশ হর, স্থাণু শিব গুণাকর,
দনুজারি যশোদা-নন্দন।
শ্রীদাম সুদাম হল, গৌরী বাসু পুরন্দর,
ভীমসেন ভরত লক্ষ্মণ॥
নিশ্চয় করিয়া পাড়ে, দুই দলে শিশু তাড়ে,
কৃষ্ণসেনা পাইল পরাজয়।
বসনে বদন ঢাকি, চাপিল সভার আখি,
কেহ না পাইল পরিচয়॥
প্রলম্বের বেশ ধর, আইল বেগে গুণাকর,
কান্ধে তার চাপিল শ্রীপতি।
আর বাল্য শিশু যত, গুণাকরে অনুগত,
শিশু কান্ধে ধায় শীঘ্রগতি॥
ছুঞা প্রলম্বের পাছ, ধায় গুণাকর দাস,
ত্যাগ করি অবধি ভাণ্ডীর।
রাম তায়ে দিয়া দৃষ্টি, মস্তকে মারিল মুষ্টি,
নাসাপথে নিকলে রুধির॥
গুণাকর দাস পড়ে, কদলী যেমন ঝাড়ে,
শিশু মেলি জল ঢালে শিরে।
মিলি নগরিয়া ভাই, গিয়া খুল্লনার ঠাঁই,
চুণ মাখ্যা আদ্দাস করে॥
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

খুল্লনা কর্ত্তৃক বালকগণের সন্তোষসাধন।

করিয়া ক্রন্দন, বলে শিশুগণ,
শুন শ্রীমন্তের মা।
তোমার তনয়, বড় দুষ্টাশয়,
দেখ মারণের ঘা॥
সব শিশু মেলি, এক সঙ্গে খেলি,
ছিরাই বড় দুরন্ত।
নিদারুণ চড়ে, সব দন্ত নড়ে,
লাঘবের নাহি অন্ত॥
ভুবনা কিরণা, দুহেঁ হৈল কাণা,
চক্ষে দিল বালিগুঁড়া।
যাদব মাধব, দু-ভাই নীরব,
বাসু বেগে হৈল খোঁড়া॥
রামা ঝাড়ে ধূলা, দিয়া নাড়ু কলা,
তৈল দিল সভাকায়।
করিয়া সুছন্দ, সুকবি মুকুন্দ,
পাঁচালী প্রবন্ধে গায়॥

শ্রীমন্তের কর্ণবেধ।

করিল শ্রবণবেধ পঞ্চম বরিষে।
মনোহর বেশ ছিরাই দিবসে দিবসে॥
না যাহ খেলিতে ছিরা নিষেধি তোমারে।
কত না প্রকারে দুঃখ দেহ ত আমারে॥
রজনী প্রভাতে যাহ বেণিয়ার বালা।
বেগর কন্দলে তোর নাহি হয় খেলা॥
অনেক হেরিছি গো জিনেছি একবার।
এবার জিনিলে মাতা না খেলাব আর॥
খুল্লনা বলেন দুয়া শুনহ বচন।
ডাক দিয়া দ্বিজবরে আন নিকেতন॥
খুল্লনার বোলে দুয়া চলিল ত্বরিতে।
ডাক দিয়া আনিল কুলের পুরোহিতে॥
দ্বিজবরে দেখি রামা করে নিবেদন।
অম্বিকা-মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

পুরোহিত সমীপে খুল্লনার প্রার্থনা।

গুরু, তোমারে সঁপিয়া ঘর, সাধু গেলা দেশান্তর,
ভাব তোমার লজ্জা অপচয়।
আচার বিনয় দীক্ষা, যতনে করাও শিক্ষা,
থাকু ছিরা তোমার নিলয়॥
গুরু, শ্রীমন্তের চিন্তহ কল্যাণ।
যত চাহ দিব ধন, নিবিষ্ট করিয়া মন,
সুতে মোর দেহ বিদ্যাদান॥
নগর্যা ছাওয়াল সঙ্গে, নিত্য খেলে কত রঙ্গে,
খেলে কড়ি চিকা কোড় ভেটা।
পাশকে হইয়া বশ, ডাকে বিন্দু দশ দশ,
বিপক্ষিকা খেলেন সটকা॥
পাতি খেলে বাগ চালি, জুয়া খেলে পাতি বালি,
সামরুল শুনাইতে কথা
গালাগালি ন্যায় বন্ধ, খেলায় সদাই দ্বন্দ্ব,
না জানি দিবসে রহে কোথা॥
ঝালি খেলে চড়ি গাছে, পানী মাঝে ছুটে মাছে,
জীবন মরণ নাহি গুণে।
সাধু তোমার যজমান, তেঞি করি অভিমান,
ছিরা রাখ আপন চরণে॥
শুনি বাক্য খুল্লনার, দ্বিজ কৈল অঙ্গীকার,
হাথে খড়ি দিল শুভক্ষণে।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিয়া বন্ধ,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে॥

শ্রীমন্তের বিদ্যারম্ভ।

পঢ়য়ে সাধুর বালা, কখন আঠার ফলা,
সুবিহানে করিয়া যতনে।
গুরুবাক্যে দিয়া কর্ণ, পঢ়িল অনেক বর্ণ,
নানা পুথি পঢ়ে শুভক্ষণে॥
পঢ়িল শ্রীপতি দত্ত, জানিতে শাস্ত্রের তত্ত্ব,
রাত্রি দিবা করয়ে ভাবনা।
নিবিষ্ট করিয়া মন, লেখে পঢ়ে অনুক্ষণ,
দিনে দিনে বাঢ়য়ে ধারণা॥
রক্ষিত পঞ্জিকা টীকা, ন্যায় কোষ নাটিকা,
গণবৃত্তি আর ব্যাকরণ।
জানিতে শাস্ত্রের তত্ত্ব, পঢ়িল অনেক মত,
বিদ্যা বিনে নাহি অন্য মন॥
পঢ়িল কখন দণ্ডী, করিতে কবিত্ব খণ্ডী,
নানা ছন্দ পঢ়িল পিঙ্গল।
করি দৃঢ় অনুরাগ, পাঢ়ল ভারবি মাঘ,
বন্ধুজনে বাঢ়ে কুতুহল॥
জৈমিনিভারতামৃত, ব্যাস পঢ়ে মেঘদূত,
নৈষধ কুমারসম্ভব।
দিবা নিশি নাহি জানি, পঢ়ে রঘু শ্রেষ্ঠ মুনি,
রাঘবপাণ্ডবী জয়দেব॥
অব্যাহত বুদ্ধিগতি, পঢ়ে দুই সপ্তশতী,
পঢ়ে মুদ্রা মুরারি মালতী।
হিত উপদেশ কথা, পঢ়িল বাসবদত্তা,
কামন্দকী দীপিকা ভাস্বতী॥
কাব্যপ্রকাশ পঢ়ি, অভ্যাস করিল বড়ি,
রত্নাবলী সাহিত্যদর্পণে।
দিবানিশি নাহি জানে, পঢ়ে সাধু সাবধানে,
প্রসন্ন রাঘব গায় গুণে॥

বৈদ্যক জ্যোতিষ যত, বিশেষ বলিব কত,
একে একে পড়িল শ্রীপতি।
করিয়া চণ্ডিকা-ধ্যান, শ্রীকবিকঙ্কণ গান,
দামিন্যায় যাহার বসতি॥

ছাত্রগণের নিকট শ্রীমন্তের পূর্ব্বপক্ষ।

সমাপ্ত করিলা আগে নিজ অধ্যয়ন।
কৌতুকে শুনেন যত পড়য়ে ব্রাহ্মণ॥
রাম ওঝার পোত্তার নাম দামোদর।
কুলে ওঝা বাঁড়ুরী পদবী রত্নাকর॥
পূর্ব্বপক্ষ করে সাধু সভা-বিদ্যমানে।
আপনে দনাই ওঝা করে সমাধানে॥
পুত্র বুদ্ধে অজামিল বৈল নারায়ণে।
বৈকুণ্ঠ চলিলা দ্বিজ চাপিয়া বিমানে॥
দ্বিজ হয়ে বহুকাল বেশ্যা কৈল সঙ্গ।
এজন পাইল মুক্তি এই বড রঙ্গ॥
গজেন্দ্র পাইল মুক্তি হরির পরশে।
চতুর্ভুজ হয়ে গেল বৈকুণ্ঠ নিবাসে॥
দিয়া কৃষ্ণে পুতনা গরল-স্তনপান।
রাক্ষসী গোলোকে গেল চাপিয়া বিমান॥
যশোদা দৈবকী দুহেঁ পাইল যে গতি।
সেই গতি পাইল পুতনা পাপমতি॥
শূর্পণখা দিতে আইল রামে আত্ম-দান।
নাক কাণ কাটি তার কৈলা অপমান॥
নবধা ভক্তির মাঝে আত্মদান বড়।
ইহার উচিত গুরু বল মোরে দঢ়॥
মুচুকুন্দ কৈল স্তব দৈবকী-নন্দনে।
চরণে ধরিয়া তার কৈল প্রদক্ষিণে॥
সেই জন্মে নহে মুক্তি কিসের কারণে।
তার কেন গর্ভবাস কৈল নিয়োজনে॥
পক্ষবধ পাপ করি হৈল দ্বিজবর।
তবে মুক্তিপদ তারে দিল গদাধর॥
এতেক বচন যদি বলিল শ্রীপতি।
সমাধান বুঝাবারে ওঝা কৈল মতি॥
কৃষ্ণ-ইচ্ছা ব্যতিরেক নাহি সমাধান।
হাসিয়া বলিল গুরু সভা-বিদ্যমান॥
গুরু, টীকার বিচার কর না বল উচিত।
কেন বা প্রভুর ইচ্ছা হবে অনুচিত॥
সক্রোধ হইলা দ্বিজ সাধুর বচনে।
অম্বিকা-মঙ্গল কবিকঙ্কণে ভণে॥

জনার্দ্দন ওঝার সহিত শ্রীমন্তের দ্বন্দ্ব।

পঁচাশী বৎসর হৈল আমার বয়েস।
নিরন্তর অধ্যয়ন টীকার নাহি লেশ॥
শিশু বুঝাবারে মোর টীকার বিচার।
ইহার অধিক অপমান নাহি আর॥
বুঝিলুঁ বচন নাহি প্রবেশিব পেট।
উচিত বলিতে পাছে মাথা কর হেঁট॥
গুরু, উচিত বলিতে কিবা মান অভিমান।
শাস্ত্রের বচন নাহি কর অবধান॥
গোত্রে দুর্ব্বাসা ঋষি কুলে দত্ত বেণ্যা।
ব্রাহ্মণের মত নাহি বল্লাল-সেঙ্গা॥
মাথা হেঁঠ হবার কারণ আমি চাই।
যদি নাহি বল রাধাকান্তের দোহাই॥
পিতা দীর্ঘ প্রবাসে তোমার জনম।
নাহি জান আপনার জাতির মরম॥
মরি গেল ধনপতি শুনি বহু দিশ।
মায়ের আয়তি হাথে ভোজন আমিষ।
বেহুয়া ঢেমনে কভু না শুনাই পুরাণ॥
এই হেতু আমার এতেক অপমান॥
রাজার সভায় পিতা আছেন সিংহলে।
কহিছ নিঠুর বাণী পাই তার বলে॥
ব্রাহ্মণ বলিয়া তোমার সহি কটু কথা॥
কহিতে উচিত এখন মনে পাবে ব্যাথা॥
উগ্র ব্রাহ্মণ জাতি স্বভাবে চপল।
তমোগুণে কহ কথা হইয়া প্রবল॥
ছুঞিতে না যায় বেটা জাতিতে ঢেমনে।
উগ্র বলিয়া গালি দিস্ ব্রাহ্মণে॥
অবিলম্বে চল বেটা পাঠশাল ছাড়ি।
মাথা ভাঙ্গিব পাছে মারিয়া পাবুড়ি॥
ধনের গরব বেটা মোরে না দেখাও।
গৌরব রাখিয়া বেটা এথা হৈতে যাও॥

অবিচারে মিথ্যা গুরু পরিবাদ বল।
চেমনের ঘরেতে কেমনে খাও জল॥
পঞ্চাশ কাহণ কড়ি লও মাসের মাস।
আমি যদি চেমন তোমার জাতি নাশ॥
বুঝিয়া না কহ কথা হইয়া পণ্ডিত।
কোপেতে উন্মত্ত হয়ে বল অনুচিত॥
আছয়ে গঙ্গার জল বিষ্ণুর ভবনে।
চাহিলে আনিয়া দেয় উত্তম ব্রাহ্মণে॥
পঞ্চাশ কাহণ লই পড়ায়্যা বেতন।
তোমার ঘরে জল খায় সে কোন্ ব্রাহ্মণ।
ব্রাহ্মণ সভায় কত দেহ বাহু নাড়া।
বসিতে উচিত তোরে বেশ্যার পাড়া॥
এত নিন্দা কথা যদি কহিল ব্রাহ্মণ।
শ্রীমন্তের চক্ষু হৈল ধারার শ্রাবণ॥
রচিয়া মধুর পদ একপদী ছন্দ।
শ্রীকবিকঙ্কণ গীত গাইল মুকুন্দ॥

শ্রীমন্তের অভিমান।

কোপে কম্প কলেবর চলিল শ্রীপতি।
ক্রোধে নাহি গুরুপদে করিল প্রণতি॥
দুই চক্ষু হৈল যেন ধারার শ্রাবণ।
যাইতে শ্রীপতি দণ্ড নাহি দেখে পথ॥
নিমিষেকে গেল সাধু নিজ নিকেতনে।
দুয়ারে কপাট দিয়া রহিল শয়নে॥
চিন্তায় চিন্তিত সাধু অশ্রুত লোচন।
লহনা বিনে নাহি দেখে অন্য জন॥
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন করিয়া রন্ধন।
পুত্রের বিলম্ব দেখি সচিন্তিত মন॥
(ছিরার বিলম্ব দেখি খুল্লনার দুখ।
কতক্ষণে পুত্রের দেখিব চাঁদমুখ॥)
প্রভাতে চলিল পুত্র গুরুর মন্দির।
বিলম্ব দেখিয়া মোর প্রাণ নহে স্থির।
ক্ষণেকে রসুইশালে ক্ষণেকে অঙ্গনে
রাজ পথ নিহালয়ে অথির নয়নে॥
খুল্লনার আদেশ পায়্যা চলিল দুর্ব্বলা॥
আগে নিহালিল দাসী পারাবত-শালা।
সই সাঙ্গাতিনী যত আছয়ে নগরে।
একে একে দেখে দাসী সভাকার ঘরে॥
নগর চাহিয়া দাসী আইল নিকেতনে।
নিবেদন করিল খুল্লনা-বিদ্যমানে॥
বার্ত্তা না পাইল যদি দুর্ব্বলার তুণ্ডে।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে খুল্লনার মুণ্ডে॥
দুর্ব্বলা করিয়া সঙ্গে চলিল খুল্লনা।
কেন পড়িবারে দিলুঁ খাইয়া আপনা॥
হাপুতীর পুত মোর বালতির ভাড়া।
আঁধলের লড়ি বাছা নির্দ্ধনের কড়া॥
বাছা বিনে মোর দাঁড়াইতে ঠাঁই নাই।
কোথা গেলে পাব আমি কুমার ছিরাই॥
আপনার ছায়া দেখি শ্রীপতি-ভাবনে।
চমকিত পড়ে রামা ডাকে ঘনে ঘনে॥
নগর দেখিয়া গেলা পণ্ডিতের ঘরে।
চরণে ধরিরা কিছু বলে দ্বিজবরে।
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

ওঝার নিকটে খুল্লনার বিনয়।

ওঝা আদ্দাসে অবগতি কর।
কহ মোরে মহাভাগ, কোথা গেলে পাব লাগ,
শ্রীপতি কোলের বংশধর॥
গুরু, সেবক না নিল সঙ্গী,হাথে লয়্যা পুথি খুঙ্গী,
আইল শ্রীমন্ত পড়িবারে।
হইল দুপোর ভাটী, চাহিলুঁ অনেক বাটী,
ভ্রমিলাম সুত-অনুসারে॥
চাহিলুঁ অনেক ঠাঁই, যথা খেলে সঙ্গী ভাই,
কেহ নাহি কহিল সন্ধান।
দাসীর বচন শুন, হেম দিব দুই গুণ,
ছিরাকে আমাকে দেহ দান॥
মোর লোচনের তারা, শ্রীমন্ত হইল হারা,
দিবস দুপোরে অন্ধকার।
সমর্পণ কৈলুঁ তোমা, তুমি না করিলে ক্ষমা,
-[illegible] বিপদ্‌সাগরে কর পার॥
যত অন্তেবাসী থাকে, জিজ্ঞাসিলুঁ একে একে,
কহিতে পরাণ মোর ফাটে।

পথে লাগ পাইল খণ্ডে, ফাঁস দিয়া যাইল কণ্ঠে,
কি না ছিল আমার ললাটে
মোর মনে হেন লয়, নিবেদিতে করি ভয়,
হেম নাহি পাও চারি মাস।
বুঝিলুঁ কার্য্যের সন্ধি, শুপতে করিয়া বন্দী,
নিতে কিছু কর্য্যাছ প্রয়াস ॥
খুল্লনা যতেক বলে, শুনি দ্বিজ কোপে জ্বলে,
কটুভাষে বলেন বচন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিল বন্ধ,
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

খুল্লনার প্রতি ওঝার কোপপ্রকাশ।

তোরে ভাল জানি, চল দ্বিচারিণি,
আপন গৌরব রাখি।
পড়িয়া শ্রীপতি, গিয়াছে বসতি,
লক্ষ জন আছে সাক্ষী ॥
খুজিয়া নগর, ভ্রম নিরন্তর,
পুত্র চাহিবার ব্যাজে।
কুলের রমণী, কুল-কলঙ্কিনি,
জলাঞ্জলি দিলি লাজে ॥
ভ্রমিলে গহনে, ছেলি রাখি বনে,
ভ্রমসি সেই অভ্যাসে।
আমি ধনপতি, নাকে দিবে কাতি,
জাতি রাখি যাহ বাসে॥
হৃদে কামব্যাথা, না ঢাকিস মাথা,
মাতিয়া যৌবনমদে।
যেমত কাবাড়ি, ভ্রম বাড়ী বাড়ী,
চাহিয়া কাম-ঔষধে ॥
পুত্র তোর ঘরে, চাহিস নগরে,
যৌবন করিয়া ডালি।
বরের কঙ্কণে, নিহালি দর্পণে,
বিমল কুলের কালি ॥
তোর কটু বাণী, অগ্নি সম শুনি,
স্ত্রী বল্যা না কৈলুঁ ক্রোধ।
হইত পুরুষ, বালত পৌরুষ,
পিঢ়া-ঘায়ে দিত শোধ ॥
দ্বিজের কু বাণী, শুনিয়া বেণেনী,
যাইতে না দেখে পথে।
পাঁচালী প্রবন্ধে, রচিল মুকুন্দে,
হিত ভাবি রঘুনাথে ॥

লহনার সখীসঙ্গে খুল্লনার দোষকীর্ত্তন।

মল্লার রাগ।

খুল্লনা চলিল যদি পুত্রের তপাসে।
আঁখি ঠারে লহনা সখীর পানে হাসে॥
জানিতে না বলে বাঁঝি সতীনের বাদে।
বাঁঝ চারি পাঁচ লয়ে কহে মনের সাধে॥
আর শুন্যাছ খুল্লনা আছেন ভাল নাটে।
ঘরের পো ঘরে আছে চাহে গোলাহাটে॥
যৌবন কর্য্যাছে ডালি পো-চাহিবার ব্যাজে।
কুলবতী জলাঞ্জলি দিল কুল লাজে॥
মদনে মোহিত ছুঁড়ি না মানে দোহাই।
ষাঁড় চাহি বুলে যেন বাথালিয়া গাই॥
উহার হাথে রাঙ্গা শাখা ঐ বরণে গৌরী।
ঐ সে জানে রতিকলা মোহন চাতুরী॥
ব্যাজে দেখায় রূপ যৌবন সম্পদ্।
দড় ভাতার হৈলে উহার নাকে দিত পদ॥
দুই সতিনী দুই বহিনী বসি একু বাসে।
আঁখির তারা পো-হারা মোকে না জিজ্ঞাসে॥
নগরে চাতরে ফিরে কেহ নাহি সঙ্গে।
চাহিবার ব্যাজে ছুড়ি আছে ভাল রঙ্গে॥
ঐ যুবতী ঐ পুতভী উহারি সে বেটা।
দ্বন্দ্ব কন্দলে সদাই দেই বাঁঝের খোঁটা॥
ঐ সে বড় আমি ছোট না মানে দমন।
নাহি শুনে হিত কথা উপায় বচন॥
উহার হাথে রাঙ্গা শাখা উহার গোরা গা।
ঐ সে পরে পাটের শাড়ী ঐ সে পুতের মা॥
বসন না দেই বুকে উদাম মাথার কেশ॥
নগরের মধ্যে ফিরে বার-বনিতার বেশ॥
বারেক ঘরে আসুক সাধু কহিব সন্ধান।
পাট পড়শী আইস্যা সুইয়া হয়্যা পরমাণ॥

সই সঙ্গে করে যত গঞ্জনা লহনা।
কপাটের আড়ে থাকি শুনেন খুল্লনা॥
সুতের বারতা পেয়ে ধরে তার পায়।
চণ্ডিকা-মঙ্গল কবিকঙ্কণে গায়॥

শ্রীমন্ত প্রতি খুল্লনার বিনয়।

বরাড়ী রাগ।

বাছা দূর কর দুয়ারের কপাট।
হারাইলে তুমি বাপা, চায়্যা বুলি হয়্যা খেপা,
নগর চাতর গোলাহাট।
হাসিয়া দেখাহ মুখ, খণ্ডাহ আমার দুখ,
তোমা বিনু দুকুল আঁধার।
কহিয়া আপন কথা, ঘুচাহ মনের ব্যথা,
আপনি করিব প্রতিকার॥
তোমা চাহি ভ্রমি দুখে, কাঁটা খোঁচা পায়ে ফুকে,
আকুল করিয়া কেশপাশে।
সন্তাপে পোড়য়ে মন, দাবানলে যেন বন,
দেখিয়া সকল লোক হাসে॥
শুনিয়া মায়ের দোষ, কিবা কৈলে অভিরোষ,
প্রকাশ না কর কোন্ লাজে।
যেমন আমার মতি, আমি বা যেমন সতী,
সুবিদিত উজানী সমাজে॥
যাচয়ে যাচক জন, নাহি তারে দিতে ধন,
কেন বাছা না কহ আমারে।
পিতৃপিতামহের বিত্ত, যে লয় তোমার চিত্ত,
ব্যয় কর মাণিক ভাণ্ডারে॥
বিধি মোরে হৈল বঙ্ক, আনিতে চন্দন শঙ্খ,
বাপ তোর গেল রে সিংহলে।
তুমি যদি হৈলে বাম, কি মোর জীবনে কাম,
প্রাণ দিব প্রবেশিয়া জলে॥
করি নানা পরবন্ধে, ডাকিয়া খুল্লনা কান্দে,
শ্রীপতির মনে লাগে ব্যথা।
জননী-ভকতিশীল, ঘুচাল্য কপাট খিল,
মুকুন্দ রচিল গীত গাথা॥

শ্রীমন্তের দুঃখ নিবেদন।

ভৃঙ্গারে করিয়া দাসী আনিলেক বারি।
চরণ পাখালে তার দুর্ব্বলা কিঙ্করী॥
নারায়ণ তৈল রামা দিল তার গায়।
তোলা জলে শ্রীমন্তেরে সিনান করায়॥
না চাহে মায়ের মুখ নাহি করে যো।
বসন ভিজিয়া পড়ে লোচনের লো॥
পুত্রের কান্দনে কান্দে খুল্লনা সুন্দরী।
দুর্ব্বলা আনিয়া তার মুখে দেয় বারি॥
জিজ্ঞাসে দুজনে তারে দুঃখের কারণ।
শ্রীপতি আপন-দুঃখ করে নিবেদন॥
পাঠশালে বসি মাতা পাইলুঁ বড় শোক।
হেন মনে করি আমি ত্যজি জীবলোক॥
পণ্ডিত সভায় যার পিতৃপরীবাদ।
বিফল জনম মাতা জীতে কিবা সাধ॥
ইঙ্গিতে বুঝিয়া তার দুঃখের নিদান।
কপট প্রবন্ধে রামা পুত্রকে বুঝান॥
জিজ্ঞাসা করহ পুত্র বিমাতার ঠাঁই।
সম্বন্ধে দনাই ওঝা আমার নন্দাই॥
শ্রীমন্ত বলেন মাতা কেন কহ কথা।
মুকুন্দ গাইল গীত অম্বিকার গাথা॥

শ্রীমন্তের সিংহল গমনে মাতৃসমীপে প্রার্থনা।

মাতা,
কহিতে উচিত কথা, মনে পাছে পাও ব্যথা,
যে বা ছিল ছিয়ার কপালে
সকল ছেলের মাঝে, হেঁট মাথা কৈলুঁ লাজে,
আর না বসিব পাঠশালে॥
গুরু সনে হৈল দ্বন্দ্ব, গুরু মোরে বৈল মন্দ,
লাজে নাহি করি সমাধান।
(দাবানলে যেন বন, গোপনে পোড়য়ে মন,
জীবার নাহিক প্রয়োজন॥
জারজ বলিয়া গালি মুখে যেন চুণ কালি,
করিল ব্রাহ্মণ অপমান।)

ত্যজিব মনের দুঃখ, দেখিব পিতার মুখ,
নহে বা করিব বিষপান॥
(দনাই পণ্ডিত মোরে, কহিল নিষ্ঠুর স্বরে,
কোন্‌কালে মৈল ধনপতি।
মায়ের আইয়্যত হাথে, ভোজন আমিষা ভাতে,
মিছাবাদ হৈল বিপরীতি॥
দূর করি জনশঙ্কা, ভাঙ্গায়ে ভাণ্ডারের টঙ্কা,
খাও পর করহ বিলাস।
দূর গেল স্বামী কর্ত্তা, না লহ তাহার বার্ত্তা,
লোক দিয়া না কর তপাস॥)
তুমি গো বড়র ঝি, তোমারে বলিব কি,
কেমতে উদরে দেহ ভাত।
নাহিক মরণ কথা, মনে নাহি ভাব ব্যথা,
কোন্ লাজে পর্যাছ আয়্যত॥
হের আইস বড় মাতা, কহি কিছু দুখ-কথা,
দেই মোরে যত আছে ধন।
বাপের উদ্দেশ আশে, চলিব সিংহল দেশে,
সাত ডিঙ্গা করিয়া সাজন॥
ত্যজিয়া সকল দুখ, দেখিব বাপের মুখ,
তরি সাজ্যা চলিব সিংহলে।
শুনিয়া পুত্রের কথা, হৃদয়ে ভাবিয়া ব্যথা,
বিনয়ে খুল্লনা কিছু বলে॥
গুণবান্ মিশ্র-সুত, সঙ্গীত কলায় রত,
বিচারিয়া অনেক পুরাণ।
দামিন্যা নগরবাসী, সঙ্গীত অভিলাষী,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

শ্রীমন্ত প্রতি খুল্লনার সিংহল গমনে অনুমতি দান।

বাছা যাইবে সিংহল দেশ, পাইবে বড়ই ক্লেশ,
তরণী সরণী বহু দূর।
মাস দুই তিন ব্যাজ, করিয়া রাজার কাজ,
সাধু আসিবেন নিজ পুর॥
অকারণে কর শোক, পাঠাইয়াছিলাম লোক,
কল্যাণে আছেন তোমার বাপ।
ভূপতির মনোরথে, গেছেন তরণী পথে,
নিরন্তর করি মনে তাপ॥
ছিল ডিঙ্গা খান সাত, লয়ে গেল প্রাণনাথ,
একখানি নাহি অবশেষ
সিংহল জলের পথ, মিথ্যা কর মনোরথ,
করিবারে পিতার উদ্দেশ॥
যদি শত কারিগর, গড়ে এক বৎসর,
তবে ডিঙ্গা হয় একখান।
করিতে ডিঙ্গার সাজ, কেবল ধনের কাজ,
অবলার কতেক পরাণ॥
বহু তিমি তিমিঙ্গিল, আছে প্রাণ-পীড়াশীল,
তনু যার শতেক যোজন।
কি করে ঠমক শিঙ্গা, পঙ্কে ছুয়ে লয় ডিঙ্গা,
সেই রাজ্যে সঙ্কট জীবন॥
যাইবে সাগর বায়্যা, সে পথে না জীয়ে নায়্যা,
পরাণ সঙ্কট লোণা বায়।
শুনিতে পরাণ ফাটে, মকরে মানুষ কাটে,
ধিক্ থাক সিংহল উপায়॥
জলে কুম্ভীরের ভয়, কূলে শার্দ্দূলের চয়,
দুষ্টখণ্ড শত শত পথে।
যে যায় সিংহল দেশ, সে পায় বহুত ক্লেশ
পিতা মোর কহিয়াছে দম্ভে॥
উড়ুম্ব কচ্ছপগুলা, শঙ্গা হেন মশাগুলা,
জলৌকা কুঞ্জর-শুণ্ডাকার
রাজা বড় পাপচিত্ত, ছলে হরি লয় বিত্ত,
শুনেছি দেশের দুরাচার॥
খুল্লনা যতেক বলে, শুনি সাধু কোপে জ্বলে,
অনুমতি না দেয় ভোজনে।
খুল্লনা সুধীরমতি, বুঝিয়া কর্ম্মের গতি,
আজ্ঞা দিল সিংহল-গমনে॥
কুয়াড়ি কুলের জাত, মহামিশ্র জগন্নাথ,
একভাবে পুজিল গোপাল।
কবিত্ব মাগিয়া বর, মন্ত্র জপি দশাক্ষর,
মীন মাংস ছাড়ি বহুকাল॥
গুণিরাজ মিশ্র-সুত, সঙ্গীত কলায় রত,
বিচারিয়া অনেক পুরাণ।
দামিন্যা নগরবাসী, সঙ্গীতের অভিলাষী,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

বিশ্বকর্ম্মার আগমন।

খুল্লনায় সিংহল যাত্তো দিল অনুমতি।
পুলকে পুরিত তনু কুমার শ্রীপতি॥
পরম কৌতুকে সাধু করিল ভোজন।
ফিরিয়া ডাবরে সাধু কৈল আচমন॥
কর্পূর তাম্বুলে কৈল মুখের শোধন।
মাণিক ভাণ্ডার হৈতে আনে বহু ধন॥
বান্ধিয়া বাঁশের আগে পাটের পাছড়া।
গড়াইল শতখান সুবর্ণ চাঙ্গড়া॥
বিশাল দুন্দুভি বাদ্য তুলিপ বাজনা।
কোটাল সাধুর বোলে দিলেন ঘোষণা॥
কাট যেই সাত ডিঙ্গা করে নিরমাণ।
এই স্বর্ণ দিব তারে ইথে নাহি আন॥
হেন কালে যান চণ্ডী গগন বিমানে।
দেখিয়া চণ্ডিকা যুক্তি কৈলা পদ্মাসনে॥
বিশাই কামিনা চণ্ডী করিল স্মরণ।
স্মৃতি মাত্রে বিশ্বকর্ম্মা আইল ততক্ষণ॥
তার পুত্র দারুব্রহ্মা আইল সংহতি।
হাথে পাণ দিয়া চণ্ডী দিলেন আরতি॥
(যদি তব ভক্তি বিশাই থাকে আমা প্রতি।
গড় ডিঙ্গা সাতখান চারি প্রহর রাতি॥
ত্বরিত করিয়া ডিঙ্গা কর নিরমাণ।
সংহতি করিয়া লও বীর হনূমান্॥
প্রসঙ্গ করিতে তথা আইলা মারুতি।
হাথে পাণ দিয়া চণ্ডী দিলেন আরাত॥)
নরাকৃতি দুই জনে হৈলা অতি বুঢ়া।
ধরিলেন শ্রীমন্তের সুবর্ণ চাঙ্গড়া॥
কোটাল আনিল তারে সদাগর পাশে।
বিশ্বকর্ম্মা বলি তারে শ্রীপতি জিজ্ঞাসে॥
রচিয়া মধুর পদে একপদী ছন্দ।
শ্রীকবিকঙ্কণ গীত গাইল মুকুন্দ॥

বিশ্বকর্ম্মার পরিচয়।

শুন কারিগর, কোন্ দেশে ঘর,
পার ডিঙ্গা গড়িবারে॥
অতি বলহীন, দেখি কথা ক্ষীণ,
কারণ বলহ মোরে॥
বসন-বিহীন,
তথি ডোর শোণ দড়ি।
শত শির গায়, কেশ উড়ে বায়,
গায়ে উঠে তব খড়ি॥
যষ্টি অবলম্ব, নাহি তব দন্ত,
কুড়ারী বাসি পাড়ন।
দৈন্য দুঃখ বলে. ভ্রমরার জলে,
বিফল ডিঙ্গা গঢ়ন॥
নাহি শুন কাণে, না দেখ নয়নে,
পবনে দশন নড়ে।
ভোরা বাতে শির, যাহার অস্থির,
সে নাকি তরণী গড়ে॥
যারে পীড়ে জরা, জীয়ন্তে সে মরা,
কথা তার অবশেষ।
পুত্র পরিবার, কেবা আছে আর,
কহ মোরে উপদেশ॥
হাসিয়া উত্তর, দিল কারিগর,
বসি পুরন্দরপুরে।
যদি দেও ধন, এই তিন জন,
পারি ডিঙ্গা গড়িবারে॥
সাধু ভাবি মনে, কারু তিনজনে,
নানাধনে কৈল পূজা।
পাঁচালী প্রবন্ধে, রচিল মুকুন্দে,
প্রকাশে ব্রাহ্মণ রাজা॥

ডিঙ্গা-নির্ম্মাণ।

দেবকারু বিশ্বকর্ম্মা, তার সুত দারুব্রহ্মা,
শিরে ধরি চণ্ডিকার পাণ।
চারি প্রহর রাতি, জ্বালিয়া ঘৃতের বাতী,
সাত ডিঙ্গা করয়ে নির্ম্মাণ॥
হনূমান্ মহাবীর, নখে করে দুই চীর,
কাঁঠাল পিয়াল শাল তাল।
গাম্ভারী তমাল তরু, নখে চিরে দিল বহু,
দারুব্রহ্মা গড়য়ে পঞ্জাল॥
শিলে শাণায়ে বাসি, পাটী চাঁচে রাশি রাশি,
নানা ফুলে বিচিত্র কলস।

পিতা পুত্রে দুহেঁ আঁটি, গজালে গাঁথিল পাটী
গড়ে ডিঙ্গা দেখিতে রূপস॥
প্রথমে করিল সজ্জ, দীর্ঘে ডিঙ্গা শত গজ,
আড়ে গড়ে বিংশতি প্রমাণ।
মকর-আকার মাথা, গজদন্তের বাতা,
মাণিকে করিল চক্ষু দান॥
গড়ে ডিঙ্গা মধুকর, মধ্যে তার রইঘর,
পার্শে গুড়া বসিতে কাণ্ডার।
দুসারি বসিতে পা(ই)ট, উপরে মালুম কাঠ,
পিছে গড়ে মাণিক-ভাণ্ডার॥
গড়ে ডিঙ্গা সিংহমুখী, নাম যার গুয়ারেখি,
আর ডিঙ্গা গড়ে রণজয়া।
অতি অপরূপ সীমা, গড়ে ডিঙ্গা রণভীমা,
গড়িল পঞ্চম মহাকায়া॥
গড়ে ডিঙ্গা সর্ব্বধরা, হীরামুখী চন্দ্রকরা,
আর ডিঙ্গা নামে নাটশালা
চাঁচিয়া কাঁঠাল শাল, করে দণ্ড কেরোয়াল,
ডিঙ্গা শিরে বান্ধিল মুড়লা॥
সাত ডিঙ্গা হৈল সাঙ্গ, আনিল ভ্রমরা গাঙ্গ,
কোলে কাঁখে করি হনূমান্।
নিশি হৈল অবসান, সবে গেল নিজ স্থান,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান।

গণকের আগমন।

নিশিমধ্যে সাত তরী করি নিরমাণ।
বিশ্বকর্ম্মা সহিতে চলিলা হনূমান্॥
নিশি-শেষে সদাগর দেখিল স্বপনে।
পিতা পুত্রে কোলাকুলি দক্ষিণ পাটনে॥
নিশি শেষে শুনে সাধু কোকিলের ধ্বনি।
শয্যা তেজি প্রভাতে উঠিল গুণমণি॥
রাত্রি অবশেষ পূর্ব্বদিক্ পরকাশ।
দিননাথ পরশনে তমো গেল নাশ॥
নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম করি সমাপনে।
প্রভাতে চলিলা কারিগর অন্বেষণে॥
দেখে সাত ডিঙ্গা ভাসে ভ্রমরার জলে।
গোঁজে বান্ধা আছে ডিঙ্গা লোহার শিকলে।
ডিঙ্গা দেখি সদাগর করে অনুমান।
কোন্ দেব আসি ডিঙ্গা কৈল নিরমাণ॥
সিদ্ধ হৈল মোর কার্য্য সাধু আনন্দিত।
দৈবজ্ঞ আনিতে দুয়া চলিল ত্বরিত॥
গ্রহ-ওঝা আইলা তথা সাধু সন্নিধানে।
শুভযাত্রা বিচার করয়ে শুভক্ষণে॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

গণক-বিদায়।

সাধু অবিলম্বে চলহ পাটনে।
ঘুচিবে মনের ব্যথা, দূর কর সব কথা,
পিতা পুত্রে হবে দরশনে॥
শুভ যোগ মৃগশিরা, মেরু শৃঙ্গে যেন হীরা,
ভগ্যযোগে তাহে রবি বার।
বণিজ দশমী তিথি, বাণিজ্য করণ ইথি,
ইহা বিনে যাত্রা নাহি আর॥
সাত ডিঙ্গা লয়ে সাথে, চলিল তরণী পথে,
ছলিবেন পথে ভগবতী।
মগরায় ঝড় বৃষ্টি, দিবে চণ্ডী কৃপাদৃষ্টি,
তথি সাধু পাবে অব্যাহতি॥
এই শুদ্ধ সুগণন, সাবধান হয়ে শুন,
এই যাত্রা বিবাহ কারণে।
ঘুচিবে মনের দুখ, দেখিবে পিতার মুখ,
কন্যা দিবে রাজা শালবানে॥
কালীদহে উপনাত, দেখিবে সে বিপরীত,
কামিনী কমলে গিলে করি
প্রতিজ্ঞায় পরাজয়, রাজার সভায় ভয়,
উদ্ধার করিবে মহেশ্বরী॥
লয়ে যাবে যত ধন, পাবে তার দশগুণ,
পিতা পুত্রে আসিবে কল্যাণে।
পরম রূপসী ধন্যা, বিক্রমকেশরী-কন্যা,
পুরস্কার করি দিবে দানে॥
কহিয়া প্রত্যয় ভাবা, বর চলে মহাযশা,
বসন কাঞ্চন পায়্যা যান।

রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিয়া বন্ধ,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

বিনিময়-দ্রব্য সংগ্রহ।

মালঝাঁপ।

বদল আশে নানা ধন নায়ে দিল ভরা।
আট দিক্ হৈতে আনে করি বড় ত্বরা॥ ধ্রু॥
কুরঙ্গ বদলে, তুরঙ্গ পাব,
নারিকেল বদলে শঙ্খ।
বিড়ঙ্গ বদলে, লবঙ্গ পাব,
শুঁঠীর বদলে টঙ্ক॥
প্লবঙ্গ বদলে, মাতঙ্গ পাব,
পায়রা বদলে শুয়া।
গাছফল বদলে, জায়ফল পাব,
বহেড়া বদলে গুয়া॥
সিন্দূর বদলে, হিঙ্গুল পাব,
গুঞ্জার বদলে পলা।
পাট শোণ বদলে, ধবল চামর,
কাচের বদলে নীলা॥
লবণ বদলে, সৈন্ধব পাব,
যোয়ানি বদলে জীরা।
আকন্দ বদলে, মাকন্দ পাব,
হরিতাল বদলে হীরা॥
চৈয়ের বদলে, চন্দন পাব,
পাগের বদলে গড়া।
শুকুতার বদলে, মুকুতা পাব,
ভেড়ার বদলে ঘোড়া॥
মাষ মুসুরী, তণ্ডুল বরবটী,
আর বাঁটুলা চীনা।
বলদ শকটে, তৈল ঘৃত ঘটে,
সদাগর আনিলা কিন্ণা॥
গোধূম কিনে যব, খুজিয়া সর্ষপ,
মুগ তিল মাড়ুয়া ছোলা।
কিনিয়া সদাগর, পূরিল বহুতর,
লবণের পাতিয়া গোলা॥

জগদবতংসে, পালধি বংশে,
নৃপতি শ্রীরঘুরাম।
শ্রীকবিকঙ্কণ, করয়ে নিবেদন,
অভয়া পুর তার কাম॥

শ্রীমন্তের রাজসভায় গমন।

বদল-আশে নানা ধন নায়ে দিল ভরা।
নৃপ সম্ভাষণে হৈল শ্রীমন্তের ত্বরা॥
কাঁদি বাঁধি নিল বাঙল নারিকল।
ঘড়ায় পূরিয়া নিল লাড়ু গঙ্গাজল॥
জোড়া জোড়া খাসি নিল জুঝারিয়া ভেড়া॥
পার্ব্বত্য টাঙ্গন ভাজী লইল দুই জোড়া॥
তার দশ দধি কলা চাঁপা মর্ত্তমান।
দোখণ্ডি সরস গুয়া বিড়াবান্ধা পাণ॥
গাছ বান্ধি নিল ভেট ঘৃত দশ ঘড়া।
থান দশ সগলাদ থান দশ গড়া॥
কিঙ্করে করিয়া দিল দোলার সাজন।
বিবিধ প্রকারে বাদ্য বাজায় বাজন॥
বরুণের শীজা কুড়া কনক আকুড়া।
হীরামুখী নামে যার চন্দনের কুড়া
উপরে ছায়নী দিল পাটের পাছোড়া।
চারি দিগে নাম্বে গজ-মুকুতার ঝারা।
ময়ূরের পাখে যার লেগেছে ছিটুনি।
বেলন পাটের থোপা সর্ব্ব জ-দাপনী॥
দোলার উপরে সদাগর হেলে গা।
ডানি বামে পড়ে শ্বেত চামরের বা॥
নানা দ্রব্য ভেট লয়্যা করিল গমন।
আগে পাছে লয়্যা পাইক ধায় শত জন॥
কড়্যাজাঙ্গাল এড়াইয়া ব্রাহ্মণ শাসন।
নৃপের সভায় সাধু দিল দরশন॥
দ্বারী জানাইল গিয়া যথা নরপতি।
ভেট দিয়া সদাগর করিল প্রণতি॥
অভার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

শ্রীমন্তের রাজাজ্ঞা প্রাপ্তি।

আইস দত্তের পো বৈসহ কমলে।
খুড়া ভাইপো সম্বন্ধে নৃপতি কিছু বলে।
বিরহে তোমার মাতা হয়ে গেল বুড়ি।
যুবক দেখিয়া বিয়া করাব শাশুড়ী॥
বিস্তার কারণে কিবা আন্যাছ বেস্তার।
আজি কেন বাপ এত ভেটের প্রকার॥
তব কার্য্যে গেল পিতা দক্ষিণ-পাটন।
আনিবারে গেল শঙ্খ চামর চন্দন॥
তোমার আশীষে যদি বাপ আইসে জীয়া।
পরম কল্যাণ বাসি সেই মোর বিয়া॥
চলিব সিংহলে রায় চলিব সিংহলে।
বিদায় মাগিয়ে তব চরণকমলে॥
পাঠায়্যা তোমার বাপে দুর্জ্জয় সিংহলে।
বন যেন পোড়ে মন শোক-দাবানলে॥
স্বপনেহ জাগিলে সদাই ভাবি দুখ।
ইবে সে শীতল হৈল দেখি তুয়া মুখ॥
দুঃখ বড় হয় বাপা সিংহল-গমনে।
সিংহল-নগর-কথা না করিহ মনে॥
সিংহল গেলেন বাপ সাজায়্যা তরণী।
জীবন মরণ বার্ত্তা একই না জানি॥
মায়ের আয়াত হাথে আমিষ্য ভোজন।
কত না সহিব গুরুজনার গঞ্জন॥
চলিব পাটনে রায় চলিব পাটনে।
দেখিব বাপের পদ আপন নয়ানে॥
সাধু বলে না বলিহ নিষেধ বচন।
তোমার চরণে রায় এই নিবেদন॥
তুমি আন্ধলের নড়ি অন্ধের লোচন।
তোমা বিনে অন্ধকার হবে নিকেতন॥
বাপের উদ্দেশে যাবে মায়ের সংশয়।
লাভ চাহিতে মূল হারাবে নিশ্চয়॥
সাধু জীয়া থাকে যদি তোমার কপালে।
অবশ্য আসিবে তোমার বাপ কোন কালে॥
পিতা ধর্ম্ম পিতা স্বর্গ জপ তপ পিতা।
পিতা মহাগুরু জন পরম দেবতা॥
পিতার উদ্দেশে যাব দক্ষিণ পাটন।
ইথে যদি মৃত্যু হয় পাব নারায়ণ॥
দেহ অনুমতি রায় দেহ অনুমতি।
পিতার উদ্দেশ হেতু যাব শীঘ্রগতি।
আজ্ঞা নাহি দেন রাজা করি মায়া মো।
শ্রীমন্তের নয়নযুগলে বহে লো॥
না কান্দ শ্রীপতি দত্ত বলে নৃপবরে।
দিলাম বিদায় তুমি যাহরে সফরে॥
হেন বর তোমায় দেউন ভগবতী।
পেলে পিতা সনে দেখা পরম পিরীতি॥
সত্বরে আসিয়া রাজা দিল আলিঙ্গণ।
পথের খরচ দিল সোণা একমণ॥
সাধুর বালাকে রাজা দিল অনুমতি।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর ভারতী॥

শ্রীমন্ত প্রতি খুল্লনার উপদেশ।

শ্রীমন্তের পিতৃভক্তি দেখি নরপতি।
সাধুবাদ করি রাজা দিল অনুমতি॥
গায়ে হৈতে উতারিয়া দিল খাসা জোড়া।
চড়িবারে দিল তারে পার্ব্বতীয় ঘোড়া।
কবচ প্রসাদ তারে দিল যমধর।
নানা আভরণ দিল বসন বিস্তর॥
আরোপিল অঙ্গে তার ভূষণ চন্দন।
লক্ষ তঙ্কা দিল তারে ডিঙ্গার সাজন॥
নৃপতি চরণে সাধু করিয়া প্রণাম।
ত্বরা করি সদাগর আইলা নিজধাম॥
পাইল প্রমাদ যদি রাজার সভায়।
আঁচলে ধরিয়া কিছু জননী বুঝায়॥
সিংহলের কথা শুনি বড় লাগে ত্রাস।
যে জন সিংহলে যায় নাহি আইসে বাস॥
যে যায় তরণী-পথে বিষম সঙ্কটে॥
রাত্রি দিবা জলে ভাসে স্থল নাহি টুটে॥
শিশুমতি ওরে বাপু নাহি কর দন্ত।
যাত্রা করি এক মাস করহ বিলম্ব॥
তবে যদি তোমার পিতা নাহি আইসে ঘর।
তরণী সাজায়ে পুত্র চলিহ সিংহল॥
এতেক বচন যদি বলিল জননী।
শ্রীপতি বলিল তবে সবিনয় বাণী॥

অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

শ্রীমন্তের বিনয়

(মা গো নিষেধ করহ অকারণ।
আছে বা মা আছে পিতা,জানিতে সে সব কথা,
অন্বেষণে চলিব পাটন॥
দারুণ কর্ম্মের গতি, খুড়া জেঠা নাহি জ্ঞাতি,
কে ধরিবে কুলে তিল কুশ।
জলপিণ্ড বিমুখ, অনুদিন বাড়ে দুখ,
উপবাসী পুরাণ পুরুষ॥
পুত্রের ভরসা মিছা, স্বামীর করহ ইচ্ছা,
স্বামী বিনে যুবাকালে জরা
না হ'লে উদয় শশী, মলিন যেমন নিশি,
কিবা করে শত শত তারা॥
নিশ্চয় জানিলুঁ যদি, আমারে বঞ্চিল বিধি,
নাহি পিতা জীয়েন পরাণে।
আসিয়া আপন দেশে, করিয়া পুত্তলী কুশে,
করিব পিতার পরিত্রাণে॥)

খুল্লনার চণ্ডীপূজার উদ্‌যোগ।

চলিব পাটনে মাতা ইথে নাহি আন।
যাত্রা-কালে অমঙ্গল-কথা অকল্যাণ॥
যদি পিতা পুত্রে মোর হয় দরশন।
পুন আসি করিব তোমার চরণ বন্দন॥
যদি বা পিতার সনে নহে দরশন।
কামনা করিয়া মোর সাগরে মরণ॥
মনের হরিষে মাতা স্থির কর মতি।
তুয়া পুণ্য-ফলে দেশে আসিবে শ্রীপতি॥
গণকের কথা হৈল খুল্লনার মনে।
এক মনে পুজে রামা চণ্ডীর চরণে॥
অভয়ার পূজা রামা কৈল আরম্ভণ।
ষোল উপচার আনে পূজার কারণ॥
সঙ্গে আয়্যগণ মিলি ভ্রমরার তটে।
আম্রশাখা সমন্বিত আরোপিয়া ঘটে॥
চন্দনের অষ্টদল করিল সুন্দরী।
তার মাঝে আরোপিল কনকের ঝারী॥
চারি দিগে জয় জয় দেই রামাগণ।
সবে বলে ধন্য ধন্য বেণ্যার নন্দন॥
অল্পকালে যায় সাধু দক্ষিণ পাটন।
কেমতে ইহার মাতা ধরিবে জীবন॥
ছাগ মেষ আনাইল বলিদানের তরে।
গাইল পাঁচালী মুকুন্দ কবিবরে॥
সোমবারের দিবা পালা সমাপ্ত।

সোমবারের নিশা পালা আরম্ভ।

খুল্লনার চণ্ডী পূজা।

মঙ্গল রাগ।

আরোপি হেম-ঘটে, ভ্রমরা নদী তটে,
চণ্ডিকা পুজেন খুল্লনা।
আরোপি পদ ছায়া, শ্রীমন্তে কর দয়া,
পুরহ দাসীর কামনা॥
প্রথমে লম্বোদর, পুজিল দিবাকর,
রথাঙ্গপাণি উমাবতী।
ময়ুর বাহন, পুজিল ষড়ানন,
পুজিল লক্ষ্মী সরস্বতী॥
অষ্ট তণ্ডুল দূর্ব্বা, জাহ্নবীজলগর্ভা,
কাঞ্চনে বিরচিত ঝারী।
অঞ্জলি সরসিজে, চণ্ডিকা রামা পুজে,
নাচে পায়ে বিদ্যাধরী॥
করিয়া শুভক্ষণ, চামর দরপণ,
তরণীধ্বজ আগে বান্ধে।
বংশ কেরোয়াল, ইন্ধন করবাল,
পুজিল দিয়া পুষ্প গন্ধে॥
গাঁঠ্যার গাবরে, পুজিল কর্ণধারে,
বসন ভূষণ চন্দনে।
ডিঙ্গায় প্রদক্ষিণ, করয়ে দু-সতীন,
সন্তোষে সখীগণ সনে॥
নৌকায় দিয়া ভরা, গমনে করি ত্বরা,
শ্রীপতি চলিল সিংহলে।
চণ্ডিকার চরণে, করয়ে নিবেদনে,
খুল্লনা লুটায়্যা ভূতলে॥

আসন ভূতশুদ্ধি, করিল যথাবিধি,
ন্যাস করিল ধারণে।
ধেয়ান-ধারণে, করিল পূজনে,
যেমন পূজার বিধানে ॥
মায়ের বচনে, চণ্ডীর চরণে,
স্তব করে ছিরিপতি
করিয়া প্রণিপাত, পূজিল জগন্নাথ,
অষ্টাঙ্গ লোটায়ে ক্ষিতি ॥
খুল্লনার পূজাপানী, লইতে নারায়ণী,
অভয়া বরদারূপিণী।
উরিলা পূজাঘটে, ভ্রমরা নদী-তটে,
ভবানী দুর্গতিনাশিনী ॥
শ্রীরঘুনাথ নাম, অশেষ-গুণধাম,
ব্রাহ্মণ-ভূমি-পুরন্দর।
তাঁহার সভাসদ, রচিয়া চারুপদ,
গাইল মুকুন্দ কবিবর ॥

খুল্লনার চণ্ডী-স্তব।

অভয়া স্থান দেহ চরণকমলে।
সকল বিফল ধন্দ, দূর কর মায়াবন্ধ,
বৃথা জন্ম হৈল মহীতলে ॥
পতি পুত্র ভ্রাতৃ বন্ধু, সকল শোকের সিন্ধু,
কালচক্রে বড় ভয়ঙ্কর।
সজীব করয়ে গ্রাস, ইথে মিথ্যা অভিলাষ,
মহাব্রত তথি স্বতন্তর ॥
অভিয়া তোমার ঘটে, স্বামী গেলা বিসঙ্কটে,
দূরে কৈল দাসীর আয়াত।
হৈল বড় পরমাদ, জীবনে নাহিক সাধ
দূর কর ভব-যাতায়াত ॥
ঘর হৈল কারাগার, দিনে হৈল অন্ধকার
দাসী করি রাখ নিজ দাস।
দারুণ দৈবের ফলে, বন্দী হৈলুঁ মায়াজালে,
দুখে বোধ করিল নিরাস ॥
তুমি দিলে বলে বর, কোলে হৈল বংশধর,
আছিল মনের অভিলাষ।
না পুরিল মনোরথ, সুত যায় দূর পথ,
দুখে বোধ করিল নৈরাশ ॥

পতি পুত্রে মায়া মোহে, খুল্লনা ভাসিল লোহে,
প্রবোধ করেন হৈমবতী।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, গান কবি শ্রীমুকুন্দ,
দামিন্যায় যাহার বসতি ॥

শ্রীমন্ত প্রতি খুল্লনার বিশেষ উপদেশ।

খুল্লনারে চণ্ডিকার বড় মায়া মো।
নেতের আঁচলে মোছে লোচনের লো ॥
সিংহলে যাইতে পুত্রে দেহ অনুমতি।
বিপদে তোমার পোয়ের থাকিব সংহতি ॥
খুল্লনা বলেন মাতা অই চিন্তা বড়।
বিপদ পড়িলে পুত্রে তুমি পাছে ছাড় ॥
হাথে হাথে শ্রীপতিরে কৈল সমর্পণ
আতপত্র অঙ্গুরী বাপের নিদর্শন ॥
তণ্ডুল দূর্ব্বা দিল তার হাথে।
বিপদ সময়ে যেন চণ্ডী হয় চিতে ॥
দেব দ্বিজ গুরুজনে করিয়া প্রণাম।
ত্বরায় সিংহলে সাধু করিল প্রয়াণ ॥
মায়ের চরণে শিরা কৈল নমস্কার।
আশীষ করিল হয়্য রাজপরিবার ॥
গেলে পিতা পুত্রে যেন হয় দরশন।
নেউটিয়া পুত্র দেশে করয় আগমন ॥
দুর্গাকে দুর্গম পথে করিহ স্মরণ।
অনেক সঙ্কটে তোমায় করিবেন রক্ষণ ॥
সর্ব্বক্ষণ চিন্তি যেবা অষ্ট অক্ষর পড়ে।
ধন পুত্র লক্ষ্মী তার পরমাই বাড়ে ॥
লহনার পদে ছিরা কৈল নমস্কার।
বাহুড়িয়া দেশে পুনঃ না আসিহ আর ॥
কি বোল বলিলে সতাই জন্মাইলে দুখ।
পুনরপি কেমনে চাহিবে মোর মুখ ॥
খুল্লনা বলেন বাছা কেন মনে ব্যথা।
বিপদে রাখিবে তোরে হেমন্তদুহিতা ॥
সভাসদে সম্ভাষা করিয়া লঘুগতি।
দেবী বলে ভয় নাহি করিহ শ্রীপতি ॥
খুল্লনা বলেন মাতা কর প্রতিকার।
থাকিবে নৌকার আগে হয়ে কর্ণধার ॥

ত্বইস্বর চাপিয়া বসিল সদাগর।
হাথে দণ্ড কেরোয়ালে বসিল গাবর॥
দাঁড়ায়ে রহিল লোক ভ্রমরার তটে।
দুর্গা রব কর্ণধার সাধুর নিকটে॥
কার হাথে কেরোয়াল কার হাথে বাঁশ।
কার হাতে দণ্ড কার হাথে জগঝাঁপ॥
বাহ বাহ বলিয়া ডাকেন শ্রিয়পতি।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর ভারতী॥

বাহ বাহ বলিয়া ডাকেন সদাগর।
দেখিয়া খুল্লনা রামা হইল কাতর॥
দুর্ব্বলা ধরিয়া তারে লৈয়া যায় ঘরে।
প্রবোধ না মানে রামা কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥
কান্দিয়া খুল্লনা রামা চলিলেন ঘরে।
শ্রীমন্ত করিছে ত্বরা ডিঙ্গা বাহিবারে॥

সিংহল-যাত্রা।

প্রথমে ভ্রমরার জলে, শ্রীমন্ত তরণী মেলে,
পূজিল মঙ্গল-চণ্ডিকায়।
এড়াল্য ভ্রমরা পানী, সম্মুখেতে উজাবনি,
নিজগ্রাম এড়াইয়া যায়॥
চাকদা কুমারখালা, এড়ায় সাধুর বালা,
হাড়িমুখী কৈল তেয়াগন।
কাণ্ডার মালুম কাঠ, এড়াইল থানা ঘাট,
মুড়িকায় দিল দরশন॥
সম্মুখে হুগলপুর, গড়খানা কত দূর,
দৌলতপুর বাহিল তখন।
কাণ্ডার মেলান যায়, সাধু এড়াইয়া যায়,
কাঁকরায় দিল দরশন॥
এড়াইল গঙ্গাড়া, ঘাট কুলীনপাড়া,
ডাহিনে এড়ায় কুণ্ডরপুর।
ত্বস্থির মেলান যায় বাকসা এড়ায়ে যায়,
বেলেড়া বাহিল কতদূর॥
হাটার মেলান যায়, চরকি এড়ায়ে যায়,
আঙ্গারপুর বেণিয়ার বালা।
সোনালিয়া নব গা, তাহাত কারল বা,
উত্তারিল সাধু বাগুনকোলা॥

সম্মুখে উধনপুর, নৈহাটি কতদূর,
শাখারিঘাটে দিল দরশন।
পাইয়া গঙ্গার পানী, মহাপুণ্য মনে গণি,
পুজা কৈল গঙ্গার চরণ॥
মণ্ডলঘাট যায়, রিসিপাট এড়ায়ে যায়,
আনন্দিত সাধুর নন্দনে
সম্মুখেতে ইন্দ্রাণী, ভুবনে দুর্ল্লভ জানি,
দৈব নাশ যাহার স্মরণে॥
জলেতে কাঁকড়া পেলি, দিলেন কনকাঞ্জলি,
শুন ভাই গঙ্গার কথন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিয়া বন্ধ,
রস ভণে শ্রীকবিকঙ্কণ॥ *

গঙ্গার উৎপত্তি-কথন।

(অবধানে কর্ণধার, কহি পুরাণের সার,
কহিব গঙ্গার উপদেশ
হরি-পদে উৎপত্তি, ব্রহ্মকমণ্ডলে স্থিতি,
হরশিরে করিল প্রবেশ॥
এক কালে পশুপতি, পঞ্চ মুখে ধরি শ্রুতি,
গান গীত হরি-সন্নিধানে।

* একখানি পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে ;—
ঘুরণা পাইকে ডাড়া উপরে করে দূর।
ত্বরা করি বায়্যা যায় অঙ্গারপুর॥
বারেন্দা বাহিল সাধু বেণ্যার নন্দন।
সোণায়ার ঘাটে ডিঙ্গা দিল দরশন॥
সুবর্ণের চণ্ডী করিল পুজ্যমান।
প্রণামিয়া সদাগর করিল পয়াণ॥
নবগ্রাম গিয়া ডিঙ্গা দিল দরশন।
রাহুতপাড়া বাহে তবে বেণ্যার নন্দন॥
কাঁকড়িয়াহাটি গ্রাম বাহিল সদাগর।
বাইগুণকোলা গিয়া চিন্তে অভয়া মঙ্গল॥
কৃপা কর ভগবতি সেবকবৎসলে।
শঙ্খে ডুবি তত্ত্ব নিল সপ্ত মধুকরে॥
হরষিত হৈল সাধু পেয়ে মাহেন্দ্রাণী।
বাহিয়া অজয় নদী পাইল ইন্দ্রাণী॥

গীতে সমাধিত মন, দ্রব হৈলা নারায়ণ,
বিধি কৈল করঙ্গ আধানে ॥
ব্রহ্মকমণ্ডলে বাস, আছিলা ব্রহ্মার পাশ,
পবিত্র করিল ব্রহ্মলোক
ইন্দ্রের সাধিতে মান, কৃপাসিন্ধু ভগবান্,
কশ্যপ মুনির হৈল তোক ॥
হইয়া বামন বটু, ধরয় অঙ্গে বেদ পটু,
ধরি দণ্ড মেখলা অজিনে।
ত্রিপাদ ধরণী-দান, নিতে আইলা ভগবান্,
অশ্বমেধ-অবসান দিনে ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া বলি, জিজ্ঞাসিল কৃতাঞ্জলি,
কহ দ্বিজ নিজ অভিলাষ।
কহিলেন ভগবান্, ত্রিপদ-ধরণী দান,
আশে আইলাম তব পাশ ॥
অধিক দিতে চাহে রায়, দ্বিজ নাহি দিল সায়,
দিল দান তিন পদ ক্ষিতি।
ক্ষিতি জুড়ি পদ একে, আর পদে উর্দ্ধলোকে,
তৃতীয়ে বলির মাথে স্থিতি ॥
হরিপদ নিজ ধামে, দেখি ব্রহ্মা সম্ভ্রমে,
পাদ্য দিল কমণ্ডলু ঢালি।
কলুষনাশিনী ক্রমে, আল্য গঙ্গা ধ্রুব ধামে,
সুমেরু করিয়া পুণ্যশালী।
আসিয়া গগনতলে, ক্রমে ইন্দুমণ্ডলে,
উরিলা কনক-গিরিশিরে।
সকল কলুষ-হরা, হল্য গঙ্গা চারি ধারা,
পূর্ব্ব যাম্য পশ্চিম উত্তরে ॥
আসি ইলাবৃতে ধারা, সীতা নামে পুণ্য যারা,
ভদ্রা পাবনী সুরধুনী।
ধৌতহরিপদদ্বন্দ্বা, দক্ষিণে অলকনন্দা,
জম্বুদ্বীপ-নিস্তারকারিণী ॥
পশ্চিমে ভুবনসারা, বঙ্ক নামে পুণ্যধারা,
পবিত্র করিয়া কেতুমাল
উত্তরে মঙ্গল ধারা, ভদ্রা নামে শেষ ধারা,
স্নানে যার পুণ্য সুবিশাল ॥
প্রবাহ অবধি করি, চারি হস্ত ধরি হরি,
ভাগ্যবান্ বৈসে এই স্থলে।
ইথে যজ্ঞ করে জপ, অক্ষয় সকল তপ,
মুক্তি হয় যদি মরে জলে ॥

শুনি গঙ্গা-অবতার, সুখী হৈল কর্ণধার,
স্নান কৈল সলিল-তর্পণে।
আচ্ছাদিয়া ধৌত পটে, জল পুরি নিল ঘটে,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে ॥)

শ্রীমন্তের ত্রিবেণী গমন।

বামেতে ললিতপুর ডাহিনে ইন্দ্রাণী।
ইন্দ্রেশ্বর পূজা কৈল দিয়া পুষ্প পানী ॥
ভাওসিংহের ঘাটখান ডাহিনে করিয়া।
মাটিয়ারি সফরখান বাম দিকে থুয়্যা ॥
সঘন কেরোয়াল পড়ে জলে বাজে সাট।
নিমিষেকে যায় সাধু যোজনেক বাট ॥
বেলনপুরের ঘাট কৈল তেয়াগন।
পুরোধনের ঘাটে ডিঙ্গা দিল দরশন ॥
দ্রুতগতি যায় সাধু নাহি করে বেলা।
কোথাও রন্ধন কাথা চিড়াখণ্ড কলা ॥
পুরোধন সদাগর কৈল তেয়াগন।
নবদ্বীপ আসি ডিঙ্গা দিল দরশন ॥
চৈতন্য-চরণে সাধু করিয়া প্রণাম।
সেখানে রহিয়া সাধু করিল বিশ্রাম ॥
রজনী প্রভাতে সাধু মেলি সাত নায়।
নবদ্বীপ পাড়পুর এড়াইয়া যায় ॥
সমুদ্রগড়ি পাড়পুর বাহে ত্বরা ত্বরা।
নাহি মানে সদাগর বসন্তের খরা ॥
নায়্যা পাইট গীত গায় শুনিতে কৌতুক।
ডাহিনে রহিল পুরী আম্বুয়া মুলুক ॥
বাহ বাহ বলিয়া সঘনে দেয় সাড়া।
বামে শান্তিপুর রহে ডাহিনে গুপ্তিপাড়া ॥
উলা বায়্যা যায় খিসমার পাশে পাশে।
মহেশপুর নিকটে সাধুর ডিঙ্গা ভাসে ॥
বামদিকে হালিসহর দক্ষিণে ত্রিবেণী।
দুকূলে যাত্রীর রবে কিছুই না শুনি ॥
লক্ষ লক্ষ লোক এক কালে করে স্নান।
বাস হেম তিল ধেনু কেহ করে দান ॥
রজতের সীপে কেহ করয়ে তর্পণ।
গর্ভের ভিতরে কেহ করয়ে মুণ্ডন ॥
শ্রাদ্ধ করয়ে কেহ জলের সমীপে।
সন্ধ্যাকালে কোন জন দেয় ধূপ দীপে ॥

বুঝিত বান্ধিয়া কিছু বলে সদাগর।
গাইল পাঁচালী মুকুন্দ কবিকর।

সপ্তগ্রাম বর্ণন।

কলিঙ্গ ত্রৈলঙ্গ অঙ্গ বঙ্গ কর্ণাট।
মহেন্দ্র মগধ মহারাষ্ট্র গুজরাট॥
বরেন্দ্র বন্দর বিন্ধ্য পিঙ্গল সহর।
কাশী কাঞ্চী দ্রাবিড় রাঢ় বিজয় নগর॥
মথুরা দ্বারকা আর কল্পপুর কায়া।
পুরিক্ষেত্র প্রয়াগ গোদাবরী গয়া॥
ত্রিহট্ট কাণ্ডর আর হস্তিনা নগরী।
আর কত শত সহর বলিতে না পারি॥
এসব সহরে যত সদাগর বৈসে।
তরণী সাজায়ে তারা বাণিজেতে আইসে॥
সপ্ত গ্রামের বণিক্ কোথাও না যায়॥
ঘরে বসি থাকে সুখে নানা ধন পায়॥
তীর্থ-মধ্যে পুণ্য তীর্থ ক্ষিতি-অনুপাম।
সপ্ত ঋষির শাসনে বলয়ে সপ্ত গ্রাম॥
কাণ্ডারের বচনে করিয়া অবগতি।
ত্রিবেণীতে স্নান দান করিল শ্রীপতি॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

শ্রীমন্ত ছলনে দেবীর যুক্তি

নায়ে তুলিয়া সাধু কৈল মিঠা পানী॥
বাহ বাহ বলিয়া ডাকয়ে করমানি।
গরিফা বাহিয়া সাধু বাহে ভাগীরথী॥
কপোত এড়ায়ে সাধু পাইল সরস্বতী॥
ব্রহ্মপুত্রে পদ্মাবতী যেই ঘাটে মেলা।
বুড়ামন্তেশ্বর বাহে বেণীয়ার বালা॥
উপনীত হৈল গিয়া নিমাইতীর্থ ঘাটে।
নিমের বৃক্ষেতে যথা ওড়ফুল ফুটে॥
সঘন তরীর পথ তীরের পয়াণ॥
বেতড় বাহিয়া সাধু পাইল নবাসন॥
হিমাই বামেতে রহে হিজলির পথ।
রাজহংস কিনিয়া লইল পারাবত॥

বিষ্ণুহরির দেউল বামেতে রাখিয়া।
সাগড়া বাহিল সাধু মন্তেশ্বর দিয়া॥
অম্বুলিঙ্গ দিয়া সাধু গেল ছত্রভোগে।
তথায় রহিয়া স্নান দান কৈল রঙ্গে॥
লঘুগতি সদাগর গেল কালীপাড়া।
দুকূলে যাত্রীর ঠাট ঘন পড়ে সাড়া॥
সে দিবস সদাগর হাতা-গড়ে র'য়ে।
প্রভাত হইলে সাধু মেলে সাত নায়ে॥
দক্ষিণে মোদিনীমল্ল বামে বীরখানা।
কেরোয়ালের ঝুমঝুমি নদী জুড়্যা ফেনা॥
এক দুই নৌকা জলের মাঝে আইসে।
মগরার কথা সাধু তাহাকে জিজ্ঞাসে॥
দূরে শুনি মগরার জলের নিঃস্বন।
আষাঢ়ের মেঘ যেন করয়ে গর্জ্জন॥
মোহনা বাহিয়া সাধু করি ত্বরা ত্বরা।
উপনীত সদাগর দুর্জ্জয় মগরা॥
পদ্মাবতী সনে যুক্তি করিয়া অভয়া॥
শ্রীমন্তেরে ছলিবারে পাতিলেন মায়া।
পদ্মা বলে আজ ছল মগরার জলে।
তোমা স্মোঙরণ কৈলে রাখিবে কুশলে॥
চারি মেঘে চণ্ডিকা করিলা স্মোঙরণ।
স্মৃতিমাত্র চারি মেঘে জুড়িল গগন॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

মগরার ঝড়-জল বর্ণন।

মেঘে কৈল অন্ধকার মেঘে কৈল অন্ধকার।
চিনিতে পারি না ভাই তনু আপনার॥
ঈশানে উরিল মেঘ সঘনে চিকুর।
উত্তর পবনে মেঘ করে দুর-দুর॥
নিমিষেকে জোড়ে মেঘ গগনমণ্ডল।
চারি মেঘে বরিষে মুষলধারে জল॥
করি-কর সমান বরিষে জলধারা।
জলে মহী একাকার পথ হৈল হারা॥
ঘন ঘন বজ্র-ধ্বনি মেঘের গর্জ্জন।
কার কথা শুনিতে না পায় কোন জন॥

পরিচ্ছিন্ন নাহি সন্ধ্যা দিবস-রজনী।
স্মরয়ে সকল লোক জনক জননী॥
পূর্ব্বদিকে আইল বন্যা দেখিতে ধবল।
সপ্তভাল হয়ে গেল মগরায় জল॥
ঝনঝনা পড়ে যেন কামান কৃপাণ।
ভাঙ্গিয়া নৌকার ঘর করে খান খান॥
নদ-নদীগণ যত করিল পয়াণ।
অভয়া-মঙ্গল কবিকঙ্কণে গান॥

নদনদীগণের মগরায় আগমন।

চণ্ডীর আদেশে যায় নদ-নদীগণ।
মগরা নদীর সঙ্গে করিতে মিলন॥
আজ্ঞা দিল ভবানী, চলিলা মন্দাকিনী,
ছাড়িয়া গগনে স্থিতি।
সঙ্গে মকরজাল, ছাড়িয়া পাতাল,
ধাইল ভোগবতী॥
প্রবল তরঙ্গা, ধাইলেন গঙ্গা,
ভৈরবী কর্ম্মনাশা।
ধাইল ব্রহ্মপুত্র, ষোড়শ মহানদ,
ধাইল বাহুদা বিপাশা॥
আমোদর দামোদর ধাইল দারুকেশ্বর
শিলাই চন্দ্রভাগা।
কেদাই দেবাই, ধাইল দুই ভাই,
বগরীর খাল ধাইল বগা॥
ধাইল ঝুনঝুনী, করিয়া দামামী,
মিয়াই মুণ্ডাই সঙ্গে।
ধাইল তারাজুলী, গুনকরা কুতুহলী,
রত্না চলিল সঙ্গে।
খরতর লহরী, ধাইল গোদাবরী,
ধায়ে কাণা দামোদর।
খালি জুল সঙ্গে, ধাইল রঙ্গে,
আর বুড়া মন্তেশ্বর॥
ধাইল কৃষ্ণা, গঙ্গা যমুনা,
অজয় সরস্বতী।
ধাইল কুন্তী, কাণা ধায় গোমতী,
সরযূ কংসাবতী॥
ধাইল কাঁসাই, মহানন্দা বিড়াই,
খরস্রোত বামুনের খানা।
চারি দিকে জল, ধাইল ধবল,
মগরা জুড়িয়া ফেনা॥
বাজায়ে দণ্ডী, কাঁসাই চণ্ডী,
নড়িলা লস্কর হয়্যা।
চণ্ডীর আদেশে, শিলা শিল বরিষে,
কান্দে সাধু মাথায় হাত দিয়া॥
কৌতুকী অভয়া, নদ নদী দেখিয়া,
রহিলা কেশরি-যানে।
ললিত প্রবন্ধ, গাইল মুকুন্দ,
আড়রা মহাস্থানে॥

নাবিকগণের প্রতি শ্রীমন্তের উক্তি।

পাহাড়ি রাগ।

কাণ্ডার ভাই রাখ ডিঙ্গা যথা পাও স্থল।
বৈরী হৈল দেবরাজ, বেঙ্গতড়কা পড়ে বাজ,
বরিষে মুষল ধারে জল
শিলা যেন বাজে গুলি, ভাঙ্গিছে মাথার খুলি,
বেগে বাজে জল যেন কাঁড়।
বিষম জলের ভয়, ভরে প্রাণ স্থির নয়,
দাঁড়িরা ধরিতে নারে দাঁড়॥
দুঃসহ বিষম ঝড়ে, গাছ উপাড়িয়া পড়ে,
দুকূল হানিয়া পড়ে খানা।
কহ কর্ণধার ভাই, কেমনে নিস্তার পাই,
রাশি রাশি কত ভাসে ফেনা॥
ঝড়ে আচ্ছাদন উড়ে, বৃষ্টি-জলে নৌকা ভরে
লাইয়া পাইট জড় হৈল শীতে।
কহ কর্ণধার ভাই, কেমনে নিস্তার পাই,
জলে অহি ভাসে শতে শতে॥
দেখরে নায়ের পাশে, কুম্ভীর মকর ভাসে,
গিরিগুহা বিকট দরশন।
কাণ্ডার উপায় বল, দেখিয়ে প্রলয় জল,
আজি বড় সঙ্কট জীবন॥
ডুবু ডুবু করে ডিঙ্গা, স্মরণ করহ গঙ্গা,
অন্তকালে ভজ ভগবতী।

পড়িয়া বিষম ফান্দে, ভবানী বলিয়া কান্দে,
হৃদয়ে ভাবিয়ে শ্রিয়পতি ॥
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাঁহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিচরিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

চণ্ডিকাস্তব।

রক্ষ মা ভবানি মোরে কি বলিব সার।
তুমি না করিলে রক্ষা কে করিবে আর ॥
তোমা আরাধিয়া যাত্রা করিলুঁ ত্বরিতে।
সমর্পিয়া দিল মাতা তব হাথে হাথে ॥
তবে কেন বল করে মগরার জল।
নিশ্চয় জানিলুঁ মোর জনম বিফল ॥
ভাবনী বলিয়া সাধু ঝাঁপ দিল জলে।
রথে হৈতে অভয়া শ্রীমন্ত লৈল কোলে ॥
মহামায়া আপনি হাসেন খল খল।
চণ্ডীর কৃপায় হৈল এক হাটু জল।
দুর্গা দুর্গহরা মাতা দুর্গতিনাশিনী।
গোকুল রাখিলে হয়া যশোদানন্দিনী ॥
নিদ্রারূপা হয়ে মাতা ভাণ্ডিলে প্রহরী।
যখন নন্দের গৃহে আইলা শ্রীহরি ॥
দুরন্তনাশিনী মাতা দুর্গতিনাশিনী।
নানা অবতারে মাতা বিষ্ণুসহায়িনী ॥
যমুনা আবর্ত্তশালী বিষম করালী।
তথি পার কৈলে কৃষ্ণ হইয়া শৃগালী ॥
ভূভার খণ্ডনে কৈলে আপন প্রকার।
কংসভয়ে কৃষ্ণ কৈলে কালিন্দীর পার ॥
ঝড় বৃষ্টি দূর হৈল চণ্ডীর কৃপায়।
তরী মেলি সদাগর শীঘ্রগতি যায় ॥
ডানি বামে ছাড়ি যায় কত কত দেশ
সঙ্কেত-মাধবে দেখে সোণার মহেশ ॥
সাগর-সঙ্গম দেখি কাণ্ডারের রঙ্গ।
কহে সাধু শ্রিয়পতি সাগর প্রসঙ্গ ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

সগরবংশ-উপাখ্যান।

অবধানে কর্ণধার, শুন পুরাণের সার,
সগর-বংশের উপাখ্যান।
যার বল গজযুত, ষষ্টি হাজার সুত,
সাগরের করিল নির্ম্মাণ ॥
ত্রিভুবন অবতংসে, আছিল মিহির-বংশে,
বৃক নামে মহা মহীপাল।
তার সুত হৈল বাহু, বিপ্রচণ্ড যেন রাহু,
অবনী পালেন চিরকাল ॥
পাপ-গ্রহ-যোগ-ফলে, পরাজয়ী জরাকালে,
ক্ষিতি ছাড়ি গেলা বনবাস।
বনে মৈল নরপতি, শশিমুখী তার সতী,
অনুমৃতায় কৈল অভিলাষ ॥
তারে গর্ভবতী জানি, আসি তথা ঔর্ব্ব মুনি,
মরণ করিল নিবারণ।
নাহি গেল স্বামিসনে, গর্ভ-কথা সতা শুনে,
বিষ অন্ন করায় ভোজন ॥
তাহে ছিল দেব-অংশ, গরলে না হয় ধ্বংস,
প্রসবিল রাণী যথাকালে।
গরযুত হৈল সুত, দেখি মুনি অদভুত,
সগর আখ্যান লোকে বলে ॥
তিন লোক খ্যাত কীর্ত্তি, হৈল রাজা শিরোবর্ত্তী,
অধিষ্ঠান হৈল সিংহাসনে।
হারি হয় তালজঙ্গ, দেখি যত রিপুভঙ্গ,
একা রাজা জয়ী হৈল রণে ॥
নিষেধ করিল মুনি, নাহি নৃপ বধে প্রাণী,
মাথা মুড়ি পাঠাল্য কাননে।
সেই কৃপাময় রাজা, সুত সম পালে প্রজা,
বিধাতা সন্তোষ পাল্য মনে ॥
কেশিনী সুমতি আর, নৃপতির দুই দার,
অসমঞ্জা কেশিনীনন্দন।
তার সুত অংশুমান্, সুত সর্ব্বগুণধাম,
পিতামহ-হিত পরায়ণ ॥
সুমতির গুণযুত, ষষ্টি হাজার সুত,
অযুত কুঞ্জর মহাবল।
অসমঞ্জা করে দোষ, নৃপতি মানিয়া রোষ,
বনবাস দিল প্রতিফল ॥

দিয়া আম্ব অনুমতি, রিপুজয়ী নরপতি,
অশ্বমেধে ছাড়ি দিল হয়।
অশ্ব হরি নিশাভাগে, থুইয়া কপিলের আগে,
ইন্দ্র গেল আপন নিলয়॥
যবে হারাইল হয় সুতে নরপতি কয়,
শুন ষষ্টি সহস্র কুমার।
অশ্ব আনি দেও মোরে, পরাণে মারিয়া চোরে,
মখ-ভার সকলি তোমার॥
ষাটি সহস্র ভাই, চায়্যা বুলে ঠাঁই ঠাঁই,
না পায় অশ্বের অন্বেষণে।
না পায় অশ্বের তত্ত্বে, নিমেষ না চাহে পথে,
অশ্ব খোঁজ পাইল দক্ষিণে॥
সুড়ঙ্গে অশ্বের পদ, দেখি সব হৈল ক্রোধ,
সবে মেলি খোঁড়য়ে ধরণী।
নৃপতির কুমার যত, প্রবেশি পাতাল পথ,
দেখিল কপিল মহামুনি॥
হয় দেখি তার পাশে, কোপে নৃপসুত ভাষে,
বকধ্যানে আছে ঘোড়া-চোর।
এতেক নিন্দিয়া তারে, পৃষ্ঠে শেলাঘাত মারে,
কোপদৃষ্টে মুনি চায় ঘোর
মুনির কোপানলে, নৃপতিকুমার জ্বলে,
একটী না রৈল অবশেষ।
আসিয়া নারদ হেথা, সকল কহিল কথা,
সগর পাইল বড় ক্লেশ॥
ডাকি আনি অংশুমান্, সগর দিলেন পান,
চল রে অশ্বের অন্বেষণে।
অবিলম্বে অংশুমান্, গেল কপিলের স্থান,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণে॥

ভগীরথের গঙ্গা আনয়নে যাত্রা

রথ ছাড়ি গেল রাজা কপিলের স্থান।
অবনী লোটায়ে স্তুতি করে অংশুমান্॥
অনুগত শিশু আমি কি বলিতে জানি।
আপনার গুণে কৃপা কর মহামুনি॥
কি বলিতে জানি আমি তোমার মহত্ত্ব
পরশিতে নারে তোমা তম-রজঃসত্ত্ব॥
আপনার দোষে মৈল সগর-কুমার।
কৃপাময় প্রভু দোষ নাহিক তোমার॥
অবনী লোটায়ে স্তুতি করে বারে বার।
অনুগ্রহ কর মুনি তুমি কৃপাধার॥
অংশুমানে তুষ্ট হয়ে মুনি দিল হয়।
উপদেশ কহে তাকে মুনি মহাশয়॥
তোর পিতৃগণ ভস্ম হৈল কোপানলে।
গতি নাহি হবে তার বিনা গঙ্গাজলে॥
মুনি প্রদক্ষিণ করি রাজা অংশুমান্।
ঘোড়া আনিয়া দিলেন রাজা বিদ্যমান॥
অশ্বমেধ সাঙ্গ করি সগর নৃপতি।
অংশুমানে রাজ্য দিয়া পাইল দিব্যগতি॥
রাজ্যভার দিয়া সুতে রাজা অংশুমান্।
গঙ্গাহেতু তপস্যা করিল সাবধান॥
কথোকাল তপস্যা করিয়া নৃপমণি।
পুত্রে রাজ্য দিয়া গেল ত্রিদিব-সরণী॥
অংশুমানের পুত্র দিলীপ নৃপতি।
গঙ্গাহেতু তপস্যা করিল মহামতি॥
দিলীপ করিল তপ অযুত বৎসর।
সুতে রাজ্য দিয়া স্বর্গে গেল নৃপবর॥
বংশে রহিলা মাত্র বিধবা রমণী।
তপস্যায় মৈল স্বামী রহে দু-সতিনী॥
একদিন দুর্ব্বাসা তপস্যা করি যায়।
বংশ-বৃদ্ধি হ'ক্ মুনি বর দিল তায়॥
পুত্রবতী হৈবে তুমি আমার বচনে।
মুনির আশিষে রামা দুঃখ ভাবে মনে॥
বংশে পুরুষ নাহি শুন মহাশয়।
অভাগ্য করেছি হবে কেমনে তনয়॥
মুনি বলে কভু মিথ্যা নহে মোর বাণী।
ঋতুকালে সঙ্গ তোরা যাবে দু-সতিনী॥
এতেক বলিয়া মুনি গেলা তপোবনে।
সেই দিনে সঙ্গম হইল দুসতীনে॥
দুই ভগে জনম লভিল ভগীরথ।
শাপে বর অষ্টাবক্র দিল দৃঢ় পথ॥
পাত্রমিত্র লয়্যা তারে কৈল রাজ্যেশ্বর।
ভগীরথে রাজ্য দিয়া কৈল নৃপবর॥
মায়েরে জিজ্ঞাসে ভগীরথ নৃপমণি।
পিতামহগণ কোথা কহ গো জননি॥

কহিল সুন্দরী তারে সর্ব্ব বিবরণ।
মুনি ঠাঁই শুনে রাজা বিশেষ কথন॥
কুলের নিদান জানি ব্রাহ্মণের স্থানে।
গঙ্গা আনিবারে রাজা করিল গমনে॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

জহ্নুমুনি হইতে গঙ্গার উদ্ধার

ইন্দ্র হর ব্রহ্মা সেবিল জগন্নাথে।
আইলা ব্রহ্মার ঘর প্রভু ভগীরথে॥
কমণ্ডলে ছিল গঙ্গা ব্রহ্মা দিল তায়।
গঙ্গা দিয়া ভগীরথে করিল বিদায়॥
প্রসাদ করিয়া গঙ্গা দিল অনুমতি।
তপস্যায় গঙ্গা তুষ্ট করিল ভূপতি॥
ভগীরথে বলে গঙ্গা বর মাগ রায়।
ভগীরথ নিবেদন কৈল অভিপ্রায়॥
ব্রহ্মশাপে মৈল মোর পিতামহগণ।
আপনি যাইবে তার উদ্ধার-কারণ॥
মহীতলে যাত্তে বড় ভয় করি রায়।
মহাপাপিগণ যদি মোর জলে নায়॥
সেই পাপ খণ্ডাইতে বল মোরে পথ।
শুনিয়া গঙ্গার বাণী বলে ভগীরথ॥
বিষ্ণুভক্ত জন তোমার পরশিবে জল॥
এই হেতু পাপ তোমায় না করিবে বল।
তখন শুনিয়া মাতা রাজার ভারতী।
মহেশে সেবিতে তারে দিল অনুমতি॥
আমায় ধারণে প্রভু শিব মহাবল।
নহিলে ভূতল ভেদ যাব রসাতল॥
শিব বরাবর স্তব কৈল জোড় হাথে।
অবনী আসিতে গঙ্গা হর নৈল মাথে॥
হর-শির হৈতে গঙ্গা আইসেন অবনী।
আগে চলে ভগীরথ দিয়া শঙ্খধ্বনি॥
হিমালয়-শিখরে উরিলা নারায়ণী।
গুহা-প্রবেশয়ে গঙ্গা না পান সরণী॥
সুরপতি দুঃখিত দেখিয়া ভগীরথে।
প্রসাদ করিয়া কহেন ঐরাবতে॥

কহিল তাহারে গিরি-গুহা বিদারিতে।
কৃতাঞ্জলি করি গজ কহে জোড় হাথে॥
গজ বলে গঙ্গা যদি দেন আলিঙ্গন।
গুহাকে বিদীর্ণ করি দিব ত গহন॥
গজের বচনে নিবেদিল নরপতি।
আসিবারে গঙ্গা তারে দিল অনুমতি॥
সহিবারে পারে যদি জলের নিঃস্বন।
নিশ্চয় বলিহ তারে দিব আলিঙ্গন॥
ঐরাবত আসি গুহা ভাঙ্গিল দশনে।
জলবেগে গজ পড়ে শতেক যোজনে॥
আপন মুখে ঐরাবত আপনি মারে চড়।
শ্বাস পালটিতে মাত্র গেল হাত্যাগড়॥
(সুমেরু ছাড়িয়া চলিলা নারায়ণী।
কত দূরে তপ করে জহ্নু মহামুনি॥
বৃক্ষাদি ভাসিয়া চলয়ে রাশি রাশি।
স্রোতে ভাসিল মুনির তিল তুলসী॥
ধ্যান ভঙ্গ হৈল মুনি চতুর্দ্দিকে চায়।
তিল তুলসী আমী কেবা লয়ে যায়॥
পুনরপি মুনি ধ্যান করিল সত্বরে।
গঙ্গালয়ে যায় ভগীরথ নৃপবরে॥
কুপিত হইল তবে জহ্নু মুনিবর।
গণ্ডূষে করিল গঙ্গা উদর ভিতর॥
ফিরিয়া দেখয়ে বালা রাজার নন্দন।
হাথে পায়্যা মোর নিধি নৈল কোন্ জন॥
দেখি ভগীরথ মুনি হৈল ভয়ঙ্কর।
তারে স্তব করে রাজা সহস্র বৎসর॥
তপস্যায় তুষ্ট যদি হৈলা মুনিবর।
মুনি বলে রাজা তুমি মাগি লহ বর॥
ভগীরথ বলে গোসাঞি শুন তপোধন।
গঙ্গা দান দেহ মোরে এই নিবেদন॥
তপস্যায় তুষ্ট মোরে হয়ে পশুপতি।
বংশ উদ্ধারিতে মোরে দিল ভাগীরথী॥
তুমি যদি মোরে কৃপা কর তপোধন।
তবে সে হইবে মোর পিতৃ-উদ্ধারণ॥
এতেক শুনিয়া মুনি ভাবে মনে মনে।
গুহদ্বার দিয়া গঙ্গা দিব বা কেমনে॥
মুখ দিয়া জল যদি ফেলি ভাগীরথী।
উচ্ছিষ্ট বলিয়া তবে রাহবে কু-খ্যাতি॥

নখাঘাতে জানু চিরিল তপোধন।
জাহ্নবী বলিয়া নাম ঘোষে সর্ব্বজন॥
মুনি প্রণমিয়া রাজা চলিলা সত্বর।
গঙ্গা পেয়ে ভগীরথ হরিষ অন্তর॥)
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

সগর-বংশ উদ্ধার।

শুন রে কাণ্ডার ভাই, তীর্থ বড় এই ঠাঁই,
রামায়ণে শুনি ইতিহাস।
সগর-বংশের কর্ম্ম, শুনিলে বাড়য়ে ধর্ম্ম,
নাহি রহে পাপের প্রকাশ।
আগে দেখাইয়া পথ, চলে রাজা ভগীরথ,
বায়ুবেগে জলের পয়াণ।
পবিত্র করিয়া ধরা, সুরনদী তীর্থবরা,
আইল সাগর-সন্নিধান॥
আসি গঙ্গা এই পথে, কহিলেন ভগীরথে
কোথা মৈল সগর-নন্দন।
ভগীরথ বলে বাণী, বিশেষ নাহি জানি,
আপনি করহ অন্বেষণ॥
প্রপিতামহের কথা, বিশেষ না জানি মাতা,
কেহ নাহি পুরাতন লোক।
যত দেখি চরাচর, নাহি তব অগোচর,
কৃপা করি দূর কর শোক॥
ভগীরথে কৃপাময়ী, মায়া বুলে ঠাঁই ঠাঁই,
জুড়িলেক বিংশতি যোজন
তনু-পাংশু হাড় নখে, পরশি বৈকুণ্ঠলোকে,
নিল গঙ্গা বিমান গমন॥
এ ঠাঞি সগর-বংশ, ব্রহ্মশাপে হৈল ধ্বংস,
অঙ্গার আছিল অবশেষ।
পরশি গঙ্গার জলে, বিমানে বৈকুণ্ঠে চলে,
সভে হয়্যা চতুর্ভুজ বেশ॥
নারী কি পুরুষ যত, স্বর্গ চলে চড়ি রথ,
উভ বাহে নাচে ভগীরথ।
অমরে দুন্দুভি বাজে, ভগীরথ মহারাজে,
পুষ্পবৃষ্টি করে দেব যত॥
মুক্তিপদ এই স্থান, ইহাতে করিয়া স্নান,
ঝাট চল সিংহল নগরে
তর্পণ করিয়া জলে, ডিঙ্গা লয়্যা সাধু চলে,
গাইল মুকুন্দ কবিবরে॥

শ্রীমন্তের জগন্নাথ দর্শন।

প্রণমিয়া সঙ্কেতমাধবে প্রদক্ষিণ।
তার মেলি সদাগর চলে রাত্রি দিন॥
দক্ষিণে মদনমল্ল বামে বীরখানা।
কেরোয়ালের ঝমঝমি নদী জুড়ি ফেনা॥
কলাহাট ধূলিগ্রাম পশ্চাৎ করিয়া।
অঙ্গারপুরের দহ বাম দিকে থুয়্যা॥
ডানি ভাগে বন্দনা করিয়া নীলাচলে।
উত্তরিল সদাগর সমুদ্রের কূলে॥
গমন করিয়া গেলা বিংশতি দিবসে।
প্রবেশ করিল ডিঙ্গা দ্রাবিড়ের দেশে॥
কনকে রচিত চক্র রূপার শিখর।
উড়িছে শতেক হাথ নেত মনোহর॥
বুহিত্ত রাখিয়া বলে বেণ্যার নন্দন।
আজি এই থানে করি প্রসাদ ভক্ষণ॥
লোচন ভরিয়া সাধু দেখি জগন্নাথ।
অবনী লোটায়্যা স্তুতি করে প্রণিপাত॥
বটবৃক্ষে সদাগর কৈল আলিঙ্গন।
কিনিয়া প্রসাদ অন্ন করিল ভোজন॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

ধন্য ইন্দ্রদ্যুম্ন রায়, বিশ্ব যার যশ গায়,
দ্রাবিড় ভূপাল যশোধন।
দক্ষিণ জলধিকূলে, অক্ষয় বটের মূলে,
আরোপিল দেব নারায়ণ।
মুক্তিপদ এই ঠাঁই, শুন রে কাণ্ডার ভাই,
কহিব পুরাণ-ইতিহাস।
পঞ্চক্রোশ নীলগিরি, ইহাতে কৈবল্য পুরী,
ইথে মৈলে বৈকুণ্ঠে নিবাস॥
পথে বা শ্মশানে মরে, বৃক্ষে বা মণ্ডপে ঘরে,
যথা তথা এই মহাস্থানে।

ইচ্ছা করি যে বা যায়, প্রসঙ্গে সে ফল পায়,
মুক্তি পায় দেহ অবসানে॥
সুভদ্রা বলাই সাথে, দেখ ভাই জগন্নাথে,
সম্মুখে গরুড় মহাবীর।
শুচি হয়ে কর ফোঁটা, প্রদক্ষিণ মণি-কোটা,
কর ভাই বৈকুণ্ঠে মন্দির॥
সম্মুখে বিমলা দেবী, যাহার চরণ সেবি,
ত্যজে নর সংসারবাসনা।
সঙ্গে গুহ লম্বোদর, সেস্থানে আইলা হর,
হরিভাবে দৃঢ় করি মনা॥
পরশি রোহিণীকুণ্ডে, পাপ কর্ম্ম ইথে খণ্ডে,
শুন রে কুণ্ডের ইতিহাস।
এ কুণ্ডে ত্যজিয়া জীব, সাক্ষাৎ হইলা শিব,
কাক গেল বৈকুণ্ঠ-নিবাস॥
মার্কণ্ডেয় হ্রদে স্নান, সিন্ধুতটে পিণ্ডদান,
পিতৃলোক উদ্ধার কারণ।
সেব ভাই নিরন্তর, ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবর,
বটবৃক্ষ কর আলিঙ্গন॥
প্রবল চপল গঙ্গা, স্নান কর শ্বেতগঙ্গা,
নীলমাধবে কর নতি।
ক্ষিতিতে বৈকুণ্ঠপুরী, আমি কি বর্ণিতে পারি,
ইথে সব দেবতার স্থিতি॥
যে বা যার অভিলাষী, অন্তকালে বারাণসী,
লভে যে বা পায় দিব্যগতি।
একদণ্ড বিশ্রামে, সে গতি পুরুষোত্তমে
বটমূলে যদি করে স্থিতি॥
নীল শৈলে অবতার, চারি বর্ণ একাকার,
কিনি হাটে খায় ভাত পিঠা।
প্রসাদ গঙ্গার জল, ভোজন সমান ফল,
এই অন্ন সুধা হৈতে মিঠা॥
কি আর বুঝাব তোমা, যে অন্ন রান্ধেন রমা,
ভোজন করেন জগন্নাথে।
সুস্বাদ গঙ্গার জল, ভোজন সমান ফল,
দরশনে কলুষ নিপাতে॥
ধন্য ক্ষেত্র জগন্নাথ, বাজারে বিকায় ভাত,
কোথাও না শুনি হেন বোল।
ত্রিসন্ধ্যা বিকায় হাটে, সূপ ঘণ্ট পুরী ঘাটে,
আলু-বড়া সুকুতার ঝোল॥

ক্ষীরখণ্ড ছানা লাড়ু, নানা পানা ভরি গাড়ু,
ক্ষীরপুলী পদ্মচিনি ছানা।
বিণ্ডা ত্যাজিয়া পাণ্ডা, কিনয়ে অমৃত মণ্ডা,
হাটে চাকি বুঝ স্বাদুপানা॥
ছোলা বড়ি কলাবড়া, আর্দ্রকে বার্ত্তাকু-পোড়া,
মানের বেসারি আদাঝাল।
নাফরা ব্যঞ্জন রাজা, ঘৃতে পলাকাড় ভাজা,
মধুরুচি ব্যঞ্জন রসাল॥
পথশ্রম হবে মন্দা, কিনহ ভোড়ানি জোন্দা,
মরিচ সমান যার ভার।
আজানুলম্বিত জটা, পাকাড় সন্ন্যাসী ঘটা,
অন্ন মাঙ্গে ফিরিয়া বাজার॥
প্রসাদ শুখান অন্ন, ভেদ নাহি চারি বর্ণ,
দেশান্তরে বয়্যা লয়্যা খায়।
ক্ষেত্রে বা অক্ষেত্রে খাই, এই অন্ন সুধাময়ই,
ভুঞ্জিলে যমের নাহি দায়॥
অন্নের বাজার মাঝে, পঞ্চশব্দি বাদ্য বাজে,
ঝাট্যাতি বাইতি লয় তোলা।
সুগন্ধি মল্লিকা দনা, কিনয়ে সকল জনা,
তুলসী কাষ্ঠের কণ্ঠমালা॥
কহি আমি শুন নিষ্ঠে, কুকুর মুখের ভ্রষ্ট,
প্রসাদ না কর চিত্তে আন।
ত্যজ ভাই মিছা যুক্তি, ভুঞ্জিয়া সাধহ মুক্তি,
নহে যজ্ঞ ভোজন সমান॥
অযোধ্যা মথুরা মায়া, যথা কৃষ্ণ-পদচ্ছায়া,
কাশী কাঞ্চী অবন্তী দ্বারকা।
হরিপদ আর যত, বিশেষ বলিব কত,
এই পুরী মুক্তির সাধিকা॥
বড় ধন্য নীলগিরি, ইহাতে থাকিয়া হরি,
পদবী লভিলা জগন্নাথ।
বিস্তার উৎকলখণ্ডে, কত কব একদণ্ডে,
ঝাট চল করি প্রণিপাত॥
কৈয়ড়ি বংশজাত, মহামিশ্র জগন্নাথ,
এক ভাবে সেবিল গোপাল।
কবিত্ব মাগিয়া বর, মন্ত্র জাপ দশাক্ষর,
মীনমাংস ছাড়ি বহু কাল॥
গুণিরাজ মিশ্রসুত, সঙ্গীত কলায় রত,
বিচারিয়া অনেক পুরাণ।

নৌতুন কবিত্ব রসে, নৃপতির অভিলাষে,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান।

শ্রীমন্তের সেতুবন্ধ-গমন।

রাজরাজেশ্বরে শত দণ্ডবৎ হয়্যা।
চলিলেন সদাগর বুহিত বাহিয়া॥
যদি পিতৃ সনে মোর হয় দরশন।
তবে দেউল বেড়্যা দিব পঞ্চরতন॥
প্রসাদ কিনিয়া নায়ে কৈল আরোহণ।
রাত্রি দিন চলে সাধু অন্য নাহি মন॥
বাহ বাহ বলিয়া ডাকয়ে সদাগর।
হাথে দণ্ড কেরোয়াল বসিল গাবর॥
চলকা চলয়ে ডিঙ্গা পশ্চাৎ করিয়া।
বালিঘাটা রামপুর বামদিকে থুয়্যা॥
বামভাগে চুরাই গুহা রহে কথো দূর।
ডিঙ্গার ধাউনী পাইল কলধোতপুর॥
ফিরিঙ্গীর দেশখান বাহে কর্ণধারে।
রাত্রে বাহিয়া আইসে হারামাদের ডরে॥
চিঙ্গিড়ির দহেতে ডিঙ্গা দিল দরশন।
গোঁফ উভ করে যেন খাগড়ার বন॥
সদাগর বলে শুন কাণ্ডার বুলন।
মধ্য গাঙ্গে দেখি কেন খাগড়ার বন॥
কর্ণধার আছিলেন বুদ্ধির আগলি।
সে দহে ফেলিয়া দিল গুড় চাউলি॥
সেই দহ সদাগর পশ্চাৎ করিয়া।
কাঁকড়ার দহে ডিঙ্গা দিল চাপাইয়া॥
নৌকার বাস কেরোয়াদের ঘা পায়।
দাড়ায় ধরিয়া তারা বুহিত রহায়॥
দেশের কাঁকড়া রাড় চোয়াড়েতে খায়।
এ দেশের কাঁকড়া বুহিত রহায়॥
বড়ই সেয়ান সেই উত্তর্যা বাঙ্গাল।
নৌকায় পড়িয়া ডাকে যেমন শৃগাল॥
শৃগালের বোল তারা জল হৈতে শুনে।
অমনি প্রবেশ কৈল পাতাল ভুবনে॥
তার প্রয়োজন কত কাণ্ডার করিল।
সই দহ সদাগর বাহি এড়াইল॥
চন্দ্রশল্য দ্বীপখান বাম দিগে থুয়্যা।
ত্বরা ত্বরি যায় সাধু কড়ি-দহ দিয়্যা॥
ডানি দিগে রহে দ্বীপ নাম আবর্ত্তন।
কুম্ভীরিয়া দহে সাধু দিল দরশন॥
নৌকার বাস কেরোয়ালের ঘা পায়।
খাজুরের বৃক্ষ যেন ভাসিয়া বেড়ায়॥
শ্রীপতি বলেন শুন কর্ণধার ভাই।
এ সব বিষম দহ কেমনে এড়াই॥
কর্ণধার আছিলেন বুদ্ধির আগল।
সে দহে ফেলিয়া দিল পোড়ায়্যা ছাগল।
বাবুই ইষার মূল নৌকায় বান্ধিয়া।
বুদ্ধিবলে যায় সাধু সর্পদহ দিয়া॥
মল্লহরির দ্বীপখান থুয়্যা বাম ভিতে।
জোঁকদহে তার ডিঙ্গা হৈল উপনীতে॥
লহ লহ করে জোঁক যেন করিকর।
চুণ ক্ষার গুলে তথা দিল কর্ণধার॥
পাঞ্চজন্য দ্বীপখান থুয়্যা সাধু বামে।
শঙ্খদহে একদিন করিল বিশ্রামে॥
বামভাগে দেখে সাধু লঙ্কার ময়াল।
উত্তরিল সেতুবন্ধ রামের জাঙ্গাল॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

সেতুবন্ধ-বিবরণ।

শুন সেতুবন্ধনের ঘটন।
রঘুবংশের ইতিহাস, শুনিলে কলুষ নাশ,
যম সনে নহে দরশন॥
ত্রিভুবন অবতংসে, আছিল মিহির-বংশে,
দশরথ নামে নরপতি॥
সুতসম দেখি প্রজা, অবনী পালেন রাজা,
অযোধ্যায় যাহার বসতি॥
রূপে জিনি দেবমায়া, নৃপতির তিন জায়া,
কৌশল্যা সুমিত্রা কেকয়ী।
কৌশল্যানন্দন হরি, রামরূপে অবতরি,
রণভূমে নিশাচরজয়ী॥
ভরত কেকয়ীসুত, রূপে গুণে অদভুত,
সুমিত্রানন্দন দুই ভাই।

যমক লক্ষ্মণ আর, শত্রুঘ্ন পুরুষসার,
অনুজন্মা সমরবিজয়ী ॥
চারি পুত্র বড় তেজা, দেখি আনন্দিত রাজা,
নৃপতি আছেন সিংহাসনে।
সাধিতে যজ্ঞের কাম, মুনি বিশ্বামিত্র নাম,
আল্য দশরথ সন্নিধানে ॥
মুনির বচন শুনি, পাঠাইলা নৃপমণি,
শ্রীরাম লক্ষ্মণ মুনিসনে।
পথেতে তাড়কা মারি, মুনির কৌতুক করি,
দুহে নিল যজ্ঞের সদনে ॥
পূর্ণ করি নিজ যজ্ঞ, মুনি ভারি কর্ম্মবিজ্ঞ,
দুঁহে নিল জনক সদন।
তথা রাম কুতুহলে, নৃপতির মধ্যস্থলে,
হরধনু করিল ভঞ্জন ॥
দেখি বড় অদভুত, অযোধ্যা পাঠান দূত,
দিয়া চারু হয় দিব্য যান।
শত্রুঘ্ন ভরত সাথে, আইল নৃপ দশরথে,
জনক করিল বহুমান ॥
ত্রিভুবনে এক ধন্যা, রামে দিল সীতা কন্যা,
কঙ্কণ কিঙ্কিণী ভূষাবতী।
সীতানুজা তিন সুতা, রামানুজে দিল তথা,
সবিনয়ে জনক ভূপতি ॥
চারি পুত্রবধূ সাথে, চড়ি চারু দিব্য রথে,
অযোধ্যা চলিলা মহীপতি।
হরধনু-ভঙ্গ শুনি, রুষিয়া ভার্গব মুনি,
আগুলিল রামের পদ্ধতি ॥
পরশুরামের গর্ব্ব, শ্রীরাম করিলা খর্ব্ব,
স্বর্গপথ রুদ্ধ এক শরে।
অমরে দুন্দুভি বেণী, শঙ্খ পড়া বাজে শানি,
রাম আল্য অযোধ্যা নগরে ॥
রামে অনুগত প্রজা, দেখি দশরথ রাজা,
সিংহাসন দিতে কৈল মন।
দারুণ কেকয়ী পাকে, বনে পাঠাইল তাকে,
সঙ্গে গেলা জানকী লক্ষ্মণ ॥
ভ্রমিতে কানন পথে, শর ধনু করি হাথে
বিরাধের করিল নিধন।
বাস করি পঞ্চবটী, শূর্পণখার নাক কাটি,
বধ কৈল খর ও দূষণ ॥

শূর্পণখা গিয়া লঙ্কা, দশাননে দিল শঙ্কা,
কহিল সীতার রূপ-কথা
মারীচ সহায় করি, তপস্বীর বেশ ধরি,
আল্য বীর রাম-কুঁড়ে যথা ॥
আসি হেমমৃগী বেশে, সীতার নিকট দেশে,
নাচয়ে মারীচ নিশাচর।
সীতার সাধিতে কাম, শর ধনু হাথে রাম,
অনুপদি হল্য রঘুবর ॥
গিয়া প্রভু কত দূরে, মারীচ মারিল শরে,
পড়ে বীর ডাকিয়া লক্ষ্মণে।
রামের সঙ্কট বুঝি, সীতা-শোকসিন্ধু মজি,
পাঠাল্য লক্ষ্মণে অন্বেষণে ॥
শূন্য দেখি নিকেতন, আল্য তথা দশানন,
সীতা হরি নিল দিব্য যানে।
সময়ে জটায়ু মারি, রাক্ষসের অধিকারী,
থুইল সীতা অশোকের বনে ॥
মৃগ বধি আসি রাম, শূন্য দেখি নিজ ধাম,
মূর্চ্ছিত পড়িলা ভূমিতলে।
মনেত ভাবিয়া ব্যথা, দুজনে চাহিয়া সীতা,
জটায়ু দেখিল কত কালে ॥
কহিয়া সকল রামে, পক্ষী গেলা স্বর্গধামে
রাম তারে দিল ঊর্দ্ধগতি।
ভ্রমিতে কানন পথে, সুগ্রীব বানর সাথে,
সখা ভাব কৈল রঘুপতি ॥
দুহেঁ রহি একস্থলে, ভাসেন লোচন-জলে,
দোঁহে দুঃখ করে নিবেদন।
এক বাণে বালি বধি, সুগ্রীবের কাজ সাধি,
দুহেঁ বৈসে শিখর কানন ॥
রামের সাধিতে কাজ, হনুমানে কপিরাজ,
পাঠাইল সীতা অন্বেষণে
গেলে সিন্ধু পার হয়্যা, সীতার বারতা লয়্যা,
পোড়ায়্যা লঙ্কা আল্য রাম স্থানে ॥
দূত মুখে শুনি কথা, যেমতে আছেন সীতা,
সঞ্চয় করিয়া কপিবলে।
রামের সাধিতে কাজ, সুগ্রীব বানররাজ,
উপস্থিত সমুদ্রের কূলে।
কপিমুখে কথা শুনি, শোকাকুল রঘুমণি,
লোটাইয়া কান্দেন ধরণী।

সুগ্রীবের হাথে ধরি, বলেন রাম দৃঢ় করি,
মোর দুঃখ ঘুচাবে আপনি ॥
মেলি কপিগণ যত, শিলা তরু পর্ব্বত,
নলের আনিয়া এড়ে পাশে ।
নলের পরশে ভাসে, দেখি কপিগণ হাসে,
সেতু বন্ধ হৈল এক মাসে ॥
দেখি সমুদ্রের গতি, রোষযুত রঘুপতি,
উপবাস সমুদ্রের কূলে ।
কোপে হয়্যা কম্পবান্, করে লয়্যা ব্রহ্মবাণ,
গুণ দিলা ধনুকের হুলে ॥
শ্রীরাম জুড়িলা বাণ, ভয়ে সিন্ধু কম্পবান্,
করজোড়ে মানিল বন্ধন
হুঙ্কার ছাড়িয়া কাঁপে, ফেলিয়া ধনুক লোফে,
ভুজবলে বধিব রাবণ ॥
সীতার উদ্ধার হেতু, সমুদ্রে বান্ধিয়া সেতু,
পার হৈলা রঘুর নন্দন ।
সুগ্রীব অঙ্গদ নল, নীল হনূ কপিবল,
বেড়িল লঙ্কার উপবন ॥
বিভীষণ পরাভবে, রামের শরণ লভে,
গড় বেড়্যা কপি দিল থানা ।
সোণার পাচীর ঘর, ভাঙ্গে যত কপিবর,
তরুলতা ভাঙ্গে যত সেনা ॥
ইহা শুনি দশানন, নিয়োজে রাক্ষসগণ,
ত্রিশিরা নিকুম্ভ ইন্দ্রজিতে
দেবান্তক নিশাচর, নরান্তক মহোদর,
অতিকায় আদি যত সুতে ॥
পার হৈয়া প্রভু রাম, বেড়িলেন লঙ্কাধাম,
দ্বারে দ্বারে নিয়োজিল সেনা ।
যুকতি করিয়া স্থির, পাঠান অঙ্গদ বীর,
রাক্ষসের করিতে গঞ্জনা ॥
অঙ্গদ বীরের বোলে, দশানন কোপে জ্বলে,
সেনা সাথে করিবারে রণ ।
করিয়া অনেক মান, ইন্দ্রজিতে দিল পাণ,
সঙ্গে দিল নব লক্ষ জন ॥
রাক্ষসে বানরে রণ, সচকিত দেবগণ,
ইন্দ্রজিত উঠিল আকাশে
চড চাপড়ে রণ, করয়ে বানরগণ,
রাম লক্ষ্মণ বন্ধে নাগপাশে ॥
জয় করি সংগ্রাম, ইন্দ্রজিত গেল ধাম,
মুক্ত রাম গরুড় স্মরণে ।
সঙ্গে সেনা লক্ষ লক্ষ, পাঠাইল বিরূপাক্ষ,
রাম তারে করিল নিধনে ॥
বিষম সমরে ধীর, সুগ্রীব অঙ্গদ বীর,
কুমুদ পনস হনূমান্ ।
চড় চাপড়ে রণ, করয়ে বানরগণ,
যত সেনা ত্যজিল পরাণ ॥
সকল বিনাশ দেখি, দশানন হৈল দুখী,
রথে চড়ি যুঝে রাম সনে ।
রাবণে বিধাতা বাম, প্রথম সমরে রাম,
মুকুট কাটিল চন্দ্রবাণে ॥
সুমিত্রানন্দন-বাণে, ইন্দ্রজিত পড়ে রণে,
পরাভব চিন্তিল রাবণ ।
কুম্ভকর্ণে প্রবোধিল, রাম-বাণে সেহ মৈল,
দশানন কৈল বহু রণ ॥
রামের সাধিতে মান, ইন্দ্র পাঠাইল যান,
সেই রথে সারথি মাতলি
চড়ি রাম সেই যানে, যুঝে রাবণের সনে,
দেখি দেবগণ কুতূহলী ॥
বাণে মহামন্ত্র পড়ি, ব্রহ্মাস্ত্র ধনুকে জুড়ি,
মাইল বাণ রাবণের বুকে ।
রথ হৈতে বীর পড়ে, কদলী যেমত ঝড়ে,
শোণিত নিকলে দশ মুখে ॥
রাবণ পড়িল রণে, ইন্দ্রের সন্তোষ মনে,
বিভীষণ বৈসে সিংহাসনে ।
পেয়ে শুভক্ষণ বেলা, চড়িয়া পাটের দোলা,
সীতা আইল রাম সন্নিধানে ॥
সীতার বদন দেখি, প্রভু রাম হৈল দুখী,
করাইল পরীক্ষা দহনে ।
বাধিয়া রাক্ষসনাথে, দেশেরে যাইতে পথে,
সমুদ্র করিল নিবেদনে ॥
শুনি সেতু পরবন্ধ, কর্ণধারে লাগে ধন্ধ,
সেতুভঙ্গ কৈল কোন্ জন ।
মনের সন্দেহ নাশে, সাধু কহে প্রিয়ভাষে,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

সেতু-ভঙ্গ বিবরণ।

যেই হেতু সেতুভঙ্গ, শুনিলে বাঢ়য়ে রঙ্গ,
অবধানে শুন কর্ণধার
এই পথে যাইতে রাম, নিবেদন কৈল কাম,
প্রণতি করিয়া পারাবার॥
শুন প্রভু কোমললোচন।
মোর মুণ্ডে পাড়ি বাজ, সাধিলে আপন কাজ,
না ঘুচালে আমার বন্ধন॥
রাবণ তোমার অরি, আমি দোষ নাহি করি,
পর-দোষে দণ্ড কৈলে মোরে।
বিচারে পণ্ডিত তুমি, তোমা কি বুঝাব আমি,
বান্ধা গেলুঁ যেন খণ্ড চোরে॥
আমি চরকাল বাত্তি, সগর রাজার কীর্ত্তি,
তুমি হে সগরবংশধর।
রাবণে করিয়া কোপ, নিজ কীর্ত্তি কর লোপ,
লঙ্ঘিবেক শৃগালে সাগর॥
তুমি করি দিলে পথ, পার্য়াবে রাক্ষসগণ,
জনপদ হবে প্রেতপুর।
ধর্ম্মপথে দিয়া দৃষ্টি, রাখহ আপন সৃষ্টি,
আমার বন্ধন কর দূর॥
আমা লঙ্ঘে হনুমান্, সহিলাম অপমান,
কেবল তোমার অনুরোধে।
মোর যত উপবন, লুটিলেক কপিগণ,
তোমা দেখি না করিলুঁ ক্রোধে॥
সমুদ্রের শুনি কথা, শ্রীরামে লাগিল ব্যথা,
আজ্ঞা দিল সুমিত্রানন্দনে
লক্ষ্মণ ধনুকছলে, সেতু ভঙ্গ কৈল হেলে,
তিন ঠাঁই দ্বাদশ যোজনে॥
শ্রীরাম বান্ধিলা সেতু, রাবণ বিনাশ হেতু,
কহিলেক বাল্মীক পুরাণে।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্ধ,
শ্রীকবিকঙ্কণে রস ভণে॥

শ্রীমন্তের কমলে কামিনীদর্শন

সেতুবন্ধ সদাগর পশ্চাৎ করিয়া।
চলিলেন সদাগর বুহিত বাহিয়া॥
চন্দ্রকূট পর্ব্বতখান যক্ষরাজার দেশ।
সে ঘাটে সাধুর ডিঙ্গা করিল প্রবেশ॥
মোহনাতে সাঁতাখালী প্রবেশে হাড়খাল।
তাহা ত্যাগ করি গেল লঙ্কার মহাল॥
অলঙ্ঘ্য সাগর জানি বামে নাহি স্থল।
পথিককে জিজ্ঞাসে কত যোজন সিংহল॥
রাত্রি দিন চলে সাধু তিলেক না রহে।
উপনীত শ্রীপতি হইলা কালীদহে॥
পদ্মাবতী সনে যুক্তি করিয়া অভয়া।
শ্রীমন্তেরে ছলিবারে পাতিলেন মায়া॥
আপনি করিল মায়া হরের বনিতা।
চৌষট্টি যোগিনী হৈল কমলের পাতা॥
অমলা কমল হৈল পদ্মা কবিবর।
হাসিতে লাগিল শতদলের উপর।
কত কুড়ি হৈল কত ফুল বিকসিত।
ভ্রমরা মজিল তাথে ভ্রমরী সহিত॥
মজিলেন মায়াময় কমলকানন।
সদাগর বিনে নাহি দেখে অন্য জন॥
পদ্মরাগ মণিগণ পদ্মমার ধারা।
গগনমণ্ডলে কেন উদয় হৈল তারা॥
কেহ বিকিকিনি করে লইয়া পসার।
মায়াময় হৈল পুরী বিচিত্র বাজার॥
অভিপ্রায়ে দেখি যেন ইন্দ্রের নগরী।
নৃত্যগীত আনন্দিত বিলক্ষণ পুরী॥
কেহ কোনখানে কারে চামর ঢুলায়।
নরশিরমালা কেহ পরয়ে গলায়॥
এক মূর্ত্তি আর মূর্ত্ত নগরের মাঝে।
আর মূর্ত্তি ধরিয়া গিলয়ে গজরাজে॥
পুষ্পের ধনুকে মাতা করিয়া সন্ধান।
শ্রীপতির হৃদয়ে মারিলা কামবাণ॥
মোহ গেলা ছিন্নপাতি শয়ের উপর।
চেতন করিলা তারে পাঠ্যার পাবর॥
রাজপদ্মিনী দেখি কমলের বনে।
কন্যাকে ধরিয়া নিলে রাখে কোন্ জনে॥
কর্ণধার বলে অবোধিয়া সদাগর।
কোথা কি দেখিলে তুমি কামিনী কুঞ্জর॥
বড়ই দুর্জ্জন এই রাজা শালবান্।
ধনবৃত্তি লয় আর বধয়ে পরাণ॥

অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

কালীদহ বর্ণন।

শ্রীমন্ত বলেন ভায়্যা, শুনরে সকল নায়্যা,
রাখ ডিঙ্গা পুতিয়া আলান
দেখিলাঙ কি শতদল, অতি পরিমিত জল,
চরে পাছে ঠেকে ডিঙ্গাখান ॥
দেখ কর্ণধার ভায়্যা, শুন রে সকল নায়্যা,
দেখ, মনোহর কমল উদ্যান।
ধন্য সিংহলের রাজা, কিবা করে শিবপূজা,
কিবা পুজে প্রভু ভগবান্।
শ্বেত রক্ত নীল পীত শতদলে বিকসিত
কহ্লার কুমুদ কোকনদ।
হেন হয় মোর জ্ঞান দেবতার এ উদ্যান,
দেখি বড় কুসুম সম্পদ ॥
হেন মোর লয় মতি বিধাতার নহে কৃতি,
অপরূপ দেখি কালীদহে
কমল কুমুদ ফুটে কান্তি কার নাহি টুটে
চিত্রগন্ধ লৈয়া বায়ু বহে ॥
মধুকর সনে বধূ বিকচ কমলে মধু,
পান করি গায় কল গীত।
গীতে সমাহিত মন দলে দলে মৃগীগণ
যেন রহে চিত্রের নির্ম্মিত।
কমল পরাগে গোর, আমার লোচন চোর,
ফিরি ফিরি বুলে অলিকুল।
ক্ষণেক কৈরবে বৈসে ক্ষণে মত্ত মধুরসে
বিরহী জনার চিত্তশূল ॥
ডাহুক ডহুকী ডাকে চক্রবাকী চক্রবাকে
বদনে বদনে আলিঙ্গন।
চারি পাঁচ মিলি যামি তাণ্ডব করয়ে কামী
মন্দ মন্দ মেঘের গর্জ্জন ॥
নাহি লখি কিবা হেতু এককালে ছয়ঋতু
গ্রীষ্ম হিম শিশির বসন্ত।
সঙ্গে মকরকেতু বরিষা শরৎ ঋতু
বিরহী জনের করে অন্ত ॥

রাজহংস করে কেলি, কৌতুকে মৃণাল তুলি,
প্রিয়ামুখে করে আরোপণ।
চঞ্চুপুটে বিন্ধি মাছে, সারস সারসী নাচে,
উড়ে বৈসে খঞ্জনী খঞ্জন ॥
সাধুর বচন শুনি, কর্ণধার বলে বাণী,
তুমি ধন্য ধন্য ভাগ্যবান্।
সকল বিদ্যার বন্ধু, অশেষ গুণের সিন্ধু,
আমি অন্ধ থাকিতে নয়ান ॥
দেখিয়া কমল-শোভা, সাধুকে লাগিল লোভা,
অভয়া পুজিব শতদলে।
অপরূপ বন দেখি, সদাগর মুদে আঁখি,
কুসুমনিকর পরিমলে ॥
পুন সাধু মিলে আঁখি, নবদলে শশিমুখী,
গিলিয়া উগারে করিবরে
দেখি সাধু সচকিত, মুকুন্দ রচিল গীত,
সুখে থাকি আরড়া নগরে ॥

কমলে কামিনীর রূপবর্ণন।

অপরূপ দেখ আর, ওরে ভাই কর্ণধার,
কমলে কামিনী অবতার।
ধরি রামা বামকরে, উগারয়ে করিবরে,
পুনরপি করয়ে সংহার ॥
কমল কনক রুচি, স্বাহা স্বধা কিবা শচী,
মদনমঞ্জরী কলাবতী।
সরস্বতী কিবা উমা, চিত্রলেখা তিলোত্তমা,
সত্যভামা রম্ভা অরুন্ধতী ॥
উরুযুগ সুন্দর, নাভি গভীর সর,
বাহুযুগ মৃণাল-সঙ্কাশ।
বিমল অঙ্গের আভা, নানা অলঙ্কার শোভা,
অন্ধকার করয়ে বিনাশ ॥
হেমময় হার ছলে, কি শোভা তাহার গলে,
স্থির হয়্যা সৌদামিনী বৈসে।
নিরুপম পরকাশ, মন্দ মধুর ভাষ,
আইসে ভঙ্গী শিখিবার আশে॥
কলাপি-কলাপ কেশ, ভুবনমোহন বেশ,
পায়ে শোভে সোণার নূপুর।
প্রভাতে ভানুর ছটা, কপালে সিন্দুর ফোটা,
রবির কিরণ করে দূর ॥

রাজহংস-রবজিনি, চরণে নূপুরধ্বনি,
দশ নখে দশ চান্দ ভাসে।
কোকনদ দর্পহর, শোভিত যাবক কর
অঙ্গুলী চম্পক পরকাশে ॥
অধর বিম্বক বন্ধু, বদন শরদ ইন্দু,
কুরঙ্গ-খঞ্জন বিলোচন।
অতসী-কুসুম তনু, ভুরুযুগ কামধনু,
সুগন্ধি চন্দন বিলেপন ॥
শ্রবণ উপর বেশে, হেমের কলিকা ভাসে,
কিঞ্চিত কম্পিত কেশপাশে।
আষাঢ়িয়া মেঘ মাঝে, যেমন বিদ্যুত সাজে,
পরিহরি চপলতা দোষে ॥
বালা অতি কৃশোদরী ভার দুই কুচগিরি,
নিবিড় নিতম্ব অতি ভার।
বদন ঈষত মেলে, কুঞ্জর উগারি গিলে,
জাগরণে স্বপন প্রকার ॥
রামার ঈষত হাসে, গগনমণ্ডল ভাসে,
দন্তপাঁতি বিজিত বিজুলি।
বদনকমল-গন্ধে, পরিহরি মকরন্দে,
কত কত শত ধায় অলি ॥
দুই করে শোভে শঙ্খ ভুবনে উপমা রঙ্ক,
গলায় দুলিছে হেমহার।
সুবর্ণকুণ্ডল দোলে, কপালে বিজুরী খেলে,
তনুরুচি খণ্ডে অন্ধকার ॥
দেখি সাধু শশিমুখী, কর্ণধারে করে সাখী,
কর্ণধার করে নিবেদন।
কবা পদ্ম শশিমুখী, আমি কিছু নাহি দেখি,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

কমলে কামিনী দর্শনে শ্রীমন্তের বিতর্ক।

শুন রে কাণ্ডার ভাই বিপরীত দেখি।
কহিব রাজার আগে সবে হও সাখী ॥
যোজনেক প্রমাণ গম্ভীর বহে জল।
ইথে উপজিল ভাই কেমনে কমল ॥
সমীর মিলিয়া অতি বেগে বহে নীর।
কেমনে কমল গজ হৈল ইথে স্থির ॥
কমলিনী নাহি সহি তরঙ্গের ভর।
তরঙ্গ হিল্লোলে রামা করে থর থর ॥
নিবসে পদ্মিনী তায় ধরিয়া কুঞ্জর।
হরি হরি নলিনী কেমনে সহে ভর ॥
হেরে কমলিনী উগারয়ে যুথনাথে।
পলাইতে চাহে গজ ধরে বাম হাথে ॥
পুনরপি রামা ধরি করয়ে গরাস।
দেখিয়া হৃদয়ে বড় লাগিল তরাস ॥
পুরুষ দেখিয়া রামা নাহি করে লাজ।
বাম করে ধরিয়া গিলয়ে গজরাজ ॥
খদির তাম্বূল রাগ ওষ্ঠে নাহি ছাড়ে।
গজ গিলে কামিনী চোয়াল নাহি নাড়ে ॥
অগাধ সলিলে ভাসে বিচিত্র কানন।
পঞ্চম গায় অলি নাচে শিখিগণ ॥
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে মত্ত মধুকর।
পরাগে ধূসর আর চারু কলেবর ॥
বিকশিত কুন্দবন কুসুম মালতী।
দামিনী মরুয়া ফুল ফুটে জাতি যুথী ॥
ফুটিছে মাধবী লতা পলাশ কাঞ্চন।
কুন্দ কুসুম আর বকুল রঙ্গণ ॥
তাহার উপরে চন্দ্রাতপ মনোহর।
নেতের পতাকা উড়ে ধবল চামর ॥
বেষ্টন পাটের থোপ মুকুতার মাল।
বিচিত্র বিনোদ তাহে সুরঙ্গ প্রবাল ॥
তার মাঝে বিকশিত কমল-কানন।
কেমনে কামিনী চাহে সংহারে বারণ ॥
উগারিয়া মত্তকরী ধরে অবহেলে।
ঈষৎহাসিয়া পুন চৌদিক নেহালে ॥
ক্ষণে ক্ষণে হাসে রামা নাচে বাহু তুলি।
পঞ্চম গায় গীত রাগিণীরা মেলি ॥
রবাব মুরজ ডম্ফ করয়ে বাদন।
রঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করে বিদ্যাধরীগণ ॥
কিবা ঊষা কিবা উমা রতি অরুন্ধতী।
ভৈরবী ভবানী কিবা লক্ষ্মী সরস্বতী ॥
ডাকিনী হাকিনী কিবা শাঙ্খিনী যোগিনী।
কাণ্ডুরের কামিখ্যা কিবা ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী ॥
বুঝিতে না পারি এই কন্যার চরিত।
হেন বুঝি বিধি মোরে করে বিড়ম্বিত ॥

পত্রে তুলি লৈল সাধু করিয়া লিখন।
কহিব রাজার আগে সব বিবরণ ॥
কমল কুঞ্জর কান্তা দেখে সদাগর।
আর কেহ নাহি দেখে নায়ের নফর ॥
নিমিষেকে লিখন লিখিল প্রিয়পাত।
মনেতে ভাবিয়া সাধু করয়ে যুকতি ॥
যে কালে হইল প্রভু যশোদানন্দন।
বাল্যক্রীড়া করি কৈল মৃত্তিকা ভক্ষণ ॥
যশোদা ধরিয়া কৃষ্ণে করিল দমন
কুবুদ্ধি করহ কেন মৃত্তিকা ভক্ষণ ॥
যদি মুখ বিস্তারিল দেব চক্রপাণি।
বিশ্বরূপ বদনে দেখিল নন্দরাণী ॥
সলিল পর্ব্বত সিন্ধু ধরণীমণ্ডল।
যশোদা কৃষ্ণের মুখে দেখিল সকল ॥
তেন মত ছেলে মোকে কেমন দেবতা।
নহে কি কামিনী হয়ে গিলে গজমাথা ॥
পুনরপি লৈল সাধু করিয়া লিখন।
কহিব রাজার আগে সব বিবরণ ॥
রাজার সভাতে আছে সুপণ্ডিত জন।
অবশ্য জানিবে তারা এসব কারণ ॥
বাহ বাহ বলিয়া ডাকয়ে সদাগর।
নিকট হইল রাজ্য সিংহল নগর ॥
জল বিসর্জ্জন দিয়া করিল গমন।
রত্নমালার ঘাটে ডিঙ্গা দিল দরশন ॥
গোঁজে বান্ধি থুইল নৌকা লোহার শিকলে
বাদ্য করি সদাগর উঠিলেন কূলে ॥
রত্নমালার ঘাটে শুনি দামামার ধ্বনি।
রূপাত্রে চমকিত হৈলা নৃপমণি
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

সিংহলে শিবির-স্থাপন।

ললিত রাগ।

কূলে উঠি নাইয়া পাইট বাজার বাজনা।
সিংহল নগরে, সব ঘরে ঘরে,
চমকিত সর্ব্বজনা ॥

বরগোঁ ভেরী, বাজায়ে লহরী,
ঘন বাজে বীরকালী
শিঙ্গা কাড়া, বাজায়ে পড়া,
শ্রবণে লাগয়ে তালী ॥
ধিঙ্গ্ ধিঙ্গ্ মঙ্গল, বাজে স্বরমণ্ডল,
বীণা বাজে জীন জীন।
ডুমু ডুমু ডম্বুর, পুরিল অম্বর,
পাখাজু বাজে তিন তিন ॥
তাকা তাগ্ তিনি তিনি, মৃদঙ্গ করে ধ্বনি,
ঝাক ঝাক বাজে করতাল।
মন্দিরা ঠনঠন, ভ্রমপ সাহিনী,
ভোঁ ভোঁ বাজে করনাল ॥
নাগারা ঢেক ঢেক, খরিচ পেক পেক,
জয়ঢাক বাজয়ে বাঁশী।
কামঠা করঙ্গী, ভাণ্ড ভাণ্ড ভরঙ্গী,
ভুম্ব ভুম্ব ভুম্বক কাঁশী ॥
চৌদিকে ধাঁ ধাঁ বাজয়ে দাধা,
তবকি তবকে রোল।
কেহ দেয় উড়া পাক, বাজায়ে বীরঢাক,
কেহ কার না শুনে বোল ॥
সপ্তস্বরা ঠনকি, ঝন ঝন ঝমকি,
ভেরী বাজে খোঙ খোঙ।
ঘরঘর পরঘর, বাজয়ে মাদল,
শিঙ্গা বাজে ভোঁ ভোঙ ॥
রবাব চিনি চিন, খঞ্জনি তিনি তিনি,
ডিডাঙ ডাঙ্ ড্ চাক ॥
ঢাল সাঠে ফরিকার, করয়ে দুর্দ্ধার,
নিকটের না শুনি ডাক ॥
কোন কোন গুণিজন, করয়ে বিরচন,
ভালে দেয় চন্দন পঙ্ক।
তাড়ি ভালা ভাণ্ড মাল, করয়ে নির্ম্মাণ,
রূপকে পাতিল অঙ্ক ॥
গিড় গিড় গড়্ড়ি, বাজয়ে পগরী,
ঘন বাজে ঝম্পঝম্ফ।
করিয়া ভোঁ ভোঁ, বাজয়ে বরগোঁ,
সিংহলে উঠিল কম্প ॥
খেলে পাইক বাঙ্গালি; শিঙ্গা কাড়া বিজলী,
কেহ বা বান্ধিছে খোঁ।

পাইকের মেলা পড়া, সঘনে লাগয়ে জোড়া,
পিছে পিছে করিয়া খেদা॥
কত কত ধানুকী, ফরিকার তবকী,
উভরোল ছাড়য়ে বাণী।
হয় রব জয় জয়, ডাকিছে সেনাচয়,
অভিনব জলধরধ্বনি॥
টাঙ্গায়ে তাম্বুঘর, বসিলা সদার,
পরিসর তটিনীর কূলে।
বাদ্যের কল কল, ভরিল সিংহল,
শুনিয়া নৃপতি জ্বলে॥
জগন্নাথবংশে, পালধি বংশে,
নরপতি শ্রীরঘুরাম।
শ্রীকবিকঙ্কণ, করয়ে নিবেদন,
অভয়া পুর তার কাম॥ *

* একখানি হস্তলিখিত পুথির পরিবর্ত্তিত পাঠ :—
কূলে উঠে নায়্যা পাইক বাজায় বাজনা॥
সিংহল নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
চমকিত সর্ব্বজনা॥
মন বাজে দামা, চমকিত শ্যামা,
তবকী তবক রোল।
পাইক দেয় উড়া পাক, বাজয়ে জয়ঢাক,
কেহ কার নাহি শুনে রোল॥
ভরঙ্গ ভেরী, দোসারি মোহরী,
ঘন বাজে বীরকালী।
তুরী শিঙ্গা পড়া, ঘন বাজে কাড়া,
শ্রবণে লাগিল তালী॥
ডিম ডিম ডম্বুর, পুরয়ে অম্বর,
ঘন বাজে জগঝম্প।
বাজয়ে নাসি, রণজয়ী বেণী,
সিংহলে উপজয়ে কম্প॥
খেলে পাইক বাঙ্গালি, খাড়াফলা বিজুলি,
কেহ বিন্ধে পুতিয়া রেজা।
মণ্ডলি করিয়া, ধায় রায়বাঁশিয়া
কেহ ধায় ফিরাইয়া নেজা॥

কোটালের সহিত শ্রীমন্তের কলহ।

রত্নমালার ঘাটে শুনি দামামার ধ্বনি।
পঞ্চপাত্রে সচকিত হৈলা নৃপমণি॥
কোটাল কোটাল ডাক পড়ে ঘনে ঘন।
আসিয়া কোটাল নৃপে দিল দরশন॥
আসিয়া কোটাল নৃপে নোঙাইল মাথা।
রোষযুত নরপতি কহে কটু কথা॥
লুটে দেশ খাও বেটা দেশের বিধাতা॥
ভাল মন্দ নাহি দিস্ দেশের বারতা॥
রত্নমালার ঘাটে শুনি কিসের বাজন।
বারতা জানিয়া ঝাট কর নিবেদন॥
যদি ঘর দল হয় আজ্ঞ মোর পুর।
পরদল হয় যদি মার্য্যা কর দূর॥
বৈদেশিক যদি হয় আজ্ঞ মোর ঠাঁই।
মার্য্যা দূর কর যদি না মানে দোহাই॥
গজস্কন্ধে কালু দণ্ড যায় ধাওয়া ধাই।
সাধুকে উঠিতে কূলে দিলেক দোহাই॥
ঘরদল পরদল নাহি জানি তোমা।
প্রবেশিয়া রাজপুরে কেন বাজাও দামা॥
নহি ঘরদল আমি নাহ পরদল।
বৈদেশিক সাধু আমি এসেছি সিংহল॥
রহিব তোমার দেশে যদি প্রীতি পাই।
নহিলে ভাসিব জলে কি করে দোহাই॥

পাইকের কোলাহল, পুরিল সিংহল,
শিঙ্গা কাড়া টমক নিশান
সুভট ভয়ঙ্করী, ঘঘন্দ্রে সুন্দরী,
গগনে হানে ধূলাবাণ॥
খাটাইয়া তাম্বুঘর, বসিল সদাগর,
পরিসর নদীর কূলে।
দিবা নিশি ডাকে, সিংহল কাঁপে,
পরিজন নহে তরুতলে॥
মধ্যাহ্ন কৃত্তি, করিয়া শ্রীপতি,
শুনেন আগম পুরাণ।
শ্রীকবিকঙ্কণ, করয়ে নিবেদন,
অভয়া পদে দেও স্থান॥

সিংহলে রহিবে যদি যাহ রাজধাম।
রাজার দরশনে সাধু পাবে বড় মান॥
মোর শিরে দায় যদি হয় ডাকা চুরি।
পঞ্চাশ কাহন চাহি আমার দিগারী॥
তোর দেশে আসি বেটা নাহি খাই জল॥
কোন্ অপরাধে চক্ষু করিস্ পাকল।
সাধু নহ চল বেটা মিথ্যা তোর ভরা।
সাধুরূপে প্রবেশিয়া ডাকা দিবি পারা॥
সাধু বলে যেই চোর নাহি পাতিয়ারা।
দেখয়ে সকল লোক আপনার পারা॥
তুমি যদি বট সাধু ওহে সদাগর।
সোণার টোপর ফেল জলের উপর॥
ধনের কাতর নহে শ্রীমন্ত সদাগর।
সোণার টোপর ফেলে জলের উপর॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

ভগবতীর ক্ষেমঙ্করী রূপে, শ্রীমন্তের স্বর্ণ-টোপর, লইয়া খুল্লনার নিকট গমন।

শ্রীমন্ত টোপর ফেলে, হাসিয়া ভবানী বলে,
দেখ পদ্মাবতী দেখ জলে।
অবোধ খুল্লনাপুত্র, বুদ্ধি নাহি তিলমাত্র,
টোপর ফেলে কোটালের বোলে॥
উহার মাতা খুল্লনা, নিত্য পূজে ত্রিলোচনা,
কৃপাবশে দয়া কৈলুঁ বনে॥
লক্ষ তঙ্কা ধন, নষ্ট হৈবে অকারণ,
ইহা চক্ষে দেখিব কেমনে॥
ছিরা আইল পরবাসে, খুল্লনা আকুল দেশে,
রাত্রি দিন মরিছে কান্দিয়া।
টোপর লইয়া সাথে, চল যাই উজানীতে,
আসি গিয়া প্রবোধ করিয়া॥
ক্ষেমঙ্করী-রূপ ধরি, অধরে টোপর করি
ভগবতী চলিলা উড়িয়া।
পদ্মাবতী কার সঙ্গে, যান মাতা লীলারঙ্গে,
উজানীতে উত্তরিল গিয়া॥

চণ্ডিকা করিয়া লীলা, টোপর ফেলিয়া দিলা,
খুল্লনা আছিল যেইখানে।
দেখি রামা আচম্বিত, চমকিয়া উঠে চিত,
টোপর আনিল কোন্ জনে॥
পুত্রের টোপর দেখি, মায়ের হৃদয় দুখী,
এই মোর বাছার টোপর।
পাশা খেলে সহচরী, লইয়া খুল্লনা নারী,
ধূলায় ধূসর কলেবর॥
যে ঘরে খুল্লনা নারী, লুকাইয়া মহেশ্বরী,
খুল্লনারে লাগিল ভৎসিতে।
রাত্রি দিন কান্দ তুমি, সহিতে না পারি আমি,
আইলাম-প্রবোধ করিতে॥
বলে দেবী ত্রিলোচনা, শুন ঝিয়ে খুল্লনা,
সুখে থাক বিনোদ মন্দিরে।
আমি সিংহলেতে যায়্যা, রাজকন্যা বিভা দিয়া,
আনি দিব তোর ছিরা ঘরে॥
খুল্লনা বলেন দড়, চণ্ডিকা অবোধ বড়,
সেই ছিরা দিয়াছ আপনি।
হাতে তুলে দিয়া নিধি, পুন কেড়ে লহ যদি,
তবে কি করিতে পারি আমি॥
ঝি এ গো প্রবোধ হও, রহিতে শকতি নও,
সেই ছিরা আছয়ে একেলা।
নাহি জানি কোন খানে, বন্দ করে কার সনে,
রাখিতে চাহিয়ে সেই বেলা॥
খুল্লনারে প্রবোধিয়া পদ্মাবতী সঙ্গে লৈয়া,
উপনীত কৈলাস-শিখরে।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিল বন্ধ,
রচিল মুকুন্দ কবিবরে॥

শ্রীমন্তের রাজসভায় গমন।

রাজভেট নিল সাধু যুঝাড়িয়া ভেড়া।
পার্ব্বত্যা টাঙ্গন তাজ নিল দুই ঘোড়া॥
তার দশ দধি কলা চাঁপা বর্ত্তমান।
দোলণ্ড সরস গুয়া বিড়াবান্ধা পাণ॥
কান্দি দশ নিলেক বামন নারিকেল।
ঘড়া পূর্য্যা নিল চিনী-লাড়ু গঙ্গাজল॥

গাছ বান্ধি দিল ভেট ঘৃত দশ ঘড়া।
খান দুই সগল্লাত খান দশ গড়া॥
কিঙ্করে করিয়া দিল দোলার সাজন।
ত্বরিতগমনে সাধু করিল গমন॥
বরুণের সাজ্‌জা কুরা কনক আকুরা।
হীরামুখী নামে যার চন্দনের পড়া॥
উপরে ছাউনি দিল পাটের পাছড়া।
চারিদিগে নামে গজ-মুকুতার ঝারা॥
ময়ুরপাখের তায় লেগেছে ছিটনি।
বিনোদ পাটের থোপ রসের দাপনি॥
দোলার উপরে সদাগর হেলে গা।
ডানি বামে লাগে শ্বেত চামরের বা॥
নানা দ্রব্য লৈয়া ভেট করিল গমন।
আগে পাছে ধায় পাইক শত শত জন।
রাজার সভায় গিয়া হৈল উপনীত।
প্রণাম করিয়া ভেট রাখে চারি ভীত॥
বাম দিকে রাখে সাধু বদলের সাজ।
পরিচয় তাহারে জিজ্ঞাসে মহারাজ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

শ্রীমন্তের পরিচয় দান।

কর অবধান, শুন নরপতি,
গৌড়দেশে মোর বাস।
বিক্রমকেশরী, সাজি সাত তরী,
পাঠাল্য তোমার পাশ॥
গন্ধবেণে জাতি, উজানী স্থিতি,
দত্তকুলে উতপতি।
অজয়ের তটে, গঙ্গার নিকটে,
নির্ব্বাস নাম শ্রীপতি॥
চামর চন্দন, শঙ্খ আদি ধন,
নাহিক রাজ-ভাণ্ডারে।
রাজ-আজ্ঞা লয়ে, আইলুঁ সিন্ধু বেয়ে,
তোমার এই নফরে॥
নৃপ মহাশয়, চাপে ধনঞ্জয়,
প্রজার পালনে রাম।
প্রসাদে শঙ্কর, দণ্ডে দণ্ডধর,
চোরখণ্ডে সন্তে বাম॥
সমরে সাহসী, রূপে যেন শশী,
নারদ-সমান গানে।
সুমতি সুস্থির, সত্যে যুধিষ্ঠির,
সুরতরু-সম দানে॥
পবিত্র নির্ম্মল, যেন গঙ্গাজল,
সদাই কৃষ্ণ ধেয়ান।
পুরাণ ভারত, শুনে অবিরত,
দ্বিজে দেই হেম দান॥
পণ্ডিত সৎকবি, তেজে যেন রবি,
রাম-সম দয়াবান্।
প্রতাপে নিঃসীম, মল্লে যেন ভীম,
ধনে কুবের-সমান॥
বিদ্যা-বিশারদ, অতুল সম্পদ,
অশ্বের শিক্ষায় নল।
প্রজা সব সুখী, নাহি কেহ দুঃখী,
রাজ্যে নাহি তার ছল॥
সাধুর ভারতী, শুনি নরপতি,
দ্রব্যের জিজ্ঞাসে কথা।
পাঁচালি প্রবন্ধ, গাইল মুকুন্দ,
অম্বিকা-মঙ্গল-গাথা॥

বাণিজ্য-বিনিময়।

বদল আশে নানা ধন এনেছি সিংহলে।
যা দিলে যা বদল হবে শুনহ কুতূহলে॥
কুরঙ্গ-বদলে, তুরঙ্গ দিবে,
নারিকেল বদলে শঙ্খ।
বিড়ঙ্গ-বদলে, লবঙ্গ দিবে,
শুঁঠের বদলে টঙ্ক॥
প্লবঙ্গ-বদলে, মাতঙ্গ দিবে,
পায়রার বদলে শুয়া।
গাছফল-বদলে, জায়ফল দিবে,
বয়ড়ার বদলে গুয়া॥
সিন্দুর-বদলে, হিঙ্গুল দিবে,
গুঞ্জার বদলে পলা।

পাট-শণ-বদলে, ধবল চামর,
কাচের বদলে নীলা॥
লবণ বদলে, সৈন্ধব দিবে,
সুলফার বদলে জীরা।
আকন্দ বদলে, মাকন্দ দিবে,
হরিতাল বদলে হীরা॥
চইয়ের বদলে, চন্দন দিবে,
পাণের বদলে গুড়া।
শুকুতার বদলে, মুকুতা দিবে,
ভেড়ার বদলে ঘোড়া॥
চিনির বদলে, দান কপূর,
আলতার বদলে লাটী
সগল্লাদ বদলে, পামরি দিবে,
কম্বল-বদলে পাটী॥
হলুদ বদলে, গোরোচনা দিবে,
কুড়ুতার বদলে সানা।
সরিসার বদলে, পারা দিবে,
রাঙ্গতার বদলে সোণা॥
মাস মসুরী, তণ্ডুল মধুরী,
বরবটি বাটুলা চিনা।
বদল শকটে, তৈল ঘৃত ঘটে,
বহুতর এনেছি কিনা॥
গোধূম যব, আর্দ্রক সর্ষপ,
মুগ তিল মাড়ুয়া ছোলা
কিনিয়া সদাগর, এনেছে বহুতর,
লবণের পাতিয়া গোলা॥
অগদবগুংসে, পালধি বংশে,
নৃপতি শ্রীরঘুরাম
বিকঙ্কণ, করয়ে নিবেদন,
অভয়া পুর তার কাম॥

রাজপুরোহিতের আগমন।

বদলের সজ্জা রাজা কৈল অঙ্গীকার।
শতেক কাহন দিল রন্ধন ব্যভার॥
সাধুকে তুষিল রাজা কুঙ্কুম চন্দনে।
বিদায় মাগিল সাধু রন্ধন ভোজনে॥
অগ্নিশর্ম্মা নাম দ্বিজ রাজ-পুরোহিত।
নৃপের সভাতে আসি হৈলা উপনীত॥
আশীর্ব্বাদ করি ওঝা বসিলা কম্বলে।
হাস পরিহাস কথা কন কুতূহলে॥
চৌদিকেতে দেখিয়া ভেটের আয়োজন।
সমাস্তবদনে কথা নৃপে জিজ্ঞাসন॥
আজি ভেটের দ্রব্য রায় দেখি চারি ভিতে।
মনোহর নানা দ্রব্য আইল কোথা হৈতে॥
গৌড় হৈতে আইল সাধু নাম শ্রিয়পতি।
নানা দ্রব্য ভেট দিয়া করিল প্রণতি॥
ইহা শুনি অগ্নিশর্ম্মা বলে অতি রোষে।
ব্রাহ্মণ বসতি কেন করে এই দেশে॥
কার্য্য করণের বেলা আমি উদাসীন।
বিধি ব্যবস্থার বেলা আমি প্রতিদিন॥
আমি সব বঞ্চিত সবার কোলে ভেট।
পাত্র পঞ্চ সহ রাজা মাথা কৈল হেঁট॥
ইহা শুনি অগ্নিশর্ম্মা যান সভা ছাড়ি।
নিষেধ করিল পাত্র তার পায়ে পড়ি॥
নৃপতির আজ্ঞা পুন কালুদণ্ড পায়।
পুনরপি আনে সাধু রাজার সভায়॥
পণ্ডিতে জিজ্ঞাসে তারে পথের বারতা।
কিবা নায়ে তটে আইলা কহ সত্য কথা॥
অঞ্জলি করিয়া সাধু করে নিবেদন।
অভয়া-মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

সমুদ্র-যাত্রার বিবরণ।

রাজার আদেশ পায়্যা, সঙ্গে সাত তরী লয়্যা,
নদ নদী সিন্ধু জলাশয়।
অবধান কর ভূপ, যে দেখিলুঁ অপরূপ,
কহিতে পরাণে বাসি ভয়॥
সঙ্গে সাত ডিঙ্গা লয়্যা, আইলুঁ অজয় বায়্যা,
উপনীত ইন্দ্রাণীর ঘাটে।
ধৌত হরিপদদ্বন্দা, বাহিলুঁ অলকনন্দা,
কুতূহলে গাইলুঁ গীত নাটে॥
ডানি বামে যত গ্রাম, তার কত লব নাম,
উপনীত ত্রিবেণীর তীরে।

প্রভাতে করিলুঁ স্নান, যথাবিধি পিণ্ডদান,
ঘটে পুরি লইলুঁ গঙ্গানীরে ॥
রাত্রি দিন বাহি নায়, উপনীত মগরায়,
ঝড় বৃষ্টি হৈল বহুতর।
দারুণ কর্ম্মের ফল, সাত ডিঙ্গা হৈল তল,
রক্ষা কৈলা ভবানী শঙ্কর ॥
জাহ্নবী-সাগর সঙ্গ, পর্ব্বত-সমান তরঙ্গ,
বাহিলুঁ পরাণ করি হাথে।
ডানিভাগে নীলগিরি, সিন্ধুতটে অবতরি,
দেখিলাম প্রভু জগন্নাথে ॥
কেবল দুঃখের পথ, বাহিলাম নানা হ্রদ,
উপনীত হৈলাম সিংহলে।
সুধন্য সিংহল দেশ, কালীদহে পরবেশ,
জল আচ্ছাদিত শতদলে ॥
কালীদহের জলে, কুমারী কমল-দলে,
গজ গিলি উগারে অঙ্গনা।
অতি সুকুমারী বালা, সাতঙ্গ জিনিয়া লীলা,
শশিমুখী খঞ্জনলোচনা ॥
সাধুর বচন শুনি, শালবান্ নৃপমণি,
চাহে মহাপাত্রের বদন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিল বন্ধ,
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

উভয়ের প্রতিজ্ঞা।

সাধুর বচনে শালবান নৃপ হাসে।
রাজার ইঙ্গিতে পাত্র উত্তরে ভাষে ॥
বিদেশে আসিয়া সাধু পাইছে তরাস।
কি ভাগ্যে তোমার ডিঙ্গা না কৈল গরাস ॥
সাধু বলে স্থানগুণে কত রূপান্তর।
গজকন্যা বন্দি আনি দেহ দিলম্ব ॥
বান্ধিয়া আনিয়া দেখ কী কমলে কামিনী।
করিলুঁ তোমারে ভয় নৃপচূড়ামণি ॥
শ্রীমুখে আজ্ঞা যদি কর নৃপবর।
কমলে কুমুদে পারি দেখাইতে স্বর ॥
এমন শুনিয়া রাজা সাধুর ভারতী।
রোষযুত হয়্যা কিছু কন নরপতি ॥

রাজ-সভার যোগ্য নহে এই সাধু ভণ্ড
ধর্ম্মশাস্ত্র-বিচারে উচিত হয় দণ্ড ॥
সাধু বলে ভণ্ড বল ঠাকুরালী বলে।
প্রতিজ্ঞা করিয়া চল যাই নদীজলে ॥
দেখাইতে নারি যদি গিলিছে বারণ।
লুঠ করি লহ্য মোর সাত তরী ধন ॥
দারুণ মশানে মোর বধিহ জীবন।
অবধান কর রায় মোর নিবেদন ॥
রাজা বলে যদি সত্য তোমার বচন।
অর্দ্ধ রাজ্য দিব আর অর্দ্ধ সিংহাসন ॥
সুশীলা করিব দান ইথে নাহি আন।
প্রতিজ্ঞা করিলুঁ সভাজন সে প্রমাণ ॥
নৃপে সাধু দুঁহে হৈল প্রতিজ্ঞা পূরণ।
মসী পত্রে লিখন করিল সভাজন ॥
সাজ সাজ বলি রাজা দিলেক ঘোষণা।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান করিয়া ভাবনা ॥

সিংহল-রাজের কালীদহে গমন।

অপরূপ কথা শুনি, শালবান্ নৃপমণি,
সাজ বলি দিলেক ঘোষণা।
কমলে কামিনী বৈসে, কুঞ্জর উগারি গ্রাসে,
শুনি ধায় পুরের সর্ব্বজনা ॥
শিঙ্গা শঙ্খ উতরোল, অন্ত নাহি ঢাক ঢোল,
কাড়া পড়া মৃদঙ্গ করতাল
ডম্ফ মহুরী বাজে বীরকালী তাহে সাজে,
নানা বাদ্য বাজয়ে বিশাল ॥
গজপৃষ্ঠে বসে মামা, সাজিল রাজার মামা,
আড়ম্বরে পূরিল গগন।
ধবল চামর ছটা, উরুমাল ঝাঝর ঘণ্টা,
গণ্ডস্থলে সিন্দূর মণ্ডন
করিপৃষ্ঠে নরপতি, মাথায় ধবল ছাতি,
চারিদিকে ভুক্তার পয়াণ।
যবন কিরাত শক, খঙ্গ গুজলে উজবক,
খোরাসানি মোগল পাঠান ॥
সাজ বলি পড়ে রা, সাজিল রাজার মা,
কালীদহে দেখিতে কমল।

দাস-দাসীগণ সঙ্গে, চলিল আপন রঙ্গে,
পদ-ভরে মহী টলটল ॥
সঙ্গে নবলক্ষ দলে, উত্তরিল নদীকূলে,
নায়া পাইক নৌকা যোগায়।
নৃপতি চড়িয়া নায়, কমল দেখিতে যায়,
উপনীত হৈলা কালীদয় ॥
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

শ্রীমন্ত প্রতি রাজার ক্রোধ।

কালীদহে উপনীত হইলা নৃপতি।
পঞ্চপাত্র পরিবার করিয়া সংহতি ॥
শ্রীমন্তসাধুরে কিছু বলে নৃপবর।
দেখাও কমলে কোথা কামিনী কুঞ্জর ॥
ভাবিয়া সিদ্ধান্ত করে কুমার শ্রীপতি।
ধর্ম্ম অবতার তুমি রাজা মহামতি ॥
দেখিলুঁ যতেক আমি এক মিথ্যা নহে।
আছিল কমল চাকিল তোমার নায়ে ॥
জোয়ার ভাটিয়া যাউক টুটি যাকু জল।
দিন দুই চারি থাক দেখ ব কমল ॥
এত শুনি ক্রুদ্ধ হৈলা সাধুর বচনে।
অম্বিকা-মঙ্গল কবিকঙ্কণে ভণে ॥

রাজার প্রতি শ্রীমন্তের বিনয়।

রাজা বিচারে এর মোরে রোষ।
বিচারে পণ্ডিত তুমি, তোমা কি বুঝাব আমি,
সাধুজনা নাহি কিছু দোষ ॥
দেখিতে অলপ কাজ, আপনি সিংহলরাজ,
সাজি আইলা নবলক্ষ দলে।
শশিমুখী লাজ-ভয়ে, লুকাইলা কালীদয়ে,
পদ্ম প্রবেশিল বন-তলে ॥
কেরোয়ালের টানাটানি, উর্দ্ধ হৈল তল পানী,
ছিণ্ডিল কমল ডাটি লতা ॥
বিষম জলের বয়, তৃণ দুইখান হয়,
ভাসি গেল ডাল লতা পাতা ॥
তোমার মাতঙ্গ বল, আচ্ছাদন কৈল জল,
কবলিত কৈল পদ্ম শুণ্ডে।
রাজ-বল সব লক্ষ, কেহ নহে মোর পক্ষ,
আন্ধারে না বল রাজ ভণ্ডে ॥
ছিল ভৃঙ্গ সরাসঙ্গে, সরসিজ খাইল গজে,
অলিকুল উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে।
আমি ত বিদেশী সাধু, তুমি অকলঙ্ক বিধু,
ছলে নাহি পাড়হ বিপাকে ॥
সিংহলে যতেক লোক সকল তোমার সাখি,
মোর সনে জন দুই চারি।
শিখি-ব্যাধে বিসম্বাদ, হৈল বড় পরমাদ,
শুন অ কঙ্কণের গোহারি ॥
সাধুর বচন শুনি, নরপতি মনে গুণি,
কর্ণধারে মানিল প্রমাণ।
দামিন্যানগর-বাসী, সঙ্গীত অভিলাষী,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥

কর্ণধারের সাক্ষ্য-প্রদান।

আস্ত হে কাণ্ডার ভাই বল হে আমারে।
তুমি দেখিলে পদ্ম কামিনী কুঞ্জরে ॥
সত্য বাক্যে স্বর্গে যায় মিথ্যা বাণী ক্ষয়।
হেন মিথ্যা হেতু বাছা কেন কিছু ভয় ॥
তীর্থ যজ্ঞ দানে হয় পিতার উদ্ধার।
মিথ্যা বাক্যে নরকে নাহিক প্রতীকার ॥
পড়িয়া শুনিয়া পুত্র হয় সুপুরুষ।
গয়ায় পিণ্ড দান করে ধান্য তিল কুশ ॥
সেই ফল পায় যেবা বলে সত্য বাণী।
কহিল পুরাণে ইহা ব্যাস মহামুনি ॥
সত্য বাণী সম ধর্ম্ম নাহি ত্রিভুবনে।
মিথ্যার সমান পাপ না শুনি পুরাণে ॥
অবনী বলেন আমি সবাকারে বহি।
মিথ্যা যেই বলে তার ভার নাহি সহি ॥
ইন্দ্র অগ্নি যম ধর্ম্ম নৈঋত বরুণ।
রাজ-অঙ্গে বৈসে সকল তপোধন ॥

সর্ব্বজীব সম নৃপে যেই জন ভাণ্ডে।
পরিণামে জানিয়ে বিধাতা তারে দণ্ডে॥
জলেতে নামিয়া কহ পূর্ব্বমুখ হয়্যা।
একান্তে পুরুষ তোমার আছে দাণ্ডাইয়া॥
মিথ্যা বাক্য বলিলে হইবে ফলাফল
তাবৎ নরক যাবৎ চন্দ্র দিবাকর॥
রাজার বচনে তবে বলে কর্ণধারে
আমি নাহি দেখি পদ্ম কামিনী কুঞ্জরে॥
যেই ক্ষণে আইলাম দক্ষিণ পাটনে।
চক্ষে নাহি দেখি কথা শুনেছি শ্রবণে॥
রাজা বলে সাক্ষী হৈও ধর্ম্মাধিকারিণি।
আপনার সাক্ষীতে সেটা হারিল আপনি॥
সভা সাক্ষী করি রাজা বান্ধে সদাগরে।
গাইল পাঁচালী মুকুন্দ কবিবরে॥

শ্রীমন্তকে বন্ধন।

আনিল নায়ের দড়া, সাধু বান্ধে পিছুমোড়া,
কোটালে গছায় নৃপবর॥
ত্যজি দণ্ড কেরোয়ালে, ঝাঁপ দিয়া পড়ে জলে,
নায়্যা পাই পরাণে কাতর॥
বাজে মহল হৈল ডিঙ্গা, সবান বাজায় শিঙ্গা,
রণভেরী দুন্দুভি বাজন।
রাজার প্রধান লোকে, ভাণ্ডারে কায়স্থ লেখে,
বলদ সকটে বহে ধন॥
যে জন পলায়ে যায়, তাড়াতাড়ি ধরে তায়,
বলে লয় বসন ভূষণ।
গৌরব করিয়া দূর, কাড়ি লৈল কর্ণপুর,
কান্দিতে লাগিল সদাগর।
অঙ্গুরি অঙ্গদ বালা, কলধৌত কণ্ঠমালা,
নানা ধন লুঠে নিশীশ্বর॥
দিবস-দুপরে ডাকা, সদাগরে মারে টেকা,
লয়ে যায় দক্ষিণ মশানে।
প্রাণ রক্ষিবার আশে, সাধু কহে প্রিয় ভাষে,
সবিনয়ে নৃপতি চরণে॥
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

নাবিকদিগের রোদন।

কান্দেরে বাঙ্গাল সব বাফই বাফই
কুক্ষণে আসিয়া প্রাণ বিদেশে হারাই॥
গলায় বাঙ্গাল ভাই গেলাইয়া সোলা।
হেঁঠ মাথা করি তোলে কাঁথতালর মালা॥
আর বাঙ্গাল বলে মিছে কৈলুঁ দ্বন্দ্ব।
পুরুষ সাতের মুই হারালুঁ কান্দ॥
আর বাঙ্গাল বলে মুঞি হইলুঁ অনাথ।
সর্ব্বধন গেল মোর হুকুতার পাত॥
আর বাঙ্গাল বলে রে কহিতে বাসি লাজ॥
ইসদন্ত গেল মোর জীবনে কি কাজ॥
হলুদ গুঁড়া হুধ্বাপাতা চিহ্ন নাহি পাই।
মজিল হকল ধন কেমনে কুলাই॥
আর বাঙ্গাল বলে ভাই এই ছিল গতি।
সিংহল পাটনে মৃত্যু লিখ্যাছিল বিধি॥
জীবন যৌবন পত্নী ছাড়িল মুঞি বস্যে।
আর বাঙ্গাল বলে দুঃখ পাইলুঁ গ্রহদোষে॥
ইষ্টমিত্র কুটুম্বেরে লাগে মায়া মো।
আর বাঙ্গাল বলে না দেখিলুঁ মাণ্ড পো॥
এক বাঙ্গাল বলে কান্দে বাপরে বাফই।
মোর ঘর এই দেশে হিন্দু সঙ্গের নই॥
আর বাঙ্গাল বলে ভাই ভোর কিবা অইল।
কালা গুরা দুটা মাগু নিজ দেশে রৈল॥
আর বাঙ্গাল বলে মোর কি হল্যো রে বাপ।
পোস্ত খাবার হোলা গেল এক মনস্তাপ।
শিশুমতি সাধু নাহি বুঝে হিতাহিত।
রাজার সভায় কহে অতি বিপরীত॥
বাঙ্গালের বোলে সাধু বিষাদিতমন।
সজল লোচনে বলে বিনয় বচন॥
না মার বাঙ্গালে শুন প্রভু রাষ্ট্রপাত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর ভারতী॥

শালবান্ প্রতি শ্রীমন্তের উক্তি।

ধরি তুয়া পায়, দোষ ক্ষম রায়,
সত্ত্ব গুণে দেহ মন।
আমি শিশুমতি, তুমি নরপতি,
ধর্ম্মধাম যশোধন॥
প্রাণ ধন লয়্যা, আইলুঁ সিন্ধু বায়্যা,
শুনিয়া তোমার যশ।
কীর্ত্তি সদাতনী, রাখ নৃপমণি,
না হৈও কোপের বশ॥
জয় পরাজয়, দৈবদোষে হয়,
হেতু তাহে ভগবান্।
সেই মহাশয়, সর্ব্ব জীবময়,
যার মনে সমজ্ঞান॥
তোমার চরণে, লইলুঁ শরণে,
তুমি বড় পুণ্যবান্।
দূর কর রোষ, ক্ষম মোর দোষ,
দেহ দাসে প্রাণ দান॥
এই কলেবর, মৃত্যু সহচর,
আয়ু সমা শত শেষে।
ক্ষম অপরাধ, করহ প্রসাদ,
প্রাণ দান দেহ দাসে॥
অল্প অপরাধে, এত পরমাদে,
তোমারে উচিত নয়।
হইয়া কিঙ্কর, ঢুলাব চামর,
দয়া কর কৃপাময়॥
শুনিয়া বিনয়, না হৈল সদয়,
নৃপতি দৈবের দোষে।
কেশে কোতোয়াল, ধরে যেন কাল,
শ্রীকবিকঙ্কণ ভাষে॥

শ্রীমন্তের বিলাপ

আফির ছন্দ।

প্রাণ যাবে দক্ষিণ মশানে।
সাধু শুনিলেন ইহা মনে॥
তাই কর্ণধার বৈস কাছে।
মাকে কয়্য বারতা বিশেষে॥
ভিক্ষা করি খেয়ে যাও বাসে।
নিবেদন কর্য্য রাজ-পাশে॥
বল্য, না পাইল পিতার অন্বেষণ।
সিংহল পাটনে গেল ধন।
শ্রীমন্তের লইল পরাণ।
মিনতি করিও রাজস্থান॥
দুই মাতার করিহ পালন।
সাধু তব কৈল নিবেদন॥
গুরুর চরণে বল্য নতি।
মশানে কাটা গেলেন শ্রীপতি॥
বল্য বল্য গুরুর সদনে।
কাটা গেল তোমার পড়নে॥
দুর্ব্বলাকে কহিবে প্রণাম।
দুই মায়ে নাহি হন বাম॥
বিমাতাকে বলিহ প্রণতি।
মরিতে শ্রীমন্ত কৈল মতি॥
খুল্লনার করিহ পালন।
জানাবে আমার নিবেদন॥
মায়ের একক আমি পো।
কেমনে তাজিব মায়া মো॥
কয়্য এই সকরুণ বাণী।
শ্রীমন্তের ডুবিল তরণী॥
কিবা বসন্তে কাটিল শ্রীপতি।
প্রকার করিয়া কহিও ভাঁতি॥
যদি, তোর মুখে পাবে সমাচার।
তখনি হইবে অন্ধকার॥
শুনিয়া ত কর্ণধার কান্দে।
কেশপাশ তাথি নাহি বান্ধে॥
সাধু ধরে কাণ্ডারের গলা।
ধূলায় ধূসর দোঁহে হৈলা॥
নায়্যা পাইট কান্দে উভরায়।
সাধুর বদন সভাই চায়॥
শুনিয়া কোটাল কাঁপে রোষে।
সভা ঠেলি ধরিল কেশে॥
লয়ে যায় দক্ষিণ মশানে।
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে॥

কোটালের কাছে শ্রীমন্তের বিনয়।

(আজু মোরে বিধি ভেল বাম।
কেন মুখে না বলিলুঁ রাম ॥ ধ্রু ॥)
কাঁকালে নায়ের দড়া পিঠে মারে ঢেকা।
দিবস দু-পুরে সাত নায়ে হৈল ডাকা ॥
সবিনয়ে বলে সাধু কোটালের পদে।
খানিক পরাণ রাখ বিষম বিপদে ॥
শ্রীমন্তের কিছু ধন ছিল নিজ কোষে।
তাহা দিয়া কোটালের কৈল পরিতোষে ॥
ধন পেয়ে কালু দণ্ড সরস বদন।
শ্রীমন্ত তাহারে কিছু করে নিবেদন ॥
মরতে দুর্লভ ভাই মনুষ্য-জনম।
অল্প বয়সে মোরে ডাকা দিল যম ॥
স্নান দান করি যদি দেহ অনুমতি।
তোমার প্রসাদে হয় পরলোকে গতি ॥
হাসিয়া ইঙ্গিত তবে কৈল নিশাপতি।
চৌদিগে বেড়িয়া রহে যত সেনাপাতি ॥
সরোবর বেড়ি রহে পাইকের ঘটা।
স্নান করি পরে গঙ্গা-মৃত্তিকার ফোঁটা ॥
যব তিল কুশ কেহ আনিল তুলসী।
তর্পণে করিল তুষ্ট দেব পিতৃ ঋষি ॥
(সূর্য্যে অর্ঘ্য দিল সাধু করি নমস্কার।
তুমি না উদ্ধার কৈলে সকল আন্ধার ॥
যদি, কমল কুঞ্জর কান্তা দেখে থাকি আমি।
দক্ষিণ মসানে প্রাণ রাখিবেক তুমি ॥
যদি মিথ্যা দেখি প্রভু না দেখি কমল।
দক্ষিণ মশানে তবে হবে ফলাফল ॥
গুরুর চরণে সাধু করে পরিহার।
তোমার চরণ প্রভু না দেখিব আর ॥
এই মোর হৃদয়ে রহিল বড় তাপ।
মনুষ্য-জনম হয়ে না দেখিলুঁ বাপ ॥
মায়ের চরণ ভাবি করি নমস্কার।
আর না দেখিব মাতা চরণ তোমার ॥
যাত্রার সময়ে যত নষেধিলা মোরে।
তাহা না শুনিয়া আইলুঁ মরিবার তরে ॥)
ঘন ঘন ডাকে তারে নিশির ঈশ্বর।
সকালে হানিয়া যাব বিলম্ব না কর ॥
ইঙ্গিতে কোটাল বলে নিদারুণ কথা।
এখনি মরিবি বেটা কি করে দেবতা ॥
(হিঁচড়িয়া সদাগরে তোলে লয়ে কূলে।
হান হান বলি ডাকে কোটালের দলে ॥
কেহ কেশে ধরে কেহ ধরয়ে চরণ।
করে লইল খড়্গ যেন রবির কিরণ ॥
শ্রীমন্ত বলেন ভাই করি নিবেদন।
বস্ত্র বদলিয়া মোরে করহ কর্ত্তন ॥
শ্রীমন্তের করুণ ভাবে দয়া উপজিল।
শ্রীমন্তের পাগড়িটী পরিবারে দিল ॥
আছিল তণ্ডুল দূর্ব্বা পাগের অঞ্চলে।
দৈবের কারণে তাহা পড়ে ভূমিতলে ॥
সত্বরে সাধুরে লয়ে করিল বন্ধনে।
আমি আর মারা নাহি গেলাম মশানে ॥
পরিত্রাণ হেতু কথা পড়ি গেল মনে।
খুল্লনার সত্য কথা হইল স্মরণে ॥
পুন কোটালের পায়ে করে নিবেদন।
তিলেক রাখিয়া মোরে করহ কর্ত্তন ॥
এক দণ্ড যদি মোরে করহ রক্ষণ।
তোমার প্রসাদে করি মন্ত্র স্মরণ ॥
যেই কোটাল খড়্গা উভ করেছিল।
সে জনা স্মরণে তার দয়া উপজিল ॥
কোটালিয়া কহে তারে নিদারুণ কথা।
এখনি মারিবে বেটা কি পূজ দেবতা ॥
হাসিয়া কোটাল তবে দিল অনুমতি।
বিষম সঙ্কটে পূজা করে ভগবতী ॥) *
সূর্য্য-অর্ঘ্য দিয়া সদাগর উঠে কূলে
তুষ্ট তণ্ডুল দূর্ব্বা দেখে সরোবরজলে ॥
কোন্ ভাগ্যবতী পূজা করাছে ভবানী।
দেখি বিষাদিত হৈল সাধু গুণমণি ॥
খুল্লনার সত্য কথা সাধু কৈল মনে
পুনর্ব্বার ধরিলেন কোটাল-চরণে ॥

* বন্ধনী মধ্যস্থিত অংশ আমাদের আদর্শ হস্তলিখিত পুথিতে নিম্নলিখিত রূপে বর্ণিত আছে

কর যদি এক দণ্ড বিলম্বে হনন।
তোমার প্রসাদে করি মন্ত্র স্মোঙরণ॥
কোটাল সাধুর বোলে দিল অনুমতি।
হৃদয়ে ভাবিয়া সাধু পূজেন পার্ব্বতী॥
অবনী লোটা'য়্যা স্তুতি করে সদাগর।
গাইল পাঁচালী শ্রীমুকুন্দ কবিবর॥

শ্রীমন্তকৃত চণ্ডিকাস্তুতি।

পুন স্নান করি সাধু হৈলা শুদ্ধমতি।
স্মরণে শুচি হইলা শ্রীপতি॥
ভূতশুদ্ধি অঙ্গন্যাস শরীর-শোধন।
দূর্ব্বাক্ষত শিরে মুখে মন্ত্র উচ্চারণ॥
স্থিরকলেবর সাধু হৈয়া একমতি।
একভাবে সদাগর চিন্তেন পার্ব্বতী॥
দুর্গতি-নাশিনী দুর্গা জগতের মাতা।
শৈলনন্দিনী শিবে দেবের দেবতা॥
দেবশত্রু নাশিয়া অমরে কৈলে দয়া।
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব মাতা তব পদছায়া॥
নিজ ভুজবলে গো বধিলে দৈত্যরাজ।
লভিলে বিপুল যশ দেবের সমাজ॥
ব্যাধকে সদয় হয়ে উদ্ধারিলে কলিঙ্গে।
রাষ্ট্রখণ্ড লয়ে রাজা পূজিল ষড়ঙ্গে॥
বলি ভক্তি নৃপতির বিঘ্ন কৈলে নাশ।
বিজন বনে পশুগণে হৈলে সুপ্রকাশ॥
সাক্ষাত হইয়া পশুগণে দিলে বর।
গোধিকা হইয়া গেলে আখেটির ঘর॥
ধন দিয়া উরিলে বীরের গুজরাটে।
রাজস্থানে মহাবীরে রাখিলে সঙ্কটে॥
ছেলি উপেক্ষিত মোর মারে কৈলে দয়া।
দাসীর নন্দনে রাখ দিয়া পদছায়া॥
পঞ্চ মাস আছিলুঁ মায়ের গর্ভবাসে।
দিগন্তর গেল বাপ দীর্ঘ পরবাসে॥
সে সব ছাড়িয়া মোর লভিল জ্ঞেয়ান।
গুরুর বচনে মোর বাড়ে অভিমান॥
আতপত্র অঙ্গুরী বাপের নিদর্শন।
তোমারে স্মরিয়া আইলুঁ দক্ষিণ পাটন॥
মগরায় বহুত হইল ঝড় বৃষ্টি।
খণ্ডিল সকল দুঃখ তব কৃপাদৃষ্টি॥
সমুদ্রে বাহিলাম নৌকা বড় প্রতি আশে।
দেশান্তরী হৈল ছিরা পিতার উদ্দেশে॥
পিতা পুত্রে সিংহলে রহিল পরিচয়।
ধন বৃত্তি গেল আর জীবন সংশয়॥
কালীদহে কুমারী দেখিলাম শতদলে।
পুনরপি দৈবযোগে লুকাইল জলে॥
বিধি প্রতিকূল মা নৃপতি করে বল॥
তব নাম অনুপাম বিপদে কুশল॥
মরণে স্মরণ করে সাধুর বালক।
কৈলাসেতে ভগবতীর কপালে টনক॥
চণ্ডিকার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

চৌতিশা স্তুতি।

কালী কপালিনী, কৈলাস-বাসিনী,
শ্রীমন্তের হৈয়া পক্ষ।
কোন্ কোপে মার, কাতর কিঙ্কর,
কৃপা করি পুত্রে রক্ষ॥
খড়্গ করে ধরি, খল অরি মারি,
খণ্ডাহ মোর দুর্গতি।
গণেশ-জননী, গগনবাসিনী,
গোকুল-রক্ষণ-পতি॥
ঘোর দৈত্যনাশী, ঘোর পত্রী শশী,
ঘোররূপা ঘোর রণে।
চণ্ডরূপা চণ্ডী, চণ্ডমুণ্ড-দণ্ডী,
চপলে রাখ চরণে॥
ছেদ্য প্রিয়পতি, ছলে বসে অতি,
ছল ধরে নিশাপতি।
জয়ঙ্করী জয়া, জীবন রাখিয়া,
জননী খণ্ড দুর্গতি॥
ঝকড়া ঘুগায়া, ঝাট কর দয়া,
ঝটিতি রাখ জীবন।
টঙ্ক টাঙ্গি ধর, টান অরি মার,
টল টল করে মন॥

শ্রীমন্ত কর্ত্তৃক পুনঃ স্তুতি ।

ঠাকুরাণী উর, ঠগ নিশাচর,
ঠগ হানিবার তরে ।
ডাকিনী হাকিনী, ডম্বুরবাদিনী,
ডরে ছিরা মরে ঘোরে ॥
ঢক্ক ঢাক্কাত, ঢোল করে অতি,
ঢাক ঢোল পিছে বায় ।
তাপিত তারিণী, তপস্যা কারিণী,
ত্রাণ করহ ত্বরায় ॥
থর থর করি, থাপি রাজ অরি,
থির করি থাপ মোরে
দক্ষমখহরা, দুর্গা পরাৎপরা,
দুঃখ খণ্ডাহ আমারে ॥
ধরণী-ধারিণী, ধাত্রিকা কারিণী,
ধরিলে অসুর বলে ।
নগরে নন্দিনী, নন্দসুতারাণী,
দাসে রাখ পদতলে ॥
পদ্মাবতী প্রিয়া, পশুপতি-জায়া,
পার্ব্বতী পর্ব্বতজাতা ।
ফেরে ফেরে মতি, ফাঁফরে শ্রীপতি,
ফল হৈল এই মাতা ॥
বুদ্ধি-প্রদায়িনী, বন্ধন-নাশিনী,
বাধা দূর কর মাতা ।
ভবানী ভারতী, ভবপ্রিয়া ভূতি,
ভৈরবী ভবপুজিতা ॥
মস্তকমালিনী, মুকুটধারিণী,
মোহিনী মুণ্ডনাশিনী ।
যমুনা যামিনী, যাদব-ভগিনী,
যমের ভয়-হারিণী ॥
রঙ্গিণী রমণী, যদি ভবরাণী,
রক্ষ রক্ষ রাজস্থানে ।
লোলগতি রূপা, লক্ষে কর কৃপা,
লইলুঁ চরণ স্মরণে ॥
বিধি বিষ্ণু প্রিয়া, বর্ণময়ী মায়া,
বিশ্বমাতা শৈলসুতা ।
শঙ্খিনী শূলিনী, শঙ্কর-গৃহিণী,
শিবা শৈল-সম্ভূতা ॥
শাশঙ্ক-ধারিণী, ষড়ঙ্গ-রূপিণী,
শতভুজা শতাঙ্করী ।
সতী সনাতনী, সংসার-নাশিনী
সেবকে যাহ উদ্ধারি
হরি হর বিধি, হইয়া অবধি,
হৈমবতী সবে সেবে
ক্ষিতিভার হরি, খল অরি মারি,
ক্ষণে মসানে উরিবে ॥
সাধু শ্রীপতি, কৈল এত স্তুতি,
ভবানী ভবের পাশে ।
চঞ্চল আসন, উৎকণ্ঠিত মন,
প্রাণ মুখে হৈতে খসে ॥
রাজা রঘুনাথ, গুণে অবদাত,
রসিক মাঝে সুজান ।
তার সভাসদ, রচি চারুপদ,
শ্রীকবিকঙ্কণ গান ॥

শ্রীমন্তকর্ত্তৃক পুনঃ স্তুতি ।

উর চণ্ডী রক্ষিতে কিঙ্করে ॥
তোমারে পূজিয়া ঘটে, আইলাম বিসঙ্কটে,
নদ নদী বাহি রত্নাকরে ॥
বিবুধ-কুলের গর্ব্বে, দৈবকী-সপ্তমগর্ভে,
হৈলা শেষ ক্ষিতি ভার নাশে ।
হরিতে কংসের ভীতি, যোগনিদ্রা ভগবতী,
থুইলা রোহিণী-গর্ভবাসে ॥
উরিয়া নন্দের ঘরে, দারুণ কংসের ডরে,
কৃষ্ণের করিলা ভয় দূর ।
দেবকীর কোলে হৈতে, তোমারে ধরিয়া হাতে,
বধিতে লইল কংসাসুর ॥
ছাড়ায়ে কংসের হাথে, চড়ি অলক্ষিত-রথে,
গগনে হইলা অষ্টভুজা ।
নাম থুইল বনবালা, কুমুদ কর্ণিকা কালী,
অষ্টলোক-পাল কৈল পূজা ।
হইয়া যদুবংশে, কপটে ভাণ্ডিলে কংসে,
হৈলে বসুদেবের শরণ
বিপদে স্মরয়ে দাস, পূর চণ্ডি অভিলাষ,
দূর কর অকালমরণ ॥
ভোজরাজ অবতংসে, শ্রীহরি করিয়া অংশে,
বসুদেব গেলা নন্দাগার ।

অগাধ যমুনাজল, মায়া করি কৈলে স্থল,
শিবারূপে নদী কৈলে পার ॥
যশোদা-নন্দিনী জয়া, শিব দুর্গা মহামায়া,
শশাঙ্কশেখরী শিবদূতী
মহিষ রাক্ষস ভণ্ড, সভার হরিলে দণ্ড,
ত্রিদিবে স্থাপিলে সুরপতি ॥
কে জানে তোমার তত্ত্ব, তুমি রজ তুমি সত্ত্ব,
বেদমাতা সাবিত্রীরূপিণী ।
অজ আদ্য মহামায়া, শঙ্করী শঙ্কর-জায়া,
আমি শিশু কি বলিতে জানি ॥
সাধু কৈল এত স্তুতি, কৈলাসেতে ভগবতী,
আসন করয়ে টল টল
মুখ হৈতে খসে পাণ, শ্রীকবিকঙ্কণ গান,
দ্বিজরাজ প্রকাশে মঙ্গল ॥

শ্রীমন্তকৃত দেবীর চৌত্রিশ অক্ষরে স্তব ।

(প্রকারান্তর ।)

দয়া কর নারায়ণি ॥

কহে শ্রীমন্ত মা গো রক্ষা কর মোরে ।
কৈলাস ছাড়িয়া উর সিংহল নগরে ॥ ধ্রু
কলিকালে ছিরার কলুষ কর নাশ ।
সিংহলেতে উরিয়া রাখহ নিজ দাস ॥
কালী কপালিনী কান্তি কপালকুণ্ডলা।
কালরাত্রি কুরঙ্গাক্ষী কত জান কলা ॥
কালিকা করহ মোর কলুষ বিনাশ ।
কপটে সিংহল মারি রাখ নিজ দাস ॥
খরতর রাজা গো যেমন খুরধার ।
খণ্ড খণ্ড কলেবর করিবে আমার ॥
খেদ খণ্ডন করি খল কর নাশ ।
খণ্ডিয়া সকল দুঃখ রাখ নিজ দাস ॥
গিরিজা গণেশমাতা গতি সভাকার ।
গোকুল রাখিতে গোপকুলে অবতার ॥
গহন নিবিড়ে মাতা দগধে শরীর ।
গলিত করাহ মাতা গলার জিঞ্জির ॥
ঘোররূপা ঘোরতমা ঘোর যে ভুবন ।
ঘোর রব কৈলে ঘন ঘণ্টার বাজন ॥
ঘন শ্বাস মুখে বহে গায়ে কাল ঘাম ।
ঘরের সেবক হন স্মঙরয়ে নাম ॥
ঙকল চেতন আমি চল্লিশ বন্ধনে ।
চোরের চরিত্র হৈল আমার জীবনে ॥
চড় চাপড়ে মাতা চণ্ড কর চুর ।
চরাচর গতি মা বন্ধন কর দূর ॥
ছল ধরি ছত্রধারী বধে যে পরাণে ।
ছাগলের প্রায় ছেদে দক্ষিণ মশানে ॥
ছেদন করয়ে রাজা তব পদ ছলে ।
ছায়া দেহ ভগবতী চরণের তলে ॥
জগতজননী জয়া জীবের জীবনী ।
জন্ম-জরা-মৃত্যুহরা জয়ন্তী জননী ॥
জটাজূটবতী যে যাত্রিকা শিরোমণি ।
জীবের জীবন জনার্দ্দন-সহায়িনী ॥
ঝটিতি করাহ মাতা ঝগড়া মোচন ।
ঝর্ঝরবাদিনী মোর রাখহ জীবন ॥
টানাটানি করে শিরে ধরিয়া কোটাল ।
টঙ্গ টাঙ্গি হানে কেহ হানে করবাল ॥
টিটকারে প্রতিজ্ঞায় হৈলুঁ পরাজয়ী ।
টুটকে আসিয়া চণ্ডি রাখ কৃপাময়ী ।
ঠগ নহি ঠাকুরাণি নহি ঠগ-সুত ।
ঠাকুর করিতে পার করি কৃপাযুত ॥
ঠন ঠন করিয়া রাজার ঠাট বিন্ধে ।
ঠাঁই দেহ ঠাকুরাণী চরণার বিন্দে ॥
ডাকিনী হাকিনী গো ডম্বর নিনাদিনী ।
ডর মোর নিবারণ করহ আপনি ॥
ডাড়ুকা চরণে হৈল দুই হাথে চাম্‌টি ।
ডাকা নাহি দিয়ে নাহি ডাকাতির সাথী ॥
ঢঙ্গ ঢাঙ্গাতি নাহি গন্ধবেণে জাতি ।
ঢোল নাহি করি কভু পরের যুবতী ॥
ঢেকা মারি কাটে লয়ে দক্ষিণ মশানে ।
ঢালিলুঁ তোমার পদে আপন জীবনে ॥
ত্রিলোকা ত্রিশূলী তারা ত্রৈলোক্যতারিণী ।
ত্বরিতে তরায়ে তোল তরঙ্গনাশিনী ॥
ত্রিগুণাত্মিকা তারা ত্রৈলোক্য-জননী ।
ত্রিশক্তিরূপিণী তুমি তরঙ্গ-নাশিনী ॥
ত্রাণ-হেতু তোমা বিনে আর কেহ নয় ।
ত্রাণ কর মহামায়া তাপিত তনয় ॥

(ত্বরিতে ধরিয়া লোল তাপিত তনয়।
ত্রাণকর্ত্রী তোমা বিনা অন্য কেহ নয়॥)
থর থর করে প্রাণ কোটাল-তর্জ্জনে।
স্থির নাহি হয় মাতা তুয়া পদ বিনে॥
থাকিয়া রাজার আগে মৃত্যু কর দূর।
স্থির কর আসিয়া শ্রীমন্ত সদাগর॥
থরথর করে অঙ্গ রাজার বচনে।
থরহরি কাঁপে অঙ্গ কোটাল তর্জ্জনে॥
থাকিয়া রাজার আগে বাধা কর দূর।
থির কর পুনর্ব্বার উজ্জয়িনীপুর॥
দুর্গা দুর্গা-পরা তুমি দক্ষের দুহিতা।
দনুজ-দলনী দয়াবতী বেদমাতা॥
দুর্জ্জয় দক্ষিণা কালী দুরিতনাশিনী।
দুঃখী দাসে কর দয়া দুঃখ-বিনাশিনী॥
দূর কর দুর্গা মোর অকাল-মরণ।
দুস্তর সাগরে দুর্গা করহ রক্ষণ॥
ধরণী-ধারিণী মাতা ধেয়ান-ধারিণী।
ধরাধরসুতা দেবী সংসার-তারিণী॥
ধরিয়া কমল ছলে ধরাপতি বধে।
ধরিয়া লইছে প্রাণ বিনা অপরাধে॥
নিত্যানন্দ নারায়ণী নগের নন্দিনী।
নিশুম্ভনাশিনী নীলা নীলপতাকিনী॥
নিগূঢ় নির্ম্মলা কালী শিখরী নিদ্রাণী।
নৃপের নিলয়ে ভয় ভাঙ্গহ ভবানি॥
পদ্মনাভ পদ্মযোনি পাণি পরমাণ।
পুরন্দর প্রজাপতি পুরুষ প্রধান॥
প্রতিদিন পূজে তোমা প্রকৃতিরূপিণী।
পশুসম জন আমি কি বলিতে জানি॥
প্রণতবৎসলা তুমি পরম মঙ্গলা।
পাদপদ্মে দেহ স্থান সেবকবৎসলা॥
ফল ফুল জলে রাম পূজিল কাননে।
তার পূজা নিলে মাতা রাবণ-নিধনে॥
ফাঁফর করিল মোরে মশান ভিতরে।
ফেফাতুরা হইয়া খুল্লনা পাছে মরে॥
বুদ্ধিরূপা বুদ্ধিহরা সংসারতারিণী।
বন্ধন স্থানেতে হও বন্ধনহারিণী॥
বিপাকেতে বপু যেন লোপে জলবিন্দু।
বারেক করহ রক্ষা জগতের বন্ধু॥
বন্ধনে আমার প্রাণ যেন জলবিন্দু।
বন্ধন করহ দূর জগতের বন্ধু॥
ভয়ঙ্করা ভয়হরা ভীমা ভগবতী।
ভূপতি-ভবনে ভয় ভাঙ্গহ পার্ব্বতি॥
ভদ্রকালী বীরভদ্র ভৃত্য-তারিণী।
ভবভয়হরা দেবী ভবেশ ঘরণী॥
মৃগাঙ্কমুকুটমণি মস্তক মালিনী।
মহিষমর্দ্দিনী মধুকৈটভ-নাশিনী॥
যশোদানন্দিনী জয়া যমুনা যোগিনী।
যতনে ভজিল তব চরণ দুখানি॥
যমের যন্ত্রণা যেন যতেক যাতনা।
যশ গাই যদি পূর আমার কামনা॥
রণজয়া রণপ্রিয়া রাক্ষসী রুক্মিণী।
রণ অগ্রে হৈলা বাসুদেবের অগ্রণী॥
রাবণের বাণে রাম হৈলা পরাজয়ী।
রাবণের বধহেতু তুমি কৃপাময়ী॥
লভ্যহেতু আইলাম তোমা পূজি ঘটে।
লক্ষ দিয়া রাখ মাতা বিষম সঙ্কটে॥
বুদ্ধিরূপা বুদ্ধিহরা সংসারতারিণী।
বলাইপূজিতা বলদেবের ভগিনী॥
বিষম সঙ্কটে বসুদেবের শরণ।
বিবাদবাদিনী রাখ আমার জীবন॥
শঙ্খিনী শূলিনী শিবা তুমিত শঙ্করী।
শর্ব্বাণী সর্ব্বাণী শক্তিরূপা শাকম্ভরী॥
শশিশিরোমণি শৈল-শিখরবাসিনী॥
শিশু-শশিচূড়া-মাথা শিবের ঘরণী॥
ষড়ঙ্গধারিণী মাতা ষট্পদগামিনী।
ষড়াননমাতা ষষ্ঠী ষড়ঙ্গপূজিনী॥
সতী সত্যসনাতনী সংসার সারিণী
সর্ব্বশুভা মহামায়া সেবক-রক্ষণী॥
সর্ব্বলোকে গায় তোমা সেবক-বৎসলা।
সেবক উদ্ধার কর সর্ব্বমঙ্গলা॥
হরি হর হিরণ্যগর্ভের তুমি মূল।
হইয়া নন্দের সুতা রাখিলে গোকুল॥
হেমন্ত-নন্দিনী হর-অর্দ্ধ অঙ্গ কায়।
হও অনুকূল মাতা হইয়া সহায়॥
ক্ষৌণীর হরিলে ভার দৈত্য কৈলে ক্ষীণ
ক্ষণেক তরিয়া রাখ দাস আমি দীন।

ক্ষমা কর মহামায়া অকাল-মরণ।
ক্ষমিয়া সকল দোষ রাখহ জীবন ॥
এত স্তুতি কৈল যদি সাধুর নন্দন।
কৈলাসে ভবানীর টলিল আসন ॥
অভয়ার চরণে প্রণাম লক্ষ লক্ষ।
অনুক্ষণ রহু চিত্ত কায়মনোবাক্য ॥

চণ্ডীর উৎকণ্ঠা।

পদ্মা, আজি কেন দেখি অমঙ্গল।
মুখে হৈতে খসে পাণ, স্থির নহে মোর প্রাণ,
আসন করয়ে টলমল ॥
হের পদ্মাবতি সখি, খড়ি গণে বল দেখি,
মন স্থির নহে কি কারণ।
অমর ভুজঙ্গ নরে, কে মোরে স্মরণ করে,
কহ ঝাট মোর সন্নিধান ॥
কপালে টনক পড়ে, অলক ধৃতি নাহি উড়ে
স্পন্দন করয়ে ডানি আঁখি।
হেন মনে অনুমানি, কিবা মোর হয় হানি,
আজি বড় অকুশল দেখি।
মন উচাটন এবে, খাইতে দন্ত বাজে জিহ্বে,
গমনে উছট বাজে নখে।
ভোজনে বিষম খাই, মনে অতি ক্লেশ পাই,
কাল পেঁচা ডাকয়ে সম্মুখে ॥
চণ্ডীর বচন শুনি, পদ্মাবতী মনে গুণি,
বিচারি জ্যোতিষ নানা পুথি।
দূর কৈল মায়া মো, তোমার দাসীর পো,
প্রাণ দেই মশানে শ্রীপতি ॥
গিয়া কালীদহজলে, বসিয়া কমলদলে,
মায়া কৈলে বিষম সঙ্কটে।
খুল্লনা মরিবে শোকে, পূজা নহিবেক লোকে,
মৈল ছিরা তোমার কপটে ॥
পদ্মার বচন শুনি, রোষযুত নারায়ণী,
লোহিতলোচন ভগবতী।
করিয়া চণ্ডিকা-ধ্যান, শ্রীকবিকঙ্কণ গান,
রঘুনাথ দিল অনুমতি ॥

পদ্মার জ্যোতিষ গণন।

(বসিলা যে পদ্মাবতী ভাবিয়া ঈশ্বরী।
দেব যোগিগণ আর দেবতার পুরী ॥
প্রথমে গণেন পদ্মা অষ্ট লোকপাল।
রজনী দিবস খড়ি করেন বিচার ॥
দেবতা দানব প্রেত ভূত নিশাচর।
পিশাচ গণিল আর যক্ষ কিন্নর ॥
বলিকে গণিল যেই দৈত্যের নাথ।
হরির সেবক দৈত্য গণিল প্রহ্লাদ ॥
নাগ কুম্ভীর মৎস্য গণে ঘড়িয়াল।
প্রত্যেকে গণিল স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ॥
ক্ষিতিতলে তৃণ তরু পশু নদী নদ।
প্রত্যেকে গণিল পদ্মা যতেক পর্ব্বত ॥
গণে ব্রহ্মা নারায়ণ শিব যমপুর।
অষ্টবসু যতিগণে ডাকিনী কিঙ্কর ॥
সনকাদি মুনিগণ নারদাদি ঋষি
অরুন্ধতী আদি কার যতেক রূপসী
গণিল অনেক লোক দেখিতে না পায়
সভয় পদ্মার মন হৃদয় শুকায়
ধেয়ান করিয়া পদ্মা ব্রহ্মে দিল মন।
প্রসন্ন দেখিতে পায় এ তিন ভুবন ॥
ধনপতি নামে সাধু বসয়ে উজানী।
তোমার ব্রতের দাসী তাহার রমণী ॥
তার পুত্র শ্রীপতি বুঝে নানা কলা।
পড়িবারে গেল পণ্ডিতের পাঠশালা ॥
অধ্যাপক প্রধান পণ্ডিত জনার্দ্দন।
গালি দিল দ্বিজ তারে জারুয়া যেমন ॥
গুরুর বচনে তার মনে বাড়ে ক্রোধ।
উপবাসী কার বুলে না মানে প্রবোধ ॥
জননী কহিল মিথ্যা যতেক প্রলাপ।
সিংহলনগরে বাছা আছে তোর বাপ ॥
না শুনে মায়ের কথা বাপের কারণে।
বুলিতে সাজিয়া আইল দক্ষিণ পাটন ॥
কালীদহে গজ গিলে কামিনী কমলে।
প্রতিজ্ঞা করিল যাহ্যা নৃপতির স্থলে ॥
হারিলেক সাধু নিজ সাক্ষীর বচনে।
তারে বলি দেয় রাজা দক্ষিণ মশানে ॥

জীবনে কাতর হয়ে সাধুর নন্দন।
সঙ্কটে পড়িয়ে সাধু কয়য়ে স্মরণ॥
কি বোল বলিলি পদ্মা জন্মাইলি দুখ।
শ্রীকবিকঙ্কণ রঘুনাথের কৌতুক॥)

চণ্ডিকার ক্রোধ ও রণসজ্জা।

কোপেতে লোহিত আঁখি, চণ্ডিকা বলেন সখি,
শুন পদ্মা আমার বচন।
রাজাকে বধিয়া আজি, ছিরারে ধরাব ছাতি,
রাট কর সোনার সাপন॥
আমার সেবক ভ্রমে, যদি লয়ে থাকে যমে,
বড়াই করিব তার দূর।
দিয়া বহুতর ক্লেশ, লুটিব তাহার দেশ,
পোড়াইব সঞ্জীবনীপুর॥
চৌদিকে দুন্দুভি বজে, চৌষট্টি যোগিনী সাজে,
আগুদলে চণ্ডীর পয়াণ।
রণপড়া বাজে ঢাক ধায় দানা লাখে লাখ,
ধরি তরু পর্ব্বত পাষাণ॥
করে ধরি অসি খণ্ডা, ডানি ভাগে উগ্রচণ্ডা,
বাম দিকে ধায় চণ্ডবতী।
পরিয়া লোহিত ধুতি, বামদিকে শিবদূতী,
কৌশিকী কালিকা লঘুগতি॥
(সজল-জলদধ্বনি, শিবাসুত-নিনাদিনী,
রণপ্রিয়া কঙ্কালমলিনী)
আইলা চণ্ডী চন্দ্রচূড়া, মহেশ্বরী বৃষারূঢ়া,
ভুজঙ্গবলয়া ত্রিশূলিনী॥
আইলা রাজহংস রথে, কপোতাক্ষ শূল হাথে,
ব্রহ্মাণী বাদিনী বিবাদিনী।
বেদ-বিদ্যাগণ সঙ্গে, সমর প্রসঙ্গ রঙ্গে,
অনন্দে নাচয়ে যত সখী।
আইলা দেবী বিমানে, কুমারী ময়ূর যানে,
শক্তিধরা করালা সুমুখী॥
বৈষ্ণবী গরুড় রথে, শঙ্খ চক্র গদা হাথে,
অসি কাল বিবিধ ধারিণী।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, গান কবি শ্রীমুকুন্দ,
পরিতুষ্টা যাহারে ভবানী॥

বারাহী খেটকধরা, আইলা দেবী চন্দ্রচূড়া,
করালাস্যা মুষলধারিণী।
আইলা চণ্ডিকা সঙ্গী, হয়ে দেবী নারসিংহী,
নখারূঢ় নৃসংহরূপিণী॥
সহস্রাক্ষ ইন্দ্রাণী, আইলা দেবী বজ্রপাণি,
আরোহণ করি ঐরাবতে।
যোগিনীগণ শত শত, রণরঙ্গে অনুগত,
সঙ্গে আইলা চণ্ডীকার সাথে॥
শঙ্খযুত ক্ষিতি পাণী, কালী কপালমালিনী,
সিংহমুখী করালবদনা।
মুখে অট্ট অট্ট হাস, করে ধরি অসিপাশ,
খট্টাঙ্গধারিণী ঘোর রসনা॥
দ্বীপিচর্ম্ম পরিধানা, শুষ্কমাংস ভীষণা,
বিস্তারবদনা ভয়ঙ্করা
লোলজিহ্বা ঘোরমুখী, নিমগ্না লোহিত আঁখি,
নিনাদে পূরিল দিগম্বরা।
ধাইল সকল দানা, আগুদলে দেয় হানা,
ঈষৎ বিকট দশন।
কাল ধল কেহ রাঙ্গা, নাচয়ে সকল রঙ্গা
কাড়া পড়া বাজয়ে বাজন॥
গলে নাচে হাড়মাল, কার হাথে ভাঙ্গ শাল,
আজানু লম্বিত জটাভার।
পরিয়ে লোহিত সাড়ী, বুকে আচ্ছাদিত দাড়ি,
চণ্ডিকারে করয়ে গোহার॥
সমরদুন্দুভি বাজে, সকল যোগিনী সাজে,
কোলাহল হৈল সুরপুরে।
করিয়া চণ্ডিকা-ধ্যান, শ্রীকবিকঙ্কণ গান,
তুর চণ্ডি রাখিতে কিঙ্করে॥) *

দেবগণের অস্ত্রাদি প্রদান।

পদ্মার বচন শুনি, রোষযুত নারায়ণী,
প্রভাত-অরুণ-বিলোচনা।
কালঘাম বহে মুখে, গগনে মুকুট ঠেকে,
প্রলয় বদন ঘোরাননা॥

* বন্ধনী মধ্যস্থিত অংশটুকু আমাদের হস্ত-লিখিত আদর্শ পুথিতে নাই।

ধরিয়া বামনী মায়া, হৈলা দেবী মহাকায়া,
কপালে তিলক রত্নমণি।
কোপে কম্পবান্ তনু, ভুরুযুগ কাম-ধনু,
গগনে পূরিল ঘোরধ্বনি॥
শবারূঢ়া মহাতেজা, হৈলা দেবী দশভুজা,
করে লয়্যা নানা প্রহরণ।
নিল ধনু আদি যত, বাণ নিল অসংখ্যাত,
সিক্কব সফর শরাসন॥
গায়ে আরোপিল রাজি, ডমরু ডাবুস টাঙ্গি,
তবক বেলক চক্রবাণ।
করে নিল ভিন্দিপাল, টঙ্গ টাঙ্গি করবাল,
ভাঠা নিল কামান কৃপাণ॥
চণ্ডী করেন অট্টহাস, দেবগণে লাগে ত্রাস,
নিনাদে পূরিল ত্রিভুবন।
যেন দৈত্য রণ-কালে, মিলি যত দিক্‌পালে,
দিল সত্তে নিজ প্রহরণ॥
শঙ্খ দিল জলেশ্বর, শক্তি দিল নিশাচর,
নাগপাশ দিল অম্বুপতি।
কার্ম্মুক অক্ষয় গুণ, বাণপূর্ণ দুই তূণ,
চণ্ডিকারে দিল সদাগতি॥
বজ্র ত্বরিত গতি, আনিদিল সুরপতি,
কাত্যায়নী ঐরাবত হৈতে।
কালদণ্ড হৈতে যম, দণ্ড দিল অনুপম,
দক্ষ দিল অক্ষমালা হাথে॥
অবনত করি মাথা, কমণ্ডলু দিল ধাতা,
লোমকূপে রশ্মি দিবাকর।
রোষযুত করবাল, সমর্পণ করে কাল,
অবনী লোটায়ে কলেবর
ক্ষীর-সিন্ধু দিল হার, অক্ষয় অমূল যার,
চূড়ামণি কনক-কুণ্ডল।
দিল মুকুটের আভা, অর্দ্ধচন্দ্র ইন্দুশোভা,
বাহুযুগে অঙ্গদমণ্ডল॥
রত্নময় অঙ্গুরী, সকল অঙ্গুলি ভরি,
পদাঙ্গুলে পাসলী রতন।
নূপুর মরাল ভাষা, দিল দিব্য কর্ণভূষা,
অনুপম রত্ন-বিভূষণ॥
টাঙ্গি দিল বিশ্বকর্ম্ম, অস্ত্র ভৈরব বর্ম্ম,
দিল নানাবিধ প্রহরণ।
দিলেন ভরিয়া গলা, অমর কনক মালা,
উর্দ্ধশীর শিরের ভূষণ॥
বিমল শোভায় সদ্ম, জলনিধি দিল পদ্ম,
কেশরী বাহন হিমবান্।
দিলেন করিয়া পূজা, চষক যক্ষের রাজা,
যাহাতে অক্ষয় সুধাপান॥
(চণ্ডিকার ক্রোধ দেখি, দেবগণ হৈল সুখী,
কোলাহল হৈল সুরপুরে।
যুক্তি করি দেবরাজ, জানিতে চণ্ডীর কাজ,
পাঠাইল নারদ মুনিরে॥)
শেষে দিল নাগহার, মহামণি ভূষা যার,
যেই প্রভু ধরিল অবনী
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিল বন্ধ,
প্রকাশিল দ্বিজ নৃপমণি॥

চণ্ডীর জরতীবেশ-ধারণ।

ইন্দ্রের বচনে মুনি চাপিয়া বিমানে।
দণ্ডমাত্রে গেলা চণ্ডিকার বিদ্যমানে॥
চণ্ডিকারে দেবঋষি নোঙাইল মাথা।
আশীষ করিল তারে হেমন্তদুহিতা॥
চণ্ডিকারে জিজ্ঞাসা করেন মহামুনি।
কহ গো এমন বেশে কোথারে সাজনী॥
তোমার ক্রোধেতে হয় প্রলয় সমান।
কার তরে হেন বেশে কোথাকে পয়াণ॥
নিজ প্রয়োজন কথা কহেন ভবানী॥
হাসিয়া নারদ মুনি দিলেন উত্তর।
তোমারে উচিত নহে নরের সমর॥
এতেক সাজন ছাড় নরের কারণে।
গরুড়ের রণ কিবা মশকের সনে॥
তোমার সমরে হরি হরে লাগে ডর।
সিংহসনে কিবা যুদ্ধ করবে গাড়র॥
কোটালের স্থানে ভিক্ষা মাগহ ভবানি।
ভিক্ষা-ছলে সিংহলে মা চলহ আপনি॥
যদি নাহি দেই যুদ্ধ করহ অবশেষে।
সাধু করি দিল নারদের উপদেশে॥

জরতী ব্রাহ্মণী অস্থিচর্ম্ম বিলোলনা।
মায়া করি ভ্রমে যেন চঞ্চল-পরাণা॥
বাজেতে কাঁকালী বেঁকা যান হয়ে টেড়ি।
উছোটের ঘায়ে চণ্ডী যান গড়াগড়ি॥
বাম কাঁধে নিল মাতা রঙ্গিণ চুপড়ি।
ডানি হাথে নিল মাতা শিঙ্গা-বেতের নড়ি॥
করে নিল কুসুম চন্দন দূর্ব্বা ধান।
বেদমন্ত্রে শ্রীমন্তের করিতে কল্যাণ॥
(সঙ্কেত করিয়া সেনা রাখি এক স্থানে।
সেইক্ষণে উরিলেন দক্ষিণ মশানে॥
নারদের উপদেশে আইলা ভবানী।
বন্দিয়া ইন্দ্রের সভা যান মহামুনি॥)
অম্বিকার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

কোটালের নিকটে চণ্ডীর গমন।

হাথে নড়ি কাঁধে ঝুড়ি, উচ্চৈঃস্বরে বেদ পড়ি,
বিনয়ে বলেন ধীরে ধীরে।
করযুগে করি দর্ভা, কুসুম চন্দন দূর্ব্বা,
আরোপিল কোটালের শিরে॥
কোটাল, আমি আইলাম তোমার সন্নিধান।
বড় তুমি ভাগ্যবান্, এই হেতু মাঙ্গি দান,
ব্রাহ্মণীর করহ সম্মান॥
জরাযুত হৈল তনু, বসিতে ধরিয়ে জানু,
ভূমি ধরি উঠিয়ে যতনে।
হেন জনা নাহি কোলে, হাথেতে ধরিয়া তোলে,
দোসর আপন বন্ধুজনে॥
নাতিটী হয়েছি হারা, দেখিলুঁ তাহার পারা,
আইলুঁ তোমার সন্নিধান।
চিহ্নিলুঁ আপন নাতি, কোটাল পেয়েছ কতি,
বাপের পুণ্যেতে কর দান॥
শিশুমতি মোর নাতি, নহে ঢঙ্গ ঢাঙ্গাত,
নহে খণ্ড বাটপার চোর।
কৃপণের যেন কড়ি, অন্ধের যেমন নড়ি,
দান দিয়া প্রাণ রাখ মোর॥
পাইলুঁ অনেক ক্লেশ, ভ্রমিলুঁ অনেক দেশ,
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ উৎকল।
ত্রিগর্ত্ত আগরা দিল্লী, চাহিলুঁ অনেক পল্লী,
অবশেষে আইলাম সিংহল॥
পিতা মোর কুলে বন্দ্য, কুলে শীলে নহে নিন্দ্য,
স্বামী ঘোষাল পঞ্চানন।
তপস্যা করিয়া আমি, দারুব্রহ্ম পাইলুঁ স্বামী,
বুড়া বৃষ সবে যার ধন॥
অংশীতে নাহি ঠাঁই, সমুদ্রে ডুবিল ভাই,
প্রাণনাথ কৈল বিষপান।
দারুণ দৈবের দোষে, দুই পুত্র নাহি পোষে,
কত দুখ করিব বাখান॥
তুমি হও পুণ্যবান্, রাজা তোমার করুক মান,
বাড়ুক তোমার পরমাই।
দিশা লাগে পথে যাও, ছিরা দেহ মোর সাথে,
আশীষ করিয়া ঘরে যাই॥
শ্রীমন্তের শিরে পাণি, আরোপিল নারায়ণী,
অভয় দিলেন মহামায়া।
ব্রাহ্মণ ভূমির পাত, রঘুনাথ নরপতি,
জয় চণ্ডি তারে কর দয়া॥

কোটালের প্রতি চণ্ডীর হিতোপদেশ।

কোটাল, দুঃখ পাই নিজ-কর্ম্মদোষে।
জিনিয়া ইন্দ্রিয়গণ, না সেবিলুঁ নারায়ণ,
কাহারে না রাখিলুঁ সন্তোষে॥
অশ্বমেধ-যজ্ঞকুণ্ডে, বসুধা ব্রাহ্মণ তুণ্ডে,
সম্প্রদান না কৈলু আহুতি।
যত সতীজন প্রতি, না করিলুঁ প্রেমভক্তি,
এই হেতু এ পঞ্চ দুর্গতি॥
আছিল বৈকুণ্ঠ পুরী, বৈকুণ্ঠ নাথের দ্বারী,
জয় বিজয় দুই ভাই।
হইয়া কৃষ্ণের সঙ্গী, বিরিঞ্চিনন্দনে লঙ্ঘি,
বৈকুণ্ঠেতে না পাইল ঠাঁই॥
দ্বিজে নাহি দিলে দান, না কৈলে গুরুর মান,
দিনে দিনে পরমায়ু নাশ।
লঙ্ঘিয়া কপিল ঋষি, সূর্য্যবংশ ভস্মরাশি,
রামায়ণে শুনি ইতিহাস॥

শুন বাপু কালুদত্ত, শিশুকালে ছিলুঁ মত্ত,
স্বামী যোবাল পঞ্চানন।
দুই পুত্র অতিশিশু, স্বামীর নাহিক বসু,
ভিক্ষা মাগে ভ্রমি ত্রিভুবন॥
ব্রাহ্মণী যতেক ভণে, কোটালিয়া নাহি শুনে,
হৃদয়ে ভাবেন ভগবতী।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিয়া বন্ধ,
মুকুন্দ রচিল শুদ্ধমতি॥

কোটালের বিনয়।

হায় পরাধীন, অতি বড় ক্ষীণ,
বিশেষে রাজার দাস।
ক্ষম এই দায়, ধরি তুয়া পায়,
বধ্য জনের ছাড় আশ॥
এই সাধু ভণ্ড, নৃপ কৈল দণ্ড,
মিথ্যা বচনের দোষে।
নৃপের শাসনে, এনেছি মশানে,
বান্ধিয়া নায়ের পাশে॥
কর্ণ বলি আদি, যত যশোনিধি,
আছিল ধরণীপাল
সুখভোগ যত, তাহা কব কত,
সকলি হরিল কাল॥
দান-কর্ম্ম ফলে, ছিল মহাতলে,
স্বর্গপুরে হৈল স্বামী।
বিধি সনে বাদ, হৈল পরমাদ,
সে ভাগ্য না কৈলুঁ আমি॥
একে যে ব্রাহ্মণী, আরে অনাথিনী,
ভিক্ষুক জনের আশা।
কহি সবিশেষ, শুন উপদেশ,
না হবে যদি নিরাশা॥
এই পাপমতি, যদি বটে নাতি,
করিবে পরাণে রক্ষা।
গিয়া রাজধাম, সাধ নিজ-কাম,
নৃপবরে মাগো ভিক্ষা॥
রাজা শালবান, কর্ণের সমান,
যা চাহ তা পাবে দান।
কল্পতরু ত্যজি, হীন জনা ভজি,
সেওড়াতলে সাধ মান॥
রাখি তুয়া মান, যদি করি দান,
পরাণে দণ্ডিবে রাজা
শ্রীমন্ত-বিহনে, দিয়া নানা ধনে,
তোমার করিব পূজা॥
নৃপতি দুর্ব্বার, যেন ক্ষুর-ধার,
না সহে শাসন ভঙ্গ।
যদি রহে প্রাণ, তবে করি দান,
ছিয়ার ছাড় প্রসঙ্গ॥
কোটালের বাণী, শুনি নারায়ণী,
চাহেন পদ্মার মুখ।
বুঝিয়া ইঙ্গিত, পদ্মা বলে হিত,
যাচ্‌ঞা বড়ই দুখ॥
রাজ-সভাথানে, নিতে যাবে দান,
দেখা দিবে কত জনে।
সাধু কোলে করি, বৈস মহেশ্বরি,
শ্রীকবিকঙ্কণে ভণে॥

শ্রীমন্তকে অভয়-দান।

মল্লার—রাগ।

(পুত্র পুত্র বলি দেবী ডাকে বিপরীত।
উপাড়িয়া পড়ে কোটাল্যা-গায়ে লোমাঞ্চিত॥
মায়া পাতিয়া বলেন সর্ব্বমঙ্গলা।
কোটালের ঠাঞি ত মাগেন সাধুর বালা॥
বয়সে অধিক দেখি গৃহ পরবাস।
বলবুদ্ধি টুটা ভক্ষণে বড় আশ॥
একাকিনী ব্যাধিমতী শোকেতে ব্যাকুলা।
নিবারিতে না পারি উদরে পোড়ে জ্বালা॥
একাকিনী করি মোরে জীয়ায় বিধাতা।
এমন সময় করি উদরের চিন্তা॥
দান করি দেহ মোরে সাধুর কোঙর।
অভাগিনীর হয় ভিক্ষা করিতে দোসর॥) *
শ্রীমন্ত বসিয়া আছে বকুলের তলে।
সভা-বিদ্যমানে চণ্ডী সাধু কৈল কোলে॥

* বন্ধনী মধ্যস্থিত পদ্যগুলি একখানি হস্ত-লিখিত পুঁথিতে অধিক আছে।

শ্রীমন্তকে কোলে করি বসিলা ভবানী।
ভাই সঙ্গে কোটালিয়া করে কাণাকাণি॥
সেন্তা বলে নেন্তা ভাই দেখি বিপরীত।
বুঝিতে না পারি এই বুড়ার চরিত॥
ব্রাহ্মণীর দেখি কিছু কোপের উদয়।
সেনা মিলি যুক্তি করি কোটালের ভয়॥
আচম্বিতে আইল বুড়া দক্ষিণ মশানে।
অথির নয়নে বুড়া চাহে সবা পানে॥
বয়সে অশীতিপরা পরা শুণবাস।
বল বুদ্ধি টুটা ভোজনে অভিলাষ॥
সকল বচনে বুড়া ছাড়ে হুহুঙ্কার।
দিন দুই প্রহরে দেখি ঘোর অন্ধকার
কেমন দেবতা আইল ব্রাহ্মণীর বেশ।
নাহি লক্ষি বুড়ির লোচনে নিমেষ॥
চক্ষে নাহি দেখে বুড়া নাহি শুনে কাণে।
কোথা হৈতে আইল বুড়া দক্ষিণ মশানে॥
নাহি দান দিতে বুড়া সাধু কৈল কোলে।
রাজার বিপক্ষ আজি লৈবে বলে ছলে॥
একলা আইল বুড়া হৈল দুই জন।
কোপে ওষ্ঠ কাঁপে বুড়ার লোহিত লোচন।
ব্রাহ্মণীর কোলে যদি ছাড়ি রাজ-অরি।
সবংশে বধিবে প্রাণ নৃপ অধিকারী॥
যদি বা হানিয়া যাই রাজ-রিপুজন।
মশানে বুড়ার ঠাঁই না রবে জীবন॥
কোটালে গর্জ্জিয়া বলে নব কোটালিয়া।
শ্রীমন্তেরে জটে জটে ধর ব্রাহ্মণী ঠেলিয়া॥
কোপে পদ্মাবতী দিল ঘণ্টার নিশান।
অম্বিকা-মঙ্গল কবিকঙ্কণে গান॥

কোটাল প্রতি শ্রীমন্তের উক্তি।

ত্রিকুট—রাগ।

কোটাল, খানিক জীবন রাখ।
ধরি তুয়া পায়, ক্ষম এই দায়,
সুকৃতি-শরণ দেখ॥
লহ মোর হার, রত্ন অলঙ্কার,
অঙ্গুরী অঙ্গদ বালা।
ছাড়হ কুণ্ডল, পিয়ে গঙ্গাজল,
দেহ তুলসীর মালা॥
ঘোর তরোয়াল, কত দেখাও আর,
হিয়াতে চমক লাগে।
করি নিবেদন, পুণ্যে দেহ মন,
বলি কিছু তুয়া আগে॥
লোক ভাবে দুখ, সাধু পূর্ব্বমুখ,
বসিলা বসন পাতি।
হাসে কোতোয়াল, ভাঙ্গে তরোয়াল,
দুঃখভাবে নিশাপতি॥
কুজ্ঞানী এই বুড়া, কার্য্য কৈল ভেড়ি,
ভাঙ্গিল আমার অসি।
নানা অস্ত্র ধরি, দুষ্ট সাধু মারি,
কিসের বিলম্বে বসি॥
রাজা রঘুনাথ, গুণে অবদাত,
রসিক মাঝে সুজান।
তাঁর সভাসদ, রচি চারুপদ,
শ্রীকবিকঙ্কণ গান॥

শ্রীমন্ত প্রতি কোটালের অস্ত্র প্রয়োগ।

পরোশিল রে পাইক সাধু বধিবারে।
পুরিয়া সন্ধান, ছাড়্যা দিল বাণ,
কেহ নিবারিতে নারে॥
দশ বিশ বীরবর, লইয়া যমধর,
শ্রীমন্তে করিতে গুণ্ডা
ঠেকি সাধু-অঙ্গে, একে একে ভাঙ্গে,
আবাড়িয়া যেন ভ্রূকুণ্ডা॥
ঢালি পাইক ঢালাক ধাইল তবকী,
উভ করি তবকে গুলি।
অনলে দিতে ফু, পুড়িল তবকে মু,
পাছু হয়্যা পড়িল গুলি॥
দশ বিশ বীরবর, লইয়া যমধর,
আরোপিল শ্রীমন্ত গায়
শ্রীমন্ত অঙ্গে যমধর ভাঙ্গে,
বীরগণ ফ্যালফ্যাল চায়।

পুরিয়া তবকী, ধাইল ধানুকী,
ধনুকে সারিয়া কাঁড়া।
পুরিয়া সন্ধান, ছাড়িয়া দিতে বাণ,
ধনুকের ছিণ্ডিল চড়া॥
পরিঘ ভূষণ্ডী, তোমরে গণ্ডী,
ভাবুশ ছুরিকা শেল।
শ্রীমন্ত-অঙ্গে, একে একে ভাঙ্গে,
বীরগণ চায় ভেল ভেল॥
শ্রীমন্তে ঘেড়িয়া, রায়বাঁশ সারিয়া,
ধাইল পদাতিচয়।
ভাঙ্গিল রায়বাঁশ, পদাতি পায় ত্রাস,
শ্রীমন্তের হইল জয়॥
অগদবতংসে, পালধিবংশে,
নৃপতি শ্রীরঘুরাম।
শ্রীকবিকঙ্কণ, করয়ে নিবেদন,
অভয়া পূর তার কাম॥

দেবীপ্রতি কোটালের উক্তি।

সাধু হৈল বজ্রকায়, নানা অস্ত্র ভাঙ্গি যায়,
পাইক কান্দে মাথে হাথ দিয়া।
কোটালিয়া কম্পবান্, ঘন ডাকে হান হান,
দূর কর ব্রাহ্মণী ঠেলিয়া॥
বুড়ি, গৌরব রাখহ আপনার।
হৈল দু-পর বেলা, রাজকার্য্যে হৈল হেলা,
ঝাট মারি বিদেশী কুমার॥
বুড়ি মাজি যুল বড়া, পরিধান শত ছিঁড়া,
মানুষ লইতে চাহ দান।
কোথা হৈতে আইলি বুড়ি, কার্য্য কৈলি ডেড়ি,
অষ্টলোকপাল পরমাণ॥
শিখিয়া ডাইন কলা, জানিস কতেক ছলা,
আপনা চিনিয়া চল বাস।
শেল অসি শর খণ্ডা, পাইকের যত ভাণ্ডা,
সকল করিলি বুড়ি নাশ॥
কাঁখেতে রাঙ্গণ ঝুড়ি, আইল বামনী বুড়ী,
আসিয়া পাতিল নানা মায়া।
কতেক বিনয় কহি, ব্রাহ্মণী বলিয়া সহি,
নাহি যায় মশান ত্যজিয়া॥

হাতে পাও কাঁপে বুড়ী, কোথায় বড়াই বুড়ী,
প্রবোধ বচন নাহি শুনে।
সব মিথ্যা যত কয়, অকারণে কর ভয়,
আশু হান বুড়ীকে মশানে॥
মোর বোল শুন নেকা, বুড়ীকে মারিয়ে ঢেকা,
এথা হৈতে ঝাটু কর দূর।
মারিলে বুড়ীর অঙ্গে, শেল টাঙ্গি খাঁড়া ভাঙ্গে,
কুজ্ঞানী এ বুড়ী প্রচুর॥
কোটালের কথা শুনি, নেত কোটাল মনে গুণি,
অভয়ারে ফেলিল ঠেলিয়া।
স্বপনে আদেশ পান, শ্রীকবিকঙ্কণ গান,
গালি দিল ডাকিনী বলিয়া॥

কোটালের সহিত যুদ্ধ।

আইলাম ভিক্ষার আশে নাহি দিলে ভিখ।
কিসের কারণে বেটা বল ধিক্ ধিক্।
ব্রাহ্মণী-লঙ্ঘন-ফলে যাবিরে অল্লাই।
পহিলা রণে পড়িবা কোটাল দুই ভাই॥
ব্রাহ্মণীর তরে যে বলহ কুবচন।
অনুমানে বুঝি তোর নিকট মরণ॥
বুড়া, আসিহ কুলের কার্য্যে পিতৃশ্রাদ্ধ দিনে।
আসিয়া লইস দান যে বা লয় মনে॥
দূর কর রাজবধ্য মানুষের কথা।
ইহাকে বাঁচাতে পারে কার দুটা মাথা॥
মশান ত্যজিয়া বুড়া ঝাট চল দূর।
গৌরব করিব দূর ধরিয়া চিকুর।
কোপে পদ্মা বাজাইল নিশানর ঘণ্টা।
আইল দানা দুই ভাই নামে ঘণঘণ্টা॥
নেত কোটালের ঘাড়ে মারে সাত হাথা।
করের প্রহারে তার ছিঁড়ি গেল মাথা॥
যুঝে বীরদানা ঘটা কোটালের ঠাটে।
রণের শবদে গগনতল ফাটে॥
মার মার করিয়া কোটাল ছাড়ে ডাক।
দুই দলে রণ বাজে বাজে জয়ঢাক॥
ঝট ঝট করিয়া তবকে পুরে গুলি।
রণঝুঁটা যুদ্ধ করে মাথায় ভাঙ্গে খুলি॥

রণে দিল পদ্মাবতী দুন্দুভি নিশান।
আট দিগে দানাঘটা বেড়িল মশান॥
শ্রীমন্তে ধরিতে যায় গজস্কন্ধে বীর।
অন্তরীকে দানা তার ছিঁড়্যা ফেলে শির॥
দানাঘটা বীরঘটা দেই গালাগালি।
ভাঙ্গিয়া দানাটী করে ঘোড়ার মুখনালি॥
দুইদলে কাটাকাটি বরিষয়ে বাণ।
জরতী ব্রাহ্মণী ডাক ছাড়ে হান হান॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

যুদ্ধ বর্ণন।

জরতী ব্রাহ্মণী বেশে জুঝেন ভবানী।
ঘরদল পরদল, বাজয়ে মাদল,
কেহ কার না শুনে বাণী॥
ভ্রূকুটি কুটিলা, পিঙ্গল জটিলা,
পরিহিত লোহিত বসনা।
কড় মড়ি দন্তা সমর-দুরন্তা,
ভয়দা ভীষণ-বদনা॥
পলিত জটিলা, কৃত নরমালা,
আজানু লম্বিত জটা।
রণভূমি কালী, বিষম করালী,
জলধর জিনিয়া ছটা॥
বেড়িয়া মশান, পাইকের চাপান,
ঘন বাজে দামামা কাড়া।
রণমদে মাতোয়ালা, ধায় ভাল বেতালা,
খাইতে ধায় মিলিয়া দাড়া॥
কৃত-নরমালা, পরিহিত জটিলা,
অভিনব জলধরমালা।
শত শত ডাকিনী, সঙ্গে যামুনী,
ছাড়িয়া কুলমর্য্যাদা॥
ধর ভর ‹ গজবর পৃষ্ঠে,
মাহুত মারিল দন্তা।
শত নর খণ্ডী, ধরিয়া চণ্ডী,
বাড়ি ভাঙ্গিল দন্ত॥
গজবর শুণ্ডা, ধরিয়া চামুণ্ডা,
ঘন দেই গগনে পাক।
করিবর-চাপনে, পড়িল মশানে,
পদাতি লাখে লাখ॥
উজ্জ্বল-দন্তা, সমর-দুরন্তা,
পরিহিত চিকুরবসনা।
কড়মড়ি দন্তা, সমর দুরন্তা,
ভয়দা ভীষণবদনা॥
বিন্ধি যমধর, পড়িল বীরবর,
কেহ কার না শুণে বোল।
পাইয়া সমর, নাহি চিনে ঘর পর,
চটাচটি পাড়িল ওল॥
সেভাই নেভাই, কোটালের দুই ভাই,
পাতিয়া মাহুষা ঢালে।
আকাশে কুমুদা, ধাইল মামুদা,
ধরিয়া পুরিল গালে॥
পড়িল সেনাগণ, কোটাল ত্যজিল রণ,
চলিল নৃপতির ঠাম।
শ্রীকবিকঙ্কণ, কহয়ে নিবেদন,
অভয়া পুর তার কাম॥

রাজসমীপে কোটালের নিবেদন

অবধান কর রায়, নিবেদি তোমার পায়,
প্রাণ লয়ে পলাও নৃপমণি।
তোমারে বলিতে দড়, আহাড়ে আহড়ে লড়,
নাহি দেখে যাবত ব্রাহ্মণী
তোমার আদেশ পেয়ে, বৈদেশী সাধুরে লয়ে,
হানিবারে লইলুঁ মশানে।
নাহি দেখি নাহি শুনি, আইল এক ব্রাহ্মণী,
সাধুকে লইতে চাহে দানে॥
তুমি নৃপশিরোমণি, অলঙ্ঘ্য তোমার বাণী,
ব্রাহ্মণীরে নাহি দিলুঁ দান।
হুহুঙ্কার ছাড়ে বুড়া, যোজনেক যাট যুড়ি,
তার সেনা যুড়িল মসান॥
ব্রাহ্মণী দিলেক হানা, পড়িল তোমার সেনা,
একটি নাহিক অবশেষ।
তোমারে বারতা দিতে, আছিলাম এক ভিতে,
মড়া য় করিয়া পরবেশ॥

বুড়ী, ধরণী ধরিয়া উঠে, রণে যেন তারা ছুটে,
একটী নাহিক কাঁচা কেশ।
শুনিতে না পাই কাণে, নাহি দেখে বিলোচনে,
অকস্মাৎ করিল প্রবেশ ॥
বৈদেশিক সদাগরে, বসাইলাম হানিবারে,
বুড়ি বাড়াইলেক এ রণ।
না দেখিলাম পঃভেথ, না লাগে কুঞ্চের রেখ,
কে সহিব তার প্রহরণ ॥
কাঁখে ঝুড়ি হাথে লড়ি, আইলা ব্রাহ্মণী বুড়ী,
কোন নৃপতির হয়ে চর।
হেন লয় মোর মনে, কোন রাজা আইল রণে,
রাখিতে শ্রীমন্ত সদাগর ॥
অপরূপ কথা শুনি, শালবান্ নৃপমণি,
সাজ বল্যা দিলেক ঘোষণ।
সমরে দুন্দুভি বেণী, রণপড়া বাজে সানী,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

সিংহলেশ্বরের সমর-সজ্জা।

কোটালের কথা শুনি কাঁপে সর্ব্ব গা।
সাজ সাজ বলি দামামায় পড়ে ঘা
চলিলেন যুবরাজ রাজার আরতি।
লেখা জোখা নাহি যত চলে সেনাপতি ॥
অস্ত ব্যস্ত করিয়া চৌদলী নিল কাঁধে।
ধরণী কম্পিত হৈল বাজনার নাদে ॥
রায়বীণা গন্ধবীণা বাজে রুদ্রবীণা।
দগড় দোগড়ি বায় শত শত জনা।
হাথার গলাতে ঘণ্টা বাজে ঠনঠনী ॥
কাংস্য করতাল বাদ্য বিপরীত শুনি।
জয়ঢাক বীরঢাক রাক্ষসী বাজনা ॥
প্রলয় সময়ে যেন পড়য়ে ঝঞ্ঝনা ॥
হাথে দামা কাঁখে ঢোল তরল নিশান।
দামা দড়মসা বাজে বাজে সিন্ধুয়ান ॥
বিষম তরল অগ্রে আরোপিয়া কাটি।
বরুজ কামান হাথে শেলপাট আঠি ॥
ঘবলিয়া অশ্বপর ঘবন আসোবার।
ঘোররূপ যবন সব বলে মার মার ॥
পার্ব্বতিয়া অশ্ব সব সোণার বিম্বকা।
কণ্ঠে ঝিলিমিলি হার করে ধিকি ধিকি ॥
ঢালী পাইক সাজে কত হাথে খাঁড়া ঢাল।
ডানি বামে অস্ত্র সাজে বিক্রমে বিশাল ॥
ধানুকী পাইক সাজে হাথে ধনুঃশর।
কটিদেশে তরবার চলিল সত্বর ॥
চৌকনিয়া পাইক চৌকন হাথে করে।
হাড়িয়া চামর বান্ধে বাঁশের উপরে ॥
বিচিত্র পামরী গায় পারিজাতমালা।
বৈরিবেশে ধায় পাইক জানে যুদ্ধকলা ॥
ভীম অর্জ্জুন কর্ণ কোট ল দুর্ব্বার।
ভিড়নে চলিল চঙ্গ বাইশ হাজার ॥
রাজার বেটা যুবরাজ ঠাটে আগুয়ান।
শগড়ে তুলিয়া নিল বিচিত্র কামান ॥
বারুই বোরজে যেন ঘন দেয় কাটি।
খোজা মিঞা রণে চলে হাথে রাঙ্গা লাঠি।
লহ লহ করে যত হস্তীকের শুণ্ড।
পিপীলিকা সারি যেন পাইকের মুণ্ড ॥
বংজেরা বোরজে নিছিয়া ফেলে পাণ।
পাখরিয়া ঘোড়া সাজে কাহনে কাহন ॥
ডানি দিকে সাজিল কোটাল ভীমমল্ল।
রাজার জামাতা সাজে নামে বীরশল্ল ॥
সাজ সাজ বলিয়া পড়িয়া গেল সাড়া।
আগুদলে সাজে যত পাখরিয়া ঘোড়া ॥
তবক বেলক কাছে কামান কৃপাণ।
পৃষ্ঠদেশে পূরিত তূণেতে যত বাণ।
রণসিংহ রণভীম ধায় বনঝাটা।
তিন ভাই ভীর বিন্ধে দিয়া চূণের ফোঁটা ॥
পাইক-প্রধান তিন ভাই আগুদল।
বাণবৃষ্টি করে যেন মেঘে ফেলে জল ॥
পথে যাইতে বিভাগ করিয়া দিল ঠাট।
আগুদলে সেনাপতি আগুলল বাট ॥
দক্ষিণ মশানে গিয়া দিল দরশন।
মশান বেড়িয়া ধায় রাজসেনাগণ ॥
দেখিয়া ফাঁফর হৈলা কুমার শ্রীপতি।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর ভারতী।

* শালবানের রণ-সজ্জা।

অপরূপ কথা শুনি, শালবান্ নৃপমণি,
সাজ বল্যা দিলেক ঘোষণা॥
চতুরঙ্গ দল সাজে, সমর-দুন্দুভি বাজে,
শুনি ধায় পুরীর সর্ব্বজনা॥
গজস্কন্ধে বাজে দামা, সাজে নৃপতির মামা,
আড়ম্বরে পূরিল গগন।
ধবল চামর ছটা, উরুমাল ঘাঘর ঘণ্টা,
গণ্ডস্থলে সিন্দূর-মণ্ডন॥
করিপৃষ্ঠে নরপতি, মাথায় ধবল ছাতি,
চারিদিগে ভূঞার পয়াণ।
কবচে মণ্ডিত হয়, চারি দিগে শয় শয়,
হয়বলে সাজয়ে প্রধান॥
রথবলে সাজে রথী, বীরবলে সেনাপতি,
রথ আগে ধাইল দময়ন।
সোণার কলস ছড়ে, নেতের পতাকা উড়ে,
রথশিরে ধবল চামর॥
বাজন নূপুর পায়, বীরঘণ্টা পাইক গায়,
রায়বাঁশ্যা ধায় খরশান।
সোণার টোপর শিরে, ঘন সিংহনাদ পূরে,
বাঁশে বন্ধে চামর নিশান॥
সাজ বল্যা পড়ে সাড়া, তুরঙ্গে আরোপি চড়া,
ধানুকী ধাইল বেড়াজাল।
তবক বেলক টাঙ্গী, কাছে খরশাণ সাঙ্গি,
যার সঙ্গে যমদূত কাল॥
লইয়া আপন দল, যত যত যোদ্ধামল্ল,
ভূঞা রাজা করিল পয়াণ।
যবন কিরাত শক, আগুদলে উজবক
খোরাসানি মোগল পাঠান॥
সঙ্গে নব লক্ষ দল, আচ্ছাদিল মহীতল,
ঘন বাজে ব্যাল্লিশ বাজনা।
মশানে সাজিল রায়, শ্রীমন্ত দেখিল তায়,
ব্রাহ্মণীরে করে নিবেদনা॥
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয় নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

---

* এইখান হস্তলিখিত পুথিতে উপরি উক্ত প্রবন্ধের পরিবর্ত্তিত পাঠ এইরূপ।

শ্রীমন্তের করুণা

অভয়া, ঝাট চল ছাড়িয়া সিংহলে।
তুমি গো অবলা জাতি, আমি নহি রণে কৃতী,
কেনে প্রাণ হারাবে বিফলে॥
একে তুমি অবলা, আর তাহে বিভোলা,
নাহি দেখ নাহি শুন কাণে।
পদাতি সারথি রথী, কত আইসে সেনাপতি,
সমর করিবে কার সনে॥
চারি দিগে আগুদলে, পড়ে বজ্রসার শিলে,
ধূমে আচ্ছাদিত দিনমণি
দেখিয়া লাগয়ে ভয়, কত শত আইসে হয়,
কেমতে রহিবে একাকিনী॥
দেখিয়া লাগয়ে ধান্দা, তুরঙ্গে তবক বান্ধা,
আসোয়ার কবচে মণ্ডিত।
কেতর ভাণ্ডর সাথে, ঝকমক কৃপাণ হাতে,
কত আইসে সমরে পণ্ডিত॥
মাথায় সুরঙ্গ ডালী, তবকী বেলকী ঢালী,
পাইক আইসে পণে পণে
পরাণ করিয়া পণ, আগমে করিবারে রণ,
সাহস করহ অকারণে॥
শুন কর্ণে দেখহ নয়ানে।
পদাতী ধানুকী তথি, আইসে কত সেনাপতি,
সমর করিতে তোমা সনে॥
কপালে সিন্দূর ফোঁটা, আইসে মাতঙ্গঘটা,
সাজি আইসে যেন কাদম্বিনী।
গজপৃষ্ঠে দামা ঘণ্টা, দেখি লাগে উৎকণ্ঠা,
কেমনে জুঝিবে একাকিনী॥
মাথায় ধবল ছাতি, গজপৃষ্ঠে নরপতি,
বারশত আইসে সেনাপতি।
চৌদিগে বেড়িল রথ, পালাইতে নাহি পথ,
জীবনে নাহিক অব্যাহতি॥
মেঘের গর্জ্জন জিনি, বড় কামানের ধ্বনি,
রব শুনি কাঁপয়ে পরাণী।

শুন মোর নিবেদন, ছাড়ি যাও মশান,
এই আমি বলি স্তুতি বাণী॥
শ্রীমন্তের শুনি কথা, বলেন শিখরি-সুতা,
দূর কর মনের বিষাদ।
আইসে রাজা শালবান্, তোরে দিতে কন্যা-দান,
অকারণে গুণ প্রমাদ॥
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয় নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

দানাগণের মহলা।

বচন বলিতে তথা হইল বিলম্ব।
রাজসেনাগণ যায় করিয়া আরম্ভ॥
চণ্ডিকারে প্রণাম করয়ে আট দানা।
পদ্মার নিকটে কর আপন মহলা॥
(কোপে পদ্মাবতী যদি দিল আঁখিঠার।
হাথে তাল গাছ দানা করয়ে জোহার॥)
মহলা করয়ে দানা নামে সিংহদান।
পৌটেক চাল্যার অন্ন করে এক গ্রাস॥
মহলা করয়ে দানা নামে আচা ভুয়া।
নরমুণ্ড চিবায় যেন সরস গুয়া॥
মহলা করয়ে দানা আউটি বেতাল।
দন্তগুলা মেলে যেন পাটুয়া কোদাল॥
মহলা করয়ে দানা নামে বীরঘটু।
সমুদ্রের মাঝে যুঝে নাহি ডুবে আঁটু।
মহলা করয়ে দানা নামে মহাকাল।
হাথী-ঘোড়া দাঁতে ফোড়ে যেন পাকা তাল
মহলা করয়ে দানা নামে তালজঙ্ঘ।
বার মাস যুদ্ধ করে নাহি দেয় ভঙ্গ॥
মহলা করয়ে দানা নামে রাধমুণ্ডা।
হাই ছাড়িতে তার মুখে নিকলয়ে ধূঁয়া॥
মহলা করয়ে দানা নামে ধূমঘোড়া।
উপবাসী আছে খেয়ে সাত মহিষপোড়া॥
সত্যযুগে পরশুরামের হৈল রণ।
মাংসখেয়ে উদর পুরিল তিন কোণ॥
যবে দেবাসুরে যুদ্ধ হৈল ত্রেতাযুগে।
মাংস খেয়ে উদর ভরিল দুই ভাগে॥
দ্বাপরে হইল কুরুপাণ্ডবের রণ।
মাংস খেয়ে উদর পুরিল এক কোণ॥
উপবাসী আছি মা কলির কটা দিন।
তোমার আশীর্ব্বাদে আজ বলে নহি ক্ষীণ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

দানাগণের যুদ্ধ।

(হাসিয়া অভয়া তারে দিল গুয়া পাণ।
সমর করিতে তারে দিলেন বিধান॥
পাইকে পাইকে দেখা খাণ্ডে খাণ্ডে কথা।
আগে মৈল ফরিকাল ঢালে দিয়া মাথা॥
তবকী ছড়য়ে গুলি অতি ধীর ধীর।
চৈত্র মাসে মেঘে যেন বরিষয়ে শিল॥
যোগিনীর সমর না সহে রাজসেনা।
আগু পাছু আগুলিয়া পথে মারে দানা॥
মশানে ফিরয়ে দানা অঙ্গের বিহীন।
পুষ্করিণী শুখাল্যে যেন এড়াইল মীন॥
ঘর দল পরদল কেহ নাহি চিনে।
মশানিয়া ধূলা লাগে সভার লোচনে॥
কাটাকাটি করে কেহ ঢাল দিয়া মাথে।
ঠেকাঠেকি পড়ে কেহ যায় যমপথে॥
শোণিতের নদীতে সাঁতারে ঘোড়া হাথী।
স্থল নাহি পায় ঘোড়া ডুবি মরে অথি॥
পদে পদে মত্ত হস্তী যোড়ল মশান।
ভূতলে কোটাল ডাক ছাড়ে হান হান॥)*

* বন্ধনী মধ্যস্থিত অংশটুকু হস্তলিখিত আদর্শ পুস্তকে নাই। কিন্তু ইহার পরিবর্ত্তে এইরূপ আছে —
রাজ-সেনা দেবী-সেনা দুঁহে পাইল রণ।
দুই কুলে কাটাকাটি শুনি ঝন্ ঝন্॥
দুই কুলে হাথাহাথী যোড়ল মশান।
মাহুত বেতাল ডাক ছাড়ে ঘনে ঘন॥
রণতলে উপনীত হৈল দুই দণ্ডে।
করের চাপড়ে তার ছিঁড়ে ফেলে মুণ্ডে॥

কামানিয়া কামান পাতিল থরে থরে।
তালসম গোলা পূরে কামান ভিতরে॥
গুরু স্মরিয়া তাহে তেজাল্য অনলে।
পাছু হয়ে পড়ে গুলি নৃপতির দলে॥
নৃপতির ঠাট গুলি খেয়ে বুলে তালি।
হাসেন চণ্ডিকা দেখি ঠাটের আউলী॥
পুড়ি মরে সেনাগুলা দেখয়ে ব্রাহ্মণ
বরুণের মন্ত্র তবে করয়ে স্মরণ॥
মন্ত্র স্মঙরণফলে স্রোতে বহে জল।
রাজার সৈন্যের দলে নিভাল্য অনল॥
সিংহদাস নামে দানা উঠিল গগনে।
করে হৈতে কাড়ি নিল সভার কামানে॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

দেবীগণের যুদ্ধে আগমন।

চণ্ডনাদে চণ্ডিকা ছাড়েন সিংহনাদে।
তিনলোকে চমৎকার গুণিল প্রমাদে॥
আদ্যা সনাতনী মাতা ছাড়েন অন্তর।
ত্রিশূল পট্টিশ আর শেল যমধর॥
ধাইতে চরণ দুই পড়ে ক্রোশে ক্রোশে।
মাতৃগণ সঙ্গে ধায় ব্রাহ্মণীর বেশে॥
রণে হৈলা চণ্ডী বৃদ্ধব্রাহ্মণীর বেশ।
ধবল চামর জিনি লম্বমান কেশ॥
রুচির বদনতনু জলধর জিনি।
সিন্দূরতিলক যেন শোভে দিনমণি॥
অশনি-উজ্জ্বল-করা ধাইল ইন্দ্রাণী।
বারাহী খেটকধরা ঘর্ঘরনাদিনী॥
চারি মুখে ব্রহ্মাণী পূরেন শঙ্খধ্বনি।
দোলমাল করে সিন্ধু কাঁপয়ে ধরণী॥
বাহন ছাড়িয়া সভে যান মহীতলে।
যুগান্ত প্রলয় মত উঠিল সিংহলে॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

যুদ্ধ-বর্ণন।

যোগিনীর সমর না সহে রাজসেনা।
আগু পাছু পথ আগুলিল সব দানা॥
মশানে ফিরয়ে দানা সভে হয়্যা ক্ষীণ।
পখুর পাষাণে যেন চিলে তুলে মীন॥
সঘনে যোগিনীগণ ছাড়ে সিংহনাদ।
সিংহল নগরে হৈল বড় পরমাদ॥
পশ্চাতে আইলা তথা রাজা শালবান্।
পঞ্চপাত্র সঙ্গে ভুঞা পাইক প্রধান॥
হয় বল গজে রাজা বেড়িল মশান।
হেমময় দণ্ড ছাতা চামর নিশান॥
জোড়া দামা শিঙ্গা কাড়া বাজে রণপড়া।
চৌদিকে ধানুকী ধায় চাপে দিয়া চড়া॥
সঘনে লোফয়ে দানা তাড়িপত্র খাঁড়া।
হানিতে সমরতলে সেই হয় গুঁড়া॥
রুষিল সিংহল রাজা যো গভীর রণে।
ভুজঙ্গ পড়িল যেন গরুড় বদনে॥
আজ্ঞা দিল দানাগণে হাসিয়া অভয়া।
পঞ্চপাত্র মহীপালে রাখ করি দয়া॥
আমার ভক্তের শ্বশুর রাজা শালবান্।
যতনে রাখিবে সবে তাহার পরাণ॥
ঘরদল পরদল কেহ নাহি চিনে।
মশানের ধূলা লাগে সভার লোচনে॥
দশনে দশনে যুঝে মত্তগজগণে।
ঘোড়ায় ঘোড়ায় যুঝে চরণে চরণে॥
দেখা দেখি যুঝে পাইক কেহ ঢাল মাথে।
ঠেকাঠেকি করি যায় সব যমপথে॥
রুধিরের নদীতে সাঁতরে ঘোড়া হাথী।
স্থল নাহি পায় কেহ ডুবে মরে তথি॥
কলিকালে রণ নাহি পেয়েছিল দানা।
উলটি পালটি রণস্থলে দেয় হানা॥
রণস্থলে গদাপাণি ফিরে দশাপ।
মারয়ে গদার বাড়ি হরয়ে জীবন॥
জীয়ন্ত মানুষ তারা গিলে বাঘের বাছ
কুষাণে যেমন ধরে উজানের মাছ॥
গজপৃষ্ঠে তুলিল শ্রীমন্ত সদাগরে।
ধবল চামর ছাতা ধরাইল শিরে॥

শালবানের চিত্তে লাগে বড় ধন্দ।
শ্রীকবিকঙ্কণ গীত গাইল মুকুন্দ॥

শোণিতের নদী।

অকালে হইল বর্ষা দক্ষিণ মশানে।
শোণিতে খালি জুলি,ভরিয়া বহে কূলি,
সিংহল পুরিল বানে।
রুষিয়া সমরে, উঠিলা অম্বরে,
কালিকা কাদম্বিনী।
দামামা ডিণ্ডিমি, জলধর-ধ্বনি,
তোলপাড় করয়ে মেদিনী।
শরাসন ধারা, বরিষে ত্রিপুরা,
হয় বল গজের ধ্বনি।
উড়য়ে পাণ্ডুর, গণ্ডির চামর,
দেখিয়া হাসেন ভবানী॥
খরতর নখরে, হয় গজ বিদরে,
নৃসিংহরূপিণী শিবা।
শোণিতে তটিনী, কাটি সর্ব্বাণী,
নরশির কমঠের শোভা॥
করি খর খাণ্ডা, কাটেন চামুণ্ডা,
সিংহল নৃপতির দল।
রুধিরের পানা, আলগছে দানা,
চাতকেরা পিয়ে যেন জল॥
বারাহী বলবান্, দানাগণ তেজীয়ান্,
ধায় যেন আকাশের তারা।
রুধিরের জলাশয়, আচ্ছাদে শয় শয়,
ফুটিল পুণ্ডরীক পারা॥
তবকী ছাড়ে গুলি,শ্র'ণে লাগে তালী,
মেঘে যেন বরিষয়ে শিলা॥
শোণিতের নীরে, ভাসি ভাসি ফিরে,
দানা সব তিমিঙ্গিলা॥
জগদবতংসে, পালধি বংশে,
নৃপতি শ্রীরঘুরাম।
শ্রীকবিকঙ্কণ, করয়ে নিবেদন,
অভয়া পুর তার কাম॥

প্রেতের হাট।

জুড়িয়া ক্রোশেক বাট, বসিল প্রেতের হাট,
মুনসিব সর্ব্বমঙ্গলা।
জোড়া শিঙ্গা বাজে কালী, বাজনা বাজায় ঢুলী,
চৌদিগে মণ্ডিত মুণ্ডমালা॥
অপরূপ প্রেতের বাজার।
কেহ কাটে কেহ কুটে, কেহ জুখি ভাগ বাঁটে,
প্রেতভূতি করয়ে বেপার॥
ফুলধরা ওড়ফুল, মালা নবলক্ষ মূল,
দন্ত গাঁথি করে কুন্দমালা।
মালা গাঁথে নানা ভাতি, লোচনপঙ্কজ পাঁতি,
পিশাচ মালিনী মহাবলা।
কোন পিশাচীর ঝী, মনুষ্য-মাথার ঘী,
বেচয়ে কিনয়ে ভারে ভার।
পিশাচী পসারিগুলা, বেচে গজদন্ত মূলা,
কুড়িলয়ে নখ-পানীফল॥
মাংসপিঠা রসপানা, কৌতুকে কিনয়ে দানা,
ঘটে রক্ত মদ্যের পসার
কোন পিশাচের বেটা, অণ্ডকোষে খেলে ভাটা,
জোড়া দরে বেচয়ে কুমার॥
কোমল দাঁতের চিড়্যা, সরস চক্ষের বিড়্যা,
ঘটে পুর‍্যা তুলে মজ্জবধি।
কেহ কিনে কাঁচা বান্ধা,কেহ কিনে দিয়া জোন্দা,
মাংস ভক্ষ্য উপচার বিধি।
উত্তরী উটের নাড়ী, কুঞ্জরচর্ম্মের শাড়ী,
চর্ম্মময় পাটের পসার।
পটুকা ঘোড়ার নাড়ী, মেপে জুখে লয় কড়ি,
প্রেত দানা করয়ে ব্যাপার॥
মশানে ভীষণরবা, হোয়া হোয়া করে শিবা,
বাসি মড়া করে টানাটানি।
উমাপদ-হিত চিত, রচিল নূতন গীত,
প্রেত-হাট নূতন গাঁথনী॥

পাত্রের পরামর্শে রাজার মশানে গমন।

কাটা স্কন্ধে লুকাইল যত ছিল বুড়া।
মরা ছলা পাতি রহে নৃপতির খুড়া॥

ফেলিয়া চামর ছাতা গেলা কাশীরাজ।
শাল্ব রাজা পলাইল পেয়ে বড় লাজ॥
অনুশাল্ব পলাইলা শাল্বের দোসর।
ফেলিয়া চামর ছাতা যায় পুরন্দর॥ *
পাত্র হরিহরে কিছু জিজ্ঞাসেন রায়।
বিষম সঙ্কটে করি কেমন উপায়।
পাত্র বলে অবধান কর নৃপমণি॥
অবলা করয়ে রণ কভু নাহি শুনি।
আমার বচনে রায় হিত চিন্ত মনে॥
ভবানী আইলা কিবা দক্ষিণ মশানে।
পরিহার কর রাজা কুঠার বান্ধি গলে।
বিনয় করিয়া ব্রাহ্মণীর পদতলে॥
পাত্রের বচনে রাজা হিত চিন্তি মনে। ‡
ডাক দিয়া আনিলেক কুলের ব্রাহ্মণে॥

শালবান্ করি গলে কুঠার-বন্ধন।
ব্রাহ্মণের হাথে দিল কুঙ্কুম চন্দন॥
সকরুণ হয়ে রাজা করিল গমন।
দক্ষিণ মশানে গিয়া দিল দরশন॥
সবিনয় হয়ে রাজা বলে ধীরে ধীরে।
রচিল পাঁচালী মুকুন্দ কবিবরে॥

সিংহলেশ্বর প্রতি চণ্ডীর দয়া।

শুন মাতা অভয়া, জানিলুঁ তোমার দয়া,
বড় নিদারুণ মাতা তুমি।
আপন সেবক জন, রাখিতে করিলে মন,
কত দোষ করিলাম আমি॥
দক্ষিণ পাটন যবে, লোকশূন্য হৈল তবে,
করিলাম সে কালে স্মরণ।
দিয়া মোরে পদ ছায়া, আপনি করিলে দয়া,
বসাইলা সিংহল পাটন॥
আমি অতি মূঢ়মতি, নাহি জানি চাঞ্জাতি,
তোমার চরণে মোর আশ।
দেখিয়া রাজার মুখ, নিজ মনে ভাবি দুখ,
ভগবতী অট্ট অট্ট হাস॥
নৃপবরে ভগবতী, হইলা সদয়মতি,
কহিল তোমার নাহি দোষ।
শ্রীমন্তের করি মান, সুশীলা করহ দান,
শ্রীমন্ত আমার নিজ দাস॥
সেবক সাধুর পো, দেখি লাগে মায়া মো,
রঙ্গে আইল দীর্ঘ পরবাস।
আসিয়া তোমার পুরী, কিবা কৈল ডাকা চুরি,
কেনে কর ধনে প্রাণে নাশ॥
তুমি বেড়াইতে পথে, দুগণ্ডা না ছিল হাথে,
পর-ধন নিতে কর মন।
সদাগর যত আইসে, মারি বধি রাখ পাশে,
লুঠ করি লহ যত ধন॥

দেহ পরিচয় গো অজ্ঞান আমি অন্ধ
কৃপা করি ঘুচাও মনের মোর ধন্ধ॥
এমন শুনিয়া চণ্ডী দেন পরিচয়।
অভয়ামঙ্গল শ্রীকবিকঙ্কণে কয়॥

* একখানি হস্তলিখিত পুথিতে কিছু অধিক দেখা যায়।—
প্রাণ ভয়ে পলাইল নৃপতির সেনা।
আগে পাছে পথ দিয়া আগুলিল দানা॥
পিতা পুত্র খুড়া জেঠা না দেখি ভূপতি।
ভাসিল লোচন-জলে করে আত্মঘাতী॥
আজি সৈন্য হৈল মোর হাথী ঘোড়া শাল।
বান্ধব শোণিতে কিবা বহে নদী খাল॥
কোথা হৈতে আল্য সাধু মোর হয়্যা কাল।
দুকাণে কুণ্ডল হৈল হাথে নৈল থাল॥
দানাগণের কোলাহল কোথায় না শুনি।
মার মার বলি কোপে খেদায় বামনী॥
‡ এখানেও কিছু বেশী আছে।—
পড়িলেন রাজা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণী-চরণে॥
প্রণাম করিয়া রাজা করিল অঞ্জলি।
সিংহল পবিত্র কৈল তব পদধূলী॥
মোর ভাগ্যে সিংহলে করিলে পরবেশ।
নহি গো মানুষ চক্ষে না দেখি নিমেষ॥
কমলা বারুণী কিবা ইন্দ্রাণী ব্রহ্মাণী।
স্বাহা স্বধা কিবা শচী শঙ্কর-গৃহিণী॥
ভাল হৈল মৈল মোর চতুরঙ্গ দল।
দেখিলুঁ তোমার মাতা চরণকমল॥

দূর কর অভিমান, শুন রাজা শালবান্,
অকপটে দিয়ে পরিচয়।
খণ্ডিয়া তোমার ত্রাস, রাখিলু আপন দাস,
আর মনে না করিহ ভয়॥
আমি সৃষ্টি আমি স্থিতি, সকল আমার কীর্ত্তি,
ব্রহ্মবিদ্যা অনাদি বাসনা।
মহাযোগ কালরাত্রি, গায়ত্রী ভুবন-ধাত্রী,
ক্রিয়া শক্তি সংসারবাসনা॥
সলিলে ডুবিলে মহী, আশ্রয় করিল অহি,
শয়ন করিলা নারায়ণ।
সেই অবসান কালে, প্রভুর শ্রবণমলে,
দুই দৈত্য কৈল মহারণ॥
মধু যে কৈটভ নাম, দুই দৈত্য অনুপাম,
বিধাতারে কৈল বিড়ম্বন।
নাভিপদ্মে প্রজাপতি, সে আমারে কৈল স্তুতি,
তার আমি হৈলাম শরণ॥
পাষণ্ড জনের পক্ষ, বিরিঞ্চিনন্দন দক্ষ,
তার আমি হইলুঁ দুহিতা।
তথা নাম হৈল সতী, বিভা কৈলুঁ পশুপতি,
সুরলোকে হৈলাম মহিতা॥
পিতৃমুখে পতি-কুৎসা, শুনি ত্যজিলাম ইচ্ছা,
পিতৃকুলে বিবাদদায়িনী॥
ত্যজিলাম সেই অঙ্গ, কৈলুঁ তার মখভঙ্গ,
দক্ষ-যজ্ঞ বিনাশকারিণী॥
মেনকা-উদরে জাতা, হৈলাম শিখরিসুতা,
তপস্যা করিলু হর হেতু।
মোর বিবাহের তরে, ইন্দ্র পাঠাইল স্মরে,
হরকোপে মৈল মীনকেতু॥
(নিশুম্ভ মহিষ শুম্ভ, রক্তবীজ মহাদম্ভ,
বধিয়া রাখিলুঁ ত্রিভুবন।
আদ্যাশক্তি মহামায়া, হৈলাম হরের জয়া,
পূজা মোরে করে সর্ব্বজন॥
উরিয়া নন্দের ঘরে, দারুণ কংসের ডরে,
কৃষ্ণের করিতে ভয় দূর।
দৈবকীর কোলে হৈতে, আমা ধরি পায়ে হাথে,
বধিতে তুলিল কংসাসুর॥
ছাড়ায়্যা কংসের হাথে, চড়ি অলক্ষিত রথে,
গগনে হৈলাম অষ্টভুজা।
নাম হৈল বনমালী, কুমুদা কালিকা কালী,
অষ্টলোকপাল করে পূজা॥
শ্রীমন্ত আমার দাস, আইল বাণিজ্য-আশ,
কোন্ দোষে লুঠ কৈলে ধন।
ধন লয়্যা বধ প্রাণ, কত সব অপমান,
এই হেতু কৈলু এত রণ॥) *
তোমার বিনয়ে রায়, ক্ষমিলুঁ সকল দায়,
মোর দাসে দেহ কন্যা-দান।
চণ্ডীর বচন শুনি, রাজা করে যোর পাণি,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

দেবীর শত নাম।

(রাজার নন্দন, শুনহ বচন,
এই মোর শত নাম।
এ তিন ভুবনে, কে বা নাহি জানে,
সব ঠাঁই মোর ধাম॥
চামুণ্ডা চর্চ্চিকা, প্রচণ্ড কালিকা,
চণ্ডবতী মহামায়া।
শুভা শুভঙ্করী, আমি শুভ করি,
তোমারে করিলু দয়া॥
ইন্দ্রাণী ব্রহ্মাণী, নরসিংহবাহিনী,
বৈষ্ণবী শিববনিতা
গৌরী শাকম্ভরী, গঙ্গা সুরেশ্বরী,
আমি আদ্যা বেদমাতা॥
গোকুলে গোমতী, দক্ষগেহে সতী,
জয়ন্তী হস্তিনাপুরে।
জয়ঙ্করী ভীমা, উগ্রচণ্ডা বামা,
মহাতেজা কংসের আগারে॥
যমুনা যোগিনী, যশোদানন্দিনী,
যোগনিদ্রা জয়প্রদা।
মৃড়ানী অম্বিকা, চণ্ডমালাতিকা,
খড়্গচর্ম্মধারী সদা॥
শিবা শিবদূতী, বিজয়া পার্ব্বতী,
বিষ্ণুপ্রিয়া বিশলাক্ষী।

* বন্ধনী মধ্যস্থিত পদ্যগুলি একখানি হস্ত লিখিত পুথিতে দেখা যায়।

খেটকধারিণী, খড়্গিনী শূলিনী,
দক্ষসুতা আমি দাক্ষী।
কালিকা কল্যাণী, মোরে সবে জানি,
কৃত্তিকা কামরূপিণী।
আমি সুরেশ্বরী, চণ্ডী জলেশ্বরী,
ছত্রধৃতা তপস্বিনী॥
যক্ষিণী ত্রিজটা, ত্রিনেত্রা ত্রিকূটা,
ত্রিপুর দ্বারবাসিনী।
পদ্মিনী রঙ্গিণী পিঙ্গলা মোহিনী,
সাবিত্রী বেশরূপিণী॥
ক্ষমা সরস্বতী কামখ্যা কিরাতী,
চণ্ডমুণ্ডা চতুর্ভুজা।
পথ্যা কালরাত্রি, সর্বাণী সাবিত্রী,
সহস্র দশভুজা॥
অপর্ণা নগাঙ্গী, প্রত্যঙ্গী নীলাঙ্গী,
খণ্ডেশ্বরী জগন্মাতা।
শান্তি মোর নাম, ভুবনে উপাম,
শুনহ নামের কথা॥
রাজা রঘুনাথ, গুণে অবদাত,
রসিক মাঝে সুজান।
তার সভাসদ, রচি চারুপদ,
শ্রীকবিকঙ্কণ গান॥) *

সিংহলেশ্বরের সহিত ভগবতীর কথোপকথন।

চণ্ডীর বচন শুনি বলে নরপতি।
এবে সে জানিলাম তব সেবক শ্রীপতি॥
জানিতাম আমি যদি এমত বিচার।
করিতাম তোমার দাসের পুরস্কার।
সভায় তোমার দাস হৈল পরাজয়ী।
পণ্ডিতে জিজ্ঞাস যেবা বলিয়াছে অই॥
না মানিল পরাজয় করিয়া অঞ্জলি।
কন্যা দিতে বল মা তোমার ঠাকুরাণী॥

সাক্ষী নাহি দিল তার কাণ্ডার বুলন।
এখন জানিলু তোমার দাসী নন্দন॥
এবে সে বুঝিলু মাতা যেমত সুগতি।
কমল-কামিনী-করী তুমি ভগবতী॥
আমি ক্ষেত্রি বণিকেরে বল কন্যা দিতে।
জাতি নষ্ট হয় মাতা লয় মোর চিতে॥
আমার বচন রাজা নাহি কর ভেড়ি।
মোর কথা অন্যথা হৈল জাতি তোর বাড়ি॥
আমার বচন রাখ ছাড় অভিমান।
শ্রীমন্ত আমার দাসে কর কন্যা দান॥
(শুন গো শুন গো মাতা মোর নিবেদন।
দেখাতে নারিল বণ্ড কামিনী বারণ॥
প্রতিজ্ঞায় পরাজয় সাধুর নন্দন।
মিথ্যা বাক্যে হারিলেক বুহিত্তের ধন॥
না জানিয়া মাত মোরে কর অভিরোষ।
পরিণামে জানিবে মা আমার যত দোষ॥
রাজার বচন শুনি বলেন অভয়া।
খুল্লনার অনুরোধে শ্রীমন্তে করি দয়া॥
নৃপবরে ভগবতী বলিল তখন।
শুন রাজা তোরে কিছু বলিয়ে বচন॥
যে কিছু বলিলে সাধু একো মিথ্যা নয়।
কমল-কামিনী করী আছে কালীদয়॥
পাত্র পুরোহিত যত তোমার স্বপক্ষ।
সাধুর বালক একা সবাই বিপক্ষ॥
ছল ধরি ধন নিলা বন্দী কৈলা তারে।
বিনা অপরাধে বধ মশান ভিতরে॥
দেখাবারে নারে যদি কামিনী বারণ।
নিশ্চয় বধিও তুমি সাধুর নন্দন॥
এমত চণ্ডীর কথা শুনিয়া নৃপতি।
কমল দেখিতে রাজা দিল অনুমতি॥
সৈন্য সামন্ত যত যুদ্ধ সেনাপতি।
কমল দেখিতে যায় রাজার সংহতি॥
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণী বেশে চলিলা ভবানী।
বাম করে শ্রীমন্তের ধরিলেক পাণি॥
কমলে কুঞ্জর গিলে হরের সুন্দরী।
শ্রীমন্তে করিল দয়া সেইরূপ ধরি॥
রাজারে করিয়া দয়া দেবী মহেশ্বরী।
নিজ মূর্ত্তি ধরি হৈল ষোড়শী সুন্দরী॥

* বন্দনা মধ্যস্থিত "দেবীর শত নাম" আমাদের আদর্শ কোন হস্ত লিখিত পুঁথিতে পাওয়া যায় নাই।

হাসিয়া কমলদলে বসিলা ভবানী।
কমলে ছাইল দহ নাহি দেখি পানী॥
অমলা কমল হৈলা পদ্মা করিবর।
হাসিতে লাগিলা শত দলের উপর॥
কমলের হৈল লতা কমলের পাতা।
কমলে কামিনী বসি গিলে গজমাথা॥
উগারিয়া মত্ত করী ধরে বাম করে।
উভরায় নাচে কন্যা চৌদিকে নেহারে॥
হেন কালে আইল রাজা কালীদহ জলে।
পাত্র মিত্র সঙ্গে মিলি আইলা সেই স্থলে॥
কালীদহে চাহে রাজা চঞ্চলনয়নে।
দেখিতে পাইল কঞ্জ কামিনী বারণে॥
শ্রীমন্তের মুখ দেখি চাপিলেন আঁখি।
শ্রীপতি সভাকে তখন করিলেক সাক্ষী॥
পরাজয় হৈল রাজা হেঁঠ মথা করি।
সুশীলা করিব দান শুন মহেশ্বরি॥
সদাগরে দিব কন্যা ইথে নাহি আন।
অশৌচে কি মতে করিব কন্যাদান॥
রচিয়া মধুর পদে একপদী ছন্দ।
শ্রীকবিকঙ্কণ গীত গাইল মুকুন্দ॥ *

* একখানি হস্তলিখিত পুস্তকে অন্যরূপ আছে :—

মায়াময় হৈল নদ, তথি বহে কালী হ্রদ,
দুকূল হানিয়া বহে জল।
ভুবন-মোহিন-নারী, উগারিয়া গিলে করী,
অধিষ্ঠান হইল কমল॥
দেখ রায় কালীদহ-জল।
কমল কানন তায়, চঞ্চল দক্ষিণ বায়,
অলিকুল করে কোলাহল॥
দেখ রায় কালীদহ-জলে।
ভুবন-মোহন-নারী, উগারিয়া গিলে করী,
অধিষ্ঠান হইয়া কমলে॥
কলাপি-কলাপ-কেশ, ভুবন-মোহন-বেশ,
পায়ে শোভে সোণার নূপুর।
প্রভাত-ভানুর ছটা, কপালে সিন্দূর-ফোটা,
রবির কিরণ করে দূর॥

চণ্ডীর নিকট রাজার খেদ

তোমার আদেশ মাথে, লৈলুঁ আমি জোড় হাথে,
সুশীলা করিব সম্প্রদান।
বেদের উচিত কর্ম্ম, আদেশ করহ ধর্ম্ম,
তুমি সর্ব্বজীবের পরাণ॥
দেহ গো অভয়া পাণ, সুশীলা করিব দান,
যে বা ছিল দৈবের লিখন।
কমল-কুঞ্জর-বালা, সকলি তোমার ছলা,
তুমি কৈলে এত বিড়ম্বন॥
মজি আমি শোক-সিন্ধু, মরিল অনেক বন্ধু,
খুড়া জেঠা জ্ঞাতি সহোদর।
ভাই বন্ধু মৈল যত, নাম তার লব কত,
তাপে শুখাইল কলেবর
যত মৈল বন্ধু লোক, কত নিবারিব শোক,
প্রবোধ না করে মোর মনে।
বঞ্চিল আমারে বিধি চিতা শত জ্বালি যদি,
ছয় মাসে পোড়ে বন্ধু জনে॥

বিমল অঙ্গের আভা, নানা অলঙ্কারে শোভা,
তনুরুচি ভুবন-মোহন।
অধর বন্ধুকবিন্দু, বদন শারদ-ইন্দু,
কুরঙ্গগঞ্জন বিলোচন॥
শ্রবণ উপর দেশে, হেম মুকুলিকা ভাসে,
রঞ্জিত কুঞ্চিত কেশপাশে।
হেমময় হার ছলে, কিবা সে তাহার গলে,
স্থির হৈয়া সৌদামিনী বৈসে॥
কন্যার ঈষদ হাসে, গগনমণ্ডল ভাসে,
দন্তপাঁতি বিজিত-বিজুলী।
বদনকমল-গন্ধে, পরিহরি মকরন্দে,
কত শত তথি ধায় অলি॥
পদ্মপাতে করি ভর, গিলে রামা করিবর,
দেখি রাজা কৈল নমস্কার।
পাত্র মিত্র পুরোহিত, সবে হৈল চমকিত,
শ্রীমন্তে করিল পুরস্কার॥
হৈল রাজা সবিস্ময়, মেগে নিল পরাজয়,
কুঠারি বন্ধন করি গলে।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, গান কবি শ্রীমুকুন্দ,
ব্রাহ্মণ রাজার কুতূহলে॥

বলে কর অবধান, দিব আমি কন্যাদান
বিভা দিব বৎসরেক বই।
সন্তাপ করিয়া দূর পবিত্র করহ পুর,
অধিষ্ঠান হও কৃপাময়ি॥
মনে করি সন্তাপ, রণে মৈল বৃদ্ধ বাপ,
যাবৎ না করি সপিণ্ডন।
বৎসরেক যবে যায়, তবে শুচি মোর কায়,
বিলম্বে করিব কন্যাদান॥
রাজার বচন শুনি, ভগবতী মনে গুণি,
শ্রীমন্তের বলিলা বচন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিয়া বন্ধ,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

দেবী প্রতি শ্রীমন্তের উক্তি।

রাজার বচন শুনি বলেন পার্ব্বতী।
বৎসরেক সিংহলে থাকহ শ্রীপতি॥
আসিয়া রাজারে কর আপনার হাথে।
তোমা সমর্পিয়া যাব নৃপতির হাথে॥
সুশীলা করিয়া বিভা যাইবে উজানী।
প্রকাশ করিবে মোর ব্রতের কাহিনী॥
চণ্ডীর বচন শুনি বলেন শ্রীপতি।
অভয়ার পদে সাধু করিল প্রণতি॥
কৈলাস-গমনে চণ্ডী যদি কর ত্বরা।
চলিবে আমারে পার করিয়া মগরা॥*

* একখানি হস্তলিখিত পুথির প্রকারান্তর পাঠ।—
আপনি জানেন মাতা এত পরমাদ।
উজানী চলিব মাতা বিভায় নাহি কাজ॥
রাজা অবিচারী পাত্র বড়ই নিষ্ঠুর॥
সভায় পণ্ডিত যেন ছুতে কাটে খুর॥
আগুনির কণা গো কোটাল কালুদণ্ড॥
তুমি গেলে ছিরা না [illegible]কব [illegible]কদণ্ড।
লুঠিয়া ধরেন সাধু চণ্ডীর চরণে।
চণ্ডিকা চাহেন পদ্মাবতীর বদনে॥
উভয় সঙ্কট বিচারিয়া পদ্মাবতী।
হনূমানে আনিবারে দিলা অনুমতি॥
(আগুনের সমান কোটাল কালুদণ্ড।
তুমি গেলে আমারে না থোবে এক দণ্ড॥
সাধুর বচন শুনি বলে পদ্মাবতী।
লোক জীয়াও প্রতাপ দেখুক নরপতি॥)
এতেক শুনিয়া মাতা ডাকে হনূমান্।
অভয়া-মঙ্গল কবিকঙ্কণে গান॥

হনূমানের প্রতি ঔষধ আনয়নে দেবীর আজ্ঞা।

বিভাস রাগ।

হনূমান্ ঝাট আন বিশল্যকরণী।
তোমারে সহায় করি, সমর-সাগরে তরি,
সীতা উদ্ধারিলা রঘুমণি॥
আইস পুত্র হনূমান্, ধরহ আমার পাণ,
যাহ ঝাট গন্ধমাদনে।
বিশল্যকরণী আদি, আন নানা মহৌষধি,
প্রাণদান দেহ সৈন্যগণে॥
অস্থি-সঞ্চারিণী নাম, আছে তাহে অনুপাম,
ভাঙ্গা অস্থি তাহে জোড়া যায়।
ক্রোধ করিবেন হর, অবিলম্বে যাব ঘর,
হও পুত্র বারেক সহায়॥
রাবণ পুত্রের শোকে, লক্ষ্মণ বীরের বুকে,
শেলাঘাতে হরিল জীবন
রামের সাধিতে মান, লক্ষ্মণের প্রাণ দান,
আনি দিলে গন্ধমাদন॥
কুবেরের অনুচর, আছে তথা যক্ষবর,
ঔষধির করিয়া রক্ষণ।
তোমা বিনে কোন্ বীর, তাহার সমরে স্থির,
বিলম্ব করহ অকারণ॥

গন্ধমাদন যদি আনে হনূমান্।
বিশল্যকরণী হৈলে সেনা পায় প্রাণ॥
চণ্ডী সঙ্গে পদ্মাবতী করি অনুমান।
স্মরণ করিতে তথা আইল হনূমান্॥
আইস পুত্র বলি তারে চণ্ডী দিলা পাণ
অভয়া-মঙ্গল কবিকঙ্কণে গান॥

চণ্ডীর আদেশ পায়, পবন-নন্দন ধায়,
এক লাফে শতেক যোজন।
আনি বীর গিরিরাজ, সাধিল চণ্ডীর কাজ,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

মৃত সৈন্যের পুনর্জীবন-প্রাপ্তি।

হনূমান্ আনি দিল বিশল্যকরণী।
অস্থি-সন্ধানী আর মৃত-সঞ্জীবনী॥
আজ্ঞা দিল বাটিবারে চণ্ডী কৃপানিধি।
জয়া বিজয়া পদ্মা বাটেন ঔষধি॥
তিন মহৌষধি থুইল নূতন কলসে।
জীয়ে মৃত সেনা যার গন্ধের পরশে॥
প্রথমে দিলেন জল যুবরাজের পায়।
ব্রাহ্মণী ব্রহ্মাণী বলি কুমার পলায়॥
ঔষধি-পরশে উঠে নৃপতির বাপ।
সিংহলের লোকের ঘুচিল মনস্তাপ॥
যে জনের অঙ্গে লাগে ঔষধের বাস।
অঙ্গমোড়া দিয়া উঠে উলটিয়া পাশ॥
জলবিন্দু দিল চণ্ডী গজরাজ তুণ্ডে।
সারিয়া উঠিল গজ পসারিয়া শুণ্ডে॥
কাটা গিয়াছিল আর যত যত ঘোড়া।
ঔষধ পরশে হৈল স্কন্ধে মুণ্ডে জোড়া॥
যেই জনে মহারণে গিলল রাক্ষসী।
ঔষধ-পরশে আইসে মুখে হৈতে খসি॥
গৃধিনী শকুনী যার খায় লোচন।
ঔষধ-পরশে তার হইল নূতন॥
নিজ দলে জীয়া উঠে নৃপতির মামা।
শাল রাজা জীয়া উঠে ঘন বাজে দামা॥
ধবল ছত্র মাথে জীয়ে রাজা যুগন্ধর।
উঠিল রাজার ভাই বীর পুরন্দর॥
জীয়ে উঠে ঔষধ-পরশে দিক্‌পালা।
বিদর্ভ নৃপতি উঠে নৃপতির শালা॥
ঔষধ-পরশে উঠে নৃপতির দল।
সমস্ত উঠিল আর মল্ল কুতুহল॥
নয় কাহণ বাগ্‌দী উঠে যুদ্ধে তারা যম।
সাত কাহণ হাড় পাইক বার কাহণ ডোম॥
পদাতি উঠিল তার করে অসি ঢাল।
সবে মাত্র নাহি জীয়ে নেব কোটোয়াল॥
দিয়াছিল পূর্ব্বে ব্রাহ্মণাকে পাকনাড়া।
সেই হেতু সেই বেটা হৈল বাসি মড়া॥
নেব কোটাল নাহি জীয়ে রাজা দুঃখমতি।
চণ্ডিকারে রাজা তবে করিল প্রণতি॥
নেব কোটাল মোর প্রধান সে জাতি।
অশৌচে কেমতে কন্যা দিব ভগবতি॥
চণ্ডীর আদেশ ধরি কুমার শ্রীপতি।
নেব কোটালের ঘাড়ে মারে তিন লাথি॥
আঁখি কচালিয়া উঠে নেব কোটাল।
কুন্তল বন্ধন করি ধরে অসি ঢাল॥
কোপে নেব কোটালিয়া বলে কটু বাণী।
আগুতে হানিয়া ফেল জরতী ব্রাহ্মণী॥
নেব কোটালের শিরে ধরি খণ্ডায়।
সমর্পণ করিলেন অভয়ার পায়॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

সিংহলেশ্বরের চণ্ডিকাস্তব।

নৃপ-সেনা পায় প্রাণ, আনন্দিত শালবান্,
চৌদিগে নাচয়ে সেনাপতি।
রাজপাত্র পুরোহিত, নাচে হয়্যা আনন্দিত,
ধরণী লোটায়্যা করে স্তুতি॥
অপরাধ ক্ষম ভগবতি।
হরিহর প্রজাপতি, না জানে যাহার স্তুতি,
নর কি জানিবে মূঢ়মতি॥
কিরীটিনী কুণ্ডলিনী, কালী কান্তি কপালিনী,
কুমুদা কর্ণিকা কামেশ্বরী।
খড়্গিনী খেটকধরা, খল দৈত্য-কুল হরা,
খগেন্দ্রবাহন-সহচরী॥
গণমাতা গণেশ্বরী, গয়া গঙ্গা গোদাবরী,
গোপকন্যা গায়ত্রী গান্ধারী।
ঘোর ঘণ্টানিনাদিনী, ঘর্ঘরাস্য গজাকিনী,
ঘৃণাময়ী ঘোর ঘনেশ্বরী॥
চামুণ্ডা প্রচণ্ডা চণ্ডী, প্রচণ্ড-দানব-খণ্ডী,
চণ্ডবতী চরাচরপতি।

ছত্রের জননী জয়া, ছল দৈত্য মহামায়া,
ছত্র-হরা তুমি ছত্রবতী ॥
জয়ঙ্করী তুমি জয়া, জানি নুঁ তোমার মায়া,
জয়কারী জয়পতাকিনী।
ঝটিতি করিয়া কাজ, রাখিলে সিংহলরাজ,
মহারণে কঞ্জনবাদিনী ॥
টঙ্কার দিয়া চাপে, টানিয়া টনকরূপে,
টলমল করা'লে অসুরে।
ঠগ দৈত্যেবুগে হানি, ঠাঁই দিলে ঠাকুরাণি,
সুরগণে চরণ-পুষ্করে ॥
(ভরিয়া নন্দের ঘরে, দারুণ কংসের ডরে,
কৃষ্ণের করিলে ভয় দূর।
দৈবকীর কোলে হৈতে, ধরি তোমা পায় হাথে,
বধিতে লইল কংসাসুর ॥
ছাড়িয়া বৎসর হাথে, চড়িয়া অলক্ষ্য রথে,
গগনে হইলা অষ্টভুজা।
নাম হৈলা বনমালী, কুমুদা কণিকা কালী,
অষ্ট লোকপাল কৈল পূজা ॥
যশোদা নন্দিনী জায়া, শিবা দুর্গা মহামায়া,
শশাঙ্ক শঙ্করী শিবদূতী।
মহিষ রাক্ষস শুম্ভ, নাশিলা সভার দম্ভ,
ত্রিদিবে স্থাপিলা সুরপতি॥
কে জানে তোমার তত্ত্ব, তুমি রজ তুমি সত্ত্ব,
বেদমাতা গায়ত্রীরূপিণী।
অযোধ্যায় মহামায়া, শঙ্করী শঙ্করজায়া,
আমি নর কি বলিতে জানি ॥) *
সুশীলা আমার কন্যা, এত দিনে হৈল ধন্যা,
তোমারে করিলুঁ সমর্পণ।
বিবাহ করাও তার, সকলি তোমার ভার
শুভদিন করি শুভক্ষণ ॥
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয়-মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

* বন্ধনী মধ্যস্থিত অংশটুকু কেবলমাত্র একখানি হস্তলিখিত পুথিতে পাওয়া যায়।

বিবাহের দিন নির্ণয়।

চণ্ডীর আদেশ ধরি বৈসে পদ্মাবতী।
ডানি করে নিল খাড়ি বাম করে পুথি ॥
সপ্তশলা আদি করি লগ্নের বিচার।
বিবাহের লগ্ন পদ্মা কৈল সরোদ্ধার ॥
নক্ষত্র রেবতী শুভযোগ রবিবার।
ইহা বহি বিবাহের লগ্ন নাহি আর ॥
পদ্মাবতী সনে চণ্ডী করিলা যুগতি।
নৃপবরে বিবাহের দিল অনুমতি ॥
ইষ্ট মিত্র বন্ধুজনে কৈল নিমন্ত্রণ।
প্রতি দ্বারে রম্ভাতরু কৈল আরোপণ ॥
সুশীলার বিভা হেতু পড়িল ঘোষণা।
ঘরে ঘরে গীত নাট ব্যাল্লিশ বাজনা ॥
চণ্ডিকা বলেন বাছা কুমার শ্রীপতি।
কালি বিভা করিবে সুশীলা রূপবতী ॥
নিরামিষ্য করি আজি থাকহ নিয়মে।
বিভা করাইয়া কালি যাব নিজ ধামে ॥
এমন বচন যদি কহিল পার্ব্বতী।
চরণে ধরিয়া কিছু বলেন শ্রীপতি ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

শ্রীমন্তের পিতৃদর্শনার্থ উৎকণ্ঠা।

অভয়া, বিবাহের না কর যতন।
বাপের চরণ দেখি, তবে আমি হই সুখী,
তোমা বিনে কে মোর শরণ ॥
সেবক বলিয়া যদি, কৃপা কর কৃপানিধি,
রাখ মোর বাপের জীবন।
কহগো উপায় কথা, কেমনে দেখিব পিতা,
আপনি করহ অন্বেষণ ॥
বাপের উদ্দেশ ত্বরা, সাত মায়ে দিয়ে জরা,
জীবন মরণ নাহি জানি।
শোকে জর জর হিয়া, কেমনে করিব বিয়া,
কে বা মোর ঘরে খাবে পানী ॥
অনেক বৎসর হৈল, নিরুদ্দেশে পিতা গেল,
ভাল মন্দ না পাই বারতা।

মায়ের আয়ত্ত হাথে, ভোজন আমিষ্য পাতে,
জ্ঞাতি বন্ধু ধরে ছল কথা॥
বাপের উদ্দেশ-আশে, আল্যাম সিংহলদেশে,
না পাই পিতার অন্বেষণ।
গুরুর বচন শাল, গলে দিব করবাল,
পিতা বিনে বিফল জীবন॥
একে একে দ্বীপ সাত, ভ্রমিয়া খুঁজিব তাত,
অবশেষে প্রবেশিব লঙ্কা।
বিচারিয়া নানা তন্ত্র, লইব রামের মন্ত্র,
নিশাচরে না করিব শঙ্কা॥
নরুদ্দেশে গেল বাপ, নিরন্তর পাই তাপ,
নহে শুচি আমার জননী।
দেখিয়া দাসীর পো, না করিলে মায়া মো,
কেমনে লইবে পুষ্প পানী॥
গণকে কহিল মোরে, পিতা তোর কারাগারে,
আজি হৈতে দ্বাদশ বৎসর।
পিতা করে নান্দীমুখ, তবে বিবাহের সুখ,
পদতলে রাখহ কিঙ্কর॥
শ্রীমন্তের শুনি কথা, চণ্ডিকার লাগে ব্যথা,
চান দেবী পদ্মার বদন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিয়া বন্ধ,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

শ্রীমন্তের ক্রন্দন।

শ্রীমন্তের বোলে চণ্ডী ভাবেন বিষাদ।
দূর্ব্বা ধান্য দিয়া নৃপে কৈল আশীর্ব্বাদ॥
চিরজীবী হও রায় পরম কল্যাণ।
আমার বচনে দেহ বন্দিঘর দান॥
হাসিয়া নৃপতি দিল সাতঘর বন্দী।
শুনিয়া শ্রীপতি হৈল পরম আনন্দী॥
পোতা মাঝি আনি দেই বন্দী শয় শয়।
একে একে সাধু তার পরিচয় লয়॥
শতেক কামার বৈসে সাধুর নিকটে।
বন্দীর ভাডুকা তারা হেয়ানিতে কাটে॥
নাম গোত্র বন্দীর জিজ্ঞাসে বার বার।
সভারে বিদায় দেয় করি পুরস্কার॥
দাড়ি নখ চুল বন্দীর মুড়ায় নাপিত।
নানাধনে বন্দিগণে করিল ভূষিত॥
পথের সম্বল দেই চাল্য দুই মান।
কাহনেক কড়ি দিল ধুতি এক খান॥
মস্তকের পাগ দিল পায়ের পাছড়া।
ব্রাহ্মণ বন্দীরে সাধু দিল খাসা জোড়া॥
সাত ঘর বন্দী গেল করি আশীর্ব্বাদ।
আন্ধার ঘরে ধনপতি ভাবেন বিষাদ॥
সকল বন্দীর সাধু ঘুচাল্য ডাঁড়ুকা।
মোরে কিবা বলি দিয়া পুজিবে চণ্ডিকা॥
এমন বিচার সাধু করি মনে মনে।
মুষার মাটি গায়ে মাখে আন্ধারিয়া কোণে
প্রাণভয়ে ঘন ঘন ছাড়য়ে নিশ্বাস।
মুখে ধূলা উঠে তার হৃদয়ে তরাস॥
না পাইয়া বন্দিঘরে পিতৃদরশন।
চণ্ডী বিদ্যমানে সাধু জুড়িল ক্রন্দন॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

নাবিকদিগের প্রতি শ্রীমন্তের করুণ উক্তি।

কাণ্ডার ভাই, আর না যাইব উজাবনী।
ধরিয়ে তোমার পায়, কহিও আমার মায়,
শ্রীমন্তের ডুবিল তরণী॥
কাণ্ডার ভাই, ঝাট চল ডেজিয়া সিংহল।
ধরহে বৈষ্ণব-বেশ, চলহ আপন দেশ,
ভিক্ষা কর পথের সম্বল॥
ধূলায় লোটায়ে কান্দে, কেশপাশ নাহি বান্ধে,
বাপ বাপ ডাকে উভরায়।
না দেখিয়া তুয়া মুখ, হৃদয়ে রহিল দুঃখ,
না বসিব বাণ্যার সভায়॥
খণ্ডায়্যা বিধির রাজ্য, সাগরে করিব কার্য্য,
পূজা করি সঙ্কেতমাধব।
ভুঞ্জিব সংসার-সুখ, দেখিব বাপের মুখ,
পুনরপি হইয়া মানব॥
যত ছিল কুলসর্প, তথি হৈল কালসর্প,
কপট পণ্ডিত জনার্দ্দন।

জাতি হিংসা পরিবাদ, দৈবে হৈল পরমাদ,
কে করিবে কলঙ্ক-ভঞ্জন॥
এসব দুখের আদি, বুঝাবে দুর্ব্বলা দিদি,
বড়মায়ে বুঝাবে যতনে।
মরিলাম দৈব দোষে, পিতা পুত্র পরবাসে,
দু-সতীনে থাক একমনে॥
নরপতি মহাশয়ে, জানাইহ সবিনয়ে,
তাঁহার চরণে পরণাম।
রাখিয়া বিদেশে পুতা, রহিলেন দুই মাতা,
তুমি কভু নাহি হয়ো বাম॥
জ্ঞাতি বন্ধু যেবা যথা, সভারে নোয়াই মাথা,
জানাইহ ছিরার বিদায়।
কাণ্ডার বাঙ্গাল কান্দে, কেশপাশ নাহি বান্ধে,
ধরণী লোটায়্যা উভরায়॥
সাধুর বিনয় শুনি, পোতা মাঝি মনে গুণি,
দেউটী ধরিল বাম করে।
দশ বিশ জন মিলি, উকটে মুষিক ধূলি,
প্রবেশিয়া পূলিয়া কোঠারে॥
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয় নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

কারাগার হইতে ধনপতির আনয়ন।

দশ বিশ পোতা মাঝি হয়ে একমেলি।
ছয় ঘর বন্দিশালে উকটিল ধূলি॥
অবশেষে প্রবেশিলা পূলিয়া কোঠারে।
শত ক্রোশ ঘরখান একটী দুয়ারে॥
আহল বাহল চাহে আন্ধারিয়া কোণে।
কিচমিচ করে কত ছুঁচা পণে পণে॥
খুঁজিতে খুঁজিতে বন্দীর বুকে পড়ে পা।
অন্ন কোঠ্যা বন্দী কাড়ে বিপরীত রা॥
ক্রোধে পোতা মাঝি তার ধরিয়াত চুলি।
কিল লাথি মারে তারে দেয় গালাগালি॥
দারুণ প্রহারে তার উদরের জ্বালা।
ঘসঘাস বহে তার কাণে লাগে তালা॥
দুই পোতা মাঝি তার ধরি দুই নড়া।
সাধুর নিকটে ফেলে যেন বাঁশি মড়া॥
হাচিতে কাসিতে ছিঁড়ে শত ছিড়া ধড়ী।
সাধুর নিকটে বন্দী যায় গড়াগড়ি॥
লম্বমান দাড়ি আচ্ছাদিয়া নাভিদেশ।
বিঘত প্রামাণ নখ জটাভার কেশ॥
তৈল বিহনে তার গায়ে উঠে খড়ি।
সদাগর আচ্ছাদন না ছাড়ে খোকড়ি॥
চারি পাঁচ ডাকে দেয় একটী উত্তর।
বন্দী দেখি সদাগর চিন্তিত অন্তর॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

শ্রীমন্তের পিতৃদর্শন।

স্মরিয়া মায়ের কথা, ত্যজে ছিরা দুঃখ ব্যথা,
অনিমিখ লোচনযুগল।
ত্যজি অন্য পরসঙ্গ, নেহালে বন্দীর অঙ্গ,
আনন্দে লোচনে বহে জল॥
দেখিয়া বন্দীর ঠাম, সাধু করে অনুমান,
হেন বুঝি এই মোর বাপ।
যাত্রায় শৃগাল বাম, পুরিল মনের কাম,
ঘুচিল মনের পরিতাপ॥
জননী কহিল মোর, জনক কনক-গৌর,
বামনাশা-উপরে আঁচিল।
দীর্ঘ যেন তালশাখী, বিকচ কমল আঁখি,
হৃদয়ে আছয়ে সাত তিল॥
শিব-পূজা প্রতিদিন, কপালে প্রণাম-চিন,
বাম দন্ত ঈষৎ উজ্জ্বল।
বিহঙ্গম জিনি নাশা, কোকিল জিনিয়া ভাষা,
শ্রুতিযুগ পরম চঞ্চল॥
কুটিল কুন্তল নীল, ভালে আছে সাত তিল,
কর্ণমূলে আছে তিন রেখা।
চণ্ডীর হয়্যাছে ক্রোধ, এই হেতু পায়ে গোদ,
বন্দিশালে পাবে তার দেখা॥
সিংহজিনি মধ্যদেশ, আজানুলম্বিত কেশ,
চারু লোমাবলী আছে বুকে।

ক্রোধযুত নারায়ণী, এই হেতু চক্ষে হানি,
বসন্তের চিহ্ন আছে মুখে॥
যৌতুক দক্ষিণ করে, কুন্তল সকল শিরে,
সদাই রুদ্রাক্ষমালা গলে।
বিদায়ে বিলম্ব দেখি, ধনপতি অশ্রুমুখী,
অঞ্জলি করিয়া কিছু বলে॥
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

ধনপতির বিনয়।

(ধনপতি বলে রায় কর অবধান।
পৃথিবী ভিতরে নাহি তোমার সমান॥
ধর্ম্ম অবতার তুমি রাজার জামাতা।
উদ্ধারিলে বন্দিগণে হয়ে তুমি পিতা॥
গুণের সাগর তুমি দশার নিদান।
পূর্ব্ব-কর্ম্ম-ফলে হৈল তোমা দরশন॥
তুমি শিশু আমি বয়োধিক শূদ্রজাতি।
এই হেতু রায় তোমা না কৈলুঁ প্রণতি॥
তোমা হৈতে দূর হৈল আমার বিবাদ।
শিবপূজা করিয়া করিব আশীর্ব্বাদ॥
অবিচ্ছেদে কর রাজ্য দীর্ঘ পরমাই।
পিতা মাতা সুখে থাকুক হয়্যা সাত ভাই॥
চিরদিন রায় আমি আছিলাম বন্দী।
কোথা গেল দুই জায়া হয়ে নিরানন্দী॥
কৃপাময় রায় তুমি অনাথ-সহায়।
বাপ হয়্যা বন্দিগণে দিলে হে বিদায়॥
পথের সম্বল দেহ পরিতে বসন।
গাইব তোমার যশ এতিন ভুবন॥
দেহ একখান ধুতি পথের সম্বল।
মহাদেবের পূজা করি চিন্তিব মঙ্গল॥
ঝটিতে বিদায় কর পথ বহুদূর।
বন্দিশালে দুঃখ আমি পেয়েছি প্রচুর॥
বিদায় বিলম্বে মোর মনে লাগে ধন্দ।
শিবের কৃপায় মোর দূর কর বন্ধ॥
এতেক বচন তারে কহে যদি বন্দী।
শ্রীমন্ত জিজ্ঞাসে তারে হৃদয়ে সানন্দী॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

পিতাপুত্রে কথোপকথন।

কহ কহ ওহে বন্দী তুমি কোন্ জাতি।
কি নাম তোমার কোন্ দেশে অবস্থিতি॥
কোন কুলে উৎপত্তি কিবা অভিধান।
তোমার রাজ্যের রাজা তার কিবা নাম॥
দেহ পরিচয় বন্দী দেহ পরিচয়।
পুরস্কার করি তোমা পাঠাব আলয়॥
গন্ধবণিক্ জাতি দেশ গৌড় নাম।
সাকিন মঙ্গলকোঠ উজ্জয়নী গ্রাম॥
দত্তকুলে উৎপত্তি নাম ধনপতি।
বিক্রমকেশরী মহীপালের খেয়াতি॥
দুঃখ পাইলুঁ বন্দিশালে দুঃখ পাইলুঁ বন্দিশালে।
বিধির দারুণ দণ্ড আছিল কপালে॥
পিতা পিতামহের বন্দী কহ তুমি নাম।
কতেক দিবস বন্দী ছাড়িয়াছ গ্রাম॥
কি গোত্র বন্দী তোমার মাতা কার ঝি।
কহ তোমার মাতামহের গোত্র কুল কি॥
তোমারে দেখিয়া বন্দী বড় লাগে দয়া।
পরিচয় দেহ বন্দী কপট ত্যজিয়া॥
রঘুপতি পিতামহ বাপ জয়পতি।
ভুবনে বিদিত বর্দ্ধমানে অবস্থিতি॥
গোত্রে দুর্ব্বা ঋষি আমার মাতা চন্দ্রমুখী।
মাতামহ সোমচন্দ্র গোত্রে সৌনকী॥
শুন রাজার জামাই শুন রাজার জামাই।
কথা অবশেষ হৈল আর কিছু নাই॥
পাণিগ্রহণ কৈলে কোন্ বণিকের ঝি।
কোন্ গ্রামে ঘর তার কুলে বটে কি॥
কয় জায়া তোমার জায়ার কিবা নাম।
কপট ত্যজিয়া বন্দী কহ সাবধান॥
দুঃখ পাইলে প্রচুর দুঃখ পাইলে প্রচুর।
হেথা হৈতে উজানী নগর কতদূর॥
শ্বশুর আমার বটে নিধি লক্ষপতি।
ইছানি নগরে দুই জায়ের বসতি॥

গোত্রে কাশ্যপ তাঁরা দত্তকুলে খ্যাত।
দুই জায়া লহনা খুল্লনা অভিধান॥
বন্দী দ্বাদশ বৎসর বন্দী দ্বাদশ বৎসর।
এ তিন মাসের পথ উজানী নগর॥
উজানী নগর বহু দিবসের পথ।
সিংহলে আইলা বন্দী কিবা মনোরথ॥
অকপটে কহ বন্দী নিজ অভিসন্ধি।
কি কারণে দ্বাদশ বৎসর হৈলে বন্দী॥
কহ আপন বারতা কহ আপন বারতা।
দুঃখ লাগে শুনিয়া তোমার দুঃখকথা॥
রাজার ভাণ্ডারে নাহি চামর চন্দন।
আইলুঁ তথির কারণ দক্ষিণ পাটন॥
কালীদহে শতদলে বসিয়া সুন্দরী।
ক্ষেণে গ্রাস করে ক্ষেণে উগারয়ে করী॥
দেখি কৈলুঁ রাজা সনে প্রতিজ্ঞা বচন।
পরাজয়ী কারাগারে নিগড় বন্ধন॥
যদি বন্দী হইলে সাধু দৈবের ঘটন।
পুত্র নাহি উদ্দেশ করয়ে কি কারণ॥
শ্বশুর মাতুল বন্ধু নাহি করে দয়া।
কেমনে উদরে অন্ন দেই দুই জায়া॥
কহ না স্বরূপ বন্দী কহ না স্বরূপ।
কি কারণে অন্বেষণ নাহি করে ভূপ॥
ভাগ্য নাহি করি রায় কোথা পাব পো।
শ্বশুর মাতুল বন্ধু নাহি করে মো॥
কি করিব সহজে অবলা দুই জায়া।
গ্রহদোষে নরপতি নাহি করে দয়া॥
কি জিজ্ঞাস মহাশয় কি জিজ্ঞাস মহাশয়।
শ্বশুর মাতুল বন্ধু তুমি কৃপাময়॥
যদি পুত্র নাহি তোমার নাহিক দুহিতা।
অপেক্ষণ বিনে আছে কেমতে বনিতা॥
ছাড়িলে মন্দির বন্দী কেমন সাহসে।
কেমতে যুবতী জায়া শূন্য ঘরে বৈসে॥
কহনা বিশেষ বন্দী কহনা বিশেষ।
সিংহলে আসিতে কেন নিলে নৃপাদেশ॥
নাহি পুত্র কন্যা মোর প্রথম যুবতী।
কনিষ্ঠা বনিতা মোর ছিল গর্ভবতী॥
যখন তাহার গর্ভ হৈল ছয় মাস।
সেইকালে নৃপাদেশে দীর্ঘ পরবাস॥
পুত্র কন্যা হৈল কি বা একই না জানি।
কহিতে কহিতে বন্দীর চক্ষে পড়ে পানী॥
ঘরে সকল অবলা ঘরে সকল অবলা।
পুরাতন দাসী মাত্র আছয়ে দুর্ব্বলা॥ *
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

ধনপতির প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠ।

পিতৃপরিচয়ে সাধু হৈলা আনন্দিত।
দাড়ি কেশ নখ তার মুড়ায় নাপিত॥

একখানি পুথির অতিরিক্ত পাঠ।
(নানা ধন দিয়া বন্দিগণে কৈলা দয়া।
আমারে বিদায় কর দিয়া পদছায়া॥
দেহ ধূতি এক খানি দেহ ধূতি এক খানি।
ভিক্ষা করি খেয়ে যাব উজাবনী॥
এতেক শুনিয়া বলে সাধুর নন্দন।
আমার রন্ধনে আজি করিবে ভোজন॥
প্রভাতে সংহতি করি দিব যে তোমারে।
দিন চারি পাঁচে যাবে উজানী নগরে॥
গন্ধবণিক্ জাতি গৌড়দেশে ঘর।
পরিচয় নাহিক কেমন দিগম্বর॥
যখন করিলে আজ্ঞা করিব ভোজন।
এক মুষ্টি চাল দেহ পথের অন্নপান॥
উজানী নগরে হৈলুঁ রাজার চাকর।
তরণী সাজিয়া আইলাম এইতো সফর॥
মাধব আচার্য্যসুত আমার সংহতি।
চিন দেখি যদি বট উজাবনী স্থিতি॥
মহাকুল বন্দ্যঘটী উত্তম ব্রাহ্মণ।
বন্দিশালে নাহি দোষ করহ ভোজন॥
ইঙ্গিত বুঝিয়া সাধু দিল অনুমতি।
পুনর্ব্বার সাধু বলে করিয়া মিনতি॥
দ্বাদশ বৎসর শিবপূজা নাহি করি।
এই হেতু যত দুখ দিল ত্রিপুরারি।
শিবপূজা আয়োজন যদি দেহ মোরে।
তোমার প্রসাদে পূজি মৃত্তিকাশঙ্করে॥
দিব দিব বলি সায় দিল শ্রীপতি।
শ্রীকবিকঙ্কণগান মধুর ভারতী॥

কেহ শিরে তৈল দিয়া আচড়ে চিকুর।
কুঙ্কুম চন্দনে কেহ মলা করে দূর॥
নারায়ণ তৈল অঙ্গে দেয় কোন জন।
প্রসাধনী লয়ে করে জটার বর্জ্জন॥
কেহ জল বহিয়া আনয়ে ভারে ভারে।
স্নান করে সদাগর জল ঢালে শিরে॥ *
কেহ করিদেয় শিবপূজার আয়োজন।
সাধু বলে মোর বাসে করিবে ভোজন॥

---

* একখানি পুথির পাঠান্তর—
পরিধান কোন জন যোগায় বসন।
কেহ সজ্জা করি দেয় পূজা আয়োজন॥
মালাকার পুষ্প আনে সাধুর গোচর।
মনের আনন্দে পূজা করে সদাগর॥
ভূতশুদ্ধি অঙ্গন্যাস করি সদাগর।
জীবন্যাস দিয়া পূজে মৃত্তিকা-শঙ্কর॥
শিব শিব নাম মন্ত্রে করিল পূজন।
মুখবাদ্য করে নৃত্য ঘণ্টার বাদন॥
ক্ষমস্ব বসিয়া সাধু দিল বিসর্জ্জন।
পূজা সাঙ্গ করি সাধু ভাবে মনে মন॥
আমারে রাখিয়া কেন করিল সম্মান।
না জানি চণ্ডীর কাছে দেয় বলিদান॥
শ্রীপতি সময় বুঝি ভাবি মনে মন।
ভোজন করিবে বলি করে নিবেদন॥
কিঙ্করে পাতিয়া দিল পাতারী আসনে।
এক স্থানে দুইজনে বসিল ভোজনে॥
শিব স্মরিয়া দোঁহে কৈল আচমন।
হেম থালে দ্বিজবর যোগায় ওদন॥
ভোজনের কালে সাধু করে অনুমান।
ব্যঞ্জন ছাড়িয়া অন্ন অমৃত সমান॥
অন্নকষ্ট পাই আমি দ্বাদশ বৎসর।
আজি কৃপা করি অন্ন দিল মহেশ্বর॥
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন রান্ধয়ে ব্রাহ্মণ।
পিতা পুত্রে দুই জনে করিল ভোজন॥
ভোজন করিয়া দোঁহে বৈসে একস্থল।
কর্পূর তাম্বুল খায় হাসে খল খল॥

বন্দী বলে উদর পূরিয়া অন্ন খাই।
অদৃষ্টের ফলে পাছে যা করে গোঁসাই॥
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন রান্ধল ভোজন॥
সাধু সঙ্গে সুখে বন্দী করল ভোজন॥
ভোজন করিয়া দোঁহে বসিলা আসনে।
কর্পূর তাম্বুল কৈল মুখের শোধনে॥
হেনকালে শ্রীপতি করিল দস্তুর।
পড়িবারে জান কিছু বাঙ্গালা অক্ষর॥
সাধুর বচন শুনি বন্দী কহে বাণী।
নাগরি বাঙ্গালা রায় পড়িবারে জানি॥
শ্রীমন্তের আশ্বাসে সাধু পত্র মেলা করে।
ছাব দূর করি পত্র পড়ে ধীরে ধীরে॥
স্বস্তি আগে লিখিল লিখন ধনপতি।
অশেষ মঙ্গল ধাম খুল্লনা যুবতী॥
তোরে আশীর্ব্বাদ প্রেমে পরম পীরিতি।
সন্দেহ ভঞ্জন পত্র কাল্লু নিবীতি॥
যখন তোমার গর্ভ হৈল ছয় মাস।
হেনকালে নৃপাদেশে যাই পরবাস॥
যদি কন্যা হয় শশিকলা নাম থুইহ।
দেখিয়া উত্তম বরে কন্যা দান দিহ॥
যদি পুত্র হয় নাম থুইহ শ্রীপতি।
পড়ায়্যা শুনায়্যা পুত্রে করিও সুমতি॥
দ্বাদশ বৎসর যদি না হয় আগমন।
পিতার উদ্দেশে যাবে সিংহল পাটন॥
এই নিয়মেতে পত্র দিলাম তোমারে।
পত্র পড়ি ধনপতি কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত্ত।

ধনপতির বিলাপ।

করুণ রাগ।

কান্দে সাধু ধনপতি পুত্র করি কোলে।
বসন ভিজিল তার নয়নের জলে॥
জয় পত্র ছিল মোর মাণিক ভাণ্ডারে।
কেমনে আইল পুত্র দুর্জ্জয় সফরে॥
পত্রে নিদর্শন ছিল মাণিক অঙ্গুরী।
রাজা লুঠ কৈল কিবা উজাবনী পুরী॥

এ তিন মাসের পথ পুরী উজানী।
অনেক দিবস আসি সাজিয়া তরণী॥
না জানি কেমনে পত্র আইল বিপাকে।
আরোহণ করে মন কুমারের চাকে॥
কার তরে সঞ্চয় করিলুঁ ঘর বাড়ি।
কোথা রৈল লহনা খুল্লনা দুই নারী॥
দারুণ দৈবের দোষে বিধাতা পাষণ্ডী।
ধনপতি জীতে দুই আরা হৈল রাণ্ডী॥
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে শিরে মারে হাত।
স্মঙরে শঙ্কর ত্রিলোচন বিশ্বনাথ॥
বাপের ক্রন্দনে কান্দে কুমার শ্রীপতি।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর ভারতী।

শ্রীমন্তের পরিচয় দান।

পাহিড়া রাগ।

না কান্দ না কান্দ বাপ, দূর কর পরিতাপ,
আমি যে তোমার বংশধর।
তোমার উদ্দেশ আশে, আইনুঁ সিংহলদেশে,
আজি মোর প্রসন্ন বাসর॥
হেন শুভক্ষণ বেলা, পায়রা উড়াতে গেলা,
নগরিয়া মিলি কুতূহলে।
ইছানী নগর পাছে, পায়রা ধায় ব্যোমপথে,
পড়ে গিয়া খুল্লনা-অঞ্চলে॥
বিবাহের কৈলে মন, সঙ্গে ওঝা জনার্দ্দন,
গেলা লক্ষপতির সদনে।
খুল্লনা বিবাহ করি, আইলা বাপ নিজ পুরী,
পাছু গেলে রাজসম্ভাষণে॥
রাজা পাইল শারী শুয়া, তোমারে দিলেন গুয়া,
আনিবারে সুবর্ণপিঞ্জর।
সপ্তমায়ের পায়, সমর্পিয়া মোর মায়,
গেল্যা বাপ গউড় নগর॥
বৎসর বিলম্ব তথা, ছাগল রাখিল মাতা,
কাননে চণ্ডিকা দিল বর।
কেবল চণ্ডীর দয়া, আইলে পিঞ্জর লয়্যা,
কথোকাল সুখে কৈলে ঘর॥
জাতি বন্ধু ধরে ছল, নাহি খায় অন্ন জল,
পরীক্ষায় মাতা শুদ্ধমতি।
সাজিয়া তরণী ঘরে, শঙ্খ চন্দনের তরে,
রাজা দিল বিষম আরতি॥
তুমি যাও পরবাস, মাতা কৈল আশ্বাস,
নিদর্শন দিলে জয় পাঁতি।
মাতা পূজে ভদ্রকালী, তার ঘট পায়ে ঠেলি,
সিংহলে আইলে নৃপতি॥
ঘট লঙ্ঘনের ফলে, বান্ধা গেলে বন্দীশালে,
আমার হইল উৎপত্তি।
পোষেণ পালেন মাতা, শুনান তোমার কথা,
যতনে পড়ান নানা পুঁথি॥
গুরু সনে কৈলুঁ দ্বন্দ্ব, গুরু মোরে বৈল মন্দ,
গালি দিল ব্র হ্মণ সভায়।
তোমার উদ্দেশ তত্ত্বে, লইয়া রাজার বিত্তে,
তরা দিয়া আইলুঁ সাত নায়॥
উপনীত মগরায়, ঝড় বৃষ্টি সাত নায়,
কালীদহে হৈলুঁ উপনীত।
বিকচ কমল-দলে, কন্যা হরে গজ গিলে,
পুন উগারয়ে বিপরীত॥
প্রতিজ্ঞা রাজার স্থানে, হারি সভা বিদ্যমানে,
মশানে কোটাল বধে প্রাণ।
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণীর বেশে, উত্তরিয়া মশান দেশে,
চণ্ডী রক্ষা করিয়া পরাণ॥
নৃপতি করিল মান, নিজ কন্যা দিবে দান,
বন্দী ঘর মাগি লৈল দান।
তোমার চরণ দেখি, সফল মানিল আঁখি,
বিভা করি যাব নিজ স্থান॥
শ্রীমন্তের কথা শুনি, ধনপতি বলে বাণী
নাহি বল এমন বচন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিল বন্ধ,
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ॥

শ্রীমন্ত কর্ত্তৃক চণ্ডীপূজার মহিমা কীর্ত্তন।

শ্রীমন্তের ভুণ্ডে ঘতি হৈলে হেন বোল।
প্রেম-আনন্দে সাধু হইলে বিভোল॥
সত্বরেতে সদাগর পুত্র কৈল কোলে।
শ্রীমন্ত ভাসিল প্রেম লোচনের জলে॥

কণ্ঠে কণ্ঠ দিয়া দোঁহে করয়ে রোদন।
কোকনদ হেন হৈল দুহার বদন॥
কান্দে ধনপতি দত্ত পুলকিত অঙ্গ।
পুত্র পুত্র বলি সাধুর হইল তরঙ্গ॥
তুমি পুত্র হৈলে মোর কুলের প্রদীপ।
কেমনে আইলে পুত্র সিংহল এ দ্বীপ॥
আমা লাগি আইলে পুত্র ভাসি সিন্ধুজলে।
মশানে ঠেকিয়া ছিলে কোটালের স্থলে॥
শ্রীমন্ত বলেন বাপা তোমার আশীষে।
বিসঙ্কটে আইলাম সিংহল দেশে॥
চণ্ডী না পুজিয়া বাপা পাইলে এত দুখ।
তোমার চরণ দেখি পাইলাম বড় সুখ॥
অস্তু তেজ দুর্গা ভজ শুন মোর বাণী।
বিসঙ্কটে রক্ষা করিবেন ভবানী॥
আদ্যাশক্তি নারায়ণ ইন্দ্র আদি পূজে।
ব্রহ্মা হরি হর শুক চরণের রজে॥
বিপদনাশিনী দুর্গা হরের ঘরণী।
যাঁহার প্রসাদে সাজি আইলাম তরণী॥
বোল শুনিয়া সাধু ক্রোধযুক্ত হৈল।
আমার বংশেতে কেন কুপুত্র জন্মিল॥
যত যত বৃদ্ধ পুরুষ মোর বংশে ছিল।
শিব পূজি সভে তারা স্বর্গপুরী গেল॥
মাইয়া দেবতা আমি পূজা নাহি করি।
শিব না ছাড়িব আমি প্রাণে যদি মরি॥
উত্তর না দিল তারে বুঝি কার্য্যগতি।
ধনপতি ক্রোধ দৃষ্টি দেখিয়া শ্রীপতি॥
মনোভাবে এতাদৃশী এই বুদ্ধি হৈতে।
শিবশক্তি এক বুদ্ধি নাহি ভাবে চিতে॥
শ্রীমন্ত বলেন বাপা শুন নিবেদন।
রাজা করিবেন মোরে কন্যা সমর্পণ॥
এ বোল শুনিয়া সাধু বোলে উচ্চৈঃস্বরে।
বিবাহে নাহিক কার্য্য চলহ দেশেরে॥
অনাচার এই দেশে না যায় কথন।
কহি কিছু শুন পুত্র ইহার কারণ॥
সিংহলের নিন্দা সাধু করিল আপনি।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান অপূর্ব্ব কাহিনী॥

শ্রীমন্তের বিবাহে ধনপতির নিষেধ।

তোরে আমি বলি দঢ়, সিংহলিয়া ঠগ বড়,
ইহার দয়ার নাহি লেশ।
বিবাহের নাহি কাজ, সভাতে পাইবে লাজ,
অবিলম্বে চল যাই দেশ॥
নৃপতি অধর্ম্মশীল, দয়া নাহি এক তিল,
নিঠুর সভার যত লোক।
দারুণ কৃপণ ভণ্ড, লঘু দোষে গুরু দণ্ড,
পরধন খাইতে যেন জোঁক॥
বচন বিষের কণা, সভা মাঝে জেঠাপণা,
মহাপাত্র যমের সমান।
না দেখি এমন পুরী, দেখিতে দেখিতে চুরী,
কায়স্থের কি কব ব্যাখ্যান॥
বেদ পড়ি ছয় অঙ্গ, সভার পণ্ডিত চঙ্গ,
অধর্ম্ম ধর্ম্মের অধিকারী।
নিত্য দেয় পরে দুঃখ, ইচ্ছিয়া আপন সুখ,
অপরাধ বিনে হয় অরি॥
কোটালিয়া দেয় ফাঁস, বান্ধা ভাতে পোতে বাঁশ,
পরধন যায় ঢেলা দিয়া।
প্রাপ্য ধন প্রজা হরে, এ দুঃখ কহিব কারে,
কত দুঃখ সহে পাপ হিয়া॥
ধর্ম্ম বলি নাহি শঙ্কা, পুঠ কৈল লক্ষ তঙ্কা,
অন্ন বস্ত্র বঞ্চিত আমারে।
বার মাস ভিক্ষা করি, তাহে পোড়া মাঝি বৈরী,
মজিলাম বিপদ-সাগরে॥
সিংহলের ভোগ যত, বিশেষ কহিব কত,
ভোগ কৈলে আপনি মশানে।
তোর পরমায়ু বলে, মোর শিব-পূজা ফলে,
জীয়ে আছ পরম কল্যাণে॥
গোত্রে আমি দুর্ব্বা ঋষি, মোর কুল সঙ্গে ঘোষী,
দেশে করাইব সাত বিয়া।
সিংহলিয়া দুরাচার, ভারত ভূমির পার,
চারি মাস দঢ় কর হিয়া॥
যত দোষ দেয় তাত, শ্রীপতি জুড়িয়া হাথ,
মাগ্যা লয় বাপের চরণে।

রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিয়া বন্ধ,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণে॥

শ্রীমন্তের সহিত সুশীলার বিবাহ।

মঙ্গল-গুর্জ্জরী রাগ।

নৃপতি শালবান, সুশীলা দিতে দান,
করিল শুভক্ষণ বেলা।
আরোপি হেমকুম্ভ, করিল কার্য্যারম্ভ,
বিচিত্র বান্ধিল ছান্দলা॥
নৃপতির অভিলাষ, কন্যার অধিবাস,
করিল বেদের বিধানে।
কপালে জুড়ি কোঁটা, চৌ দগে খিজখণ্টা,
সভায় বেদ উচ্চ গানে॥
করিয়া পুটহাথ, আরাধে জগন্নাথ,
দিবাকর পূজে মহেশ্বর।
বিধি বিরিঞ্চি আর, বিবিধ উপচার,
আনন্দে পূজে নৃপবর॥
সুশীলা রূপবতী, হরিদ্রাযুত ধুতি,
পরিয়া বসিল আসনে।
করিয়া স্বরভেদ, ব্রাহ্মণে পড়ে বেদ,
করিল গন্ধাধিবাসনে॥
মহী গন্ধ শিলা, দূর্ব্বা পুষ্পমালা,
ধান্য ঘৃত ফল দধি।
স্বস্তিক সিন্দূর, কজ্জল কর্ণপুর,
শঙ্খ দিল যথাবিধি॥
বান্ধিল করে সূত্র, প্রশস্ত দীপ পাত্র,
মস্তকে করিল বন্ধন।
সুবর্ণ-সাঁথি শিরে, অঙ্গুরী দিল করে,
করিল আশীষ যোজন॥
রজত দর্পণ, তাম্র গোরোচন,
সিদ্ধার্থ চামর পবন।
মোদক দিয়া লাজ, পূজিল চেদিরাজ,
কন্যার গন্ধাধিবাসন॥
নৈবেদ্য দিয়া ভূরি, মাতৃকা পূজা করি,
দিলেন বসুধারা দান।
বসুর পূজা সব, করিল নৃপবর,
তবে নান্দীমুখের বিধান॥
অধিবাস আদি, শ্রীমন্তের যথাবিধি,
করিল বেদ বিধানে।
রচিয়া নানা ছন্দ, সুকবি মুকুন্দ,
শ্রীকবিকঙ্কণে ভণে॥

শ্রীমন্তের বিবাহ।

রাজা করে কন্যা দান, বিপ্রগণে বেদ গান,
গায় নাচে রঙ্গে বিদ্যাধরী।
সপ্তস্বরা শঙ্খধ্বনি, পড়া দুন্দুভি বেণী,
আনন্দিত নৃপতিকেশরী॥
পাটে চড়ে রূপবতী, প্রদক্ষিণ করে পতি,
শুভ মুখে দুজনে চাহনী।
দিলেন সাধুর গলে, আপনার কণ্ঠমালে,
বামাগণে দেয় জয়ধ্বনি॥
অভয়া-কৃপার ফলে, করে কুশে গঙ্গাজলে,
নৃপতি করেন কন্যাদান।
রথ গজ ঘোড়া দোলা, কলধৌত-কণ্ঠমালা,
দিয়া জামাতার কৈল মান॥
মৃদঙ্গ বাজায়ে পড়া, দ্বিজে বান্ধে গাঁটছড়া,
বর কন্যা দেখে অরুন্ধতী।
বন্দিয়া রোহিণী সোম, লাজাহুতি করি হোম,
দোঁহে কৈল অনলে প্রণতি॥
দোঁহে প্রবেশিয়া ঘরে, খীরখণ্ড ভোগ করে,
রাত্রি গেল কুসুম শয়নে।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিয়া বন্ধ,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে॥

শ্রীমন্তে দেবীর ছলনা।

শ্রীমন্তেরে রাজা যদি কৈল কন্যা দান।
নানা ধন দিয়া তার সাধিল সম্মান॥
ভোজন করিল সাধু খীরখণ্ড খোলে।
ফুল ঘরে শুইল সাধু রাজকন্যা কোলে॥
মনে মনে বিচার করেন ভগবতী।
পদ্মাবতী সঙ্গে মন্ত্রণা করেন যুগপতি॥
কি বুদ্ধি করিব পদ্মা বল গো উপায়।
কেমন প্রকারে সাধু নিজ দেশে যায়॥

খুল্লনা দুঃখিনী মোর হয় ব্রতদাসী।
পতি পুত্র হৈল তার সিংহলপ্রবাসী॥
পদ্মাবতী বলে মাতা শুন ভগবতি।
কপট করিয়া ধর খুল্লনা আকৃতি॥
সাধুর শিয়রে বসি কহ গো স্বপন।
কহিবে রাজার পীড়া দুঃখ নিবেদন॥
এমত শুনিয়া চণ্ডী পদ্মার ভারতী।
সেইক্ষণে হৈলা মাতা খুল্লনা-মুরতি॥
অবিলম্বে পশিলা সাধুর ফুলঘরে।
শিয়রে বসিয়া স্বপ্ন কহে ধীরে ধীরে॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

চণ্ডীর স্বপ্ন প্রদান।

চিয়ো পুত্র স্মরয়ে জননী।
রাজভোগে পড়ি ভোলে; কামিনী করিয়া কোলে
পাসরিলে অভাগী জননী॥
দশ দিন দশ মাস, তোরে দিলা গর্ভবাস,
পুষিলাম অতি মনোরথে।
পড়াইলু দিয়া বিত্ত, জানাইলু শাস্ত্রতত্ত্ব,
পাসরিলে তুমি ধর্ম্মপথে॥
হেমখাটে যাও ঘুম, যেমন রোহিণী সোম,
রাজকন্যা সঙ্গে কুতুহলী।
আমি যে করিলুঁ ইচ্ছা, সকলি হইল মিছা,
মঙরিয়া দিহ জলাঞ্জলি॥
বাপ তোর গুণপূর্ণ, আমার অষ্টাঙ্গ শীর্ণ,
বাম হাতে আয়ত লোহার।
উদরে অন্নের জ্বালা, কর্ণেতে লাগয়ে তালা,
তৈল বিনে কেশ জটাভার॥
মজি আমি শোকসিন্ধু ভূপতি তোমার বন্ধু,
শাশুড়ী তোমার পাটরাণী।
শ্যালক তোর যুবরাজ, সাধিলে আপন কাজ,
পাসরিলে অভাগী খুল্লনী॥
পাইয়া রাজার ধন, হরষিত তোর মন,
বিদেশে রহিলে প্রিয় পতি
বিলম্ব দেখিয়া তোর, নৃপতি করিল জোর,
লুঠ কৈল এ ঘর বসতি।
নৃপে নিল ধন ঘর, আশ্রম লইল পর,
দু-সন্ধিনে সূতা বেচি হাটে।
পরের ভানিয়া ধান, দু-সন্ধিনে রাখি প্রাণ,
তুমি নিদ্রা যাও হেমখাটে॥
কি কব দুঃখের কথা, হের দেখ রুখু মাথা,
শত ছিড়া কানী পরিধান।
যৌবনে হইলু বুড়ী, গায়ে মোর উঠে খড়ি,
শত শির দেখ বিদ্যমান॥
মায়ের ক্রন্দন ধ্বনি, শ্রীপতি স্বপনে শুনি,
উঠে সাধু ত্যজিয়া শয়ন।
ভূতলে পড়িয়া কান্দে, গান মনোহর ছান্দে,
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ॥

স্বপ্ন দর্শনে শ্রীমন্তের বিলাপ।

কান্দয়ে শ্রীপতি সাধু জননীর মোহে।
বসন ভিজিল তার লোচনের লোহে॥
এখনি আছিলা মাতা শিয়রে বসিয়া।
ক্রোধযুত হয়্যা পোয়ে গ্যালে ফেলাইয়া॥
দেখিলুঁ স্বপন যত সকলি স্বরূপ।
আমার বিলম্বে ঘর লুঠিলেক ভূপ॥
কেন বা চণ্ডিকা মোরে রাখিলে মসানে।
সাগরে কামনা করি ত্যজিব পরাণে॥
ত্যজে সাধু অঙ্গদ কঙ্কণ কর্ণপুর।
অঙ্গুরী অঙ্গদ কণ্ঠমালা করে দূর॥
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে শিরে মারে ঘা।
গদগদ ভাষে বলে কোথা গেলে মা॥
উঠিল সুশীলা রামা পতির ক্রন্দনে।
অভয়া-মঙ্গল কবিকঙ্কণে ভণে॥

সুশীলাকর্ত্তৃক শ্রীমন্তকে প্রবোধ দান।

স্বামীর রোদন ধ্বনি শুনি রাজনন্দিনী,
উঠে রামা আকুল-কুন্তলে।
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে, প্রভুর চরণে পড়ে,
সকরুণ ভাষে কিছু বলে॥
প্রভু, কি কারণে করহ ক্রন্দন।

রাজার জামাতা তুমি, বিশেষ আমার স্বামী,
কে বা কি বলিল কুবচন॥
প্রিয়ে, মায়ের মলিন মূর্ত্তি, আপনার অপকীর্ত্তি,
স্বপন দেখিলুঁ অবিষয়।
অবশেষ হৈল নিশা, করি রাজ-সম্ভাষা,
ঝাট মোরে দেহ গো বিদায়॥
বাপঘরে থাকহ রূপসী।
মায়ের হাব্যাসে মরি, ত্বরায় সাজায়ে তরি,
দেখিব মায়ের মুখশশী॥
প্রভু, স্বপন স্বরূপ নয়, অকারণে কর ভয়,
শুন নাথ আমার বচন।
কলধৌত দেহ দান, সাধহ দ্বিজের মান,
আজি শুন গজেন্দ্রমোক্ষণ॥
অকারণে ভাব প্রভু দুখ।
বিভা রাতি অমঙ্গল, নয়নে না আন জল,
ভৃঙ্গারে পাখাল চাঁদমুখ॥
প্রিয়ে, দান দিব যথা শক্তি, শুনিব গজেন্দ্রমুক্তি,
প্রতিকার অবশ্য কল্যাণ।
মরমে পরম ব্যথা, তবে ঘুচে মন-কথা,
যদি মাতা দেখি বিদ্যমান॥
গমনে মা কর প্রিয়ে বাধ।
মায়ের হাব্যাসে মরি, ঝাট সাজি সাত তরি,
দূর করি মনের বিষাদ॥
প্রভু, তোমার বদন চাঁদ, মোর মন-মৃগ ফাঁদ,
তিল আধ না দেখিলে মরি
দেয়াব বারতা আনি, সাত দিনে উজাবনী,
পাঠাইব চানুর কেশরী।
বিদায়ের কথা কর দূর।
শুনহ আমার বাণী, শোক পাবে ঠাকুরাণী,
ধন আমি পাঠাব প্রচুর॥
প্রিয়ে, আমার অস্থির মন, পাঠাইবে অন্য জন,
ইথে নাহি আমার প্রতীতি
যদি যাবে আমা সনে, বিচার করহ মনে,
ঝাট মোরে দেহ অনুমতি।
প্রভু, হও মোরে কৃপানিধি, বিলম্ব না কর যদি,
সিংহলে থাকহ বার মাস।
সিংহলের ভোগ যত, তাহা বা বলিব কত,
দাসীর এই শুনহ আশ্বাস॥

মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয়-মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

বারমাসিয়া।

বৈশাখে বসন্ত ঋতু সুখের সময়।
প্রচণ্ড তপন তাপ তনু নাহি সয়॥
চন্দনাদিতৈল দিব সুশীতল বারি।
সাগলী গামছা দিব ভূষিত কস্তুরী॥
(কুসুমকাননে করি রত্নমন্দিরে।
সহচরী হয়ে নাথ ঢুলাব চামরে॥)
পুণ্য বৈশাখ মাস পুণ্য বৈশাখ মাস।
দান দিয়ে দ্বিজের পূরিবে অভিলাষ॥
দারুণ জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রভু প্রচণ্ড তপন।
পথ পোড়ে খরতর রবির কিরণ॥
শীতল চন্দন শ্বেত চামরের বা।
বিনোদ মন্দিরে থাক না চড়িহ না॥
(চাঁদের উপরে চন্দ্রাতপ টাঙ্গাইয়া।
হাস্য পরিহাসে যাবে রজনী বহিয়া॥
শুন প্রাণনাথে ওহে শুন প্রাণনাথ।
নিদাঘে শীতল বড় তরুণীর হাথ॥)
নিদাঘ জ্যৈষ্ঠমাসে নিদাঘ জ্যৈষ্ঠমাসে॥
পূরিবে উদর নাথ পাকা আম্ররসে।
আষাঢ়ে গর্জ্জয়ে মেঘ নাচয়ে ময়ূর।
নব জল মদে মত্ত ডাকয়ে দাদুর॥
শালি অন্ন দধি খণ্ড ভুঞ্জাব প্রচুর।
আমার বচন শুন না চলিহ দূর॥
আষাঢ় সুখ হেতু আষাঢ় সুখ হেতু।
নিদাঘ বরিষা হিম একে তিন ঋতু॥
সঙ্কট সময় বড় ধারায় শ্রাবণ।
সাধ লাগে অঙ্গে দিতে রবির কিরণ॥
জলধারা বরিষয়ে আর্দ্রদিগে ধায়।
বিনোদ মন্দিরে থাক না চলিহ রায়॥
পূরাব অভিলাষ পূরাব অভিলাষ।
শুখান মন্দিরে নাথ করাইব বাস॥
(শুন মোর নিবেদন শুন মোর নিবেদন।
বিবাদ না কর প্রভু স্থির কর মন।)

ভাদ্রপদ মাসে নাথ দুরন্ত বাদল।
নদ নদী একাকার আটদিগে জল॥
মশা নিবারিতে দিব পাটের মশারী।
চামর বাতাস দিব হয়ে সহচরী॥
(নিরমল আকাশে শোভিত শশধর।
তরুণী তরণী লয়ে যাবে সরোবর॥
সখীগণ মিলি আমারা খিয়াইব নাও।
করিবে পরাণনাথ আরোহণ তায়॥)
সাধু ঘরে কর বাস সাধু ঘরে কর বাস।
আর না করিহ দূর বাণিজ্যের আশ॥
আশ্বিনে অম্বিকাপূজা করিবে হরিষে॥
ষোল উপচার দিয়া ছাগল মহিষে॥
(নানা বেশ করিব সকল সহচরী।
নাট্য গীতে গোঙাইব দিবা বিভাবরী॥)
ধন দিব, আমি তুমি যত দেহ দান।
সিংহলের লোক যত করিবে সম্মান॥
আমি বুঝাব রাজায় আমি বুঝাব রাজায়।
আনাইব তোমার জননী সৎমায়॥
বৃষ্টি ছুটিয়া আইসে কার্ত্তিক মাসে।
দিবসে দিবসে হয় হিমের প্রকাশে॥
তুলি পাড়ি পাছুড়ি করিব নিয়োজিত।
অর্দ্ধ রাজ্য দিব বাপে করায়্যা ইঙ্গিত॥
পুণ্য কার্ত্তিক মাস পুণ্য কার্ত্তিক মাস।
দান দিয়া তুষিবে দ্বিজের অভিলাষ॥
সকল নূতন শস্য অগ্রহায়ণ মাসে।
ধান চালু মুগ মাষ পুরিব আওয়াসে॥
রাজারে কহিয়া দিব শতেক খামার।
ধান্য চালু সরিষাতে পুরিবে হামার॥
ধন্য অগ্রহায়ণ মাস ধন্য অগ্রহায়ণ মাস।
বিফল জনম তার নাহি যার চাষ॥ *

পৌষ তুলি পাতি তৈল তাম্বুল তপনে।
শীত নিবারণ দিব ওসর বসনে॥
শীত গোঙাইবে নাথ অষ্টম প্রকারে।
মৎস্য মাংসে মধুপান আদি উপহারে॥
সুখে গোঙাইবে হিম সুখে গোঙাইবে হিম।
উজানিনী নগর বাসিবে যেন নিম॥ *
মাঘমাসে প্রভাতে করিবে স্নান দান।
সুপাঠক আনি দিব শুনিবে পুরাণ॥
পিষ্টক পায়স গোঙাইব প্রতিদিন।
আনন্দে করিবে নাথ মাঘ নিরামিষ॥
(কিছু না ভাবিহ মনে কিছু না ভাবিহ মনে।
নানাবিধ দান নাথ দিবেক ব্রাহ্মণে॥)
নাথ, শুন নিবেদন নাথ শুন নিবেদনে।
যতেক বিবিধ সুখ পাইবে ফাল্গুনে॥
ফাল্গুনে ফুটিবে ফুল মোর উপবনে।
ভাখ দোলামঞ্চ নাথ করিব নির্ম্মাণে॥
হরিদ্রা কুঙ্কুম চুয়া করি সুবাসিত।
ফাল্গুনেতে দোল গোঙাইব নিত নিত॥
সখী মেলি গাব গীত সখী মিলি গাব গীত।
সানন্দ হইয়া গাব কৃষ্ণের পিরীত॥ †
শুন প্রাণনাথ হর শুন প্রাণনাথ।
গোঙাবে তরুণ শীত তরুণীর সাথ॥

* পুস্তকান্তরের পরিবর্ত্তিত পাঠ ;—
সুখ অগ্রহায়ণ মাস সুখ অগ্রহায়ণ মাস।
কামিনী পুরুষে ভোগ বড় অভিলাষ॥
প্রভু স্থির কর চিত প্রভু স্থির কর চিত।
তরুণী তপন তাপে নিবারিবে শীত॥
মীনমাংস ঘৃত আদি করিয়া ভোজন
নানা সুখে গোঙাইবে মাস অগ্রহায়ণ॥

* পুস্তকান্তরের পাঠ ;—
পৌষে পরম সুখ শুন গুণমণি
নব অন্ন নব রস নূতন কামিনী॥
রাজারে কহিয়া লব শতেক খামার।
তার শস্য আনি নাথ বান্ধিব হামার॥
রাখ মোর আব্দার রাখ মোর আব্দার
বৎসরেক থাকহ প্রভু না ছাড়হ বাস॥

† পুস্তকান্তরের পাঠ ;—
সখীগণ আমবে সুন্দর বেশ করি।
হরিদ্রা কুঙ্কুমে নাথ দিবে পিচকারী॥
সখী সব মিলি আমি গাইব গীত।
দোলাইব জগন্নাথ হইয়া মোদিত॥
মৃদঙ্গ পাখওয়াজ বীণা একত্র করিয়া।
নাচিবে নর্ত্তকগণ সুবেশ ধরিয়া॥

মধুমাসে মলয় মারুত বহে মন্দ।
মালতীরে মধুকর পিয়ে মকরন্দ॥
মালতী মল্লিকা চাঁপা বিছায়ে শয়নে।
মধুমাসে মুদিত গোঙাব মধুপানে॥
মোহন চৈত্র মাস মোহন চৈত্রমাস।
মোহন মন্দিরে কর মদন আওয়াস॥
সুশীলার বিনয় শুনিয়া সদাগর।
হেট মাথে তবে তারে দিলেন উত্তর॥
সর্ব্বভোগ পর মোর মায়ের সেবন।
বারমাস্যা বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

শ্রীমন্তসহ সহচরীর কথোপকথন।

না মানিল সুশীলার মোহন প্রবন্ধ।
স্বামীর বচন শুনি লাগে বড় ধন্দ॥
অতি খেদে সদাগর নাহি পরে ভূষা।
সিংহল হ'তে সদাগর যাত্রা করে ঊষা॥
সুশীলার খসে পড়ে গাত্র-অলঙ্কার।
নয়নে নিকলে জল কালিন্দীর ধার॥
স্বামীর গমনে রামা পরম আকুলি।
মায়ে বার্ত্তা দিতে যায় আউদড় চুলি॥
গদগদ হয়ে বলে পতির গমন।
শুনি পাটরাণী হৈলা বিরসবদন॥
জামাতা রাখিতে রাণী উপায় সৃজিয়া।
শিয়ান দেখিয়া দাসী আনিল ডাকিয়া॥
প্রসাদ করিয়া রাণী তারে দেয় পাণ।
নিযুক্ত করিল যাত্রে জামাতার স্থান॥
আমার বচনে তুমি কহ এক কথা।
সিংহল ছাড়িয়া যেন না যান জামাতা॥
দাসী যায় লঘুগতি দাসী যায় লঘুগতি।
যেইখানে বসি আছে জামাতা শ্রীপতি॥
করে লয়ে আমলা সুগন্ধি তৈলবাটি।
সাধুর নিকটে যেয়ে কহে পরিপাটী॥
(শুন রাজার জামাতা শুন রাজার জামাতা।
প্রয়োজন বলিল তোরে সুশীলার মাতা॥)
শুন সবিনয় সাধ শুন সবিনয়।
ঘর হৈতে বাহির নহিবে দিন নয়॥

যাত্রা করিয়াছি আমি যাইব উজানী।
বাহির হবার শেষ কহিলে সে জানি॥
আর কি বিলম্ব সত্বর চড়ি গিয়া নায়।
শাশুড়ির ঠাঁই ঝাট করাহ বিদায়॥
আমি যাব নিজধাম আমি যাব নিজধাম।
শাশুড়ীর ঠাঞি ঝাট জানাহ প্রণাম॥
শালবাহনের কুলে আছে পরম্পরা।
বিভা করিয়া দিন না লইবে ধরা॥
না করিবে নয় দিন ভানু দরশন।
শাশুড়ী তে মার তরে করে নিবেদন॥
পরম্পর আছ মোর কুলের নিয়ম।
ভানু দরশন বিনা না করি ভোজন॥
আছয়ে তোমার যদি ভানু দরশন।
শাশুড়ী তোমার তরে করে নিবেদন॥
মোর কুলে পরম্পর আছয়ে আচার।
বিভা করি নয় মাস রহে নদী পার॥
তবে যদি মনে কর যাইবার ত্বরা।
বৎসরেক বই পার হইবে মগরা॥
মণি মুক্তা প্রবাল দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ।
চামর চন্দন হীরা মাণিকের রঙ্ক॥
পিতা পুত্রে নরপতি পাঠাল্য সিংহল।
বিলম্ব দেখিয়া যদি রাজা করে বল॥
কি করিবে নিশ্চয়ে কি করিবে নিয়মে।
গুণে কল্পতরু রাজা দোষে হয় যমে॥
অনুমতি দেহ যদি এই অনুরোধ।
বিক্রমকেশরী রায় না করিবে ক্রোধ॥
রাজ-বলে বিলম্ব করাবে একমাস।
বিলম্ব দেখিয়া রাজা করিবে সর্ব্বনাশ॥
নৃপতি পাঠাল্য শঙ্খ আনিতে চন্দন।
হইল বিষম সঙ্গ সঙ্কট জীবন॥
আছে দৈবের প্রহার আছে দৈবের প্রহার
সিংহলে আসিয়া দুঃখ পাইলে অপার॥
বেট্যা রাজা দিব বাপা দ্বিগুণ প্রমাণ।
প্রাণসম সুশীলা তোমারে দিলু দান॥
পিতা পুত্রে রহিলাম দুর্জ্জয় সিংহলে।
দুই মাতা দাসী বিনে কেহ নাই ঘরে॥
অল্প বয়সে জামাই হৈলে এত চেটা।
শ্বশুরের কথা ছলে পাছে দেহ খোঁটা॥

এবে জানিলু' নিশ্চয় এবে জানিলু' নিশ্চয়।
জামতা ভাগিনা যম* আপনার নয় ॥
কথার প্রসঙ্গে আমরা বটি ঢেটা।
সিংহলে সজ্জন নাহি সব জন শঠা ॥
শুন ওগো পাটরাণী শুন ওগো পাটরাণী।
তবে প্রাণ পাই যদি যাই উজানী ॥
চেড়ীর সহিত সাধু যত কিছু ভণে।
কপাটের আড়ে থাকি বাণী সব শুনে ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ †

* মুদ্রিত পুস্তকে 'জন' পাঠ আছে, তথায় 'জন' অর্থে মজুর. কিন্তু জামতা, ভাগিনা এবং যম যেমন সমধর্ম্মী; জন অর্থাৎ মজুর তাদৃশ সমধর্ম্মী নহে।

† মুদ্রিত পুস্তকের পরিবর্ত্তিত পাঠ;—
শালবাহনের কুলে আছে পরম্পরা।
বিভা করি নয় দিন নাহি লয় ধরা ॥
না করিহ নয় দিন ভানু দরশন।
বংশে বংশে আছে তার কুলের লক্ষণ ॥
ঝাট চল বাসঘরে ঝাট চল বাসঘরে।
যুবরাজ আসি পাছে পরমাদ করে ॥
সুধন্য ভারতভূমি বাসয়ে উজানী।
সূর্য্য অর্ঘ্য দিয়া নিত্য পুজিয়ে ভবানী ॥
পরম্পরা আছে মোর কুলের ধরম।
ভানু দরশন বিনে না কার ভোজন ॥
বিভার প্রভাতে না থাকিয়ে বাসঘরে।
যুবরাজ জায়া সনে না দেখিবে মোরে ॥
আছয়ে তোমার যদি ভানু দরশন।
শাশুড়ী তোমার কিছু করে নিবেদন ॥
পরম্পরা আছে এই রাজব্যবহার।
বর কন্যা না হয় মাসেক নদী পার ॥
যদি কর ত্বরা সাধু যদি কর ত্বরা।
বৎসরেকবহি পার হইও মগরা ॥
গন্ধবণিক্ জাতি মহ রাজব্যবহার।
মিথ্যা বলি ধন লহ লোকের প্রহার ॥

শ্যালক-পত্নী সহ শ্রীমন্তের সম্ভাষণ।

(এই কথা আলাপে আছেন প্রিয়পতি।
শ্যালকবনিতা আসি হৈলা উপনীতি ॥
মোহিতে সাধুর মন কহে প্রিয়ভাষে।
অন্তরে তাপিত সাধু নাহি হয় বশে ॥
শুন রাজার জামতা শুন রাজার জামতা।
পণ্ডিত হইয়া কহ অজ্ঞানের কথা ॥
পুরুষ ভ্রমর মত্ত মধুর প্রতিআশে।
কুসুম সন্ধানে ফিরে নাহি রহে বাসে ॥
মালতী মল্লিকা চাঁপা এড়ি মধুকর।
ধুতুরা কুসুম আশে যায় বনান্তর ॥
ভাল সে বলিলে রামা গঞ্জিয়া আমারে।
এক ফুলে মধুপান না করে ভ্রমরে ॥
কামিনী পুরুষ ভিন্ন নহে কোন কালে।
সরীর চলিতে ছায়া তাব সনে চলে ॥
শুন সু-অঙ্গনা হের শুন সু-অঙ্গনা।
হেন বুঝি মনে কিছু করহ কামনা ॥
কহিতে বদনে সাধু লাজ নাহি বাস।
ত্যজিয়া আপন নারী অন্যে কর আশ ॥
সাধু কহে আপনি কহিলে রূপবতী।
পুরুষ ভ্রমর সম সব ফলে মতি ॥
হাসিয়া কহেন কথা জুবরাজবধু।
নিবাস কুসুমে আগে পান কর মধু ॥
শ্রীমন্ত কহেন ফুলে ভিন্ন ভিন্ন রস।
পরের আছুক কাজ নিজ কর বস ॥

হারিলে আপন মুখে কমল কারণে।
তৈত্রি এত দুঃখ পাইলে দৈবের ঘটনে ॥
জামাতার মত থাক কত হও ঠেঁটা।
শ্বশুরের দোষে আর কত দেহ খোঁটা ॥
জানিলু নিশ্চয় এবে জানিলু নিশ্চয়।
জামতা ভাগিনা জন আপনর নয় ॥
দৈবের ঘটনে বিভা হৈল রাজসুতা।
আছিল পরমায়ুবল তেঁই বাঁচে মাথা ॥
কথার প্রসঙ্গ হেতু আমার সে ঠাট।
সিংহলে সজ্জন নাহি সে লোক থাট ॥

যদি পাণ্ডভক্তি থাকে যাবে আমা সনে।
নহিলে রাখিয়া যাব যুবরাজ স্থানে॥
তোমার দেশেতে আছে এমত ব্যবহার॥
সিংহলে নাহিক সাধু এমতি আচার॥
সিংহলের নীত রামা আমারে বিদিত।
এ দেশে আইলে হয় সকল রহিত॥
এবে জানিলু নিশ্চয় এবে জানিলু নিশ্চয়
কহিল আমার পিতা এক মিথ্যা নয়॥
বুঝিয়া সাধুর মন রামা যায় বাসে।
রাণীর নিকটে রামা কহিল বিশেষে॥)*

রাজরাণীর সহিত শ্রীমন্তের কথোপকথন।

না লাগিল চেড়ীর মোহন পরবন্ধ।
জামাতা গমনে রামার মনে লাগে ধন্ধ॥
সত্বরে চলিল রাণী জামতার স্থান।
তবেত রাজার রাণী জামাতা বুঝান॥
শাশুড়ীর কথা শুনি সাধুর নন্দন।
বলে, নিষেধ না কর যাব নিজ নিকেতন॥
এ ধন ভাণ্ডার বাপা সমর্পিলু যারে।
সে কেন যাইবে রাজ্যে উজানী নগরে॥
তোমার ভাণ্ডারের ধন সম্পদ তোমার।
আমার ভাণ্ডারে আছে পরশ পাথর॥
পরশ পাথর আছে যাহার ভাণ্ডারে।
সে কেন আইসে রাজ্য সিংহল নগরে॥
ধন আশে তোমার দেশে নাহি আসি আমি।
উজানী যাইব অবধান ঠাকুরাণী॥
রাজার ভাণ্ডারে নাই শঙ্খ চন্দন।
রাজকার্য্যে আইলেন বাপা সিংহল পাটন॥
এ বার বৎসর হৈল তবু নাহি যায়।
বাপের উদ্দেশে আমি আইলু হেথায়॥

সাধিলু আপন কার্য্য করিব গমন।
স্বপ্নে দেখিলাম মাতা অস্থির জীবন॥
যার মা থাকে সে আনন্দে প্রাণ পায়।
যার মা না থাকে সংসার না জুয়ায়॥
যাবত সাধ ঠাকুরাণী তাবৎ করি আশ।
মৈলে মাতা পিতা দেখ কিসের প্রত্যাশ॥
আমার তোমার মাতা খুল্লনা বাণ্যানী।
সপ্তদিনে যাবে লোক তব উজাবনী॥
আপনারে বাস মাতা ধনের ঈশ্বরী।
আমার রাজ্যের রাজা বিক্রমকেশরী॥
পাঠাইয়া দিব আমি কোটাল হিমকর।
বোড়য়া আনিবে রাজ্য উজানী নগর॥
দেখ্যাছি কোটালের বল দক্ষিণ মশানে।
যে জন যুঝিতে গেল মৈল সেই জনে॥
এক বলিতে আমাহ বলহ সাত আট।
না দেখি তোমার পারা নগরিয়া ঠাট॥
আপন দোষ নাহি দেখ পরে বল ঠাট।
ধন বিত্ত লহ আর বোল কাট কাট॥
সুশীলা বলেন মাতা কত পাড় ছটা।
পশ্চাতে তোমার বোল হবে মোর খোঁটা॥
এ বোল শুনিয়া রাণী কান্দে উভরায়।
নিশ্চয় যাইবে জামাই দিলাম বিদায়॥
অঙ্গদ কঙ্কণ হার ভূষণ চন্দনে।
আশীর্ব্বাদ করে রাণী সাধুর নন্দনে॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

শ্রীমন্তের সহ শালবানের কথোপকথন।

না লাগিল পাটরাণীর খণ্ডেক প্রবন্ধ।
জামাতার গমনে লাগিল বড় ধন্ধ॥
সত্বরে আইলা রাণী রাজা সন্নিধান।
নানা মত করি রাণী রাজাকে বুঝান॥
জামাতার গমন শুনি নৃপ শালবান্।
সত্বরে আসিয়া রাজা জামাতা বুঝান॥

* এই প্রবন্ধটী হস্তলিখিত কোন পুঁথিতেই পাওয়া যায় না এবং পূর্ব্ব ও পর প্রবন্ধের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই বলিয়া বন্ধনী মধ্যে রাখা হইল।

যদি মুক্তা প্রবাল দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ।
চামর চন্দন হীরা মাণিকের বৃক্ষ॥
নরপতি তোমারে দেখিব প্রাণ পারা।
বিলম্ব হইলে বাপা পুরে দিব ত্বরা।
বৃদ্ধ শ্বশুরের বাপা পুর অভিলাষ।
বিলম্ব না কর যদি থাক এক মাস॥
এতেক বচন যদি বলিলা নৃপতি।
শ্রীপতি বলে কিছু করিয়া প্রণতি॥
জননী স্মরণে চিত্ত করে উচ্চাটন।
বিরোধ না কর যাব নিজ নিকেতন॥
রহিবারে সিংহলে বলেন নৃপবর।
অনুমতি রহিতে না দিল সদাগর॥
পাত্র মিত্র সঙ্গে রাজা করিয়া বিচার।
ধনপতি দত্তের করিল পুরস্কার॥
রথ তুরঙ্গম গজ দেই বর দোলা।
চন্দন চৌখুরি দিল ঝারি কণ্ঠমালা॥
ধনপতি দত্তে কিছু নিবেদিল রায়।
অভয়া মঙ্গল কবিকঙ্কণ গায়॥

ধনপতির সমীপে শালবানের স্তুতি।

কান্দে রাজা শালবান, শোকে হয়্যা অগেয়ান,
বেহায়ের ধরিয়া চরণ।
বেহাই হইবে তুমি, কেমতে জানিব আমি,
করিলাম এত বিড়ম্বন॥
সর্ব্বধন হৈল নষ্ট, পাইলে অনেক কষ্ট
তৈল বিনে কেশে হৈল জটা।
দুঃখ পাইলে বহুকাল, হৃদয়ে রহিল শাল
সুশীলা ঝিয়ের হৈল খোঁটা॥
তুমি বন্দী উপবাসী, আমি ভোগ অভিলাষী,
কেবল করিলুঁ বিষপান
তুমি শিব-পরায়ণ, অশেষ তোমার গুণ,
না করিহ মোরে অভিমান॥
দ্বাদশ বৎসর বন্দী, করি তোমা নিরানন্দী,
এবে শুণি হৃদয়ে বিষাদ।
॥ উভয় পাণি, বলেন বিনয় বাণী
করিলুঁ বহুই পরমাদ॥
হও তুমি নিরাতঙ্ক, চামর চন্দন শঙ্খ,
যত ইচ্ছা তত্ত্বা দেহ দায়।
নিধন আছিল তাজে, পাইলে দুঃখ বন্দিশালে,
না কহিহ রাজার সভায়॥
লুঠ গেল যত ধন, লহ তার সাত গুণ,
নিজ ধন করিয়া প্রমাণ।
রাজার শুনিয়া কথা, ধনপতি ত্যজে ব্যথা,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

শালবানের প্রতি ধনপতির উক্তি।

রাজারে করিয়া নতি, বলে সাধু ধনপতি,
তোমার নাহিক অপরাধ।
বশ নহে নিজ লোক, তে কারণে পাইলুঁ শোক,
কারাগারে পাইলু অবসাদ॥
দ্বাদশ বৎসর হৈতে, পূজা করি একচিত্তে,
বংশে বংশে মৃত্তিকা-শঙ্কর।
দারুণ আমার জায়া, নিত্য পূজে মহামায়া,
বামা পথী হয়ে স্বতন্তর॥
সুরধুনী জল গর্ভা, অষ্ট তণ্ডুল দূর্ব্বা,
হেম ঝারি করি আবাহন
শনি মঙ্গলবারে, পূজে ষোল উপচারে,
ছাগ মেষ দিয়া বলিদান॥
সেই মায়্যা দেবতা, দিলেক আমারে ব্যথা,
ডুবাইল মোর ছয় নায়
দেখাইল হয়ে অরি, কমলে কামিনী করি,
হারিলাম তোমার সভায়॥
যদি মোর যায় প্রাণ, মহাদেব বিনে আন,
অন্য দেব না করি পূজন।
হয়ে নারী অর্দ্ধ অঙ্গ, কৈল মোর ব্রত ভঙ্গ,
জায়া হয়ে হৈল অভাজন॥
শুনিয়া সাধুর বাণী, কহে নৃপ চূড়ামণি,
শ্রবণে আরোপি দুই হাথ
শুন সাধু মূঢ়মতি, না পূজিলে ভগবতী,
অসন্তোষ হন বিশ্বনাথ॥
ভেদ সাধু কর জনু, শিব শক্তি এক তনু,
ভাবিলে ধর্ম্মের নাহি দায়।

হরি হয় প্রজাপতি, পুজে নিত্য হৈমবতী,
সুরমুনি যাহারে ধেয়ায়॥
সংসার-সাগরে পার, করিতে নাহিক আর,
বিনা দুর্গা পতিত-পাবনী।
আমার শপথ তোরে, যদি আর কহ কারে,
ধীর হয়ে অজ্ঞানের বাণী॥
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ।

কন্যা গমনে রাজরাণীর বিলাপ।

করুণ—রাগ।

কান্দে লীলাবতী নারী সুশীলার মোহে।
বসন-তিতিল তার লোচনের লোহে॥
মণির পুতলী যাঁয়ে আন্ধারের বাতি।
ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী কিবা মদনের রতি॥
সাজায়্যা কাহারে দিল সুবর্ণের ডালি।
তিমির নাশয়ে যাহার দন্তপংক্তিগুলি॥
এ চাঁদবদনী ঝীরে পাসরোঁ কেমনে।
নিশ্চয় মরিব আমি তোমার বিহনে॥
কোথাকারে যাবে লীলা দীর্ঘ পরবাস।
জনক জননী ছাড়ি হেন অভিলাষ॥
হাকান্দ হাকান্দ, লীলা মায়ের করুণে।
ধরিতে না পারে প্রাণ সিংহলের জনে॥
অবিরত কান্দে যত সিংহলের লোক।
পাসরিতে নারে লোক সুশীলার শোক॥
শালবান্ রাজা কান্দে বিদরয়ে হিয়া।
বাহির হইয়াছে প্রাণ হৃদয় ফাটিয়া॥
নানাধন দিলা রাণী পেটারি সিন্দুক।
ধরণী লোটায়্যা কান্দে বিদরয়ে বুক॥
সাজিয়া সিন্দুক পেড়ি দিল তারে তার।
দিলেন অনেক ধন বহুমূল্য যার॥
সুশীলা করিয়া কোলে কান্দে পাটরাণী।
দাস দাসী সঙ্গে দিল সাজিয়া তরুণী॥
অচেতন হইয়া রহিলা লীলাবতী।
সুশীলা বাপের পদে কারল প্রণতি॥
সুশীলা করিয়া কোলে করেন ক্রন্দন।
মধুর সঙ্গীত গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

বর-কন্যার বিদায়।

মজিল আমার মন-ভ্রমরা
কালীপদ-নীলকমলে॥ ধুয়া॥
হইল সাধুর ত্বরা উজানী গমনে।
পুরস্কার কৈল রাজা দিয়া নানা ধনে॥
মাথায় মুকুট দিয়া বসিলা দম্পতি।
কৌতুকে যৌতুক দেয় যতেক যুবতী॥
মৃদঙ্গ মন্দল পড়া বাজে জোড়া শঙ্খ।
থমক ঠমক শিঙ্গা বাজে জগঝম্প॥
বরংগোঁ তেথাই আর বাজে বীরকালী।
দোসরী মহরী বাজে কংস করতালি॥
যৌতুকে যৌতুক দিল যত বন্ধুগণ।
রজত কাঞ্চন হার নানা আভরণ॥
নানা ধনে জামাতার কৈল পুরস্কার।
দিলেন দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ দশ তার॥
কেহ নেত কেহ খেত কেহ পাটশাড়ী
কুসুম চন্দন দূর্ব্বা বাটা ভরি কড়ী।
বিদায় হইয়া বর কন্যা চাপে দোলা।
পঞ্চ রত্ন হাথে দিল রাজার মহিলা॥ *
হাঁসাযোড়া খাসাজোড়া সোণালিয়া জিন।
রাজহংস পারাবত খাঁচি জোড়া তিন॥
দশ সহচরী দিল সুশীলার সাথে।
নানা ধন যৌতুক দিলেন মরনাথে॥
শয়ন ভোজন পান নির্ণয় করিয়া।
দিলেন কনক পাত্র ভাণ্ডারী আনিয়া॥
দ্বিগুণ করিয়া ডিঙ্গা দিলেন ভূপতি।
করে কুশ স্বস্তি বলি দিলেন শ্রীপতি॥
শিরে তুলি জামাতারে দিল দূর্ব্বা ধান।
আশীর্ব্বাদ দিল দোঁহে থাকিহ কল্যাণ॥
সাধু-করে করিলা সুশীলা সমর্পণ।
শিশুমতি সুশীলায় করিহ পালন॥

* মুদ্রিত পুস্তকের পরিবর্ত্তিত পাঠ।
বাহিয়া দিলেন তারা কলধৌত জিনে।
কনক মণ্ডিত করি যে ছিল গগনে॥

কিয়দ্বে করিয়া দিল দোলায় সাজন।
বিদায় হইয়া হৈল সুশীলার গমন॥
সুশীলা এড়িতে চলিলা বাবাই ঘর।
সাধু নরপতি চড়ে গজের উপর॥
অনুব্রজী গেলা রাজা রত্নমালার তীর।
শ্রীমন্ত তুরঙ্গে চড়ি আইসে সুধীর॥
দাঁড়ায়ে রহিল লোক রত্নমালার ঘাটে।
সুশীলা চাপিয়া বৈসে পাস্তারীর পাটে॥
শ্রীপতি গুরুজনার বন্দিল চরণ।
ধনপতির বরে সভে চরণ-বন্দন॥
কেহ লয় পদধূলী কেহ দেয় কোল।
নমস্কার আশীর্ব্বাদে হৈল গণ্ড গোল॥
বিদায় করিয়া সভে চাপিলেন নায়।
পিতা মাতা পদে শীলা হইল বিদায়॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজচিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

সুশীলার গমনে রাণীর রোদন।

সুশীলা করিয়া কোলে, ভাসেন লোচন-জলে,
পাটরাণী কান্দে উভরায়।
পদ্মিনী সমান ধন্তা, কারে দান দিলুঁ কন্যা,
কে তোমারে কোথা লয়ে যায়॥
তোমার বিহনে মোর, এ ঘর হইল ঘোর,
মোহেতে বিদরে মোর বুক।
পুষিয়া পালিয়া বালা, কারে সাজ্যা দিলুঁ ডালা,
আর না দেখিব চাঁদমুখী॥
আন্ধার ঘরের মণি, যাবে মোর উজাবনী,
আর না হইবে দরশন।
ক্ষিতিতলে চালি গা, ললাটে হানয়ে ঘা,
কেশপাশ না করে বন্ধন॥
রাণীর ক্রন্দন শুনি, যত পুরনিতম্বিনী,
ধরণী লোটায়ে সভে কান্দে।
আকুল যতেক রামা, ক্রন্দনে নাহিক সীমা,
ধৈর্য্য হয়ে বুক নাহি বান্ধে॥
উপদেশ করি লোক, নিবারণ কৈল শোক,
শুভক্ষণে শীলা চাপে নায়।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিল বন্ধ,
হৈমবতী যাহার সহায়॥

ধনপতির স্বদেশ-যাত্রা

সুশীলা বলেন মা কাঁদিয়া কেন মর।
মনেতে ভাবিয়া দেখ কার ঘর কর॥
ছৈঘর চাপিয়া বসিলা সদাগর।
হাথে দণ্ড কেরোয়াল বসিল পাবর॥
কার হাথে বাঁশ কার হাথে কেরোয়াল।
বাহ বাহ বলিয়া ডাকয়ে বুহিতাল॥
এক বাঁক দুই বাঁক তিন বাঁক যায়।
যতেক রমণীগণ রাণাকে ফিরায়॥
কান্দয়ে সকল লোক সুশীলার মোহে।
বসন ভিজিল সভার লোচনের লোহে॥
কোথা হৈতে আইল বৈদেশী সদাগর।
জিনিয়া চলিল রাজ্য সিংহলনগর॥
রত্নমালা বাহি ডিঙ্গা গেল বহু দূর।
নেউটিয়া গেল সভে আপনার পুর॥
পিতা পুত্রে উপনীত কালীদহ-কূলে।
কালীদহে গঞ্জি সদাগর কিছু বলে॥
জানিলুঁ তোমারে কপট মায়া নদ।
বিপদ করাল্যে তুমি দেখায়ে সম্পদ॥
অগস্ত্যমুনির যদি দরশন পাই।
তাঁহারে সহায় করি তোমারে শুখাই॥
নিজ প্রয়োজন কথা কহিল শ্রীপতি।
অবধানে পুত্রমুখে শুনে ধনপতি॥
শ্রীপতি বলেন কেন দোষ রত্নাকর।
জননী ভবানী পদে মেগে লহ বর॥
দক্ষিণ পাটনে যবে করিলে গমন।
সভাই-বচনে ঘট করিলে লঙ্ঘন॥
সেই কালে অরিষ্ট হইল বহুতর।
জননী ভবানী পদে মেগে লহ বর॥
ভকত-বৎসলা দেবী দেখি মায়ের মুখ।
প্রাণে না মারিল তোমা দিল বহু দুখ॥
শ্রীমন্তের বচনে হাসেন ধনপতি।
ডিঙ্গা মেলি সদাগর চলে দ্রুতগতি॥

চন্দ্রকূট পর্ব্বত খান বক রাজার দেশ।
সে ঘাটে সাধুর ডিঙ্গা করিল প্রবেশ॥
মোহানে সীতাখালি প্রবেশে হাতখাল।
এড়াইল সেতুবন্ধ রামের জাঙ্গাল॥
প্রকার প্রবন্ধে হাত্যাদহ হৈলা পার।
ডাহিনে সুমেরুশৃঙ্গ লঙ্কার দুয়ার॥
মনোহর দ্বীপখান রহিল দক্ষিণে।
তরী মেলি সদাগর চলে রাত্রি দিনে॥
চিতভঙ্গ দ্বীপখান বৈল সাধু বায়।
শঙ্খদহে দিন দুই করিল বিশ্রাম॥
পুতিয়া রাখিয়াছিল গর্ত্তের ভিতর।
তুলিয়া লইল শঙ্খ নৌকার উপর॥
কড়িয়া দেহেতে ডিঙ্গা দিল দরশন।
উপাড়িয়া কড়ি লবে করিল গমন॥
ফিরাঙ্গির দেশ খান বাহে কর্ণধারে।
রাত্রি দিন যেয়ে যায় হারমাদের ডরে॥
মগধের দ্বীপখান বাহিল ত্বরিতে।
জলৌকার দহে ডিঙ্গা হৈল উপনীতে॥
চান্দো ঈশ্বর মূল নৌকাতে বান্ধিয়া।
বুদ্ধিবলে যায় সাধু সাপদহ দিয়া॥
সর্পদহ কুম্ভীরদহ বাহে কর্ণধার।
বেলা অবসানেতে কাঁকুড়াদহ পার॥
চিঙ্গড়ির দহ বাহে পরম হরিষে।
বিশ্রাম করিল আসি দ্রাবিড়ের দেশে॥
এক দুই খান নৌকা জলের মধ্যে যায়।
উৎকলের কথা সাধু তাহাকে শুধায়॥
বালিঘাটা রামপুর বাহিল তখন।
চুলভাঙ্গা চিলকায় দিল দরশন॥
কোথাও রন্ধন কোথাও চিড়া দধি।
রাত্রি দিবা বাহি যায় লবণজলধি॥
বামদিগে বন্দনা করিয়া নীলাচলে।
উত্তরিল সদাগর সমুদ্রের কূলে॥
সেখানে রহিয়া কৈল প্রসাদ ভোজন।
দেউল নিছিয়া দিল পঞ্চরত্ন ধন॥
নয়ান ভরিয়া তথা দেখে জগন্নাথ।
প্রসাদ ব্যঞ্জন আদি কিনি খাইল ভাত॥
বাহ বাহ বলিয়া ডাকেন সদাগর।
হাথে দণ্ড কোটোয়াল বসিলা পাবর॥
ত্বরা করি সদাগর চলে নিজ দেশ।
দ্রাবিড়ের দেশখান বাহিল বিশেষ॥
অজার পুরের খাল পশ্চাৎ করিয়া।
বাহিলেক কালাঘাট ধূলিগ্রাম দিয়া॥
দক্ষিণে মেদনমল্ল বামে বীরখানা।
কোরোয়ালের ঝমঝমা নদী জুড়ি ফেনা॥
ধনপতি বলেন নিকট হৈল দেশ।
সঙ্কেতমাধবে দেখে সোনার মহেশ॥
প্রণমিয়া সঙ্কেতমাধবে প্রদক্ষিণ।
ডিঙ্গা মেলি সদাগর চলে রাত্রি দিন।
দূরে শুনে মগরার জলের নিঃস্বন।
আষাঢ়ের যেন নব মেঘের গর্জ্জন॥
বাহ বাহ বলি বোল সদাগর বলে।
আসিয়া লাগিল নৌকা মগরার জলে॥
মগরা দেখিয়া সাধু বলে ধনপতি।
এই দহে ছয় ডিঙ্গা নিল পশুপতি॥
শিব শিব বল্যে সাধু জুড়িল ক্রন্দন।
অভয়া-মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

মগরাদৃষ্টে ধনপতির খেদ।

মগরা তরণী আমারে দেহ দান।
আমি নাহি করি দোষ, কেন কর অভিরোষ,
করিলে অনেক অপমান॥
ভাসিয়া তোমার জলে, সত্তে যায় কুতুহলে,
আমারে করিলে বিপরীত।
নায়ের নফর যত, সকল করিলে হত,
ডুবাইলে এ ছয় বুহিত॥
আমিত যাইব গ্রাম, শুনিয়া আমার নাম,
আসিবে সকল পরিজন।
যে জনার গেল স্বামী, তারে কি বলিব আমি,
কেমনে করিব প্রবোধন॥
নানা রঙ্গ নানা রসে, আইলুঁ লাভের আশে,
বিনাশ করিলে মোর মূল।
বিদেশে মারিয়া পর, ঘরে আইল সদাগর,
ঘোষণা রহিবে বুকে শূল॥
কারে ঘরে লয়্যা যাই, গেল সোমদত্ত ভাই,
এক নায়ে আঠার ভাগিনা।

পুত্র তুমি যাহ ঘরে, আমি প্রবেশিব নীরে,
বিধি দিল দারুণ যন্ত্রণা ॥
মৈল ছয় ভাই গো, তারে বড় মায়া মো,
কত মৈল কাণ্ডার বাঙ্গাল।
কাণ্ডার বাঙ্গাল যত, সকলি হইল হত,
রহিল হৃদয়ে শোক শাল ॥
শুন পুত্র বলি বাণী, তুমি যাহ উজানী,
আমি আর না যাইব দেশ।
লহনা খুল্লনা শুনে, দেশে আছে দুই জনে,
সমভাবে দেখিবে বিশেষ ॥
লহনা খুল্লনা কাছে, পুরাতন চেড়ী আছে,
দুর্ব্বলা রাখিহ গৃহকাজে।
সম্ভাবা করিহ রাজা, শিবের করিহ পূজা,
খ্যাতি হবে উজানী সমাজে ॥
শুন পুত্র বলি আর, সবিনয়ে পরিহার,
জানাইল নৃপতির পায়
বিধি প্রতিকূল সাথে, আসিতে আসিতে পথে,
পিতা মোর মৈল মগরায় ॥
শুনিয়া বাপের কথা, শ্রীপতিরে লাগে ব্যথা,
অভয়ারে করেন স্মরণ।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিয়া বন্ধ,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

ধনপতির বিনষ্ট ধনাদিপ্রাপ্তি।

এতেক বলিয়া সাধু করে আত্মঘাতি।
মগরার জলে ঝাঁপ দিল ধনপতি ॥
যেই ক্ষণে ধনপতি ঝাঁপ দিল নীরে।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে শ্রীমন্তের শিরে ॥
মহামায়া গগনে হাসেন খল খল
চণ্ডীর কৃপায় হৈল এক হাঁটু জল ॥
শ্রীমন্ত ভাবেন একান্তে চণ্ডীর চরণ।
বিষম সঙ্কটে রাখ বাপের জীবন ॥
মধুকৈটভের ভয়ে ব্রহ্মার স্মরণ।
দুর্ব্বাসার শাপে দুঃখ পাইল দেবগণ ॥
বিরূপাক্ষী বিশালাক্ষী দেবী কাত্যায়নী।
গিরিজা গণেশমাতা হরের ঘরণী ॥
এত স্তুতি কৈল যদি খোল্যার নন্দন।
বরুণে ডাকিয়া মাতা বলিল তখন ॥

সাধুর বিবাদে ডিঙ্গা ডুবে যেই কালে।
রুণ গোচরে ছিল মগরার জলে
পদ্মাবতী সনে যুক্তি করি ভগবতী।
হাসিয়া বরুণে কিছু বলেন পার্ব্বতী ॥
চণ্ডী বিদ্যমানে বরুণ মাথে দিল পাণ।
ডুবা ডিঙ্গা তুলিয়া দিলেন ছয়খান ॥
যতেক কাণ্ডার ছিল সুখের শয়নে।
যোগ নিদ্রা ত্যজি সবে পাইল চেতনে ॥
কাণ্ডার বুলন বলে ধনপতি ভায়্যা।
ঝড় বৃষ্টি দূর হৈল চল ডিঙ্গা বায়্যা ॥
নিজ প্রয়োজন কথা বলে ধনপতি।
আমায় করিলা দয়া দেব পশুপতি ॥
শ্রীমন্ত চিন্তিল তথা চণ্ডীর চরণ।
এতেক সঙ্কটে মাতা করিলে রক্ষণ ॥
দুর্গতিনাশিনি মাতা মোরে কৈলে দয়া।
ডুবিল তরণী মাতা দিলে উদ্ধারিয়া ॥
পিতারে বুঝায়ে সাধু করে নিবেদন।
উদ্দেশে চণ্ডিকাপদ করিহ স্মরণ।
অসাধ্যসাধন দেখ চণ্ডীর চরণ।
মরিল জীবন পায় হারাইল ধন ॥
সঙ্কটতারিণী মাতা সাধিল সম্মান।
মরিল কটকে রাজার দিল প্রাণদান ॥
বিবাদ করিয়া ডিঙ্গা ডুবাইল জলে।
বরুণের গোচর রাখিল সেই কালে ॥
কৃপা করি ভগবতী দিলা পুনর্ব্বার।
সেই মত আছে যত নায়ের লকর ॥
সঙ্কট-তারিণী মাতা বিপদকুশল।
সেবক-বৎসলা মাতা পরম মঙ্গল ॥
নিকেতন গেলে দিব শতেক ছাগল।
কর্ণধারে আজ্ঞা দিল ডিঙ্গা বায়্যা চল ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ *

* একখানি হস্তলিখিত পুঁথিতে এই বিষয়েরই অনুরূপ বর্ণন আছে যথা,—
দুখহরা গো তারা তব নাম জানি।
তবে কেন আমারে দুখে ডুবাও জননি ॥ ধুয়া ॥

ভাগীরথীর তটবর্ণন।

ধনপতি বলে তারা, চলহ ত্বরিত বায়্যা,
বাহ ডিঙ্গা হয়্যা একমতি।
চিরদিন পরবাসে, ত্বরিত চলহ দেশে,
উদ্ধার করিল পশুপতি॥
বাহ বাহ কর্ণধারে, ঘন ডাকে উচ্চৈস্বরে,
দেশের হাবাসে ধনপতি।
দিন যায় কল কল, কণ্টক সমান জল,
তরণী চালায় লঘুগতি॥
উত্তরিয়া মগরায়, রাত্রি দিন ডিঙ্গা বায়,
দূর পথ ক্ষণেকে নিয়ড়ে।
বাজায় ঠমক শিঙ্গা, রাত্রি দিন বায়
উত্তরিলা সাধু হাত্যাগড়ে॥
কালীপাড়া মহাস্থান, কালিকাতা ছুঁচমান,
দুই কূলে বসাইল হাট।
পাষাণে রচিত ঘাট, দুই কূলে যাত্রী ঠাট,
কিঙ্করে বসায় নানা বাট॥
বাহে ডিঙ্গা নিরন্তর, ডাহিনে হালীসহর,
ত্রিবেণী তীর্থের চূড়ামণি।
আশ্রম করিয়া তথি, স্নান করে ধনপতি,
তরী পূরে নানা ধন কিনি॥
কোন্তর নগর দায়, বায়্যা যায় অতিরায়,
বামে কোদালিয়া গুপ্তিপাড়া।
আম্বুয়া মুলুক দিয়া, সদাগর যায় বায়্যা,
বাহ বাহ বলি পড়ে সাড়া॥
জানি ভাগে যত গ্রাম, কত তার নিব নাম,
বাম দিকে পাইল ইন্দ্রাণী।
পাঠ্যার পাথর পায়, অজয় বাহিয়া যায়,
যোজনেক রহিল উজানী॥
বুঝিয়া কার্য্যের তত্ত্ব, বলে ধনপতি দত্ত,
চল কর্ণধার নিজ পুরে
লহনা খুল্লনা যথা, জানাহ কুশল তথা,
পুত্রবধূ উরখিবার তরে॥
দিবা নিশি তুয়া সেবি, রচিল মুকুন্দ কবি,
নূতন মঙ্গল অভিলাষে।
উর গো কবির কামে, কৃপা কর শিবরাবে,
চিত্রলেখা যশোদা মহেশে॥

মগরাতে ধনপতি ঝাঁপ দিল জলে।
অভয়া চিন্তেন থাকি গগন মণ্ডলে॥
গগনে থাকিয়া মাতা হাসে খল খল।
চণ্ডীর কৃপায় হৈল এক হাঁটু জল॥
হাথে ধরি তুলে তারে কাণ্ডার বুলন।
শ্রীপতি চিন্তিল তবে চণ্ডীর চরণ॥
ফলমূল উপহার করিয়া সাধনা।
বিধিমতে পূজে ঘটে সর্ব্বমঙ্গলা॥
হরিহর হিরণ্যগর্ভের তুমি মূল।
হইয়া নন্দের সুতা রাখিলে গোকুল॥
হৈলে গো নন্দের সুতা যশোদা-জঠরে।
তোমা দিয়া বসুদেব ভাণ্ডিলা কংসেরে॥
ভূতার খণ্ডনে কৈলে আপনি প্রকার।
কংস-ভয়ে কৃষ্ণে কৈলে কালিন্দীর পার॥
যমুনা আবর্ত্তশালী বিষম করালী।
তথিপার কৈলে কৃষ্ণে হইয়া শৃগালী॥
সাক্ষাৎ হইয়া পশুগণে দিলে বর
গোধিকা হইয়া গেলে আখেটীর ঘর।
ধন দিয়া উরিলে বীরের শুভঘাটে।
রাজঘরে মহাবীরে রাখিলে সঙ্কটে॥
হেলি উপেক্ষিতে মোর মারে বৈলে দয়া।
এখন দাসীর পুত্রে দেহ পদচ্ছায়া॥
মর্ত্ত্যে স্মঙরণ করে দাসীর বালক।
কৈলাসে চণ্ডীর হৈল কপালে টনক॥
পদ্মাবতি সঙ্গে মাতা করিয়া যুগতি।
বরুণে ডাকিয়া তবে বলেন পার্ব্বতী॥
অবনী লোটায়্যা বরুণ করিল প্রণতি।
ধনপতির ছয় ডিঙ্গা আনে শীঘ্রগতি॥
কাণ্ডার বাঙ্গাল ছিল মাণিক শয়নে।
যোগনিদ্রা তেজি তারা পাইল জীবনে॥
কাণ্ডার বাঙ্গাল বলে ধনপতি তারা।
ঝড় বৃষ্টি দূর হৈল চল ডিঙ্গা বায়্যা॥
নিজ প্রয়োজন কথা কহেন শ্রীপতি।
ডিঙ্গা মেলে সদাগর চলে লঘুগতি॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজচিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

স্বদেশে দূত-প্রেরণ।

বের গো খুল্লনা তোর
ছিরে আল্যো ঘরে ॥ ধুয়া ॥

আদেশিল সদাগর বলি কর্ণধারে।
দণ্ডমাত্রে কর্ণধার গেল নিজ পুরে ॥
বেগে ধায় কর্ণধার সাধুর আওয়াস।
নাহি জিজ্ঞাসিতে বার্ত্তা কহে ফুট ভাষ ॥
কর্ণধার হাস্যমুখে কহে শুভ বার্ত্তা।
আইলা শ্রীপতি দত্ত উদ্ধারিয়া পিতা ॥
সুকৃতি তোমার পুত্র ভুবনে বিদিত।
এখনি দেখিবে পুত্রবধূর সহিত ॥
শুন শুন আরে বাছা শুন কর্ণধার।
কত দূর আইসে মোর শ্রীমন্ত কুমার ॥ *
সুতের বারতা পেয়ে রামা আনন্দিত।
উঠানে টাঙ্গায় চান্দা রজ্জু চারি ভিত ॥
দুর্ব্বলা ডাকিয়া আনে আইয়ো সাত জন।
ডিঙ্গা মঙ্গলিতে রামা করিল গমন ॥
দূরে হৈতে জননীরে দেখিয়া শ্রীপতি।
সম্ভ্রমে উঠিয়া তার পদে করে নুতি ॥

---

* একখানি হস্তলিখিত পুথির পাঠ এইরূপ ;—
দূরে হৈতে জননীরে দেখিয়া শ্রীপতি।
মায়ে সতমায়ে সাধু করিল প্রণতি ॥
আইস পুত্র বলি দুঁহে পুত্র লৈল কোলে।
অভিষেক কৈল দুঁহে লোচনের জলে ॥
শ্রীমন্ত করিয়া কোলে বলেন লহনা।
সুকৃতি তোমার মাতা বলিয়ে খুল্লনা ॥
তুয়া পুত্র হইতে আমরা সুচরিতা।
ভাগ্যে ধ্রুব পত্র তুমি উদ্ধারিলে পিতা ॥
আপনার পতি রামা চিনিতে না পারে।
লহনা খুল্লনা জিজ্ঞাসেন শ্রীমন্তেরে ॥
দেখাইয়া দিল ধনপতি সদাগরে।
গায়ে দাদু পায়ে গোদ বিবর্ণ শরীরে ॥
প্রণাম করিল দুঁহে পতির চরণে।
এত দুঃখ পাইলে তুমি দক্ষিণ পাটনে ॥
লহনা খুল্লনা দেখে বলে সদাগর।
পুত্রবধূ নিছিয়া লইয়া চল ঘর ॥

সত্বরে খুল্লনা রামা সুতে লয় কোলে।
অভিষেক কৈল তার লোচনের জলে ॥
ভ্রমরার কূলে আসি আয়ো সাত জন।
উরথিয়া পুত্রবধূ নিল নিকেতন ॥
আয়্যগণে সদাগর দিলেন ভূষণ।
বিদায় হইয়া সভে গেল নিকেতন ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

ধনপতির গৃহাগমন।

(ডিঙ্গা ছাড়ি চাপে দোলা,সঙ্গে রাজসুতা লীলা,
শিরে স্বর্ণমুকুট ভূষণ।
মৃদঙ্গ মন্দিরা সানী, শঙ্খ বাজে বীণা বেণী,
জয়ধ্বনি করে রামাগণ ॥
গায়নে মঙ্গল গীত গায়।
আকুল কুন্তল বাস, ছাড়িয়া স্বামীর পাশ,
উচ্চমুখে কুলবধূ ধায় ॥
এলাল্য কুন্তল তার, না জানে পড়িল হার,
এক পদে আরোপি নূপুর।
কাহার নূপুর হাথে, বসন নাহিক মাথে,
কোন ধনী আইসে কথো দূর ॥
এক কর্ণে অবতংস, আপন ভূষণ অংশ,
নাহি জানে কোন রামাগণ।
ধায় কোন শশিমুখী অঞ্জনিয়া এক আঁখি,
এক করে চঞ্চল বসন ॥

ভ্রমরার কূলে আসি আয়া সাত জন।
নিছিয়া যে পুত্রবধূ চলে নিকেতন ॥
নিছিয়া ফেলিল রামা ডিঙ্গা মধুকর।
নানা ধন লয়্যা ধনপতি আইল ঘর ॥
আয়্যগণে সদাগর দিল নানা ধন।
কাওার বুলনে দিল নানা আভরণ ॥
কাণ্ডার বুলন পাইল নানা ধন দান।
কাণ্ডার বুলন সভার করিলেন মান ॥
নানা ধনে সভাকারে করিল ভূষিত।
ডিঙ্গা পূজিয়া সভে চলিলা ত্বরিত ॥
পথে যাইতে সম্ভাষা করিল জনে জনে।
অভয়ামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণে ॥

অবরোধে কোন নারী, বাহির হইতে নারি,
গবাক্ষে করয়ে সচকিত।
গবাক্ষে আরোপি মুখ, দেখিয়া পরম সুখ,
বরকন্যা রূপে ত বিদিত) *
বন্দিয়া ত গুরুজন, সাধু আইলা নিকেতন,
মাতা আইলা তারে মঙ্গলিতে।
শিরে দিয়া দূর্ব্বা ধান, নিছিয়া ফেলিল পাণ,
পুত্রবধূ আনিল গৃহেতে॥
পাছু ধনপতি দত্ত, সিংহলের যত বিত্ত,
বলদে শকটে বহে ঘরে।
খুল্লনা খুল্লনা তথা, জিজ্ঞাসে সাধুর কথা,
নিজ পতি চিহ্নিতে না পারে॥
গুণরাজ মিশ্র সুত, সঙ্গীত কলায় রত,
বিচারিয়া অনেক পুরাণ।
নূতন কবিত্ব-রসে, নৃপতির অভিলাষে,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

* বন্ধনী মধ্যস্থিত অংশের পরিবর্ত্তিত পাঠ।
ডিঙ্গা ছাড়ি চাপে দোলা; সঙ্গে রাজকন্যা শীলা,
শিরে স্বর্ণমুকুট ভূষণ
বাজয়ে মঙ্গল পড়া, জগঝম্প বাজে কাড়া,
আশে পাশে বাজায় বাজন॥
গায় সুমঙ্গল গীত, সভে হৈল আনন্দিত,
বৃদ্ধ যুবা তনয়া তনয়
উজানীর যত লোক, সভার ঘুচিল শোক,
বরকন্যা দেখিবারে ধায়॥
আকুল কুন্তল ভার, না জানে পড়িল হার,
এক পদে আরোপি নূপুর।
কার বা নূপুর হাথে, বসন নাহিক মাথে,
কেহ বলে আইসে কত দূর॥
এক বর্ণে অবতংস উপরে বসন অংশ,
নাহি জানে কোন রামাগণ।
ধায় কোন শশিমুখী, অঞ্জনিয়া এক আঁখি,
এক করে অঞ্চল বসন॥
আর বলে কোন নারী, বাহির হৈতে না হি যোরি,
গবাক্ষে করয়ে সচকিত।
গবাক্ষে আরোপি মুখ, দেখিয়া পরম সুখ,
বরকন্যা রূপেতে উদিত॥

সিংহলের দুঃখবার্ত্তা কথন।

শুন শুন ও গো মা, পাইল দৈবের ঘা,
বিশেষ কহিব সব কথা।
রোগ-শোক-দুঃখ খণ্ডী, পূজা না করিল চণ্ডী,
এই হেতু পাইল এত ব্যথা॥
চণ্ডিকার হৈল ক্রোধ, এই হেতু পায় গোদ,
পায়ে দাদ্রু কেশ নাহি মাথে।
অন্নকষ্টে হৈলা ক্ষীণ, ভিক্ষা করি বহু দিন,
এত দুঃখ ধরিয়া বিপথে॥
বাপের উদ্দেশ-আশে, গেলাম সিংহল দেশে,
বান্ধা গেলাম শমনের পাশে।
দুরন্ত সিন্ধুর জল, বাহিলুঁ দুরন্ত স্থল,
কেবল তোমার উপদেশে॥
সম্ভাষিয়া মহীপাল, কহিব উত্তরকাল,
সিংহলের যত বিবরণ।
যদি হয় পাঁচ মুখ, তবে নিবেদিয়ে দুখ,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

পিতা পুত্রে রাজ-সকাশে গমন।

শকটে আরোপি শঙ্খ-চন্দনের ভরা।
পিতা পুত্রে রাজসম্ভাষণে কৈল ত্বরা॥
তার দশ দধি দিল কলা বর্ত্তমান।
দোখণ্ড দোখণ্ড গুয়া বিড়া বান্ধা পাণ॥
গাছ বান্ধিয়া দিল চিনি দশ ঘড়া।
থান আট সগলাদ থান দশ পড়া॥
কিঙ্কর করিয়া দিল দোলার সাজন।
আগে ধায় নাইয়া পাইক শত শত জন॥
নৃপের সভায় সাধু হৈলা উপনীত।
প্রণাম করিয়া ভেট রাখে চারি ভিত॥
বলে সাধু শ্রীপতি রাজার ইঙ্গিতে।
রাত্রি দিবা দুই মাস গেলুঁ নৌকাপথে॥
জল বিনে বিশ্রাম করিতে নাহি স্থল।
কত দিন বাহি রায় পাইলুঁ সিংহল॥
কালীদহ নামে তথা আছে এক হ্রদ।
তাহার উপরে বহু কুসুম সম্পদ॥
কমলের উপরে বসিয়া এক নারী।
ক্ষণে গ্রাস করে ক্ষণে উগারয়ে করী॥

জাগরণে স্বপন প্রকার অপরূপ।
প্রতিজ্ঞা করিলুঁ শুনি সিংহলের ভূপ॥
প্রতিজ্ঞায়ে পরাজয়ি রাজা নিল ধন।
মশানে কোটাল নিল বধিতে জীবন॥
বিষম সঙ্কটে পূজা কৈলুঁ ভগবতী।
চণ্ডিকা আইলা তথা ব্রাহ্মণী জরতী॥
আমা ভিক্ষা কৈল চণ্ডী না দিল কোটাল।
এই হেতু চণ্ডী রণ করিল বিশাল॥
পরাজয়ে রাজা কৈল কন্যা অঙ্গীকার।
কন্যা দান লয়ে কৈলুঁ পিতার উদ্ধার॥
এতেক বচন যদি বলিল শ্রীপতি।
খল খল হাসে মিত্র পাত্র নরপতি॥
ডাকি বলে হেন কথা কোথাও না শুনি।
মনুষ্যের তরে রণ করেন ভবানী॥
আছিল রাজার পাত্র নামে স্ফুটভাষী।
শ্রীমন্তের কথা শুনি উপজিল হাসি॥
বিরিঞ্চি মরীচি প্রজাপতি পুরন্দর।
ধ্যান করি যার পদ না দেখে অন্তর॥
সওদা করিয়া বেটা ফিরয়ে পাটনে।
ইহাকে চণ্ডিকা কৃপা কৈল কোন্ গুণে॥
হাসে সর্ব্বজনে দিয়া বসন বদনে।
তুমি বট চণ্ডীর দাস দেখি সর্ব্বজনে॥
এখানে দেখাও যদি কামিনী বারণ।
নিশ্চয় জানিব সত্য তোমার বচন॥
শুনিয়া এমন বাণী কহে নরপতি।
এই যদি সত্য হয় দিব জয়াবতী॥
এই যদি সত্য নহে শুনহ বচনে।
তোমারে ত দিব বলি উত্তর মশানে॥
রাজা সাধু দোঁহে কৈল প্রতিজ্ঞা পূরণ।
মসীপত্রে লিখন করিল সভাজন॥
যত লোক হাসে মুখে আরোপি বসন
শ্রীমন্তের বোলে না প্রত্যয় কোন জন॥
স্ফুটভাষী পাত্র বলে শুনহ গোসাই
বিদেশে চণ্ডীর কৃপা দেশে কেন নাই॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজচিত্ত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

উত্তর মশানে চণ্ডিকার আবির্ভাব।

গীত।

রাগিণী আলিয়া—তাল যৎ।

মা এবার রক্ষা কর।
গণেশ-জননি, শিবসীমন্তিনি,
কোথা নারায়ণি, দুস্তরে নিস্তার॥
বিক্রম-কেশরী বধে গো মশানে,
গতি নাই তারা তব চরণ বিনে,
দেহ পদছায়া দেখি অন্তজনে,
বারে বারে মা এবারেতে তার।
শালবান্ যখন কাটে গো আমায়,
সে বারে ত রক্ষা করিলে এ দায়,
কলুষ-নাশিনি রাখ গো আমায়,
তোমা বিনে আর কে আছে আমার॥

ক্রোধ কৈল নরপতি সাধুর বচনে।
মিথ্যা কথা কহে বেটা মোর বিদ্যমানে॥
উত্তর মশানে বলি দিব রে শ্রীপতি।
নহে হেথা কমল দেখাক গজপতি॥
একে কোটালিয়া তাহে রাজ-আজ্ঞা পায়।
করে ধরি সদাগরে সভাতে উঠায়॥
ঢেকা মারি লয়ে যায় উত্তর মশানে।
সাধু বলে মহারাজ! এত ক্রোধ কেনে॥
তোমার ভরসা করি বৈদেশিক ঠাঁই।
দৈবদোষে স্বদেশে তোমার কৃপা নাই॥
শ্রীমন্ত বলেন কৃপা কর মহামায়া।
উজানীতে আসিয়া বারেক কর দয়া॥
বিক্রম-কেশরী হৈল সিংহলের রাজা।
উজানী আসিয়া মা বারেক লহ পূজা॥
তোমা বিনে কে মোর করিবে প্রতিকার।
সেবক বলিয়া মাতা করহ উদ্ধার॥
দুর্ব্বাসার শাপে দুঃখী হৈলা সুরপতি।
রণে জিনি শক্র তার নিল ধন ক্ষিতি॥
সুরলোকে সুস্থির করিলে সুররায়
প্রথমে সম্মান পাইলে ইন্দ্রের সভায়॥
রাবণের বধ হেতু মিলিয়া দেবতা।
তোমার বোধন কৈল অকালে বিধাতা॥

ষোল উপাচরে মা পূজিল রঘুনাথ।
তবে রাবণের হৈল সবংশে নিপাত॥
হৈল মধুকৈটভ হরির কর্ণমূলে।
ব্রহ্মারে হানিতে যায় নিজ বাহুবলে॥
নাভিরে বিধাতা পূজিল ভগবতী।
দুই অসুরের বধ নারায়ণে মতি॥
সদাগর স্তবন করয়ে একচিত্তে।
হেনকালে অভয়া আছিলা ইলাবৃতে॥
স্তুতি মাত্র গগনে উরিলা ভগবতী।
সাধুকে হানিতে যথা নিজ নিশাপতি॥
কোটালিয়া শ্রীপতিরে হানিবারে তোলে।
চণ্ডিকা কোটাল ঠেলি সাধু কৈল কোলে
দেবীকে প্রহার করে কোটালের সেনা।
দেবীর ইঙ্গিতে ধায় ষোল কোটি দানা॥
দানাকে প্রহার করে কোটালের গণ।
আকাড়ি করিয়া দানা পূরিছে বদন॥
পড়িল সকল সেনা হয়ে গাদি গাদি।
উত্তর মশানে বহে শোণিতের নদী॥
শত শত জন পাতিলেক অসি ঢাল।
একত্র সকলে দানা পূরিলেক গাল॥
ভগ্ন পাইক করে গিয়া নৃপে নিবেদন।
উত্তর মশানে মৈল যত সেনাগণ॥
তোমার আজ্ঞায় সাধু লইলুঁ মশানে।
এক বুড়ী আসি সব করিল ভক্ষণে॥
শুনিয়া ধাইল রাজা বিক্রম-কেশরী।
পাত্র মিত্র সঙ্গে করি গেল অধিকারী॥
শ্রীমন্ত বসিয়া আছে অভয়ার কোলে।
গলাতে কুঠার বান্ধি পড়ে পদতলে॥
জীয়াইয়া দেহ মোর মৃত সেনাগণ
তবে ভবানীকে না করি সমর্পণ॥
এতেক শুনিয়া চণ্ডী হইলা ব্রাহ্মণী
কমণ্ডলুজল দিয়া জীয়ান্য আপনি॥
রাজা বলে দেখাইলে কমলের বন।
অর্দ্ধ রাজ্য দিয়া করি কন্যা সমর্পণ॥
এতেক বচন যদি শুনিলা ভবানী।
মায়াময় হৈল নদ দেখে নৃপমণি॥
মায়া পাতিলেন গৌরী হরের বনিতা।
চৌষট্টি যোগিনী হৈল কমলের পাতা॥
অমলা কমল হৈল পদ্মা করিবর।
হাসিতে লাগিলা শতদলের উপর॥
মায়াময় হৈল নদ দেখে নরপতি।
জানিল মনুষ্য নয় সাধু প্রিয়পতি॥
ভ্রমরূপে ভবানী পাতিল অবতার।
মুকুন্দ রচিল গৌরী-মঙ্গলের সার॥

বিক্রমকেশরীর কমলে কামিনী-দর্শন।

মায়াময় হৈলনদ, তথি হৈল কালী হ্রদ,
কূ-কূল বাহিয়া বহে জল।
কমল কানন তায়, চঞ্চল দক্ষিণ বায়,
অলিকুল করে কোলাহল॥
দেখ রাজা ভ্রমরার জলে।
ভুবনমোহনী নারী, উপারয়ে মত্ত করী,
অধিষ্ঠান করিয়া কমলে॥
শ্বেত রক্ত নীল পীত, শতদল বিকশিত,
কহ্লার কুমুদ কোকনদ।
এমন সবার স্থান, দেবতার এ উদ্যান,
দেখি বহু কুসুম সম্পদ॥
কনক কমল রুচি স্বাহা স্বধা কিবা শচী,
মদনমঞ্জরী কলাবতী।
স্বরস্বতী কিবা উমা, চিত্রলেখা তিলোত্তমা,
সত্যভামা কিবা অরুন্ধতী॥
কলাপি-কলাপ কেশ, ভুবনমোহন বেশ,
পায় শোভে সোণার নূপুর॥
বিমল অঙ্গের আভা, বিনা অলঙ্কারে শোভা,
রবির কিরণ করে দূর॥
বালা অতি কৃশোদরী, তথি তার কুচগিরি,
নিবিড় নিতম্ব অতি তার।
বদন ঈষৎ মেলে, কুঞ্জর উগারি গিলে,
জাগরণে স্বপন প্রকার॥
দুই করে শোভে শঙ্খ, ভুবনে উপমা রঙ্ক,
মণিময় মুকুট কুণ্ডল।
ভ্রূযুগ কাম ধনু, ললাটে প্রভাত-ভানু,
কটাক্ষে টলয়ে ভূমণ্ডল॥

রামার ঈষৎ হাসে, কুঞ্জর উপারি গ্রাসে,
দন্তপাঁতি বিজিত বিজুলি।
বদন-কমল-গন্ধে, পরিহরি মকরন্দে,
কত কত শত ধায় অলি॥
পদ্মপত্রে করি ভর, গিলে কন্যা করিবর,
দেখি রাজা কৈল নমস্কার।
পাত্র মিত্র পুরোহিত, রাজা সনে আনন্দিত,
শ্রীমন্তের কৈল পুরস্কার॥
দেখি রাজা সবিস্ময়, মেগে নিল পরাজয়,
কুঠার বন্ধন করি গলে
শ্রীমন্তে করিল মান, নিজ কন্যা দিল দান,
উমা গেলা গগনমণ্ডলে॥
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

সুবর্ণ সঁীথি শিরে, অঙ্গুরী দিল করে,
করিল আশীষ যোজনা॥
রজত দর্পণ, তাম্র গোরোচন,
সিদ্ধার্থ চামর চন্দন
মোদক দিয়া লাজ, পুজিল চৌদিরাজ,
করেন গন্ধাধিবাসন॥
নৈবেদ্য দিয়া ভূরি, মাতৃকা পুজা করি,
দিলেন বসুধারা দান।
বসুর পুজা করি করিল অধিকারী,
নান্দীমুখের বিধান॥
কক্ষে হেম ঝারি, রাজার সুন্দরী,
জল সহে ঘরে ঘরে।
যতেক এয়ো মেলি, দেই হুলাহুলী,
মঙ্গল আচরণ করে॥
অধিবাসী বাদি, সাধুর যথাবিধি,
করিল বেদের বিধানে
করিয়া নানা ছন্দ, সুকবি মুকুন্দ,
চণ্ডিকামঙ্গল ভণে।

জয়াবতীর বিবাহ

নৃপতি পুণ্যবান্, জয়াকে দিতে দান,
করিল বেলা শুভক্ষণ।
যুগল করপুটে, আরোপি হেম ঘটে,
গণেশ করিল আবাহন॥
নৃপতি অভিলাষ, জয়ার অধিবাস,
করিল বেদের বিধান।
কপালে জুড়্যা কোঁটা, বসিল দ্বিজঘটা,
সভার বেদ উচ্চারণ॥
জয়া রূপবতী, হরিদ্রাযুত ধুতি,
পরিয়া বসিলা আসনে।
যতেক বিপ্র মুনি, করয়ে বেদধ্বনি,
কন্যার গন্ধাধিবাসনে॥
মহী গন্ধ শিলা, দূর্ব্বা পুষ্পমালা,
ধান্য ঘৃত ফুল দধি।
স্বস্তিক সিন্দূর, কজ্জল কর্পূর,
শঙ্খ দিল যথাবিধি॥
বান্ধিল করে সূত্র, প্রশস্ত দীপপাত্র,
মস্তকে করিল বন্দনা

রাজা করে কন্যাদান, দ্বিজগণে বেদ গান,
গায় নাচে রঙ্গে বিদ্যাধরী।
সপ্তস্বরা শঙ্খধ্বনি, পটহ মৃদঙ্গ বেণী,
আনন্দিত নৃপতি কেশরী
পাটে চড়ে রূপবতী, প্রদক্ষিণ করে পতি,
শুভ ক্ষণ দুজনে ছায়ানী।
দিলেন সাধুর গলে, আপনার কণ্ঠমালে,
রামাগণ করে জয়ধ্বনি॥
অভয়ার অনুকূলে, করে কুশ গঙ্গাজলে,
নৃপতি করেন কন্যা দান।
রথ গজ ঘোড়া দোলা, কলধৌত কণ্ঠমালা,
দিয়া জামাতার করে মান॥
মৃদঙ্গ বাজয়ে পড়া, দ্বিজে বান্ধে গাটছড়া,
বর কন্যা দেখে অরুন্ধতী।
বন্দিয়া রোহিণী সোম, লাজাহুতি কৈল হোম,
দোঁহে কৈল অনলে প্রণতি।
দোঁহে প্রবেশিয়ে ঘরে, ক্ষীরখণ্ড ভোগ করে,
রাত্রি গেল কুসুমশয্যায়॥

রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিয়া বন্ধ,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গায় ॥

ধনপতির হরগৌরী দর্শন।

শ্রীমন্তেরে রাজা দিল যদি কন্যাদান।
নানাধন দিয়া তবে সাধিল সম্মান ॥
ভোজন করিল সাধু ক্ষীরখণ্ড ঝোলে।
শয়ন করিল রাজকন্যা কন্নি কোলে ॥
রাম রাম স্মঙরণে যামিনী প্রভাত।
পশ্চিম আশার কূলে গেল নিশানাথ ॥
কুসুম শয়নে সাধু আছে নিদ্রাভোলে।
নিদ্রা ত্যজি উঠে সাধু কোকিলের বোলে ॥
মাথায় মুকুট দিয়া বসিলা দম্পতি
কৌতুকে যৌতুক দেয় যতেক যুবতী ॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে আর জোড়া শঙ্খ।
থমক ঠমক শিঙ্গা বাজে জগঝম্প ॥
কৌতুকে যৌতুক দেয় যত বন্ধুজন।
বসন ভূষণ দেয় বিবিধ কাঞ্চন ॥
কেহ নেত কেহ শ্বেত কেহ পাটশাড়ী
কুসুম চন্দন দূর্ব্বা বাটা ভরি কড়ি ॥
বিদায় হইয়া বর-কন্যা চাপে দোলা।
পঞ্চরত্ন হাথে দিল রাজার মহিলা ॥
রাজপথে যায় সাধু নগরে নগর
ধনপতি লয়ে কিছু শুনহ উত্তর ॥
ধনপতি পূজা করে মৃত্তিকা-শঙ্কর।
নানা পরিপাটী করি পূজা করে হর ॥
মুদিতনয়নে সাধু ভাবে মহেশ্বর।
পার্ব্বতী হইল তার অর্দ্ধ কলেবর ॥
বামভাগে সিংহ হৈল দক্ষিণভাগে বৃষ।
পতি-বামভাগে গৌরী দক্ষিণে মহেশ ॥
বিভূতি-ভূষণ হর স্ফটিক বরণ।
বামভাগে হৈলা গৌরী বরণ কাঞ্চন ॥
অর্দ্ধ ফোঁটা হরিতাল অর্দ্ধেক সিন্দূর।
ডানি কর্ণে অহি বামকর্ণে মণিপুর ॥
ডানিভাগে জটাজূট বামে অলিকেশ।
অর্দ্ধেক ভূষণ অহি অর্দ্ধ রত্নদেশ ॥
বামে শঙ্খ দক্ষিণেতে ভুজঙ্গ-কঙ্কণ।
কেবল ভাবিতে হয় ধ্যান নাহি রয় ॥
অর্দ্ধ নারী শিব বিনে না রহে খেয়াল।
বিপরীত দেখি সাধু করে অনুমান ॥
দুই জনে একতনু মহেশ পার্ব্বতী।
না জানিয়া এত দুঃখ পাইলুঁ মূঢ়মতি ॥
চর্ম্ম চক্ষে আমি মাতা না চিনি তোমায়।
এই হেতু আমার ডুবিল ছয় নায় ॥
না জানিয়া মূঢ়মতি হৈলাম প্রতিবন্দী ॥
এই হেতু দ্বাদশ বৎসর হৈলাম বন্দী ॥
দোষ ক্ষমা কর মাতা লহ ফুল জল।
অন্তিমকালে চরণযুগলে দিও স্থল ॥
পূজা সাঙ্গ করি সাধু দিল বিসর্জ্জন। (*)
শুভক্ষণে বরকন্যা আইল নিকেতন ॥
স্বামীরে সুশীলা রামা করে নিবেদন।
অভয়া-মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

সপত্নী-দর্শনে সুশীলার অভিমান।

কান্দে শালবানের নন্দিনী।
এলায়্যা কুন্তলভার, ত্যজি নানা অলঙ্কার,
স্বামীকে পঞ্চিয়া বলে বাণী ॥
জন্ম হৈল সুখ স্থলে, ছিলাম মায়ের কোলে,
না জানিলাম দুঃখের বারতা।

---

*ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ।—
একভাবে অম্বিকারে করেন স্তবন।
হরি হর হিরণ্যগর্ভের তুমি মূল।
জন্মিয়া নন্দের ঘরে রাখিলে গোকুল ॥
বিরূপাক্ষী বিশালাক্ষী দেবী কাত্যায়নী।
কখন পুরুষবর কখন কামিনী ॥
ত্রিগুণধারিণী তুমি সর্ব্ব-গুণধাম।
বিফল জনম তার তুমি যারে বাম ॥
যাহাকে করিলে কৃপা নয়নের কোণে।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ হয় সর্ব্ব গুণে ॥
যে জন তোমায় নাহি করিল সেবন।
শ্রীহরি-সেবায় সেই হবে কি ভাজন ॥
মুকুন্দ-ব্রহ্মেন্দ্র-শিব-নীরাজিত-পদা।
লক্ষ্মী সরস্বতী তুমি পরমসম্পদা ॥

অল্প বয়সে দুখ,   মরণে না যায় বুক,
কোন্ দোষে মোরে দিলে সতা॥
ভাই বন্ধু মাতা পিতা,   ত্যজিয়া আইলাম এথা,
তোমারে করিলুঁ আমি সার।
তুমি যদি হৈলা বাম,   জীয়া মোর কিবা কাম,
দুই কুলে রহিল খাখার॥
খলের বচন কিবা,   যেমন কূর্ম্মের গ্রীবা,
প্রবেশয়ে ভিতর বাহিরে।
দুষ্কৃতি জনের অন্ত,   যেমন কুঞ্জর-দন্ত,
বাহির হৈলে না যায় অন্তরে॥
চিরকাল থাক জীয়া,   আর কর সাত বিয়া,
লীলা মাগে সিংহল বিদায়।
শুন প্রভু বলি কাম,   অন্তরে না হবে বাম,
সাজন করিয়া দেহ নায়॥
লীলা তাবে কোপানলে,   শ্রীপতি করুণ বোলে,
না বলিহ মোরে মিথ্যাভাষী।
রাজা করে কন্যাদান,   আমি কি বলিব আন,
সতা নহে জন্ম তোমার দাসী॥
ভাই বন্ধু মাতা পিতা,   যে মোর আছয়ে যথা,
সব তেজি পাইলুঁ তোমারে
আমি তোকে বলি ক্ষেম, তুমি না করিলে প্রেম,
দুই কুল বহিল লীলা রে॥
আনি ভৃঙ্গারের বারি,   পাখালে খুল্লনা নারী,
প্রেমবন্তী বধূর বদন।

সহসা খুল্লনা আদি সঙ্গে ধনপতি।
ছাগ মেষ বলি দিয়া করিল প্রণতি॥
এমত সময়ে সাধু শিরে লয় বারি।
নানাবিধ বাদ্য বাজে নাচে অধিকারী॥
চরণের গোদ ঘুচে লোচনের ফুল।
ঘুচিল অঙ্গের দাদু চণ্ডী অনুকূল॥
উত্থানের ডালা মাথে করিল খুল্লনা।
জয় জয় দিয়া করে অনেক বাজনা॥
পুত্রবধূ উরথি নিলেক নিকেতন।
সুশীলা রোদন করি স্বামীকে গঞ্জন॥
হেদে গো ভবানী ভীমা তোর পায়ে লাগোঁ।
ভবানী ভকতি দেহ এই বর মাগোঁ॥

রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ,   পাঁচালী করিল বন্ধ,
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ॥

জরতীবেশে চণ্ডিকার যৌতুক দান।

মাথায় চণ্ডীর ঝারি,   নাচয়ে খুল্লনা নারী,
নানা রত্ন বিলায় ভাণ্ডারে।
মৃদঙ্গ মঙ্গল পড়া,   শঙ্খ বাজে জোড়া জোড়া,
সবে দেয় জয় জয়কারে॥
দুই জায়া দুই পাশে,   শ্রীমন্ত বসিলা বাসে,
যৌতুকাদি দেন বন্ধুজন।
বসন কাঞ্চন হার,   দিয়া করে ব্যবহার,
কেহ দেয় বিবিধ ভূষণ॥
হীরা নীলা মোতিমালা,   কলধৌত-কণ্ঠমালা,
কুসুম চন্দন দূর্ব্বা ধান।
জরতী ব্রাহ্মণী বেশে,   উরিলা সাধুর বাসে,
আইলা যৌতুক দিতে দান॥
চতুর সাধুর বালা,   বুঝিয়া চণ্ডীর ছলা,
দণ্ডবতে পড়িলা চরণে।
মাতাকে কহিল বাণী,   এইরূপে নারায়ণী,
মোরে রক্ষা করিল মশানে॥
শুনিয়া পুত্রের কথা,   খুল্লনা পু[illegible]যুতা,
বসাইল কনক আসনে।
সেই রামা হাথ সান,   ধনপতি ত্যজি মান,
দণ্ডবতে পড়িল চরণে॥
ক্রোধে ভাষে ভগবতী,   উঠ উঠ ধনপতি,
এমত মিনতি কি কারণে।
কত কৈলে তিরস্কার,   এবে কর নমস্কার,
সে সব নাহিক তোর মনে॥
স্মরিয়া পূর্ব্বের দোষ,   অভয়া করিল রোষ,
গর্জ্জিয়া বলেন নারায়ণী।
তুমি পুরুষের রাজা,   মেষের করিবে পূজা,
তোরঘরে কেবা খাবে পানী।
দেখিয়া চণ্ডীর রোষ,   করিবারে পরিতোষ,
মায়ে পোয়ে পড়ে পদতলে
এই সাধু মূঢ়নীমা,   তুমি না করিলে ক্ষমা,
মায়ে পোয়ে কাটি দিব গলে॥

দোঁহারে করিতে সুখী, হৈল চণ্ডী হাস্যমুখী,
কোপ ত্যজি বলেন ভবানী।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিল বন্ধ,
পরিতুষ্টা যাহারে ভবানী॥

চণ্ডীর বরে ধনপতির সুন্দর রূপ প্রাপ্তি।

লজ্জা খণ্ডি কহি আমি আপন মরম।
তুমি কিনা জান পতিব্রতার ধরম॥
সতী জনের পতি নারায়ণ সমতুল।
পরের পুরুষ যেন সিমুলের ফুল॥
যদি ছিল ও গো মা স্বামী মোর কোলে।
পরশ হইতে অঙ্গ হইতে শীতলে॥
পূর্ব্বে ছিল স্বামী মোর হেমকলেবর।
এখন পরশে অঙ্গ হয় জর জর॥
লোণা জল খেয়ে সাধুর লাউ পারা পেট।
শ্বাস কাস মাথাব্যথা শির করে হেট॥
খুল্লনারে কৃপাময়ী সদয় হইয়া।
কিঙ্করী সম্বন্ধে সাধুরে কৈল দয়া॥
যেই ক্ষণে সদাগরে নিবারিল ক্রোধ।
সেই ক্ষণে পায়ের তার দূর হৈল গোদ॥
যেই ক্ষণে কৃপাদৃষ্টি করিল ভবানী।
সেই ক্ষণে ঘুচে তার লোচনের ছানি॥
অভয়া তাহারে যদি হেরে কৃপাদৃষ্টে
সেই ক্ষণে কুঁজ ঘুচিল তার
চণ্ডিকার পদধূলি গায়ে মাখে সাধু।
সেই ক্ষণে অঙ্গের ঘুচিল হাথা দাহু॥
চণ্ডিকা করিল যদি কৃপাবলোকন।
সদাগর হৈল যেন অভিন্ন মদন॥
খুল্লনারে কৃপাময়ী সদয়হৃদয়া।
কর গো করুণাময়ি শিবরামে দয়া

অষ্টমঙ্গলা।

শ্রবণ মঙ্গল কথা দেবীর পূজার গাথা
বিপদে পরম প্রতিকার।
এই ব্রত ইতিহাস শুনিলে কলুষ নাশ
কলিকালে হইলপ্রচার॥

নাহি ছিল ত্রিভুবন ছিল একা নারায়ণ
অন্ধকারে ভাবেন ভগবান্।
পেয়ে তাঁর কৃপাদৃষ্টি করিল ভুবন সৃষ্টি
ত্রিভুবন হইল নির্ম্মাণ॥ ১
পাষণ্ড জনের পক্ষ বিরিঞ্চিনন্দন দক্ষ
তার আমি হৈলাম দুহিতা।
তথা নাম হৈল সতী পিতা কৈল পশুপতি
সুরলোকে হৈলাম পূজিতা॥
পিতৃকুলে পতিকুৎসা দেহত্যাগে কৈলুঁ ইচ্ছা
পিতৃকুলে বিপদ-দায়িনী।
হৈয়া তার সেই অঙ্গ কৈলুঁ তার মখ ভঙ্গ
দক্ষযজ্ঞ-বিনাশকারিণী॥ ২
মেনকা উদরে জাতা হৈলাম শিখরি-সুতা
তপস্যা করিলুঁ হর হেতু।
মোর বিবাহের তরে ইন্দ্র পাঠাইল স্মরে
হরকোপে মৈল মীনকেতু॥ ৩
কংসনদীর কূলে তমাল তরুর মূলে
বিশ্বকর্ম্মা দেহরা নির্ম্মাণে।
মঙ্গল-চণ্ডিকারূপে স্বরূপ কহিলুঁ ভূপে
পূজা লইলুঁ নৃপতি ভবনে॥ ৪
পূজা লয়ে যাই বাস পশু কৈল আশ্বাস
তার পূজা লইলুঁ বিজুবনে।
লইয়া পশুর পূজা সিংহকে করিলুঁ রাজা
স্থাপিলাম দণ্ডক কাননে॥
বাসব পূজেন হর ফুল যোগায় নীলাম্বর
ছলি দিলুঁ ব্যাধের ভবনে।
নাম থুইল কালকেতু সম্বল উপায় হেতু
প্রতিদিনে বধে পশুগণে॥ ৫
অনেক বিনয় বাণী পশুর গোহারি শুনি
অভয় দিলাম সেই বনে
আপনি গোধিকা বেশে অবতরি বনদেশে
মহাবীরে দিলুঁ দরশনে॥
আইলু বীরে দিতে বর দরিদ্র বীরের ঘর
কোপে বান্ধি দিল চারিপদে।
আসিয়া তাহার পাশে বধিলাম নিজ বেশে
খণ্ডাইলুঁ বীরের বিপদে॥
মোর বাক্যে দিয়া মন কাটাইলুঁ বিজুবন
বসাইল নগর গুজরাটে

নগর চত্বর হাটে নাট্য গীত গুজরাটে
চৌরাশী বাজার গোলাহাটে ॥
দূর গেল শাপকাল বন্দী কৈল ক্ষিতিপাল
স্বপন কহিলুঁ নৃপবরে।
বসায়ে আপন পাটে রাজা কৈল গুজরাটে
আমা পুজি গেল সুরপুরে॥ ৬
তাল ভঙ্গ করি ছলা দেবকন্যা রত্নমালা
ছলিয়া আনিলুঁ বসুমতী।
কৈলুঁ তার অভিধান খুল্লনা হইল নাম
মাতা রম্ভা পিতা লক্ষপতি ॥
দ্বাদশ বৎসর বেলা সখী সহ করে খেলা
পায়রা উড়ায় ধনপতি।
অকালে দিলেক হানা উড়্যা যাইতে হৈল কাণা
তোমার অঞ্চলে কৈল স্থিতি ॥
তোমা দেখি ধনপতি, বিভা হেতু কৈল মতি
সম্বন্ধ করিল বিচারিয়া।
দ্বিজ আইল উজাবনী কহিল সকল বাণী
ধনপতি তোমা কৈল বিয়া ॥
রাজা শারী শুয়া পায় পিঞ্জর আনিতে যায়
গেলা সাধু গউড় পাটনে।
ছাগল রাখিলে বনে অসন্তোষ পাও মনে
আমি দিলুঁ স্বামী নিকেতনে ॥ ৭
ছলিয়া আনিনু পূর্ব্বে জন্মাইলুঁ তোর গর্ভে
মালাধর গন্ধর্ব্ব-নন্দন।
ছাগল রক্ষণ তরে জ্ঞাতিগণ ছল ধরে
প্রতিকার করিলুঁ তখন ॥
নাহি লয় নিমন্ত্রণ সাধু অসন্তোষ মন
তুমি মোরে কৈলে স্মঙরণ।
নানাবিধ স্তুতিবাণী আসি পুরী উজাবনী
তোমারে দিলাম দরশন ॥
জ্ঞাতি বন্ধু ধরে ছল নাহি খাব অন্ন জল
পরীক্ষায় কৈল শুদ্ধমতি।
শঙ্খ চন্দন তরে ধনপতি সদাগরে
রাজা দিল সিংহলে আরতি ॥
সিংহলে চলিল পতি তুমি আছ গর্ভবতী
উত্তম বিচার করি মনে।
দৈব-দোষে ধনপতি মোর ঘটে মারে লাথি
তোমা দেখি কৈলুঁ পরিত্রাণে ॥

উপনীত মগরায় ঝড় বৃষ্টি সাত নায়
কালীদহে হৈল উপনীত
বিকচ কমল দলে কন্যা হয়ে গজ গিলে
রাজার সভায় হৈল ভীত ॥
গেল সাধু রাজধানী কহিল সকল বাণী
রাজা সাধু আসি কালীদয়।
না দেখি কমলবন নৃপতি ক্রোধিতমন
বন্দী করি রাখিল তাহায় ॥
দ্বাদশ বৎসর বন্দী করাইলুঁ নিরানন্দী
করিলাম বাদের প্রসার।
ব্রতদাসী তুমি আমা ছাড়িতে না পারি তোমা
দিলুঁ পুত্র শ্রীপতি কুমার ॥
ব্যয় করি বহু বিত্ত শিখাইলে বিদ্যা তত্ত্ব
যতনে রাখিয়া সুপণ্ডিত।
গুরু সনে কৈল দ্বন্দ্ব গুরু তারে বলে মন্দ
সিংহলে চলিলা আচম্বিত ॥
উপনীত মগরায়, ঝড় বৃষ্টি সাত নায়,
বিপদে পাইল অব্যাহতি।
কালীদহে অবতরি, কমলে কামিনী করি,
দেখিল কুমার শ্রীপতি ॥
গেল ছিরা রাজধানী, কহিল কৌতুক বাণী,
রাজা সনে আসি কালীদয়।
না দেখি কমলবন, নৃপতি ক্রোধিতমন,
কাটিবারে নিল তোর পোয় ॥
ছিরা কৈল স্মঙরণ, আসি আমি ততক্ষণ,
তব পুত্রে করিলাম রক্ষা।
রাজার সমর স্থলে, চৌষট্টি যোগিনী বলে,
বুঝিলাম তোমা দিয়ে দেখা ॥
তব পুত্র দিতে বর, ভিক্ষা কৈলুঁ বন্দিঘর,
পিতা পুত্রে হৈল পরিচয়।
ত্রিভুবনে এক ধন্যা, বিভা দিলুঁ রাজকন্যা,
নানা ধন ডিঙ্গার সঞ্চয় ॥
উপনীত মগরায়, তুলে দিলুঁ ছয় নায়,
এনে দিলুঁ সুত বধূ পতি।
শুন গো শুন গো কি, অবশেষে আছে কি,
কন্যা দিল বিক্রম ভূপতি ॥ ৮
অষ্ট মঙ্গলা সায়, শ্রীকবিকঙ্কণ গায়,
অমর সাগর মুনিবরে।

চারি প্রহর রাতি, জালিয়া ঘৃতের বাতি,
পাইলেন প্রসাদ আদরে॥ *

কলির দোষ কীর্ত্তন

নারদী পুরাণ মত, কলির চরিত্র যত,
শুন ঝিয়ে খুল্লনা সুন্দরি।
তুমি গো পরম শুচি, ত্যজ ভোগ-অভিরুচি,
অবিলম্বে চল সুরপুরী॥
মহা ঘোর কলিকাল, নীচ হবে মহীপাল,
সর্ব্বভোগ নীচের সাধন।
সজ্জদোষে পাবে দুখ, ধর্ম্মপথ-পর মুখ,
কলিকালে বেদের নিন্দন॥
অধমে করিয়া পূজা, বিশেষ হইবে রাজা,
সন্তাষ ছাড়িবে গুরুজনে।
কৃতঘ্ন হইবে নর, প্রাণ-পীড়া নিরন্তর,
বেদ নিন্দা করিবে ব্রাহ্মণে॥
ধর্ম্ম নাহি পাবে স্থান, অধর্ম্মে সভার মান,
ষোড়শ বৎসরে হৈবে জরা।
বিদ্যায় না দিয়া মতি, অন্তে যাবে অধোগতি,
কুলবধূ হবে স্বতন্তরা॥
গুরু নিন্দা করি দ্বিজ, পরিহরি ধর্ম্ম নিজ,
অন্তে হবে শূদ্রের সমান
বাড়িবেক কাম কোপ, অনুদিন ধর্ম্ম লোপ,
টুটিবেক জপ তপ দান॥
বৃথা মাংসে অভিরুচি, ব্রাহ্মণ নহিবে শুচি,
ধার্ম্মিকে করিবে উপহাস।
লোভে অতি পাপমতি, অকর্ম্মে সভার মতি,
পরান্নে সভার অভিলাষ॥
যতেক ব্রাহ্মণগণ, অধর্ম্ম করিবে মন,
অযাজ্য করিবে অবমান।
সদত কহিবে মিছা, না করিবে শাস্ত্র ইচ্ছা,
লুপ্ত হইবে হরিনাম॥

* পুস্তকান্তরে এই অষ্টমঙ্গলা নানাপ্রকারে বর্ণিত আছে, বাহুল্যবোধে তাহার পাঠান্তর দেওয়া গেল না।

নহিবে ব্রাহ্মণ ভব্য, লাহা লোহা লোণ গব্য,
বিক্রয়ে লইবে বহু ধন।
অধার্ম্মিক হবে নর, দুঃখিল জাতিতে বর,
যার ধন সেই কুলজন॥
করিবে অধর্ম্ম পথ, পিতৃ হিংসিবেক সুত,
গুরু হিংসিবেক ছাত্রগণ।
দারুণ কলির গতি, বনিতা নিন্দিবে পতি,
এই হেতু অকালমরণ॥
শুন ঝিয়ে উপদেশ, বিষম কলির শেষ,
পঞ্চবর্ষে নারী গর্ভবতী
বিষম কলির কাজ, সঙ্গদোষে পাবে লাজ,
শেষে হবে অনেক দুর্গতি॥
(দরিদ্র হইবে বৈশ্য, ব্রাহ্মণ শূদ্রের শিষ্য,
ভিক্ষাজীবী হবে সব লোক।
দুর্ভিক্ষ বিষম ব্যাধি, অকাল মরণ আদি,
অধিক হবে শোক॥
কলি অধর্ম্মের পাত্রে, পিতৃ হিংসা করে পুত্রে,
গুরুহিংসা করে শিষ্যগণ।
দারুণ কর্ম্মের গতি, বনিতা হিংসয়ে পতি,
পর ধনে সভাকার মন॥
নৃপতি লইবে ধন, সুখহীন সর্ব্ব জন,
প্রবেশিবে গহন কানন।
রাজা না করিবে রক্ষা, প্রজা ফল মূল ভিক্ষা,
অনাবৃষ্টি অকাল-মরণ।
শুন ঝিয়ে উপদেশ, বিষম কলির শেষ,
সপ্তবর্ষে নারী গর্ভবতী।
পাপেতে পীড়িত নর, ব্রাহ্মণ শূদ্রেতে ঘর,
পরধন দেখে হবে মতি॥)
যত হবে কলি বৃদ্ধি, নহিবে বেদের শুদ্ধি,
হরিভক্তি হীন হবে নর।
বিষম কলির কথা, শুনিতে লাগয়ে ব্যথা,
অনাবৃষ্টি শতেক বৎসর।
শুনিয়া চণ্ডীর কথা, খুল্লনা পাইল ব্যথা,
পুনরপি করে জিজ্ঞাসন।
কহিলে কলির দোষ, না কহিলে গুণলেশ,
ইহা আমি ভাবি অনুক্ষণ॥
পিতা মাতা জাতি ত্যজি, আমার কুটুম্ব ভজি,
পরম দুর্লভ হৈবে নারী।

দিয়া অন্যেকেরে দুখ, কহিবে আপন সুখ,
স্বাপ্য ধন করিবেক চুরি॥
বধূজন হবে বলী, শাশুড়ীর ধরি চুলি,
শ্বশুরে করিবে অপমান।
অতিথি দেখিয়া লোক, মনেতে করিবে শোক,
শুন ঝিয়ে কলির বাখান॥
না মানিয়া পর্ব্ব দিশ, পরিহরি নিরামিষ,
দ্বিজে গাভী করিবে দোহন।
ক্ষিতি হবে হীনফলা, প্রজা পাবে কর্ম্মজ্বালা,
রাজা হয়ে হবে অভাজন॥
আপনার প্রশংশা, অন্যের করিবে হিংসা,
নিরবধি হবে কু-ভোজন।
পাপমতি নর মাঝে দেবকন্যা নাহি সাজে,
বিলম্ব করহ অকারণ॥
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

কলির গুণ-কীর্ত্তন।

আগম পুরাণে যত আছে কলিগুণ।
কহি ঝিয়ে সব কথা সাবধানে শুন॥
যেই ধর্ম্ম হয় সত্যে দ্বাদশ বৎসরে।
ত্রেতাযুগে এক অব্দে কহিনু তোমারে॥
দ্বাপরে ত সেই ধর্ম্ম হয় এক মাসে।
কলিতে সে ধর্ম্ম হয় রজনী দিবসে॥
ধ্যান করি হরিপদ পায় সত্যযুগে।
ত্রেতাযুগে হরিপদ পায় দানযোগে॥
দ্বাপরে বৈকুণ্ঠ চলে পূজিয়া গোপালে।
হরিসংকীর্ত্তনে পদ পায় কলিকালে॥
কলির চরিত্র যত বিষম গণন।
ইহাতে ঔষধ কিছু আছয়ে কারণ॥
কলিকাল-গরলে ঔষধ নারায়ণ।
বদনে করিলে পান না দেখে শমন॥
ঘোর কলিকালে যেবা হরিনাম লয়।
জরা রোগ মৃত্যু শোক যমে নাহি ভয়॥
নারায়ণপদে যে বা করে নমস্কার।
কলি নাহি বাধে তারে না বাধে সংসার॥
শিবপূজা করে যেবা হরিসংকীর্ত্তনে।
আপনি রাখেন তারে লক্ষ্মী নারায়ণে॥
শুনবারে কৃপাময়ী সদয়-হৃদয়া।
কয় গো করুণাময়ি শিবরামে দয়া॥

গজেন্দ্রমোক্ষণ ও অজামিলের
।

(শুন ঝিয়ে হয়ে সাবধান।
কহি আমি ইতিহাস, শুনিলে কলুষ নাশ,
গজেন্দ্র-মোক্ষণ উপাখ্যান॥
করি গজ-মনোরথ, সঙ্গে নারী শত শত,
জলক্রীড়া করিল কামনা।
আসি সরোবর-জলে, খেলা করে কুতূহলে,
চারিদিকে বেষ্টিত অঙ্গনা।
নিধন আছিল তালে, আসিয়া এমত কালে,
কুম্ভীরে ধরিল আচম্বিত।
নিজ পরিবার যত, এককালে শত শত,
টানে সবে হয়ে সবিস্মিত॥
গজ কহে ওরে ভাই, ইহাতে নিস্তার নাই,
বিনা প্রভু দেব ভগবান্।
ভয়ে ভাবি গজপতি, নানাবিধ করে স্তুতি,
আসি হরি কৈল পরিত্রাণ॥
ছিল অজামিল দ্বিজ, পরিহরি কর্ম্ম নিজ,
কুলটা সহিত কৈল বাস
অন্ধ মাতা পিতা ছিল, পুত্র হেতু প্রাণ দিল,
না করিল সংসারের আশ॥
অজামিল দুরাচার চারি পুত্র হৈল তার,
কনিষ্ঠের নাম নারায়ণ।
হৈল তার শেষ দশা, ছাড়িল সকল আশা,
যমপুর করে আগমন॥
সুত বুঝে নারায়ণে, ডাকিলেন সেকারণে,
বিষ্ণু দূতে করে নিয়োজন।
আসি তার বরাবরি, যমদূতে দূর করি,
নিজ লোকে লইল তখন॥

পাইয়া অন্তরে ভয়, ডাকিয়া সে পাপী কয়,
কোথা গেলা পুত্র নারায়ণ।
শুনি বিরে অনুপাম, পুত্রভাবে নৈল নাম,
দ্বিজ কৈল বৈকুণ্ঠ গমন॥
কি কহিব অনুপম, না হয় নামের সম,
জপ যজ্ঞ আদি যত দান।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিল বন্ধ,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥)

হরিনামের মাহাত্ম্য কথন

হরিনাম হরিকথা কলুষনাশিনী।
শুনিয়া চণ্ডীর কথা বলেন বাগ্‌বাদী॥
লোচনে শ্রবণে দূর হয় মাসের পথ।
দেখিয়াছি আমি হরিনামের মহত্ত্ব॥
অভয়া কহেন বিরে শুন ইতিহাস।
হরিনামের মহিমা কহিল কৃত্তিবাস॥
এক দিন ভিক্ষাছলে দেব ত্রিলোচন।
বৈকুণ্ঠে করিতে ভিক্ষা করিল গমন॥
বৈকুণ্ঠে করিয়া ভিক্ষা সভার ভবনে।
অবশেষে গেলা প্রভু যথা নারায়ণে॥
নানা কথা প্রেমালাপে দোঁহে কুতুহলে।
নানা রত্ন দিলা ভিক্ষা মহেশের থালে॥
পারিজাত মালা দিল ক্ষীরোদক বাস।
বিদায় হইয়া প্রভু আইলা কৈলাস॥
ঘন শিঙ্গা বাজে ঘন বাজয়ে ডম্বুরু।
গুহ গজানন বলে আইলা দেবগুরু॥
মালা গলে দেখি গুহ বলে বাপা বাপা।
এই মালা মোকে দিবে যদি থাকে কৃপা॥
গণেশ ডাকিয়া দিল মাথার শপথ।
এই মালা মোরে দিয়া পুর মনোরথ॥
মালা হেতু দুই ভাই লাগিল কন্দল।
বাঁচিয়া না লন কেহ চাহেন সকল॥
এই মালা সীমন্তিনী শিরে ধরে যেবা।
স্বামীর সৌভাগ্য হয় না হয় বিধবা॥
হরয়ে পলিত জরা অকাল-মরণ।
আধি ব্যাধি নাহি হয় সাপের দংশন॥
এই ত মালার গুণ আমি তাল জানি।
সহস্র বৎসরে মালা নহে পুরাতনী॥
শিশুর বিরোধ হয় ভাজিতে নারিয়া।
প্রবোধ করিল হয় উপায় সৃজিয়া॥
সর্ব্ব তীর্থ করি যেবা আইসে এক দিনে।
অস্ত নাহি পায় মালা সেই জন দিনে॥
ইহা শুনি কার্ত্তিকের বাঢ়ে অনুরাগ।
ময়ূরে চাঢ়িয়া গেলা দক্ষিণ প্রয়াগ॥
সাগরসঙ্গম কৈল হয়ে উপবাসী।
ত্রিবেণীতে পূজা কৈল দেব সপ্তঋষি॥
বায়ুবেগে ময়ূর চলিল নীলাচলে।
নীলাচল দেখি গেলা সমুদ্রের কূলে॥
সেতুবন্ধ প্রয়াগ পশ্চিমে বারাণসী।
হিঙ্গুলাজ হরিদ্বার যত তীর্থরাশি॥
অযোধ্যা মথুরা কাঞ্চী কাশী বৃন্দাবন।
নানা তীর্থ করিয়া ফিরেন ষড়ানন॥
মূষিকবাহন মনে করিয়া ভাবনা।
লইল কৃষ্ণের নাম হয়ে দৃঢ়মনা॥
সর্ব্বতীর্থ স্নান সম কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন।
নিশ্চয় জানিয়া গেলা যথা পঞ্চানন॥
মহেশ বলেন বাপু তনু তোর ছোট।
কেমনে সকল তীর্থ করি আইলা ঝাট॥
(গজানন বলে প্রভু শুন পঞ্চানন।
সর্ব্ব তীর্থ হরিনাম দৃঢ় কৈলুঁ মন॥
আপনি সকল নাথ জান পঞ্চানন।
হরির চরণে আমি দৃঢ় কৈলুঁ মন॥
যেখানে করয়ে ভক্ত গোবিন্দের গান।
সেইখানে সর্ব্ব তীর্থ হয় অধিষ্ঠান॥
আপনি লইয়া নাম হৈলা উদাসীন।
একই শরীর নাথ কেহ নহে ভিন॥)
হরিকথা প্রেমালাপে দোঁহে কুতুহলে।
কৃপা করি মালা দিল গণেশের গলে॥
বেলা অবসানে ঘর আইলা ষড়ানন।
মালা গলে দেখি হেলা চমকিত-মন॥
প্রকার করিয়া বাপ ভাণ্ডিলা আমারে।
বিনা তীর্থ মালা দিলা দেব লম্বোদরে॥
বিচারিয়া হারিলেন দেব ষড়ানন।
কহিল তোমারে হরিনাম বিবরণ॥

খুল্লনা বলেন মাতা যাব তোমা সনে ॥
অভয়া-মঙ্গল কবিকঙ্কণে ভণে ॥

স্বর্গ-গমন।

স্বর্গে যাবে খুল্লনা পড়িল ঘোষণা।
ঘরে ঘরে উজানীতে উঠিল ক্রন্দনা ॥
বাপের চরণে ছিয়া করিল প্রণতি।
কোলে করি তাহারে বলেন ধনপতি ॥
খুল্লনা প্রণাম করে পতির চরণে।
চরণে ধরিয়া বামা করে নিবেদনে ॥
অনুমতি দেহ নাথ যাই সুরপুরী।
ইন্দ্রের নর্ত্তকী আমি রহিতে না পারি ॥
এত শুনি ধনপতি কন্দে উভরায়।
যাইবে ছাড়িয়া আমি না দিব বিদায় ॥
এই বড় গঞ্জনা রহিল মোর মনে।
সিংহলেতে পশুপতি রাখিল বা কেনে ॥
সেইখানে প্রাণ যদি যেত রাজস্থানে।
তবে কেনে এত আমি দেখিব নয়ানে ॥
খুল্লনা বলেন বৃথা ভাব সদাগর।
অভয়ার বরে তোমার হবে বংশধর ॥
নিজপতি স্থানে রামা হইল বিদায়।
লঘুগতি চারিজনা পুষ্পরথে যায় ॥
হয় জুড়ি মাতলি যোগায় পুষ্পযান।
তাহে চড়ি প্রিয়পতি দ্বিজে দেন দান।
হেন কালে ধনপতি কহে সবিনয় ॥
শূন্য করিয়া যাবে আমার নিলয় ॥
পুত্র বধূ জায়া স্বর্গ যায় তোমা সনে।
আমি কি করিব মাতা বিফল জীবনে ॥
জ্ঞান কন অভয়া সাধুকে প্রিয়ভাবে।
মোর মোর বলিতে অবনীদেবী হাসে ॥
প্রিয়ব্রত আদি করি এ মহীর মধ্যে।
বেণ সিন্ধু যযাতি শান্তনু মহারাজ ॥
অর্জ্জুন খট্টাঙ্গ রঘু মান্ধাতা ভরত।
নমুচি সগর রাম নৃপ ভগীরথ ॥
ক্ষিতিতে উৎপত্তি এই ক্ষিতিতলে মৃতি
বিশেষ কহিব কত শুন ধনপতি ॥
লহনার গর্ভে হবে বংশের সঞ্চার।
তাহা ল'য়ে সুখে সাধু করহ সঞ্চার।
জ্ঞান পেয়ে ধনপতি রহিলেন ঘরে।
বায়ুবেগে রথখান উঠিল অম্বরে ॥
মন্দাকিনীজলে চারি জনে করে স্নান।
পূর্ব্বমূর্ত্তি পায়্যা সভে গেল নিজ স্থান ॥
শুভ যাত্রা পায়্যা শচী হয়্যা আনন্দিত।
পাটের চান্দোয়া টাঙ্গাইল চারি ভিত ॥
আরোপিল দধি বিভূষিত পূর্ণ ঘটে।
রোপিল কদলী তরু নৃত্য করে নটে ॥
সুত বধূ নিছিয়া ফেলিল শচী পাণ।
শুভক্ষণে লয়্যা দোঁহে করিল পয়াণ ॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা পড়া বাজে জোড়া শঙ্খ।
দমক ঠমক শিঙ্গা সানী জগঝম্প ॥
সোসরী মুহরী বেণী বাজে করতাল।
সুরপুরে হইল আনন্দ কোলাহল ॥
মালাধর হৈতে হৈল পূজার প্রকাশ।
সাঙ্গ হৈল দেবীর পূজার ইতিহাস ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

যমদূতের সহিত দেবীর যুদ্ধ।

(ব্যোমযানে লঘুগতি যান ভগবতী।
হেনকালে যমদূত আগুলে পদ্ধতি ॥
নিরাতঙ্কে জীব লয়ে যাও অগোচরে।
বান্ধিয়া লইব তোমা যম বরাবরে ॥
এতেক কহিলা দূত পসারিয়া পাণি।
বিমানে বিরোধ করে না ছাড়ে সরণী ॥
রবিসুত-দূতের শুনিয়া ভারতী।
হাসিয়া ইঙ্গিত তায় করে পদ্মাবতী ॥
কহ কহ ওরে দূত শুনি অনুপাম।
কার অনুচর তোরা তার কিবা নাম ॥
এতেক শুনিয়া দূত জ্বলে কোপানলে।
দশনে অধর চাপি দম্ভ করি বলে ॥
শুন হে অবলা তোরে দিয়ে পরিচয়।
সঞ্জীবনীপুর-নাথ যম মহাশয় ॥

কালরূপে জীবগণে আনি নিত্য পুরে।
সুধার করেন ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচারে॥
হরি হর বিরিঞ্চি যতেক সুরগণ।
এই সব দেবে করে যমের সহায়ন॥
হেন বুঝি আজি তোরে বিধি হৈলা বাম।
কতকাল যমপুরে করিবে বিশ্রাম॥
শুনিয়া সরোষ পদ্মা দূতের বচনে।
সমুদা মামুদা দানা করিল স্মরণে॥
শ্রুতিমাত্রে আইলা দানা যথা হৈমবতী।
দূত নিবারণে পদ্মা দিল অনুমতি।
যমদূতে শিবদূতে বাজিল সমর॥
হান হান করে পদ্মা রথের উপর॥
পায়ে ধরি যমদূতে ফিরাইল পাক।
আকাশে ফিরয়ে যেন কুম্ভারের চাক॥
হস্ত পদ ভাঙ্গিল পাইল বড় লাজ।
ঊর্দ্ধমুখে ধায় দূত যথা ধর্ম্মরাজ॥
নিবেদন করয়ে করিয়া জোড় পাণি।
গাইল মুকুন্দ যারে সহায় ভবানী॥)

(শুন শুন ধর্ম্ম রায়, নিবেদি তোমার পায়,
আজি বড় পাইলুঁ অপমান।
তোমার আদেশ মাথে, করি ধাই ব্যোমপথে,
আনি যত জীবের পরাণ॥
এক রথে এক নারী, লয়্যা যায় জীব চারি,
যায় বেগে নাহি শুনে বাণী।
দেখি অতি অদ্ভুত, শুনহ মিহিরসুত,
আগুলিলুঁ তাহার শরণি॥
কহিতে করিয়ে ভয়, তোমাকে গঞ্জিয়া কয়,
প্রাণ শেষ তাহার তাড়নে।
ত্যজি সঞ্জীবনীপুর, যাও নাথ কত দূর,
বিষম করিয়া সমাপনে॥
শুনিয়া দূতের বাণী, ক্রোধে ধর্ম্ম নৃপমণি,
সাজ বলি দিলেন ঘোষণা
সাজ বলি পড়ে ডাক, দামামা দগড় ঢাক,
উতরোল ব্যাল্লিশ বাজনা॥
দেখিতে লাগয়ে ভয়, সাজে দূত শয় শয়,
কালদণ্ড পাশ করে ধরি।
চলিতে না পায় পথ, রথ রথী শতে শত,
পদাতি তুরঙ্গ মত্তকরী॥
হান হান মার মার, ইহা বিনা নাহি আর,
শ্রবণে শুনিয়ে যমপুরে।
যমের আদেশ পায়, বায়ুবেগে যেন যায়,
ভয়ে সুরগণ যায় দূরে॥
উপনীত চণ্ডীর সম্মুখে।
চণ্ডিকা বলেন সখী, কিবা অপরূপ দেখি,
বুঝি হয় সমর-কৌতুকে॥
শুনিয়া চণ্ডীর বাণী, পদ্মাবতী কন বাণী,
রণ হেতু আইসে যম-সেনা।
শুনি হৈমবতী হাসে, শ্রীকবিকঙ্কণ ভাষে,
সারণে ধাইল যত সেনা॥)

(প্রবেশিল যত সেনা শমন-সমরে।
দেবীর সেনাগণ, করয়ে গর্জ্জন,
ঘন সিংহনাদ পূরে।
যমের বীরবর, ছাড়য়ে খর শর,
দানার কাটয়ে শির।
মেলিয়া দশন, নাচয়ে দানাগণ,
লুফিয়া ধরয়ে তীর॥
ধাইল ধানুকী, শত শত তবকী,
তবকে পূরিয়া গুলি।
আকাশে কুমুদা, আছিলা মামুদা,
ভাঙ্গিলা মাথার খুলি॥
পড়িল তবকী, পলায় ধানুকী
শরাসন ফেলিয়া দূরে।
ধরিয়া ত রথে, তুরঙ্গ-চরণে,
দানাগণ বদনে পূরে॥
করিবর-মুণ্ডে ধরিয়া শুণ্ডে,
তুলিয়া আছাড়ে ক্ষিতি।
ভাজিল দশন, পড়িল করিগণ,
দেখিয়া পলায় রথী॥
রুষিয়া বীরগণ, করয়ে বরিষণ,
বাণ যেন পড়য়ে শিল।
আসিয়া মহাকাল, ধরিয়া পূরে গাল,
কাহার শিরে মারে কীল॥

হানে দিনমণি, করি ঘোর ধ্বনি,
দানা ধায় লাখে লাখ।
রথ রথী ধরিয়া, ফেলয়ে তুলিয়া,
ফিরে যেন কুম্ভারের চাক ॥
রুধিরা দানাবর, না চিনে স্বর পর,
ঘন ঘন করে হান হান।
বীরবর দম্ভে, বসুধা কম্পে,
যম-সেনা ছাড়য়ে প্রাণ ॥)

চণ্ডীর সমীপে যমের বিনয়।

(শুনিয়া সমর কথা শমন কুপিত।
কলেবর কম্পবান্ ডাকে বিপরীত ॥
চারি দিকে সাজ বলি পড়িল ঘোষণা।
দুন্দুভি মাদল আদি বাজয়ে বাজনা ॥
চতুরঙ্গ দলে সাজে চতুর্দ্দশ যম।
মহিষে মিহিরসুত অতি অনুপম ॥
ব্যোমযানে যেখানে আছেন ভগবতী।
সত্বরে শমন আসি হৈল উপনীত ॥
সম্মুখে দেখিল যম হেমন্ত-দুহিতা।
মহিষের পৃষ্ঠে যম হেঠ কৈল মাথা ॥
অবনী লোটায়ে স্তুতি করে ধর্ম্মরায়।
সত্বরে ধরিল গিয়া অভয়ার পায় ॥
অপরাধ-ক্ষমা করি দূর কর রোষ।
না জানিয়া গিরিসুতা কৈলুঁ আমি দোষ ॥
করপুটে করি স্তুতি শিরে দিয়া হাথ।
তিন লোক ত্রাণ হেতু তুমি সবে নাথ ॥
মধুকৈটভের ভয়ে মরাল-বাহন।
হরি-নাভিপদ্মে থাকি করিল স্তবন ॥
করিলে করুণাময় কৃপাদৃষ্টি তারে।
ত্রাণ পাইল চতুর্ম্মুখ অসুরের করে ॥
মহিষাসুরের ভয়ে পেয়ে পরাজয়।
সুরপুর ত্যজে ইন্দ্র পেয়ে বড় ভয় ॥
মহিষে করিলে ক্ষয় ক্ষিতিভার নাশি।
তবে সুরপুরে ইন্দ্র রাজা হৈলা আসি ॥
ঘোর কলি-সাগরে তোমার নামে তরি।
বায়েক লইলে নাহি যায় মোর পুরী ॥
তিন গুণে তিন দেব সংহার কারণ।
একা তিনগুণা তুমি সেবকশরণ ॥
কুপুত্র হ'লে মা না হয় বিমুখ।
কৃপা করি দূর কর অধমের দুখ ॥
তব আজ্ঞা শিরে ধরি শিখর-নন্দিনী।
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করিয়ে নারায়ণি ॥
শুনিয়া ধর্ম্মের স্তব হরের ঘরণী।
আশীষ করিয়া তার শিরে দিল পাণি।
বিদায় হইলা ধর্ম্ম করিয়া প্রণতি।
দানাগণ সঙ্গে উঠিলা ভগবতী ॥) *

কবির প্রার্থনা।

(অপরাধ ক্ষমা কর হরের ঘরণী।
পুনঃপুন করি নতি জোড় করি পাণি ॥
হরি হরি বলহ সকল বন্ধুজন।
বদনে লইয়া কর বৈকুণ্ঠ গমন ॥
চণ্ডিকার চরণে মজুক নিজ চিত্ত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥)

হর-গৌরীর কথোপকথন।

অবতরি বসুমতী, পূজা লয়ে ভগবতী,
বসিলেন হর সন্নিধানে।
কৈল তাঁরে প্রণিপাত, বর দিলা ভূতনাথ,
জিজ্ঞাসিল তাঁহার কল্যাণে ॥
শুনিয়া শিবের বাণী, জুড়িয়া উভয় পাণি,
নিবেদয়ে শিখরদুহিতা।
তুমি যার পরিত্রাতা, তার অকুশল কোথা,
এবে আমি ভুবনপূজিতা ॥
ছাড়িয়া কৈলাশ গিরি, গেলাম মরত পুরী,
পাইলাম অতুল সম্মান
পূজা পাইলুঁ যে যে দেশে, নিবেদব সবিশেষে,
এক দণ্ড কর অবধান ॥

* যমদূত এবং যমের সহিত যুদ্ধ প্রবন্ধটী আমাদের কোন হস্তলিখিত পুথিতে নাই। এজন্য এগুলি বন্ধনীমধ্যে রাখা গেল।

সহস্রাক্ষ নৃপমণি, সকল পুরাণে জানি,
আগে তার নির্মিলুঁ জনপদ।
সুকবি পণ্ডিত সভা, দেশের পরম শোভা,
নিকটে আছয়ে কংসনদ॥
সুরম্য দেখিয়া স্থান, কৈলু তথা অধিষ্ঠান,
বিশ্বকর্ম্মা দেহারা নির্ম্মাণ।
স্বপনে বুঝায়্যা রাজা, নিলাম তাহার পূজা,
মহিষ ছাগল বলিদান॥
জয়া বিজয়া সাথে পূজা লয়ে যাই পথে,
পশুগণ পায় দরশন।
লোটায়ে চরণে ধরি, পশু কৈল গোহারি,
তার ভয় কৈলুঁ নিবারণ॥
পাইয়া উত্তম বাস, পশুগণ কৈলু দাস,
প্রণাম করিল সবিনয়।
বনে বনে ভ্রমি তুলি, বিকঙ্কত সেয়াকুলি,
আম জাম দিল শয় শয়॥
দিলে তুমি অনুমতি, নীলাম্বরে নিলুঁ ক্ষিতি,
জন্ম কৈলুঁ ব্যাধের ভবনে।
নাম হৈল কালকেতু, দিনের সম্বল হেতু,
প্রতিদিন বধে পশুগণে॥
পশুর নিস্তার বীজ, ধন তারে দিলুঁ দ্বিজ,
কাটাইল গহন কানন।
বসাইল গুজরাট, জুড়িল চৌকশ বাট,
কৈল বীর আমার পূজন॥
বীরের প্রতাপ শুনি, সাজিলেন নৃপমণি,
রণে জিনি নিল কারাগারে।
নিগড় বন্ধনে বীর, হয়ে বড় অস্থির,
এক ভাবে স্মরয়ে আমারে॥
কারাগারে অবতরি, তার বন্ধ দূর করি,
স্বপনে ভৎসিলুঁ নৃপবরে
বীরের মাননা করি, রাজা পাঠাইল পুরী,
আমা পুজি গেল স্বর্গপুরে॥
ইন্দ্রের নর্ত্তকী বালা, নাম তার রত্নমালা,
তাল ভঙ্গে লইলাম ক্ষিতি।
হৈল গন্ধবেণে জাতি, খুল্লনা হইল খ্যাতি,
মাতা রম্ভা পিতা লক্ষপতি॥
মধ্যে রাজ্য উজানী, তথি বেণে বৈসে ধনী,
তোমার সেবক ধনপতি।
লহনা তাহার নারী, সাধু নিবসয়ে পুরী,
বিভা কৈল খুল্লনা যুবতী॥
পাইল নারী ভয়, গউড় যাইতে ভয়া,
সোণা দিল পিঞ্জর গড়াতে।
নিয়োজিল স্বতন্তর, বাঁঝি হৈল দুঃস্তর,
সভা দিল ছাগল রাখিতে॥
ছাগল হারায়ে বনে, পঞ্চ বিদ্যাধরী সনে
খুল্লনা পুজিল পুষ্পজলে।
আমি দিলুঁ বর দান, লহনা সাধিল মান,
সাধু ঘরে আইল পূজাফলে॥
স্বামীর সৌভাগ্যবতী, রঙ্গেত ভুঞ্জিল রতি,
হৈল তার গর্ভের সঞ্চার।
জ্ঞাতি বন্ধু ধরে ছল, হয়ে আমি অনুবল,
পরীক্ষায় করিলুঁ উদ্ধার॥
কস্তুম কস্তুরী পঙ্ক, চামর চন্দন শঙ্খ,
নাহি ছিল রাজার ভবনে।
রাজার আদেশ পায়, ভরা দিল সাত নায়,
চলে সাধু দক্ষিণ পাটনে॥
সাধু রহে নদীতটে, খুল্লনা পূজয়ে ঘটে,
আমারে করিয়া আবাহনে।
পাপিষ্ঠ বাঁঝির বোলে, কোপে ধনপতি জ্বলে,
মোর ঘট ল ঙ্ঘল চরণে॥
ঝড় বৃষ্টি পথে কায়, মগরায় অবতরি,
ডুবাইলুঁ ছয় ডিঙ্গা জলে
বাড়িল পরম ক্রোধ, সবে তব অনুরোধ,
তেঁই প্রাণ রাখি তালে তালে।
কালীদহের জলে, কুমারী কমলদলে,
গজ গিলে উগারে অঙ্গনা।
সাধু ধনপতি দেখে, মসী-পত্র আনি লিখে,
অন্ত নাহি দেখে কোন জনা॥
গিয়া নৃপতির স্থান, সভাজন বিদ্যমান
করে সাধু প্রতিজ্ঞা পূরণ।
প্রতিজ্ঞায় সাধু হারে, রহে বন্দী কারাগারে,
নিল রাজা ছিল যত ধন॥
শুনিয়া চণ্ডীর বাণী, রোষযুত শূলপাণি,
হৈল দেব লোহিত লোচন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিয়া বন্ধ,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

গৌরী প্রতি শিব-উক্তি।

গৌরি, কত বা সহিব বারে বারে।
যে জন সেবক মোর, সে জন বিপক্ষ তোর,
যুগে যুগে বিড়ম্ব আমারে॥
জম্ভ দানব সুত, মোর অতি প্রিয়ভক্ত,
মহিষ আছিল মোর দাস।
রাখিলে অমরনাথ, তাহার করিলে পাত,
আমার করিলে কার্য্যনাশ॥
মহাপরাক্রম দম্ভ, শুম্ভ আর নিশুম্ভ,
চণ্ডমুণ্ড আর ধূম্রলোচন।
পুজিত সেবক নিজ, মহাবীর রক্তবীজ,
তারে কৈলে রণে নিপাতন
লঙ্কার রাবণ রাজা, করিত আমার পূজা,
তার তুমি বিপদের মূল।
হইয়া রামের পক্ষ, বধিলে সেবক মুখ্য,
হৃদয়ে রহিল বড় শূল॥
রাবণের অপরাধ, এই হেতু পরমাদ,
শুনি আমি না করিলুঁ রোষ।
উদ্ধারি রামের জায়া, বারণে করিয়া দয়া,
কেন না করিলে সামঞ্জস॥
ছিল দেশে ধনপতি, তার কৈলে দুর্গতি,
বিশ্রাম করিতে নাহি ঠাঁই।
যথা দেশে ধনপতি, তথায় আমার স্থিতি,
সিংহল নগরে আমি যাই
করিব সিংহলপতি, ধরাব ধবল ছাতি,
উদ্ধারিব ধনপতি দণ্ডে।
বন্দী কৈলে মোর দাস, আমার মহিমা নাশ,
কত দুঃখ নিবারিব চিত্তে॥
শিঙ্গা ডম্বুর মাল, শূল হাথে বাঘছাল,
বলদে করিল আরোহণে।
রাবযুত দেখি হরে, জুড়িয়া উভয় করে,
চণ্ডী তার পড়িল চরণে॥
করিয়া প্রণতি স্তুতি, কহিলেন ভগবতী,
মোর কিছু শুন নিবেদন।
খালাস করেছি তারে, কেন রোষ কর মোরে,
তার হেতু না কর চিন্তন॥
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত,
নিরবধি পুজিয়া গোপাল।
আজ্ঞা পেয়ে নিরন্তর, মন্ত্র জপি দশাক্ষর,
মীন মাংস ছাড়ি বহুকাল॥

শিব প্রতি গৌরী-উক্তি

আগে ধনপতি দণ্ড কৈল নিজ দোষ।
চিরকাল তারে না খুঁলু অতিরোষ॥
অপুত্রক ধনপতি কৈলুঁ পুত্রবান্
বন্দী দাম দায়া কৈলু সাধুর ছোড়ান॥
এতেক বচন যদি বলিলা পার্ব্বতী।
হাসিয়া জিজ্ঞাসে তারে দেব পশুপতি॥
কহ প্রিয়ে কেমনে আছেন ধনপতি।
তাহার গৌরব কৈলে আমার পিরীতি॥
অতঃপর কহ চণ্ডী পুজার বারতা।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মঙ্গলের গাথা॥

পঞ্চমাস গর্ভবতী, খুল্লনা উত্তমমতি,
সাধু বন্দী রহিল বিদেশে।
স, দেব মালাধর বৈসে,
প্রসব হইল দশমাসে॥
নাম হইল শ্রীপতি, নানা বিদ্যা বীর মাতি,
গুরু সনে করিল কোন্দল।
গুরু দিল পরিবাদ, হল বড় পরমাদ,
কারণ পিতার সুমঙ্গল॥
রাজা বিদায় করি, ভরা দিয়া সাত তরী,
গেল পুত্র পিতার উদ্দেশে।
বুঝিতে তাহার মন, কৈলু ঝড় বরিষণ,
মগরাতে উন্মত্ত বেশে॥
কালীদহের জলে, কামিনী কমলদলে,
গজ গিলি উগারি বারণ।
সাধু শ্রীপতি দেখে, মসীপত্র আনি লিখে,
অন্যে নাহি দেখে কোন জন॥
গিয়া নৃপতির স্থান, তাকার বিদ্যমান,
সাধু কৈল প্রতিজ্ঞা পূরণ।

রাজারে দেখাত্যে মারে, প্রতিজ্ঞায় সাধু হারে,
লিম রাজা যত ছিল ধন॥
কোমরে মায়ের কাছি, ল'য় অষ্ট দূর্ব্বা পাছি,
অষ্ট তণ্ডুসযুত করি
স্নান করি সরোবরে, সত্বরে কুসুমনীরে,
পূজা কৈল আমারে স্মঙরি॥
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণীর বেশে গেলাম সিংহল দেশে,
যথা বসে কোটাল শ্রীপতি।
করি তারে কল্যাণ শ্রীমন্ত মাগিনু দান,
না দিল কোটাল দুষ্টমতি॥
লয়ে চতুরঙ্গ দল, আচ্ছাদিয়া মহীতল,
যুঝিতে আইলা নৃপমণি
দারুণ দানার চড়ে, নব লক্ষ দল পড়ে,
উরিলাম সমরে আপনি॥
বুঝিয়া আমার কাজ, নৃপতি পাইল লাজ,
রাজাকে দিলাম পরিচয়।
মৃত সেনা পায় প্রাণ, সুশীলা করয়ে দান,
আমার সেবকে সবিনয়॥
দান লয়ে কারাগার, পিতা কৈল উদ্ধার,
ছোড়ান করিল ধনপতি।
লুট গেল যত ধন, দিল তার সাত গুণ,
খণ্ডাইল সকল দুর্গতি॥
রাজার বিদায় পেয়ে, যায় সাধু তরী বেয়ে,
মগরায় দিল দরশন।
তথা আমি অবতরি, তুলে দিনু ছয় তরী,
দিলাম সকল ধনজন॥
হয়ে বড় অভিলাষী, সদাগর দেশে আসি,
গেলেন রাজার সম্ভাষণে।
শুনিয়া সাধুর কথা, নৃপতি পুলকযুতা,
শ্রীমন্তে করিল কন্যাদানে॥
ত্রিসন্ধ্যা পূজয়ে হর, গৌরী গুহ লম্বোদর
খণ্ডিলাম সকল দুর্গতি।
তোমার সেবক জনা, কৈল মোর অর্চ্চনা,
ভুবনে বিদিত হৈল গতি॥
করি আমি প্রণিপাত, ত্যজ কোপ ভূতনাথ,
শ্রবণমঙ্গল গুণধাম
তোমার সেবক জন, মোর কৈল আরাধন,
ভুবনে বিদিত হৈল নাম॥

হয়ে গৌরী প্রিয়ভাবে বসিলেন কৈলাসে,
চামর ঢুলায় পদ্মাবতী।
সমাপ্ত হইল গীত, জগজনে পায় প্রীত,
মুকুন্দ রচিল শুভমতি॥

* শাকে রস রস বেদ শশাঙ্কগণিতা
কত দিনে দিলা গীত হরের বনিতা॥
অভয়া-মঙ্গল গীত গাইল মুকুন্দ।
আসোর সহিত মাতা হইবে সানন্দ॥
কলিকালে চণ্ডিকার হইল প্রকাশ।
যার যে বা মনোরথ পূরে তার আশ॥
ব্রাহ্মণ শুনিলে ধর্ম্মশাস্ত্রের ভাজন।
যুদ্ধেতে পারগ যে শুনিবে ক্ষত্রিগণ॥
বৈশ্যেতে শুনিলে হয় বাণিজ্যেতে মতি।
শূদ্রেতে শুনিলে সুখ মোক্ষ পায় গতি॥
সর্ব্বলোক হরি বল হয়ে আনন্দিত।
সমাপ্ত হইল এই অভয়ার গীত॥
আসোর সহিত মাতা হবে বরদায়।
যে জন শুনায় আর সেই জন পায়॥
সকল করিয়া আর যে জন গাওয়ায়।
একান্ত হইয়া মাতা তারে বরদায়॥
এই গীত যেই জন করিবে শ্রবণ।
বিপদে রাখিবে দুর্গা আর পঞ্চানন॥
সমাপ্ত হইল এই ষোল পালা গান।
অভয়া-চরণে ভণে শ্রীকবিকঙ্কণ॥

কবির ক্ষমা প্রার্থনা।

ক্ষম গো অভয়া, দাসে কর দয়া,
গচ্ছ গচ্ছ নিজ ধাম।
দোষ করি ক্ষমা, আশীষ মা সমা,
সত্বগুণে মোক্ষ কাম॥
দিন নিশা আট, শুনি গীত নাট,
ভাল মন্দ হৈল যে বা।

* গ্রন্থ রচনার শক নিরূপণ প্রভৃতি শেষের কয়েকটী বিষয় হস্তলিখিত পুঁথিতে পাওয়া যায় না, কেবল মাত্র মুদ্রিত পুস্তকে আছে।

দোষ নাহি লবে, গুণ আদরিবে,
করি দণ্ডবত সেবা॥
শ্রেপাত্তয়া বিনে, আজ্ঞা মোরে দিলে,
গীত হৈল নিরমাণ।
কাব্য নব রসে, যশ অপযশে,
আপনি তুমি প্রমাণ॥
পাইয়া ইঙ্গিত, করিলুঁ সঙ্গীত,
কৈলুঁ আত্মসমর্পণ।
দোষ গুণ তারি, তুমি মহেশরী,
এই মোর নিবেদন॥
মন্ত্র তন্ত্র হীন, পূজা অষ্ট দিন,
যে বা হৈল মোর জ্ঞানে।
করিয়া অঞ্জলি, হরি হরি বলি,
দোষের নাশ নিদানে॥
পশু-মৃগ-ব্যাধে, তোমারে আরাধে,
যেই জন আনে এই।
অতি আমি অন্ধ, দূর কর ধন্ধ,
মূর্খ জানি কৃপাময়ি॥
সময়ে অসময়ে, তোমার চরণে,
মজুক আমার চিত।
দিবে বল বর, মাগি এই বর,
যেন গাই তব গীত॥
যেন বা শুনে নরে, যে বা ইচ্ছা করে,
তার পূর্ণ কর আশ।
নায়ক বসতি, লক্ষ্মী উপস্থিতি,
অন্তে দিবে নিজ পাশ॥
গায়নে বায়নে, নায়ক সজ্জনে,
কৃপা কর মহামায়া॥
শ্রীকবিকঙ্কণে, রাখিবে চরণে,
দোষ ক্ষম সর্ব্বজয়া॥
রাজা রঘুনাথ, গুণে অবদাত,
রসিক মাঝে সুজান।
তার সভাসদ, রচি চারুপদ,
শ্রীকবিকঙ্কণ গান।

বিজয়া বটিকা

সর্ব্ব প্রকার জ্বরের মহৌষধ।

রাজ্যেশ্বর রাজা

এবং

কুটীরবাসী কৃষক

সকলেই ইহার পক্ষপাতী।

* * *

হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান

সকলেই ইহার পক্ষপাতী।

* * *

শিক্ষিত ও অশিক্ষিত

স্ত্রীলোক এবং বালক

সকলেই ইহার পক্ষপাতী।

* * *

ইংরেজ-পুরুষ

বিশেষতঃ ইংরেজ-মহিলা

ইহার সবিশেষ পক্ষপাতিনী।

* * *

বিজয়া বটিকার

প্রসিদ্ধি

বিজয়া বটিকা আজ ভারত-প্রসিদ্ধ। অধিক কি, পারস্যে, আরবদেশে, মিশরে, দক্ষিণ আফ্রিকায় এবং লণ্ডন মহানগরেও, বিজয়া বটিকা যাইতেছে। দারিদ্রের কুটীরে, রাজ্যেশ্বর রাজার সিংহাসন-সমীপে, আজ বিজয়া বটিকা সমভাবে বর্ত্তমান। বিজয়া বটিকা প্রকৃতই যেন ব্রহ্মাণ্ড বিজয় করিতে বসিয়াছে।

ইংরেজ-রমণী কুলের বিজয়া বটিকা বিশেষ প্রিয় বস্তু। জানি না কেন, কোন্ গুণে বিজয়া বটিকা স্বদেশী সামগ্রী হইয়াও ইংরেজ-নরনারীর মন আকর্ষণ করিল!

জাপানদেশে বিজয়া বটিকার বড় আদর।

বিজয়া বটিকার শক্তি।

বিজয়া বটিকার শক্তি, মন্ত্রশক্তিবৎ অদ্ভুত। যে জ্বররোগে ডাক্তারী, কবিরাজী বা হোমিও-প্যাথী চিকিৎসায় আরোগ্য হয় নাই, আত্মীয় স্বজন যে রোগীর জীবনের আশা পর্য্যন্ত একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন, এমন বহুসংখ্যক রোগীও বিজয়া বটিকা সেবনে আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

সময়-বিশেষে বিজয়া বটিকা বজ্রাপেক্ষাও কঠোর,—আবার সময়-বিশেষে বিজয়া বটিকা কুসুম অপেক্ষাও কোমল। সামান্য মাথাধরা হইতে আরম্ভ করিয়া, নাগাইদ অতিগুরুতর প্রাণসঙ্কট পীড়া পর্য্যন্ত বিজয়া বটিকা দ্বারা সহজে আরোগ্য হইতেছে। বিজয়া বটিকার এইখানেই মহত্ত্ব—এইখানেই গুণপণা,—এইখানেই অলৌকিকত্ব।

কাল রঙ ছাড়া ট্রেড-মার্কে তিন রকম রঙ আছে;—প্রথম হরিদ্রা, দ্বিতীয় লাল, তৃতীয় ফীকে-নীল। গায়ে যে লেবেল জড়ান আছে, তাহাও লাল কালিতে মুদ্রিত।

সাবধান! সাবধান!!

বিজয়া বটিকা—জাল হইতেছে।

বিজয়া বটিকায়—মূল্যের কম-বেশী নাই।

বিজয়া বটিকা—নির্দ্দিষ্ট মূল্যে চিরদিন বিক্রীত।

বিজয়া বটিকা

জাল করিতেছে।

বিজয়া বটিকার এই অলৌকিক শক্তি আছে বলিয়াই, বিজয়া বটিকার কাটতি এত অধিক; কিন্তু দুঃখ এই, জুয়াচোরগণ এই বিজয়া বটিকা—

জাল করিতেছে।

কলিকাতায় কতকগুলি জুয়াচোর ব্যক্তি বিজয়া বটিকার অবিকল ট্রেডমার্কা আদি নকল করিয়া, মফঃস্বলের অধিবাসিগণকে পাইকেরি দরে বেচিতেছে। দরও সস্তা দিতেছে। এই জাল বিজয়া বটিকা সেবন করিয়া, অনেক রোগী কুফল প্রাপ্ত হইতেছেন, অনেকের রোগ একেবারে আরাম হইতেছে না। জাল ঔষধে কখন কি রোগ আরাম হয়?

মুল্যাদি

বটিকার সংখ্যা	মূল্য	ডাঃমাঃ	প্যাকিং
১নং কৌটা ১৮	॥৶০	।০	৵০
২নং কৌটা ৩৬	১৶০	।০	৵০
৩নং কৌটা ৫৪	১॥৶০	।০	৴০

বিশেষ বৃহৎ———গার্হস্থ্য কৌটা অর্থাৎ

৪নং কৌটা ১৪৪	৪ ০	০	৴০

বিজয়া বটিকার

পাইকেরী বিক্রয়।

১নং কৌটা এক ডজন (অর্থাৎ বার কৌটা) লইলে কমিশন এক টাকা; অর্থাৎ সাড়ে ছয় টাকাতেই বার কৌটা ১নং বিজয়া বটিকা পাইবেন; ডাকমাশুল ও প্যাকিং আট আনা মাত্র। ভিঃ পিং কমিশন দুই আনা।

২নং এক ডজন লইলে, কমিশন দেড় টাকা; অর্থাৎ বার টাকা বার আনাতেই ২নং বার কৌটা পাইবেন। ডাকমাশুল ও প্যাকিং বার আনা মাত্র। ভিঃ পিঃ কমিশন ৵০ তিন আনা।

৩নং এক ডজন লইলে, কমিশন দুই টাকা, অর্থাৎ সাড়ে সতর টাকাতেই ৩নং বার কৌটা পাইবেন। ইহার প্যাকিং ও ডাঃমাঃ এক টাকা, ভিঃ পিঃ কমিশন ।০ চারি আনা।

বার কৌটার কম লইলে, এমন কি এগার কৌটা লইলেও, কেহ কমিশন পাইবেন না।

এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি ও

হাকিমী বিফল।

রোহিলখণ্ডের অন্তর্গত রামপুর ষ্টেটের হাইস্কুলের প্রিন্সিপাল, বি, সিংহ কি লিখিয়াছেন, দেখুন—

"যথাক্রমে এলোপ্যাথি, হামিওপ্যাথি এবং হাকিমী মতে দীর্ঘকাল ধরিয়া চিকিৎসা করিয়াও, যে সকল রোগীর আদৌ কোন ফল হয় নাই, ইতিপূর্ব্বে আপনার নিকট হইতে যে এক কৌটা বিজয়া বটিকা আনাইয়াছিলাম, তাহা তাহাদিগের পক্ষে যেন মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করিয়াছে। আমার পরিচিত বন্ধু বান্ধবগণকে আপনার ম্যালেরিয়া-ঘটিত কম্পজ্বরের এই ধন্বন্তরিকল্প ঔষধ সাদরে গ্রহণ করিতে আমি ইতিমধ্যেই অনুরোধ করিয়াছি।"

বিজয়া বটিকার প্রাপ্তিস্থান।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানী।

৭১ নং হ্যারিসন রোড,—কলিকাতা।